



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ং খ্যা য়

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের অর্থও অগং (সম্পাদকীয়)	১
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	৩
সভাপতির ভাষণ	৮
একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	২০
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ	৩২
গীরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন	৩৩
প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা	৪০
গ্রন্থাগার সংবাদ	৪৫
শিক্ষণ সংবাদ	৪৯
শ্রীখণ্ডের সম্মেলন	৫০



‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অনন্যোনীত লেখা ডাকটিকিট ও টিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য মতামত পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পত্রকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কার্যালয় ৩০ হজুরীমল স্ট্রেনে কাগজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৬-৭০১৫
- ‘গ্রন্থাগার’ সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই টিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের প্রথম পৃষ্ঠা	৭৫/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	৪০/- টাকা
মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	৬০/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	৩৫/- টাকা
মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠা	১০০/- টাকা
“ অর্থ পৃষ্ঠা	৪৫/- টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	৫০/- টাকা
“ অর্থ পৃষ্ঠা	২৬/- টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০/- টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫/- টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৩/- টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫/- টাকা

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কৃতি সিরিজ

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ত্রিভিংশ বঙ্গোপাধ্যায় উপাচার্য, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কতক্‌ ষাংকানাতের পূর্নপুংক হটতে রবীন্দ্রনাথের

উত্তরপুংক পণ্ডিত তদাংক ইতিহাস । [১২'০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীমদ্বিক্রান্ত বঙ্গোপাধ্যায় ঠট প্রণে বাঙাল সংস্কৃতির অশুর নিদর্শন

বাঁকুড়ার মন্দিরতদ্র দর তদাপূর্ণ পতিত দিহাভেদ । ডাঃ হনীতিক্রান্ত

১টোপাধ্যায়ের তৃমিকা সংলিঙ । আট প্রটে ৬৭টি চবি । [১৫'০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তর ঠট বটটি সাহিত্য আকানদী

পুংককারে তৃপিত । [১৭'০০]

উপনিষদের দর্শন

ত্রিভিংশ বঙ্গোপাধ্যায় কতক্‌ উক্ত গুরু দিহাভেদ

মর্গণথার প্রাকল পরিবেশন । [৭'০০]

রবীন্দ্র-দর্শন

ত্রিভিংশ বঙ্গোপাধ্যায় কতক্‌ বিখবিত জীবনবেদে সংল

বাংবা । ডাঃ সুবোধচক্র দেনগুপ্তের তৃমিকা । [২'৭০]

বৈষ্ণব পদাবলী

দাহিত্যরত্‌ শ্রীহরেক্রম মুখোপাধ্যায় কতক্‌ প্রায় ১৭০ তাতার পূর্ন সংলিঙ

ও সম্পাদিত । পদাবলী দাহিত্যর বৃহত্তম আকার-গ্রন্থ । [২৫'০০]

ডেটিনিউ

প্রাকল ডেটিনিউ ৮মমলেক্‌ দাশগুপ্তর বহু অভিনদিত পুংকের

৩য় মুদ্রণ । শ্রীত্রেপসক্‌ দত্তর তৃমিকা সংলিঙিত । [৩'০০]

সা হি ত্য সংসদ

৩২৭ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৩

ফোন : ৩৫-৭৬৬২

ন্যাশনালের প্রকাশিত বই

গল্প ও উপন্যাস

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

ইলিয়া গ্রেনমবুর্গ

পাহার পতন

নবম ভাগ ১ম খণ্ড

২য়

৩য়

মিখাইল ললোফক

হীর প্রবাহিনী ভন

সাগরে মিলায়ে তন ১ম খণ্ড

২য়

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ

ব্যাকসিম গর্কি

মা

২'৪৬

নানা লেখা

৪'৪০

সহস্রাব্দী

০'৪০

শান্তনু সেনগুপ্ত

মতাদর্শের সংগ্রাম ও অধিক প্রেম

দর্শন

কার্ল মার্কস

উপনিবেশিকতা গ্রন্থ

১'৮০

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ

১'৩০

কি. আই. লেমিন

সংশোধনবাদের বিপক্ষে

৮'০০

ভারতীয় কর্মনীতির প্রবাহনী ও

গ্রন্থভাণ্ডার আন্তর্জাতিকতাবাদ

০'৭৫

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন

১'৪০

মুজক্ ফর আহমদ

নজরুল ইসলাম : স্মৃতিচর্চা

১০'০০

সমকালের কথা

২'০০

মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, রহুল

কমিউনিজম কাহাকে বলে

২'০০

রঞ্জন চৌধুরী

মার্কসবাদের ভূমিকা

২'৮০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার

ঐক্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণ

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১ }

{ ১৩৭৪, বৈশাখ

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ গ্রন্থাগারবিদ্যার অর্থও জগৎ ॥

বর্ধমান জেলায় শ্রীক্ষেত্রে সম্প্রতি অশ্রুতিত একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রবক্তৃতা সভাপতির ভাষণটি বাংলা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা নিম্নগ্রহীত লক্ষ্য করেছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁর সেই ভাষণের একস্থানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিশ্বঐক্য স্থাপনে গ্রন্থাগারের বিশেষ কৃমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর এই ভাষণে তিনি বলেছেন, “বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আরও বেশী বহিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা এমন একটি বিশেষ বাস করছি যেটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অথবা বাণিজ্যিক দিক থেকে এক, মতবাদের দিক থেকে দুই বা তিন, এবং জাতীয়তা বোধের দিক থেকে বহু। এই বিশ্বের শান্তি আজ বিপন্ন—সেখানে আছে শক্তির লড়াই, দখলের বড়াই আর স্বার্থের সংঘাত। এই সব সংঘাতের ফলে প্রায়ই দুঃস্থের সম্ভাবনা দেখা দেয়, বিশ্বের মানুষ হয়ে ওঠে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত; কারণ সে জানে যে, তৃতীয় মহাদুর্ভিক্ষ হবে আনবিক দুঃস্থ এবং এই আনবিক দুঃস্থ হরতো সমগ্র মানব জাতির ধ্বংস সাধিত হবে। বিশ্বের ও বিশ্বমানবের এই সঙ্কট থেকে মুক্তি চাই। একত্রে বিশ্ব ও বহুত্ব অপেক্ষা বলশালী করতে হবে। তার জগৎ চাই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন।

তাই বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের এই কৃমিকা স্বীকার করে নিয়ে তার প্রসার সাধনে সকল দেশ যদি সচেষ্ট হয়, তাহলে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি যোগাত্মক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলন দেশের সীমার গভী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে হ্রাস করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ‘আন্তর্জাতিক দিক থেকে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তাই আজ অনস্বীকার্য।’

সভাপতি মহাশয় যে বিশ্বগ্রন্থাগার আন্দোলন ও সংস্থা গঠনের কথা বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে তার জগৎ কিছু কাল অব্যবহিত UNESCO-র উদ্দেশ্যে হয়েছে। যদি আমরা UNESCO-র কার্যধারা বিচার করে দেখি তাহলে এটা দেখতে পাব। এই কিছুদিন

আগেই UNESCO-র বিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হয়ে গেছে। UNESCO-র এই বিংশ বছরের কাজকর্মের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে UNESCO কাজ করে চলেছে। হয়তো এই সব কাজ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট জোরদার হয়নি বা বিশ্বের জনগণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেই বাস্তব জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রন্থাগারকে দেয়ন্ত উন্মোচী হতে হবে। আত্মীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনার যেমন গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিকতা ও সমগ্র মানবজাতির ঐক্য সাধনার ক্ষেত্রেও যে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের হুব্বর এক পল্লী গ্রাম থেকে বিশ্বঐক্য ও সৌভ্রাত্যের যে বাণী আজ উল্লসিত; সারা বাংলায়, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়, ক। বসন্ত: এট ঐক্যাত্মকুতি ও প্রেমের মহা ভাষ্যের পক্ষে নতুন কিছু নয়। 'এই মহামানবের সাগর তীরে-র পূণাক্ষরিতে ব্যাবহার সেই মহা ধর্মিত হয়েছ।

গ্রন্থাগার ভার লক্ষিত জ্ঞানের আলোকবর্তিকা সম্বন্ধে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞানের যেমন কোন জাতীয়তা নেই তেমনি গ্রন্থাগারবিজ্ঞানও কোন জাতীয়তা নেই। প্রয়োগকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকলেও আমেরিকার বা ইংলণ্ডে, জাপানে বা ভারতে, এমন কি, সোভিয়েত দেশ বা চীনেও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান মূলতঃ একই। তার উদ্দেশ্যও এক। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্ত্যের (১৮২২-১৮৯৫) প্রায় একশ বছর আগেকার বক্তব্য এই প্রণয় অস্বীকার—

"Science has no nationality because knowledge is the partimony of humanity, the torch which gives light to the world. Science should be the highest personification of nationality because of all nations, that one will always be foremost which shall be first to progress by the labours of thought and of intelligence.

Let us therefore strive in the pacific field of Science for the pre-eminence of our several countries. Let us strive, for strife is effort, strife is life when progress is the goal," (ইংরাজী উদ্ধৃতি হার্ডনীর)।

কৃষ্ণবস্ত্রের আঘাতে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের আশা ব্যাবহার বিচিত্র হয়েছে, তবু আশাবাদী রাহুব তার আশা ছাড়েনি। আলকের হুনিয়ার প্রতিটি রশ্মি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বিশ্বের এক অংশে যদি শান্তি নিরাপত্তা না হয় তবে পৃথিবীর কোন অংশেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে—একথা আশা করি বাঙালির উজ্জ্বল মনে নিশ্চয়ই বুদ্ধিবীরাগ মনে করবেন না।

॥ অভিধান সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ॥

শ্রীমন্ত্যামল ঠাকুর

সমবেত স্বাধীন,

আজ বর্ধমান জেলাবাসীর মহা আনন্দের দিন। পশ্চিমবঙ্গের শত শত জাতী-
ভগ্নী, এখাগার প্রতিনিধি, এখাগারবিজ্ঞানী ও গ্রন্থপিপাসুগণের সমাবেশ হইয়াছে
বর্ধমান জেলার একটি গণগ্রামে, জ্ঞানের দক্ষ্যানে “দ্বিধা আর মিলে মিলাবে মিলনে”
এই ভাব লইয়া। এখাগার আন্দোলন বাহ্যতে উত্তেজিত সত্ত্বতির পথে অগ্রসর
হয়, মাহুকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়—সেই সন্নিহিত কইয়া আপনারা তুটিয়া আদিয়াছেন।
আপনাদের শিক্ষা সম্প্রদায়ের মহৎ উদ্দেশ্য ও সন্ধিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া
যে জেলার আপনারা আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন তাহার সব্বদে
কিছু বলিতে চাই।

শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ধমান জেলাকে
সেই সংস্কৃতির মধ্যমণি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া
আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্ধমান তথা কাটোয়ার দান অনস্বীকার্য। অন্নবাদ
কাব্য, বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য সব কিছুতেই উৎসাহিত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে।
বধা, মহাত্মার্তের অন্নবাদক বনামখাত কানীয়ায় দাস বাঁর প্রতি কবি মনুস্মরণ শ্রদ্ধা
জানাইয়া বলিয়াছেন—

“মহাত্মার্তের কথা অমৃত সমান

হে কানী! কবীশবলে তুমি পুণ্যবান্।”

সেই অধির জগদ্বৃমি এই জেলার দিকীগ্রামে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুহুস্ময়
বর্ধমানেরই কবি। মনসামঙ্গল কাব্যের অশ্রুতম শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাবাস ক্ষেমানন্দ কাটোয়া
মহকুমার কাঁধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পাচালীকার, বাঁহার লেখা—

“কবি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি

ওহে ভক্তিসিঁরি, আমার ভক্তি হবে তাধা সতি।”

সেই লোকসঙ্গীতের সম্রাট কবি দাশবণি দাস এই গ্রামেরই অদ্বৈতবর্তী বাধুদুড়া গ্রামের
অধিবাসী।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ধমান জেলার দান অগ্রগণ্য। খোড়ম নতাকীতে
বৈষ্ণব ধর্মের উৎসমুখ নবদীপ হইলেও রসপ্রাবনের ধারা বেশী ভাগই প্রবাহিত হইয়াছিল
এই রাঢ় অঞ্চল হইতে। ত্রিষ্টৌত্রৈক্যেরকে অবলম্বন করিয়া যে কথখানি বৈষ্ণব জগতের
আদিগ্রন্থ বধা কামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত, দেহড়ের
ত্রিভুন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত, কোগ্রামের গোচন্দ্রদাস ঠাকুরকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গ্রন্থগুলি প্রণেতার বাণ বর্ধমান জেলায়। বৈষ্ণবপন্থকর্তা ও মহা-
জনদের মধ্যে ২৪ জনকে বাদ দিলে প্রায় সকলেই বর্ধমানের জন্মস্থান।

এ ছাড়া এই জেলার বাসস্থান গোঁড়ীয়াস পণ্ডিতের অধিকা কালনার, শ্রীমদ্ভা-
স্কৃত্যর ব্যাকরণশাস্ত্রাধ্যাপক গঙ্গাধার পণ্ডিতের বিভাগনগরে, গোবিন্দ ঘোষের অগ্রবীণে,
দ্বাদশ গোপালের অগ্রতম কৃষ্ণাঙ্গের আকাইহাটে, সত্যনাথ খাঁ ও রামানন্দ বহুর কুলীন
গ্রামে, অম্বুজি রায় ও অম্বুজি ঘোষের বেলগাঁয়ে, উদ্ধারন দত্তের নৈহাটিতে, জানদালের
কাঁদাতার, ধনরায় পণ্ডিতের শ্রীতনগ্রামে, কড়চা লেখক গোবিন্দদালের কাকুননগরে,
ত্রিনিবাস আচার্যের স্বাগ্রামে। কৃষ্ণবিজয়-এর গ্রন্থকার মালাধর বহুর কুলীনগ্রামে,
তপ সনাতনের নৈহাটিতে, কেশব ভাবতীর বেহুড়ে, কবিকল্পের দামুড়ার, নৈরায়িক
বুনোভাসনাথের সনুগড়ে, নরহরি সাহিত্য-শিখ বাহু ঘোষের জুলাই-এ, আর কত
বৈষ্ণব ভীষের নাম করিব আরও আছে অনেক।

বাহার পীঠের দুইদী পীঠস্থান এখন হইতে ৭ মাইলের মধ্যে একটা কীরগ্রামে
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা বাগোন্ডা অষ্টদীপে দেবী সুরতা।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাটোয়া সহরে যেখানে কত অল্পর ভাগীচরীর ফোড়ে নিজেকে
বিলীন করিয়া দিয়াছে—সেই সঙ্গমস্থলে চৈতন্য দেবের সমাধি ঘর।

আধুনিক যুগে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (পকানন্দ), শ্রীমুখ রজন মলিক, শ্রীকান্দাস
রায়, শ্রীমঙ্গল ইন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ সুরেশ্বর সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামবিহারী
বহু, রামবিহারী ঘোষ, নীলকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয়
কুমার দত্ত, ডঃ লালবিহারী দে প্রভৃতি এতদ্ব্যকণীর সাহিত্যিক কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের
অবদানের কথা সর্বজনবিদিত।

একদা শ্রীখণ্ড গ্রামের বেথান হইতে গোঁড়লীলারদের অধির দ্বারা উৎসারিত
হইয়াছিল ও যেখানে আজিকার সম্মেলন অস্থগীত হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ পূরিচর
দিত্তেছি। ঐতিহ্যের শ্রিয় পার্শ্ব ও গোঁড়লীলার রসবিলাসের উৎস শ্রীমহাবি
সরকার ঠাকুর শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব ইতিহাসের মধ্যমণি। কাটোয়া হইতে চারি মাইল দক্ষিণে
অবস্থিত গ্রামখানির প্রাচীনত্বের ইতিহাস বহুবু পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়
শ্রীমহাবি বিজ্ঞানভাষ্য শ্রীমুখ দাস ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ময়গ্রন্থ করিয়াছিলেন, তাহারও
৮১০ উৎকল পূর্ব পুরুষের ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাকৈ চৈতন্য যুগে এই গ্রামের নাম
ছিল খণ্ডপুর। বহু জাতি অধিবাসিত ১৮ পাড়া বিটটি গ্রামখানিকে খণ্ডপুর, শ্রীমহাবি,
(বাহার মন্দির রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক নির্মাণের নিয়মন আজও বর্তমান) খণ্ডপুরী দেবী,
কবেশ্বরী, সিংহবাহিনী, গোণীনাথজিউ, শ্রীনারায়ণ প্রভৃতি দেববিগ্রহের দেবাপুত্রদি
মুগ্ধবুদ্ধির ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরে অল্প দূরত্ব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
প্রায় চৈতন্যযুগে কত সাধনার জন্ম শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধি ছিল। আরও বহুস্থানে পঞ্চমুণ্ডের
আদান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেয়স্বতীর ঐতিহ্যদেবের যুগে ও চৈতন্যোত্তর

যুগে গোড়ার বৈফল্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির ক্ষুদ্র এই গ্রামের সুনাম সবই ছড়াইয়া পড়ে।

“ক্ষিত্তি নব খণ্ড মধ্যে খণ্ড মহাশয়ান

সর্বত্র লৌহত ধার মলয়ঙ্গ লম্বান।” [মহাশয়ান রামগোপাল দাস]

ঐখণ্ডবাসী মুকুন্দ, নবহরি, রঘুনন্দন, ডিবজীব, ফুলোচন প্রভৃতি গৌরাক্ষের পার্শ্বদগণ ছিলেন এই বৈফল্যের ভাবধারার উৎস। মুকুন্দ ছিলেন বাগলাহ হুসেন শাহের গৃহ চিকিৎসক অথচ পদে বৈফল্য। একদিন হুসেন শাহের শিরোভূষণস্থিত শিখিপুঞ্জ দর্শনে ঐক্লবের শিখিপুঞ্জের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি প্রেমাবেশে মুগ্ধিত হইয়া পড়েন। তাঁহারই পুত্র ঐরঘুনন্দন মাত্র আট বৎসর বয়সে কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথকে সাক্ষাৎভাবে নাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত আশ্রয়ে ঐনরহরি গৌরাক্ষবিষয়ক প্রথম পদ রচয়িতা ও বহু সংস্কৃতগ্রন্থের প্রণেতা। পুরীধামে ইহারই নিকট দ্বিবিজয়ী পণ্ডিত লোকানন্দাচার্য তর্কে পরাজিত হইয়া ইহার শিষ্য গ্রহণ করেন। ইনিই চৈতন্যদেবের প্রকটকালে ‘রমরাজ মহাভাব’ শ্রীচৈতন্যদেবের তিনটি ঐবিগ্রহ স্থাপিতভাবে নির্মাণ করাষ্টা বড়টি কাটোয়ার দাস গদাধরকে, মধ্যমটি বড়ডাঙ্গ ভাগ-কোলায় নিত্যাদেশ্যর ক্ষত্র প্রদান করেন এবং ছোটটি নিজে দেবা করিতে থাকেন। ইহারই আদেশে ইহার শিষ্য শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ভুলভংগর প্রভৃতি গ্রন্থ ও চৈতন্য বিষয়ক বহু লিপিত মধুর পদ রচনা করেন। ইহারই বহু শিষ্যের মধ্যে পদকর্তা চন্দ্রশেখর, পদকর্তা বিজয়স্বাক্ষর, ঐকুলদান চন্দ্রের সেবাহিত ঐচক্রপাদি চৌধুরী প্রভৃতি মন্তব্য। ইহার আকর্ষণে একবার ঐনিত্যানন্দাদি পার্শ্বদগণ শ্রীচৈতন্যদেব মধুপান লীলাঙ্কলে ঐখণ্ডে আসিয়া এই দেশকে দর্শন করেন।

“বোহিত গৌরঙ্গ রায় সকল ভক্ত ভায়

প্রভু নিত্যানন্দ উনমত।” (রামচন্দ্র কবি)

“মধুমতী মধুধানে ডায়াইল ডিহুবনে মত কৈল চৈতন্য নাগরে।

সাতিল ঐনিত্যানন্দ আর বত ভক্তদুন্দ বেদবিধি পড়িল ঠাপড়ে।”

[রায় শেখর]

শ্রীচৈতন্য পদরচনার্থে দগ্ধ এই খণ্ডগ্রাম তখন হইতে ঐখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

ঐনিবাস আচার্য, ঐনগোষ্ঠমদাস ঠাকুর, ভ্রামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বহুবার ঐখণ্ডে আসিয়া ঠাকুর নবহরির উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও কবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দ দাস কবিরাজের জন্মস্থান ঐখণ্ডে। খণ্ডের কবি ঐদামোদর গোবিন্দ দাসের স্মৃতিস্মরণ। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপতি বলিয়া খ্যাত কবিরজন ও প্রদীপ পদকর্তা কবিশেখর (নামান্তর রায় শেখর) যিনি বহু গ্রন্থ ও পদ লিখিয়া বৈফল্য সাহিত্যকে গৌরব যুগিত করিয়াছেন তাঁহারও এইখানেই জন্মস্থান ছিল। রঘুনন্দনবংশীয় ঐজগদানন্দ

পরাবলী, গ্রামগোপাল দামের রসকল্পরতী, শ্রীগোপাল দামের রসমল্লরী প্রভৃতি এবং বঙ্গ সাহিত্যের অনবদ্য সম্পদ। শ্রীখণ্ডের এই ঐতিহ্যে তখন হইতে পরবর্তী যুগে ধারাবাহিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পদে কবি বনরাম দাম, কুশিঃদানন্দ, রসিকদানন্দ, গোপীনাথ কবিরাজ দার্শনিক রাধালালদাম শাস্ত্রী, কবিরাজ হাফিজদানন্দ দাস, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ দেন, কবি সজ্জিদানন্দ ঠাকুর, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম. এ বিটি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ষোড়শযুগে পুথির রক্ষণার সত্ত্বে “বহুতর সম্পদার করে অগ্রহ কীর্তন” সেই বৈশিষ্ট্যে তারা রসকীর্তন আজও শ্রীখণ্ডের আকর্ষণ। এখনও সংকীর্ণভাষ্য শ্রীদৌণ্ডপানন্দ ঠাকুর বর্তমান রহিয়াছেন গাহার কথা কীর্তনকলা রসিক মাঝেই অবগত আছেন। ইহাওই প্রণীত “শ্রীখণ্ডে প্রাচীন বৈকব” বৈকব জগতের খ্যাতনামা পুঁথীগ্রন্থের সত্ত্বে নতুন আলোকপাত করিয়াছে। ইহার রচিত তত্ত্বসামগ্রিক অগ্রাঙ্ক এবং শ্রীখণ্ড উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীমদত্ত কুমার দেন্ডুগ্রন্থ এম. এ প্রণীত বোধ্য রহস্য ও অগ্রাঙ্ক এবং ৮রাধালালদাম শাস্ত্রী প্রণীত মৌলিক-চিন্তাধারা সমন্বিত গ্রন্থাদি বৈকব সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিত ৮মগদীশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাদি বোধ্য সাহিত্য বিশেষ ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ। শেনা বাচ, কবিত্তক রবীন্দ্রনাথ এই সময় এই গ্রামে ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার ক্রীতিও মারিতার নহে। বহু অতীতকাল হইতে পুঁথি ও পুস্তক সংরক্ষণাগারের ঐতিহ্য এখানে আছে। বর্ধমানরাজের বিশেষ আত্মকুলোজ্ঞান-শিনার্জনের চরিতার্থ করিতে রাজ লাইব্রেরীর সংগ্রহ ছিল অসামান্য।

বর্ধমান জেলার বহু গ্রন্থাগার লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, বার্লিন প্রভৃতি বিশেষতঃ ক্রমিক হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহশালায় অমিত বিস্তারন আছে বাহার জন্য বর্ধমান জেলা গৌরব বোধ করিতে পারে। বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই গ্রামের হুসন্মান ৮রাধালালদাম শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে কতিপয় সর্বাঙ্গ গবেষক পণ্ডিত কিছু প্রাচীন পুঁথি স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন। এ ছাড়াও পুস্তক সংরক্ষণাগার হিসাবে বর্ধমান রাজ পাবলিক লাইব্রেরী (অধুনা জেলা গ্রন্থাগার) কালনা এডওয়ার্ড লাইব্রেরী (অধুনা রবীন্দ্র পাঠাগার) বাড়গ্রাম বাধনলাল পাঠাগার, বৈষ্ণবপুর নন্দীশের পাঠাগার, অরবিন্দ একাল ঘোষের প্রতিষ্ঠিত অকাল শৌন পাঠাগার, পূর্ববন্দীর মহামহোপাধ্যায় কুমার নাথ পল্লবনের সংগৃহীত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থবিশেষ, বোধ্যের দুন্দীশের আরবী ও উর্দু কৈতাবের সংগ্রহ (বাহা এনিস্টাটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত হইয়াছে) বহুতর সাহিত্যিক অধিকাংশ গ্রন্থসমী প্রতিক্রিত দ্বিতীয় বাঙ্গল পুস্তকালয়, কাটোয়ার ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, শ্রীখণ্ডের চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাটোয়া কানীয়া দাম বিজ্ঞানভনের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লাইব্রেরীয়ান শ্রীমদত্ত বিহারী চন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ পণ্ডিতপণ্ডিত হইবার

যত । সুতরাং জানচর্য মিলনক্ষেত্র পাঠ্যমন্দিরগুলি এই জেলার বৈশিষ্ট্য বহন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নোক্তভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট হইতে গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন । সেজন্য তাহার পল্লীবাংলার নমস্কার । তাহার আজ পহরের চিন্তাধারাকে পল্লী সমাজের চিন্তাধারার সহিত নিবিড় সংযোগস্থাপনে অগ্রণী, উদ্দেষ্ঠ নিষ্ঠায়ই যহং কিঞ্চ রূপায়ণে সমস্তাও পৰ্বত্তপ্রমাণ । আদিক সঙ্গতির অভাবই পল্লী পাঠাগারগুলির প্রধান সমস্যা । পল্লীবাসীদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পহরে চুটিতেছেন আপন ভাবনার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উজ্জ্বলপে । গ্রামগুলি ক্রমশঃ গ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে । তরুণগণ এই ধরনের স্তম্ভ প্রচেষ্টার মূলে আত্মদিকতার অভাব । এটী অভ্যুত্থান হইতে পল্লীবাংলার মানসমুষ্টি ঘটাইতে দেশের যুবশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে । কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রকে জ্ঞান সাধনার মিলনক্ষেত্রগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিয়া যুবশক্তিকে প্রেরণা যোগাইতে হইবে । পাঠাগারের নিয়োজিত কর্মীদের অজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমহারে ও নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে হইবে । পাঠাগারগুলির ব্যবস্থাপকদের কথকতা, পাঠ, দাখাগান, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে নিরক্ষর ব্যক্তিদের পাঠাগারের প্রতি পোষকপ্রিয়তা বাড়াইবার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে ।

পুস্তক নির্বাচনে ও সংরক্ষণে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ বিচক্ষণতা দৃষ্টির লব্ধ । সরকারী ব্যয়ে সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত । প্রতি অকণে সরকারী ব্যয়ে একটি করিয়া আদর্শ পাঠাগার গঠন করিয়া তাহা হইতে ছোট ছোট গ্রাম্য পাঠাগারগুলি বাহাতে পুস্তক রূপ লইতে পারেন তাহার ব্যবস্থাপনাও আজ আপনাদের চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ।

কত জ্ঞানী-জনী-ভক্তের পুণ্যময় স্বতিতে পবিত্র করা এই স্থান আজ আবাস পবিত্রতার ভরিয়া উঠিয়াছে আপনাদের ন্যায় সাধুব্যক্তির স্তম্ভগমনে । স্বাগতম, আশ্রয় আপনাদের সেবার অযোগ্য, শুধু আজ আমরা ধনী ; যেহেতু আপনাদের সেবার অধিকার পাইয়াছি ।

বাংলা দেশের গ্রন্থমালা প্রতিষ্ঠানগুলির দৌরবন্দ্য ঐতিহ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতির স্বপ্নলম্ব পথে অগ্রসর হউক ইহাই কামনা করি আর প্রার্থনা করি—

“স্বস্ত্যু স্বাধীনঃ সর্বৈঃ”

Welcome Address :

Nityananda Thakur, Chairman,

Reception Committee.

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥ সভাপতির ভাষণ ॥

শ্রীশ্রীবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যবৃন্দ, অসভ্যবর্গা সমিতির সভ্যগণ ও সমবেত স্নাতকসমগণ,

আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একবিংশ অধিবেশনে 'ছাত্রাঙ্গনিবিড় শান্তির নীড়' এই পল্লীগ্রামে উপস্থিত হবার সুযোগ দানের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। অধিবেশন আয়োজন করার জন্য বিশেষ করে শ্রীখণ্ড ও শ্রীখণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বর্তমানে জেলার অন্তর্গত এই গ্রাম শ্রীখণ্ড। এই জেলার জনসংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক এবং লাক্ষ্যতার হার হল শতকরা ২২.৬। জেলার পুণ্যবৃদ্ধির মধ্যে লাক্ষ্যতার হার হল শতকরা ৩০.৪ এবং রক্ষণগণের মধ্যে ১৮.১। সর্বস্বত্বাধী লাক্ষ্যতার হারের আপেক্ষিতে বর্তমান জেলা অগ্রগত নয় বরং অধিকতর উন্নত এবং শ্রীখণ্ড বর্তমান জেলার অন্তর্গত হওয়ার ইহার সফল ও অসুস্থ উক্তি প্রযোজ্য। এছাড়া শ্রীখণ্ডের একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও ঐশ্বর্য বর্তমানে। শ্রীখণ্ড মনে করিয়ে দেয় মহাপুরুষদের কথা—মন চলে যায় তদূর অতীতে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য 'দীপ্যমান' এর কেন্দ্রস্থিতিতে। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে গৌরবোজ্জ্বল শ্রীখণ্ড—“বাংলাদেশ সংস্কৃতির অগ্রতম বৈশিষ্ট্যের রাজ্যটিকে শ্রীখণ্ডের ললাটে জাজল্যমান। বৈষ্ণবধর্ম ও তাত্ত্বিকধর্মের মিলনক্ষেত্র এই শ্রীখণ্ড গ্রাম। বিশেষ করে বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে ইহার দান উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডের “মধু পুত্রবিনী” আজও শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের শ্রীখণ্ডে পদার্পণের কথা মনে করিয়ে দেয়। শ্রীখণ্ড হল বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থস্থান—বৈষ্ণব সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র। এই পুণ্যভূমিতে আগমনে ও অবস্থানে কলিকাতার দ্রুত চলমান যাত্রিক যৌবনের নিষ্পেষিত ক্লান্ত অবসর মনে কিছুটা সজীবতা, সরলতা ও পবিত্রতা সঞ্চারিত হবে—এই আমার বিশ্বাস। এই সুযোগেদানের জন্য শ্রীখণ্ডবাসিন্দগণকে ও অসভ্যবর্গা সমিতির সভ্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে আমি জানি যে তার যোগ্য আমি নই। অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এই দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছি একটি প্রলোভনের জন্য—সেটি হল গ্রন্থাগার সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সত্ত্বেও আরও কিছু জানার প্রলোভন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে সর্বস্বত্বাধী অধিবেশনে অনেকবার যোগদান করেছি কিন্তু গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ এই প্রথম।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সত্ত্বেও আমি আজ, তাই আজ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ বিজ্ঞান বিষয়ক কোন বিজ্ঞ তাৎপণ যদি কেউ আমায় ক'রে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি নিয়ম হবেন। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সত্ত্বেও বহু ভাষা পরিচিতি

হ'য়েছে বিভিন্ন পুস্তক-পত্রিকাদিতে। সে বিষয়ে কোন আলোচনা আমি করতে চাই না ; কারণ আমার অক্ষমতা লব্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

তবে গ্রন্থাগার ব্যবহার লব্ধে আমার কিছু অতিজ্ঞতা আছে ; সেই অতিজ্ঞতা থেকে আমি গ্রন্থাগার লব্ধে কিছু বলার চেষ্টা করব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আমি গত বিশ বৎসর ধ'রে ব্যবহার করেছি - আজও ব্যবহার করছি। আমি শুনেছি গ্রন্থাগারের আহ্বান—হয়ত বলতে পারেন গ্রন্থাগারের গান। সে আহ্বানের স্বর সম্বোধনী—তাকে অগ্রাহ্য করার শক্তি আমার নেই। পোকে যেমন বিভিন্ন আয়োজ-ক্রমোদের আশায় সন্মিত, অতিনয় ইত্যাদির আশ্রয় নেয় আমি সকল ব্যাপারেই গ্রন্থাগারের আশ্রয় নিয়ে এসেছি। জীবনটা শুধু হারজিতের খেলা, জয়-পরাজয়ের খেলা। সত্য জীবনই হল সংঘাত—আশা-নিরাশার সংঘাত, স্বপ্ন-জুথের সংঘাত, সত্য-মিথ্যার সংঘাত আলো-অন্ধকারের সংঘাত। সংঘাত থেকে সমগ্র সাধনই হ'ল জীবনের ধর্ম—তার জগু চাই নিষ্ঠা, কর্মপ্রচেষ্টা ও অন্তরের ভারলামা। এই সংঘাতময় জীবনে কখনও আসে আলোর ঝলক, কখনও আসে অন্ধকারের মমীলেকা। সকল লম্বেই গ্রন্থাগার হ'য়েছে আমার সাথী—আলো বধন এসেছে, তার তীব্রতা আমাকে উদ্ভাসিত করেনি ; অন্ধকার বধন জীবনকে আচ্ছন্ন ক'য়েছে তখন তার গভীরতা আমাকে মর্মান্বিত করেনি। গ্রন্থাগারে আমি পেয়েছি "never failing friends"। তাই গ্রন্থাগার আমার কাছে কেবল গ্রন্থের আগার নয়, এ হল শান্তির আলয়, গবেষণার মন্দির, মনন ও সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

গ্রন্থাগারের গান বিনি শুনেছেন তিনি নিজের প্রকৃত পরিমাপ লব্ধে সচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য। কোন ব্যক্তির জীবনে অজিত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য গ্রন্থাগারের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের তুলনায় অতি সামান্য ও তুচ্ছ এই বোধ পাণ্ডিত্যের দৃষ্ট থেকে ব্যক্তিকে বক্ষা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থভবনে বধন প্রবেশ করি তখন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের বিশাল রূপের কাছে ছাতিত ও হতবাক হয়ে যাই। বেদ, পুংণ, রামায়ণ, মহাভারতের উক্তি ও বাণী এবং Plato, Aristotle থেকে আরম্ভ করে অশংখ্য মনীষীগণের গবেষণালব্ধ তথ্য ও মৌলিক চিন্তার কথা যখন গ্রন্থভবনে গিয়ে অস্তরের উদ্ভিত হয় তখন নিম্নে কখনও মনে হয় অতি সামান্য—মনে হয় জীবনে জ্ঞানার ও শেখার এখনও অনেক বাকী—বা শিখেছি, বা জেনেছি তা কেবল কণামাত্র—জন্ম জন্ম ধরে অল্পাঙ্গ পণ্ডিত্রম ও প্রচেষ্টার ফলেও অনেক কিছু অজ্ঞাত থাকতে বাধ্য। বর্তমানে পণ্ডিতমুগ্ধতা অনেক সময় সামাজিক ব্যাধির আকার ধারণ করে সে ব্যাধি থেকে মুক্ত করে গ্রন্থাগার—পণ্ডিতকে ব্যাধিমুক্ত ক'রে সাধারণের পূর্ণাঙ্গ এনে সাধারণের সঙ্গে সংযোগ করার পথ সূত্রময় করে দেয় এবং সেই সংযোগের ফলে সাধারণ উন্নত হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে ছোট 'আমি'র বিদর্ভন এবং সেই স্থানে বৃহত্তর 'আমি'র ক্ষুদ্রণ—এই

অসাধ্য সাধন একমাত্র গ্রন্থাগার দ্বারাই সম্ভব। সকলের বেলায় হ্রত একথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যিনি গ্রন্থাগার সচেতনভাবে ব্যবহার করে থাকেন—যিনি গ্রন্থাগারের অকল্পিত বাকী তুলেছেন—যিনি গ্রন্থাগারের তত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যে অবহিত হন—যিনি গ্রন্থাগারের আঙ্গানে আত্মপ্রাণ রেখে ওঠেন—তিনি নিশ্চিতভাবে এই সুখসন্নিভ ভবনে পান। গ্রন্থাগারের গান হল অতীতের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের গান—সে গানের স্বর ভেদে আসে বর্তমানে আর বর্তমানকে তপাতিত করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। সুখ অতীত সুখ হলে ওঠে গ্রন্থাগারের সাধন। গ্রন্থাগারের সাহায্যেই আমরা জানতে পারি মানবজাতির ইতিহাস, তার জ্ঞানবিজ্ঞান ভাণ্ডারের বিকাশ ও পরিমাণ—তার অতীত ও বর্তমান; এবং তার কলে তার ভবিষ্যৎ সত্যে আমরা পাই নির্দিষ্ট হুচনা। গ্রন্থাগার অতীতের স্মৃতি কিন্তু সে হল ভবিষ্যতের শ্রুতি। মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধ অস্তরে গ্রন্থাগার নবজন্মের বার্তা বহন করে জানতে পারে এবং সেই বার্তা বাস্তবকে নিরঙ্কিত করে ইতিহাসের নতুন গতিপথ রচনা করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিশ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আরও বেশী বর্ধিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এমন একটি বিশেষ বাস করছি যেটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অথবা বানিজ্যিক দিক থেকে এক, মতবাদের দিক থেকে দুই বা তিন, এবং জাতীয়তাবাদের দিক থেকে বহু। এই বিশ্বের শান্তি আর বিশ্রাম—দেখানো আছে শক্তির লড়াই, ধর্মের বড়াই আর স্বার্থের সংঘাত। এই সব সংঘাতের কলে প্রায়ই গৃহের সজ্জাবনা দেখা দেয়, বিশ্বের মাহুৎ হ'য়ে ওঠে শক্তির ও আতঙ্কিত। কারণ সে জানে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে আনবিক যুদ্ধ এবং এট আনবিক যুদ্ধে হ্রত সশস্ত্র মানবজাতির ধ্বংস সাধিত হবে। বিশ্বের ও বিশ্বমানবের এই লড়াই থেকে মুক্তি চাই। একত্বকে বিশ্ব ও বহুত্ব অপেক্ষা বলশালী করতে হবে। বিশ্ব ও বহুত্বকে একত্বের মধ্যে অবলম্বন করতে হবে। তার জন্য চাই সশস্ত্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন স্থাপন। জাতি, গোষ্ঠী ও জোটের সীমাত্মক অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী জাগিরে তুলতে হবে মাহুৎয়ের মনে। আর সেই বিশ্বব্যবোধের বিনিমায়নের ওপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যত মানবজাতির একত্বের বাণী ও আঙ্গান। যুদ্ধের ও সংঘাতের বীজ রয়েছে মাহুৎয়ের মনে—মাহুৎয়ের মন থেকে লম্বুনে উৎপাটিত করতে হবে সেই বীজ। সেই বীজ সৃষ্টি করে মাহুৎয়ে মাহুৎয়ে হানাহানি জাতিতে জাতিতে লম্বন সংঘর্ষ। সেই বীজ যদি মাহুৎয়ের মন থেকে অপসারণিত করা যায় তাহলে বিশ্ব শান্তির পথ হ্রগম হয়ে উঠবে। UNESCO শালনভবনের মূখ্যদেয় বলা হ'য়েছে—“As wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace are to be constructed.” মাহুৎয়ের মনকে সংঘাত প্রবণতার বিধ থেকে মুক্ত করাই হল শান্তিরক্ষা ও শান্তিযজনের প্রথম উপায়। কিন্তু সেই আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে চাই মানবমনের পরিবর্তন। ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তা রয়েছে তাকে

আন্তর্জাতিক সত্তা অর্থাৎ বিশ্ববোধের মধ্যে অবলুপ্ত করতে হবে। এই অবলুপ্তির ফলে ব্যক্তিসত্তা বা আতিসত্তা পঙ্গুপ্রাপ্ত হবে না—বরং তাৎপের প্রকৃতরূপে পরিপূর্ণ বিকাশ ও ক্ষুণ্ণ সাধিত হবে। এই বোধ, এই জ্ঞান বিশ্বের জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং সেই প্রচারের মাধ্যম হবে গ্রন্থাগার। প্রতি দেশে পৃথক ভাষায় এই সত্যকে সহজবোধ্য ভাবে গল্প, আলোচনা, প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে প্রতি অঞ্চলে জনসাধারণের কাছে এই বাণী পৌঁছে দিতে হবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। তাই বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে তার প্রসার সাধনে সকল দেশ যদি সচেষ্ট হয় তাহলে বিশ্বের প্রতিপ্লেক্ষিতে সকল দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলন দেশের সীমার গভীর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে হৃদয় করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আন্তর্জাতিক দিক থেকে গ্রন্থাগারের প্রকৃষ্ণ ও প্রয়োজনীয়তা তাই আজ অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার যদি বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয় এবং এই গ্রন্থাগারকে যদি বিশ্ব-ঐক্য প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে গ্রন্থাগারগুলি কেবল দেশের নয় সমগ্র বিশ্বের নবরূপায়ণে সক্রিয় বহু হিসাবে কাজ করতে পারে। বিশ্বঐক্য সাধনে গ্রন্থাগারগুলির যে বিশিষ্ট অবদান থাকতে পারে—এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে যদি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কগণ কোন হুগবন্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হন তাহলে হ্রস্ত অনেকটা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। UNESCO-র সহায়তায় ও উদ্যোগে এই পথে অগ্রসর হ'লে স্বাধীন বিশ্ব গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সংস্থা গড়ে উঠতে পারে এবং তার দ্বারা বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। সুদূর আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দ, ইউরোপের জনগণ, আফ্রিকার জনসাধারণ, চীন ও ভারতের অধিবাসিবৃন্দ—সকলেই যদি যথেষ্ট যত্নের বিভিন্ন ভাষাভাষা, মনন ও চিন্তনের মধ্যে একটি মানবজাতিক্রমিক ঐক্যের সূত্র বর্তমান, তাহলে সম্ভাব্যতাই তাৎপের মধ্যে একটি একাত্মবোধ জেগে উঠবে এবং তার ফলে পরস্পর বৈতীত্য বিদূষিত হবে, সংঘর্ষসূত্রা সুপ্ত হবে এবং পরস্পরকে জানার ও বোঝার পথ সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু কে এনে দিতে পারে এই মনন ও চিন্তনের মধ্যে ঐক্যসূত্রের অহুত্ব? গ্রন্থাগারকে যদি এই আদর্শ তপস্বীর বহু হিসাবে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে হ্রস্ত এটা সম্ভব হ'তে পারে।

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দিক থেকেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অহমান করা যায়। স্বাধীন ভারতে আজ বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপর্য। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাভৈষম্য ও বিশেষ, ধর্মভেদ, আঞ্চলিক আত্মগত ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যার আজ ভারত জর্জরিত। মহাত্মার আজ মন বহু খণ্ডিত ভারতে প্রতিগত হ'তে চায়। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার চাই। ভারতকে

একসঙ্গে বেঁধে রাখতে হলে চাই ঐক্যমন্ত্রে নবনীলা। সেই নীলা সম্বন্ধ ঐশ্বাগ্যবের সহায়তায়। ভারতের বিভিন্ন ঐশ্বাগ্যের সঞ্চিত পুস্তক-পত্রিকার সাধারণের উপযোগী ক'রে যদি এই ঐক্যমন্ত্রের প্রচার করা হয় তাহলে অনেকটা সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। প্রতি গ্রামে চাই ঐশ্বাগ্যের -- সেই ঐশ্বাগ্যের থাকবে ভারতের ঐক্যমন্ত্রের গানে ভরপুর পুস্তক-পত্রিকা -- সেই সব পুস্তক-পত্রিকা জনগণের কাছে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য ক'রে দিতে হবে। তার ব্যাধি হবে অসাধ্য সাধন। আমাদের দেশের সরকার জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে যদি এই পথে অগ্রসর হন তাহলে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করা হইত সম্ভব।

আবার দেখি যে, বর্তমান ভারতে গণতন্ত্র প্রচলিত হ'য়েছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ভারতের বর্তমান দীক্ষিত আদর্শনীতি। গণতন্ত্রে সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয় লাগন এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাজবাদের বিকাশ ও সূচণে -- ইহার মূল উদ্দেশ্য। সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের সফট দেখা দিতেছে বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে। গণতন্ত্রকে সম্বলিত রাখতে হলে সমাজবাদের সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটতে হবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকের সহিত সমাজবাদের অর্থনৈতিক দিক মিশ্রিত ক'রে পরিপূর্ণ মানবসম্ভার বিকাশের পথ সহজ ক'রে দিতে হবে। অর্থনৈতিক দাপ্তারের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা কখনই কার্গবরী হয় না -- আবার সমাজবাদের অথবা সাম্যবাদের রাজনৈতিক বেড়ালালের মধ্যে হয়ত অর্থনৈতিক সঙ্কলনতা থাকতে পারে কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সন্ধাননা লোপ পায়। তাই ভারত এই দুই আদর্শের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি নিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রচাশী। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কার্গবরী ক'রতে হলে জনগণের মধ্যে এনে দিতে হবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ এবং সমাজবাদ মূল্যে জুস্ট ধারণা। স্থল কলেজের সাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই চেতনা ও ধারণা জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে ঐশ্বাগ্যের স্থাপন ক'রে সেখানে এই সব বিষয়ে পুস্তক-পত্রিকা বহুল পরিমাণে সঞ্চর ক'রে জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে নতুন স্বাধীন ভারতের নব আদর্শের বাণী। এখানেও দেখা যায় ঐশ্বাগ্যেরগুলির নতুন ভারত স্বল্পনে কিছু দায়িত্ব ও কত'ব্য প'ড়েছে।

তাছাড়া আমাদের সুবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার বেওয়া হ'য়েছে। সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতে চতুর্থ সাদারণ নির্বাচন দেখিন হয়ে গেল। তাতে জনগণের রাজনৈতিক হন ও চেতনার যে ছবি প্রতিফলিত হ'য়েছে তাতে হনে হয় ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা আজ অনেক উন্নত আকার ধারণ ক'রেছে। সেই উন্নত চেতনার অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের জন্য চাই শিক্ষা-সাধারণ জননিক। সাধারণ জননিকার শ্রেষ্ঠ সাধার হিসাবে কাজ ক'রতে পারে গ্রামে গ্রামে ঐশ্বাগ্যের।

অবশ্য একথা সত্য যে, ঐশ্বাগ্যকে জননিকার সাধার হিসাবে ব্যবহার ক'রতে

হ'লে তার সঙ্গে অতি আন্তরিকভাবে নিরঙ্করতা দ্বীকরণ সম্ভব। এতে যায়। আমার বিশ্বাস যে, বর্তমানে ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামাচারগুলির উপর নতুন দৃষ্টিতে অর্পণ করার দিন এসেছে। আজ ভারতে কেবল যে সর্বজনীন ভোটাদিকার প্রাপ্তি হয়েছে তা নয়, গণতান্ত্রিক বিবেচনীকরণও ভারতের স্বাধীন নীতিগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সেই নীতিকেও কার্যে রূপান্তরিত করা হ'চ্ছে। তার ফলে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং 'পঞ্চায়েতি রাজ' চালু করা হয়েছে। এর পশ্চাতে রয়েছে মতামতাদায়ী গ্রামভিত্তিক গণতন্ত্র গঠন আদর্শ। এই বিবেচনীকরণের এবং 'পঞ্চায়েতি রাজ' স্থাপনের উদ্দেশ্য হল জনগণকে সক্রিয় ও সচেতনভাবে গ্রামের শাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কাজে ও নীতিতে যুক্ত করে নেওয়া। তার ফলে তাদের মধ্যে সকল সময়ে গ্রামের ও দেশের কাজ ও নীতির সঙ্গে একটি একাত্মবোধ আসবে এবং সকল বিষয়ে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়কত্ব পাওয়া যাবে। এই আদর্শ ও নীতি অবশ্যই বাস্তবীয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে এই দৃষ্টিতে গ্রামের উপযোগী শিক্ষা ও চেতনা আনতে হবে তবেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। জনগণ যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে তাহলে এইসব আদর্শ ও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থহীন প্রদর্শনে পরিণত হয়। এই শিক্ষা ও চেতনা জনগণের মধ্যে এনে দিতে পারে গ্রামাচার, যদি এ বিষয়ে সরকার কোন পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করেন।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর। তাই প্রথম ওঠে যে, গ্রামাচারের মাধ্যমে শিক্ষা ও চেতনার প্রচার কি করে সম্ভব হতে পারে। নিরক্ষর যারা তারা তা' গ্রামাচারের পুস্তক-পত্রিকা ব্যবহার করতে পারবে না। এমতাবস্থায় আমার মনে হয় যে, গ্রামাচারকে একটি নতুন দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে। প্রতি গ্রামে যদি সরকারের আইন অনুযায়ী গ্রামাচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গ্রামাচারের সঙ্গে সংস্কার নিযুক্ত গ্রামোন্নয়নের ভাবাবধানে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় বসানোর নিরঙ্করতা দ্বীকরণের অন্তর্ভুক্তি হয় তাহলে হ্রদ সম্ভব। সমাধানের পথ সহজ হতে পারে। ইহা অবশ্যই বাস্তবপন্থ ও পরিকল্পনা সাপেক্ষ। কিন্তু সরকারকে এ দৃষ্টিতে একদিন না একদিন গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষার প্রচার আমাদের সরকারের ঘোষিত নীতি। প্রতি গ্রামে গ্রামাচার স্থাপন এবং আইনানুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে এর সাথে নৈশবিদ্যালয় যুক্ত করার ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা যেতে পারে। আর্থিক দৃষ্টিতে অবশ্য সরকারকে বহন করতে হবে এবং এই ব্যয় শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ ছাড়া গ্রামাচারগুলিকে আর একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা একটি গভীর ও জটিল সমস্যা। এই শিক্ষিত বেকার সমস্যাখন অনেক সময় বেকারদের বোকাবাজ বিভ্রান্ত হয়ে বিকৃত মনোবৃত্তিকে প্রদর্শন দেয়। তার ফলে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মহীনতা অনেক হুচিলভার জনক। শিক্ষিত বেকার যারা গ্রামে বা সহরে রয়েছে

তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা জাগাতে হবে। গ্রন্থাগার যদি এইসব সুবন্ধের আকর্ষণ করতে পারে তাহলে তাদের মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংপথে চালিত হতে পারে। তাদের মনন ও চিন্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে স্বজনমুখী পরিধায় বহমান হতে পারে। দৈনিক থেকে আবার বিশ্বাস যে, গ্রন্থাগারগুলির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামে গ্রামে এবং সহরের প্রতি অকলে যদি সাধারণ পাঠাগার থাকে এবং সেখানে যদি আলোচনা, প্রশংসা, বিতর্ক ইত্যাদির নিয়মিত ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিক্ষিত বেকারগণ দেশটির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তার ফলে গ্রন্থাগারই হবে তাদের সময় অপনোদনের উপায় ও কেন্দ্রস্থল। এতে একদিক থেকে যেমন সামাজিক সমস্যা দূরীভূত হবে—কারণ তাদের মনকে বিস্তৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে গ্রন্থাগার, অপরদিকে এইসব শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে আরও আনার সূত্র আগরিত হবে এবং আত্মশ্লাঘনিকভাবে লব্ধ শিক্ষার আরও প্রসার হবে অস্থানীয়ের মাধ্যমে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থাগারের এটি হল একটি বিশেষ উপযোগিতা। অস্থানীয় ও চর্চায় অভাবে সকল শিক্ষাই অকার্যকরী হয়ে যায়। সাক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে আত্মশ্লাঘনিকভাবে লব্ধ শিক্ষার অস্থানীয়, উৎসর্গ ও পরিণতির জন্য গ্রন্থাগার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতি গ্রামে এবং সহরের প্রতি অকলে গ্রন্থাগার হবে সাদা সন্মিলন কেন্দ্র—তাতে থাকবে পঠন, মনন ও চিন্তনের সুযোগ ও মানসিক উৎকর্ষের উপায়।

জনশিক্ষা ও জনচেতনতা আর সকল গণতান্ত্রিক দেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—এটা জাগ্রত মানব মনের চাহিদাও বটে। স্থল-কলেজের মাধ্যমে শিক্ষা এই প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে না। এর জন্য চাই গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে সজ্জিত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি মানব মনের শিখর মেটাতে পারে এবং মনকে প্রসারিত ও উন্নত করতে পারে। গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হলে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন—এর সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে নৈশ বিভাগ, বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে চিত্র-প্রদর্শনী এবং মাসে মাসে সমাজের ও দেশের মূল সমস্যাগুলির ব্যাখ্যাগত সহজ সরল ভাষণ ও আলোচনা। আর সেই সঙ্গে সাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে আনতে হবে গ্রন্থাগার প্রবণতা।

গ্রন্থাগার প্রবণতা জনগণের মধ্যে আনয়ন করা কঠিনসাধ্য—কিন্তু কঠিনসাধ্য বলে সেদিকে সচেষ্ট বা প্রয়াসী না হওয়া কিন্তু একটি বিশেষ কর্তব্যচ্যুতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল তাৎপর্য লুপ্ত হবে যদি জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃষ্টি না করা যায়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। গ্রন্থাগার যদি ব্যবহৃত না হয় তাহলে গ্রন্থাগার স্থাপনের কোন অর্থই থাকে না। তাই গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃজন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করে এই গ্রন্থাগার প্রবণতা আনা যায়? শিক্ষিত জনগণও অনেক সময় হাওয়া হাসি-গল্পে-ঠাট্টা-তামাসায় বস্তার পর বসে। অভিযাহিত করে হয়ত আনন্দ পায়—কিন্তু গ্রন্থাগারে পঠন,

আলোচনা ইত্যাদি ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে চায় না। জীবনে সময় বিশেষে ও ক্ষেত্রবিশেষে হাফা হাসি তোমাদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—কিন্তু আদিক। কখনই বাহুল্য নয়। গ্রন্থাগারে যেমন মটিল ও কঠিন বিষয়ক বস্তু থাকবে, তেমন সহজ সরল হাফা আনন্দোদ্দীপক চরিত্রাবলী ও বিষয়বস্তুও রাখতে হবে। এবং গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে গ্রাম্যক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কর্মচারীবৃন্দের একটি বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের স্থানীয় সামাজিক জীবন ও জনগণের বৈশিষ্ট্য জীবনের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্রতাপূর্ণ যোগসূত্র গঠন করতে হবে। গ্রন্থাগারের কর্মচারীবৃন্দ স্থানীয় জনগণের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে,— আলোচনা, কথা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের কি গুণ, কি সুবিধা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবেন। তাছাড়া তাঁদের মনের চাহিদা ও গতির প্রতিশ্রুতি রূপে (অবশ্য সেটা যেন বিকৃত না হয়) তার উপযোগী পুস্তক-পত্রিকা গ্রন্থাগারে সঞ্চিত করতে হবে এবং সেই সব ব্যক্তিকে (অবশ্য যদি তারা দাক্ষ্য হয়) গ্রন্থাগারে এনে পাঠের মাধ্যমে আনন্দলাভের পথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কিছুদিন এইরূপ করতে পারলে তাঁদের মধ্যে গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে এবং পরে গ্রন্থাগার প্রবণতা তাঁদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য পরিণত হবে। আবাবলুত গ্রন্থাগার হল স্তম্ভ গ্রন্থাগার, জীবন্ত গ্রন্থাগারের জীবনচাক্ষু্য পরিপূর্ণ হয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিমাণে। ব্যবহারের পরিমাণ আবার নির্ভর করে ব্যবহার প্রবণতার উপর। তাই গ্রন্থাগার প্রবণতা জীবন্ত গ্রন্থাগারের জীবনগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এজন্য গ্রন্থাগার প্রবণতা স্থলন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অঙ্গীভূত। ধারা এই আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করেন তাঁদের এই দায়িত্ব বহন করতেই হবে। অর্থাৎ তাঁদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হবে— তাঁদের সঙ্গে মনোবীর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুললে হবে—এক কথায় তাঁরা হবেন জনগণের স্তম্ভাধী, পরিচালক ও বন্ধু।

এছাড়া গ্রন্থাগার প্রবণতা স্থির আর একটি উপায় আছে বলে আমার মনে হয়। লেটি হল গ্রন্থাগার ব্যবহারের অল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকার প্রবর্তন। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে নিষ্ঠাবান, কঠোরপাণ্ডিত্য কর্মীদের যত্না ও উৎসাহ দান করার জন্য। আমার মনে হয় যে, যদি নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অল্প বিভিন্ন অকণ্ঠে স্থানীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথা চালু করা হয় তাহলে প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খ লোভে অনেকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আশায় অভ্যাস পরে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হবে। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথাকে প্রকার ভেদে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিনসংখ্যার ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘোষিত হ'তে পারে। আবার কোন বিশেষ প্রকারের বা বিষয়ের পুঙ্খ, গ্রন্থ ও পত্রিকাদির ব্যবহার সংখ্যার ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্ধারিত হ'তে পারে। গ্রামে গ্রামে প্রতি গ্রন্থাগারে যদি এই নীতি স্বীকৃত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাৎসরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতরণী কোন সভায়

যদি 'গ্রন্থাগার ব্যবহার পুস্তক' প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম সমান ও মর্যাদার সঙ্গে ঘোষিত হয় এবং তাঁদের পুস্তককার ধান করা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস এই সমস্তার কিছুটা সমাধান হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—গ্রন্থাগার স্থাপনেরই অর্থ নেই, পুস্তকক্রয়ের শক্তি নেই তার ওপর কি করে পুস্তককার প্রথা প্রবর্তন করা যাবে। কিন্তু প্রথমেই বলা বেতে পারে যে, এই পুস্তককার প্রচার অর্থব্যয় হবে অতি সামান্য—পুস্তককার হবে প্রাজীক—সাপল মিনিস হ'ল পুস্তককারের মাধ্যমে আত্মসাহায্যিকভাবে সর্বদমকে সমানমান। পুস্তককারের আর্থিক মূল্যের মোহে নয়—সম্মানের মোহে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা অবজ্ঞাই বর্জিত হবে। আর অর্থের প্রশ্ন যদি সত্যি বড় হয়ে ওঠে—, তাহলে সে প্রশ্নের সমাধান করবেন হয় কোন স্থানীয় গ্রন্থাগারসংস্থানী ধনী ব্যক্তি অথবা সরকার। যেখানে গ্রন্থাগার প্রবণতার অভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেখানে পরীক্ষা মূলকভাবে এই প্রথা প্রবর্তন করা বেতে পারে এবং আমার বিশ্বাস যে ইহার ফলে প্রায় দ্রুত অথবা অধঃস্থ গ্রন্থাগার জীবন্ত গ্রন্থাগারে পরিণত হবে।

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের অন্তর্য কর্মচারীদের সুস্থ ও সহায়তাপূর্ণ আচরণ গ্রন্থাগার প্রবণতা স্থায়ী অপ্রত্যয় উপায় মনে করি। এটা আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আমি গুণ্ডা বিংশ বৎসর ধরে পঠন ও গবেষণা কার্যাদি করেছি—এখনও ঐ গ্রন্থাগার প্রায় প্রত্যাহ ব্যবহার করে থাকি। দিনের কতবা গুণি সমাপনের পর গ্রন্থাগারে কয়েকঘণ্টা অভিযান্ত্রিক না করলে মনে যেন শান্তি পাই না। যদি কোন কারণে কয়েকদিন গ্রন্থাগারে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মনের মধ্যে একটা অভাববোধ জেগে ওঠে। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রতি এই আকর্ষণ কেবল গ্রন্থাদির জন্য নয়—আর একটা কারণ গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের সুস্থের আচরণ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারীগণ সকল সময় সকলভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে এই সহযোগিতা না পেলে আমার গবেষণা ও অধ্যাপনা বিষয়ক পঠনকার্যাদি বিভিন্নভাবে ব্যাহত হত এবং গ্রন্থাগারের প্রতি এই আকর্ষণ অসুস্থত্ব করতাম না। গ্রন্থাগারিক, ও সহঃ গ্রন্থাগারিক থেকে আরও ক'রে সকল কর্মচারিসকল আমাকে সকল সময় সাহায্য করার জন্য একান্ত থাকতেন—বন্দাই কোন গ্রন্থ বা মূল্যবান গ্রন্থ অসুস্থত্ব কোন অসুবিধা হয়েছে তখনই সকলে এই অসুবিধা দূর করে দিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান, এই প্রসঙ্গে আমি আমার কৃত্য মনে করি। এবং এই সহযোগিতা ও মধুর আচরণের ফলে তাঁদের সকলকে আমার আত্মীয় বলে মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পঠন ও অবস্থান কালে আমার মনে হয় যেন আমি যথুহে আত্মীয়-বন্দন পরিবেষ্টিত হয়ে কাজ করছি। এই যে বোধ—এই যে আকর্ষণ—এই যে অসুস্থত্ব—গ্রন্থাগারের পার্শ্বক হিসাবে আমার মনে জেগে ওঠে তার কারণ কেবল পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদির আশ্রয় নয়—আরও কারণ হল কর্মচারিসকলের সহযোগিতাপূর্ণ আত্মীয়

সদৃশ আচরণ এবং মনোগ্রাহী অহুত্ব পরিবেশ। তাই আমার বিশ্বাস যে, পাঠক হিলাবে আমার বেলার ঘেঁরা দৃশ্য বলে অহুত্ব হইবে লকল পাঠকের বেলার এবং লকল লর্গারের গ্রাণাগারের ক্ষেত্রে এই সভা প্রবোজ্ঞা হতে পারে।

এটা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার কথা যে, বঙ্গীয় গ্রাণাগার পরিষদ এই সব সমস্তা লকল সম্পূর্ণ লচেতন। পরিষদের অহু ইতিহাসে ও কাংবালীর তালিকা দিহে আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘতর করতে চাই না। গ্রাণাগার আন্দোলনের লকল জড়িত লকল ব্যক্তি এবং গ্রাণাগারবিজ্ঞানবিদগণ এই লকল অংগত আছেন। বঙ্গীয় গ্রাণাগার পরিষদ লকল দ্বারা বিস্তারিত ভাবে জ্ঞানতে ইচ্ছা তাঁরা পরিষদের বার্ষিক বিবরণী ও পরিষদের মানিক মুখপত্র 'গ্রাণাগার' পাঠে লকল তথ্য জ্ঞানতে পারবেন। লবরণে লকলিত পরিষদ ১৯৩৩ লালে তার কার্য আরম্ভ করে, যদিও ১৯২৫ লালে এই পরিষদের প্রথম লগণকণ। বহু ব্যক্ত-প্রতিব্যক্ত, উত্থানপতন, আশা-নিরাশার মধ্য দিহে অগ্রসর হইতে চলেছে এই পরিষদ তার আপন আদর্শের রূপায়ণ উদ্দেশ্যে। একচতুঃত্রিংশ বৎসরের মধ্যে পরিষদের কার্যাবলী সভাই প্রলংসনীয়। ১৯৩৩ লালে যে পরিষদের সভা লংখা ছিল লাই ৫২, ১৯৬৫ লালের লেখে তার মোট সভা লংখা হইতেছে ১৯৬৩। এ ছাড়া গ্রাণাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, পুস্তকাদি প্রকাশন, বিজ্ঞানসম্মত কল্যাকৌশলাদি প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের কাংবালী লকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আনিক সমস্তা এবং অস্ত্রান্ত বহুবিধ অহুবিধার অহু পরিষদ পূর্ণভাবে গ্রাণাগার আন্দোলনকে লাকল্যমভিত্তি করতে পারছেন না। সভাবৃন্দের কাছ থেকে লংগৃহীত চান্দা এবং গ্রাণাগার বিজ্ঞান শিক্ষারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতন ইহার অর্ধের মূল উৎস। লরকারের কাছ থেকে লকল লকল আনিক লাহাধ্য পরিষদ লেয়েছে। কিন্তু সমস্তার অহুপাতে এই পরিষদের অর্ধ তহবিল অত্যন্ত অংগ—তাই বিভিন্ন দিক থেকে পরিষদের কার্যলীার রূপায়ণ ব্যাহত হচ্ছে।

আমার লনে বহু নিয়লিখিত উপায়গুলি সমস্তা সমাধানের লখে অনেকটা লহায়তা করতে পারবে :—

(১) গ্রাণাগারকে জনলিকার মাধ্যম হিলাবে স্বীকার করে নিহে লরকারকে ইহার প্রসাের ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে হবে। ইহার অহু চাই গ্রাণাগার আইন প্রণয়ন। পরিষদ গত লরক বৎসর ধরে গ্রাণাগার আইনের অহু লকল লকল লচে—পরিষদের উত্তোগে একটি বিলও ট্ররী করা হইতেছে। কিন্তু লকল আইন প্রণয়ন করেননি। গ্রাণাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা লকলে পরিষদের লকলিত লকল গ্রাণাগার আইন চাই। এই পুস্তিকার প্রতি লকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পরিষদের প্রচেষ্টাকে লাকল্যমভিত্তি করতে হলে জনগণের লমখণ্য লকল লকল ও গ্রাম থেকে যদি জনগণ লরকারের কাছ গ্রাণাগার আইনের দাবী জানাই তাংলে হইত লরকার সেই দাবী পুরণে তৎপর হবেন। এই আইনের উদ্দেশ্য হবে প্রতি গ্রামে গ্রাণাগার

স্থাপন। পঞ্চায়েত আইন দ্বারা যেমন প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— অল্পতদুপাত্তাবে গ্রন্থাগার আইন দ্বারা প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। চতুর্থ পঞ্চাবাদিকী পরিকল্পনাকালে যদি প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তাহ'লে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্চাবাদিকী পরিকল্পনা কালে এই নীতিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব সরকারকে বোধ্য ক'রতে হবে। গ্রন্থাগার তখন নির্মাণ, পুস্তক-পত্রিকাাদি ক্রয়, গ্রন্থাগারিকদের বেতন ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারকে মূল দায়িত্ব নিতে হবে।

(২) সরকারের বাৎসরিক বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবয় বৎসর পৃথকভাবে উল্লিখিত ক'রতে হবে। এই ব্যয়ের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারিত ক'রে দিতে হবে আইনের দ্বারা অর্থাৎ Statutory Grant for Libraries এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর তার পরিমাণ প্রয়োজন হ'লে যাতে বৃদ্ধি করা যায় তারও যেন ব্যবস্থা থাকে।

(৩) সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের নিয়োগ সরকার ক'রবেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কথা এই প্রসঙ্গে সরকার অবশ্যই বিবেচনা করবেন। প্রয়োজন হ'লে এই নিয়োগ ব্যাপারে সরকার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রবেন।

(৪) প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সহিত অবৈতনিক নৈশ বিভাগের যুক্ত ক'রতে হবে। বরফ বরফাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন হ'লে ইহার জন্য পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা ক'রতে হবে অথবা গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের বিশেষ তাত্ত্বিক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ যেন আকর্ষণীয় ও ক্রমবর্ধমান করা হয় এবং তাঁরা যাতে প্রকৃত মর্যাদা পান সেদিকেও দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(৬) গ্রন্থাগার ব্যবহারের ভিত্তিতে পুস্তক প্রচার প্রবর্তন ক'রতে হবে। তার উদ্দেশ্য হবে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রবণতা সৃজন।

(৭) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসাধনের জন্য যেন কোন বিশেষ কর আরোপ করা না হয়। কোন বিশেষ কর বসান হ'লে কর ভারাক্রান্ত জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে পারে। অবশ্য স্থানীয় ধনী গ্রন্থাগারস্বত্বাধী ব্যক্তিদের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে এবং তাঁদের থেকে প্রাপ্য হান কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। বেলরকারী প্রচেষ্টার মূলতঃ একদিন গ্রন্থাগার উন্নয়ন সাধিত হয়ে এসেছে—আজ যখন স্থানীয় জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত তখন সরকারকে এই দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(৮) বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত সংযোগস্বাক্ষর ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারী, বেলরকারী, সরকার সমর্থিত, সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত, গ্রামীণ, জেলা, কেন্দ্রীয় ইত্যাদি সকল প্রকার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যেন একটি যোগসূত্র থাকে।

বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্তা আলোচনা ও সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, অস্তিত্বতা নিম্নমর ইত্যাদি বিষয়ে অনেক লাভ হতে পারে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে গ্রন্থাগার বাণীতে আরও অর্পণাহায্য দাবী করতে হবে। অবশ্য এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার সমূহের বাণীতে তৎপর, সাধারণ গ্রন্থাগার সমস্তা ইহাও আওতাধীন মতো আসেনা। এই প্রসঙ্গে জানায মনে হয় যে, পূর্বভারতীয় একটি গ্রন্থাগার কমিশন নিযুক্ত করার সময় হয়ত এসেছে। সেই কমিশন বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শন করে স্থানীয় অবস্থা অগ্রহণী গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুপারিশ করবে। কমপক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিশন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রাজ্যের উপযোগী গ্রন্থাগার প্রসার ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গ্রন্থাগারের প্রতি সমাজের, সরকারের ও দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর নব রূপান্তরের দিন আজ উপস্থিত। গ্রন্থাগার আজ জনশিক্ষা প্রসাধনের মাধ্যম। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রন্থাগার নীতি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করতে হবে। সরকারের শিক্ষানীতির সঙ্গে গ্রন্থাগার নীতিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করতে হবে। অবশ্য বেসরকারী স্টোর ও আগ্রহে গ্রন্থাগার আলোচন প্রভৃতির অগ্রসর হয়ে এসেছে। সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও বেসরকারী আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় যেন কোন শিথিলতা না আসে। পশ্চিম বাংলার ১৯৬৩ সালে ৩৬২০টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। তার পরেও হ্রস্ত আরও কয়েকটি স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারসমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তাহলেও সমস্তার গভীরতা সম্বন্ধেই অস্বস্তি, যখন দেখি যে পশ্চিম বাংলার মোট গ্রাহ্যের সংখ্যা হল ৩৮৪০০ এবং আমাদের দাবী হল প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন। এখনই হ্রস্ত এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব নয়। তবুও পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হবে হবে। গ্রন্থাগার আইনে যেন প্রতি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনা কালে এই নীতিকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অর্থের প্রত্যয়ের ঘোষাই দিয়ে গ্রন্থাগার প্রসার নীতিকে স্বগিত রাখা এখন আর সমীচীন নয়। সরকারের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন পরিষদের অত্রান্ত প্রচেষ্টা ও তৎপরতা একসঙ্গে যুক্ত হলে লক্ষ্য সমস্তার সমাধান সম্ভব। আমরা আশা করি যে, পশ্চিম বাংলায় নতুন সরকার এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে বাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করবেন।

Presidential Address :
By Dr. Subimal Kumar Mukherji—(Head of the Department,
Political Science, Calcutta University.)

একবিংশ বঙ্গীয় প্রজাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ঐশ্বক্য, বর্ধমান। ২১-২৩ এপ্রিল, ১৯৬৭।

গত ২১শে এপ্রিল স্বানীর ঐশ্বক্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রাফনে মনুজিত বগুণে বৈকাল ৪-৩০ টায় একবিংশ বঙ্গীয় প্রজাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জাতীয় প্রজাগারের প্রজাগারিক ঐশ্বক্য মুনীন্দ্র মুনী। নির্ধারিত উদ্বোধক অস্থিতার মনু উপস্থিত হতে না পারায় প্রদর্শনীর ব্যোমন্বাটনও করেন ঐ মুনী। প্রথমে স্বানীর শিল্পী কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। সম্মেলনের নির্ধারিত সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রবান ডঃ সুবিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিত্র দিয়ে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজাগারিক ও বঙ্গীয় প্রজাগার পরিষদের অন্ততম সহঃ সভাপতি শ্রীমতীলক্ষ বহু।

ঐমুনী তাঁর উদ্বোধনী তাগণে বলেন, বহুদিন থেকেই তিনি বঙ্গীয় প্রজাগার পরিষদের সন্ত। শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি ঐশ্বক্যের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে গেয়ে তিনি আনন্দিত। প্রজাগারিকেরা নির্ধারিত ব্যাপারে বিশেষ পাহান্না, সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুবিনয় মুখোপাধ্যায়ের নির্ধারনেও তাঁরা তুল করেন নি। তিনি যে শ্রুতিভাবে এই সম্মেলন পরিচালিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় প্রজাগার পরিষদ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সঙ্গে কুমার মুনী প্রব বহু রায় মহাপ্রসন্ন, তিনকড়ি বহু প্রভৃতি প্রজাগার আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মীর নাম জড়িত।

জাতীয় প্রজাগারের সঙ্গে বহুবহু এই পরিষদের বহিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মিঃ চ্যাপমান থেকে এম স্তক। ১৯৩৩ সালে যখন স্বান বাহাদুর আল্লাহুজা জাতীয় প্রজাগারের প্রজাগারিক ছিলেন তখন ঐমুনী ভারতীয় প্রজাগার পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় এসেছিলেন এবং বঙ্গীয় প্রজাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনেরও উপস্থিত ছিলেন। এবারে বঙ্গীয় প্রজাগার সম্মেলনে আসতে গেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। মিঃ চ্যাপমান থেকে বার স্তক এবং জাতীয় প্রজাগারের প্রায় সকল প্রজাগারিকই এই মহান সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছেন—তিনিও আজ এখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করতে গেয়ে আনন্দিত।

অন্তঃর তিনি প্রজাগার সহযোগিতা, আন্তঃপ্রজাগার পুস্তক-বিনিময়, যৌব স্ত্রী প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পত্রিকা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বঙ্গীয় প্রজাগার পরিষদের মুখপত্র ‘প্রজাগার’ পত্রিকাটির প্রশংসা করে বলেন যে, এই পত্রিকাটি বর্ষ ১৬ বছর যাবত প্রজাগারবিজ্ঞান ও প্রজাগার আন্দোলনের বিধ

সমূহ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে সম্প্রতি যে ইংরেজী হৃদীপত্র দেওয়া হচ্ছে তার খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, দু'এক লাইনে প্রতিটি প্রবন্ধের যদি মারনস্কেন এই সঙ্গে দেওয়া যায় তবে ভালো হয়। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কেও তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। পরিষদ প্রকাশিত পুস্তক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ করে তিনি বাণী বহুর 'বাংলা শিশু-সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী' বইটির কথা উল্লেখ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ঐনিত্যানন্দ ঠাকুর তাঁর মুদ্রিত তাৎপণি পাঠ করেন [পূর্ণ তাৎপণি এই সংখ্যায় ছাপা হল]।

ইউ-এস-আই-এস লাইব্রেরীর ডিরেক্টর স্মিথী লোয়া গ্র্যানাগান তার তাৎপণি বলেন, ইউ-এস-আই-এস গত ১৬ বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। গত ১৬ বছরে এই লাইব্রেরীর যত ডিরেক্টর এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে দৃঢ় ছিলেন। পরিষদের নানাবিধ শিক্ষামূলক কর্মসূচির সাফল্যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঐগ্রন্থীচক্র বহু বলেন, ১৯২৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিকে সম্মেলন কলকাতা শহরেই হয়েছে। তারপর এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য মেলায় মেলায় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৪৪ সালে একবার বর্ধমানে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল। এই ধরনের সম্মেলনের সার্থকতা এই যে, সম্মেলনে তাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং নতুন ত্রিধাধার। জন্মলাভ করে। প্রতিবারই সম্মেলনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে—এবারেও ব্রিটিশ কাউন্সিল, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং নিম্বালিয়ার সবুজ পাঠাগার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সবুজ পাঠাগারের প্রদর্শনীটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ঐনৌবেজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীগুলি পাঠ করেন।

পরিশেষে ঐবিজ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিচিত্রাচরণ : ৩ দিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত ত্রিখণ্ডের স্থানীয় কীর্তনীয় সঙ্গীতের কর্তৃক কীর্তন গান ও পশ্চিমবঙ্গ লোকরচন পাখা কর্তৃক তরঙ্গা গান সমবেত প্রতিনিধি ও বর্ষকদের আনন্দ দিয়েছে।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

২২শে এপ্রিল। সকাল ৭-৩০ টা। সভাপতি ঐগ্রন্থীচক্র বহু এই অধিবেশনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে মূল প্রবন্ধের

ওপর আলোচনা ও পরে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও সুধাঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়। যাঁরা আলোচনার অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের পূর্বেই নাম-ঠিকানা লিখে সভাপত্রিকে বিতে তিনি অসুযোগ জানান।

মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনার সুবন্দুস্তপে তিনি বলেন, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারণা সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। গ্রন্থাগার আজ শুধু অবশ্যবিনোদনের সঙ্গী নয়, পণ্ডিতের আশ্রয় মাত্র নয়, আজ জীবনের সর্বত্রই গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত। গ্রন্থাগারের এই ব্যাপকতার আজ গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থ সমাবেশ মাত্র নয়, গ্রন্থসম অগ্র এক ঘাটা নিরক্ষর ব্যক্তিদের প্রথম সহায়কপেও গ্রন্থাগার দেখা দিয়েছে। আত্মশিক্ষার জন্য গ্রন্থাগার সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আত্মশিক্ষার প্রয়োগ না থাকলে সত্তা নাকচেরা তাঁদের অধিগত বিদ্যা তুলে ধাবেন এবং বিপুল অপব্যয় হবে। আত্মিক শিক্ষা প্রসারের সুযোগদানে গ্রন্থাগারকে অগ্রসর হতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে শ্রীবিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার অন্দোলনে পটভূমি নয়। তবুও আমাদের দেশের নিরক্ষরতা মনে রেখে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। বিগত পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগত চাক্ষুণ্যের তুলনায় গ্রন্থাগারের দিক থেকে অনেকাংশে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু গ্রন্থ-গুলির অবস্থা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। জনমত গ্রন্থাগারস্থান নয়। সরকারের বরাদ্দ টাকার গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয়ক্ষমতা নিত্যই অস্বাভাবিক। পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার গ্রন্থাগার উন্নয়নের অগ্র কি করা হয়েছে এবং আরো কি করা প্রয়োজন আমরা আজ তাই বিচার করব। পশ্চিমবঙ্গ ১০ জন নিরক্ষর হেল্পারীকে বাছ দ্বিগ্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হতে পারে না। প্রথা ও দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যেকভাবে না হলেও পণ্যোক্তভাবে নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উপযোগী হতে পারে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারকে একাধারে কমিউনিটি সেন্টার ও তথ্যকেন্দ্র করে তুলতে হবে। এমনকি একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকবেনা। সরকারী স্কুল কর্মসংস্থাপনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের অঙ্গীকারে যোগ থাকা চাই। জনসংযোগের অভাবে আমাদের পরিকল্পনাগুলি অপ্রাপ্তি মাত্র হয়েছে, সাক্ষরিত হয়নি। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা নিত্যই অস্বাভাবিক। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই প্রকাশিত না হলে আমাদের বৈশিষ্ট্য উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের একান্তভাবে যোগ রয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চলের লোক বাতে সহজে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায় তা দেখতে হবে।

অভ্যর্থক প্রতিনিধিস্থ-আলোচনার অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীহরিশ্রী মুখোপাধ্যায় (বিবিস্তারভী গ্রন্থাগার, বাস্তবিকতেন) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মসূচী সম্পর্কে এবং সরকার থেকে গ্রন্থাগারগুলির প্রতি কতটা দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে আমার জানা নেই। গ্রামের বুনিত্যদি মূলতঃ লিখে লিখে বেলায় গ্রন্থাগার ও বহুশিক্ষা কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। সরকারী প্রচার বিভাগ অনেক বিষয়ের ওপর দলিলচিত্র নির্মাণ করেছেন কিন্তু গ্রন্থাগারের ওপর দলিলচিত্র নির্মিত হলে এ বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রীশ্রী চট্টোপাধ্যায় (চিত্তরতন পাঠ্যমন্দির, জীবন) মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি সূচিবৃত্ত নহে। এতে জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির গৌরবজনক অধ্যয়নের কথা অল্পবিস্তৃত। আমি দেখেছি, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জনগণ গভীর উৎসাহী—এই সব উদ্যোগের ছোট ছোট রূপায়ণকে সমর্থিত করতে হবে। এই সমর্থন দপ্তরকেন্দ্রিক হবে না। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার গ্রামীণ জনসাধারণের এই উৎসাহের কথা মনে রাখতে হবে। সমর্থন অর্থ শিক্ষা, লোকশিক্ষা এমন কি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন। গ্রামের পাঠশালা, মূল, লাইব্রেরী প্রভৃতির যদি জনজীবনের সঙ্গে যোগ না থাকে তবে সমর্থনের কোন অর্থ হয় না। শুধু লাইব্রেরী ডিরেক্টরেট স্থাপনই যথেষ্ট নয়।

শ্রীজগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) — বৃটিশ আমলে শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে শাসক সম্প্রদায় চান নি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আমলেই প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ আমলে জনসাধারণের উদ্যোগ ছিল—জনসাধারণের চেষ্টায় মূল হয়েছে—গ্রন্থাগার হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অবশ্যীকার্য। অবশেষে শিক্ষার ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগী হতে হবে।

শ্রীমোহনচন্দ্র পাল (অবসংহতি, বালদী, বাঁকুড়া) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রামের গ্রন্থাগারে তফাৎ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাঠক যার নিজের তালিকা, কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছেই যেতে হয় গ্রন্থাগারিককে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল গ্রন্থাগারের সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাকে বিস্তৃত করা উচিত। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা তেড়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত গ্রন্থাগারের সম্প্রদায় অসম্ভব।

শ্রীমদলাপ্রসাদ সিংহ (বাদপুত্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) গত বিশ বছরে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহভর্য্য কারণ গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। এটা না হওয়ার বাধা কোথায় আমাদের তেবে দেখতে হবে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র সম্পর্কে অল্পস্থান প্রয়োজন। তাছাড়া একটি সর্বাঙ্গিক অল্পস্থান হওয়া প্রয়োজন। এখনো একটি লাইব্রেরী কমিশন বদান্য সরকার।

ঔরামতেন ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক)—মূল প্রবন্ধে কোন চিত্রার বৈশাখ রয়েছে বলে মনে করিনি। আলোচ্য গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে অর্থাভাব, অসম্পূর্ণতা বা বাস্তব জ্ঞান উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

ঔরমতেন সেন (বহুঃ রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার)—সরকার পরিচালিত Social Education centre-cum-Library পরিচালনাব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানিয় বিদ্যুৎ ও শক্তি করে বলা উচিত ছিল। D S E O, B D O প্রকৃতির গ্রন্থাগার পরিচালনার কি ভূমিকা হওয়া উচিত তা তেবে দেখা দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্য প্রশিক্ষণের কথা স্থানিয় বলা হয় নি। পৃথক লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট হওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

ঔরমতেন সেন (সারস্বত, ২৪ পরগণা) গ্রন্থাগারগুলির তীক্ষ্ণ অর্থভাব। নগণ্য সরকারী সাহায্য মেলে। লাইব্রেরীর ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের উন্নতি অসম্ভব।

ঔরমতেন সেন (সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার') মূল প্রবন্ধের বৈশাখ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছেন। কিন্তু জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিনিষিদ্ধ যদি যথোপযুক্ত পরিমণ্ডান না দেন তবে এই বৈশাখ থেকে যেতে বাধ্য। গত ভাদ্রপুর্ন সম্মেলনে ঐক হয়েছিল, প্রতি জেলার অন্ততঃ কিছু গ্রন্থাগারের এইরূপ পরিমণ্ডান ও কর্মসূচির বিবরণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে কিন্তু চিঠি লিখেও জেলা গ্রন্থাগারগুলির কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ লাভা লাভ পাওয়া যায়নি। উপযুক্ত পরিমণ্ডান না পেলে বাকী গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষেও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এমনই এই মূল প্রবন্ধেও বৈশাখ রয়েছে দেখা যায়।

ঔরমতেন সেন (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা) পূর্ববর্তী সম্মেলনেরই বিষয়বস্তু নিয়ে বর্তমান সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছে। জনগণের উৎসাহ স্বীকার করে নিয়ে সরকারী আর্থ-কূল্যে কী লাভ হয়েছে ও আরও কি করা যেতে পারে তাই মূল প্রবন্ধের বিষয়। বাকী গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গ্রন্থাগার প্রসারের প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব নয়—কেন না সরকারই চাকরী-বাকরী আছে। গ্রামে যাওয়া আছেন তাঁরাই হবেন পরিষদের প্রতিনিষিদ্ধ। আর্থিক সমস্যা সর্বভারতীয় তাকে স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতে হবে।

ঔরমতেন সেন (সেমিনার লাইব্রেরী, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং) মূল প্রবন্ধে জনগণের চাওয়া ও উৎসাহ-উজ্জ্বলতার সঠিক ঘোষণা নেই। প্রবন্ধের মূল স্বর সরকার এই করেন নি—লেই করেন নি। কিন্তু জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিতাবে কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে তার চিত্র স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ঔরমতেন সেন (হাইড রোড ইন্সটিটিউট ; শিবিরপুর) জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে পরিকল্পনাগুলি সফল হয়নি একথাও বিবেচিত করা উচিত। পরিকল্পনাগুলি সমষ্টিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত নয়, বলা বাধ্যত। বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার শিক্ষা

ব্যবস্থা সমাজ কল্যাণমূলক নয় বলে কোন উন্নতি সম্ভব নয়। মূল প্রবন্ধে সরকারের কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু জনগণের সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করা হয়নি।

ঐনজ্জেকেন তটোচার্ভ (জেলা গ্রন্থাগারিক, মালদহ) বেসরকারী ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন প্রয়োজন, তাঁরা সামগ্রিক চিত্র উদ্ঘাটিত করে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে নির্দিষ্ট সুপারিশ দেবেন। এ ব্যাপারে উদ্ভোক্তা হলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কুচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের একজন প্রতিনিধি পুন্ডলিয়ার গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগদানের অপরাধে বরখাস্ত হয়েছেন, এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত।

ঐনমলাভ সেনগুপ্ত (জেলা গ্রন্থাগারিক, বিজ্ঞাননগর)—প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতীত সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সফল হতে পারেনা। বর্তমানে লাইব্রেরী কমিটিগুলির সংগঠন যেভাবে হয়ে থাকে তাতে তা দলদলির কেষ্ট হয়ে পড়ে। জেলা, মহকুমা, গ্রামীণ ইত্যাদি গ্রন্থাগার সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। গোটা জিনিশ পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা (administrative measure) গ্রহণ করা প্রয়োজন। এবং এই ব্যাপারটিকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

দৌয়েজ্জমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)—বুদ্ধোদা সংস্কৃতি প্রদর্শক বলা যায়—সংস্কৃতিকে শ্রেণীগত বা বিশেষ কোন শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা ভুল। রামমোহন থেকে বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারাকে বুদ্ধোদা সংস্কৃতি বলে আমরা ভাগ্যবিনে ফেলে দিতে পারি না। গত বিশ বছরের ব্যর্থতার কারণ নিরক্ষরতা। গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কাজকর্মে সীমাবদ্ধ না থেকে চিন্তাকর্ষকও হতে হবে। অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযোগসাধনমূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই। তদন্তকমিশন গঠন, সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি পূর্ববর্তী বক্তাদের প্রস্তাব সমর্থন করি। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলি যদি নিঃশব্দ হয় তাহলে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাহায্যে উন্নতি সম্ভব।

এর পর মূল প্রবন্ধের রচয়িতা ঐবিজ্ঞাননাথ নুগোপাধ্যায় তাঁর জবাবী ভাষণে বলেন, মূল প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কমিশন গঠনের সমর্থন করি। লাইব্রেরী-গুলি যাতে অধিকতর অর্থসাহায্য পায় তাঁর ক্ষমতাবলি আবেদন জানাতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাসংখ্যা বৃদ্ধি না হলে সরকারী সাহায্যের দরবার নিফল। গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি উপযুক্ত পরিসংখ্যান দিয়ে সহযোগিতা না করলে প্রবন্ধ ছতিস্তিত হতে পারে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচিকে আরও প্রসারিত করে দিতে হবে। একজন বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প ট্রেনিং-এর পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। জেলায় জেলায় পরিষদের সভাসম্বাই পরিষদের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবেন।

প্রথম অধিবেশন। দ্বিতীয় পর্যায়। সময় ১০টা।

প্রিন্সীর হয়ে চৌধুরী আগামী ২৬শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে এছাপার কর্মীদের বেতন ও মর্গাধা সম্পর্কে যে হাওকলিপি দেওয়া হবে তা সত্য্য পাঠ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এছাপারিকদের বেতন ও মর্গাধার বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল ধাবত লড়াই-সমিতি হয়েছে, হাওকলিপি পেশ করা হয়েছে। এই হাওকলিপিতে এছাপারিক ছাড়াও সকল শ্রেণীর কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৬৪-৫ এপ্রিলে চলিত বেতনক্রমে হওয়া হয়নি। চালু বেতনক্রমের অসামঞ্জস্য রয়েছে। সাতিস কল-এর প্রবর্তন প্রয়োজন।

স্থাপিত—(ক) ১) নোতুন বেতনক্রম (পুঙ্খলিঙ্গ সংশ্লিষ্ট গৃহীত) ২) এছাপার কর্মীদের সহকারী কর্মীদের মত সহকর্মী হযোগ পান। ৩) স-বেতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। ৪) কর্মীদের সম্মাননের বিনা: বেতনে শিক্ষার হযোগ। ৫) এছাপার কমিটিগুলির পুনর্নির্মাণ। ৬) নীতিকাণীনে ভাতা (খ) ইউ, জি, সি অধিকাংশ ব্যয়ভার গ্রহণ করবেন তাঁদের স্থাপিত কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। স্পনসর্ড কলেজের সংগ্রহভিত্তিক বেতনক্রম অবৈজ্ঞানিক। প্রাইভেট কলেজের বেতনের হার সর্বত্র সমান নয়। গবর্নমেন্ট কলেজের হুখ হুগিয়ে ঠাৱা বক্তিত। Prof-in-charge প্রধান হওয়া মর্গাধা হানিকর, অবিলম্বে দূর করা উচিত। অন্ত্যস্ত কর্মীদের নোতুন বেতনক্রম চালু করতে হবে। কলেজ কাউন্সিল-এর সভা হবেন এছাপারিক। সিকিউরিটি প্রথা অর্থোক্তিক। সহকারী অর্থবিভাগ এর বিপক্ষে। এই প্রথা প্রত্যাহত হোক।

বিভাগের এছাপার প্রতি ফুলে চাই। শিক্ষণপ্রাপ্ত এছাপারিক চাই। teacher-in-charge প্রথার অবসান চাই। বেতনক্রম শিক্ষকদের সম্মান হবে ও অন্ত্যস্ত হযোগ হুগিয়া দেওয়া হবে। সম্মাননের শিক্ষা অবৈজ্ঞানিক হবে।

আলোচনা—প্রিমিয়ার কুৱার সেন Security প্রথা সহকারী নীতি বিরোধী বলে মন্তব্য করেন।

প্রিমিয়ারের ভট্টাচার্য: প্রশিক্ষণে দীর্ঘপর্যন্ত বর্জনীয়। সচেতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চাই। শিক্ষণ ব্যবস্থার নীতিবদ্ধতা রয়েছে। বছরে ২/১ জন ইনট্রি-এর হযোগ পান। আন্ত্যর জেলায় ৩৮ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১২ জন ট্রেনিং পেয়েছেন।

প্রিন্সতন্ত্র সেন (ক) স্কুলের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। (খ) কমিটিগুলির পরিচালনাবীনে গ্রামীণ এছাপারের প্রশাসনিক সলসের অন্ত্যস্তান। (ঘ) স্পনসর্ড লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

প্রিমিয়ারের ভট্টাচার্য—(ক) প্রস্তাবে Advisory কমিটি হওয়া উচিত। 'ট' প্রস্তাবে জেলা এছাপারের এছাপারিক Inspector হবেন।

প্রিমিয়ার গুপ্ত (সেন্ট্রাল বেকানিক্যাল ইন্ডিস্ট্রিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হুগাপুর) 'খ' প্রস্তাবে বিবেশী পুঙ্খকের বাংলায় অন্ত্যব্যয় যোগ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রী অমিত্র সেনের বক্তব্য—

(১) কলেজ ও কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সম্মান বেতনভিত্তিক থাকুক। (২) জেলা গ্রন্থাগারিকদের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের সম্মান বর্ধায়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। দারিদ্ৰ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক সম্মান একত্রে মেনে নেওয়া দরকার। (৩) ডিপুটেশন ভাতার প্রয়োজনীয়তা ও প্রকৃতি অনুসন্ধান। (৪) গ্রামাঞ্চল কর্মী মহিলাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতীতে Diploma ও Certificate Course প্রদান বাঞ্ছনীয়। (৫) জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শকের গঠনভিত্তিক প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হবে। (৬) Cadre of Library Inspectors অভিজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হতে পারে।

২য় কার্যকরী অধিবেশন : সমগ্র নৈকাল ৩ ঘণ্টিকা

সভাপতি জানকীনাথ বসু।

‘বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে’ প্রবন্ধটি পেশ করে জাতীয় গ্রন্থপত্র বিভাগের শ্রীমুনীন্দ্রবিহারী ঘোষ বসেন, বাংলা বইয়ের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তা চলছে। তিনি প্রচুর তথ্য উদ্ধার করে দেখান, বাংলাদেশের বাইরে বাঙালীর বই, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ নিতাইই অতিক্রিয়। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবাসকরী ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পোকেদের বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উগ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলা দেশে লেখক সমস্যার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও, কেন ঠিকমত কাজ হচ্ছে না তা ভাবার কথা। তুলনায় কেরলের Southern Indian Book Trust এর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ে সাহায্য করার মত উপযুক্ত সংস্থা নেই। বৃত্তি বা জীবনের সঙ্গে যোগ নেই এমন বই কি করে বিক্রি হতে পারে তা ভাবা দরকার। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য সমীচা হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য সরকারী সাহায্য চাই।

আলোচনা :—

(১) শ্রীমৌরেন গান্ধী : Physical দিক—(ক) পুস্তক শিপিং দীর্ঘ দিনে বাধে পৌছে গেলেও কিন্তু প্রকাশনের আদর্শ মান বজায় থাকে নি। অবশ্য ‘নাস্তানা’ ইত্যাদির প্রকাশনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশনের technical দিকগুলো সম্পর্কে প্রকাশকদের অবহিত করা প্রয়োজন। (খ) Physical aspect এর কিছু norms থাকা উচিত। প্রচ্ছদ ওপর ওপর ভাল হলে চলবে না। Lay out, ভাল কাগজ, ভাল টাইপ না দেওয়া, প্রভৃতি দেখা উচিত। Index, glossary ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। (গ) Reading habit—কটির ক্ষেত্রে আমাদের মান অগ্রসর। গল্প উপন্যাসের প্রকাশকই বেশী। পাঠ্য কঠিন লঘুবিষয় কেন্দ্রিক। কঠিন উন্নতি ব্যতিরেকে Serious বই প্রকাশ হবে না। ফলে Serious লেখা বন্ধ হবে। এর দারিদ্র্য

প্রকাশকের এবং গ্রন্থকারের। (খ) সমীক্ষার প্রয়োজন অনবীকার্য। এর জন্য কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক দরকার। এজন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া উচিত।

(২) ত্রিমূল্য চক্র বহু : প্রবন্ধের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। (ক) উপহার হিসেবে পুস্তক অমূল্যভিত্তি কারণ বোধ হয় দ্বিধা হবার সম্ভাবনা। এর প্রতিকার প্রকাশকের gift certificate বিকল্প। (খ) Catalogue ও অন্যান্য information প্রকাশক ও এছাপার পরিচর ও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া পাওয়া সম্ভব। এজন্য সেমিনার করা প্রয়োজন।

(৩) ত্রিমূল্য ক্রয় দেন : (ক) middle man হিসেবে পুস্তক বিক্রেতার ভূমিকা সম্পর্কে সমীক্ষা প্রয়োজন। তাহলে সম্ভবত মূল্যবৃদ্ধি কারণ নির্ণীত হতে পারে। বাংলাদেশে লেখক ৭৩% কমিশন পান পুস্তক বিক্রেতা সেখানে ২৫% ও পান। (খ) সরকার পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ করেছেন তা না হলে বইয়ের দাম বৃদ্ধি বৈধ হয়। দাম বৃদ্ধিযুক্ত হলে জাতীয়করণ সম্ভব হত না। (গ) জাতীয়করণে Reading habit একরকম হবার সম্ভাবনা। একবিষয়ের কতকগুলো বইয়ের মান দারুণ বেশেই একরকম হবার সম্ভাবনা। একবিষয়ের কতকগুলো বইয়ের মান নির্ণয় করে প্রকাশক সংস্থাকে বেওয়ার কথ্য ভাষা হচ্ছে। (ঘ) ভাল বই ছাপার ব্যাপারে প্রকাশক অগ্রণী হলে সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী। রমেনচন্দ্রের 'ক'বদ' প্রকাশে সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু সাহায্য করার মত বই পাওয়া যায় না। এ খাতে বরাদ্দ টাকা উদ্ভূত থাকে।

(৪) ত্রিমূল্য বার চৌধুরী : (ক) পুস্তক প্রদর্শনী - বাবতীয় প্রকাশিত বই বিবরণস্বাক্ষরী সমিতির পরিচালিত বিজ্ঞাপনযোগে, পর্যাপ্ত সাহায্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা (সংসার, বঙ্গীয় এছাপার পরিচর ও প্রকাশক) করা দরকার। ইতিমধ্যে মহাব্যক্তি এ জিনিস হয়েছে। (খ) Indian Standard Institute প্রচাতিত title page এর standard যেনে চললে (প্রকাশক) Catalogue এর সুবিধে হবে। অন্যান্য বিষয়েরও Standard বাক্য উচিত। (গ) বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক প্রকাশনে প্রকাশক ও রাজস্বসংগ্রহের দৃষ্টি দেওয়া। (ঘ) প্রকাশক প্রচাতিত নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা আরও হুই ও annotated হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশক সংস্থা, রাজস্বসংগ্রহ এ বিষয়ে উদ্যোগী হোন। Bengali Books in Print নানা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাড়াও 'এছাপার'-এ বার্ষিক Systematic List হিসাবে প্রকাশ করা উচিত। (ঙ) আমেরিকার "catalogue in force" এর পরীক্ষা কার্যকরী না হলেও—ছাপার ভয়ে থাকাকালীন catalogue এর বখায্য একটি প্রতিদিন বইয়ের পিছনে মুদ্রিত হলে সুবিধে হয়।

ত্রিভুজবদন বন্দোপাধ্যায় : (ক) প্রকাশকাল, হনিব্রিট চিহ্নাদি ছাড়াও উচ্চারণ নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহারে সমাধান। (খ) পাঠ্যপুস্তক বজাবই কম। আচার্য রায়ের আমলেও এটা ছিল।

ঐক্যবানান্য মুখোপাধায় : Minimum sale guarantee—বিভিন্ন বিশ্বের লেখক-গোষ্ঠী যারা বই লিখিয়ে সেই বই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (প্রায় ৩০০০ | ৪০০০ লাইব্রেরীর মধ্যে যদি ১০০০ | ২০০০ বইও বিক্রি হয়।) সরবরাহের আশা করে তাল বই বেরোবে। এককথায় দরমারেন্দী বই। প্রকাশক সমিতির নিকট প্রস্তাব রাখা।

ঐক্যবানান্য বহু : (ক) Royalty, trade discount, প্রভৃতি : U. K., U. S. A. তে বই বিক্রী অঙ্গসারে Royalty দেওয়া হয়। দেশে authors' contribution (economic responsibility) থাকে। এদেশে এখনও এটা চালু নয়। কেবলের মত Royalty, Trade discount দেওয়া সর্বত্র সম্ভব নয়। ছাপার মানের কথা তুললে 'আপনার' পত্রিকার ছাপা তো তৃতীয় শ্রেণীরও নিচে। (খ) Book Production—পুস্তক ব্যবসা লক্ষ্যমুখীন। প্রকাশক সর্বত্র ব্যবসায়ী দৃষ্টি সম্পন্ন নন। Serious বই দেশের বেশে প্রকাশিত হয়। (গ) জাতীয়করণ—পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত nationalize হওয়ার বিবট ব্যবসা পুস্তক বিক্রেতার হাতছাড়া। 'অধিব্যব'র মতে middlemen'দের অবস্থা উন্নত এ ভাষা সত্য নয়। Board কিছু বই monopoly করেছে। এসব বই-এর বিক্রয়ভার সাধারণ মধ্যস্থিত পুস্তক বিক্রেতার নয়। (ঘ) U. K., U. S. A. অপেক্ষা আমাদের দেশে কাগজের দাম ৩০% বেশী। Printers' cost, binding cost বেশী হওয়ার মূল্য হ্রাস সম্ভব নয়। (ঙ) E.L.B.S. এর পুস্তক ও অন্যান্য 'আমেরিকান বই বিশ্বের Underdeveloped country-তে ব্যবসা হালে বিস্তৃত হচ্ছে। PL 480-র মতই বেড়াআলে আমাদের বই শিল্প এতে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলা পুস্তকশিল্প বাঁচাতে হলে এইগুলো বন্ধ করা দরকার। Import বন্ধ করা দরকার নয় বটে তবে foreign intrusion in book trade বন্ধ হওয়া উচিত। মনোপলি ব্যবসার বই ধরাবার খবর নেই। সরকারী বই তুলে তর্জি। তাছাড়া জাতীয়করণের বই ছাপা হয় free gift এর কাগজে। কম দামই পুস্তক শিল্পের একমাত্র বাঁচার উপায় নয়। কম দামে বিদেশী বই-এর প্রকাশনে চিন্তার স্বাধীনতা কিছু ক্ষেত্রে বাহ্যে হতে বাধ্য। প্রকাশন সমিতি সরকারের সাহায্য চান। না হলে জাতীয় সংস্কৃতি খেউলিয়া হয়ে যাবে। দিল্লীতে National Book Production-এর আগামী সত্তায় এ বিষয় উত্থাপিত হবে। বর্তমানের কচি কালের গতিতে পরিবর্তিত হবে। Books in Print প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশক সংস্থা গ্রন্থাগার পরিষদের সকল প্রকার আর্থিক যোগদান দ্বারা পঠন-পাঠনের প্রসার ও পুস্তকশিল্পকে বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ঐক্যবান বহু : ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান : যাকে ঐক্য জনসংস্থা সমিতির বালক-বালিকা সমিতি, ব্রতচাঁদী নৃত্যাহুষ্ঠান ও স্থানীয় আদিবাসীদের বোলান নৃত্য প্রতিনিধি ও দর্পকদের প্রদর্শন দেয়।



সমাপ্তি অধিবেশন। ২৩শে এপ্রিল—সময় সকাল ৮টা।

ডঃ হুমিলা মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(১) মূল প্রস্তাব ত্রিবিজ্ঞানীয় মুখোপাধ্যায় উপস্থাপন করেন। সমর্থন করেন ত্রিপ্রবীর রায় চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) বেতন ও মরগা সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ত্রিপ্রবীর রায় চৌধুরী। সমর্থন করেন—শ্রীমৌর্য মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) 'বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাব। প্রস্তাবক—শ্রীমৌর্যমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সমর্থন করেন—ত্রিপ্রবীর রায়চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) পুঁথিপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন বকীর সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীমুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়। সমর্থন করেন—ত্রিপ্রবীর রায়চৌধুরী।

(৫) প্রথম চিত্রকল পাঠ্যবহিরে প্রিন্টুনাথ চ্যাটার্জীর প্রস্তাব—শ্রীকৌমুদী ভূষণ ভট্টাচার্য উপস্থাপন করেন। সমর্থন করেন শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সর্বত্রি বিজ্ঞানীয় মুখোপাধ্যায়, মৌর্যমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রমীলচন্দ্র বসু এই প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন। বিষয়টি কমিটিতে বিবেচনার জন্য ত্রিপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রস্তাব আনেন। মূল প্রস্তাবক সংশোধনটি সমর্থন করেন।

সভাপতির বিদায়ী ভাষণ : সভাপতি বলেন, বিহারের সময় সভাবস্তুই বাধার সন্ধান হয়। আমি সর্বভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিষয়ক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকেছি। সেখানেও ১৫০ থেকে ২০০ প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিনিধির সংখ্যা দেখে আমি আশাবিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আমি পেলাম সম্মেলনে এসে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার যদি সুযোগ পাই তবে সৌভাগ্য বলে মনে করব। গ্রামীণ, জেলা বা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রকৃত চেহারা কি—বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ সেটা তুলে ধরেছেন। প্রতি গ্রামে বা প্রতি অঞ্চল প্কারেতে যে সব গ্রন্থাগারিক আছেন তাঁরা প্রতিনিধি হিচাবে সম্মেলনে এসে আলোচনা করুন, সরকার অবহিত হোন। রাজ্য ২ হিনের অন্ত অবস্থান, কিন্তু এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আন্তরিকভাবে শ্রমশ্রম আদর্শন করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শেষ প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হল এতে ভালই হল—অনেক সময় আগামী অধিবেশন সম্পর্কে যোগাযোগ করার অসুবিধা হয়, অর্থগততা রয়েছে। তদু গ্রন্থাগারকে নিয়ে সম্মেলন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অত্যাধিকারী সমিতির সভাপতি মহাশয়, বেঙ্গাল-দেশক, বিশেষ করে ছাত্রতা, শিল্পীতা, এখানকার অধিবাসীতা, বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি :

সভাপতি মহাশয়ের সান্নিধ্যে প্রতিটি গ্রামবাসী দগ্ধ হয়েছেন। আপনারা আমাদের কুট-বিচ্যুতি নিম্নস্তম্ভে ক্ষমা করেছেন। এখানে এই সম্মেলন হয়েছে বলে আমি নিজেকে গণিত মনে করছি। এই প্রসঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে একটি কথা অবতারণা করছি। গ্রামে সম্মেলন করণ ব্যবস্থা স্থল, কিন্তু গ্রামের লোকের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান না হলে সম্মেলন কতদূর সফল হবে মনেহ। গ্রামের অধিবাসীদের সমস্যাগুলির দৃষ্ট আলাচনার দৃষ্ট যদি কিছু সময় সম্মেলনে রাখেন তবে ভাল হয়। এই সম্মেলনে শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠ্যমন্দিরও সহযোগিতা করেছেন। আমাদের মধ্যে তীক্ষ্ণতা রয়েছে।

ধনুবাদ প্রকাশন : প্রীতমীলচন্দ্র বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধনুবাদ প্রকাশন করে বলেন, একদিনের সম্মেলনে আমরা সকলে একত্র হয়ে গেছি, ধনুবাদ দেওয়া বাহ্যিক। কিন্তু ধনুবাদ দেওয়ার রীতি আছে। বিদ্যায় নেওয়ার সময় স্থানীয় সকলের সহযোগিতার কথা ব্যবহার মনে হচ্ছে। বাড়ীতে যেমন হুণ স্বাচ্ছন্দ্য তা সম্মেলনে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু মনে হয়েছে আমরা বাড়ীতেই আছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের নিবেদন তত্ত্বাবধানে হুঁ হুঁয়েছি। অভ্যর্থনা সমিতির সকল সভ্যদেরও ধনুবাদ। শ্রীখণ্ডের স্থলের কতৃপক্ষ সম্মেলন চলা কালে দায়সজ্জার বিপর্যয় ঘটবে যে এই সম্মেলন হতে দিয়েছেন তাতে তাঁদের কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্থানীয় পাঠ্যমন্দির তাঁদের আতিথ্য, গ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়ে দেখানো,—সৌজন্য, সভ্যই উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ড অনন্যাত্ম্য সমিতি, শ্রীখণ্ডের অধিবাসীরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন পাঠ্য—প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

ক'দিন তো আনন্দ অমৃত্যব করেছি একটি ব্যতিক্রম হয়েছে এখনকার পাঠ্য-মন্দিরের প্রত্যয়ে ; কিন্তু সভাস্তর হলেই মনস্তব হবে এমন কোন কথা নেই।

পুস্তক প্রকাশন সমিতির সম্পাদক, যে সকল প্রকাশকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাছাড়া যারা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন—বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি, রুটিন কাউন্সিল, নিজবাগিচা মনুজ পাঠাগার সকলকে ধনুবাদ প্রকাশন করছি।

পরিশেষে সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় যে নানাকাজ থাকা সত্বেও এ তিনদিন এখানে কাটিয়ে গেলেন তার দৃষ্ট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি একনিষ্ঠ গ্রন্থাগার অধ্যয়নী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর একবিংশ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব

বর্ধমান বিধান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ২১-২২শে এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একবিংশ বর্ষীয় গ্রামাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত গ্রামাগার-গুলির অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করিতেছে। এই প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য এই সম্মেলন রাজ্যসরকার, বর্ষীয় গ্রামাগার পরিষদ, গ্রামাগার-কর্মী এবং শিক্ষাহরণী জনসাধারণের নিকট অতীবোধ জ্ঞানাইতেছে।

১১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পর্কিত

(ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়া, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানকে অগ্রাধিকার দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

(খ) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রামাগার, যেচ্ছাদুলক সংগঠন, সমাজসেবী প্রভৃতিসকল অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই কার্যক্রমে গ্রামাগারগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের পাঠের ও তথ্যের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও সন্ত সাক্ষরদের শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্বও গ্রামাগারগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রামাগারগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের দায়িত্ব ও সর্ববিধ সাহায্যের ব্যবস্থা রাজ্যসরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সম্মেলন মনে করে যে, বরঞ্চ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্যাবলী সম্বন্ধে অহঙ্গমান করা আবশ্যিক।

(গ) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সন্ত সাক্ষরদের চাহিদা পূরণের জন্য নানাবিধ পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশনের এক জলবেদ পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পাঠ চাহিদা পূরণের জন্য উক্ত বিভিন্ন বৃত্তিভিত্তিক পুস্তকাদি বহুগুলো বাংলা ভাষায় প্রকাশের—, বিদেশী পুস্তকের বাংলা ভাষায় অনুবাদের এবং গ্রামাগারের মাধ্যমে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দানের এক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, গ্রামাগার পরিষদ, লেখক সম্প্রদায় এবং গ্রামাগারগুলিকে সুপ্রভাবে গ্রহণ করিয়া উহা সার্থক করিতে হইবে।

(ঙ) এই গ্রামাগার ব্যবস্থার সার্থক সংগঠন, পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন নির্দিষ্টকর্তার অধীনে একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সরকারী উত্তোগে প্রতিষ্ঠিত ১৭ গ্রামাগারে এই ডাইরেক্টরেটের প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণাধীন

করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় এই গ্রন্থাগারগুলিকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন করা জনস্বার্থের অনুরূপ হইবে না।

(৫) জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষণ, সমুন্নতি, সংযোগ রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে দাখলিত অল্প উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমুন্নতি স্বার্থে এই সমস্ত জেলা পরিষদগুলিকে একীভূত গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সমন্বিত করিতে হইবে।

(৬) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কোনরূপ টাকা বা টাকা জমা লওয়া অন্তর্ভুক্ত। এই সব গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী অর্থসাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ইত্যাদিগকে পরিপূর্ণভাবে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার করিতে হইবে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় একই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই কমিটিগুলি পরামর্শদাতা কমিটি হিسابে কাজ করিবে। প্রতি জুয়ে গ্রন্থাগার কমিটিগুলির সভ্য-সম্পাদক থাকিবেন সেই জুয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক।

(৮) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে নীচে এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সর্বনিম্নে রাখিয়া এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি হ্রস্বত্ব শিরামিডের ন্যায় কাঠামো গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এইরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য অবিলম্বে যথোচিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিতে হইবে।

(৯) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রাপ্ত অতিজ কর্মী বাতীত অল্প কাহারও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের অধিকার থাকা উচিত নহে। হুতরাং গ্রামসেবক—গ্রামসেবিকা, সমাজ শিক্ষা সংগঠক এবং মহিলা সমাজশিক্ষা সংগঠকদের দ্বারা গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের যে নির্দেশ প্রকৃতিয়া দিলার সমাজশিক্ষা অধিকর্তা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(১০) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হওয়া উচিত।

- ১। প্রতিটি শৌর ও মহকুমা শহরে একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।
- ২। প্রতিটি মকল পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।
- ৩। ২০০০ অবধিক জনসংখ্যা সম্বলিত গ্রামে একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।
- ৪। কলিকাতা শহরের অল্প কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারকে নীচে এবং একশত ওয়ার্ড গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে লইয়া একটি হ্রস্বত্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

୪) ପଞ୍ଚମସହର ଘଣ୍ଟାମାର ବାବଦ୍ଧା ସମୀକ୍ଷା କରିବା । ଇହାର ସଂବୋଧିତ ସମୁଦାୟର ଅଭାବର କାରଣ ଓ ଉନ୍ନତିର ଉପାୟ ଉଦ୍ଘାତନର ଉକ୍ତ ଏକଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଘଣ୍ଟାମାର କମିଶନ ନିୟୋଗର ଉପସାଧିତା ଅନୁସର କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାର ଓ ବନ୍ଦୀର ଘଣ୍ଟାମାର ପରିସରକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାବଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ।

୫) ଗ୍ରାମ୍ୟ ଘଣ୍ଟାମାରଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଷାଦି ଶ୍ରମର ଉକ୍ତ ସରକାରର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ କୋନସ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍ ନିକଟରେ ବନ୍ଦୀ କରା ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମ ଘଣ୍ଟାମାରରେ ଅନୁସର: ୬୦୦ ବାସ୍ତିକ ଶ୍ରମ ଶ୍ରମ ବାସ୍ତିକ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ବେଳନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ।

୬) ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟାମାରଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ବନ୍ଦୀ ଶ୍ରମରେ ଶ୍ରମର ଅଭାବ ସାମାନ୍ତ । ଏହି ସମ୍ବେଳନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟାମାର ସହ ସରକାରର ଘଣ୍ଟାମାରଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଆବିଷ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିବାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବାକୁ ।

୭) ବନ୍ଦୀର ଘଣ୍ଟାମାର ପରିସର ଏବଂ ପଞ୍ଚମସହର ସରକାରର ସମ୍ବେଳନ ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀ ପରିସର ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀର ବେତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବୀ ସମ୍ବେଳନେ ସେ ସମ୍ବେଳନିନି ଶ୍ରମର କରିବାକୁ ତାହା ଏହି ସମ୍ବେଳନ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହା ଅବିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାବୀ ଜଣାଇବାକୁ ।

୮) ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରମର ବାବଦ୍ଧା ସମ୍ବେଳନ କରା ନା ହେବାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନକାରୀ ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟାମାରଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେବାକୁ ହେବ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବେ, ଏହି ଘଣ୍ଟାମାର-ଗୁଡ଼ିକକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସରକାର ଶ୍ରମର ବିନା ଟିକାର ଘଣ୍ଟାମାର ବାବଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାଇବା ।

୯) ପୁରୁଷ ନିର୍ବାଚନ ଘଣ୍ଟାମାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନତା ଧାରା ବାହନୀ ।

୧୨ ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମିଗଣ ସମ୍ପର୍କିତ

୧) ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନସାଧା ଓ ଆଦର୍ଶର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତରତାବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଓ ସମାଜର ଆବିଷ୍କାର ଓ ବୈଷୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନ ଉନ୍ନୟନ ଘଣ୍ଟାମାରର ଶ୍ରମିକ ସମ୍ବେଳନ ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀର ଅଧିକତର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେବାକୁ ହେବ । ଆରମ୍ଭ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନ୍ତର ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ । ଇହାତେ ଶ୍ରମ ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀ ଓ ଘଣ୍ଟାମାର ବାବଦ୍ଧା ଶ୍ରମିକ ଆବିଷ୍କାର ନା । ସମାଜର ଆବିଷ୍କାର ପରି-ବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ହେବ ।

୨) ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସହଯୋଗିତା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶ୍ରମର ଶ୍ରମ, ଘଣ୍ଟାମାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ମେନ-ମେନ । ଆଲୋଚନା-ଚକ୍ର, ଶ୍ରମ-ସମ୍ବେଳନ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାମାର କର୍ମୀର ମେନ-ମେନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଶ୍ରମ କର୍ମୀର ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ।

(গ) গ্রন্থাগারগুলিতে অবিলম্বে এট লব কার্যক্রম গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইবে—

- ১। তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা।
- ২। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য পুস্তক নির্বাচন।
- ৩। সস্তা সাক্ষরদের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করা।
- ৪। পোষ্টার ও চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক অচটান, গ্রন্থ প্রদর্শনী, বিভিন্ন স্থানীয় দিবস পালন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে আরও অধিক জনপ্রিয় করিয়া তোলা।
- ৫। গ্রন্থাগারকে আরও অধিক সময় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলিয়া রাখা।
- ৬। স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজজীবন ও অর্থনীতির পর্যালোচনা করা এবং এই সংক্রান্ত ব্যবতীর্ণ পুস্তক ও তথ্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ৭। নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষামূলক বিনোদনের উদ্দেশ্যে সাহায্য করা।
- ৮। পুস্তক ও গল্পগ্রন্থিকা পাঠের জন্য পুস্তক পাঠকদের বন্দোবস্ত করা।
- ৯। শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা।
- ১০। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বন্নিষ্ট সংযোগ রক্ষা করা ও বৃত্তিস্থিতিক সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
- ১১। স্বল্পপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

১৩ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কিত

(ক) রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যক্রম স্বাধীনভাবে চলিতেছে কিনা তাহা পর্যালোচনা ও নির্দেশ দানের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার জন্য পরিষদকে একটি পৃথক তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পৃষ্ঠিবৎসর গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমসিআই এসোসিয়েশনকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের সহিত বন্নিষ্ট সহযোগিতা রক্ষা করিতে হইবে। রাজ্য সরকারকেও অহুতার করা হইতেছে যে তাহারাও যেন এইসব সংগঠনের নিকট হইতে পরামর্শ ও বিভিন্ন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন।

(গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুপরিচালনার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে তাহার পার্থক্যত্ব দিবার জন্য রাজ্য সরকারকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আরও অধিক পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।

(ঘ) রাজ্যের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার আইনের কার্যমো কিরূপ হওয়া উচিত তাহা পর্যালোচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে একটি বিশেষ সম্মেলন অবিলম্বে ডাকিতে হইবে।

(ঙ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীকে আরও ফলপ্রসূ করিবার জন্য এই রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অধ্যক্ষীদের অহুতাধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন (১) সকলে গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপ্রোগীত্ব হন (২) পরিষদের প্রয়োজনমত আপন আপন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করেন এবং (৩) আপন আপন অঞ্চলে পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়া যান।

২। বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রস্তাব ৯

১। বর্তমান জেলার স্রীযুগে অচলিত একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সর্ব্বত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা এবং অন্যান্য দাবী সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে আরকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা অহুতাধন করিতেছে। এই সম্মেলন এই আরকলিপি কার্যকরী করিবার জন্য রাজ্য মহাসভা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অহুতাধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে আরকলিপির অন্তর্ভুক্ত সব দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

২। এই সম্মেলন বিগত রাজ্য পে কমিটির সুশাসিত অহুতায়ী রাজ্য সরকার পুস্তক সংখ্যাকে তিস্তি করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের জন্য যে অর্থোক্তিক এবং অষ্টবজ্ঞানিক নীতি স্থির করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে প্রত্যাচারের দাবী জানাইতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত জ্ঞান, দক্ষিণ, গ্রন্থাগারের প্রকৃতি, আয়তন ও কার্যধারা প্রভৃতি নীতির উপর তিস্তি করিয়াই গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩। এই সম্মেলন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট যে দিকিওতিটি জিশাজিট গ্রহণের প্রথা আছে তাহা অবিলম্বে প্রত্যাচারের দাবী জানাইতেছে এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অহুতাধ জানাইতেছে। এই সম্মেলন এই প্রসঙ্গে ভারতসরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির একটি সুশাসিত এবং তাহত সরকারের অর্থবিত্তাগের একটি নির্দেশনামার প্রতি রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই সব সুশাসিত ও সাহুল্যের গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে কোন দিকিওতিটি ডিপোজিটের প্রয়োজন নাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

- ৪। এই সম্মেলন মনে করে যে, কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যদি না থাকে যে গ্রন্থাগারিকের অবহেলার জন্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থ হারাইগাছে, তাহা হইলে গ্রন্থ হারাইয়া যাওয়ার ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা সমীচীন নয়।
- ৫। এই সম্মেলন মনে করে যে, সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন সরাসরি তাঁহাদের নামেই প্রেরণ করা উচিত।
- ৬। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে গ্রামীণ, মহকুমা, নগর প্রভৃতি গ্রন্থাগার-গুলির পরিদর্শনের ও তত্ত্বাবধানের অধিকার জেলা গ্রন্থাগারিককে দেওয়া হউক। এবং এই পরিদর্শনের ক্ষুদ্র দায়িত্বভারের ব্যবস্থার বন্দোবস্ত সরকারের তহবিল হইতে করা হউক।
- ৭। এই সম্মেলন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের শিক্ষণের ক্ষেত্র বন্দোবস্ত করিবার দাবী জানাইতেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য শিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মীদের সবেতন ভেপুটেনে প্রেরণের দাবী জানাইতেছে।

৩ ॥ বাংলা পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কিত প্রস্তাব ॥

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাংলাদেশের প্রকাশক ও গ্রন্থকারদের নিকট অসুযোগ করিতেছে যে—

- (১) তাঁহারা যেন গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাংলাগ্রন্থ পরিবেশন করেন।
- (২) বাংলা বইয়ের আখ্যাপুষ্ঠার সম্মুখপাতের বা আখ্যাপুষ্ঠার অপর পার্শ্বে বইয়ের, লেখকের ও প্রকাশকের নাম, বইয়ের বিষয়, প্রকাশকাল ও মূল্য রোমান হরফে ইংরাজী ভাষায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত হউক।
- (৩) বিষয় ও আকার নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বাংলা বই বাধাবার যে রীতি আছে, তাহা পরিবর্তে 'পেয়ার ব্যাক' গ্রন্থপ্রকাশনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
- (৪) এই সম্মেলন কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বাংলা বই পাঠকদের দেওয়া যায়, এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তার ক্ষুদ্র বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং লেখক সমন্বয় সমিতির এক যৌথ অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করা হউক—বলিয়া দাবী করিতেছে।
- (৫) এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প এবং বাংলা-ভাষার পাঠকদের পাঠকচি বিষয়ে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাভূক্তো উপরের তিনটি পরিষদ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, ও বঙ্গীয় লেখক সমন্বয় সমিতি) সম্মিলিতভাবে এই সমীক্ষা করুন।

৪ । হুম্মাণ্য পুস্তকাদি, পুঁথি প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাব ৷

একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে, আর্থিক সঙ্কটের অন্তর্বে বাংলা-দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন মূল্যবান এবং পুস্তকাদি বিনষ্ট হইতে বলিয়াছে। এর ফলে বাংলা দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতীয় সম্পত্তির যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইতে হয়।

এই অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতার পরিকল্পনিক্তে এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক সংরক্ষণ কেন্দ্র (Centralised Preservation Unit) স্থাপিত হউক। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হুম্মাণ্য এবং অনুল্য পুস্তকাদি সংরক্ষণে সক্রিয় সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ লাভ করিতে পারবেন।

Recommendations of the Conference.

যাঁরা শুভেচ্ছাবাহী পাঠিয়েছেন --

অদেশ

- ১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রধান মন্ত্রী।
- ২। শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য, উপাচার্য, বিশ্বভারতী।
- ৩। শ্রীহিরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য, বরীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৪। শ্রী জে. এন. মল্লিক, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিকা পর্ষদ।
- ৫। শ্রী জি. বি. ঘোষ, অষ্টবৈজ্ঞানিক সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল।
- ৬। শ্রী টি. কে. ঘোষ, সম্পাদক, অনুভব বাঙ্গার পত্রিকা।
- ৭। শ্রী বি. মালিক, উপাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৮। শ্রী ডাঃ জে. এন. মুখার্জী, ১০, পুণ্ড্রচাঁদ নাহার এভিনিউ, কলিকাতা।
- ৯। শ্রী এল. আর রজনাক্ষর, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক।
- ১০। শ্রী এল. বসিকদ্দিন, গ্রন্থাগারিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।
- ১১। শ্রীপ্রবোধ সিং, সভাপতি, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, নিউ দিল্লী।
- ১২। সাধারণ সম্পাদক, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘ।
- ১৩। শ্রীবিজয় কুমার ব্যানার্জী, শ্রীকার, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা।
- ১৪। শ্রী এন. সি. চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, অর্থমন্ত্রক, গ্রন্থাগার ও প্রকাশন বিভাগ, নিউদিল্লী।
- ১৫। শ্রী এ. সি. ত্রিপাঠী, সাধারণ সম্পাদক, ইউ, সি, লাইব্রেরী এসোসিয়েশন।
- ১৬। সাধারণ সম্পাদক, কেরালা গ্রন্থাগার সঙ্ঘ।
- ১৭। ডিরেক্টর, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
- ১৮। শ্রীহেমচন্দ্র গুপ্ত, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
- ১৯। শ্রী বি বি মিশ্র, ইনসপেক্টর, নয়াদিল্লী।

বিদেশ

- ১। সি. ভি. পেয়া, চীফ ডিক্টিশন অব ডেভেলপমেন্ট অফ ডকুমেন্টেশন লাইব্রেরী অ্যান্ড লাইব্রেরী সার্ভিসেস, ইউনেস্কো, প্যারিস।
- ২। এল. ফ্রুইনসি মাসফোর্ড, লাইব্রেরীয়ান, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, ওয়াশিংটন।
- ৩। ডেপুটি ডাইরেক্টর, গ্রেট অর্ডার লেনিন লাইব্রেরী, মস্কো, ইউ. এল. এল. আর।
- ৪। টমাস আর বুকম্যান, ডিরেক্টর, ইন্টার গ্রামিনাল বিলেনশন অফিস, আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন।
- ৫। এক, 'ই, ম্যাককেনা, প্রেসিডেন্ট শোশাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক।
- ৬। ডেভিড. এইচ. ব্লিকট, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আমেরিকান লাইব্রেরীয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

MESSAGES Received From
Individuals & Institutions

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিত্বল্লেখের নামের তালিকা ৪

অমর বসু চক্রবর্তী—জিওসলিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২২ চৌহদ্দী রোড, কলিঃ ১৬

অজিত কুমার ঘোষ—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ২৭

অজিত দাস—৫২ কলকাতা টোল পেন, কলিঃ ৫

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থপুস্তক সেন কলিঃ পরিষদ, বোলপুর, বীরভূম

অর্ধেন্দু ঘোষ—ত্ৰিপুরাপুত্র, হাওড়া

অনাথ শরণ মুখোপাধ্যায়—লোকপাড়া কল্যাণ লাইব্রেরী, কলিকাতা, বীরভূম

অনিল কুমার দত্ত—হুগলী জেলা গ্রন্থাগার, হুগলী

অনিল কুমার দেওয়ানী—আমতা পাবলিক লাইব্রেরী, আমতা, হাওড়া

অনিল ঘোষ—বাণীমন্দির, পাটখুড়ী, মুন্সিবাড়

অবদুত কুমার সরকার—খরবান্দোল হিলন সংগ্রহ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পোঃ+গ্রাঃ খরবান্দোল, বীরভূম।

অমর আচার্য—বাণীজীনগর সংঘ, বাঘবপুর, কলিঃ ৩২

অমরেন্দ্র নাথ দাস—ত্ৰিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্ৰিবেণী, হুগলী

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—মুন্সিবাড় নির্মল সংগ্রহ সাধারণ পাঠাগার, মুন্সিবাড়, বীরভূম

অরলাভ সেনগুপ্ত—২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিজ্ঞাননগর

অমিতা বিত্র—বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ৩২

অমিতাভ বসু—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ৫৬

অমিতভূষণ দাস—পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ১

অরুণ কুমার গুপ্ত—সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর ৩

অরুণ কুমার দে—দুর্গাপুর কল্যাণ লাইব্রেরী, দুর্গাপুর, বীরভূম

অরুণ কুমার দাস—বিঃ, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ, কলিঃ ৩২

অমিনী কুমার বেহা—সারদাবাড়, বঙ্গবন্ধু, ২৪ পরগণা

অমিনী সেন—১৭নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৩

আশিষ সেন—বাণীপুর, ২৪ পরগণা

উমানাথ ভট্টাচার্য—ধাক্কীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার, ধাক্কীগ্রাম, বর্ধমান

করলাকান্ত কুমার, নেওড়াহুগলী, হুগলী

কান্তিক সাহা—সি, আর, এল ; আই, এন, বি, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ২৭

কালী প্রসাদ চন্দ্র—চাংরাবাড়া ক্লাব লাইব্রেরী, চাংরাবাড়া, কোচবিহার

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সি, আই, টি., ব্লক : ৭, টাউন : ৩৫, কলিঃ ৫৪

কৌমুদীভূষণ ভট্টাচার্য—চন্দ্রবন পাঠ্যমন্দির, ব্রীকুণ্ড, বর্ধমান

কেন্দ্রনাথ বসু—বনক্যাপানী সাধারণ গ্রন্থাগার, বনক্যাপানী, বর্ধমান

সীতা বিত্র—বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিঃ ৩২

- শীতা ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা, কলিকাতা
 গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১এ, কলেজ রো, কলি ৯
 গুরুশরণ দাশগুপ্ত—৬২ ফিডার রোড, বেলঘরিয়া কলি ৬৬
 গোপালচন্দ্র পাল—ঐব সংহতি, বালসী, বাকুড়া
 গোপাল নারায়ণ চৌধুরী—অরণ্যস্বাস্থি পরী পাঠাগার, সত্ৰকালী, হুগলী
 গোপী হালদার—নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা
 গোপীনাথ রায়—মাধব স্বাস্থি পাঠাগার, ১৮ সালিখা হুল রোড, তাওড়া
 গোবিন্দলাল মলিক—কানাই স্বাস্থি পাঠাগার, কলি ৬
 গোলকেশ মজুমদার—জিবেনী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, জিবেনী হুগলী
 চকল কুমার সেন—৩৩বি কালীঘাট রোড, কলি: ২৫
 চন্দ্রনাথ মলিক—কানাই স্বাস্থি পাঠাগার, ৩৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি ৬
 চিত্তরঞ্জন বগল—চন্দ্রনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, আমতলা, মুন্সিবাংদ
 জগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায়—পারীমোহন স্বাস্থি সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
 জয়দেব কুমার শেঠী—অগস্তা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী
 জয়দেব কুমার শেঠী—অগস্তা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী
 জয়দেব কুমার শেঠী—অগস্তা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী
 জীভেন্দ্রনাথ চাই—নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা
 জ্যোতি বলাক—দাঙ্গা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৫৬
 তপন কুমার সরকার—৩০নং তালপুকুর রোড, কলি ১০
 তপন কুমার সেনগুপ্ত—ব্রিটিশ কার্ডিনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা
 তপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—পারীমোহন স্বাস্থি সাধারণ পাঠাগার, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
 তুষার সান্ডাল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২
 দিলীপ কুমার দত্ত—ববীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৬২ হুগল সরকার রোড, কলি ১৪
 দিলীপ কুমার মিত্র—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি: ২৭
 দিলীপ কুমার বসু—১২এ বালীগঞ্জ টেনন রোড, কলি ১২
 দীপক বরুণ চক্রবর্তী—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি ৩২
 দীপক চন্দ্র দত্ত—আমতা পীতাম্বর হাইস্কুল, আমতা, হাওড়া
 দাশরথি ভট্টাচার্য—আমতাতে স্বাস্থি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রা: জীয়াট, হুগলী
 দেবীমোহন গাঙ্গুলী—১০০/১ ফুপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা ৪
 দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি: ৩২
 দেবেন্দ্র সাহা - ১১বি, মোহনলাল মিত্র লেন, কলি: ৪
 ঐবতারা মুখোপাধ্যায়—সারভীয়া বাহুবর, কলিকাতা ১৬
 নকুলচন্দ্র মণ্ডল—রহড়া পরীক্ষণ পাঠাগার, মুন্সিবাংদ
 নটিকেন্দ্রা মুখোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি: ২৭

সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা

নন্দলাল সাহা—দাঁইবিহা কংগাল লাইব্রেরী, দাঁইবিহা, বীরভূম
 নারায়ণ চন্দ্র বে—বধৰ্মান জেলা গ্রন্থাগার, বধৰ্মান
 নারায়ণ চন্দ্র সাধু—মালোপাড়া, কুকনগর, নদীয়া।
 বিভাইচাঁদ ঘোষ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি: ১২
 নির্মল চন্দ্র শোখা—বাপুজীনগর প্রগতি সংঘ, বাদবপুর, কলি: ৩২
 নির্মলচন্দ্র সান্যাল—পল্লীভবন স্মৃতিভবন, চন্দ্রনগর, হুগলী
 নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা-১২
 নৃসিংহ কুমার ঘোষ—প্রথম কুমার মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, বেলভাঙ্গা, মুন্সিবাধ
 পাচকড়ি নাথ—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু সত্যের রোড, হাওড়া
 পাম্মালাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাবী লাইব্রেরী, চুড়পুণ্ডী, বধৰ্মান
 প্রকাশ শংকর চৌধুরী—হাইড রোড ইনস্টিটিউট, কলিকাতা
 প্রমত্ত কুমার মুখোপাধ্যায়—গোবিন্দপুর পাবলিক লাইব্রেরী, পুকুরিয়া।
 প্রণব কুমার কুহু—জননী কিশোর সংঘ পাঠাগার, জননী, মুন্সিবাধ
 প্রণব কুমার বন্দ্য—ভদ্রকরা গ্রামীণ পাঠাগার, ভদ্রকরা, বধৰ্মান
 প্রবদানন্দ জানা—১৮, আন্তোভাব মুখার্জী রোড, কলি ২০
 প্রণব কুমার পাল—জিতপুর পাবলিক লাইব্রেরী, জিতপুর, মুন্সিবাধ
 প্রবীর চারচৌধুরী—বদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২
 প্রবোধ কুমার দত্ত—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু সত্যের রোড, হাওড়া
 প্রভাতকুমার ঘোষ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী
 প্রমথনাথ সাহা—বাণী লাইব্রেরী, চুড়পুণ্ডী, বধৰ্মান
 প্রবীলচন্দ্র বসু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি: ১২
 প্রাণগোপাল দত্ত—৩৭২/এ রঙ্গা রোড (লাউথ), কলি ৩০
 বক্তিম চ্যাটার্জী—জেলা গ্রন্থাগার, বহুড়া, রামকৃষ্ণ মিশন (বালকান্দ্র), ২৪ পরগণা
 বাণী বসু—৩/এ ফরডাইল লেন, কলি ১৪
 বাহুব্রহ্ম লাহিড়ী—বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, কলিকাতা
 বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি: ১২
 বিমলকুমার বিশ্বাস—মানকর পল্লীমন্ডল লাইব্রেরী, মানকর, বধৰ্মান
 বিমলকুমার মাইতি—লবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া
 বিমলকুমার বিশ্বাস—নর্থ ইটালী কমলা লাইব্রেরী, ৬ পামারবাজার রোড, কলি ১৫
 বিশ্বনাথ কোলে—পশ্চিমবঙ্গ গভ: স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পুকুরিয়া শাখা।
 বিশ্বনাথ ঘোষ—ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এড্‌ম্‌প্‌ট্রিমেন্টাল মেডিসিন বাদবপুর
 বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা

বিশ্বনাথ হালদার—কালীদাস দাস পাঠাগার, মিষ্টি, বর্ধমান

বিষ্ণু নাথায়ণ শাল—যেমারী মিলন সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, যেমারী, বর্ধমান

বীণা লেন গুপ্ত—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

বীরেন্দ্রনাথ দাস—৪/১বি, রাধাপ্রসাদ লেন, কলি ৯

বৈষ্ণবনাথ মাইতি—কলিকাতা

ব্রজহলাল গোস্বামী—নিমতিতা মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, নিমতিতা, মূলধাবাদ

তবানী প্রসাদ চন্দ্র—কাটোয়া আনন্দসংঘ লাইব্রেরী, কাটোয়া, বর্ধমান

তবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—আন্তোব স্মৃতি মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রাঃ জীরাট, হুগলী

তারতী গাঙ্গুলী, ১০০১ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলি ৪

মকলাপ্রসাদ দিন্হা—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

মকুন্ডেশ ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ

মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—১৭ বোড়ালপাড়া লেন, কলি ৩৬

মদন আচা—পূর্নুদা কিশোর গ্রন্থাগার, পূর্নুদা, হুগলী

মনোজকুমার বোধ—ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার, ভদ্রেশ্বর, হুগলী

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কলি ৩২

মনোরঞ্জন শাল—তেটাভড়ি, কোচবিহার

মানবমোহন মিত্র—লক্ষ্মী গ্রন্থাগার, নিজবাগিচা, হাওড়া

মানবেন্দ্র মজুমদার—রবীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৮২ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি ১৪

মিহিরকুমার গঙ্গ—দক্ষিণগ্রাম, বীরভূম

মোহিনীমোহন দাস ঠাকুর—জ্ঞানদাস আকাদেমিক গ্রন্থাগার, কান্দরা, বর্ধমান

মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়—দক্ষিণপূর্ব রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, হাওড়া

রবীন্দ্রনাথ দাল—রবীন্দ্র মৈত্র পাঠাগার, ৮২ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলি ১৪

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত—কলিকাতা

রমাপদ চক্রবর্তী—বাসুদেব পাঠাগার, দারকাবাদ, ২৪ পরগণা

রমেন্দ্রমোহন দে—শি. ভি. এন. এন, লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী, কুচবিহার

রমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ—পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, গ্রাঃ ছোট বোয়ালমারী, পোঃ পেটলা, কুচবিহার

রাধানাথ রায়—বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি ৩২

রায়কৃষ্ণ সাহা—৩৩ এইচ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি ৪

রায়চন্দ্র ভট্টাচার্য—জেলা গ্রন্থাগার, ভদ্রলুট, মেদিনীপুর

লক্ষীকান্ত শহাল—স্বাধেব স্মৃতি পাঠাগার, ১৮ সালিখা স্কুল রোড, সালিখা, হাওড়া

লক্ষীনাথ মাইতি—তুলীন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, পুর্নুলিয়া

লক্ষীনারায়ণ রায়—স্বাধেব স্মৃতি পাঠাগার, পোঃ সাতীনন্দী, বর্ধমান

লক্ষীনাথ বোমাল—অকালপৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার, অকালপৌষ, বর্ধমান

শহুচরণ পাল—৩৭৪ গ্র্যাণ্ড টাঙ্ক রোড, হাওড়া

শহুনাথ চ্যাটার্জী—চিহ্নরঞ্জন পাঠাশালিক, ত্রিখণ্ড, বধমান

শাহিন্দর ভট্টাচার্য—২ বিভাগাগর স্ট্রীট, কলি ১

শিবব্রত ঘোষ—জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২৩ চৌরঙ্গী, কলি ১৩

শিবেন্দু মাস্তা—৪৪/১১ কুলাবন মল্লিক লেন, হাওড়া

শীলা গুপ্ত—১৭ ভূপেন বোস এভিনিউ, কলি ৪

শুধাভূষণের চক্রবর্তী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মগরা সাধারণ পাঠাগার, মগরা, হুগলী

শোভেন্দ্রনাথ পাণ্ডে—ব্রাহ্মণগ্রাম, নয়নহুৎ, মুর্শিদাবাদ

সত্যব্রত দেন—জেলা গ্রন্থাগার, বহুড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকপ্রম, ২৪ পরগণা

সত্যরঞ্জন দেনগুপ্ত—কীর্গাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সন্থিতি, কীর্গাহার, বীরভূম

সত্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাগিচা, বীরভূম

সনৎ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীহরপুর, হুগলী

সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা ২৭

স্বপ্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বেলভাঙ্গা প্রসঙ্গকুমার মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ

স্বপ্নকুমার মুখোপাধ্যায়—জাতকোত্তর হুনিয়াবী লিঙ্গন মহাবিদ্যালয়, বাগীপুর, ২৪ পরগণা

সুচিহ্না ঘোষ—৭২ জোড়িষ রাস্তা রোড, কলি: ৫০

সুধেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৩০ বল্লভার বহু বাট রোড, কলি ২৫

সুধীকুমার চক্রবর্তী—মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বধমান

সুধীর ব্রহ্ম—৫/বি অক্ষয় দত্ত লেন, কলি ১২

সুনীলবিহারী ঘোষ—জাতীয় গ্রন্থপলী বিভাগ, সি, আর, এল, কলি ২৭

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়—বিষভারতী গ্রন্থাগার, শাস্তিনিকেতন

সুধীর ঘোষ—২৫বি রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলি ৩

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, লালাবাবু মাস্তার রোড, হাওড়া

সুশান্তকুমার হাজরা—জেলা গ্রন্থাগার, পুন্ডলিয়া

সেধ আবদুল মহিত্ত—বালক সংঘ পাঠাগার, গ্রা: + প: পাঁচলা, পোঃ, ধনকী, হাওড়া

সেধ মুজিবর রহমান—বালক সংঘ পাঠাগার, গ্রা: + প: পাঁচলা, পোঃ, ধনকী, হাওড়া

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা

হরেন্দ্রনাথ দাস—সেবারতন বি. টি, কলেজ ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

হারানন ব্যানার্জী—হাইট রোড ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা

হিরণ দত্ত—৮/এ তামানাম মল্লিক লেন, কলি ১

জগদ্রঞ্জন দিহ—বহুড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার, বহুড়ান

কৃষীকেশ হুগু—১৩এ১১ বীরপাড়া লেন, কলি ৩০

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বেশবন্ধু পাঠাগার। শরৎ বহু রোড।

ক্যালকাটা বোটারী ক্লাবের উদ্যোগে গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত একটি গ্রন্থ ব্যাক উদ্বোধন করা হয় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী।

বর্তমানে এই বুক-ব্যাঙ্কে ত্রিগ্রি কোর্সের ছাত্রদের বিভিন্ন 'অনাদ' বিষয়ের এই গ্রন্থ হবে এবং দ্রুত ছাত্রদের সেগুলি দেওয়া হবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ এম পি মিল্লিক আত্মশ্রমিকভাবে এই গ্রন্থ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন। অধ্যক্ষ ডঃ এম কে মিত্রও বক্তৃতা করেন।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা সকল ছাত্রদের জন্য সবরকমের পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থ ব্যাঙ্কে রাখতে পারবেন।

রবীন্দ্র মৈত্র জ্ঞান্যমাণ পাঠাগার। ৮২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলিঃ ১৪।

গত ৩-শে মার্চ রবীন্দ্র মৈত্র জ্ঞান্যমাণ পাঠাগারের কাব-নির্বাহক সমিতির একটি সভা অধিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কলকাতার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা ও জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার অহুতোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রবীন্দ্র সদন। কলিকাতা।

রবীন্দ্র সভাব্যবস্টি কমিটি রবীন্দ্র সদনে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা পনিকলে ১৮,০০০ টাকা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ গ্রন্থাগারটি কেবলমাত্র রবীন্দ্র বিষয়ক হবে।

২৪ পরগণা

কিশোর ভারতী। হুথচর।

অস্তিত্ব বহুরের মত এবারও কিশোর ভারতী শুভ নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করে। অহুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ত্রিহাযধন গঙ্গোপাধ্যায়। একটি সাংস্কৃতিক অহু-
ষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানান হয়। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দ্রানী গঙ্গোপাধ্যায়। হুহুবার রাণের 'অবাক জলপান' নাটকটি বকব করা হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন কুমারী গোপা বঙ্গোপাধ্যায়, মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়, অধুমিতা জৌমিক ও পুংবী বঙ্গোপাধ্যায়। নাটকটি পবিচালনা করেন ত্রিবিবনাথ বঙ্গোপাধ্যায় এবং সহযোগিতা করেন ত্রিবিপুল কুমার রায়।

বাণী ভবন। দক্ষিণপাড়া। পোঃ গাড়ুলিয়া।

গাড়ুলিয়া দক্ষিণপাড়ার বাণী ভবনের রজত জয়ন্তী উৎসব গত ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই চৈত্র, '৭৩ বিপুল উচ্চমে উদ্‌যাপন করা হয়। ৪ঠা চৈত্রে সন্ধ্যায় এক বিরাট জন সমাবেশের উপস্থিতিতে শ্রীমৎবিশেষ মহাপিত্র শ্রীঅমিলবরণ দাস এই অমৃতানের শুভ-স্থচনা করেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আপন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও ও পলতা পি. এন দাস কলেজের অধ্যাপক শ্রীকৌতুহবিহারী কবিদাস। উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকের সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস একটি বিবৃতি দান করেন। সাম্প্রতিক অমৃতানের মাধ্যমে রজত জয়ন্তী উৎসব দুইই মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

দার্জিলিং

ব্রহ্মকিষ্ট মহকুমা লাইব্রেরী। কার্শিয়ং।

১৯১৬ সালে ব্রহ্মকিষ্ট সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই এই প্রথাগারের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ সালে ব্রহ্মকিষ্ট পাবলিক লাইব্রেরী সাবডিভিশনাল লাইব্রেরীতে উন্নীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪৫,০০০ টাকা দান করেন এবং প্রথাগার ভবনের দ্রুতপ্রসারণ, ৫ই ও আশ্বাবরণ কেন্দ্র গুলি আরো ১০,০০০ টাকা দান করেন। ব্রহ্মকিষ্ট লাইব্রেরী প্রতি মাসে ২৫০ টাকা পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিয়মিত সাহায্য স্বরূপ পেয়ে থাকে। কার্শিয়ং পৌরসংস্থার বাৎসরিক নিয়মিত সাহায্যের পরিমাণ ২৫০ টাকা। বর্তমান অর্থনৈতিক দৃষ্টকোণক অবস্থায় প্রথাগার জনসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

নদীয়া

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার। চাকদহ।

বহুদিন ধাবৎ প্রথাগারটি 'বসন্ত স্মৃতিপাঠাগার লাইব্রেরী' নামেই অভিহিত ছিল। বেশ কিছুদিন আগে নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম 'বসন্ত-স্মৃতি পাঠাগার' গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। কীদোয়া।

গত ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৩ পাঠাগারের বার্ষিক সম্মেলন অহুষ্ঠিত হয়। অমৃতানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিল কুমার সাহা এবং পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীনিভাইচন্দ্র মণ্ডল। নূতন কাবকরী সমিতিতে যাচ্ছেন, সবশ্রী অমিলকুমার সাহা (সভাপতি), নিভাইচন্দ্র মণ্ডল (সহ-সভাপতি), ধর্মদাস বিশ্বাস (সম্পাদক), গোপালচন্দ্র বিশ্বাস (সহ-সম্পাদক), বিবরণ্য বিশ্বাস (প্রাথমিক), বীরেন্দ্রনাথ সাহা, মহানন্দ সরকার, হুণাত্য দাসগুপ্ত, বটীচরণ প্রাথমিক ও মহাজলিন্দা দলগঠক, নাকশীপাড়া, (সভাপতি)।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। মামকর।

গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও মানকরের উপস্থান অজ্ঞেয়াতিভূষণ ভট্টাচার্যের সম্মানার্থে গ্রামবাণিগণ মানকর উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের বেলা ৯ টায় এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। গ্রামবাসী ও বিভিন্ন সংস্থার লোক থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে মানপত্র দেওয়া হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর হৃদিত্তিত তাৎপণে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভাগ ৪ টায় 'ঐতিহ্যগোষ্ঠী মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী' আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও ব্যয়িত সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

প্রাণীপুত্রের শ্রীহৃদয়মল পাট্টেমরিয়া মহাশয় শ্রীগবনকুমার মাক্সেমেরিয়া মাধ্যমে সম্ভ্রান্তি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে তিনশত কুড়ি টাকা মূল্যের ৭৫ খানি পুস্তক দান করেছেন। শ্রীপাট্টেমরিয়া শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্ব। পুস্তকগুলি শ্রীঅরবিন্দ বর্ধন ও সাহিত্য সম্প্রদায় এবং পণ্ডিতেরা আশ্রম থেকে প্রকাশিত।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার এক জনজাগরণ এনেছে। বর্তমানে প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও শিক্ষা বিভাগের প্রচেষ্টায় নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। পরিষদের কার্যকরী সমিতির সত্বাপতি হলেন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক।

হাওড়া

ব্যটিকা পাবলিক লাইব্রেরী। ৪২/৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

গ্রন্থাগারের ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১১শে মার্চ অহস্তিত হয়। ১২৬৬-৬৭ মালের কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় বর্তমানে গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগে ১,৬৮১ ও কিশোর বিভাগে ১৫৭ জন সদস্য আছেন। গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা ২৭,৭৭০। এ বছরে আর্থো ৭১০টি বই সংযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া বহুল প্রচলিত গ্রন্থ প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকাই গ্রন্থাগারে রাখা হয়। আলোচ্য বছরে যথাযথ নববর্ষ উৎসব, ববীন্দ্র জয়োৎসব, ও নেতাজী জয়োৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। গত আগষ্ট মাসে 'কার্ত্তীক মন্ত্রার অবমূল্যায়ন' সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা হয়। নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বাধীন বার্ষিক অধিবেশন অহস্তিত হয় গত ডিসেম্বর মাসে। অমর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দুগাঙ্গকারী নাটক 'সদ্ব্যবহার একাদশী'র সভাব্যবহার উপলক্ষে

একটি আলোচনা সভা হয়। গ্রন্থাগারের ক্রিপের বিভাগটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদিতা, বিতর্ক প্রতিবেদিতা, প্রবন্ধ প্রতিবেদিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিবেদিতায় মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাময়িক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত রাষ্ট্রতত্ত্ব শিক্ষা কেন্দ্র ও অবৈতনিক নৈশ কোর্সে রাস হুঁতাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ বছরের কার্যকরী সমিতিতে আছেন—দর্শকী বীর্জেন্দ্রকুমার দাস (সভাপতি), বিনীপকুমার চৌধুরী ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় (সহ সভাপতি), সন্তোষ বোস (সাধারণ সম্পাদক), দয়রকুমার বসু (সহকারী সাধারণ সম্পাদক), পণ্ডিতপাবন মাস্তা, (কোষাধ্যক্ষ) বীর্জেন্দ্রনাথ তান্ত্র ও তপনকুমার রায় চৌধুরী (হিসাব রক্ষক), প্রণবকুমার সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ দাস হুও, (গ্রন্থাগারিক)।

লালবাবা কলেজ। ১১৯, গ্র্যান্ড স্ট্রীট রোড। বালী

শ্রীমতী উষারানী পাল, তাঁর পর্যালোকগত স্বামী অধ্যাপক ডি. এন. পালের স্মৃতি স্বার্থে তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগারটি দীনহুঁতী লালবাবা টাল্টের মাধ্যমে বালী লালবাবা কলেজে দান করেন। বইগুলির সম্মাননিক মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা।

জগলী

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া।

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার ১৮ই মার্চ থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিনে নিবেদিত। জয় শতবার্ষিকী পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিভিন্ন ও চিত্তাকর্ষক অস্থানবের মাধ্যমে উৎসবটি নিঃসন্দেহে স্বাধীনভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৮ই ও ১৯শে মার্চ শিশু-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২২শে মার্চ মহিলাদিবস, ২৪শে মার্চ চিত্র প্রদর্শনী, ২৫শে মার্চ মার্গ সঙ্গীতাহুঁতান, ২৬শে মার্চ গীতাহুঁতান, ২৭ই এপ্রিল শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গ সমাজশিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শক শ্রীঅমিত্র কুমার সেনের বক্তৃতা, ২৯ই এপ্রিল শিশুদের গল্পবলা প্রতিযোগিতা এবং ১৬ই এপ্রিল শ্রীমতিজ্ঞা কুমার সেনগুপ্তের তিনদিনে নিবেদিত। সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মাঝড়া উন্নয়ন সংসদ। মাঝড়া। গনিয়াখালি।

মাঝড়া উন্নয়ন সংসদের নবম বার্ষিক কার্য বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বছরে (১৯৬৫-৬৬) গ্রন্থাগারে ৩৮টি নতুন বই কেনা হয়েছে। বর্তমানে মোট বই-এর সংখ্যা ১০৭৭। গ্রন্থাগারের সভ্য সংখ্যা ৭২ জন। একবছরে ১৭০৩টি বই পাঠকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

জগলী জেলা পরিষদ উন্নয়ন সংসদকে বই কেনার জন্য ১২০ টাকা দান করেছেন। নানা পত্রপত্রিকার সম্মতি গ্রন্থাগারে বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে। তবে পাঠক মহলে গ্রন্থাগারের দিকে একটি পাঠকদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অস্বীকৃত হচ্ছে—যদিও পাঠক মহলে নির্বাণ সরকার ও জনসাধারণের দক্ষিণ আর্থিক সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না। জগলী জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীমতিশচন্দ্র বাগচী সম্মতি গ্রন্থাগারে পরিদর্শন করেন।

বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিভ পরীক্ষার ফল

ডিসেম্বর (১৯৬৬)

প্রথম শ্রেণী

গুণাত্মসারে

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ১। দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী | ৩। অশোক কুমার বহু |
| ২। ববীন্দ্রপ্রসাদ রায় | ৬। দন সিং গুপ্ত |
| ৫। দুর্গাপদ মংড়া | |

দ্বিতীয় শ্রেণী

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ১। মহম্মদী চট্টোপাধ্যায় | ৬। চন্দ্রা বহু |
| ২। শমিষ্ঠা মহম্মদার | ৭। কালিদাস দে |
| ৩। মিনতি সরকার | ৮। মাদবিকা ঘোষ |
| ৪। জহর দাশগুপ্ত | ৯। লীলা হুগ |
| ৫। দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য | ১০। কল্যাণী দেব |
| ১১। দুর্গেশ কুমার কার্ণ | |

রহড়া গ্রামকৃষক মিশন জেলা এডুকেশনাল লাইব্রেরিয়ামশিপ ট্রেনিং
জামুয়ারী—১৯৬৭

(১০ম কোর্স)

ভিক্টিংলন

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ১। জীবানন্দ বহুবলিঙ্গ | ৪। অনুপাধন মণ্ডল |
| ২। বজেনকুমার খাঁ | ৫। দুর্গাপ্রসন্ন রায় |
| ৩। লক্ষ্মীপ্রসাদ ভট্টাচার্য | ৬। রামকৃষ্ণ ভেটেরাই |
| ৭। শেখ আবদুল জব্বার | |

পাল

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ৮। অশোককুমার পাঠক | ১৫। বিশ্বনাথ মণ্ডল |
| ৯। শান্তিকুমার ঘোষ | ১৬। প্রদীপ কুমার দে |
| ১০। অনাথলক্ষণ মূখোপাধ্যায় | ১৭। দীপেন্দ্রনাথ গোস্বামী |
| ১১। বোম্বকেশ ঘোষ | ১৮। কুমার সিংহ ভাষাং |
| ১২। লক্ষ্মণ পাল | ১৯। পদম বাহাদুর গুপ্ত |
| ১৩। হরিপদ বিশ্বাল | ২০। বিনয়কুমার ঘোষ |
| ১৪। সত্যনারায়ণ উপাধ্যায় | ২১। মোহিনীমোহন দাশগুপ্ত |

২২। খগেন্দ্রচন্দ্র দাস

॥ শ্রীধরের সম্মেলন ॥

[বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীভুলানন্দ শর্মা কর্তৃক প্রেরিত]

শ্রীভৈরবসেবে শ্রীধরের পূণ্যভূমিতে একবিংশ বর্ষীয় গ্রথাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনেকই লক্ষ্য করেননি, এই শ্রীধর বধাসময়েই সম্মেলনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সম্মেলনের ক'দিন প্রতিটি কালে প্রত্যেককে ছাড়ার মতো অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কাজ। কিন্তু শ্রীধরের পূণ্যভূমিতে গিয়ে ততুলের মন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল—কোনও ততুলবাজী করবার ইচ্ছেই তার আর ছিলনা। হুতরাং আপনাদের কারো কোন গোপন কথা কাঁপ করবার ইচ্ছেও ততুলের নেই। শুধু সম্মেলনে থাকা যেতে পারেননি তাঁদের জন্ত সম্মেলনের কার্যকরী টুকটাকি নিবেদন করবার ইচ্ছেতেই ততুল কলম ধরেছে।

শ্রীধরের এই সম্মেলনে উদ্বোধন-আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিলনা। গ্রামের মূলে স্বল্পত প্যাওল ও ভোমর নির্মাণ করা হয়েছিল। মূল ভবনটি বেশ বড়—সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বাগান, একপাশে একটি বিয়েটারের স্টেশনও রয়েছে। পাশবর্তী বিজ্ঞান ভবনে হয়েছিল তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন।

২১ তারিখের সকালেই বেশ কিছু প্রতিনিধি এসে গিয়েছিলেন। পরিষদের অধিকাংশ কর্মকর্তা এবং কর্মীদের পরিচিত মুখও দেখা বাজিল। মূল সভাপতি ও বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতিরাও উপস্থিত আছেন দেখা গেল। হুতরাং গোলমালে যে কোন আপত্তাই নেই ততুলের মতো অতি নিম্নকক্ষেও ভাষীকার করতে হল।

সম্মেলনের উদ্বোধন হবার কথা ছিল ২১ তারিখ বিকেল পাঁচটায়। কিন্তু সম্মেলনের উদ্বোধক জাতীয় গ্রথাগারের গ্রথাগারিক শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালীধর মূলের গাড়ী সম্মেলন প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছাল ৪-১৫ মিনিটে। গাড়ী থেকে নামলেন তিন প্রধান—শ্রীযুক্ত মূলে, 'ইউ-এম-আই-এম'-এর স্রীমতী স্নানাগান এবং ভারতীয় গ্রথাগার পরিষদের নব নির্বাচিত সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। এঁরা কলকাতা থেকে সারোপধ প্রাইভেট কারে এসেছিলেন এবং কাটোয়া থেকে ছুঁপ করে মনমাইল উট্টোদিকে চলে গিয়েছিলেন।

সভা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কালবৈশাখীর আভাস পাওয়া গেল ঈশান কোণে; দেখতে দেখতে সারা আকাশ মেঘে মেঘে গেল ছেয়ে। শ্রীযুক্ত মূলে এবং আর দুই প্রধান বক্তৃতা করে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়লেন। ততুল-পরে মেনেছে ঐ রাত্রে কলকাতা পৌঁছতে তাঁদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

এরিকে সভাস্থানে থাকা রয়ে গেলেন তাঁদের ওপর এনে পড়ল কালবৈশাখীর ঝড় এবং সেই সঙ্গে কোটা কোটা বৃষ্টি। স্থানীয় দর্শকবৃন্দ এখনে পালাতে আরম্ভ করলেন

ভারপর প্রতিনিমিত্ত উপস্থল করতে আরম্ভ করলেন । সূতা প্রায় পণ্ড হই হই । মূল সভাপতি কিন্তু তাঁর ভাষণটি পড়েই চলেছেন কোনদিকে দৃষ্টপাত না করে ।

এমন সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাববিশিষ্ট অস্বাভিক (অ-মাইক) গলায় ‘বন্ধুগণ’ বলে হংকার ছাড়তেই পলায়নোদ্ভূত জনতা দ্বিগুণ দাঁড়াল । তত্বল্লের মনে হল, যেন কয়েক শতাব্দী পূর্বের কোন মুখশেষে পলায়নপর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এটি কোন বীর মেনাপত্তির হংকার । এরপর স্কুলে হলঘরের স্বপ্নালোকিত কক্ষে সকলে গিয়ে বসলেন এবং সভাপতি মহাশয় তাঁর অলম্ব্য ভাষণটি শেষ করলেন । পরে ঐ স্থানেই শ্রীমতের কীৰ্ত্তনীয় সম্প্রদায়ের কীৰ্ত্তন গান হচ্ছিল । কীৰ্ত্তনগান চমৎকার জমেছিল । কিন্তু তত্বল্ল লক্ষ্য করল, এক একজন করে মূখ নিচু করে উঠে চলে যাচ্ছেন । রহস্যটি তত্বল্লের কাছে উদ্ঘাটিত হল কিছুক্ষণ পরে খেতে গিয়ে । তত্বল্ল দেখল, প্রথম ব্যাচের খাওয়া তো অনেকক্ষণ হয়েই গেছে, দ্বিতীয় ব্যাচের খাওয়াও অর্ধেক হয়ে এল । পরবর্তী বিচিত্রাঙ্গহীন পুষ্টিমবল্ল সত্কারের লোকচরন শাখা কর্তৃক তত্ত্বজ্ঞান গান শোনার আকর্ষণেই সম্ভবতঃ কীৰ্ত্তনের আসুর থেকে এঁরা ওতাবে উঠে এসেছিলেন ।

গত বল বছর ধরে বাঁবা নিয়মিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা এখন আর অনেক পরিচিত মূখ দেখতে পাবেন না । আগের আগের সম্মেলনগুলির গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছে এবং সেগুলি বাঁধিয়ে রাখাও হয়েছে পরিষদের অফিসে । তত্বল্লের কথা বিশ্বাস না হয়তো মিলিয়ে দেখতে পারেন । কাকতালিক সম্মেলন পর্যন্তও এইসব পুরানো কিছু মূখ অন্ততঃ দেখা গিয়েছিল ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে এক কোণে বলে নিম্নহুতাবে প্রাতঃভোজ সাধ ছিলেন ‘হাওড়া বার্তা’র সম্পাদক শ্রীমত্বচরণ পাল । প্রায় প্রতি সম্মেলনেই তাঁকে দেখে তত্বল্ল । এবারে যেন তাঁকে খুব বেশি নিঃসঙ্গ এবং ক্লান্ত দেখাল । বাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে দরাদর থেকে বিদায় নিয়েছেন । নবীন বাঁবা সম্মেলনে আসছেন তাঁদের আলাপ-পরিচয় স্বভাবতঃই তাঁদের বন্ধুস্বাক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ । আজকাল দেখি এই বৃদ্ধ এককোণে এসে চুপচাপ বলে থাকেন । কথাবার্তা সব কান পেতে শোনেন, কিন্তু কারো সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলেন না ।

প্রত্যেক সম্মেলনেই আপনাতঃ তিনটি গোপালকে সর্বদা সর্বত্র একত্রে দেখতে পাবেন । এবারের সম্মেলনে দেখা গেল দুই গোপাল—বালসীং শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল এবং রমা রোডের শ্রীপ্রাণগোপাল বসু—উপস্থিত হয়েছেন । কিন্তু তৃতীয় গোপাল অর্থাৎ নবন গোপাল কোন কারণে আসতে পারেন নি । সুতরাং দুই গোপালকেই সম্মেলনের তিনদিন খুব বিমবর্তাবে কাটাতে দেখা গেল । জানিনা, বাড়ীতে বলে তৃতীয় গোপালের মনের অবস্থা কী হয়েছিল ।

এবারের সম্মেলনে জেলা গ্রন্থাগারিকদের একটু প্রাধান্য দেখা গেল । তাঁরা হল বেঁধে এসেছিলেন, চলাফেরাও করেছেন হল বেঁধে । বসলে প্রবীণ বলেই হয়তো তত্বল্লের

ঔষ্যমহরজন ভট্টাচার্যকে এঁদের হলে দেখা গেলনা। কিন্তু ততুলের মনে হল, এবারে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধিরা এসেছেন কম। বিশেষ করে, কোলাবাটের ঐনির্ভরলশু বন্দোপাধ্যায়ের অভাব সন্মেলনে বিশেষভাবে অহতুত হয়েছে। ততুলের মনে হয়, সন্মেলন জমিয়ে দিতে তিনি একাই একশ। দুঃখের বিষয়, তাঁর পরিচিত কঠিন এই সন্মেলনে শোনা গেল না।

সন্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই কিছু প্রতিনিধি কাটোয়ার পথে বেটে পড়েছিলেন— সম্ভবতঃ সন্মেলনের প্রথম দিনেই তাঁরা ঐখণ্ডের বা ভ্রষ্ট বা তা বেধে ফেলেছিলেন।

পরিবহের প্রবীণ সহ-সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ঐশ্বরীল চন্দ্র বসুকে সন্মেলনের তিনদিন নবীন বৃক্কের মতই চলাকের করতে দেখা গেল। একসময়ে তাঁকে দেখা গেল কাঁধে গামছা। কেলে অনেকের মত গ্রাণ্ডের দীঘির উদ্দেশ্যে চলেছেন।

মূল সভাপতিকেও দেখা গেল বেশ ছটচটে সন্মেলনের ক'দিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে এবং সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করতে। ফেরার পথে ট্রেনে সভাপতি মশায় প্রতিনিধিগুলোর সঙ্গেই চলেছিলেন, অবশ্য আলাপা কামরায। জটনৈক তরুণ প্রতিনিধিকে সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার প্রবৃত্ত দেখা গেল। ততুল দেখে সেই তরুণটিকে উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, “পরকার জনগণের মত খাওয়ার বন্দোবস্ত করা ঘুরে থাক—এক মাস মলের বাবস্থা পর্যন্ত করতে পারিনি”—দেখা গেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই প্রবীণ অধ্যাপক হা হয়ে গেছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের জটনৈক নবীন সহকারী গ্রন্থাগারিক সন্মেলনের হবহ বিবরণ টুকে এনেছেন—ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে বলে। সন্মেলনে কী কী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল এবং কে কি বলেছিলেন তার বিবরণী অস্ত্র নিচ্ছই থাকবে। ততুল সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাননা। সেদব প্রকাশ্য ব্যাপারে ততুলের বিশেষ আগ্রহ নেই—নেপথ্য বিবরণ নিয়েই ততুলের বত আগ্রহ। সন্মেলনের ক'দিন বে রীতিমত কুতের উপহ্রব চলেছিল এটা হয়তো অনেকেই জানেন না। অনেকে অভিযোগ করেছেন, ছাদের ওপর কুতের উপহ্রব চলেছিল বলে রাখে তাঁরা ঘুরতে পারেন নি। কিন্তু এর মত যদি কেউ দাবী হয়ে থাকেন—তিনি হচ্ছেন শান্তি-নিকেতনের ঐযুত হুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। তিনি যদি কুতরী মাঠের কুত-শ্রেষ্ঠ-ঐক্য-দানাদের আবাহন না জানাতেন—তাহলে ততুল হলপ করে বলতে পারে, এ মিনিপ কখনোই ঘটতো না। আর তাঁর সঙ্গে বাঁরা বাঁরা গলা মিলিয়েছিলেন তাঁরাও একমত সমতাবেই দাবী—অস্ত্র পরে কা কথা, বকীর গ্রন্থাগার পরিবহের সম্প্রদায়, ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার সম্পাদক, জাতীয় গ্রন্থপত্রী বিভাগের বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক, এমন কি, পরিবহ প্রকাশিত একটি পুস্তকের লেখিকা জটনৈক ব্যাভনারী মহিলা পর্যন্ত ঐখণ্ড চিন্তামহন পাঠ্যমন্দিরের ব্যাভান্যর বলে এই গানে গলা মিলিয়েছিলেন—

‘কুতরী মাঠ, জ্যোৎস্না উদার, হাসছে পূর্ণিমী’—ইত্যাদি—

মূল সভাপতির ঘরের পানের ঘরেই ছিল বকীর গ্রন্থাগার পরিবহের কর্মীদের

ক্যাম্প। পানের ঘরে সভাপতি মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই হুঁজুরি হুন্দিয়া হয়েছিল কিনা ভুল জানেনা। কিন্তু এই ঘরের ঠিক নীচেই ছিলেন মহিলারা, তাঁরা সাংগঠনিক তাঁদের মাঝার ওপর কাদের যেন দাপাদাপি করতে চাননি।

এবারে মহিলারা অবশ্য প্রায় সকলেই ছিলেন পরিষদের প্রশ্রয়িতা কর্মী জ্যেষ্ঠীকৃত। অল্প কোন মহিলাদের দেখা গেলনা। এঁরা সবসময়ে বল বেধে বেড়াতেন। তবে ভরসা গানের সময় এবং অস্ত্রান্ত বিচিহ্নাক্ষরানে এবং প্রকান্ত অধিবেশনে শ্রীখণ্ডের বহু মহিলায় উপস্থিতিও গণ্যণীয়। পরিষদের কোন মহিলাকে উত্তোগী হয়ে এইসব মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়নি।

কলকাতা থেকে সম্মেলনে আসবার পথে মনৈক মহিলা প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মেয়েটা চিরকালই লেহানা হয়ে থাকে। মহিলাটি বিচ্ছিন্ন হয়েও কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে নির্দিষ্ট টেনে চড়ে বখালময়ে সম্মেলনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আর সঙ্গী ভব্রলোক তাঁর সন্ধানে সারা কলকাতা চষে কেলেছিলেন। মহিলাটির বাড়ীতে গিয়ে বলতে বাড়ীর লোকজনও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রীখণ্ড থেকে বাড়ীতে ট্রাঙ্ক কল লেগে, 'শ্রীমতী নিরাপদেই আছেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।'।

ভতুলের পক্ষে পূর্ণকিত হবার মত সম্মেলনে আর বিশেষ কিছুই ঘটেনি। শুধু একদিন খাবার ঘরে ভাতে গন্ধ বলে মনৈক প্রতিনিধি হাত গুটিয়ে বসেছিলেন—প্রতিকার চাই বলে। কিন্তু পার্শ্ব উপবিষ্ট পরিষদের সম্পাদক মহাশয় বললেন, 'দেখুন আমরা বিয়ে বাড়ীতে আসিনি, এক-আধটু ও রকম ত্রুটিবিচ্যুতি হবেই। এরপরেই সব লাগু হয়ে যায়। সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসেও সকালবেলা নাটক একটু জমেছিল, ভতুলের মনেও খুব আশার সকার হয়েছিল, কিন্তু তাও অশক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল।

সর্বশেষে যা উল্লেখযোগ্য, ফেরার পথে শ্রীখণ্ড থেকে বর্মান বাতাকালে টেনে প্রতিনিধিদের অনেকই দেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই ঘটনার বিবরণটি ভতুলকে চেপে বেতে হচ্ছে প্রাপ্তকরে।

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়ের চিরদাবী ইচ্ছাধি কুকারটি কিন্তু এবারেও বখাতীতি সম্মেলন ঘুরে এসেছে। কিন্তু সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ নিয়ে প্রতিনিধিদের তাঁকে এমন চেপে ধরেছিলেন যে, এককীকে উঠে গিয়ে তিনি ভাতে-ভাত সেধে চাপিয়ে রেখে আসতে হলে গিয়েছিলেন। বপাক-আহাতী ব্রাহ্মণ সন্তানকে সেদিন ফলাহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

পরিষদের অন্ততম সঃ-সভাপতি শ্রীকবিভূষণ বার শুধু এক হাজির জগুই সম্মেলনে গিয়েছিলেন। উবোধনের দিন টেনের গোলমালে রাত আটটার পৌছেছিলেন এবং পরদিন তাঁর গ্রন্থাগার খোলা রাখতে হবে বলে কাকপক্ষী লাগবার আগে ভোর চারটেই কলকাতা রওনা হয়ে যান। দাণ্ডিঘটী কর্মীরা একযোগে ছুটি নিয়েছিলেন, কিন্তু অত দামাদা করে অফিসে গিয়ে দেখলেন, সবাই গ্রন্থাগার খোলা, হবেনা ভেবে হাজির হয়েছেন।

The Conference at Shrikhanda :

By Special Correspondent Shri Bhandulananda Sharma.

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীমতী বাণী বসু সংকলিত

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল, দীর্ঘ ১৫৪ বছরে প্রকাশিত বাংলা

শিশুগ্রন্থের প্রমাণ্য তালিকা।

বইয়ের লেখক, নাম, বিষয় ইত্যাদি বর্ণানুক্রমে বিনাস্ত

ও: নীহার রঞ্জন রায়ের পরিচালিকা সংকলিত

গ্রন্থপঞ্জীর আকার : রয়াল আট পেজি। ৬০০ পৃষ্ঠা। ২৭টি আর্ট স্লেট।

সুদৃশ্য আধা কপড় বাধাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূলে এই সুপরিকল্পিত, অতি প্রয়োজনীয়

সমৃদ্ধিত গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। মূল্য সাত টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

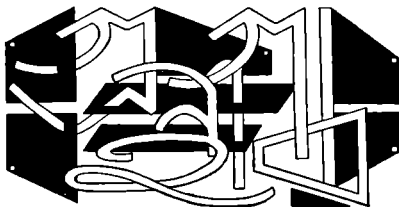
৩০, হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

গৃহনির্মাণ তহবিলে



যুক্ত হুস্তে দাত ক রু ন



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ.

এ ই স ং খ্য া য়



শ্রীমতী ইলা মজুমদারের জীবনাবলী

অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মী (সম্পাদকীয়)

বৈখচিত্র (৪) বইয়ের দোকানে

ভিদুহেলম্ হাউস্ - অল্পঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বুটিন আমলে নিবিড় পুস্তকের তালিকা (৩)

— গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০

গ্রন্থকন ও গ্রন্থাগারকন—সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬৬

ডকুমেন্টেশন ক্লাস—জনক

৬২

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার :

ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাগার—কৃপাল সিং

৭০

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

৭৪

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৬

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুদৃষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য মূল্যনা পত্রিক পাঠাতে হয়। সমালোচনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কার্যালয় ৩৩ হজুরীমল গেনে কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুরোধন করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০১৫
- ‘গ্রন্থাগার’ সম্পর্কীয় টোকাড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৩, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের প্রথম পৃষ্ঠা	৭০/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	৬০/- টাকা
মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	৬০/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	৫৫/- টাকা
মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠা	১০০/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	৬৫/- টাকা
সাধারণ পৃষ্ঠা	৫০/- টাকা
“ “ অর্থ পৃষ্ঠা	২৬/- টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

দাতা (আত্মীয়)	১৫০/- টাকা
আত্মীয় সভ্য	৭৫/- টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪৮/- টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৮/- টাকা

প্রকাশিত হল
==দীনবন্ধু রচনাবলী==

ডঃ ফেরা গুপ্ত সম্পাদিত

নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যে একটি অনঙ্গ অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। দীনবন্ধু-১৪৫৫ স্ববিধার জন্য দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা আয়তন একত্রে একটি খণ্ডে মুদ্রিত করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর বিকল্প রচনাও এই খণ্ডে সংযুক্ত হয়েছে। দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন ববীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর দেব গুপ্ত, এম. এ., ডি. ফিল.। তাঁর লেখা দীনবন্ধুর 'জীবন-কথা' ও 'সাহিত্য-কীতি' এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। দীনবন্ধু, তাঁর জায়া ও পরিবারবর্গের 'স্মৃতি প্রেট'। আমাদের প্রকাশিত অজ্ঞাত রচনাবলীর মত শোভন সংগ্রহ।

দীনবন্ধু রচনাবলীর সূচী

মোটক ও গ্রন্থসম

গল্প-উপজ্ঞাস

নীল-দর্পণ

যমালয়ে জীবন্ত মৃতদ

নবীন তপস্বিনী

পোড়া মহেশ্বর

বিয়ে লাগলো বুড়ে।

কাব্য কবিতা

সখাবাদ একাদশী

হুত্থুনি কাব্য

লীলাবতী

বাদ্য কবিতা

জামাই বারিক

নান্দ কবিতা

কমলে কামিনী নাটক

সংযোজন

কুড়ি গরু তির গোষ্ঠ

দাম মাত্র তের টাকা

সা হি ত্য স ৭ স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৭৬৬৩

শ্রীমতী ইলা মজুমদারের জীবনাবসান

গত ৪ঠা মার্চ মহাদিল্লীর উইলিংডন হাসপাতালে 'লেডিস্‌ কলেজ অফ মেডিসিন' আক্রান্ত হয়ে মহাদিল্লীর পেন্টাগুল আকিয়োলজিক্যাল সার্ভে লাইব্রেরীর সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড ওয়ান) শ্রীমতী ইলা মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮ বছর।

শ্রীমতী মজুমদার ২৪ পরগণা জেলার টাকীর নিকট সৈদ্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্তনাথ ঘোষ।

তিনি বহুবর্ণপুর মহাবাটী কানীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে আই. এ ও বি. এ. পরীক্ষা পাশ করে তিনি ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৪০ সালে শ্রীমোনোজমু মজুমদারের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে জাতীয় গ্রন্থাগারে যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি ভারতীয় বায়ুসে অবস্থিত আকিয়োলজিক্যাল সার্ভে লাইব্রেরীর (কলিকাতা) সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড ওয়ান) নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে আকিয়োলজিক্যাল সার্ভে দিল্লী অফিসে সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড ওয়ান) হিসাবে তিনি বদলি হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওখানেই কাজ করছিলেন। গত ২য় মার্চ, ১৯৬৭ বেলা সাড়ে তিনটেই সময় অফিসে কর্মরত অবস্থায় তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কলকাতার প্রস্তুত বিভাগের লাইব্রেরীর ড্রাফটসম্যান, ক্যাটালগিং, সেলেক্টিং কিছুই ছিল না। শ্রীমতী মজুমদার নিজে হাতে ঘোরে ঘোরে সবই প্রস্তুত করেছিলেন। বই বাছা, বই কেনা, বিল পাশ ইত্যাদি তো ছিলই, তাছাড়া তাঁকে নিয়মিত ডেকারেশন ওয়ার্কও করতে হত বিভাগীয় অফিসারগণ ও প্রাইভেট স্কলারদের জন্য। প্রায়ই এঁদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থপত্রও তাঁকে প্রস্তুত করতে হত। একমাত্র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ছাড়া তাঁর কোন সহকারী ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী মজুমদারের যতাবটি বড় মধুর ছিল, তিনি হাসিমুখে সমস্ত কাজই করে যেতেন। এ ছাড়া তাঁর লেখার অভ্যাসও ছিল। 'বিশ্ববাসী', 'শাহদোয়া দুগাভর', 'বহুমতী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এমন কাহিনী সংক্রান্ত তাঁর লেখা প্রকাশিতও হয়েছে।

তিনি স্বামী এবং একটি কন্যাকে রেখে গেছেন।

আমরা মৃতের স্মৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি আশ্বাসের সহায়ত্ব জ্ঞাপন করছি।

Obituary : Ila Majumdar.

গ্রন্থাগার

ঐক্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২ }

{ ১৩৭৪, জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মী

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের নানাবিধ সমস্যা, বেতন ও শ্রমস্বার্থা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি সম্মতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের সবচেয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য সুবিচার প্রার্থনা করা হয়েছে। স্মারকলিপিটির পূর্ণ বিবরণ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার ছাপা হল।

এই স্মারকলিপিটি একই মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করলেই এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার চিত্রটি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই সব গ্রন্থাগার কর্মীর পদের গুরুত্ব, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা তথা অতিজ্ঞতা, সর্বোপরি ক্রমাগত: স্ফূর্তির ফলে রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে যে তাঁদের বেতনের হার নির্ধারিত হয়নি একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের এই হারকে কোনমতেই যুক্তিপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায় না। অত্যন্ত কোডের বিষয় এই যে, একই শ্রেণীভুক্ত ও একই প্রকার কার্ণে নিযুক্ত সরকার পরিচালিত ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের কর্মীরা একই ধরনের বেতনের হার পান না। তাছাড়া অত্যন্ত সুযোগ-সুবিধাদি থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

বকী গ্রন্থাগার পরিষদ গত দশ বছর দাবত গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানাপ্রকার আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে যা করা হয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে গত ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে রাজ্যসরকার পরিচালিত ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের জন্য যে নতুন বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয় তা নানা কারণে গ্রন্থাগার কর্মীদের হতাশ করেছে। নতুন বেতনক্রম প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই সকল গ্রন্থাগার কর্মীর খুব সামান্যই লাভ হয়েছে। এমন কি,

অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন। দীর্ঘকাল পরে বেতনক্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এই সকল কর্মীরা বহুদিন যাবত বাৎসরিক বেতনস্বত্ব, বেতন হারের পরিবর্তন ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করতে পারেন নি। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন কর্মচারীদের একাধিকবার ভাতা ইত্যাদি বাড়িয়েছেন, এমন কি, শ্রমকারী কর্মচারীদেরও পর্যন্ত ভাতা অনেক পরিমাণে বহিত হয়েছে তখন গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐ বেতনক্রম অত্যন্ত নগণ্য ও হতাশাবাহক ছাড়া বৈ কি!

গ্রন্থাগার কর্মীরা তাই সুবিচার প্রার্থী। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের ধরনের ভিত্তি এক হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্থার নিযুক্ত কর্মীদের বেতনক্রমে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিবেচনায় বর্তমান বেতনক্রম নিম্নস্তরের। গ্রন্থাগারিকগণের বেতনক্রম নির্ধারণের একটি নিমিত্ত নীতি থাকা প্রয়োজন। আশা করি বর্তমান দৃষ্টান্তে সরকার বিষয়টি সহ্যভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারে নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যেমন উচিত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীদেরও পরিবর্তক পদ্ধতিশীল করতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। একত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের অধিক সংখ্যার পরিষদের সদস্য হতে হবে—সভা-সমিতি ও সম্মেলনে নিজেদের দাবীগুলি বাস্তবে উপস্থাপিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

হুগের বিষয়, কিছুদিন থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসম্মেলন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও শ্রমস্বার্থের আন্দোলনে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্তর্গত যে সকল সত্য সম্প্রতিকালে গঠিত হয়েছে, যেমন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী সন্থা, পলিটেকনিক কর্মী সন্থা প্রভৃতি সকলেরই একযোগে এই আন্দোলনে শামিল হওয়া প্রয়োজন। কারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে রাখতে হবে ঐক্য এবং সত্যশক্তির বলেই তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন এবং তাঁদের দাবী আদায়ে সক্ষম হবেন—অনৈক্য ও বিভেদের সর্বনাশ। নীতির পনি যে কোন রকমশে দুৰ্বে তাঁদের গত দশ বছরের প্রচেষ্টাকে নিছিয়ে দিতে পারে। এ সম্পর্কে তাঁদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

Editorial : The Neglected library workers :

রেখাচিত্র (৪) বইয়ের দোকানে

লেখক—ভিলহেল্ম হাউফ

অনুবাদক : শ্রীহরীকুমার মুখোপাধ্যায়

[মূল জার্মান থেকে অনূদিত]

(Wilhelm Hauff : Skizzen. 4. Besuch im Buchladen)

আমি ঠিক করে ফেললাম a la Walter Scott (—এর অঙ্গুরণে) একথানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিগতে হবে কারণ সকলের মতে এখানি বই সাময়িক রীতি, অর্থাৎ মাহুকের সাময়িক কঠি অঙ্গুরণী হওয়া প্রয়োজন; এ ছাড়া আরে অন্য কোন ধরনের বইয়ের ভাণ্ডার প্রসন্ন হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। মনের মধ্যে নানা সন্দেহ জাগল : কেবল যে আমাকে এই নাম কথা লেখকের বইগুলি পড়তে হবে তা নয় তার বই নিয়ে চীতিমত্ত গবেষণা করতে হবে, কারণ তা না হলে আমি তার বই-গুলির বিষয়বস্তু আমার কাজের উপযোগী করে নিতে পারবনা। দ্বিতীয় কথা, এবং তা সবচেয়ে বড় কথা, প্রকাশক খুঁজে পাওয়া বাবেত? আমার বই ছাপবার জন্তে? সেই জন্তে বইখানা স্তল করবার আগে, ঠিক করলাম, কিস্তাবে প্রকাশকের কাছ পর্যন্ত পৌছাতে পারা যায় তার রাত্তা খুঁজে বার করতে হবে। প্রকাশক Salzer & Son-এর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ছিল প্রকাশক সংঘের দৌরতে। তাদের বোকানে গিয়ে একথানা বই কেনবার জন্তে এবং সেই সময় পরিচরটা বসিষ্ঠ করবার জন্তে পকেটে ২ থালের কেলে বেরিয়ে পড়লাম।

“হুই থালের-এর একথানা হুন্ডর বই দিন তো” আমি বললাম।

“হুই থালেরে হুন্ডর বই?” সে নির্দেশ করলে “কি বই হবে? কবিতার বই?”

“না না, গল্প, না হয় উপন্যাস, Herr Salzer”

“এ দামে ভালো কিছু পাবেন না—” সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল—“বেশখান খুঁজে, এই আমাদের পুস্তক ভালিকা।”

“কি বললেন? হুই থালের-এ কিছু ভালো বই পাওয়া বাবে না, কিন্তু আমি তো জানি Walter Scott-এর যে কোন উপন্যাস ২০ Groschen-এ পাওয়া যায়।”

“হ্যাঁ পাবেন, যদি অঙ্গুরণ চান—” সে বললে, “আমি ভেবেছিলাম আপনি মূল বই চাইছেন।”

“হায় ভগবান, যদি অন্য ভাবার একথানা অঙ্গুরণ ২০ গ্রোসেন দাম হয়, তা হলে একথানা জার্মান বইয়ের দাম বেশী হবার কারণ কি?”

“আপনি কি মনে করেন, আমরা একখানি আসল বই নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে পারি? অঙ্গুরণগুলো, আর এই কম দাম আদ্যেব ব্যবসা লাটে তুলবে। আদ্যেব নামকরা বইয়ের দোকানগুলির অবস্থা এখন কি হয়েছে তাবুন তো! শুধায় লাভাড

কথার অন্তে সব বই কম দামে বিক্রি করতে হয়। সব বই-ই কম দামে বিক্রী করতে হবে, কলে সব বই হয়েছে বাজে বই আর জহাল। সহস্রের এক কোণে বলে একজন কথ্যানে এই জহালগুলো বিক্রি করে আর আমরা যারা কোনরকমে বেঁচে আছি, তাদের চাপে এবার লাটে ধঁইবার অবস্থার এসে পড়েছি।”

“কিন্তু ব্যবসায় এই পরিবর্তন, বইয়ের ব্যবসার উপর এবং খালি বইয়ের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে?”

“কেনই করে?—তা তো দিনের আলোর মত পরিষ্কার। জনসাধারণ কমদামী বই পড়বে তাদের কচিৎ নিচে নামবে এবং ঐ সব বই-ই তাদের পড়া অনায়াস হয়ে যাবে। আমি অবশ্য Scott আর হুজর আমেরিকানের বিকল্পে কিছু বলছি না। তাদের বই যে খুবই ভালো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন মেরে দার মেলাই করে পেট চলে গেলে ২ বালের-এ রাসিক উপভোগের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারে। অসম্ভব তাড়াতাড়ি জনসাধারণের এই ধরনের বই পড়া একটা রোগে দাঁড়িয়ে যার এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই গ্রোসেন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মনে মনে একটা মাশপাটি তৈরি করে ফেলে এবং সেই মাশপাটি দিয়ে আমাদের জার্মান product-এর মূল্য মাপবার চেষ্টা করে।”

“কিন্তু তাতে তো পৃথিবীর উন্নতিই হবে, তাতে মানুষের জ্ঞান ও বাড়বে এবং তাদের কচিৎ প্রকাশ পাবে।”

“জ্ঞান, কচিৎ—এ কথা দুটোর মানে আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে মশাই! হু-কচিৎ! যেন খালিগায়ের লোকদেরই কেবল পাঠের হু-কচিৎ আছে। জ্ঞান! অর্থাৎ আশুনি বলতে চান, তাদের মতে Walter Scott-এর মত ও Cooper-এর মত হুজর এবং Washington Irving-এর মত গভীর ভাবপূর্ণ বই আর হয় না। একবার ভাবুন তো, এইরূপ ধারণার বীজ বহন সারা দেশের ছড়িয়ে পড়বে তখন আমাদের সাহিত্যের এবং আমাদের পুস্তক ব্যবসায়ের অবস্থাটা কি হবে। এই ধারণা ও কয়েকটি বই অঙ্করণ (কথাটা বলতেও লক্ষ্য হয়) বস্তু প্রচাৰ হবে আমাদের দক্ষা ভর্তি খোলা হ'বে। লেখকরা ক্রমশঃ বেশী পরশা চাইবে এবং যে বইয়ের অন্তে মানুষ এক স্বর্ণমুদ্রা বিস্ত সেই বইয়ের অন্তে এখন ৫ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। এতদ্বারা অবস্থার মানুষ বই কিনবেও কম তার উপর Scott-এর উর্বর মস্তিষ্ক প্রস্তুত বইগুলি সংক্রমক ব্যতির মত ছড়িয়ে পড়বে। Scott-এর লেখার মধ্যে এখন আছে তাদের পরিবর্তে ভাষা। আগে মানুষ একখানা মাত্র লক্ষ্যী খণ্ডের মধ্যে ভাব, ভাষা, দৃষ্ট, ছবি সব কিছুই পেত, এখন সে সব দশখানা খণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে মানুষকে খরচ করতে হবে বেশী। যে জিনিষ আগে ৪৫টা ছোট কবিতার মধ্যে পাওয়া যেত, তা এখন পাওয়া যাবে বহু পৃষ্ঠার পক্ষে।

“তা হলে কি বিদ্যাকর কবিতা অচল হতে চলেছে?”

“কে কিনবে বস্তু? সাধারণ লোক, ব্যক্তিগত তবে? বিধান লোকেরা?”

ভাষাতো লেখকের কাছ থেকেই পাবে পুস্তক পরিচয় লেখবার জন্যে। লেভিং লাই-
ব্রেরী? তার ব্যবসা হচ্ছে উপভোগের, কারণ গ্রন্থাগার তার জনসাধারণকে চেনে।
আবার এই লেভিং লাইব্রেরীগুলো হ'লো আমাদের ছরবছার কারণ। জনসাধারণ
ভাবে যখন গ্রন্থাগারে গেলে বই পড়তে পাওয়া যাবে তখন কেন অথবা পরমা খরচ
করা। সাধারণ লোক এক গ্রোসেন সংস্করণের অস্থায়ী বা সস্তা দামের পকেটবুক
সংস্করণের বই কিনে নিজের নিজের গ্রন্থাগারে গড়ে তুলবে ফলে প্রকাশকদের একখানা
বই ছাপাতে হলে দেখতে হবে অন্ততঃ ৫০০ গ্রন্থাগার তা কিনবে কিনা। আজকের
দিনে যদি গেটে বা শিলার ভায়ে তা হলে তাদের কোন বই ৫০০ কপির বেশী ছাপা
সম্ভব হবে না। জনসাধারণ মনে করবে আমাদের সাহিত্যের পতন ঘটেছে।

“এ সবের মধ্যে কি Scott এবং পকেটবইগুলি দারী?”

“নিশ্চয়! আর এমনভাবে একটি খণ্ডের মূল্য বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বিতরক হয়ে
যাওয়াও কম ক্ষতিকর নয়। লেখকও তার চিন্তাধারা ও ক্ষমতাকে তেড়ে টুকরো
টুকরো করে ফেলবে। তারও লিখতে শুরু করবে বিভিন্ন পত্রিকার, কারণ তাতে
তার পরমা পাবে বেশী। জনসাধারণের পত্রিকার ক্ষয় তাদের খরচ ভাগ করে
নেবে—যদিও পত্রিকা কেনা একটা বাড়তি খরচ ছাড়া আর কিছু নয়, তবুও এই বাড়তি
খরচ করতে হবে কারণ পত্রিকা কেনা হয়ে দাঁড়াবে সাময়িক বীতি। ফলে আমাদের
ভুগতে হবে। এই পকেট ক্যাননার ফ্রশঃ আমাদেরও আক্রমণ করবে।

“কিন্তু Herr Salzer” আমি রাগত লোকটিকে বললাম, “তা আপনি স্রোতের
বিকছে ছুটছেন কেন? আপনি কেন পকেটবই ছাপাতে শুরু করেন না? দু একখানা
পত্রিকা ছাপা শুরু করুন। না, আপনি ঐ সব ধরনের বই বা পত্রিকা ছাপাতে নুঁকি
লক্ষ্য বোধ করেন?”

“সত্যিই যে লক্ষ্য হয় তা বলতে পারি না—” অনেক ভেবেচিন্তে সে বললে—
“একজন প্রকাশক বা করতে পারে, Salzer & Son তা করতে লক্ষ্য পাবে কেন।
সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন পরে পত্রিকা ছাপাতে একটু ভয় হয়। তার উপর কে
লিখবে। আদ্যকালকার যুগে নতুন কিছু চাই, না হয় ঢালাও কিছু চাই—তবেই পত্রিকা
চলবে। অনেকদিন ধরে পত্রিকার একটা বেশ চমকপ্রদ নাম খুঁজে বার করার তাগিদ
আছি, কারণ পত্রিকার নামটাই হয় অনেক সময় পত্রিকার উন্নতির কারণ। হাতে
কয়েকজন ভালো লেখক থাকলে আর কয়েকজন সমালোচক পেলে আমি নিশ্চয় একখানা
পত্রিকা বার করতাম। কারণ তখন আমি এই ঝুঁকি নিতে সাহস পেতাম।

ওটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা—(৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ

ডামিল

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১৪৯	ইণ্ডিয়া (ডামিল সংবাদপত্র)	পণ্ডীতেরী
১৫০	দুর্গোদয়ম্ (ডামিল সংবাদপত্র)	পণ্ডীতেরী

হিন্দী

হালত ই- পরীক্ষা আওর	প্রবেশ—লাভভারার সম্রাসী	এলাহাবাদ
সম্রাসী-কি-আওর	"	"
হিন্দুস্তান-কি-হালত মাজিরা	"	"
মরণা ভালা হার (খণ্ডপত্র)		পুণাব
মাঠে কিতিকীকে।		বান্দালা
দেশ-কি-বাত	প্রবেশ—বাবুগাও বিষ্ণু পরাডকর	কলিকাতা
বদেনী আন্দোলন আওর বহুকট	প্রবেশ—মহাদেও সাংগে	নাগপুর

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ

মন কামন কো ছোড়িলে পড়িয়ে	কলিকাতা
প্রায়ন্তে 'জাতিকা উন্নতি বা অবনতি'	
শেষে 'আয়ে' কে দিল দে ভি	
দুঃ করনে কি চেই কতো'	
আনা লেইলা	মাজবুদা হার
প্রায়ন্তে 'পলিদি পলদু'	গ্রেস, আকাশপুত, মুক্তগ্রন্থ
শেষে 'বর্ষণ ভক্তি,	

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৫১	আর্থ সমাজকে বাণী	প্রবেশ—অমর সিং	লাহোর
-----	------------------	----------------	-------

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ

ক্রমিক নং মুদ্রিত রচনার নাম— প্রকাশের স্থান

- ১৬০ জাতীয় সেবা
প্রারম্ভে 'হিতো সংসার মে' বিভা এইদি চীম হাথ'
শেষে 'আওর আপনে তাইয়াকো ধন্যর করো'
প্রণেতা—জাতীয় সেবক গঙ্গা সহায় মুনী দাস সেবা

বাংলা

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ

উদ্ভূত

- ১৬১ আল হিলাল (উর্দু সংবাদপত্র) ১০ই আগষ্ট, ১৯১০ কলিকাতা
১৬২ দর্প জিগার প্রণেতা—রহমতুল্লাহ বদউই কলিকাতা
১৬৩ আল হিলাল ১৭ই আগষ্ট, ১৯১০ কলিকাতা
১৬৪ হাবলুল মতিন ১১ ও ১২ই আগষ্ট, ১৯১০ কলিকাতা
হাবলুল মতিন (বাংলা সংস্করণ) ১০ ও ১৭ই আগষ্ট, ১৯১০ কলিকাতা

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ

- মুসলমানোক্তো কিসকা সাধ হানী চাহিয়ে পত্রাব
আল ইতিকাম প্রারম্ভে 'রহনে রপাই' কলিকাতা
বায়ওরাত-ই-হিন্দ ৯ই সংখ্যা ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৪ দুক্ত প্রবেশ
জাতিখ হিন্দ প্রণেতা—তাই পরবানন্দজী ইউনিয়ন টায় প্রেস, লাহোর
জহিরুলি সবিল—ইল-লাহ দুক্ত প্রবেশ
ওরা বা আলকোনা ই বা—আল্‌ব, আলগ বিহার ও উড়িষ্যা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

- ১৭১ খজুর-ই-রজ্জাল পত্রাব
১৭২ জেহাদ—প্রারম্ভে 'আগর কিরবোন বাকইয়ে জরিনাত' বাংলা

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ

- ইসলাম
করমান
দুনী কাকন
আজা হো আকবর

বাংলা
বাংলা
বাংলা
বাংলা



১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

মারাতী

ক্রমিক নং	মুদ্রিত রচনার নাম	প্রকাশকের স্থান
১৭৭	স্বাভাৱ—চতুর্থ খণ্ড, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪	বাকলা
১৭৮	গোপাল কৃষ্ণ গোখল, হুম চৈত্র—ভাগ পঞ্চদশ, প্রণেতা স্বভাৱ — স্বভাৱ	

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

ইংরেজী

Civil Disobedience Movement in Tamluk (1932—33) by Tamluk Subdivisional War Council Gandhi in South Africa. Author—Soumyendra Nath Tagore Printer—Calcutta Printing Works	Tamluk 29 Ramkanta Mistri Lane, Calcutta
--	--

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

Can the Hindus Rule India ? Author—James Johnson Publisher—P. S. King & Son Ltd. Lenin—God of the Godless Author—Ferdinand Ossendonski Printer—Richard Clay & Sons. Martyrs for Motherland Author—K. C. Acharya Printer—Phoenix Printing Works Pamphlet No 2 Published by the International Communist Opposition and Printed at the Bikram Printing Press. Trial of Srijiut Jnananjan Niyogi Printed by P. C. Mitra at the Venus Printing Works.	Orchard House, Westminster, London Suffolk Great Britain 29 Kalidas Singha Lane, Calcutta Girgaon, Bombay Calcutta
What is Communism ? Author—Akrur Dutt Printer Probhat Sen at the Ghosh Press.	38 Shibnaryan Des Lane, Calcutta

ক্রমিক নং বৃত্তিত ঘটনার নাম— প্রকাশের স্থান

- ১৮৭ What the Students of other countries have done ?
 Author—J. Simoniaolis Calcutta
 Printer—Sree Saraswati Press.
 Young Socialist League, Poona, Girgaon, Bombay
 Pamphlet No. 4
 Author—M. N Roy
 Printer—Vikram Printing Press,

১৯৩৬ খৃঃ

- Comrade Muzaffar Ahmed 27A Beadon Street
 Author—Soumyendra Nath Tagore Calcutta
 Printer—Rabi Press,
 In India
 Author—A. M. Sahay
 Printer—Kinoshita Printing Company, Kobe, Japan
 Osaka, Japan
 Publisher—The Indian National Congress
 Committee of Japan

১৯৩৮ খৃঃ

হিন্দী

- আন্তঃরাজ্য শিলা মে ভারতীয় সত্যতা কা নাম বেদিক প্রেস,
 প্রণেতা—গোবিন্দ রাম হাসানন্দ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বর্মী

- বর্মী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তিকার ইংরেজী অর্থবাদ ২৭৫নং বার স্ট্রীট, রেডুন, বর্মী
 মুদ্রাকর—মেয়েদাবো প্রেস,

সামুদ্রিক বাণিজ্যসম্বন্ধ আইন অনুযায়ী
 ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ পুস্তকাদি

১৯৩৩ খৃঃ

- Gandhi versus the Empire New york. U. S. A
 Author—H. J. Mazumder
 Universal Publishing Company.

ক্রমিক নং	মুক্তি রচনার নাম—	প্রকাশের স্থান
১২৪	Speech by Subhas Chandra Bose read at the Political Conference at London on 10th June, 1933. Printed at the Utopia Press New Asia Edited and Published by Rash Behari Bose. 79, Sanchoime, Cnden, Shibuya-Ku, Tokyo, India Marches Past Author—R. J. Minney Publisher—Janrols Ltd., Paternoster House, Paternoster Row,	London Japan London

১৯৩৪ খৃঃ

Bhupendra Singan (A Tamil publication) Condition of India (Report of the India League, 1932) Publisher—Essential News, 65 Portland Fughan-i-Afghan (A paper)	London
--	--------

১৯৩৫ খৃঃ

The Indian Struggle 1920—34 Author—Subhas Chandra Bose Publisher—Wishart & Co., 9 John Street, Sh'ulah (A newspaper edited by Sanobar Hussain Lakarai)	London
--	--------

১৯৩৬ খৃঃ

How to make a Revolution Author—Raymond Postgate Printer—Garden City Press Ltd Letchworth, Herts. Publisher—Leonard and Virginia Woolf, 52 Tavistock Square,	London
---	--------

ক্রমিক নং	মুদ্রিত ঘটনায় নাম—	প্রকাশের স্থান
২০৩	The Face of the Mother India Authoress—Katherine Mayo Publisher—Hamist Halilton Ltd. 90 Great Russel Street. Old Soldier Sahib Author—Private Frank Richards Publisher—Faber and Faber Ltd.	London London.
২০৪	The Left Book News Printer—Farleigh Press, London Publisher—Victor Gollancz Ltd. 14 Henrietta Street.	London

[সমাপ্ত]

Proscribed books of the British
period —By Gurudas Bandyopadhyay

গ্রন্থমন্ ও গ্রন্থাগারমন্

মুভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থমন্ ও গ্রন্থাগারমন্ পদ্যের নিৰ্ভরশীল। গ্রন্থমন্ বিকশিত করে তুলতে গ্রন্থাগারের মাধ্যম অপরিহার্য।

ছাত্র, ছাত্রী ও দেশের যুগসমাজের মধ্যে স্মৃশলাবোধ ও নৈতিক সংযমবোধের অভাবের বে অভাস পাওয়া যায়, তার একটি প্রধানতম কারণ বোধহয় এই বে, ছাত্র, ছাত্রী ও যুবকদের অবসর মুহূৰ্ত্তগুলির অপচয় হয় এমন পরিবেশে যেখানে স্মৃশকৃত জীবনবোধের অভাব। এই চিন্তাজগতের দৈন্ত ও অভাববোধ থেকে গ্রন্থাগারের প্রভাব তাদের মুক্ত করতে অনেকখানি সক্ষম।

সং নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মাহুদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় করে স্মৃশ জীবনে উত্তরণে গ্রন্থাগার অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ছাত্র, কৃষক, মজুর প্রত্যেকের জীবনেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। গ্রন্থাগারেই এই ভূমিকা সযত্নে অধিকাংশ জনসাধারণেরই ধারণা নেই।

এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমন্ করে তুলতে হবে। একজন ভাতারাত্তি সন্তানও নয়। বীজ যেমন একদিনে মহীকহ হয়ে ওঠে না, তাকে লালন-পালন করতে হয়, তেমনি গ্রন্থাগারমন্ সৃষ্টিও একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হৃদ্রপ্রসারী সৃষ্টি পরিকল্পনা।

গ্রন্থাগারমন্ গড়ে তুলতে বিভাগের গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসাধারণ। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আশ্রয় ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ক্লাসে শিক্ষকগণ বা পড়বেন তার চেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে লিখে নিতে পারে, সেবিকে পর্যাপ্ত হক গ্রন্থাগারিকগণ, বিভাগের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে থাকে একটি বাধ্যবাধকতা, কিন্তু গ্রন্থাগারনির্ভর (Library-oriented) শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শুধু পুস্তকের সাহায্যই এখানে নেওয়া হবেনা, স্লাইড, ম্যাপ, ফিল্ম, রেকর্ড প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা একটি সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করবে এবং পাঠাগার হয়ে উঠবে, "Centre of intellectual life of the whole school and a means of evolving a new technique of teaching, a new conception of education".

স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী গ্রন্থমন্কালে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে গ্রন্থাগারের সাহায্য শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অহুপ্রানিত কবেন কোন বিষয়ের ওপর অবিকতর জ্ঞান আহরণে। এই জ্ঞান আহরণের আগ্রহ ও প্রয়োজন থেকে তাকে গ্রন্থগামী ও সক্রিয় পত্র পত্রিকার সাহায্য নিতে হবে।

তদু নিখিত পত্রিকা বা গভ্যাহগতিক ধায়ায় কোন শিক্ষার্থীর কৃতকাৰ্ঘতা ও অকৃতকাৰ্ঘতা পত্রিকা কহলে ভুল করা হবে। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের ক্লাসের কার্য-কলাপ এবং তার জ্ঞান নিখিত কোন বিশেষ প্রকল্প (যাতে ঐশ্বর্যগারের ব্যবহার অপরিহার্য), টিউটরিয়াল, বিতর্কসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সফলতা ও বিফলতার নির্ণয় করতে হবে।

ভুল কলেজের পাঠ্যসূচীতে ঐশ্বর্যগারবিজ্ঞানের কতগুলি বিষয় অবশ্যপাঠ্য হিসাবে সংযোজিত করতে হবে, যেমন পুস্তক ব্যবহার প্রণালী, রেফারেন্স বই থেকে প্রয়োজনমত তথ্য সংগ্রহ করা, ঐশ্বর্যহীর ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি। এর ফল হৃদয়গ্রাসী হবে।

ঐশ্বর্যগার তদু জ্ঞান অধেযগেই সাহায্য করবেনা, আনন্দ পরিবেশনেও সাহায্য করবে। দৈনন্দিন কার্যধায়ায়, বিতর্কসভায়, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ঐশ্বর্যগারের ভূমিকাকে স্থপতি করে তুলতে হবে। কোন বিতর্কসভায় গৃহীতাবে অংশগ্রহণের জ্ঞান ঐশ্বর্যগারের সাহায্যে কোন বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে জোরালো যুক্তির সংগ্রহ করে নিতে পারলে সেই বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে সাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বেলাতেও ঐশ্বর্যগারের সাহায্যে মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধরচনা অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

যে সব পাঠক সম্বন্ধে বেলি বই পড়েছেন বা ঐশ্বর্যগারের ব্যবহার করেছেন তাঁদের জ্ঞান কোন পারিভোজিকের ব্যবস্থা করলে একটি নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্বষ্টি হতে পারে বা ঐশ্বর্যগারমণ্ডল স্বষ্টির সহায়ক হবে।

বর্তমান প্রেক্ষা সম্বন্ধে প্রচার পুস্তিকা বা পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জনসাধারণ সহজেই আকৃষ্ট হন। একবার যদি কোন লোক ঐশ্বর্যগারের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে ঐশ্বর্যগার তার জীবনে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। গ্রহ ও ঐশ্বর্যগার সম্বন্ধে প্রচার ও জনপ্রিয় প্রবন্ধের মাধ্যমে ঐশ্বর্যগারমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে। প্রবন্ধগুলি কেবল যুক্তিযুক্ত পত্র পত্রিকার সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা, অস্ত্রান্ত বৈজ্ঞানিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ঐশ্বর্যগার সম্বন্ধে খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

ঐশ্বর্যগারমণ্ডল সৃষ্টিতে ঐশ্বর্যগারআইন সম্বন্ধে সাহায্য করবে। জনসাধারণ যখন ঐশ্বর্যগারের জ্ঞান 'দেল' দিতে বাধ্য হবেন (যেমন বিজ্ঞানীরাতির জ্ঞান, জলের জ্ঞান, পথের জ্ঞান দিয়ে থাকেন), তখন ঐশ্বর্যগার সম্বন্ধে তাঁরা ততটা উদ্যোগী থাকবেন না।

ঐশ্বর্যগারিকের সম্মান ও সর্বাধা ঐশ্বর্যগারমণ্ডল স্বষ্টির পুরোধক সহায়ক হবে। ঐশ্বর্যগারিকের সম্মান ও পদসম্বাদা অস্ত্রান্ত বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে নিখুঁত কর্মীদের সমতুল্য হতে হবে। সেজন্য ঐশ্বর্যগারিকের উপযুক্ত বেতন ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ স্বষ্টির প্রয়োজন আছে।

যাই যদি ঐশ্বর্যগারিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য না করেন, তবে জনসাধারণের

যথো গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মূল্যমান সন্থে সচেতনতা বোধে হবে। তবে একথাও সত্য যে, গ্রন্থাগারকর্মী নিজের স্বধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সমাজে নিজের আপন ছন্দ করে নেবেন।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, গ্রন্থাগারমন সৃষ্টিতে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা নগণ্য নয়। গ্রন্থাগার পরিষদ উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপনে স্থপত্যমর্শ দিতে, নানাপ্রকার সত্য সমিতি, ও গ্রন্থপনীর মাধ্যমে জনজীবনে গ্রন্থাগারের প্রত্যব সন্থে আলোকপাত করতে পারেন।

গ্রন্থাগারমন সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের যথো গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, ছাত্রদের যথো মূল্যবোধ জাগ্রত করা অনেক সম্ভব হয়ে উঠবে। চিন্তার বৈজ্ঞ ও নৈতিক অধঃপতন থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে এবং সমাজের সর্বজনের জনসাধারণের যথো নিকার আলো পৌছে দিতে হলে, গ্রন্থাগারমন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। সেক্ষত গ্রন্থমনা ও গ্রন্থাগারমনা ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তথ্যসঙ্গী

1. Chattjee (Amitabha). Initiation in reference work. (IASLIC bull. 11, 4 , 1966 ; 245-50).
2. Wood (DN) and Barr (KP). Courses on the Structure and use of Scientific literature. (J doc. 22, 1 ; 1966; 22-32).

Book-mindedness and library-mindedness
By Subhas Chandra Mukhopadhyay



ডকুমেন্টেশন কোর্স

অনেক

"To be without books is worse than being without food."

(১) তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কোন পণ্ডিতস্বত্ব প্রতিনিধি শ্রীমতোর চৌধুরী মহাশয়ের কাছে এই মন্তব্য প্রকাশ করলে নীরোদবাবু উত্তর দিয়েছিলেন যে, যিনি জীবনে কখন কুখার বহুগা ভোগ করেননি, তার মুখেই এই কথা শাজে। হাঁদের পেট বোকাই, "খেতে পাচ্ছি না" বা "খেতে দাও" এই সব ছেঁদো কথা শুনে গীতা ভগ্নানক চটে যান। তাঁরা তখন বলেন ভারতের বহলে কটি খাও, কটি বদলে কেক, ডিম, কলা, আলু ইত্যাদি। এই পর্বত আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু ভারতের বহলে বই একথা যিনি বলেন তিনি যে ভীষণ, প্রকাণ্ড, বিরাট পণ্ডিত তাকে আর সম্বোধ কি ? —

কিন্তু বই (বিভিন্ন documents) যে ভারতবর্ষের বর্তমান খাজনা সচিব থেকে পত্রিকার জন্ত আশ্রয়ের সাহায্য করতে পারে এ কথাটা সত্যি। কোন দেশের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের অব্যবহার এবং অপব্যবহার সত্যতা ও সমাজের বিকৃতি এক চরমতম অপরাধ। যথাযোগ্য যোজনা ও গবেষণাই এই অব্যবহার ও অপব্যবহার বন্ধ করতে পারে এবং গবেষণা কার্যের সহায়তার জন্য ও সাফল্যলাভের জন্য documentation work হ'ল একান্ত জরুরী।

বর্তমান খাজনা সচিবের জন্য জনসংখ্যার বাড়ি বাড়ি অবস্থাই একমাত্র দায়ী একথা সমাজতাত্ত্বিকরা মনেতে রাখী না হলেও জাতীয় নেতারা দিব্যরাখি এ কথা ঘোষণা করে চলেছেন। কিন্তু আশ্রয়ের দেশের নানান সম্পদের অব্যবহার এবং অপব্যবহার বর্তমান অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়।

ভারতবর্ষে জমির পরিমাণ ৭২১ মিলিয়ন একর। বর্তমানে এই জমির মাত্র শতকরা ৪৬ ভাগ জমিতে চাষাবাদ করা হয়। সুতরাং বাকি অনাবাদী ২০৫ মিলিয়ন একর জমির বেনীম ভাগ অংশকে বতনীর স্তব আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাবের সাহায্যে আবাদ করে সোনা ফলানোর চেষ্টা করা আত্ম কর্তব্য।

গুণ জমি নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে জমি ছাড়া নদনদীর জল, মাটির তলার জল, সামুদ্রিক সম্পদ, বাতব সম্পদ এবং ভারতবর্ষের বিরাট জনসম্পদ প্রাকৃতিক কাজে লাগাতে হবে এবং তার জন্য চাই বহুটি সংখ্যক গবেষণাগার। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত সরকার এই খাতে খুব সামান্য অর্থই ব্যয় করে থাকেন প্রয়োজনের তুলনায়। সুতরাং সর্বশেষে স্বীকার করেন যে, এই সামান্য অর্থের পুরোপুরি সন্ধানের হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

এখানকার বিজ্ঞানের যে সাধা গবেষণা কার্যে সহায়তা করার শুরু দায়িত্ব পালন করে তার নাম Documentation Service। গবেষণার নিম্নতম বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব

প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য চাওয়া যায় পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব এই বিভাগের প্রতিটি কর্মীর। কিন্তু এই কাজের কতগুলি সমস্যা আছে। যেমন :

(ক) Documents-এর প্রাচুর্য। হিপাব করে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষজ্ঞ কোন একটি বিষয়ের সম্বন্ধে বহু documents ছাপা হয় সেগুলিকে যদি কেবলমাত্র পড়ে শেষ করতে চান তাহলে দৃষ্টান্তের মাত্র একভাগ তিনি পড়ে শেষ করতে পারবেন।

(খ) ভাষার সমস্যা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার নানা documents ছাপা হচ্ছে। কতগুলি ভাষা একজন বিশেষজ্ঞ শিখবেন ?

(গ) প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে সমস্ত documents পাওয়া আর এক দুর্ভাবনা। বিশেষজ্ঞদের আর এই সব দুর্ভাবনার কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। সমস্ত বাধা দূর করে বিশেষজ্ঞদের গবেষণার সাহায্য করার জন্য Documentalist এর দল এগিয়ে এসেছেন। এঁদেরকে তাই বলা হচ্ছে "Partners in Progress"। ভারত সরকার যে এই কাজের শুরু সম্বন্ধে অবহিত তার প্রমাণ দিল্লীর Indian National Scientific Documentation Centre-সংক্ষেপে থাকে আ মতা বলি INSDOC।

যাঁরা এই কাজের শুরু সম্বন্ধে অবহিত তাঁরা সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন যখন প্রকেশ্বর এন আর রত্ননাথনকে জাতীয় গবেষক-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হ'ল। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা Documentation-এর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করছেন, বাঙ্গালোরে অবস্থিত Documentation Research Training Centre নামক প্রতিষ্ঠানে যার সংক্ষিপ্ত নাম D.R.T.C.। ভারত সরকার Indian Statistical Institute-এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ করে দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করব যে, মহীশূর সরকার এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ও অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আকাদেমিক স্বীকৃতি দানে বিলম্ব করবেন না।

আমাদের দেশে বহু নতুন নতুন গবেষণার কাজ শুরু হবে ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজনীয়তা তত বেশী করে উপলব্ধি করবেন বিশেষজ্ঞগণ। ডকুমেন্টালিষ্টদের চাহিদাও ততই বাড়বে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সর্বপ্রথম বাঙ্গালোরে D.R.T.C নামক প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর ডকুমেন্টেশন—বিজ্ঞান শিক্শণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খুবই আনন্দের কথা যে এখানে শিক্ষার্থীদের বাস্তব বৃত্তি দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে এখানকার শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্শণের ব্যবস্থা যে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আছে তাদের সঙ্গে বাঙ্গালোরে শিক্ষণ পদ্ধতির পার্থক্যের কথাও জানতে পারা যায়। তার প্রধান কারণ বোধহয় প্রকেশ্বর রত্ননাথনের বহু ব্যক্তির

উপস্থিতি এবং যার ফলে “পটীকা পান করার অগ্র পড়া” এই নীতির পরিবর্তন।

দিল্লীর INSDOC-এ ডকুমেন্টেশন বিজ্ঞান শিক্ষণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তারতবর্ষে এই শিক্ষণের শেঠি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রথমটি ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং দ্বিতীয়টি উত্তরে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের পরিচয় বাঙালদেশেও গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন উচ্চতর কোর্স প্রবর্তনের চেষ্টা অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘকাল। কারণ কিছু ভাল চাকরীর বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে মুদ্রিত হলেও বাঙালদেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীরা সেসব পদের জন্য আবেদন করতে পারেন না, এমন কি, দিল্লী বা বাতানদী বিশ্ববিদ্যালয়ের M. lib. Sc. কোর্সে ভর্তি হওয়ার যথেষ্ট বকতি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরিয়ানশিপ পান কর্মীরাও, Colon Classification এবং Classified Catalogue Code-এর লক্ষ্য পরিচয় না থাকার জন্য।

এমনই কিছু গ্রন্থাগার কর্মীর আগ্রহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থির করেছিলেন একটি বিশেষ শিক্ষণব্যবস্থা পরিচালনা করার কথা, যার উদ্দেশ্য হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রবেশের রত্ননাথনের উল্লেখযোগ্য কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিভিন্ন দিকের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবার শিক্ষান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস থেকে এই কোর্স শুরু করা যায় কিনা পরিষদের কর্মীরা এই কথা ভাবছিলেন। এমনই সময় ১৯৬৬ সালের মার্চ/আপ্রিল IASLIC (Indian Association of Special Libraries and Information Centre) স্থির করলেন Special Librarianship and Documentation Course শিক্ষণ ব্যবস্থার শুরু করবেন ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এবং কিছু দেরী হলেও নভেম্বর মাসের ১৫ই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। IASLIC-এর এই কোর্স এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থার তৃতীয় প্রচেষ্টা।

IASLIC একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এক কলিকাতার এর কার্যালয়। বহুমুখী কার্য-প্রণালীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে কোনরকম আর্থিক সাহায্য করেন না। প্রতিষ্ঠানটির নিজের বাড়ী এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করার অল্প উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও আর এক দুর্ভাবনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক উপযুক্ত গ্রন্থাগার ক্রাশবরের কাছেই না থাকলে পঠনপাঠনের বিশেষ অসুবিধা হবার কথা। DRTC-তে শুনেছি প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি ক্রাশবরে নিজের নিজের ডেকেই থাকে। এই অসুবিধা লক্ষ্যে সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ের যে সম্পূর্ণ সম্মান তার প্রমাণ পাওয়া গেল উদ্বোধনের দিন যখন তিনি অসুবিধাগুলির কথা একে একে আলোচনা করলেন।

কোর্সের এটি প্রথম বছর। যে নিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে তা খুবই বিস্তারিত

নয় এবং ঠিক কি জিনিষ কতখানি পড়ান হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করবে শিক্ষকদের ওপর। প্রথম হল শিক্ষার্থীদের পড়ান শেষ হলে তবেই মোটামুটি বোঝা যাবে দিলেবালের আসল চেহারাটি কি? অর্থাৎ বর্তমান দিলেবালে যে কাঠামোটা দেওয়া হয়েছে তাতে কত সংস্কার লাগবে এক দুই বছর পড়ানোর পরে।

বর্তমান বছরে বোর্ড ২৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে মাত্র ৪ জন ছাত্রী। ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার নূনতম মানকাঠি বেধা বাজে কেবলমাত্র প্রাক্তন হলেই চলে। নূনতম যোগ্যতা কি হওয়া প্রয়োজন পরবর্তী বছরে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন।

যে ২৯ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বছরেই ভর্তি হয়েছেন তাঁরাই এই কোর্সকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন। সকলেই আশা করবেন যে, সংশ্লিষ্ট লবল ভরফ থেকেই এই কোর্সের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু এর জন্য কর্তৃপক্ষকে যে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে তা হল শিক্ষকতার মান। এটি বিষয়ে কোনরকম চমকলক্ষ্য অবকাশ যেন না থাকে। প্রথম থেকেই যদি এ ব্যাপারে কোন দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে তা অত্যন্ত অসহনীয় কারণ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ সম্বন্ধে ধোলাখুলি আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রীদের অস্তিত্বতা ও হতাশতের জন্য অপেক্ষা করছেন তাহলে তাদের ছাত্রছাত্রীরা।

কর্তৃপক্ষ এই কোর্স প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সংস্কার এবং এই ধরনের বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার্হ। সুতরাং আমরা আশা করব এই কোর্সের সমস্ত দিক সম্বন্ধেই তাঁরা সচেতন এবং কোন বিষয়েই কোন দুর্বলতার প্রস্তর তাঁরা নিশ্চয়ই দেখাবেন না। IASLIC-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে আরও একটি নতুন দায়িত্ব সংযোজিত হল। এই দায়িত্ব অইভাবে পালিত হোক এবং এই কোর্সের উন্নয়নের ত্রিভুজি ঘটুক এই আমাদের একান্ত কাম্বিক্ত কামনা।

References :

- (১) J'accuse the starvers of the people—Nirad Chandra Chaudhuri. (Now-V3, No 11, Dec. 16, 1966).
- (২) Natural Resources and Documentation—G. Bhattacharyya (Library Service for All: Mysore Library Association series : 2, Library Week Souvenir, 1966).

Documentation Course
By Janeka.

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার :

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার

কুণাল সিংহ

চল্লিশ পূর্ণগণ আর নদীয়ায় সীমানায় একটা ছোট্ট গ্রাম। সেটা ছাড়িয়ে কলাগাঁও দিকে অল্প পথ এগলেই 'রথচলা'। এতেই সন্নিবিষ্ট ছিল কবি-সংবাদিক ঈশ্বরগুপ্তের বাসস্থান। "প্রভাকর পত্রিকা"র এই সম্পাদকের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সন্ধানের আশায় একদিন এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখা গেল এখন ঈশ্বরগুপ্তের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষটুকু মাত্র আছে। আর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে একটি প্রস্তর ফলক। এর অল্প দূরে ঈশ্বরগুপ্তের স্মৃতিসংস্কারে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারটিকে এখন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে সচরাচর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির যে ধরনের আকৃতি দেখতে পাই তার তুলনায় ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার সত্যিই অল্পের বলতে হবে। কিন্তু হৃৎস্পর্শ বিষয় ঈশ্বরগুপ্তের কোনও স্মৃতিচিহ্ন বা তার লেখা কোনও উল্লেখযোগ্য পুস্তক পুস্তক এখানে পাওয়া যাবে না।

একসময়ে গঙ্গার কাছাকাছি বাংলাদেশের এইদল জায়গাগুলির বিশেষ সমৃদ্ধির কথা শোনা যেত। তারপর মহামারীর প্রকোপে সব কিছুই বিলুপ্তির অন্তল তলে তলিয়ে যায়। কীচগাঙ্গাড়ার পূর্বতন নাম ছিল কাকনগরী। অনতিদূরে হালিসহরের নামও কারো কাছে অপরিচিত নয়। কলাগাঁও 'ঘোষপাড়া'র মেলাটিও সর্বজনবিদিত। তবু বর্তমানের আর একশো বছর আগেকার ইতিহাসের মধ্যে যে স্থানীয় অন্ধকার যুগ বিচলন করেছে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও এখানে বিস্তারিত। এই তো সেদিনও এখানকার পথঘাট ছিল বাণেশ্বর, দহুয়ার ভয়ে রাতের অন্ধকারে পথচলা ছিল বিপদজনক।

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগারটির জন্ম বেনীদীন নয়। তবে বহুকাল আগে থেকে কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রথম সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার নামাহুসারে এই গ্রামে বিভিন্ন সংস্থা ছিল। তার মধ্যে "প্রভাকর লাইব্রেরী", "প্রভাকর ড্রামাটিক পার্টি", "প্রভাকর কনসার্ট ক্লাব", "প্রভাকর স্পোর্টিং ক্লাব" প্রভৃতি মননতম। কিন্তু অর্থাতাবে ও বৃষ্টিপাত সাম্রাজ্যবাদীদের ঠোঁটের বমননীতির প্রকোপে এই সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সর্বশেষে "প্রভাকর স্পোর্টিং ক্লাব"টিও বিতরণ মহামুন্ডের অব্যবহিত পরেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এই সময় ক্লাবের খেলার মাঠটিও ভারত সরকার অধিনায়ক বলে অধিকার করে নেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের এক বৃহৎ অংশও তখন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেই পূন্যস্থান পূর্ণ করলে USA Arms and Ammunition Department.

বাণীনতালভের পর কলাগাঁও নগরীটি গড়ে ওঠার লক্ষে সবে এই সমস্ত জায়গায় উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা করা হ'ল। সেই পুনর্গঠনের সময়েই গ্রামের বালকদের উৎসাহে এবং শ্রীমদ্বিহুয়ার রায়চৌধুরী পরিচালনার তীব্র গৃহে "আদর্শ পাঠাগার" নামে একটি

ছোট পাঠাগার বালকবালিকাদের জন্য স্থাপন করা হয়। পরে এই পাঠাগারটি যখনপুর কল্যাণী মণ্ডল কাংগ্রেস সেবাধল কার্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কবি ঈশ্বরগুপ্তের নামানুসারে তার “ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার” নামকরণ করা হয়। এত পর কাঁচরাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, ডাঃ কালিধর সেনগুপ্ত, পাঠগৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। উক্ত জমি উপরই বর্তমানে পাঠাগারটি ১৩৬৪ সালে নির্মিত হয়।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রবেশ মূল্য ১ টাকা এবং মাসিক টাফা ৩৭ পরশা। জমা লাগে ৫ টাকা। পূর্বে পাঠাগার থেকে ১ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে একই স্থানে নূনতম চারজন সদস্য থাকলে এখান থেকে প্রতি সপ্তাহে বই সরবরাহ করা হ’ত। বর্তমানে, বিশেষ করে প্রচুর বই ক্ষয়ক্ষতির পর, এই ব্যবস্থা তুলে ধেওয়া হয়েছে। পাঠাগার প্রতিদিন (শনিবার ও সাধারণ ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল সাতটা থেকে নয়টা এবং বিকেলে চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের কোনও গ্রন্থাগাদিক নেই। তবে যিনি এখন গ্রন্থাগারটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন তার নাম ঐমনোজেন অধিকারী। যে কয়দিন গ্রন্থাগারটিতে বাণ্ডার ব্যবস্থা গটেছিল সে কয়দিনই আমি ভটিকর লোককে সর্বদাই বই নিতে বা লাইব্রেরীর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। অন্য অনেকক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দর বেহন পাড়ার লোকদের খোঁসগল্পের জায়গা হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটেছে। এটা নিশ্চয়ই ভাল লক্ষণ বলতে হ’বে। এখানে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৩০০। ‘অনন্দবাহার’ ও ‘দেশ’ পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। বই কেনার জন্য সরকারের কাছ থেকে মাসে ৫০ টাকা করে পাওয়া যায়। তবে কর্মচারীদের মাইনে আদার ব্যাপারে অকারণ বিলম্ব আজও একটা পীড়াবায়ক সমস্যার সৃষ্টি করে আছে।

কয়েক বছর পূর্বে ‘নিখিল বঙ্গ ঈশ্বরগুপ্ত জয়ন্তী উৎসব কমিটি’ কর্তৃক পাঠাগার সম্ভারনের যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা’ বার্ষিক্য পর্যবসিত হয়েছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিস্মারক ও তাঁর বাস্তবতার অবশিষ্টাংশ এখন কল্যাণীর অন্তর্গত। তবে সংস্কারের অভাবে এ সবই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

Libraries of Bengal :

Iswar Gupta Pathagar

By Kunal Sinha.

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়
শিক্ষামন্ত্রীর নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
স্মারকলিপি পেল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী এই রাজ্যের সবস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ঐজ্যোতিহৃদয় তট্টাচার্যের নিকট বিগত ২৬শে এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মহ-সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রিন্সিপালসহ বহু এবং ইহার অন্তর্গত সদস্য ছিলেন ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেবাব (মুখ্য-গ্রন্থাগারিক, বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সহস্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, সংস্কৃত কলেজ), অমলাত্ত মেন্ডপ্ত (গ্রন্থাগারিক, ২৪পরগণা মেলা গ্রন্থাগার, বিজ্ঞাননগর), নৌবেঙ্গ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (কমস'ডব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), প্রবীর গায় চৌধুরী (সম্পাদক, বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিমণ্ডলীর বক্তব্য বৈধ সহকারে শোনেন এবং বলেন যে, নীতিগতভাবে তিনি মনে করেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের অঙ্কুশ বেতন ও পদমর্যাদা হওয়া উচিত। তিনি আশ্বাস দেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহা অগ্রহাবন করা হইবে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি বখাসাধা সুবিচারের চেষ্টা করা হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মীদের নানাবিধ সমস্যা ও দাবী শিক্ষামন্ত্রীর নিকট তুলিয়া ধরেন। নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বহান দেওয়া হইল।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে স্মারকলিপি

১। কোন দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে হ্রস্বমণ্ডিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। সব উন্নত দেশেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথোচিত বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উপযোগিতা ও মান নির্ভর করে গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে শুরু করিয়াছে। দ্বুঃভাগ্যবশতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে সব গ্রন্থাগার কর্মী নিজেদের গ্রন্থাগারের সেবার একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন তাহাদের বেতন ও পদমর্যাদার অবস্থা খুবই শোচনীয় ও চরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত।

২। গত বৎসর বঙ্গের বঙ্গীয় প্রাচ্য প্রদেশের পরিষদ অন্তর্গত বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলির সহিত মিলিতভাবে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গীয় প্রাচ্য প্রদেশের বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট—যথা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাঃমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, ডি. পি. আই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবী কমিশন এবং পল্লিবিদ্যেবৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীতও বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পরিষদ সম্মেলন, সভা, ডেপুটেশন ইত্যাদির আয়োজন করিয়াছে। এক কথায় পরিষদ সার্বিক ও সাংবিধানিক সকল পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচ্য প্রদেশের আর্থিক অবস্থা যেই ভিত্তিতে ছিল সেই ভিত্তিতেই আছে। মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির চাপে এই অবস্থা বর্তমানে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যায় গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাচ্য প্রদেশের পরিষদ এই রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশের কর্মীদের সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। পরিষদ আশা করে যে, কর্তৃপক্ষের সহায়ত্বভিত্তিক কাংক্ষিত প্রাচ্য প্রদেশের কর্মীদের বহুদিনের পূজিত দুঃখ ও কষ্টের লাঘব হইবে।

৩। শুধুমাত্র প্রাচ্য প্রদেশের কর্মীদের আর্থিক অ-স্বচ্ছলতার কথা বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাচ্য প্রদেশের পরিষদ তাহাদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রসঙ্গ তুলিতে চায়না, সমগ্র প্রাচ্য প্রদেশের ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র, সমগ্র দেশ ও জাতি বাহ্যতে উপকৃত হয় তাহার জন্যও পরিষদ এই প্রসঙ্গ তুলিয়া ধরিতে চায়। উপর্যুক্ত বেতনপ্রাপ্ত এবং চাকুরীজীবনে নিরাপত্তা আছে এই ধরনের সমস্ত কর্মীদের নিকট হইতে আমরা প্রাচ্য প্রদেশের উন্নততর ও সম্ভাবনময় কার্যকলাপ আশা করিতে পারি। কিন্তু বঙ্গের পর বঙ্গের ধরিয়া যদি তাহাদের দায়িত্বকর্তৃত্ব অত্যন্ত অভিযোগের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হয়, তাহাদের সর্বপ্রকার স্ববিচার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অন্তরে নৈরাশ্রের ভাব দানা বাঁধিবেই এবং এই মনোভাবই অবশেষে জাতীয় অগ্রগতির দিকে লইয়া যাইবে। কেননা, হতাশাগ্রস্ত নৈরাশ্রময় কর্মীদের উদ্যোগবিহীন কার্যকলাপ শুধু যে জাতীয় উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীতে কোন ভূমিকাই পালন করিতে পারে না তাহাই নয়, ইহা জাতীয় অগ্রগতিকের বাহ্যত করিতে পারে। যদি এই নৈরাশ্রজনক মনোভাবকে অবিলম্বে প্রতিরোধ করা না যায়, তাহা হইলে অবস্থা আরও অবনতির দিকে এবং আগ্রস্তের বাইরে চলিয়া যাইবে। এই অবস্থা বঙ্গীয় প্রাচ্য প্রদেশের পরিষদ কোন রকমে চায়না এবং সবভাভাবে তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

(ক) রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত (স্পনসর্ড) এখাগারগুলির বেতনের হার ইত্যাদি

(ক ক) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত (স্পনসর্ড) সাধারণ এখাগার

১। প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের পত্রিকার প্রারম্ভ হইতে পল্লিবিদ্যেবৎ সরকারের উদ্যোগে একটি সাধারণ প্রাচ্য প্রদেশের ব্যবস্থার হস্তগত হয়। প্রায় ১৫০০ প্রাচ্য প্রদেশের কর্মী ৬০০ গ্রামীণ

আকলিক, মহকুমা, সহর এবং জেলাগ্রন্থাগারগুলিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। যেহেতু এই আরকলিপিতে আমাদের কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্গাদার প্রগতি আলোচনা করিতে হইবে, সেহেতু এই গ্রন্থাগারগুলির কার্যবিধি সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা হইতে আমরা বিমত থাকিব। রাজ্য সরকার যদি আমাদের অনুরোধে বেন, তাহা হইলে আমরা একটি পৃথক আরকলিপি পেশ করিয়া জানাইতে পারি যে কিভাবে এই গ্রন্থাগারগুলি জাতির দেয়ায় ও কল্যাণে আদ্যে হইতাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে।

২। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এইসব গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দকে বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া অতি নগণ্য নিদিষ্ট (Consolidated) বেতন দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময় অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিকট হইতে মৌখিক প্রতিজ্ঞা পাওয়া সত্ত্বেও বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহাদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নৈরাস্তের বীজ দানা বাড়িতে শুরু করে। অবশেষে ১৪-১৯৬৪ তারিখ হইতে একটি বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এই বেতনক্রম সাগা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের আশাতীতভাবে হতান করিয়া দেয়; কারণ, বহু বৎসর ধরিয়া গ্রন্থাগার কর্মীরা যে দ্রাঘা বেতনক্রম আশা করিয়া আসিতেছিল তাহার তুলনায় নূতন বেতনক্রম অত্যন্ত নগণ্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যবলী, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের সামাজিক—অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যাহাতে ন্যায্য ও সুপরিমিত বেতনক্রম প্রবর্তন করা হয় তাহার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রমসদৃশ গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ বিভিন্ন সময়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে অনুরোধ করা যাইবে যে নূতন বেতনক্রম হইতে গ্রন্থাগার কর্মীরা অতি সামান্যই লাভ করিয়াছে।

(ক) জিলা, মহকুমা, সহর, আকলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম—
১লা এপ্রিল ১৯৬৪-র আগে ও পরে।

গ্রন্থাগার	কর্মীর পদ ও যোগ্যতা	৩১/৩/১৯৬৪ পর্যন্ত নিদিষ্ট বেতন	১৪/১৯৬৪ হইতে নূতন বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
জিলা গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থাগারিক			
	(১) 'অনাম' বা মাইরাম ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি	২৪০ টাকা	(১) ২১০-১০-৩৪০ টাকা এবং ২৫ টাকা ভাতা।
	(২) ব্যাচিলর ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি।	ঐ	(২) ১৬০-৭-২২৩- ৮-২২৪ টাকা এবং ২৫ টাকা ভাতা।

গ্রন্থাগার	কর্মীর পত্র ও যোগাভা	৩১/৩/১৯৬৪ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বেতন	১/৪/১৯৬৪ হইতে মুত্তম বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)

মিলঃ গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থাগারিক

ঐ	(২) সহকারী গ্রন্থাগারিক (কেবল মাত্র পন্ডিত দ্বিনাথপুর জিলায়) ব্যক্তিগত ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ।	১২৫ টাকা	১৬০-৭-২২০- ৮-২২৫ টাকা
	(৩) লাইব্রেরী এডিস্ট্যান্ট	৭৫ টাকা	৮০-১-২০-২-১১০- ১২৫ টাকা

(৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে
শিক্ষাগ্রাণ্ড আচার
প্রাক্তর ২টি অগ্রিম
ইনক্রিমেন্ট পাইবে ।
(খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে
শিক্ষাগ্রাণ্ড এইচ. এল.
সার্টিফিকেটগ্রাণ্ড কর্মীরা
একটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট
পাইবে ।

ঐ	(৪) লাইব্রেরী এডিস্ট্যান্ট	৬০ টাকা	৬৫-১-৮৫ টাকা
ঐ	(৫) ড্রাইভার	১২৫ টাকা	১০০-৩-১০৬-৪- ১৪০ টাকা
ঐ	(৬) ক্লিনার, পিওন, দ্বারওয়ান, নাইট ওয়ার্ডমান	৫৫ টাকা	৪৫-১-৫৫ ১-৬০ টাকা

মহাক্ষা/মহঃ
গ্রন্থাগার

(১) গ্রন্থাগারিক ব্যক্তিগত ডিগ্রি সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি	১৬০-৭-২২০-৮- ২২৫ টাকা
--	--------------------------

ঐ	(২) লাইব্রেরী এডিস্ট্যান্ট মূল কাইনাল ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রাণ্ড	৮০-১-২০-২-১১০- ৩-১২৫ টাকা
	(৩) পিওন	৪৫-১-৫৫-১-৬০ টাকা

গ্রন্থাগার	কর্মীর পদ ও যোগ্যতা	৩১/৩/১৯৬৪ পর্যন্ত নির্দিষ্ট বেতন	১/৪/১৯৬৪ হইতে নূতন বেতনক্রম
(১)	(২)	(৩)	(৪)

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থাগারিক

বুল ফাইনাল ও গ্রন্থাগার	৫৫-৮০ টাকা	৮০-১-২০-২-১১০-৩-
বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত	এবং ২৫ টাকা ভাতা	১২৫ টাকা

২	(২) সাইকেল শিওন	৪৫ টাকা	৪৫-১-৫৫-১-৬০ টাকা
---	-----------------	---------	-------------------

গ্রামীণ গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থাগারিক

বুল ফাইনাল এবং গ্রন্থাগার	৭৫ টাকা	৮০-১-২০-২-১১০-
বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত		৩-১২৫ টাকা
(২) সাইকেল শিওন	৪৫ টাকা	৪৫-১-৫৫-১-৬০ টাকা

(খ) ঢাকী, কালিশাং ও বাগীপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (জিলা গ্রন্থাগারের
পরিচালক কিংবা প্রত্যেকভাবে সরকারের পরিচালনামূলক) কর্মীদের বেতন :

পদ : বেতন ও ভাতা

(১) গ্রন্থাগারিক	২৫০-১৫-৫৫০ টাকা এবং ৪০ টাকা ভাতা
(২) সহকারী গ্রন্থাগারিক	১৭৫-৭-২৪৫-৮-৩২৫ টাকা এবং ২৮ টাকা ভাতা
(৩) লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট	১২৫-৩-১৪০-৪-২০০ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৪) লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেন্ট	৬০-১-৬৫-১-৭৫ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৫) শিওন, ধপসী, মালি-কাম- গার্ড, রিনাস, নাইট ওয়ার্ড মান।	৬০-১-৬৫-১-৭৫ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা
(৬) ড্রাইভার	১০০-৩-১৩৬-৪-১৪০ টাকা এবং ১৫ টাকা ভাতা

[উপরোক্ত কর্মীদের ভাতা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

৩। প্রবর্তিত বেতনের হারগুলি নানা কারণে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। এই
কারণগুলির মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(ক) বর্তমানের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্ত্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই
তথ্য এই বেতনক্রম অতি নগণ্য নহে ; গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের গুরুত্বাতিশ্রু, তাহাদের
অভিজ্ঞতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সদাশয়তার শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অগ্রগতিতে তাহাদের
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিচার করিলে এই বেতনের হারগুলি অত্যন্ত অসঙ্গত ও
অর্থোক্তিক বলিয়া মনে হইবে।

(খ) এই সকল বেতনের হার চালু হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার কর্মীরা তথ্য যে লাভবান
হন নাই তাহা নহে, সর্বক্ষেত্রেই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এখন হইতে এই

বেতনক্রম প্রবর্তিত হয় (১৯৬১ সাল হইতে) তখন হইতে তাহাদের নির্দিষ্ট বেতন দেওয়া হয় । ১৯৬৪ সালে সরকার নতুন বেতনক্রম প্রবর্তন করিলেন । কিন্তু এই সব কর্মীরা যদি প্রথম হইতে কোন বেতনের হার পাইতেন তাহা হইলে তাহারা ইনফ্লিমেণ্ট' ভাতা, বেতনের হারের পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে অন্ততপক্ষে কিছু আর্থিক সুবিধা পাইতেন । কিন্তু এই সব প্রস্তাব প্রতি অবহেলা দেখাইরা বর্তমানের অসামান্যবৃত্তি ও মুহুর্তীতির সম্মুখে এমন একটি বেতনক্রম সরকারের পক্ষ হইতে প্রবর্তন করা হইয়াছে খাফা অত্যন্ত নগন্য ও হতাশাব্যঞ্জক । উপরোক্ত বেতনের হারগুলি হইতে ইহাই প্রতিপাত হইবে যে এই নতুন বেতনক্রম চালু হইবার পর তাহারা শুধু লাভবানই হন নাই, তাহা নয়, তাহারা ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন ।

(গ) এই বেতনের হার নির্ধারণের সময় কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাত-মুক্ত সঙ্গতিপূর্ণ নীতি অগ্রহৃত হয় নাই । একই শ্রেণীভুক্ত ও একই প্রকার কার্যে ও দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রন্থাগার কর্মীরা সরকার প্রদানিত ও সরকারী উদ্দেশ্যে স্থাপিত গ্রন্থাগারে একই ধরনের বেতনের হার পান না । আমলের কথা যে টাকী, বানীপুর এবং কালিম্পংএর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কিছুটা উন্নতধরনের বেতনক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছে । কিন্তু কেন যে সমুদয়ে থাকিয়া এবং একই ধরনের কাজ করিয়াও অন্যান্য গ্রন্থাগারের কর্মীরা সমতুল্য বেতনের হার হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা আশাভেদে নিকট বোধগম্য নহে । একই শ্রেণী ও মর্যাদাসম্পন্ন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বেতনের হারের পার্থক্য নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হইতে বোধগম্য হইবে :—

টাকী, কালিম্পং ও

বানীপুরের

আঞ্চলিক

পদ জিলা গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার

১) গ্রন্থাগারিক (ক) ১৬০০-২৯৮

+২৯৮ ভাতা

(ব্যাচিলর ডিগ্রি ২৫০-৫৫০ টাকা +

এবং গ্রন্থাগার ৪০ টাকা ভাতা +

বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পন্ডিতমঞ্চ সরকারী

বা ডিগ্রি) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য অপরাপর

(খ) ২১০-৪৫০- সুবিধা ।

+২৯৮ ভাতা

(এম. এ./অন্য

এবং গ্রন্থাগার

বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা

বা ডিগ্রি)

ঢাকা, কালিঙ্গা ও বাবীপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

আঞ্চলিক

পদ	জিলা গ্রন্থাগার	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	গ্রামীণ গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগার
২) সহকারী				
গ্রন্থাগারিক	১৬-২২৫ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর)	১৭৫-৩২৫ টাকা + ২৮ টাকা ভাতা + ঐ		
৩) লাইব্রেরী	৮-১২৫ টাকা	১২৫-২০০ টাকা + ভাতা ১৫ টাকা + ঐ		
এ্যাসিস্টেন্ট				
৪) লাইব্রেরী	৬৫-৮৫ টাকা	৬৫-৭৫ টাকা + ১৫ টাকা ভাতা + ঐ		
এ্যাস্টেণ্ট				
৫) ড্রাইভার	১০-১৪০ টাকা	১০-১৪০ টাকা + ১৫ টাকা ভাতা + ঐ		
৬) নিওন, স্কিনার, ৪৫-৬০ টাকা		৬০-৭৫ টাকা + ১৫ টাকা ভাতা + ঐ	৪৫-৬০ টাকা	৪৫-৬০ টাকা
দাতারান, গ্রহী,				
দপ্তরী, ইত্যাদি।				

(৭) যদিও গ্রন্থাগারিকদের কাজের দায়িত্ব সাধারণ কেরানীদের অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং যদিও অধিকাংশ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেন্টদের স্থূল ফাইনাল সার্টিফিকেট এবং গ্রন্থাগার বিভাগে সার্টিফিকেট ও গ্রন্থাগারের কাজের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তথাপি তাহাদের অতি নগণ্য বেতনের হার (৮০—১২৫ টাকা) দেওয়া হইয়াছে। এই বেতনের হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোরার ভিত্তিসন কেরানী (বাহ্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বোধ্যতা হইল স্থূল ফাইনাল সার্টিফিকেট) তাহাদের বেতনের হার (১২৫—২০০ টাকা) অপেক্ষাও কম।

(৮) রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে সব সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন, বধা, মহার্ঘ্যভাতা, ভিকিংস ভাতা, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি, তাহা হইতে সরকারের উদ্ভোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের কর্মীরা বঞ্চিত।

(৯) এমনকি এই নগণ্য বেতনও স্নানসর্জ গ্রন্থাগারের কর্মীরা বৎসরব্যয় পান না। কর্মীদের মাসিক বেতন দুই মাস বা তিন মাস বা আরও অধিক কাল অম্বর দেওয়া

এখন স্বাভাবিক নিয়মের মত হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে যেমন যদি বহাসময়ে না পাওয়া যায় তাহা হইলে পরিবার পালন করা যে কত কঠিন হইয়া দাড়ায় তাহা বলা বাহুল্য।

(ক) প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার

প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে যথা, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার, আইনসভা গ্রন্থাগার এবং অন্তর্গত বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন মতান্তর শোচনীয় ও নগণ্য। তাহাদের বেতন যে অর্থোক্তিক ও অঐক্যমিত্তিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইল গ্রন্থাগারের পুঙ্খক সংখ্যা। ইতার ফলে তাহাদের যে বেতন স্থির হইয়াছে তাহা তাহাদের কাজের দায়িত্ব, কাজের মান, অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার তুলনায় ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

৪। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত দাবী পোষণ করিতেছে :

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নপ্রদত্ত যে বেতনের হার দাবী করিতেছে তাহা বৃত্তিমূলক মনে করে এবং তাহা যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করিবার দাবী জানানাইতেছে।

পদ		গ্রন্থাগার				
		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার		ক) জেলা গ্রন্থাগার	ক) মহকুমা/সহর গ্রন্থাগার	ক) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	কিডার গ্রন্থাগার	
খ) সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার		খ) টাকী, কালিঙ্গা, বানীপুর গ্রন্থাগার	খ) বিভিন্ন সরকারী গ্রন্থাগার	খ) গ্রামীণ গ্রন্থাগার		
		গ) বিধানসভা গ্রন্থাগার	গ) বিভাগীয় গ্রন্থাগার			
গ্রন্থাগারিক	সিনিয়র এডু-কেশন সার্ভিস (সরকারী কলেজের প্রকেশন)	সরকারী উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক	জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস (সরকারী কলেজের লেকচারার)	জুনিয়র আচার্য হাইস্কুলের প্রাফ্রেসর	আচার্য হাইস্কুলের প্রাফ্রেসর	আচার্য হাইস্কুলের প্রাফ্রেসর
সহকারী গ্রন্থাগারিক	সরকারী উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক	সহকারী উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক	জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক			

বৃত্তিকুশলী কর্মী সরকারী ও সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বিভিন্ন পদের মধ্যে হ্রস্বকালি আনিতে হইবে এবং তাহাদের নিম্নপ্রদত্ত পদ ও বেতনক্রম দিতে হইবে :

(ক) সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (ডিপ. লিব. এসসি. বি. লিব. এসসি) : বেতনের হার সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের তুল্য।

(খ) জুনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রন্থাগার বিভাগে সার্টিফিকেট) : জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতনের হার।

অ-বৃত্তিকুশলী কর্মী লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট ও লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেণ্টদের বিভিন্ন পদের মধ্যে হ্রস্বকালি আনিতে হইবে। এবং নিম্নপ্রদত্ত বেতনক্রম ও পদ দিতে হইবে :

(ক) সিনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতনের অঙ্করূপ।

(খ) জুনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্টদের বেতনের অঙ্করূপ।

পিন্ডম, এই সকল পদের কর্মীদের পদ ও বেতনের হার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐ সব পঞ্জরী, সাইট প্রবীর কর্মচারীদের অঙ্করূপ করিতে হইবে।

ওয়ার্ডম্যান,

ক্লিনার ও

ড্রাইভার।

বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বার্ষিকপূর্ণ কার্যাবলী, তাহাদের কাজের মান ও গুণবোধ কথা চিন্তা করিয়া এই ধরনের বেতনের হার চালু করিবার দাবী করা হইতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিচার করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষক সম্প্রদায়ের সমতুল্য করা হইয়াছে। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়ের রতই গুরুদায়িত্বের বহন করিয়া থাকেন। এই দাবী ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের অঙ্করূপ।

(খ) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের রাজ্যসরকারের কর্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্পনসর্ড প্রথা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

(গ) রাজ্য সরকারের কর্মীদের যে মহার্ঘ্যভাতা, চিকিৎসাক্ষাত্তা, ছুটির সুযোগ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও দিতে হইবে।

(ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্যসরকারের কর্মীদের অঙ্করূপ সার্ভিস কল প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঙ) মাসিক বেতন নিয়মিত ঠিক সময়ে দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(চ) যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত শিক্ষা নাই তাহাদের পূর্ণ বেতনসহ তেপুটেশন দিয়া শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যে সব গ্রন্থাগারে মহিলা গ্রন্থাগার কর্মী আছে তাহাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

(ছ) শিক্ষক সম্প্রদায়ের সম্মান-সম্মতিভেদে অমুত্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মান-সম্মতিভেদে বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে।

(জ) গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও শক্তিশক্তি এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে, গ্রন্থাগারিককে পরাধিকার বলে এই সব কমিটির দলপাল্যক করিতে হইবে।

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পার্থক্য অকলে যে নীতাকালীন ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে, ঐ সব অকলের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঐরূপ ভাতা দিতে হইবে।

(ব) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের বেতনের হার ইত্যাদি :

১। শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের ওকতপূর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করিয়া গত ১৯৬১ সালের জাহুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কতকগুলি বেতনের হার চালু করিবার জন্য স্থপারিশ করেন (F63-2/60 (SS) dt. 18. 1. 1961) এবং পরে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন সার্কুলারে স্থপারিশগুলি ব্যবহার উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনের হারগুলি স্থপারিশ করেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অধ্যাপক, গীড়ার ও লেকচারারের এবং কলেজের ক্ষেত্রে লেকচারারের বেতনের অমুত্পন্ন (F. 63-2/61 (SS) dt. October, 1962। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আরও স্থপারিশ করেন যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর (বর্তমানে কর্মগত) ইউ জি সি নিরিষ্ট যোগ্যতা নাই অথচ দীর্ঘদিন ধরিয়া নিষ্ঠা সহকারে তাহারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের সম্পর্কে নিজ নিজ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থপারিশ করিলে তাহারাও ইউ জি সি বেতন-ক্রম পাইবেন (F. 63-2/61 (SS) dt. 1. 5. 62)। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই বেতনক্রম প্রবর্তন করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহার শতকরা ০.০% ইউ জি সি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন যদি শতকরা ২.০% বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন। ছাত্রদের গ্রাউন্ডেট কলেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৫.০% ভাগ এবং মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ৭.৫% ইউ জি সি বহন করিতে প্রস্তুত আছেন যদি বাধ্যবাধী ব্যয়ের দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন।

২। কেন্দ্র পরিচালিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলে এই রাজ্যের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করা হয় নাই। কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু সর্বোচ্চ পদটির (ম্হা গ্রন্থাগারিক) ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন অধ্যাপকের বেতন দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কলেজের ক্ষেত্রেও এই স্থায়ী কার্যকরী করা হয় নাই। এই প্রলম্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকমাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নতুন বেতনক্রম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ-গুলির গ্রন্থাগারের বোণা কর্মীরা বাহ্যতে পান তাহার মত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় মার্চিং গ্রান্ট চাহিয়া একটি পত্র রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু বাস্তব: রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই। ইহাও জানা গিয়াছে যে, রাজ্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় মার্চিং গ্রান্ট (অতিরিক্ত ব্যয়ের শতকরা ২.০%) দেন, তাহা হইলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাহার গ্রন্থাগার কর্মীদের মত ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করিতে প্রস্তুত আছেন।

৩। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির যে সব গ্রন্থাগার কর্মী বঙ্গবন্ধুর পূর্ব বঙ্গের ধরিয়া ইউ জি সি-র নতুন বেতনক্রম পাইবার আশার আগ্রহ লক্ষ্যে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাদের মনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অগ্রনোদিত বেতনক্রম যে কতখানি আশার সকার করিয়াছে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়োজন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, আরও কিছু কর্মী ইতিমধ্যে অবসরও গ্রহণ করিয়াছেন। ইউ জি সি-র এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী না হওয়ার ফলে অনেকেই হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফলে শিক্ষা জগতে গ্রন্থাগারিকতা-বৃত্তি একটি বিবাদময় হতাশাব্যাকক পরিস্থিতিতে আদিয়া পড়িয়াছে এবং ইহা সহজে অগ্রসর যে, গ্রন্থাগারের হঠাৎ উন্নয়নের পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করে। দীর্ঘ ছয় বঙ্গের পরেও কোন কিছুই আদার হয় নাই এবং আমরা একই অবস্থায় আছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্থায়ীগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা পুনরায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, বাহ্যতে বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন ও আরম্ভের ব্যাধি নো চলিয়া যায়।

৪। কলেজ, পলিটেকনিক এবং স্টুডেন্টস্ হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা অত্যন্ত শোচনীয়। একই ধরনের কোন হসপতিপূর্ণ বেতনক্রম তাহাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় নাই। বেসরকারী কলেজগুলিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন নীতির উপর ভিত্তি না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত বেতনক্রম চালু করিয়াছেন। সরকারী ও স্নানসর্গ কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বেতনক্রম চালু করিয়াছেন। বর্তমান জগতে ইহা একটি অস্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয় নীতি। ইহা অস্বাভাবিক এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। গ্রন্থাগার কর্মীদের

বেতনক্রম নির্ধারণের এই পরিত্যক্ত নীতি অবিলম্বে বর্জন করিয়া ইউ জি সি যে যুক্তি-প্রস্তুত ও মূল্যবোধপূর্ণ নীতি স্থাপন করিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত। বেসরকারী কলেজগুলিতে একই বেতনক্রম চালু করা হয় নাই এবং কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত বোধ্যতা, অতি-জ্ঞতা এবং কার্যবলীও গুরুত্বের কথা চিন্তা করা হয় নাই। বড় বড় কলেজের গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বৃত্তিহীন কর্মীদের খুবই মগণ্য বেতন দেওয়া হইয়া থাকে।

৫। অনাসরম্বানের কলেজ এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলির (যথা, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ভেটেরিনারী কলেজ, আইন কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষক কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ ইত্যাদি) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে বিশেষ করে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইউ জি সি-র সাকুলারে বলা হয়েছে যে কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজের লেকচারারের সমতুল্য বেতন দিতে হইবে। কিন্তু এই সাকুলারে অনাসরম্বানের কলেজ এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীরা যে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন, বিশেষ ধরনের কার্যবলী সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং সর্বোপরি যে বিশেষ ধরনের পাঠকদের বিভিন্ন চাহিদা তৃপ্ত করিয়া থাকেন তাহার স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। তদুপরি ইউ জি সি সাকুলারে সর্বধরনের কলেজগুলিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বৃত্তিহীন কর্মীদের বেতন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

৬। সরকারী, স্পনসর্ড এবং বেসরকারী কলেজগুলির গ্রন্থাগার কর্মীদের যে মহার্য-ভাতা এবং অগ্রান্ত ভাতাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সম্মান্য ও চেম্বারমেনস্ট্রেক্টরদের চেয়ে অনেক কম। এই অসঙ্গতি অবিলম্বে দূর করিতে হইবে।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি দাবী করিতেছে :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক এবং ডে-ইন্ডেন্টম হোমের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত দাবী পেশ করিতেছে :

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি স্থাপনিত অবিলম্বে স্থাপনিতের দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

(খ) কলেজগুলির সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অগ্রান্ত বৃত্তিহীন কর্মীদের ক্ষেত্রেও ইউ জি সি-র বেতনের হারের অধোগ দিতে হইবে।

(গ) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও প্রচারিতের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পৃথক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণের যে সর্বত্র পরিত্যক্ত নীতিটি আজও প্রচলিত আছে তাহা

অবিলম্বে বর্জন করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) পলিটেকনিক এবং ডেপুটী-ডেপুটী হোমের প্রশাংগারিককে কলেজের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বৃত্তি-স্থলী কর্মীদেরও তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্থলগত বেতনের হার দিতে হইবে।

(৬) যে সকল প্রশাংগার কর্মীদের বেতনের হার ইউ জি সি এবং রাজ্য সরকারের স্থপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য বর্তমান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থায় পরিশ্রমিকিতে জীবন ধারণের উপযোগী স্থলকতিপূর্ণ বেতনের হার চালু করিতে হইবে। এই সব কর্মীদের জন্য বঙ্গীয় প্রশাংগার পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচ্য, কলেজ কর্মসূচ্য এবং পলিটেকনিক কর্মসূচ্যের দাবীগুলি অগ্রবোধন করিতেছে এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

(৬) ‘অনান’ মানের এবং বৃত্তিগত কলেজগুলির প্রশাংগারিক এবং সহকারী প্রশাংগারিককে যথাক্রমে অধ্যাপক ও লেকচারারের বেতন দিতে হইবে।

(৬) কলেজে প্রশাংগার কর্মীদের যে মহার্ঘভাতা এবং অন্তর্গত ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ করিতে হইবে।

(২) বঙ্গীয় প্রশাংগার পরিষদ শিক্ষামূলক প্রশাংগারগুলির ক্ষেত্রে প্রশাংগারের দ্বাৰে নিম্নলিখিত দাবীগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে :

(ক) কলেজ প্রশাংগারিককে কলেজ টীচার্স কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

(খ) কলেজ প্রশাংগারিককে পদাধিকার বলে কলেজ লাইব্রেরী কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

(গ) কলেজগুলি হইতে অবিলম্বে প্রশাংগারের প্রফেসার-ইন-চার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

(ঘ) বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে কোন অগ্রগতিশীল দেশে প্রশাংগারিকদের নিম্নতম হইতে “সিকিউরিটি ডিপোজিট” দাবী করা হইবে ইহা চিন্তা করা যায়না। ‘বঙ্গীয় প্রশাংগার পরিষদ’ তাই দাবী জানাইতেছে যে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া হইয়া থাকে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। ইহা ভারত সরকার নিয়োজিত প্রশাংগার উপদেষ্টা কমিটি এবং ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের স্থপারিশ।

(খ) স্থল প্রশাংগারগুলির বেতনের হার ইত্যাদি

১। যদিও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশগুলির মধ্যে অন্ততম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ ছিল যে, প্রত্যেক বিভাগের বৃত্তি-স্থলী প্রশাংগারিক দ্বারা পরিচালিত একটি বিভাগের প্রশাংগার স্থাপন করিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে আবহা আন্দোলনের এই প্রত্যাশার

বিপরীত চিত্র দেখিতে পাই। অনেক উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিহীন প্রাথমিকের পরিচালনাত্মক বিদ্যালয় প্রথাগার অস্বাভাবিক স্থাপিত হয় নাই। অথচ সব শিক্ষাবিদই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথাগারের গুরুত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

২। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া কিছু উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নত প্রথাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বৃত্তিহীন প্রাথমিক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব প্রথাগারের কর্মীদের অবস্থা অতি শোচনীয় এবং এই অবস্থার দীর্ঘ প্রতিকার প্রয়োজন। আমরা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিয়া বলিতে চাই। রাজ্যালয়কার স্কুল শিক্ষকদের জন্য কিছু নতুন বেতন হার প্রচলন করিয়াছেন, যাহা ১লা এপ্রিল ১৯৬৬ সাল হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে। এই নির্দেশ অস্থায়ী এম. এ/এম. এল. সি. বা অনার্স গ্রাজুয়েট ট্রেন্ড শিক্ষকদের বেতন হার হইয়াছে—২২০/-, ১০/-, ৩২০/-, ১৫/-, ৪৭০/- টাকা। বিভিন্ন শ্রেণীর স্টার্ট ডিগ্রী ও বি. টি. ডিগ্রী থাকিলে শিক্ষকের বেতন তৃতীয়স্তর অর্থাৎ ২৪০/- টাকা হইতে শুরু হইবে। সেইক্ষেত্রে একজন অনার্স গ্রাজুয়েট বা এম. এ. ট্রেন্ড (প্রথাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা) প্রথাগারিকের বেতন হার হইল—১৬০/-, ৭/-, ২৩০/-, ৮/-, ২৯৫/- টাকা। এই সব প্রথাগারিকদের এমনকি একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট ট্রেন্ড শিক্ষকের বেতন হার—যথা, ১৬৭/-, ৭/-, ২৩৭/-, ৮/-, ৩১৭/- টাকা + ২৫/- টাকা ভাতা পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এইরূপ বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকার আদ্য অবধি স্কুল প্রথাগারগুলির জন্য কোনরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। অতএব কেমন করিয়া আশা করা যায় যে স্কুলের প্রথাগারিকগণ কর্মীদের পর বৎসর ঐ নগণ্য বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং এই অবস্থায় তাহারা শিক্ষকতা বা অন্য কোন বৃত্তি অনেক বেশী পছন্দ করিবেন না? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভাব্যত সরকার নিয়োজিত সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশেও স্কুল প্রথাগারিকদের যোগ্যতা অস্থায়ী শিক্ষকদের অন্তর্গত বেতন দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

৩। বিদ্যালয় প্রথাগারগুলির জন্য বর্ধিত প্রথাগার পরিষদের দাবী :

(ক) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিহীন শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষক কর্তৃক প্রথাগার পরিচালনায় পদ্ধতি অবিলম্বে বাস্তবিত্ত করিতে হইবে। যে সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথাগারিকের পর সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে সম্বরণ করিতে হইবে।

(খ) বিদ্যালয় প্রথাগারিকদের বেতন হার ও ভাতাসমূহ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অস্থায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল্য করিতে হইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্কুল-প্রথাগারিকদের বেতনের হার সম্বন্ধে বর্ধিত প্রথাগার পরিষদের সুপারিশ দেওয়া হইল :

গ্রন্থাগারিক

বেতনের হার, পদমর্যাদা, ভাতাসমূহ
সমভূল্য হইবে

শিক্ষক

১) এম.এ./এম. এমসি./এম. কম. বা
অন্যদ গ্র্যাজুয়েট বৃত্তিমূলক শিক্ষা
প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক (গ্রন্থাগার
বিজ্ঞানে ডিগ্রায়া বি.লিও.এসসি.)

এম.এ./এম. এমসি./এম.কম বা
অন্যদ গ্র্যাজুয়েট টেনড্
শিক্ষক

২) পাশ গ্র্যাজুয়েট টেনড্ গ্রন্থাগারিক
(ডিপ.লিও.এসসি./বি.লিও.এসসি.)

পাশ গ্র্যাজুয়েট
টেনড্ শিক্ষক।

৩) পাশ গ্র্যাজুয়েট টেনড্ গ্রন্থাগারিক
(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট সহ)

তাহারা পাশ গ্র্যাজুয়েট টেনড্
শিক্ষকের বেতন হার (একটি
অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট সহ)
পাইবেন। কারণ তাহাদের
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট
আছে। যতদিন পর্যন্ত না
তাহারা ডিপ.লিও. এসসি. বা
বি. লিও. এসসি. ডিগ্রি অর্জন
করবেন ততদিন পর্যন্ত
তাহারা ঐ বেতনের হারই
পাইবেন।



৪) আভার গ্র্যাজুয়েট টেনড্ গ্রন্থাগারিকগণ
(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত)

আভার গ্র্যাজুয়েট টেনড্ শিক্ষক।

গ) যে সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকদের কোনরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই তাহাদের
শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হারের সর্বনিম্নে নিয়োগ করিতে
হইবে। এই সকল গ্রন্থাগারিকদের যত শীঘ্র সম্ভব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন
সহ ডেপুটেশনে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতে তাহারা
নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট পাইতে পারেন।

ঘ) শিক্ষকগণ যে সকল ভাতাসমূহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পাইয়া থাকেন
সেইগুলি বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকগণকেও দিতে হইবে।

ঙ) শিক্ষকদের সন্তানদের দ্বারা গ্রন্থাগারিকদের সন্তানদেরও বিনা বেতনে শিক্ষা-
লাভের সুযোগ দিতে হইবে।

৫) সরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের তার নির্ধারণের যে পদ্ধতি আছে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তর্ব্যাপী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিতে হইবে।

সরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-সম্বন্ধপত্র

ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে মুক্তিযুদ্ধ বেতনক্রম দাবী করিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করা হউক। (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইয়াছে)।

খ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের রাজ্য সরকারের কর্মী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্পনসর্ড গ্রন্থা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

গ) রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের যে মর্যাদা ভাতা, ডিস্কিন্সা ভাতা, ছুটিস্বযোগ, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও দিতে হইবে।

ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্তর রাজ্য সরকারের কর্মীদের অন্তর্গত মানসিকল প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঙ) মাসিক বেতন ঠিক সময়ে নিয়মিত দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

চ) যে সব গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত শিক্ষা নাই তাহাদের পূর্ব বেতনসহ ডেপুটেশন দিয়া শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। যে সব গ্রন্থাগারে মহিলা কর্মী আছেন তাহাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।

ছ) শিক্ষক সম্মান্যদের সম্মান-সম্মতিদের অন্তর্গত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মান-সম্মতিদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে।

জ) গণতান্ত্রিক প্রতিনিবিশ ও পদ্ধতি এবং সুসঙ্গতির উপর ভিত্তি করিয়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। গ্রন্থাগারিককে পরীক্ষার বলে এই সব কমিটির সম্পাদক করিতে হইবে।

ঝ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পার্বেতা অকলে যে নীতকালীন ভাতা দেওয়া হইয়া থাকে, ঐ সব অকলের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঐ রূপ ভাতা দিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে

ক) ইউ, বি, সি, হুগারিশ অবিলম্বে হুগারিশের দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

খ) কলেজগুলির সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য বৃত্তিহীন কর্মীদের ক্ষেত্রেও ইউ, বি, সি-র বেতনের হারের সুযোগ দিতে হইবে।

গ) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইউ জি সি বেতনক্রমের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও সুপারিশের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী করিতে হইবে।

ঘ) সহকারী ও স্নানসর্জ কলেজের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণের যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাতা নীতিটি 'আজও প্রচলিত আছে তাহা অবিলম্বে বর্জন করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে শিক্ষাগত ও পুষ্টিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হার নির্ধারণ করিতে হইবে।

ঙ) পলিটেকনিক ও ডেস্ট্রাক্টিবল হোমের গ্রন্থাগারকে কলেজের শিক্ষকদের অহরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অগ্রান্ত পুস্তিকুশলী কর্মীদেরও তাহাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী হ্রস্বত বেতনের হার দিতে হইবে।

চ) যে সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার ইউ জি সি এবং বাংলা সরকারের সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য বর্তমান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিস্রোক্ষিতে জীবন ধারণের উপযোগী হ্রস্বতীর্ণ বেতনের হার চালু করিতে হইবে। এই সব কর্মীদের জন্য বাকী গ্রন্থাগার পরিষদ, নিবন্ধিত কর্মী সন্থা, কলেজ কর্মী সন্থা এবং পলিটেকনিক কর্মী সন্থার দাবীগুলি অগ্রহণেদন করিতেছে এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে।

ছ) অনাস্বাদ্যের ও পুষ্টিমূলক কলেজগুলির গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিককে যথাক্রমে অধ্যাপক ও লেকচারারের বেতন দিতে হইবে।

জ) কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের মহার্যাতাতা এবং অত্যন্ত সুযোগ-সুবিধাদি শিক্ষকদের অহরূপ করিতে হইবে।

ঝ) কলেজ গ্রন্থাগারিককে কলেজ টীচিং কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

ঞ) কলেজ গ্রন্থাগারকে পদাধিকার বলে কলেজ টীচিং কাউন্সিলের সদস্য করিতে হইবে।

ট) কলেজগুলি হইতে অবিলম্বে গ্রন্থাগারের প্রফেসর-ইন-চার্জ প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

ঠ) গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে দিকিউরিটি ডিপোজিট লওয়া হইয়া থাকে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে

(ক) প্রত্যেক বিভাগীয় পুষ্টিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে। শিক্ষক কর্তৃক গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। যে সব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের নিকট নিকট আবেদন পত্র পেশ করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে মঞ্জুর করিতে হইবে এবং প্রতি বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(খ) বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার ও ভাতাদানমূল শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিভাগীয় শিক্ষকদের সমতুল্য করিতে হইবে। (বিস্তারিত স্থাপন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বারকালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

(গ) যে সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকদের কোনরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া বেতনের হারের সর্বনিম্ন নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল গ্রন্থাগারিকদের যত শীঘ্র সম্ভব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন সহ ভেপুটেশনে প্রেরণ করিতে হইবে, বাহ্যতে ঐ শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতে তাহারা নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট পাইতে পারেন।

(ঘ) শিক্ষকগণ সে সকল ভাতাদানমূল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন সেইরূপ বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকগণকেও দিতে হইবে।

(ঙ) শিক্ষকদের সম্মানদের দ্বারা গ্রন্থাগারিকদের সম্মানদেরও বিনা বেতনে শিক্ষা-পাতের সুযোগ দিতে হইবে।

(চ) সরকারী বিভাগেরের ক্ষেত্রে পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার নির্ধারণের যে পদ্ধতি আছে তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে এবং ঐ সকল বিভাগেরের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিতে হইবে।

২। স্পেন্সার্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের অনুরূপ এবং কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদ্যতাস্তা দাবী করিয়া শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পর প্রেরণ :

সম্মতি সংবাদে প্রকাশ যে রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষীদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ মর্যাদ্যতাস্তা দিবার এক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের এই পবিত্র মর্যাদ্যতাস্তা দিবার অনুরোধ জানাইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২০/৫/৬৭ তারিখে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক চিঠি দেওয়া হয়। এই চিঠিতে স্পেন্সার্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরূপ কুল গ্রন্থাগারিকদের কুল শিক্ষকের অনুরূপ এবং কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ মর্যাদ্যতাস্তা এবং অন্যান্য ভাতাদি দিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

৩। কলিকাতায় এম. লি. এস. সি কোর্স খোলা, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ. জি. সি. বেতনক্রম চালু করা এবং গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চিণ্ডা সেনের নিকট পর প্রেরণ :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চিণ্ডা সেনের নিকট ২০/৫/৬৭ তারিখে এক চিঠি দেওয়া হয়। ঐ চিঠিতে কলিকাতায় অবিলম্বে এম. লি. এস. সি কোর্স না খোলা হইলে পূর্বকালের ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হইবে তাহা উল্লেখ

করা হয়। কলিকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এম. লি.ব. এস. সি কোল সোপার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন একটিতে এম. লি.ব. এস. সি খোলায় বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে উদ্বোধনী হইতে অনুরোধ জানান হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম (ইউ জি সি বেতনক্রম) ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবেচনাধীন, অথচ চতুর্থ পরিকল্পনার এক বৎসর ইতিমধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষাদপ্তর যাহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন তাহার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানান হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশদভাবে অবলোকিত হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলি কি ভূমিকা পালন করিতে পারে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কিস্তাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে অঙ্গমতান ও প্রয়োজনীয় স্থপাশন করিবার জন্য একটি গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানান হয়।

৪। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্গত শিক্ষকদের সমতুল্য বেতনের হার প্রবর্তনের অনুরোধ জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সমাজশিক্ষা অধিকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ :

- একবিংশ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট (খ্রীঃ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সমাজশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীমতি সেন মহাশয় ঘোষণা করেন যে বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে বিস্তারিত তথ্য তাহাকে জানান হইলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষাগত যোগ্যতা অল্পমাত্রা বাহাতে শিক্ষকদের অন্তর্গত বেতন পান তাহার চেষ্টা তিনি করিতে পারেন। বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২০।৪।৬৭ তারিখের এক চিঠিতে শ্রীমতি সেন মহাশয়কে বিস্তারিত তথ্য জানান হয় এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকতা বাহাতে শিক্ষাগত যোগ্যতা অল্পমাত্রা শিক্ষকদের অন্তর্গত বেতন পান এই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে তাহাকে অনুরোধ জানান হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্গত পরিষদ যে দাবী পেশ করিয়াছে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্তর্গত ইউ. জি. সি'র বেতনক্রম অবিলম্বে প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়া ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিকট পত্র প্রেরণ :

বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর-এর (ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সেকশন) নিকট ২০।৪।৬৭ তারিখে দুইটি চিঠি দেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার এক বৎসর শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ইউ. জি. সি'র স্থপাশন প্রকাশিত না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ইউ. জি. সি'র পক্ষ হইতে যে পত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জানান হইয়াছে যে, ইউ. জি. সি'র স্থপাশন ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত বিবেচনাধীন। এই স্থপাশন

অজ্ঞাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় যে অসুবিধা ঘটি হইয়াছে তাহা এই পর দুইটিতে উল্লেখ করিয়া অবিলম্বে লিখিত প্রবন্ধে অগ্ররোধ জানান হয়।

৬। কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্ত বিভিন্ন বেতনক্রম স্থপাতিত করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের লিখিতপত্রের নিকট পত্র প্রেরণ :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে ২২.৪.৩৭ তারিখে ইউ. জি. সি ও ভারত সরকারের লিখিতপত্রের নিকট দুইটি চিঠি পাঠান হয়। এই চিঠিতে চতুর্থ পরিকল্পনা-কালীন ইউ. জি. সি সার্কুলারে বাহ্যতে গ্রন্থাগারের দায়বর্নের বৃত্তিক্রমী কর্মীদের জন্ত স্থপাতিত থাকে (তদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারিক নহ) তাহার অগ্ররোধ জানান হয়। এই চিঠি দুইটিতে পাশবানেন কলেজের গ্রন্থাগারিকের জন্ত লেকচারারের অগ্রতপ এবং অন্যদ যানের কলেজের গ্রন্থাগারিকের জন্ত অধ্যাপক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের জন্ত লেকচারারের অগ্রতপ বেতনক্রম স্থপাতিত করিবার অগ্ররোধ জানান হয়।

৭। অবিলম্বে কলিকাতায় এম. লি. এস. সি কোর্স শুরু করিবার অনুমতি দানের জন্ত অনুরোধ জানাইয়া ইউ. জি. সি'র নিকট পত্র প্রেরণ :

পূর্বাকলের চাহিদা পূরণের জন্ত অবিলম্বে কলিকাতায় এম. লি. এস. সি কোর্স শুরু করিবার অনুমতি দানের জন্ত পরিষদের পক্ষ হইতে ২২.৪.৩৭ তারিখের এক চিঠিতে ইউ. জি. সি'কে অগ্ররোধ জানান হয়। এই চিঠিতে আরও বলা হয় যে, কলিকাতা ও বামবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কোর্স স্থপাতিতে বিশেষ ইচ্ছুক। এই কোর্স কলিকাতায় শুরু করা হইলে পূর্বাকলের একটি দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করা হইবে বলিয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

Librarians in the news.

Pay, Status and Service conditions of Librarians :
Memorandum Submitted to the State Government.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গৃহ-নিৰ্মাণ তহবিল

এবং জাত্যাতী থেকে যে মান পবন পরিষদের গৃহ-নিৰ্মাণ তহবিলে যাতা অর্পণ সাচায্য
করেছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

শ্রীভারবদাস হুগ	শ্রীমদ্রব চন্দন চক্রবর্তী
„ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	„ অভিনিব মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শ্রীতি মিত্র	শ্রীমতী শ্রীতি মিত্র
কৃষ্ণা দত্ত	„ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
„ আশা চৌধুরী	„ মীনা পেন্ডু
প্রতিমা পেন্ডু	„ জলি বাগচী
শোভা ঘোষ	গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মঞ্জু দে	„ অমিতা মিত্র
„ অশীমা ঘোষ	শ্রীশ্রীপদম বসু
শ্রীপ্রবীণ রায় চৌধুরী	„ হৃদীর ব্রত
„ অমল পেন্ডু	„ বিনয়ভূষণ দত্ত
„ খনোরজন চক্রবর্তী	„ বাণেশ্বর মাইতি
„ অ. বা.	„ পূর্ণেশ্বরের চট্টোপাধ্যায় ও
	অস্তিত্ব ২৪'০০
„ মঙ্গলা প্রসাদ সিংহ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
	ভান্ডারখানাবুদ ৩২'০০

দক্ষিণগ্রাম পি, ইউ, এস কল্লোল লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দের দান

মুন্সিবাবাদ জেলায় অন্তর্গত দক্ষিণগ্রাম পি, ইউ, এস কল্লোল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক
শ্রীপূর্ণেশ্বরের চট্টোপাধ্যায় নিজে এবং তাঁর গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে
২৪ টাক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহ-নিৰ্মাণ তহবিলের জন্তে পাঠিয়েছেন। পরিষদের
গৃহ-নিৰ্মাণ বিষয়ে দক্ষিণগ্রামের এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারটির আশ্রয় ও সহযোগিতা বিশেষ
প্রশংসার্য। আরও দক্ষিণগ্রাম গ্রন্থাগারকে আশ্রয়ের অভিনন্দন জানাজি।

ପ୍ରକ୍ଷାମାର ମଂସାଦ

রবীন্দ্র গ্রন্থাগার। সি, আই, টি বিল্ডিংস। জিন্টোফার রোড। কলি:-১৪

সম্পত্তি গ্রাণাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৮-৬৭ সালের জ্ঞান কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। এই নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন :- শ্রীমৎ ভক্তিগ্রাক্ষণ ব্রহ্মচারী মহারাজ (সভাপতি), শ্রীবিজয়লাল দে (অর্থনৈতিক সম্পাদক), অধ্যাপক নির্মলকান্তি বসু (অর্থনৈতিক গ্রাণাগারিক), শ্রীবীতীন্দ্রকুমার দাস (অর্থনৈতিক সহ-গ্রাণাগারিক) এবং সর্বশ্রী নন্দদুলাল ঈশ্বরানী, স্বর্গোচ্চ বিদ্যালয়, প্রত্যাত্মদাস মিশ্র, উপেন্দ্রনাথ দেব, বাটু লাহিড়ী, সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস, ও শিশিরকুমার বিশ্বাস।

ଜାବୁଜନ ମାଠାଗାର । ବନଗ୍ରାମ ।

“গণ অনশন খাতি সহতা সমাধানের উপায় নয়” এই বিষয়ে পাঠাঙ্গারে একটি চিত্তাঙ্গলক বিতর্ক সভা অচল্লিত হয়।

বৰ্ষমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (গ্রামীণ পাঠাগার) । জাড়গ্রাম

গত ১লা বৈশাখ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে স্তম্ভ নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। পাঠাগার প্রাক্তণে শতাকা উত্তোলন করেন শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। শহীদজ্ঞে অকাতলি অর্পণ করা হয়।

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা বর্গত মাখনলাল দে মচাপরের ৪৫তম মৃত্যুবাবিকী গত ২রা বৈশাখ এক অনাড়বর ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌ঘাপন করা হয়। বেশ-শ্রেমিক ও উদারচরিত্র মাখনলাল দে'র স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রন্থাগারটি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারটিকে স্পনসর্ড কর্তাল লাই-ব্রেরীতে পরিণত করেছেন।

বীরভূম

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর

গত ২৪শে বৈশাখ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদে কবিত্তক রবীন্দ্রনাথের জন্মবাবিকী পালন করা হয়। বিশ্বভারতীয় দর্শনবিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী সন্তাপতির আগন গ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্র জীবনী ও কাব্য পর্যালোচনা করেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও স্নায়রঞ্জন টাউনহল। সিউড়ী।

গত ২৪শে বৈশাখ স্নায়রঞ্জন পৌর ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাবিকী উৎসব উদ্‌ঘাপন করা হয়। সন্ধ্যায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মগতিব শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। সন্ধ্যায় উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। কবিত্তকর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন শ্রীভারতচন্দ্র ধর ও অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্যমান ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় পরিবেশন করেন সুমারী আতা নন্দী।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। ভমলুক

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল, ভমলুক জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থা করেন। ‘অনান’ গ্র্যান্ডরেট অবধা এস, এ ডিগ্রীধারীদের জন্ম প্রবন্ধের বিষয় ছিল “প্রাচীন ভাষালিঙ্গে কৃষি ও শিল্প” এবং গ্র্যান্ডরেটদের জন্ম নির্ভাবিত্ত বিষয় ছিল প্রাচীন ভাষালিঙ্গের ভৌগলিক অবস্থান”। পরে নির্ধারিত্ত ৩১শে জাহ্নবীয়ার পরিবর্তে প্রবন্ধ জমা দেবার দেব তারিখ ৩১শে মে নির্দিষ্ট করা হয়।

কাড়গ্রাম বাণীভীর্থ । কাড়গ্রাম ।

কাড়গ্রাম বাণীভীর্থ কবিত্তর রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রদায়ানী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। উৎসব অহুষ্ঠিত হয় বেবেঙ্কমোহন-মুতি ভবনে। সূচিস্থিত আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক বাধ্যরমণ দাস ও শ্রিনিবাসদ গাঙ্গ। একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি সার্থক করে ওঠে নানা অহুষ্ঠানের মধ্যে 'স্মৃতি পাষণ' 'ওপুধন', 'ভানের দেশ', 'শেষ রক্ষা' প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র পাঠাগার । মহিষাদল ।

অস্ত্রান্ত বছরের মত এবারেও মহিষাদলের রবীন্দ্র পাঠাগার গত ২৪শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তি পালন করেন। এই অহুষ্ঠানে স্তম্ভপতিস্থ করেন তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমানবেঙ্গ দাল। অহুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্র জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন স্বাক্ষরমে শ্রীহনীলরুত ১২৮৩ ও শ্রীঅনাদি ভূষণ হালদার।

মহীষ পাঠাগার ।

গত ৭ই মে মহীষ পাঠাগারের সাধারণ বার্ষিক সভা অহুষ্ঠিত হয়। সম্প্রদায়ক শ্রীমিলোকেশ সায়ক গত ২ বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। প্রকাশ্যারের নিজস্ব গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

আগামী গাছী জন্ম শতবার্ষিকী স্বাধাযতভাবে পালনের উদ্দেশ্যে একটি ১০দিন ব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রচাণ্ডক বাসুদেব ও পুন্ডলিগাকে বীজধান প্রদ্রোহ করে সাহায্য করার একটি প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়।

সবুজ সংঘ । বাসুদেবপুর।

সবুজসংঘ গত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭৬ কবিত্তর রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্ম বার্ষিকী স্বাধাযতভাবে পালন করেন।

ছাণ্ডা

বাঁটাটা পাবলিক লাইব্রেরী । ৪২৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন।

বাঁটাটা পাবলিক লাইব্রেরীর কাংনির্বাহক সমিতিতে, ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য নির্যোক্ত সমস্তবৃৎ নির্বাচিত হয়েছেন :

সবশ্রী বীরেন্দ্রকুমার দাস (স্তম্ভপতি), হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও মনোবহুয়ার বোস (সহঃস্তম্ভপতি), মনোরহ্মার দত্ত (অধৈতনিক সাধারণ সম্প্রদায়ক), জামলহুমায় ওপু (অধৈতনিক সহঃ-সাধারণ সম্প্রদায়ক), গোবিন্দচন্দ্র চায়া, (কোষাধ্যক্ষ), অনিলাহুমায় বোস ও বিবেকেশ মুখোপাধ্যায় (হিসাব পরীক্ষক), লক্ষ্যদাস হুহু, বলরাম মিত্র ও উদাশন

দান ঘোষ (গ্রন্থাগারিক) এবং সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার শিংহ, তপনকুমার রায় চৌধুরী, অরুণকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা রায়, চন্দনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, মুরারীমোহন ভট্টাচার্য ও হাওড়া পৌরসংস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীহৃদ্ধিত্বংশ নন্দী (সদস্যগণ)।

সবুজ গ্রন্থাগার। মিজবালিয়া। পাত্তিহাল।

চতুর্থ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মাকাম কোয়ারে "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার" নামে চিত্র প্রদর্শনীটির আয়োজন করে 'সবুজ গ্রন্থাগার' প্রভৃতি প্রশংসা অর্জন করেছেন। প্রদর্শনীটির নির্দেশনায় আছেন—শ্রীমমলেন্দু মল্লা। প্রযোজনা করেছেন সবুজ গ্রন্থাগারের কমিট্যন। প্রশংসিত: উল্লেখযোগ্য—দ্বিতীয় একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও প্রদর্শনীটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫৪ মহাস্বা গান্ধী রোড।

পরিষদের উত্তোগে গত ৬ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত একটি বিরাট পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রীঅমিয়কুমার সেন। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহর্যাক্ত কুমার বহ। প্রদর্শনীতে প্রায় ১০ টি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা যোগদান করেন। ১৩দিন ব্যাপী প্রদর্শনীকালে কমিশন বাদে প্রায় ৩৩,০০০ টাকার মত বই বিক্রয় হয়। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, যোগদানকারী পুস্তক ব্যবসায়ীদের কোনরকম টেল ভাড়া দিতে হয় না।

২

জগলী

উত্তরপাড়া জরকৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া।

সংগ্রহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরপাড়ার জরকৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীটি এস্টেট অ্যাকুইজিশন অক্টের বলে দখল করে নিয়েছেন। উত্তরপাড়ার জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধাবত এই গ্রন্থাগারটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। অবশেষে গত ২৪ জুন সরকার লাইব্রেরীটির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এই উপলক্ষে গত ২৪ ও ৩৪ জুন গ্রন্থাগারে বিষয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং গ্রন্থাগার ভবনটি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। এই গ্রন্থাগারটি ১৮৫৯ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থাগারটিতে বহু মূল্যবান দুপ্পাণ্য গ্রন্থ রয়েছে।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার। গরলগাছা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০০তম জন্মবার্ষিকী গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের উত্তোগে গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগার প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপন করা হয়। এই অলুটানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয়ত্বিক ভারতবর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমিত ভট্টাচার্য।

বিশ্বকোষ পাঠাগার। প্রজ্ঞা দত্ত লেন। শ্রীরামপুর।

গত ১লা বৈশাখ স্থানীয় কিশোর ও তরুণ সমাজের উৎসাহ ও উৎসাহে শ্রীরামপুর কালীভূলা এলাকার বিশ্বকোষ পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন হয়। স্থানীয় এম. এল. এ. ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ গোপালদাস নাগ গ্রন্থাগারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রী বিমলকান্তি বোস। সভাপতি শ্রীমন্তীচরণ লেন ও গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রী হুমায়ুন কামরুজ্জামান ভাষণ দান করেন।

মাহেশ্বরী শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার। শ্রীরামপুর।

গত ২৩শে মে 'বিশ্বকোষ শতবর্ষ জয়ন্তী শুভেন' মাহেশ্বরী শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারে শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভাপতি বানরুজ্জামান মিস্ত্রির স্বামী সন্তোষনাথ মহাশয়। প্রাক্তন সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রী নিখিলচন্দ্র দাস গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি মনোঃ প্রস্তাব দান করেন।

News from Libraries

জন্ম সংশোধন

গত 'বৈশাখ' সংখ্যায় ৩০ পৃষ্ঠায় ৪নং প্রস্তাবের উৎসাহক শ্রী হুমায়ুন কামরুজ্জামান নাম ভুলক্রমে হুমায়ুন কামরুজ্জামান ছাপা হয়েছে এবং প্রতিনিধিদের নামের তালিকার পুনরায় ঐ নামটিই 'হুমায়ুন'র বদলে 'হুমায়ুন' ছাপা হয়েছে। এজন্য আশ্রয় অত্যন্ত দুঃখিত। প্রতিনিধিদের নামের তালিকায় আরো কয়েকটি ভুল হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জনৈক বিষয় গোপাল বসুগোপালদাস নাম তালিকায় ছাপা হয়েছে। ঐ নামে ঐ গ্রন্থাগারের কোন কর্মী নেই। আসলে ঐ নামটি পরিবর্তন কৃষ্ণকমলচন্দ্র শ্রীবিজয়নাথ বসুগোপালদাসের। নামের তালিকায় শ্রী হুমায়ুন কামরুজ্জামান উপাধি 'কুমার' ছাপা হয়েছে। তাছাড়া বেদীনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের 'গ্রন্থাগারিক শ্রীমন্তীচরণ লেন এবং পরিবর্তন প্রাক্তন কর্মকর্তা শ্রী বিজয়নাথ বসুগোপালদাস নামের উপস্থিতি ছিলেন, যে কোন কারণেই হোক তাদের নাম বাদ পড়েছে।

— দঃ প্রঃ



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী সপ্তাহ' পালন (সম্পাদকীয়)	১০১
রেখাচিত্র (৫) অজানা	
ভিল্‌হেল্ম হাউফ্ - অহঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	১০৩
ভারতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত—	
পঙ্কজ কুমার দত্ত	১০৫
গ্রন্থাগারের পটভূমিকায় গ্রামোফোন রেকর্ড	
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১৬
একটি সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়—	
স্বভাবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২৩
এই কলকাতায় এখন—	১২৫
গ্রন্থ সমালোচনা—	১২৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৩১
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	১৩৭
পরিষদ কথা	১৪১

গ্রন্থাগার-এর বর্ণনাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূলপত্র। প্রতি বাৎসরিক মাসেই শেষ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা কিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোমীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা 'বক্তা' নামে যেওনা থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দু'খানা পৃষ্ঠক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা, কার্যালয় ৩০ হজুদ্রামিল লেন কলিঃ-১৬, কাগজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৩-৭০১৫
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকর্ড বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মূল্যের স্থিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মূল্যের স্থিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মূল্যের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০ টাকা
" অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

মাস (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা

এবীকুপরিচয় প্রকৃষ্টমালা

আমাদের গুরুদেব ॥ ঐহীকুপরিচয় ১

রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে সমগ্র আলোচনা। ৩'৫০

আমাদের শাস্তিনিকেতন ॥ ঐহীকুপরিচয় ২

মহল বহু সপ্তক এবং যাকে যাকে বহু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শাস্তিনিকেতনের কাহিনী। ৪'০০

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ ঐহীকুপরিচয় ৩

জীবনের শেষ সাত বৎসর 'আলাপ-প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। ৩'৫০

গুরুদেব ॥ ঐহীকুপরিচয় ৪

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। ৪'০০

নির্বাক ॥ ঐহীকুপরিচয় ৫

কনিষ্ঠজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১'০০

মৃত্যু ॥ ঐহীকুপরিচয় ৬

মৃত্যুর, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুনাট্য চিত্রাঙ্কন ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে স্থলাঙ্গী আলোচনা। ৩'৫০

পাঁচিশে বৈশাখ ॥ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুনাট্য

'পাঁচিশে বৈশাখের তাত্পর্য বিষয়ে' ছোটদের উপযোগী রবীন্দ্রনাথের কথা। ১'০০

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ ঐহীকুপরিচয় ৭

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। ৪'০০

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ ঐহীকুপরিচয় ৮

শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিভিন্ন স্মৃতি কথা। ৩'৫০

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিশ্বভারতীর প্রকৃষ্টমালা ৯

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ। ১২'০০

রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন ॥ ঐহীকুপরিচয় ১০

হৃদয় গঞ্জে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। ৪'০০

রবীন্দ্রসংগীত ॥ ঐহীকুপরিচয় ১১

নতুন পরিবর্তিত সংস্করণ। ৭'০০

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ঐহীকুপরিচয় ১২

চলিত কথায় যাকে গান-ভাড়া বলা হয় সঙ্গীতসহ তার আলোচনা। ১'০০

রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ঐহীকুপরিচয় ১৩

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। ৩'৫০

শাস্তিনিকেতন-স্মৃতি ॥ ঐহীকুপরিচয় ১৪

শাস্তিনিকেতনের আশ্রম-বিভাগের আদিযুগের বিদেশী শিক্ষাত্রতীর বিভিন্ন স্মৃতি কথা।

ঐহীকুপরিচয় ১৫

বিশ্বভারতী

৫ ধারকানাম ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

স্মরণ—

পরলী জুলাই ৮তিনকড়ি বস্তের মৃত্যুদিন। পরিষদের প্রতিটি কাজে এখনো আমরা তাঁর অস্তাব অমৃত্যব কবি। পরিষদের নিম্নোক্তমান অবনের দিকে তাকালেও বোধ হয় সবাত্রে তাঁকেই মনে পড়ে যাবে। তাঁর স্বপ্ন-সত্যরও কে যেন বলেছিলেন, 'বলী গ্রন্থাগার পরিষদই তাঁর প্রকৃত সৃষ্টি দৌর।' পরিষদের নিজস্ব ভবন ছিল তাঁর স্বপ্ন—তাঁর প্রতি প্রাণ: জানাবার প্রের উদ্যম হল তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তোলা, সেকথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

গৃহ নির্মাণ সংবাদ

পরিষদের গৃহনির্মাণের তার একটি কনট্রাক্টর কার্মের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। প্রায় মাসখানেক হল উক্ত কার্ম গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করেছেন।

গৃহ নির্মাণ তহবিল

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার গত সংখ্যার এ বছরের জাহুয়ারী মাস থেকে যে পঞ্চম পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের তালিকা ছাপা হয়েছে, পরবর্তী-কালে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ও দাতাদের নাম নীচে দেওয়া হল:—

সম্পাদক, কালীচাম দাস পাঠাগার, শিঙ্গী—	৫ \
ঔজ্জ্বিত কুমার সেন—	৫ \
স্বশান্ত কুমার হাজরা, পুতুনিয়া—	১০ \
পূর্ণেশ্বরের চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণগ্রাম—	১০ \
ঔরভী বক্রী সিংহ—	৫ \
উষা ওহ তাঁহুহতা—	৫ \
ঔজ্জ্বলক বহু—	৫ \
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—	১০ \

অভিনন্দন

দক্ষিণগ্রাম শি. ইউ. এস. কলেজ লাইব্রেরীর (মুন্সিবাংবা) গ্রন্থাগারিক ঔপূর্ণেশ্বরের চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, "কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার নিকট হইতে সংগৃহীত ১০ \ টাকা গৃহনির্মাণ তহবিলে পাঠাইলাম। গ্রন্থ কতিপা অমুগৃহীত করিবেন।"

এসমত উল্লেখযোগ্য যে, ঔচট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে নিজে এবং তাঁর গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ২৫ \ টাকা গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য গুটিয়েছিলেন।



গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—সির্দেসন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৩ }

{ ১৩৭৪, আষাঢ়

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী সপ্তাহ' পালন

গত ১০ থেকে ১৬ই জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির দৃক আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার কর্মীরা যে 'দাবী সপ্তাহ' পালন করেছেন তা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। 'দাবী সপ্তাহের' কর্মসূচী অল্পব্যতী এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার গ্রন্থাগার কর্মীরা দাবী বাজ় ধারণ করেন, বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সভা, রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাঙ্গণে বিধে কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া জেলায় জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিধিগণী দিয়ে সাক্ষাৎ করেন। যফঃসলেও এই 'দাবী সপ্তাহ' উপলক্ষে কোন কোন জেলায় সভার আয়োজন করা হয়; কোন কোন জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে মিছিলও বার করা হয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, বনগার এবং মহিষামলে জনসভা হয়েছে - পুলিয়া ও তমলুকে নীরব মিছিল হয়েছে। আন্দোলনের ক্ষত ২৫-৬ টাকারও বেশী এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিসে জমা পড়েছে।

কলকাতার এই উপলক্ষে দুটি কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত দুই সভার একটিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানান। অন্য সভাটিতেও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অল্পরপকভাবেই গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

কলকাতার প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলিও এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন। কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তরেও এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁদের ধন্যবাদ। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী পূরণে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলীর বিশিষ্ট লব্ধবের আশাস পাওয়া গেছে ঠিকই কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আন্দোলনের এখানেই শেষ নয়। আন্দোলনের এ তেবল তক হল বলা যায়। সাম্প্রতিক আন্দোলন বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নতুন পথের ইঙ্গিত বহন করে। গ্রন্থাগার উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা

উন্নয়নের যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে সরকার খুব সচেতন ছিলেন না। পর-
বাবিকী পরিকল্পনাগুলি প্রবর্তনের সময়েই গ্রামাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণ করা
উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, কয়েকটি পঞ্চাবাবিকী পরিকল্পনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামা-
গারের সম্প্রদায় খটেছে টিকই—সরকারী উদ্যোগে জেলা, গ্রামীণ, আঞ্চলিক, মহর ও
মহকুমা গ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই সকল গ্রামাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন যে
সকল কর্মীরা তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে চলেছেন, বেতন বৃদ্ধি, মর্যাদা
ভাড়া, প্রতিভেদ কাণ্ড ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা থেকে বহুতর পর বছর বঞ্চিত হচ্ছেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামাগারের ক্ষেত্রেও যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন
বহুদিন পূর্বেই গ্রামাগার কর্মীদের মজুরি স্থানিহীতাবে বেতন ও মর্যাদার সুশাসিত করে-
ছিলেন কিন্তু দীর্ঘকাল কেটে গেছে তবুও এই বেতনক্রম চালু করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের
২৫০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে অতি মজুরি সংখ্যক বিদ্যালয়েই পূর্ণ মজুরির মজুরি উপযুক্ত গ্রামা-
গারিকের পরিচালনা গ্রামাগার আছে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন এবং বিশেষজ্ঞদের সুশাসিত
এক্ষেত্রেও কার্যে পরিণত করা হয়নি। এছাড়া পলিটেকনিক, ডেপুটি ম্যানেজার্স হোম ও
বিভিন্ন বিভাগীয় ও বিশেষ গ্রামাগারের কর্মীরাও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গ্রামাগার কর্মীদের সম্মিলিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
বেতনকারী সাধারণ গ্রামাগারের দাবীগুলি। এই সকল বেতনকারী প্রচেষ্টার পরিচালিত
সাধারণ গ্রামাগার চাষার মজুরি আয়ের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন জনসাধারণের সেবা
করে চলেছেন। কিন্তু এই সকল গ্রামাগার এখন তাঁর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।
এগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

গ্রামাগার কর্মীদের দ্বারা দাবীর সমর্থনে ও রাজ্যের গ্রামাগারগুলির তত্ত্ব পরিচালনা
ও সম্প্রদায়ের জনসাধারণেরও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্মতি উত্তরণাভার জরতক
পাবলিক লাইব্রেরীটির দায়িত্বভার ওখানকার জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে সরকার
নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। হাওড়া জেলা গ্রামাগার দীর্ঘকাল নিঃশব্দ পাঠাগার
খাকার পর এখন গত ১লা জুলাই থেকে চাঁদার প্রবর্তন করতে যাকিলেন তখন প্রবল
বাহার সম্মুখীন হন। এই জেলা গ্রামাগারের পাঠকবৃন্দ পাঠক সমিতি গঠন করেন এবং
পাঠাগারের সম্মুখে শিকড়ি চালাতে থাকেন। অবশেষে জেলা গ্রামাগার কর্তৃপক্ষ চাঁদা
প্রবর্তনের সংকল্প পরিত্যাগ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন তথা গ্রামাগার আইন প্রবর্তন
এক রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রামাগার কর্মীদের দাবী পূরণের মজুরি যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা
চালিয়ে যেতে হবে। এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য
আন্দোলন এবং মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণও এর পেছনে আছেন। তাছাড়া
এ আন্দোলন গ্রামাগার কর্মীদের বাঁচায় আন্দোলন; এ আন্দোলন অগ্রযুক্ত হবে।

Editorial : 'Demand week' observed
by library workers.

রেখাচিত্র (৩)—অজানা

লেখক—ভিল্‌হেল্ম হাউফ

অনুবাদ—ঈরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(Wilhelm Hauff : Du Bucher und du Lesewelt
Der Unter nehmende Geist)

“আজকাল সকালে সন্ধ্যা, দিন-দুপুরে রাত-দুপুরে পত্রিকার সংস্করণ বার হয়। ভগবানের নামে এবং ভগবানের চেনা-চামুড়াদের নামে পত্রিকা বার হচ্ছে—কোন নামই এখন আর পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে পরিমাণ পাঠনা। এখন প্রয়োজন হচ্ছে কি জানেন, একথানা পত্রিকা বার করে চৌতিমত চাকলোর সঠি করতে গেলে নতুন নাম খুঁজে বার করতে হবে—বা করলে কাজ হবে। পত্রিকার নাম এ ধরনের না হলে তা পুস্তান ও চালু পত্রিকার নাম ভোবাতে দক্ষম হবে না। তবে বুদ্ধিমান যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে, পত্রিকা নতুন বলেই যে তা ভালো হয় তা নয় কারণ, কবিতা, গল্প, সমালোচনা, যেমন পুরাতন পত্রিকায় থাকে তেমনি নতুন পত্রিকাতেও থাকে, তবে পত্রিকার নাম দেখেই কেবল ভালো লেখকরা তাদের লেখা দিতে রাজী হয়না।”

“কিন্তু herr Salzer, মাহুব তবে কেন পুরাতন প্রচলিত পত্রিকা ছেড়ে হঠাৎ নতুন পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ কিনতে থাকে।”

“ওটা হচ্ছে কালের রীতি। মাহুব পরিবর্তন চায়, আর জানেন তো, “নতুন ঝাঁটা ঝাঁট দেয় ভালো”, বললেন herr Salzer”. আমাদের পাঠক সমাজই এই রকম আবহাওয়ার মত তাদের পরিবর্তন হয়—কিন্তু তার কারণ যে কি তা কেউ জানে না। মাহুব নতুন পোষাক বার করে তা লোক-সমাজে চাকলোর সঠি করে, তেমনি একটা চমকপ্রদ নাম ও একটা ছোট্ট স্বন্দর নক্সা—পত্রিকার প্রচ্ছদপটে ছাপা হ’লে সে পত্রিকাও চাকলোর সঠি করে। মাহুদের এই চরিত্রকে যে ঠিক মত নির্দেশ কাজে লাগাতে পারে, সে আজকাল কার যুগে এখনও কিছু করতে পারে। হায়রে! যদি একটা ভালো নাম পেতাম!

“এখনকার কোন পত্রিকায় সব কিছুই থাকে প্রয়োজন তা আপনি অবীকার করেন না তো—তা হ’লে “Literarisches Huhnerfutter” অর্থাৎ “মুগির সাহিত্য খোরাক” নামটা আপনার কেমন মনে হয়।”

“সন্দেহ নহ। ছবিতে একদল মুগি খেন আমাদের জনসাধারণ, আর একজন কবি তাদের টুকর টুকর করে সাহিত্যের খোরাক ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তা চলবে বলে মনে হয়না। আমাদের জনসাধারণ তাতে অপমান বোধ করবে। তারা মনে করবে পাভ কুড়ান এঁটো-কাঁটা যেমন মুগিদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি তাদের সাহিত্যের এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। না মশাই, এ ধরনের নামকরণ চলবে না।”

“কিংবা এই রকম.....সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা” (Abendglocke)

“সহ্য! পুজার ঘটা? ঠিক বলছেন! কানে বাজে বটে! বেশ একটা শব্দ, কোমল শব্দ, সস্তি কানে বাজে বটে, কিন্তু সে জন্ত আমার একখানা সমালোচনামূলক কোড়পত্রের প্রয়োজন হবে। আমার মাথার কিন্তু বহুদিন থেকে একটা নাম ঘুরছে—আজ্ঞা বলুন তো, পরিষ্কার নাম “Destillateur”, অর্থাৎ “ট্যাকনি” রাখলে কেমন হয়”।

“আপনার Idea-টার কিছুটা সস্তি রয়েছে বইকি”, আমি বললাম, “আজকালকার বইকে কোন চান্দারনিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়। পরিষ্কৃত করতে করতে, জন-সাধারণ বা চাচা, অর্থাৎ x-Geist, অজানা বস্তু জলীয় পদার্থ হ’য়ে দেখা দেয়; না হয়; চান্দারনবিদ্য যতক্ষণ না জনসাধারণকে দেখাতে পারে কি হাল মশলা দিয়ে মিশ্রিত বস্তুটি তৈরী হয়েছে ততক্ষণ তা পরিষ্কৃত করতে থাকে। কিন্তু বইয়ের পাতার মশলার ধোকানের গন্ধ না ছড়োড়ো জলের গন্ধ বাত হ’বে। আজ্ঞা একজন Critical chimney sweeper থাকলে কেমন মনে হয় বলুন তো।”

“প্রকাশক আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে”, এ একটা আবিষ্কার! একেবারে নতুন।” এই কথা বলে সে আমার হুহুতে জড়িয়ে ধরল। “এ একটা কথার মধ্যে কি নেই বলুন তো। আর্থান সাহিত্য হলো উজ্জ্বল আর আমাদের সমালোচক হলেন chimney sweeper। তাইবের কাজ হবে চিমনির ভূষাঙুলো চোঁচে চোঁচে বাত করা বাতে সারা বাড়ীটার আগুন না ধরে যায়। Critical chimney sweeper! আর কলা সযত্নীয় প্রবন্ধগুলি ছাপা হবে “Artistic night watchman” নীচে। এ নামটা তো আজ কাল খুবই চালু।” তাকাতাকি নামটা লিখে নিয়ে সে বললে, “মশাই আপনি যেরূপ—ভগবান আপনাকে আজ আমার ধোকানে পাঠিয়েছেন। আমি একা একা যখন থাকি মনে হয়, কে যেন আমাকে চেয়ারের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে বেঁধে দেয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, যখন আমি প্রাণ খুলে কথা কইতে পাই, তখন Idea-গুলো নদীর মোড়ের রত আসতে থাকে। আপনি এসে আমাকে যেই Walter Scott ও তার প্রত্যাবের কথা আমার শোনালেন অরনি আমার Idea’র কড় বগে গেল। আমি একজন আর্থান Scott-এর সৃষ্টি করবো”।

“কিরকম! আপনি কি একখানা উপস্তাপ লিখবেন?”

“Ich, আমি! আমার অনেক কিছু ভালো করার আছে। আর একখানা? না, বিশখানা! কেবল Idea’র মোড়ে বহি মাথা ঠিক রাখতে পারি। আমি একজন “অজানা”কে খুঁজে বার করব। আর এই অজানা হবে একধল উপস্তাপ লেখক, আর কেউ নয়। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?”

“ঠিক বুঝতে পারিনি এখনও। আপনি কেমন করে.....”

“টাকা থাকলে সাহসে সব কিছু করতে পারে, উপস্তাপে হাত পাকিয়েছে—এরকম ছয় জন বা আটজন লোক জড় করব। তাইবের এখানে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে এসে আমার আইডিয়াটা তাইবের কাছে প্রস্তাব করব—তার সকলে Walter Scott-এর সৃষ্টি করবে। তারাই ইতিহাস থেকে মাল মশলা আর চর্চিত খুঁজে বার করবে এবং তার পর.....”

“ও! তাই বলুন, এইবার আমি আপনার হৃদয় পরিকল্পনা দৃষ্টিতে পারছি। তাহলে আপনি churan” এর মত একটা কাগজানা খুলবেন। জার্মানী-এ নানা জায়গায় যা কিছু যোমাস্টিক তার Copper-plate নিয়ে আসবেন। পুণ্যকালের পোশাক Berlin-এ লিখলেই পাওয়া যাবে। Knaben Wunderchone ও অস্ত্রাস্ত্র বচনাবলী থেকে অনারাদে উপকথা আর কাহিনীর সংগ্রহ করা যাবে। দুই ভজন যুবককে আপনার কাগজারে নিযুক্ত করবেন। এরাই হবে আপনার “অজানা”। এরা উপজ্ঞানের ঘসড়া তৈরি করবে, এখানে এখানে সংশোধন করে এবং অমল-বদল করে একটা দিগাট চরিত্রের সৃষ্টি করবে। আরও চক্ৰিজন বা জিনজন লোক থাকবে, তাদের কাজ হ’বে, কথোপকথন লেখা, দৃষ্ট পটের সৃষ্টি করা, এবং প্রাদায়েব বর্ণনা দেওয়া, কিন্তু এ সবই হবে প্রকৃতির অঙ্গকরণ”।

“আর” herr Salzer বললে, “সকলের talent সমান নয়, কাদের talent দৃষ্টপট সৃষ্টির দিকে কাদের সাজ পোশাকের দিকে, তৃতীয়ের কথোপকথনের দিকে আবার কাদের কাদের Tragedy’র দিকে……”।

“ঠিক বলছেন, আপনার কলাকাররা কেউ হবে দৃষ্টশিল্পী, কেউ হবে কথোপকথন কৃশী, কেউ হবে হাতরস এবং কেউ হবে বিয়োগরস শিল্পী এবং প্রত্যেক উপজ্ঞানসামানি প্রতি দাত যুববে……”।

“এই ভাবে উপজ্ঞানের মধ্যে আসবে সবতা, যে সমতা Scott-এর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়, মনে হয় যে; সব চরিত্রগুলি এক বংশের, সকলের মুখে যেন বংশগত ছাপ রয়েছে। এ ধরনের একখানা উপজ্ঞান আমরা যুব কম যামে পকেটবুক সংগ্রহে ছাপব, তা হলে যে অন্ততঃ ৫০,০০০ কপি বিক্রি হবে তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।”

“এবং এই সংস্করণের নাম হবে Hermann dem cherusker থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত উপজ্ঞানে জার্মানীর ইতিহাস।” এ ধরনে একশত উপজ্ঞানের এই পুস্তক মালা সমাপ্ত হবে।”

ভাবাবেগে herr salzer-এর হৃদোথ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর তার Idea-টা আর একবার আগাগোড়া বলে নিয়ে আমার হৃদ্যত চেপে ধরে বললে—“এখন বলুন তো আমি কি আর একজনের মত খুঁকি নিজে পাতিনা। কিন্তু মশাই, আপনি আমাকে ছাড়বেন না। আমার এই ধারণার সাহায্যে যাতে জন্ম হয়, সে ক্ষেত্রে আমার সাহায্য করবেন। আপনি আজ এগেছিলেন আমার দোকানে একখানা হৃদয় বই কিনতে পরিবর্তে আপনি আজ থেকে হলেন আমার চক্ৰি জনের একজন”।

এমনি ভাবে বয়স্করূপে আজ আমি আমার লক্ষ্যপথে এগে পৌঁছালাম এতদিন কেবল স্বপ্নই দেখেছিলাম। আর আমার Lending Library’তে গিয়ে জন-সাধারণের কচির বিজ্ঞেয়ন করতে হবে না, উপজ্ঞান কি ধরনের হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে না, কিংবা Idea খুঁজে বেড়াতে হবে না। এখন আমি লেখক সঙ্ঘের একজন, সেই ‘অজানা’র একটি অঙ্গুলি। এখন আমি আমার ইচ্ছাহাব্যী লিখব, আমার লেখা

ছাড়া হবে, আমার লেখা লোকে পড়বে। Herr Salzer এর এই গুরুত্বপূর্ণ সূঁকির ফল জনসাধারণের উপর কত দূর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আর জনতার কাছে অজানা ছিলনা এবং এই “অজানা”র অস্তিত্বের রহস্যও সকলের কাছে ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছিল। প্রথম দিকে আমরা নাম-কথা সাহিত্যিকদের পঠার্ন নিরেছিলাম, পে স্ত্র আরাগা গরিত; এই সব সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক Lux, যিনি ইতিমধ্যে তাঁর অম্বাব করবার মত আবিষ্কার করেছিলেন, নাম-কথা কবি T. Kempler ও অন্ত্র কয়েকজন এবং আমরা ঐতিহাসিক Willibald Alexis-এর কথাও চিন্তা করে বেখে বেখেছিলাম। পুচিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে আমি ছিলাম একজন।

আর্মার্নির কিছুটা অংশ আমার খুব ভালো ভাবে জানা ছিল, সে স্ত্র আমার উপরে তার পড়েছিল দৃশ্যপটের এবং স্থানের বর্ণনা দেওয়া। একবার “Concilium in Konotanz” নামক একখানি উপস্ত্রের মধ্যে লিখলাম “কোঁপ-কাড়ে তরা ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে তারা Basel থেকে Konstaz পর্যন্ত নৌকা বেয়ে চলল।” সমালোচকদের ও জনসাধারণের চোখ পড়ল এ অংশটার উপর। তারা বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তখন পর্যন্ত Rhine নদী বেয়ে উপর দিকে Konotanz পর্যন্ত কেউ যায়নি। আমিও শান্তি পেলাম এবং আমার উপরে তার পড়লো কথোপকথন লেখার—হাটে বাজারে, মহাইখানায়, রাস্তায়। এই কাজটাই আমি করছিলাম, এমন সময়ে সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সাহসী, অহুভিশীল ব্যক্তি লিখলেন “মেঘের দল কখন চাঁদের উপর দিয়ে, কখনও বা চাঁদের পিছন দিয়ে উড়ে বাজে”—এ ধরনের বর্ণনা Common Sense বিগহিত। চাঁদের পিছন দিয়ে মেঘ উড়ে যায়, তা কেউ কখন শোনেওনি বা দেখেননি। ফলে সেই লেখকের পতন হলো এবং তার কাজের তার পড়ল আমার উপর। এই কাজটার আমি বেশ উন্নতি করেছিলাম। Der Dom zu Aachen নামক উপস্ত্রের বেশির ভাগটাই আমি লিখেছিলাম। Barbarossa oder die Hohenstaufen নামক উপস্ত্রের দশটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলাম এবং এই কাহনানা প্রস্তুত শেষ উপস্ত্রের, ৮, ৯ এবং ১৫ দশ পরিচ্ছেদ লিখেছিলাম।

এ ধরনের পুস্তক প্রকাশনার বিরুদ্ধে লোকের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি এই ধরনের পুস্তক প্রকাশক মণ্ডলীর একজন হয়েছিলাম, লিখেছিলাম এবং কথা বলেছিলাম। তবে যেউ যদি একবার চিন্তা করে দেখে যে এই ধরনের পুস্তক প্রকাশনার কারখানা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ২৫ খানি উপস্ত্রের ৭৫ খানি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলে এই প্রকাশনার সূঁকি যে নিরেছিল তার মত, পরিশ্রম এবং ধৈর্যের প্রশংসা তাকে করতেই হবে। অনেক বলেছিলেন, কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সম্মোপযোগী রূপ ফুটে ওঠেনি কিন্তু সত্যিই এ কথার কোন মূল্য নেই কারণ চরিত্রগুলি, আভাবিক না হলেও সেগুলি সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অম্বায়ী হয়েছিল একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। এ কথা কি সত্যি নয় যে আমাদের দামনে ছিল ইউরোপের দেশ-বিদেশের রঙ্গালুর থেকে আনানো, স্ত্রী ও পুরুষের সাজ পোষাকের ছবি?

এক অর্থ ব্যয় করে Herr Salzer ইউরোপের নানা দেশ থেকে পুরাকালের ঘর সংসারের বাসন-কোশন এবং আসবাব-পত্র কিনে আনিয়েছিলেন—তার উদ্দেশ্য ছিল সব কিছুই গোখে বেখে দেন বর্ণনা দেওয়া হয় ।

এইটাই হলো ঐতিহাসিক সত্য, জনসাধারণও এই চায় । চরিত্রটা হলো দ্বিতীয় জুয়েব । জুতো, জামা, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্রের, ২৫ খানি উপস্থানের মধ্যে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে তো কোন ত্রুটি ছিলনা । বছর দুয়ের মধ্যে চরিত্র বর্ণনার এইই হয়ে দাঁড়াল রীতি, সে মস্তে আমরা মোটেই দাড়ী ছিলাম না । কিন্তু জন-সাধারণের রুচির হাওয়ার পরিবর্তন হলো, ফলে এই কাহখানারও পত্তন হলো । সামাজিক রীতির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে এবং আমরা এই রীতির অঙ্গুলেই আমাদের প্রকাশনার তরী বেয়ে চলেছিলাম । আমাদের প্রকাশনার হুইই হয়েছিল "পত্রের মধ্যে সত্যের ত্রুটি থাক, কিন্তু সমস্তাহুয়ারী রীতির মধ্যে যেন কোন দোষ না থাকে, এবং জন-সাধারণের রুচির বিক্ষেপে যেন কিছু লেখা না হয় ।"

Du Bucher und du Lesewelt
Der Unternehmende Geist
By Wilhelm Hauff tr. from the
Original German. by Rajkumar Mukherji.

['বেখাচিঅ' পুঁথির রচনাগুলির অহুবাদ এখানেই শেষ হল । —স. এ.]

ভারতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিহাস

পদ্মজ কুমার দত্ত

ভক্তজ বর থেকে কাগজ তৈরীর কৌশল চীনাগেরই আবিষ্কার। লিখিত তথ্য দা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্সাই-লুন (Tsai-Loon) নামে জনৈক রাজকর্মচারী প্রথম কাগজ তৈরী করেন। তার অটোকটাইন মধ্য এশিয়ার চৈনিক মহা-প্রাচীরের সংলাবশেষের অন্তর্গত থেকে অতি প্রাচীন কিছু কাগজ উদ্ধার করেছেন। খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেই এই কাগজ তৈরী হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ই এই কাগজের মূল উপাদান। পরবর্তীকালে অবশ্য তুঁতগাছের বাকল অন্ততম প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কাগজ তৈরীর কৌশল চীনাগা বহুদিন যুগ সত্যকতার সঙ্গেই গোপন রেখেছিল। তবে প্রতিবেশী দেশসমূহে কিছু কিছু কাগজ রপ্তানী হত। অষ্টম শতকের গোড়ার সময়খন্ড আরবদের দখলে যায়। ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন কর্তৃক সময়খন্ড আক্রান্ত হয়। আরবগণ এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতেনই এমনকি কিছু চীনাকে বন্দীও করেন। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন কাগজ তৈরীর কার্যে অবগত ছিলেন। এদের কাছ থেকেই আরবগণ পুরন আকাখিত গুপ্ত তথ্যটি জানতে পারেন এবং ক্রমে তা সমস্ত আরব উপনিবেশেই ছড়িয়ে পড়ে। আরব দেশসমূহে প্রাপ্ত মধ্যযুগে কাগজে লেখা আরবী পুঁথির সংখ্যাধিক্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এই সমস্ত দেশে কাগজ খুবই সমাদৃত হয়েছিল। আরব কাগজের প্রধান উপাদান ছিল হান্স বা লিনেন (Linum usitatissimum)। খোদাশান অকলে হান্স জম্মাত প্রচুর। এজন্য আরবদের দ্বারা নিয়োজিত পারস্যীক কারিগরগণ কাগজ তৈরীতে হান্স ব্যবহার শুরু করেন। চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ও ভক্তজ বিভিন্ন বস্তু ব্যবহৃত হতে থাকে, তবে আরবদের মধ্যে কাগজ তৈরীতে তুলার ব্যবহার ছিল না বললেই চলে।

বহুবছর পার হয়ে এলেও 'হ্যাণ্ডমেড' কাগজ প্রস্তুতের মূল নীতির কৌশলগত বিশেষ ভাবভঙ্গ্য হয়নি—কেবল প্রয়োগগত অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনকালে বড় বড় হাফানদিক্তা, উন্মূল বা চৌকির সাহায্যে প্রথমেই ভক্তজ বস্তুগুলি বেশ ভালভাবে নিষে নেওয়া হত। তারপরে প্রয়োজনমত জলে ভিজিয়ে ও চুন সহযোগে ছুটিয়ে মগে পরিণত করা হত। চুন ও জলের ক্রিয়া ভক্তজলিকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। যখন কাগজের উপাদানভূগে ছেঁড়াকাপড়ের ব্যবহার শুরু হল তখন আরবরা লক্ষ্য করেন যে 'পচন-ক্রিয়া' (fermentation) ভক্ত বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যৱহিত করে। এজন্য মগ প্রস্তুতের পর অল্প কিছু পচিয়ে নিরে ভবে কাখ প্রস্তুত করা হত। যাদের 'চিক্' বা ঘাস থেকে তৈরী 'হাঙ্গু' ধরনের বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত 'কাঠাম' (Paperlifting frame) দিয়ে পাত্র থেকে কিছু কাখ তুলে নেওয়া হ'ত। (কোন কোন অকলে অবশ্য কাখ ঢেলে দেওয়া হত)

জল করে গেলেই কাঠামের উপর যে পাতলা আভরণটি হয়ে যেত সেটিই হচ্ছে কাগজের আধিরূপ। এই কাগজ এরপর শুকিয়ে, মাড় মাখিয়ে ময়ূষ পাথর, লাঁথ, কড়ি বা ছাতির দাঁত দিয়ে ঘষে পালিশ করা হ'ত। কাগজ তৈরী প্রথম গুণে বিশেষত চীনদেশে মাড় মাখানর চলন ছিল না। কারণ তুলির সাহায্যে চৈনিক লিখন ব্রীতির পক্ষে ও কাঠের ছাঁচ থেকে ছাপাইয়ের কাজে সক্রিয় বা শোষক নরম কাগজই ছিল অধিকতর উপযোগী। প্রাচ্যদেশের মধ্যযুগীয় কাগজ কিন্তু বেশ শক্ত ও চক্চকে হ'ত। প্রাচী কাগজে কোন নমুণেই জলছাপ থাকত না। জলছাপ দেয়ার প্রথা উদ্ভূত হয় প্রতীচো (এয়োদশ চতুর্দশ শতকে) এবং প্রাচ্যে উনবিংশ-বিংশ শতকের আগে তার প্রচলন হয়নি বললেই চলে (বিশেষতঃ হাতে তৈরী কাগজের ক্ষেত্রে)।

ভারতবর্ষে কাগজ :

'স্ক্রি'র যুগের শেষে ভারতে যখন ব্যাপকভাবে লেখার চলন হল তখন লেখার কাজে নানা ধরনের গাছের ছাল বা বাকল আর পাতার ব্যবহারই হ'ত বলে পণ্ডিতদের অনুমান। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Q. Curtius লিখে গেছেন আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে ভারতে গাছের বাকলে লেখার চলন ছিল। কার্টিয়াস উল্লিখিত এই গাছ তুর্জ বৃক্ষ বলেই মনে হয়। তুর্জ গাছের বাকলের ভিতর দিকের অংশ থেকে প্রস্তুত এই লিখন ত্র্যাই সাধারণ ভাবে তুর্জ বা তুর্জপত্র নামে পরিচিত। [হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চলে তুর্জবৃক্ষ জন্মায় প্রচুর—লিখন বস্ত্র হিসাবে তুর্জের ব্যবহার ছিল খুবই ব্যাপক। এমনকি এখনও হিমালয় অঞ্চলের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকদের ভাবিজ-কবচ-মাহুলা তৈরীতে, মন্ত্র তন্ত্রের পুঁথি লেখার এর ব্যবহার আছে। লিখন বস্ত্র হিসাবে ব্যাপক ব্যবহারের জন্ত কালে কালে তুর্জ বৃক্ষের আর এক নাম দাঁড়ায় 'লেখন' আর লিখিত মলিল-বস্ত্রাবেষের প্রতিশব্দ হয় "তুর্জ"।]

প্রাচীন ভারতে তালপাতার উপর লেখার চলন ছিল খুবই ব্যাপক। লিখন সারগ্রী হিসাবে তালপাতা উত্তর ভারতেও এতই জনপ্রিয় ছিল যে প্রাচীন তুর্জ পুঁথি ও তাম্রশাশন-গুলির আকারও হ'ত তালপাতার পুঁথিরই মত। তৎকালীয় প্রাপ্ত 'শক' নেতা পণ্ডিতের ২১ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রশাশনের আকার (১৪" X ৩") [Corpus Inscriptionum Indicarum Vol II, Pt i, pp 23. ff, Plate V. f.] এবং Bower তুর্জ পুঁথির (খু: পু: পক্ষম'বর্ষ শতাব্দী) আকার এই মন্ত সমর্থন করে।

তুখু তালপাতা নয়, লেখার কাজে নারিকেল পাতাও ব্যবহৃত হ'ত বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু এসবই প্রকৃতির দেওয়া জিনিষ। কাগজ মাহ'বর্ষই তৈরী—এর ব্যবহার প্রাচীন ভারতে ছিলনা বললেই চলে। মাড় মাখান কাপড়ের উপর চিঠিপত্র লেখার তেওঁরাজ হিন্দুদের মধ্যে ছিল বলে গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ার্কস (খ্রী: পু: চতুর্থ শতক) তার বিবরণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তের মধ্যেও এই ধরনের বস্ত্র উল্লেখ রয়েছে। বাজা দর্পবর্ডনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাজা কালে রাজ্য

বে পরিচয়পত্র এবং প্রতিবেদী অন্তর্ভুক্তকরণের কাজ যে সব অস্থায়ীভাবে লিখে তাঁর হাতে
হেন সে সমস্তই এক ধরনের সাধা পাতলা (মাড় মাখন) কাপড়ে লিখিত ছিল বলে
হিউয়েন সাঙ লিখে গেছেন । এইসব পাতার প্রথম পাথের এক শিলালিপি পাঠে
শিলালিপিতে 'ক্রয় চীতিক' অর্থাৎ চী বা বস্ত্রখণ্ডে লিখিত ক্রয়-কোবালা (deed of
purchase) বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মনে হয় বস্ত্রখণ্ডে লিখিত দু'দলিপি পরে পাথের
উৎকর্ষ হয় । আলবেকনীর বিবরণীতেও (খ্রীঃ একাদশ শতক) লেখার কাজে কাপড়
ব্যবহারের কথা জানা যায় । তবে এইসব কাপড়ের বড় ছিল কাল । প্যাটারসন সাহেবের
রিপোর্টে 'আলিগড়-পাতনের এক মৈনপু'রিশাখার সংরক্ষিত উপরসিংহের চীকানহ
ক্রীষ্ট-ব্রিটিশ চিত্রিত 'বস্তুবিধি'র এক অস্থলিপির কথা জানা যায় । পুঁথিটি ১০" x ৫"
আকারের ১০টি বস্ত্রখণ্ডে ১০৫১-৫২ খ্রীঃ অব্দে অস্থলিখিত । [vide Paterson's 5th
Report, 1916, pp 18, 113] ।

১৪৪১ খ্রীঃ অব্দে পারস্যদূত আবহু'র আক বিজয়নগরে এগেছিলেন - তাঁর বিবরণীতে
কাল কাপড় ও নারিকেলপাতা লিখন বস্তু হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে । হিন্দাবের খাতাপত্র
তৈরীতে কান্ডী বস্তুবস্ত্রের মধ্যে কালকাপড়ের ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিল । 'কড়িতম' বা
'কড়িতম' [Kaditam or Kadatam] নামে অভিহিত এগুলির উপর সাধা খড়ি [Chalk]
বা স্টিয়াটাইট [Steatite] দ্বারা লেখা হত বলে অনুমান করা হয় । কয়েক শত বছরের
পুরাতন এই ধরনের হিন্দাব-বহি শৃঙ্খলী মঠে সংরক্ষিত আছে । [Annual Report of
the Archaeological Dept., Mysore State, 1916, Page 18]

কাপড়কে লেখার উপযোগী করার প্রক্রিয়াটি মোটেই জটিল নয় । এক ফের (ক্ষেত্র
বিশেষে দু-তিন ফের) কার্পাসভাত পাতলা কাপড়ের উপর তৈলুলবীচি থেকে তৈরী মাড়
বা আঠা মাখিয়ে কাঠের মুগুর পিঠিয়ে কাঠ কয়লার সাহায্যে কালো কতে দেওয়া হয় ।
একবারে শেষে মস্ত শাঁখ বা কড়ি দিয়ে পালিশ করা হত । বিষ্ণুপুরের দশাবতার ভাল
এইভাবে তৈরী কাপড়ের উপরই আঁকা হ'ত । প্রক্রিয়াটি সাধা ভারতেই বহুল প্রচলিত
ছিল এবং অন্যান্য নানান কাজে ব্যবহৃত হত । উনবিংশ শতকেও বাঙ্গালার
'লক্ষণজিকা' বা 'কোম্পী' এই ধরনের মাড়-মাখন কাপড়ের উপর লেখা হ'ত । এই মাড়
অবশ্য চাল বা গম থেকে তৈরী করা হ'ত ।

প্রাচীন ভারতে কাগজের ব্যবহার ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে কাগজ সেকালের
ভারতীয়দের অজ্ঞাত ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই । পি. কে. গোড়ে প্রমুখ
পণ্ডিতদের বিশ্বাস অস্ত্র-তপস্কে সপ্তম শতাব্দী থেকে কাগজের কথা ভারতীয় পণ্ডিত
সমাজের জানা হ'ত ছিলই এমন কি, সাধারণ মানুষেরও এর সন্দেশ পরিচয় ছিল । এই সময়
চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । কাজেই এই
চৈনিক বস্তুটি ও তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় থাকা খুবই
স্বাভাবিক । প্রকৃতপক্ষে ই-সিঙের ভারত ভ্রমণের আগেই ভারতে কাগজের ব্যবহার আর

মাত্রায় শুক হয়েছিল—তবে মনে হয় তা ছিল খুবই মহার্য্য ও হুস্পাণা, কেননামাত্র ধর্ম্মীয় প্রয়োজনেই উহা ব্যবহৃত হ'ত। ই-সিঙ্গ তার বিবরণীতে এর স্মরণায় লিখেছেন—
‘ভারতে বৌদ্ধ শ্রমণ ও সাধারণ মানুষ মাটি দিয়ে ছোট ছোট চৈতী মূর্তি তৈরী করত। কাগজের ও বেশম কাগজের উপর ছাপ মেয়ে (Blockprint) মালাপাও তৈরী করত। যেখানেই থাক না কেন, সঙ্গে করে এগুলি তারা নিয়ে যেত এবং নৈবেদ্য সহযোগে পূজা করত। J. Takakusu অন্বিত এবং অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ভাগ্য ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত I. tsing's Record গ্রন্থের ১৫০তম পৃঃ উঠে।] ই-সিঙ্গ তার ভারতীয় ভ্রমণ প্রসঙ্গে একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। “নির্মোহমান বৌদ্ধ দেব বিগ্রহ ‘বজ্র’ মূর্তির নিমিত্ত প্রস্তুত মণ্ডের মধ্যে একদিন গুরুদেবের তাঁর সব পুঁথির ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে দেখা গেল। শিষ্যসকল যখন বলিলেন মূর্তির জন্ত কাগজের যদি একাত্তাই ব্যবহার থাকে তবে লেখাহীন কাগজ ব্যবহার করা বাটতে পারে, পুঁথি ছিঁড়িবার ব্যবহার নাই, তখন গুরুদেব জবাব দেন যে, এই সব ছিন্ন পুঁথির বিষয়বস্তুর উপর বীতভ্রম হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন।” [Takakusu অন্বিত I. tsing's Record ২০৩ পৃঃ উঠে।] ই-সিঙ্গের সময় ভারতে কাগজ প্রস্তুত হ'ত না বলাই মনে করা যেতে পারে। কারণ তিনি তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন যে সংস্কৃত পুঁথি নকল করার জন্য কাগজ ও কালি চেয়ে চীনা বণিকদের মারফৎ তাঁকে দেশে চিঠি পাঠাতে হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর ‘সংস্কৃত চীনা’ অভিধানে ‘সয়া’ [Saya] শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিগ্রন্থোক্ত ভাগটী প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিযুক্ত এই যে, কাগজবোধক চৈনিক শব্দ ‘ৎসিএ’ [tsie] পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতে ‘সয়া’ শব্দে পরিণত হয়েছে। এই সব অভিধানে উল্লিখিত ককলি [Kakali] বা ককরি [Kakari] কাগজবোধক পারসী শব্দ ‘কাগদ’ এরই সংস্কৃত প্রতিরূপ। (চতুর্দশ শতকের কয়েকটি মায়াটী পুঁথিতেও ‘কাগদ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ‘কাগদ’ থেকেই ‘কাগজ’ শব্দের উদ্ভব।) এই সব পরোক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয়দের কাগজের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবে মনে হয়, মূলত ও সহজপ্রাণী তালপাতা ও তুর্জপত্র কাগজের বহুল প্রচলনের ও কাগজ তৈরীর অব্যবহার হয়েছিল। কারণ দেখা যায় সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে নেপালেও কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। তিস্ততের মারফতেই কাগজ তৈরীর কৌশল নেপালে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু নেপাল আর তিস্তত নয়, ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে সমরখন্দে, ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে, দশম শতকে কারবো ও দামাসকে কাগজ তৈরী আরম্ভ হয়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সকল দেশের লক্ষেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা ছিল যথেষ্ট। এ সব সঙ্গেও কাগজ ‘উৎপাদন’ত দূরের কথা, ভারতে কাগজের ব্যাপক প্রচলন যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণবহুশ তুর্জ ও তালপাতার স্থলভতা ও সহজপ্রাণীতা উল্লেখ করা খুবই সঙ্গত ও মূল্যবান।

ভাবে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের দরুন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে কিছু কিছু কাগজ যে আসত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমের বিদেশের মধ্য দিয়েও কিছু কাগজ আসত বলে অনুমান করা যেতে পারে। এককোণ-বাদন-ত্রিকোণ শতকে কাগজে লেখা যে অংশ কয়েকটি ভারতীয় পুঁথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির কাগজ ঐ দূর পথেই ভারতে এসেছিল। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা তিস্তার মধ্যকণ্ঠেই ভারতে (কাম্বীর অঞ্চলে) প্রথম কাগজের প্রচলন হয়েছিল এমন কি, তিস্তার যোগাযোগ থেকেই কাম্বীর কাগজ তৈরীও হুত্বপাত ঘটে। হুগাচীনকাল থেকে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। নেপাল-চুটান থেকে কাগজ এবং কাগজ তৈরীর জ্ঞান আমদানী হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চৈনিক দোস্তাখী মহয়ানের বিবরণী ভারতের কাগজ তৈরীও ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোড় লক্ষণাবতীর শাসক হুলতান গিহাস-উদ্-দিন আমলমশাহের দরবারে অবতানকারী চৈনিক দূতের দোস্তাখী হিসাবে মহয়ান ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন। মহয়ানের বিবরণী থেকে বাংলা দেশে উৎপন্ন কাগজের কথা জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, বাঙ্গালীরা একরকম গাছের ছাল থেকে এক ধরনের অতি মৃদু ও (হরিণের চামড়ার মত) চক্চকে কাগজ তৈরী করত। বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত মুহুম্মদের চতীমুল কাব্যে 'কাগজ' ও 'পটে'র উল্লেখ বাংলাদেশে কাগজ-শিল্পের প্রতিপত্তি ও ব্যাপকতার আভাস দেয়। মনে হয়, কাগজ ও পট ছিল ঐদমরে বাংলার বিশিষ্ট ও হুম্মতিপ্রাপ্ত এক শিল্প।

"মুমুম্মদের কাব্যে পাওয়া যায়—

"পট বেচিয়া [পাঠাভর : খুলিয়া) কেহ কিরয়ে নগরে

.....

.. ..

.....

কাগজ কুটিয়া নাম ধরালা কাপছী [কাগচী]।"

মহয়ানের বিবরণের মতামত স্বীকার করলে এককোণ গ্রন্থ প্রথমেই ওঠে : কাগজ তৈরীর কৌশল কি বাঙ্গালীর নিজস্ব আবিষ্কার না বিশেষ থেকে আহরণিত জ্ঞান ? তবে এবং কোন পথেই-বা সে জ্ঞান বাংলায় পৌঁছায় ? তিস্ত-চুটান-নেপাল হয়ে না সুব্রহ্মণ্যে চীন-কোরিয়া-ইন্দোচীন থেকে ? কোন-সে গাছ বা বাঙ্গালাদেশে কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হত ? নেপালে *Daphne Papyracea* Wall গাছ কাগজ তৈরীর কাঁচামাল যোগ্যত। [এই গাছের ছালের ভিতরের অংশ থেকে কাগজ তৈরী হত]। কিন্তু বাংলা দেশের সমস্ত ভূমিতেও এই গাছ বা অনুরূপ কোন গাছ জন্মায় না ; 'কাজেই কাগজ তৈরীতে এই গাছ ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই কম। তুঁত জাতীয় কোন গাছের এই কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনা কিন্তু খুবই বেশী। গোড় অঞ্চলের রেশম কাপড়ের খ্যাতি খুবই প্রাচীন। রেশমের প্রয়োজনে তুঁত গাছের চাষ এ অঞ্চলে খেটে হত এবং কালক্রমে

তা থেকে কাগজ তৈরী হওয়া খুবই সম্ভব। ষোড়শ শতকের কবি মুসলহাম বে মুলমান-
'কাগজী'দের উল্লেখ করেছেন, বিংশ শতকেও তাদের দেখা গেছে। বাংলা দেশে মালদহ,
চন্দ্রিশশরগা, হগলী, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু কাগজী বিংশ শতকেও তাদের কাগজ
তৈরী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেন নি। এই মুলমান কাগজীরা 'আজ প্রায় হারিয়ে
গেছে, কেবলমাত্র 'পুঁবিজ ও মেলান' রিপোর্টগুলি তাদের বিবরণ ধরে রেখেছে।
এখন কথা হচ্ছে, এই কাগজীদের উদ্ভব কি মুলমান যুগে, না তারও বহু আগে।
এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে এখনো বাদ্যলী কাগজীরাই
বিশেষ তৈরী 'কাঠান-আছাদন' ব্যবহার করত—এদিক দিয়ে চৈনিক কারিগরদের সঙ্গে
এদের মিল রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাগজীদের 'কাঠান আছাদন' হতে
বিত্তিন্ন ধরনের ধান থেকে। এই ধানের তৈরী আছাদন পারদীক প্রত্যাবের লক্ষ্য
বহন করে।

প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ Dard Hunter তাঁর 'Handmade papermaking in India'
গ্রন্থে লিখেছেন 1420-70 খৃঃ নাগাদ কাম্বোজের শাপক আনুলাবিন [Zanulabin]
কাম্বোজে কাগজ তৈরীর সূত্রপাত করেন। তবে মনে হয়, উহা ঐ সময় মোটেই প্রচার
লাভ করে নাই। মূল সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বকালে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের
নতুনভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ঐশ্বর্যশালী মূল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতার লব্ধ শিল্প-
শিল্পীরা সফলতাই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মূল আমলেই ভারতে
কাগজের অস্তিত্বের সূচনা হয়। মূলযুগে কাগজের ব্যাপক প্রচলনে তুর্ক ও তালপাতার
আধিপত্য ক্ষয় হয় বটে তবে তারা একেবারে হতগৌরব হয়নি। কাগজের সঙ্গে সঙ্গে
এদেরও সমান কবর ও চলন ছিল। বৃটিশ যুগে কলে তৈরী কাগজই তুর্ক ও তালপাতার
স্বত্ব পবোয়ান। সঙ্গে নিয়ে আসে আর মুসাব্বেরে ব্যাপক প্রচলন এদের পকবপ্রাপ্তি
স্বাধীন করে।

মূল যুগের কাগজের কথা শুরু করার আগে একদম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে
ভারতবর্ষে দেখা কাগজের পুঁবির একটি বিবরণী দেওয়া খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য
এখানে একটি বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বিবরণী মোটেই সম্পূর্ণ নয়।
বিদেশী শত্রুর আক্রমণকালে বহু ধর্মকেন্দ্র ও বিজ্ঞানিকেন্দ্র ধ্বংস হওয়ায় অনেক
অমূল্য পুঁবিই নষ্ট হয়ে গেছে। তবু এখনও ভারতে অসংখ্য মন্দির, মঠ ও ব্যক্তিগত
সংগ্রহে পুঁবির যে বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে, (বহু পুঁবি বিদেশেও চালান গেছে)
সেগুলি পুঁবিপুঁবিভাবে অহুস্ধান করে কাগজের পুঁবির বিশদ তালিকা আজও
তৈরী করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন মনীষী ও প্রতিষ্ঠান বিকিষ্টভাবে কিছু কিছু কাজ
করেছেন। অথচ কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির সমূহের পুঁবিশালাগুলিতে ও পশ্চিম
ভারতের 'ঐজন-ভাণ্ডার'গুলিতে এবং নেপালে যদি ব্যাপক সতর্কতাপূর্ণ গবেষণা-অহুস্ধান
চালান যায়, তা হলে নতুন আলোক পাওয়া যাবে বলে অনেকেই দৃঢ় বিশ্বাস।

কাগজে লিখিত ভারতীয় পুঁথির তালিকা

২

1089 খ্রষ্টাব্দ : প্রখ্যাত গ্রন্থবিদ অরেনটাইন 1089 খ্রষ্টাব্দে লিখিত 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে এক পুঁথির উল্লেখ করেছেন।

[Catalogue of Jammu Mss., 1894, p. 8]

1124 খ্রষ্টাব্দ : 'ভাগবত পুরাণ' (ভাষা সংস্কৃত) পুঁথিটিতে রচনাকাল 1181 সংবৎ (≡ 1124 A.D) উল্লিখিত হয়েছে লিপির ছাফও বাহন শতকের, কিন্তু মালিনে ঢোকা আছে রচনাকাল 1381 খ্রষ্টাব্দ।

1223 খ্রষ্টাব্দ : প্রোচ্যবিদ ব্লার উল্লেখ করেছেন তারিখ সংবলিত প্রাচীনতম তথ্যটি পুঁথির তারিখ হচ্ছে 1223-24 A.D.

[Buhler : Indian Paleography. English translation published in Indian Antiquary Vol. XXXIII, 1904, p. 97.]

1231 খ্রষ্টাব্দ : 'কটিকাব্যাস' উত্তর-পশ্চিম ভারতে লিখিত, হরফ—নাগরী ভাষা। আয়তন 6" × 4" সংগ্রহ—সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

1293 খ্রষ্টাব্দ : 'শান্তিনাথ কলম' গ্রন্থকার—জিনেশ্বর হরি [1275—1300 A.D] অহলেশ্বরক বিনয়গুরু, অহলিখরকাল 1350 সংবৎ (≡ 1293 A.D), হরফ দেবনাগরী, ভাষা অগ্ৰজ্ঞ, দগ্ধ লালতাই বলপততাই ভারতীয় সংস্কৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র। আধুনিকবাদ।

1310 খ্রষ্টাব্দ : Gough উল্লিখিত 'ভাগবত' পুঁথি।

[Gough : 'Papers' 16 & 24.]

1310 খ্রষ্টাব্দ : 'শ্রীকবিকান' স্বর্গবেদ (অষ্টম) অষ্টকের প্রাক্ সাগন ভাষা। ভাস্কর (গ্রন্থকার) শ্রীগোবিন্দ ভট্ট। দেবনাগরী হরকে সংস্কৃত ভাষায় 1376 সংবৎে রচিত।

সংগ্রহ—মহাশক্তি ভবন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বাগানপাড়া।

1320 খ্রষ্টাব্দ : 'চিকিৎসা-সার সংগ্রহ' গ্রন্থকার : বাণেশ্বর (বাসন শতাব্দী)। অহলেশ্বরক—রগনিংহ। দেবনাগরী হরকে, সংস্কৃত ভাষায় 1376 সংবৎে বিজাপুরে (?) অহলিখিত।

সংগ্রহ—ভাণ্ডারকর ডিরেক্টোরাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুণা।

1323 খ্রষ্টাব্দ : The Avesta Codex K5. 1379 সংবৎে লুডভীর্বে [খমবার্ড] কাগজে অহলিখিত।

[Reproduced by the University Library, Copenhagen]

1334 খ্রষ্টাব্দ : 'উত্তর পুরাণ' (দ্ব্যতদেবের পরবর্তী জৈন তীর্থঙ্করের জীবনী)—

গ্রন্থকার—পুন্ডরিক (১ম শতাব্দী), অঙ্কলেখক—বাহুবল্লভ দেব, দেবনাগরী
হরফে, অশোকের ভাষায় ১৩৭ সংবতে দিল্লীতে অঙ্কলিখিত ।

সংগ্রহ—শ্রীবিগ্গর জৈন অভিযন্তেত্র, ঐমহাবীরজী, অম্বপুর ।

১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দ : কাগজে লিখিত প্রাচীনতম মৈথিলী পুঁথি ।

[Diringer. David : The Hand Produced Book. p. 364]

১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ : 'জ্ঞানসমুদ্র' (কালিদাস রচিত জ্ঞানসমুদ্র) কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথি :
অঙ্কলেখক—অজ্ঞাত (অশোকের পোকার খেয়ে গেছে) দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত
ভাষায় ১৪৩১ সংবতে অঙ্কলিখিত ।

সংগ্রহ—রাজস্থান ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যোধপুর ।

১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ : 'কাদম্বরী' (১২শ শতাব্দী কবিপুত্র পুলিন্দেব) সংবোধন । গ্রন্থকার—মহাভারত
দ্বর্ষবর্ধনের সত্যকবি বাণভট্ট (১ম শতাব্দী), অঙ্কলেখক—মণ্ডন । দেবনাগরী
হরফে, সংস্কৃত ভাষায় ১৪৩৫ সংবতে অঙ্কলিখিত ।

সংগ্রহ : বিশেষগণনায় বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ।

১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দ : 'নিকর' (ভাষ্যসহ), গ্রন্থকার : নিকর-দাস । ভাষ্য—ভূগীর্জা—
দেবনাগরী হরফে, সংস্কৃত ভাষায়, ১৪৪৪ সংবতে লিখিত ।

সংগ্রহ - বিশেষগণনায় বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট । হোসিয়ারপুর, পাঞ্জাব ।

১৪০৪—কাগজে লিখিত প্রাচীনতম বাংলা পুঁথি ।

[Diringer, David : The Hand produced Book. p. 374]

(ক্রমসং :)

History of Papermaking and introduction of paper in India
By Pankaj Kumar Datta.

গ্রন্থাগারের পটভূমিকায় গ্রামোফোন রেকর্ড বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার কথাটির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত। সাধারণের পাঠের জন্য এই যেখানে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয় সেই স্থানকেই আমরা সাধারণতঃ গ্রন্থাগার বলে থাকি। কিন্তু এই বই ছাড়া আরও যে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে পারে তারই একটির দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনায় বই সম্পর্কে অনেক আলোচনাই হয়েছে। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডও যে গ্রন্থাগারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে, তা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে শ্রুতিই প্রতীতমান হয়। অথচ সে সবচেয়ে খোঁচ খালোচনা হয়নি আজও।

বই শাখায় রাখার জন্য ডিউই (Dewey), কোলন (Colon), ইউনিভার্সাল ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেশন (U.D.C) প্রকৃতি অসংখ্য পদ্ধতি হয়েছে এবং এর মধ্যে সুবিধার ভিত্তিতে বেলেভিল ডিউই প্রবর্তিত পদ্ধতিই পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডকে গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত করে উপযুক্ত কার্যপ্রণালীর রূপ দিতে খুব অল্প কয়েকটি গ্রন্থাগারই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে Luton Central Library'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগারের জন্য এক কার্যপ্রণালীর কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু হুই এক কার্যপ্রণালী কেউই স্থির করতে পারেন নি। তাই গ্রামোফোন রেকর্ড নিয়ে কাজ করতে যেহে বে বিবিধ অভিজ্ঞতা আছে তার সাহায্যে এক কার্যকরী পদ্ধতিকে স্বীকার করে চলাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী যেমন জটিল তেমনি এক হুচিসিদ্ধ পথার অমূল্যবৎ এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

বিত্তাজন—(Classification)

Dewey পদ্ধতি অমূল্যবাহী বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন সমস্ত জ্ঞানকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, গ্রামোফোন রেকর্ডের বেলাতেও তাকে কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। বিষয় অমূল্যবাহী ভাগে করার আগে গ্রামোফোন রেকর্ডগুলিকে আকার অমূল্যবাহী ভিন্ন ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। যেমন, 78 R.P.M. Extended Play (45 R.P.M.) ও Long Playing records. এর মধ্যে সাধারণতঃ বিত্তীয়টি আকারে সবচেয়ে ছোট, প্রথমটি মধ্যম ও তৃতীয়টি আকারে সবচেয়ে বড়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের রেকর্ড রাখা অসুবিধা বলে আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন, যে বর্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড সম্পর্কেই প্রবন্ধের সীমা গতিবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন দেশের ও বিশ্বের রেকর্ড নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

রেকর্ডের প্রথম পর্ষায়ের ভাগ হবে দুই বকম :

- ১। কণ্ঠস্বর (vocal music)
- ২। যন্ত্র (Instrumental music)

এর পর ভাগ হবে এই বকম :

কণ্ঠস্বর (Vocal)

- ১। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (classical)
- ২। ভজন, ভাস্যাসঙ্গীত, রাগপ্রধান (Devotional)
- ৩। লোকগীতি, বাউল, ভাটিয়ালী (Folk)
- ৪। (ক) আধুনিক—পুরুষ শিল্পী (Modern—Male)
- (খ) আধুনিক—মহিলা শিল্পী (Modern Female)
- ৫। চলচ্চিত্র (Film Songs)
- ৬। বরীন্দ্র সঙ্গীত (Tagore Songs)
- ৭। নজরুল গীতি, বিজেশ গীতি, অতুলপ্রসাদী ইত্যাদি (Nazrul, Dwijendra, Atulprasad)
- ৮। জীবনী, আবৃত্তি ও সমবেত কণ্ঠ (Life, Recitation, Chorus)

যন্ত্র (Instrumental)

- ১। যন্ত্র সঙ্গীত—উচ্চাঙ্গ (Instrumental—Classical)
- ২। যন্ত্র সঙ্গীত—লঘুস্বর (Instrumental—Light)

সাধারণতঃ কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ডগুলিকে যথাক্রমে ৮ ও ২ ভাগে ভাগ করার পর প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগের আবার উপ-বিভাগও করা যায় রেকর্ড বৈধি থাকলে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ডগুলিকে আলাদা করার পর সেগুলিকে প্রথমে শিল্পীর নামের আভ্যন্তরীণ ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে। একই শিল্পীর সমস্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড পাশাপাশি আবার পর গুলিকে প্রচলিত রাগের নাম অনুযায়ী রাখা ভাল কিন্তু একই রেকর্ডের দুই পিঠে দুই বকম রাগ থাকায় এতে একটু অসুবিধা দেখা দেবে। আবার রেকর্ডের আকার অনুযায়ী ভাগের ফলে একই গানের রেকর্ড বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে—। এই সকল অসুবিধা দূর করতে গ্রন্থসূচী (Catalogue) সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে ঐ বিশেষ রাগের গান কোন কোন রেকর্ডে পাওয়া যাবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

এরপর তত্ত্বমূলক গানের রেকর্ড। এতে থাকবে ভাস্যাসঙ্গীত, ভজন, রাগপ্রধান প্রভৃতি। যদিও সব রাগপ্রধান গানই তত্ত্বমূলক হবে এমন কথা নেই তবুও যেহেতু

অধিকাংশ গানই ঐ পূর্ণায়ের বশে একে ভক্তিমূলক গানের ত্তিতর রাখাই হুবিধাজনক। এখানেও গানের প্রকৃতিগত বিভাগ অর্থাৎ ভজন, ভাষোদ্যোত, রাগপ্রদান প্রকৃতি ভাগের পর শিল্পীর নাম অহুয্যায়ী সাজাতে হবে। শিল্পীগীতি, বাউল, জাতিয়ানী প্রকৃতি গানের বেকড'ও ঠিক এই ভাবে ভাগ করা হবে।

আধুনিক গানের বেকড'গুলিকে পুরুষ ও মহিলা শিল্পীর ভিত্তি দুই ভাগ করে তারপর শিল্পীর নাম অহুয্যায়ী ভাগ করতে হবে। বেকডের প্রাচুর্য থাকলে হরীজ সঙ্গীতের বেকড'গুলিকেও পুরুষ ও মহিলা শিল্পীর ভিত্তি দুই ভাগ করে পরে শিল্পীর নামানুসারে সাজাতে হবে। নবকল গীতি, বিজ্ঞান গীতি প্রকৃতি বেকড' প্রথমে গানের ভাগ পরে শিল্পীর নামের বানান অহুয্যায়ী ভাগ করতে হয়।

ছায়াছবি (Film Song) গানের বেকড'গুলিকে চলচ্চিত্রের নাম অহুয্যায়ী সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন। কারণ ছায়াছবির নামেই অধিক গানের প্রসিদ্ধি।

সহবেত কণ্ঠ গান (Chorus), আবৃত্তি ও জীবনী-আলেখ্যের ভিত্তি প্রথমে মূল বিভাগ করে পরে সহবেত কণ্ঠ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নামে, আবৃত্তির ক্ষেত্রে আবৃত্তিকারীর নামের ও জীবনী আলেখ্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামের আন্তর্ভুক্ত করে অহুয্যায়ী সাজাতে হবে।

বহু সঙ্গীতের বিভাগ একটু আলাদা। উচ্চাঙ্গ বহু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহুর নাম অর্থাৎ সেতার, সরোদ, বেহালা, বাঁশী, সারোঙ্গী প্রকৃতির নামানুসারী পর পর ভাগ করার পর প্রত্যেক বহুর শিল্পীর নামের বানান অহুয্যায়ী সাজাতে হবে।

লঘু বহু সঙ্গীতের বিভাগও ঠিক একই প্রকার। সহবেত বহু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নাম অহুয্যায়ী পর পর সাজাতে হবে।

মোটামুটি এইভাবে ভাগ করে রাখাই হল প্রায়োফোন বেকডের বিভাজন (classification). তবে আলাদা অংশে কেবল মাত্র বাউল বা আংশিক হিন্দী গানের বেকডের কথাই বলা হয়েছে। প্রত্যেক ভাবার বেকডের ভিত্তি প্রয়োজন আলাদা ব্যবস্থা। বাংলা ও হিন্দী গানের বেকডই সাধারণতঃ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য ভাবার বেকডের ভিত্তিও একই ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। লঘু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলা ও হিন্দী গানের বেকডগুলি আলাদা থাকলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইভাবে আলাদা করার প্রয়োজন নেই। কারণ অধিকাংশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই হিন্দীতে রচনা করা হয়েছে।

বেকডসূচী (Catalogue)

বেকড' বিভাজনের পরেই আগবে বেকডসূচী (catalogue) প্রদ্য। বইয়ের বতই প্রায়োফোন বেকডের ভিত্তিও কাত' ক্যাটালগ করা হুবিধাজনক। এতে থাকবে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি :—

১। শিল্পীর নাম।

- ২। সঙ্গীতের উৎস (Medium of performance) যেমন, কণ্ঠস্বর/যন্ত্র।
- ৩। (ক) সঙ্গীতের প্রকৃতি (কর্তৃ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে)—উচ্চাঙ্গ, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রমীশ্রুতি, ভজন ইত্যাদি।
- (খ) যন্ত্রের পরিচয় (যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে)—সরোজ, দেত্তাব, বাঁশী, স্ট্রাট, তবলা ইত্যাদি।

৪। গানের প্রথম কলি। সমবেত যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথম কলির কোন প্রয়োজন নেই।

রেকর্ডের প্রকৃতি (Type of record)—78 RPM. Extended Play বা Long Playing.

৬। রেকর্ডের পিঠ ও অংশ (Side & cut)—extended বা Long playing হলে রেকর্ডের কোন পিঠ লেখা ছাড়া ও কোন অংশ (cut) তা লিপিতে হয়। extended play-তে সাধারণতঃ (২ + ২) চারটি অংশ থাকে আর long playing record-এ (৬ + ৬) দশটি অংশও থাকতে পারে। তাই বিশেষ গান লং Long playing record-এর কোন পিঠের কোন অংশ আছে তা লিখে রাখা প্রয়োজন।

৭। প্রস্তুতকারকের নাম ও রেকর্ড সংখ্যা (Manufacturer's name & record number)—যে সংস্থা রেকর্ড তৈয়ারী করেছে রেকর্ডের উপর দেওয়া সেই সংখ্যা। এতে কোম্পানীর নাম ও রেকর্ডের বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

৮। গ্রন্থাগারের সংস্থান সংখ্যা (Accession number)—রেকর্ডের উপরে অথ গোলকৃতি লেবেল আটকিয়ে তাতে এই নম্বর দেওয়া হয়। এর ফলে রেকর্ডের বিস্তারিত Accession Register থেকে জানা যায়।

এই কার্ডখানিই হবে প্রধান বা মূখ্য কার্ড (Main entry)। এ থেকে যাতে সব রকমের খবরই যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর পরেও কয়েকটি আলাদা কার্ড করা প্রকারের যেন,—

গানের প্রথম কলি দিয়ে—‘আখ্যা সংলেখ’ (Title entry), এতে প্রথম কলির পর কোন প্রকৃতির গান অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ হলে রাগ ও রাগিনী, আধুনিক, চলচ্চিত্র হলে চলচ্চিত্রের নাম ইত্যাদি বিবরণ দিতে হবে। রাখখানে শিল্পীর নাম দিয়ে পরে কণ্ঠস্বর কি যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্র হলে যন্ত্রের নাম এবং রেকর্ডের গতি অর্থাৎ 78 RPM, না extended play বা Long playing তা দিতে হবে কারণ প্রত্যেকের কাছে তিন রকমের রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র record player নেই।

ঐক্যকণ্ঠে গানের বিভিন্ন শিল্পীর নামে আলাদা কার্ড করা হবে আর সমবেত কণ্ঠ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরিচালকের নামে কার্ড রাখতে হবে।

বহনকীভের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বস্তুর নামে আলাদা কাত' করে তাতে শিল্পীর নাম, গানের প্রথম কলি, রাগ ও গানিগী প্রভৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন ।

সংযুক্তি তালিকা (Accession Register)

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য একটা আলাদা Accession Register রাখা দরকার । বইয়ের Accession Register থেকে এই Register একটু আলাদা ধরনের । এতে থাকবে নিম্নলিখিত বিবরণি :—

- ১। সংযুক্তির তারিখ (Date of accession)
- ২। সংযুক্তি সংখ্যা (Accession number)
- ৩। প্রস্তুতকারকের সংখ্যা (Manufacturer's number)
- ৪। শিল্পীর নাম (Artist's name)
- ৫। প্রথম কলি (First line of the song)
- ৬। প্রস্তুতকারকের নাম (Manufacturer's name)
- ৭। বিক্রেতার নাম (Supplier)
- ৮। বিল নং ও তারিখ (Bill number and date)
- ৯। মূল্য (Price)
- ১০। সঙ্গীতের প্রকৃতি (Type of song)
- ১১। বাতিল করার কারণ ও তারিখ (Reason and date of disposal)
- ১২। মন্তব্য (Remarks)

রেকর্ড সংরক্ষণ (Preservation)

বইয়ের চেয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ একটু ব্যয়সাধ্য । প্রচণ্ড গরমে রেকর্ড বেকে বাবার সম্ভাবনা বেশী, আবার একটু হাত কদকে গেলেই ভেঙে চূরবার । বেকে বাবার ভয় থেকে পরিজ্ঞান শাওয়ার একমাত্র উপায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার । বইয়ের চেয়ে রেকর্ড সহজে ভস্ম হলেও এর স্থায়িত্ব বেশী । কখনো পরস্পর বিরোধী হলেও ঠিক । কখন কালে বই জীর্ণ ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে কিন্তু রেকর্ডের গুরুত্ব ক্ষতি সহজে হয় না । তবে হাতে হাতে বুলব দিয়ে রেকর্ড পড়িকার করা দরকার, না হলে এর ঝঞ্জে ঝঞ্জে মূল্য-বালি আটকে বেয়ে কথাকে অস্পষ্ট করে তোলে । বইয়ের মলাটের মত রেকর্ডের জন্য রেকর্ড আচ্ছাদন (Record cover) একান্ত অপরিহার্য । এই আচ্ছাদন ছিঁড়ে গেলে নতুন আচ্ছাদন লাগাতে হয় ।

রেকর্ড পেন-হেনের ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার । বইয়ের পাতা ছিঁড়ে গেলে তাকে আবার বাঁধিয়ে কাজ চালানো যায় কিন্তু রেকর্ডের কোন পিঠে দামাঙ্গ

আঁচড় লাগলেও রেকর্ডখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা। এমনকি রেকর্ড কেবল নেওয়ার সময় ভালভাবে দেখে এমন কি বাজিয়ে নেওয়া প্রকার।

আলোচ্য অংশে যে রেকর্ডের কথা বলা হল তা সবই সঙ্গীত সম্পর্কীয়। কিন্তু আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত না হলেও পান্ডিত্য দেশে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা, যেমন How to learn English, Pronunciation of words, Art of acting প্রভৃতি সহকারী শিক্ষার মাধ্যম গ্র্যামোফোন রেকর্ড। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্র্যামোফোন রেকর্ডের প্রচলন আমাদের দেশে আজও হয়নি অথচ শিক্ষার এ একটা ভাল প্রতি সহায়ক, (Good audio service to Education) মাধ্যম। ছোটবেলা প্রাথমিক কালের জন্য গৃহশিক্ষকের অভাব মেটাতে গ্র্যামোফোন রেকর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার এক হস্তর চুম্বিকা নিতে পারে।

গ্রন্থাগারের পরিদ্রেক্ষিতে বলা যায় বইয়ের মধ্যে আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির কথাই জানতে পারি, কিন্তু সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারি গ্র্যামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। এ কারণে বইয়ের তুলনায় রেকর্ড আরও প্রয়োজনীয়। অতীতের মানুষটির কর্তব্য, তার বাচনভঙ্গী সবই আমাদের সামনে ঘটে ওঠে স্পষ্টভাবে। গ্র্যামোফোন রেকর্ড আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে আশ্রয় স্থান করে নিচ্ছে। আমাদের মাধ্যমে শিক্ষার এমন মনোহর ব্যবস্থা আর নাই। বাড়ীতে বইয়ের আগরারী যেমন হুশিয়ার পরিচয় বহন করে, তেমনি ভাল ভাল রেকর্ডও হুচি ও কলাম্বাসগিটার কথাই শ্রবণ করায়। আমেরিকা, লন্ডন, পশ্চিম আফ্রানী প্রভৃতি দেশে বইয়ের গ্রন্থাগারের পাশেই রয়েছে গ্র্যামোফোন রেকর্ড গ্রন্থাগার। আর সঙ্গীত শিক্ষানিকেতনে তো আলাদা গ্রন্থাগারই থাকে।

বিদেশের কয়েকটি জায়গায় সৌখীন ক্লাবও গড়ে উঠছে গ্র্যামোফোন রেকর্ডের। গ্র্যামোফোন রেকর্ড রাখা অনেকের কাছেই 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই সব রেকর্ড কিনতে পারে না বা সংগ্রহও করতে পারে না তাই তারা এই সব রেকর্ড ক্লাবে এসে তাদের প্রয়োজনীয় রেকর্ড শুনে যায়। চীনা-দেওয়া গ্রন্থাগার যেমন আছে তেমনি বিনা চীনারও রেকর্ড গ্রন্থাগার রয়েছে অনেক ওপে। যারা পুস্তকে পারেন না তাঁদের কাছে গ্র্যামোফোন রেকর্ড এক অভিনব সম্পদ। কেবলমাত্র সঙ্গীতই নয়, ভাষার উচ্চারণ, ও বানান একই সাথে জানাবার জন্য গ্র্যামোফোন রেকর্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা রেকর্ড গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারি। সকলের পক্ষে সব রেকর্ড কেনা যেমন সম্ভব নয় সেই রকম আবার Record player কেনাও বাধ্যসাধ্য। এ জন্য প্রয়োজন রেকর্ড গ্রন্থাগারের। যেখানে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বা বিনা অর্থে রেকর্ড নেওয়া সম্ভব হবে বা বাজিয়ে শোনা যাবে। আর সেই গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিককে আরও কয়েক ধাপ

এগিয়ে যেতে হবে প্রয়োজনযুক্ত গ্রন্থাগারকে সাম্মাতে ও তাতে একটি বৃহৎ কাগজপ্রণালী স্থাপন দিতে। এই গ্রন্থাগারের কাগজপ্রণালীতে এক টৈশিটের পরিচয় বারাই দেবেন তাঁরাই হবেন হেকড গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্ব। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আলোচনা জানাই।

Gramophone records in the library

By Bimal Chandra Chattopadhyay

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের
কাজ শুরু হয়ে গেছে—কিন্তু গৃহনির্মাণ তহবিলে
আপনার সাহায্য পাঠিয়েছেন কি ?

॥ একটি সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় ॥

স্বতাবচ্ছন্ন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা—

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকে প্রায়শই অনেক বকম প্রশ্নের উদ্ভব ঘুঁজে দিতে হয়। কোন সাহিত্যিক, শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকের জীবন সযত্নে তথ্য তালু মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃতিমূলক জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবী এখন আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। প্রায়শই সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিমূলক সমস্যা বা গবেষণামূলক তথ্যাদি আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতিতে মিলিত হচ্ছেন। এক দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক অল্পবেশ পরিচয়ই আসছেন।

যদি থাকে, কোন একজন রূপ বৈজ্ঞানিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে রসায়নের কোন বিশেষ শাখার উপর বক্তৃতা দেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাঁর গবেষণা সযত্নে ও জীবনীময়ভাবে কিছু তথ্য জানানতে চাইলেন গ্রন্থাগারিকের কাছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীকে এই তথ্য ঘুঁজে দিতে হবে।

অথবা আপনাতর কাছে আপনার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানানতে চাইলেন শ্রীযুক্ত ‘ক’র কোন ফটো আছে কিনা। কারণ শ্রীযুক্ত ‘ক’ একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তাঁকে আনবার জন্য বিমানঘাটিতে বা টেনে লোক যাবেন, কিন্তু ঘাঁরা আনতে যাবেন তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁকে কোনদিন দেখেননি, সুতরাং ফটো না পেলে যদি তাঁদের মধ্যে তাঁর আগ্রহের কোন ক্রটি থেকে যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁকে ফটো দিয়ে সাহায্য করাও তাঁর একটি কাজ।

সমস্যা :

প্রথমটি সযত্নে মনে হতে পারে এ আবার কি এমন সমস্যা, কত কত বায়োগ্রাফিকাল ডিক্লনারী রয়েছে উদ্ভব তাতেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান অত সহজ নয়। বিশেষ করে, কোন বৈজ্ঞানিক সযত্নে জীবনীমূলক তথ্য আহরণ করা থাকে থাকে হুমাসা হয়ে ওঠে। কেন হুমাসা হয়ে পড়ে তাঁর মোটামুটি কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হল।

(১) আদর্শগত ব্যবধানের জন্য (Ideological difference) অনেক সময় একবেশে প্রকাশিত বায়োগ্রাফিকাল ডিক্লনারীতে অন্তর্দেশের বৈজ্ঞানিক সযত্নে তথ্যের স্বল্পতা এবং অনেক সময় তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) আদর্শগত কারণে অনেক সময় কোন দেশের বৈজ্ঞানিকদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়।

(৩) অনেক সময় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও নিম্নের নামগ্রক্কে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

(৪) যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের নামই সাধারণতঃ বায়োগ্রাফিকাল ভিত্তিনারীতে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করলেন তার নাম ঐ ভিত্তিনারীতে সংযোজনের ক্ষমতা পরবর্তী সংস্করণের অপেক্ষায় থাকতে হয় এবং প্রায়ই পরবর্তী সংস্করণ বেহেতে স্থানপক্ষে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত কারণগুলোর সমন্বয়ের ফলে বৈজ্ঞানিক জীবনী সম্বন্ধে তথ্য জানা বটে। সাধা হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও একটু কষ্টসাধ্য। কারণ প্রায়ই বায়োগ্রাফিকাল ভিত্তিনারীতে ছবি থাকে না, থাকলেও সংগ্রহ ছবি থাকে না।

এই সমস্যাটির সার্বিক সমাধান হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু আংশিক সমাধানে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা হ'তে পারেন।

সমাধানের কয়েকটি উপায় নিয়ে দেওয়া হল :

(১) গ্রন্থাগারে যে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা হ'য়ে থাকে তার লেখক সম্বন্ধে বইগুলোর প্রচ্ছদের মলাটে ছবি ও জীবনী দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে এই মলাটগুলি বই থেকে খুলে নেওয়া হয়ে থাকে। ঐ মলাটের বিশেষ অংশটি কেটে নিয়ে লেখকের নামানুযায়ী বর্ণানুক্রমিক শাখায় ফাইলে রাখা যেতে পারে।

(২) দৈনিক পত্রিকা থেকে সম্ভ্রুতি নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বা অন্যান্যভাবে পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে ফাইল করা যেতে পারে।

(৩) কোন বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পত্রপত্রিকায় কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনীমূলক প্রবন্ধ বেরলে সেই অংশটুকু কটাকপি করে নিয়ে ফাইলে রাখা যেতে পারে।

(৪) কোন বিশেষ কনফারেন্স সংখ্যা বেরলে তাতে সাধারণতঃ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কোন সাধারণ সভাপতি তাঁদের জীবনী ও ছবি প্রকাশিত হয় (যেমন Science & Culture এর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বিশেষ সংখ্যা)। এই জীবনীগুলি কাছে লাগানো যেতে পারে।

এইভাবে উপরোক্ত সমস্যাটির আংশিক সমাধান হয়তো অসম্ভব নয়।

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী হতে জনৈক অপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেদক শ্রীভুলানন্দ শর্মার নিবেদন)

‘ইন্ হাট্টে আইন্ট আইন শোয়েনেষ্ট ফাটেরল্যাণ্ট !’

অর্থন তাবা শিক্ষার কালে প্রতিদিনই শিক্ষক মশাই কালে চুকেই একটি না একটি বাধ্য লিখতে দিতেন। এটি ছিল তার প্রতিদিনকার শ্রম অভ্যাস। তারপর বাকাটি বোডে’লেখা হয়ে গেলে নিজেই সেটি আবার পড়তেন। নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করতেন—‘আচ্ছা, লিখেছ ? “ইন্ হাট্টে আইন্ট আইন…… ?”

তারপর একটু বেমে আবার বাকাটির অর্থ বলে দেবেন। প্রথমে ইংরেজীতে—‘I had once a beautiful fatherland.’ তারপর বাংলার আবার তার তর্জমাও করে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। আর তাই করেই শুধু ক্ষান্ত হতেন না—টীকা-টীপনি এবং কখনো কখনো সরস মন্তব্য—‘অর্থাৎ বুঝলে কিনা, একদা আমাদেরও একটি জন্মভূমি ছিল। সেটি কি জানতো ? পূর্ববঙ্গ !’

এরপর তিনি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কাণ্ড কোণার বাড়ী ভানতে চেয়ে জেতা করতে শুরু করলেন। আর আশ্চর্য ! এই জেতা থেকেই প্রকাশ পেল ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরাই বাঙালী ছিল পূর্ববঙ্গে !

পূর্ববঙ্গের কথা মনে হলই ভুলের মন চলে যায় কলকাতা থেকে দেড়শ মাইল দূরে তার জন্মভূমি পূর্ববাংলার সেই গ্রামখানিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ওপর থেকে একটি কালে পর্দা সরে বেয়ে লম্বা কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শুধু জন্মভূমি বলেই নয়, শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানটি বোধ হয় সর্বকালে সকলের কাছেই শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। নিজ গ্রামের সঙ্গে ভুলের সম্পর্ক অবশ্য খুব বেশী দিনের নয়। কৈশোর অভিযাত্রা হওয়ার পূর্বেই তাকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছিল। তবু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বেশ ভাগ্যভাগি হওয়ার আগে পর্যন্তও। গরমের কিংবা পূজার ছুটিতে ‘ইস্ট বেঙ্গল মেল’-এ চড়ে গোরালন্দ থেকে সীমারে কবে পদ্মা পাড়ি দেওয়ার সে স্মৃতি সহজে স্তোম্যের নয়। তুলে আবার নয় পূর্ববঙ্গের সেই অপূর্ব প্রকৃতি। কতবার গ্রামের ভাড়াভাড়ি পৌছুবার তাগিদে ভুল নৌকার হাল ধরেছে আর মাঝি শুণ টেনে নিয়ে চলেছে নদীর ধার দিয়ে। যে না দেখেছে, তাকে সে কি করে বোঝাবে পূর্ববঙ্গের সেই বৈচিত্র্যময় অপূর্ব প্রকৃতির কথা—বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে কিংবা বসন্তে তার অপরূপ সত্য বাহ্য আর বড় বলের কথা !

অবশ্য কি পূর্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে—কি বঙ্গদেশের বাইরে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তা সর্বত্রই আছে—গ্রামও আছে—তার বিভিন্ন জন-জীবনশীলও আছে। অনেকের কাছেই ভুলের এই হা-হতাশের কারণ টিক বোধগম্য না হতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এখন

তগুলোর চিরদিনের বাসস্থান বলে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এই এত বছর পরেও তগুল কেন এমন হা-হা-হা-হা-হা করতে বসেছে। পূর্ববঙ্গ তো এখন তগুল এবং তগুলের মত আরো অনেকের কাছে স্বত্বাধীন। আর সে স্বত্বাধীন মধুর হতে পারে না, সে স্বত্বাধীন তো বেধনার।

একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই দেশ—অথচ আজ পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা দুটি আলাদা রাষ্ট্রের লক্ষ্যবর্তী। আজ আর হাজার ইচ্ছে হলেও কি সেই প্রাচ্যের সেই পরিবেশ ফিরে পাওয়া যাবে। ভাষাভাষা সমস্যা তো অপরিবর্তিত নয়। সেইদিনের সেই পরিবেশ সে তো আর কোনদিনই সে ফিরে পাবে না! তগুল তার খেলার সাথী ও ফুলের সহপাঠীদের কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

‘হিন্দু না ওয়া মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?’ না, তগুলের খেলার সাথী বা সহপাঠীদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান এ নিয়ে তগুলের মনে সে সময়ে কোন দ্বিধা-ভাব ছিল না। বরং তগুল ঘাঘের সঙ্গে গোজা হেঁটে ছ’মাইল দূরের ফুলে পড়তে যেত সেই আজিজুল, মজিব, সামাদ, জাহাঙ্গীর, মশরুর প্রভৃতি তার সহপাঠীরা আর সকলেই ছিল মুসলমান।

তগুলের মনে পড়ে, এই কলকাতা শহরেই ১৯৪৬ সালের সেই তরবাহ দাঙ্গার দিনে শিয়ালবহু স্টেশনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার সহপাঠী আবদুল মজিবের সঙ্গে। রেলের ট্রেন শরীফের চাকরীতে ঢুকেছিল মজিব। লম্বা বিবাহিত তার সেই বন্ধু সেদিন তাকে আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর এই বলে বার বার আফ-শোব করেছিল, ‘ভাই, এইদিন না হলে আজই তোমাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় গিয়ার সঙ্গে আশ্রয় করিয়ে দিতাম।’

সেদিন তাদের চোখের মত পালিয়ে যেতে হয়েছিল দুজনকে দুদিকে—পাছে কে কার প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠবে এই ভেবে। আবদুল মজিব আজ কোথায় আছে তগুল জানে না। বিশ বছর হয়ে গেছে তাদের পরস্পরের আর দেখা-শাফা হয় নি। আজো যদি কোন দিন তার সাথে দেখা হয়ে যায় তবে সে কি ঠিক তেমনি করেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে না?’

তগুলের সহপাঠী ছিটগ্রাম আজিজুল আরবি ছেড়ে তার কবিনেপন নিয়েছিল সংস্কৃত। যদিও তাকে নিয়ে সংস্কৃতের পণ্ডিত মশায় একটু প্রজ্ঞার গর্ববোধ করতেন কিন্তু আসলে সংস্কৃতের প্রতি খুব যে একটা প্রীতিবশতঃ সে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেছিল তা নয়—ওটা ছিল ওর একটা খেয়াল। জাহাঙ্গীর নামে কলী লাজুক ছেলেটিকে যেখানেই ফুলের ছেলেটা রাজকীর সখর্দনা জানাত ‘হুনিব’ করে। আর মথোদন করত ‘জাহাঙ্গীর’ বলে। ছেলেটি লজ্জার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত আর তার কলী গাল হয়ে উঠত রক্তা টকটকে।

সংসারী পাঠক, আপনি হয়তো ভাবছেন ততুল এভাবে যে তার বাল্যস্মৃতি বোঝান করছে সেদিক কথা শুনে আপনার পাত কী! আর গ্রন্থাগারবিক্রানকে ভাবপ্রবণতার চোরাবালিতে নিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ ভূমিয়ে দেবার এট মনচেষ্টা। দেখে সম্ভবতঃ ততুলের ওপর আপনারা ক্রুদ্ধ হইয়েছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ যখন উঠেছেই তখন এই প্রসঙ্গেই ততুল তার কীরনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বলেও থামতে পারছে না। এই প্রসঙ্গেই ততুলের মনে পড়ে গেল দ্বিত্তবাদিনী কোহিহুরের কথা। কোহিহুরই প্রথম ততুলের মত একটি গ্রাম্য বালকের কাছে সাহিত্য-সঙ্গীত ও শিল্পের দাবোজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

সেটা ১৯৪২ সাল। ততুলের গ্রামটি স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তারিত পর্বে বরাবরই খুব উত্তাল হয়ে উঠত। ১৯২১ সালে অবস্র ততুলের জন্মই হয়নি আর ১৯৩০ সালে তার বয়স আর এমন কি! কিন্তু ১৯৩২ সালে ততুলের ওপরও বেশ কিছু দায়িত্ব এসে পড়েছিল। তবে তাকে বিশেষ কিছুই করতে হল না। দাদার 'এক জায়গায় যিটিং এবং কয়েকটা মিছিল করার পরই পুলিশ এগে যে ক'জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কয়েকদিন ধরেই এই গ্রেপ্তার শব্দ চলছিল। সর্বশেষে এল—'অ' দাদার ডাক। 'অ' দাদা ততুলকে খবর পাঠালেন। ততুল নিয়ে দেখে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। 'অ' দাদার পরিধানে ধবধবে লাদা বন্দরের ধৃতি ও পাঞ্জাবী, তাঁকে হালা ও চন্দনে ভূষিত করা হয়েছে। যেরেয়া ঘন ঘন হুন্ ও শব্দধ্বনি করছেন। একপাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ বাহিনী। 'অ' দাদা বললেন, 'ততুল, আমি তো চন্ডাম, কবে কিরব আমি না। কিন্তু আমাদের লাইব্রেরীর তার এখন তোমার ওপর। দেখো আমাদের এত কষ্টে গড়া লাইব্রেরী যেন নষ্ট না হয়।' 'ততুল যেন একটি কাজের মত কাজ পেয়ে বর্তে গেল। অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সে তখন লাইব্রেরী চালাতে লাগলো। গ্রামের লাইব্রেরী হলেও তার সংগ্রহ নিত্যন্ত মন্দ ছিল না। বইয়ের রাজ্যে সে এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। আর এই সময়েই কোহিহুরের সঙ্গে তার পরিচয়। কোহিহুর গ্রামই বই নিতে আসতো লাইব্রেরীতে। কোহিহুরের বাবা শিক্ষা বিভাগের পদব্ব কর্মচারী ছিলেন। কলকাতাতেই কোহিহুরের জন্ম, কলকাতায়ই সে বাহুব হয়েছে। কলকাতার স্কুলেই সে পড়ত। দেবারে কলকাতায় বোমা বর্ষণের পর কোহিহুরবা দেশের বাড়ীতে এসে বাস করছিল। কোহিহুরদের বাড়ীতে পূর্ণাগ্রবার খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না। কোহিহুর ততুলেরই সমবয়সী। অথচ প্রথম যখন ওর সঙ্গে তার আলাপ হল তখন ও এভাবে কথা বলেছিল যেন ও ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

বাই হোক, কোহিহুরদের সঙ্গে বেশ অস্তরঙ্গতা জন্মে গেল। কোহিহুরই একদিন ততুলকে জোর করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং তার বাবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। কোহিহুরের বাবা শ্রিতহাস্তে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন, পড়াপড়ার কথা, বইয়ের কথা, রাজনীতির কথা, রাজনৈতিক দাদাদের কথা—আরো

অনেক কথা। কোহিম্বের তুমিরেছিল রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের অজস্র বেকর্ডের সংগ্রহ থেকে। কোহিম্বের নিজেও ভাল গাইতে পারত। পরবর্তীকালে তার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের—
নজরুলের কত গানই না তুলু গুনছে। কোহিম্বের মূখেই সে প্রথম শুনেছিল শান্তি-
নিকেতনের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা। কোহিম্বের রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ দেখেও এলেছিল।

তগুলের অস্ত্রের বহুদেহ মধো সাহিত্য-সম্বীত বা শিল্পকলার প্রতি কাগো একটা
খুব আগ্রহ ছিল না। তাঁদের মধ্যে কুটিলের আকর্ষণই ছিল প্রধান। আর কোহিম্বকে
দকলেই এড়িয়ে চলেত। একথা স্বীকার করতেই হবে সমবয়সী হলেও কোহিম্বের মন
ছিল অনেক পরিণত—বৃদ্ধিও সে নিশ্চয়ই তাঁদের চেয়ে বেশী ব্যাপ্ত—ভাছাড়া সে
শব্দের মাহুয হয়েছিল।

আগেও বেশী ঘনিষ্ঠতা হলে তগুল জানতে পেরেছিল, কোহিম্বের কবিতা লেখে,
সাহিত্যচর্চাও করে। সেদিন থেকে গ্রামা বালক তগুল তার মনে কোহিম্বকে দীতিমত
অঙ্কুর আগনে বসিয়েছিল। কোহিম্বের অস্ত্র প্রতি কবিতাই ঠোট ওটোত—‘বা: এসব
আবার এমন কি—এসব তো সকলেই পারে।’ কিন্তু তগুলের বিশ্বাস হত না।
তগুলের তখন মনে হয়েছিল, কোহিম্বের মত মেয়ে বোধ হয় হুনিয়ার একটিই আছে।

আর সেজন্যই বোধ হয় ভগবান তাকে আর এ দুনিয়ার রাখলেন না। অতি অল্প
বয়সেই তাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। কোহিম্বের কবরের কাছে বলে থাকতে থাকতে
তগুলের বুকটা কি রকম খেন মুচড়ে মুচড়ে উঠত। আহা! জীবনে যদি তগুল
কোহিম্বের কবরটি অস্ত্র: আর একটিবার মাত্রও দেখতে পেত!

আবার তগুলের মনে হল পূর্ব বাংলা এখন আলাদা রাষ্ট্রের অস্ত্রহীন—আর সেই
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গান এখন সে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যবিরোধী।
কোহিম্বের বেচে থাকলে কি সেও তাই আত্ম মনে করত?

তগুলের গ্রামের সেই লাটব্রেরীটির নামকরণও পরে করা হয়েছিল ‘কোহিম্বের
নামে। কোহিম্বের বাবা কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। তগুল জানে না ‘কোহিম্ব
মেরোরিয়াল লাইব্রেরী’টি তাঁদের গ্রামে আজও আছে কিনা, মহাপুরুষদের নাম ছাড়াও
এমনি কত স্ত্র স্ত্র স্ত্র-বিজড়িত অলংকার পাঠাগার বাংলাদেশে আছে ঐশ্বাগার
বিজ্ঞানীরা তার খোঁজ রাখেন কি? এসব আবেগকে কি তারা একেবারে বাতিল
করে যেমন? বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আধুনিক মাহুয ছবিরাবেগকে ক্রমশ: অস্বীকার
করতে চলেছে—পাণপূর্ণা বোধহীন, ভগবানবিহীন, অহুত্ববিহীন এবং প্রেমবিহীন এই
যয়—সত্যতার শেষ কথা কে বলবে? কে যেন বলেছিল,—‘Science by itself can
never be enough.’ ততুলও একজন অবিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাসের সামান্য তৃণও
পেলেও সে যেন বড়ে যায়। একমাত্র জানই তার মনের রাশি মুক্ত করে দিয়ে তাকে
অনাবিল আনন্দ দিতে পারে—আর সেই জানের সত্ত্ব তো ঐশ্বাগারে।

IN CALCUTTA NOW : A Running Commentary
by Bhandulananda Sarma—a morbid correspondent from the ‘City of Death’.

গ্রন্থ সমালোচনা

মন্তক-বিনিময় : একটি ভারতীয় উপাখ্যান—টমাস মান্। অমৃতবাদ : কিতীশ রায়। প্রকাশক : মনোবা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রট, কলকাতা-১২। দাম : চারটাকা।

নিম্নক ব্যক্তিবিশেষের ভালো-লাগাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে অমৃতবাদবাদের প্রেরণা জন্মিতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার পিছনে নেই কোনো স্বাভাবিক পরিচয়না। সে কারণে বিবিধায় স্বীকার্য যে, এই শাখার দিকের বিষয়টিও নেহাত ব্যক্তিগত। তার ফলে সাধারণ পাঠকের অমৃতবাদের আনন্দ ব্যক্তিবিশেষের কচি ও মাফল্যের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের আলোচ্য অমৃতবাদ কর্মটিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীকিতীশ রায়ের কচির পক্ষপাত্তি এবং তৎপ্রেরণায় এই রচনাটি অনূদিত। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের কর্তব্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কারণ কোনো সাহিত্যিকের সামগ্রিক মূল্যায়নের এখানে অবকাশ কম। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এই বস্তু বাস্তবিক যে অমৃতবাদকর্মটি সাহিত্যিকের অনগ্রসর রচনা হতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অধিকার রয়েছে।

টমাস মানের সামগ্রিক মূল্যায়নের পক্ষে এই অনূদিত রচনাটি কতখানি সহায়ক, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন আমাদেরও রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা যারা মানের মধ্যে ক্লাসিক রচনার শেষ প্রান্তিককে আবিষ্কার করে থাকি তাঁদের কাছে ‘মন্তক-বিনিময়’ রচনাটি সাহিত্যিকের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্ম বলে গ্রহণীয় না হবারই সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য ভারতীয় জাতকের কাহিনী, প্রতি-নির্ভর একটি ফ্রেডীয় (?) মনোবিকলন এই রচনায় আশ্রয় করছে বলেই হয়তো ভারতীয় অমৃতবাদকের উৎসাহকে বর্ধিত করেছে। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কিছু কিছু অমৃতবাদ বঙ্গভাষায় প্রচলিত থাকত। কিন্তু বঙ্গবাসী পাঠকের পক্ষে ‘তুল ধারণার সুযোগ আছে যারা মানের সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না! অধিকন্তু মানের রচনামাত্রই অমৃতবাদ এরকম আশ্চর্য্যজনক ও বঙ্গসাহিত্যকে কিছুমাত্র উন্নত করবে না বলেই নক্সা হয়।

অমৃতবাদের চুম্বিকার সুপারিশ করেছেন যে, “কাজিনী মূলত ভারতীয় হলেও মান এই বইয়ে ফ্রেডীয় মনোবিকলনের এমন সব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন যে এর মৌলিকতা সঘোরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।” আমরা সবিনয়ে এই মতের বিগোহিত্য করি। যেহেতু আমাদের বিশ্বাস এই ফ্রেডীয় তত্ত্বের সমর্থন ও প্রচারই সাহিত্যের নিজস্ব প্রকৃত্তিকের দুর করেছ। যেহেতু সাহিত্য একটি গাণিতিক ছক নয় যে তাকে কোনো একটি তত্ত্বের উপশাস্ত্র নির্ণয় করতে হবে। সাহিত্য জীবনের সমালোচনা, কোনো তত্ত্বের প্রচারণা নয়, এবং জীবন কোনো তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং

'মুক্তক-বিনিময়'কে একটি তপক আখ্যায়িক দিলে সাহিত্য-বিচারের সুবিধে হয়। জীবন-দৈনন্দিক মানব প্রকৃতির একটি নিগূঢ় বিশেষতা বোঝাবার ক্ষেত্রে জগৎপ্রেমের কেন্দ্র-ভাবের উপর নির্ভর করবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আখ্যায়িক একথা জানা নেই যে: যান্ এই তপকপ্রণীত কাহিনীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রেমের ভণ্ড স্বীকার করেছেন কি না! আখ্যায়িক তো মনে হয় যেহেতু মনের যে নিগূঢ় স্বপ্ন রমণী প্রকৃতিকে আবহমানকাল ধরে দোলায়িত রেখেছে তারই রহস্য এই কাহিনীর উপজীব্য। এবং যেহেতু মনের কাকরই দাবী যে কোনো অংশে কম নয় সে-বক্তব্যও এখানে বর্ণিত হয়েছে। পরন্তু জগৎপ্রেম 'গৃহদাহ' কী এরকম একটি নারী জীবনের আত্মপ্রকৃতির সমস্তা নয়!

এই উপাখ্যানের পাত্রপাত্রী তিনজন। পরস্পর-বিকল্প-বস্তাব বহুত্বগল নন্দ—ঐশ্বর্যময় এবং ঐশ্বর্যময়ের বিরোধিতাবী (?) স্ত্রী সীতা। নন্দ দেহবাহী, ঐশ্বর্যময় মনপ্রধান। এই দুই বহুত্ব দুই প্রকৃতির সঙ্গে সীতার সচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষাই এই কাহিনীর মূল রস। নন্দর শৈশব সুগভীরে সীতা আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ঐশ্বর্যময়ের মননের আকর্ষণও তার কাছে বিঘ্ন। নয়। অবশেষে স্বামীর দেহে নন্দর মস্তক, এবং নন্দর দেহে স্বামীর মস্তক বিনিময় করে তার মূল কামনারই সে জয় দিয়েছিল।

উপসংহাস শেষে এই তিন চরিত্রের সহমরণে যান্ তিন বিরোধী সত্যের পারস্পরিক মানসিক দৌন্দর্ঘ্যমুক্ত আত্মদের সামনে তুলে ধরেছেন। আখ্যায়িক স্বাধীন এবং জীবনের দেহ যোগ করলেই বিরোধ বেলে না, মেলে মনে। সে-মন এই দৌন্দর্ঘ্যমুক্ত সীতার নেই। সে ভুল করে জীবন ও আত্মকে দুই থেকে এক করতে চেয়েছিল, আসলে তা একজনের মতোই থাকে।

অনুবোধক 'বাস্তব' সাধুগণের আশ্রয় করেছেন সত্যত আখ্যায়িক রচনাতন্ত্রের ঐতিহ্য বন্ধক উদ্ধেগ এবং সাধু গণ্ডগোষ্ঠির উপর তিনি যথেষ্ট ক্রটিও দেখিয়েছেন। কিন্তু সর্বদায় কথটি উল্লিখিত হওয়া প্রকার, তাঁর আশ্রিত গণ্ডগোষ্ঠি বত ব্যাকরণ-অনুগত হয়েছে তত দৌন্দর্ঘ্যময় হয়ে ওঠেনি।

বিদ্যুৎ আচার্য

Book Review.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা।

চিরায়ী স্মৃতি পাঠাগার ॥ ২৬৮এ মহাস্থা গান্ধী রোড, কলি-৯

গত ১লা বৈশাখ, ১৩৭৪ চিরায়ী স্মৃতি পাঠাগারের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। অধ্যক্ষ অমিত্রকুমার মজুমদার ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাত্ত্বিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সপ্তদশ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক সাহায্য করার এক পত্রিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পত্রিকল্পনানুসারে বাহুড়া জেলায় কৃতিত্বাখেল আর, বি, ইনস্টিটিউটের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীশীঘ্রকান্তি চক্রবর্তী ও কলকাতার সুভেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাসকে পুস্তক দিয়ে সাহায্য করা হয়।

নবজল পাঠাগার ॥ ৪৭১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ নবজল পাঠাগারের বিশ্রোহী কবি কাকী নবজল ইসলামের ৬৮তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। দেহিনকর অহুতানে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জন-সংযোগ মন্ত্রী শ্রীশোমনাথ লাহিড়ী উপস্থিত ছিলেন। সভ্য সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগন্তচক্রে বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বিশ্বশ্রোণযোগী ভাষণ দান করেন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে শ্রীমতীর বোম্বের সম্পাদনার একটি আরকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাগবাজার রোডিং লাইব্রেরী ॥ ২ কে, সি, বোল রোড, কলি-৪।

গত ১৬ই জুন বাগবাজার রোডিং লাইব্রেরীর ৮৬তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বাংলা যাত্রা গানের একটি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। নানা তথ্য ও হুজুপা ছবি প্রদর্শনীটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীধরচন্দ্রকুমার সাত্তাল মহাশয় প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সদস্য শ্রীপ্রবীণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলনো পাঠাগার ॥ মেরেসনগর, বেলঘরিয়া, কলি-৫৬

গ্রন্থাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০শে এপ্রিল, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। অহুতানে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতিপ্রনাথ চক্রবর্তী এবং পাঠাগারের বার্ষিক

বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক ঐশ্বর্য সরকার। আমন্ত্রিত অতিথি শ্রীহাজারীলাল ভৌমিক দুই শত টাকা পাঠাগারের গৃহ নির্মাণ তহবিলে দান করেন।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার ॥ ৩২এ, হরিসভা স্ট্রীট, শিমিরপুর, কলি-২৩

গত ১৯ই এপ্রিল, '৬৭ খিতালী সংঘ পরিচালিত শিশির স্মৃতি পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐনয়েজ্জনাথ মণ্ডল অহুঠানে সভাপতিত্ব করেন। বার্ষিক কাণবিবরণী পাঠ করেন ঐপঙ্কজ ঘোষ। ১৯৬৭-৬৮ সালের কার্যকরী সমিতি নিয়োক্ত ব্যক্তিরের নিরে গঠিত হয় :—

সভাপতি—ঐপঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার সম্পাদক—ঐচীচরণ বে, গ্রন্থাগারিক—ঐবৃন্দেব ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—ঐবিজয় বহু, সহস্রকৃপ—সবঐ নিমাই পাল, নৃপেন্দ্র আচা, পঙ্কজ ঘোষ, সমর দত্ত, বিবনাথ পাল, অরুণ দি, মানন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তরুতাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুত বে ও সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়।

শৈলেন্দ্র লাইব্রেরী ॥ ৪সি, প্রফুলাম সরকার সেন, কলি-১৫

শৈলেন্দ্র লাইব্রেরীর ডিচবারিংসং বার্ষিক অধিবেশন গত ২১শে মে, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, সাধারণ বিভাগে সহস্র সংখ্যা ২০৬ জন এবং শিত্ত বিভাগে ৭৭জন। সাধারণ বিভাগে বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ১১,৬৭৩ এবং শিত্ত বিভাগে ১০৪৪। অস্ত্রান্ত বছরের মত এবছরও গ্রন্থাগারে নেতালী স্বভাষচন্দ্র, বসিহচন্দ্র, বিবেকানন্দ, পরংচন্দ্র, কাজী নজরুল ও বিবকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রদ্বিগল পালন, করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের অস্ত্র নিয়োক্ত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন :—

ঐনরসিং পাল (সভাপতি), সবঐ অনুপাচরণ সরকার, পটোজনাথ বহু, পরংচন্দ্র মণ্ডল ও তারাপদ দাস সহ-সভাপতিগণ, ঐনিতাই চন্দ্র বহু (সাধারণ সম্পাদক), ঐকালীন্দ্র বে (সম্পাদক), ঐবলাইলাল দে (কোষাধ্যক্ষ), ঐনোরজন সেন (গ্রন্থাগারিক), ঐমানিকলাল সেন ও ঐশিদিগুমার দাস (সহ-গ্রন্থাগারিকগণ) এ ছাড়া আরো ১৫জন সহস্র আছেন।

২৪ পরগণা

ঘাটেকর সমাজ কল্যাণ সংসদ ॥ ঘাটেকর।

স্বদ্র গ্রাম্যকলে শিকা ও মংকতিগ সহস্রস্থান ঘাটেকর সমাজ কল্যাণ সংসদ। বর্তমানে এই সংসদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহস্র। গ্রন্থাগারে একটি শিত্ত-বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। শিত্ত-বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রজ্ঞাতর দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শিত্ত দিবস ও বিব শিত্ত দিবস পালন করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'গ্রামীয় গ্রন্থাগার' রূপে পরিগণিত হবার ইচ্ছা পোষণ করে। গত ১৮ই জুন, '৬৭ সংসদের উত্তোগে রবীন্দ্র অগ্রভী উৎসব পালন করা হয়। এই অহুঠানে পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথির

আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা শাসক শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক শ্রীকুমারেন ঘোষ মহাশয় ।

জলপাইগুড়ি

নিউ টাউন লাইব্রেরী ॥ আলিপুরদুয়ার ॥

গত এপ্রিল, '৬৭ নিউ টাউন লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । বার্ষিক কার্যবিবরণী অল্পকালী বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পুথানো পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ১৫০০, মনুস্ক্র সংখ্যা ১২২ এবং নিম্নমিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ৫০ । মেলা গ্রন্থাগার ও কলকাতা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী থেকেও নিম্নমিত পত্রাদিক বই তিনমাস অল্প সংগ্রহ করা হয় । বর্তমানে 'পাঠ্যপুস্তক বিভাগ' 'গ্রামোন্নয়ন সেক্টর বিভাগ' ও 'শিশুদের অল্প হ্রদ বিভাগ কেন্দ্র' ইত্যাদি বিভাগগুলি মূল-গ্রন্থাগারের সঙ্গে চলছে । ১৯৬৭-৭০ সালের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :— শ্রীশ্রীমুখতার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীকেশব কুমার ভৌমিক (সহ-সভাপতি), শ্রীবনমালি গৌতম (সহ-সভাপতি), শ্রীমুখেন্দ্রচন্দ্র সরকার (গ্রন্থাগারিক ও মূল-সম্পাদক) এবং সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ দাস, অশোক মুখোপাধ্যায়, হুম্মির বর্দন, নারায়ণ প্রসাদ দত্ত, প্রশান্তকুমার সিংহ, হুম্মিল রায়, অমলকুমার সিংহ ও পঙ্কজকুমার রায় ।

পুকুরিয়া

বুড়দা তত্ত্বাবধায় প্রাচীন গ্রন্থাগার । বুড়দা ।

গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য গত চর্চা মে, ৬৭, বুড়দা তত্ত্বাবধায় গ্রন্থাগার প্রাক্ষেপে একটি ছোট্ট নৃত্যের আয়োজন করা হয় । বিখ্যাত ছোট্ট নৃত্যকার শ্রীমতীর নাথ সিং আগত অসংখ্য গ্রামবাসীদের তাঁর নৃত্যকৃৎপত্য মুগ্ধ করেন ।

বর্ধমান

অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার । আসানসোল ।

আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনার গত মার্চ মাসে পাঁচদিন ব্যাপী একটি বৃত্তিমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন পশ্চিম বঙ্গের তথ্য ও প্রচার বিভাগ এবং উদ্বোধন করেন মহাকুমা শাসক শ্রী ডি, সি, গুপ্ত ।

গত ৮ই মে, '৬৭ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে বিজ্ঞানসম্মেলন ছাত্রীদের জন্য একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শু ১১ই মে সর্বসাধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে জন্মোৎসব পালন করা হয় । অর্ন্তর্গতেন সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমলা সেন ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধানসভা কলেজের অধ্যাপক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) জাড়গ্রাম ।

গত ২৪শে বৈশাখ জামালপুর থানার গ্রামীণ গ্রন্থাগার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে, জামালপুর উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিক শ্রীধেননাথ বহু ঠাকুরের সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০০তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব লাড়ুঘরে অচলিত হয়। স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ্র মহাপাত্র প্রধান অতিথিত্বের উপস্থিতি ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কবির জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সখীন্দ্র কল্যাণ চৌধুরী, স্থানীয় মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণবনাথ সিংহ রায়, রত্না: আনিছ আলি, গোষ্ঠীশংকর পাট্ট, তারানাথকর ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীমতী মারা রায়ের পরিচালনায় একটি সাংস্কৃতিক অচলিত উপস্থিতি সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (গ্রামীণ পাঠাগার) মালকর ।

গত ৩১ জুন '৬৭, বিশিষ্টতম প্রতিষ্ঠা দিবস ও সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমন্তকড়ি সরকার। গ্রামীণ জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন সখীন্দ্র কল্যাণনাথ ঘোষ, বৈষ্ণবনাথ চলিত ও বিষ্ণবনাথ গোষাঈ। গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৪২২১, মোট দল সংখ্যা ২৭৬ জন এবং বৈশিষ্ট্য গড়ে ৭০ জন পাঠক পাঠকক ব্যবহার করেন। এ বছর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী, গ্রন্থাগার দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই গ্রন্থাগার বন্দী গ্রন্থাগার পরিষদ ও বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য।

বৈষ্ণবনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার। পাণ্ডুবেরা।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, '৭৪ পাঠাগার প্রদর্শনে বিশিষ্ট কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। আমোদপুরের শিক্ষক শ্রীধর্মদাস পাল মহাপাত্র সভাপতিত্ব আদান অচলিত করেন। প্রধান অতিথির আদান গ্রহণ করেন বৈষ্ণবনাথপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীকালিধর মণ্ডল।

বাঁকুড়া

বিজ্ঞানপুর বাগীশ্রী কল্যাণ লাইব্রেরী। গোপিকান্তপুর।

বিজ্ঞানপুর বাগীশ্রী পল্লী গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২০শে মে, '৬৭ রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। এই অচলিত সভাপতিত্ব করেন বুল্লাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকল্যাণচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আদান অচলিত করেন সোনারুবা সর্বাধিকার মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপ্রাধোগোবিন্দ বরাদি মহাপাত্র। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও আনুষ্ঠানিক আয়োজন করা হয় এবং "একায়বর্তী" নাটকটি সঞ্চয় করা হয়।

বীরভূম

বিশ্বকামন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউনহল । সিউড়ী ।

সাঁইবিয়ার শ্রীরামকুমার আকলিগা তাঁর সহোদর পরলোকগত হুগানচাঁদ আকলিয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২২৭.০০ টাকা মূল্যের তৈজস ধর্ম বিষয়ক ২৫টি বই বিশ্বকামন্দ গ্রন্থাগারে দান করেছেন ।

গত ২৮শে জুন, রামরঞ্জন শৌরভবনে বিশ্বকামন্দ গ্রন্থাগারের উদ্বোধনে সাহিত্য-দলটি বহুমুখীয় জনসংগঠন পরিষদের আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনুভব ভট্টাচার্য মহাশয় । সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীপদ্ম নন্দী এবং এই মহান সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যাপক ননী গোপাল সেন ।

মেদিনীপুর

ভরুণ সংঘ । মধ্যস্থিৎসী ।

গত জুন মাসে ভরুণ সংঘের ঐতিহ্যময় পুটিন বছর পূর্ণ হোল । এই উপলক্ষে গত ৬ই থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত, রক্ত-জয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্যে ভরুণ সংঘ পাঁচদিন ব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন । প্রত্যহ প্রচলিত প্রদর্শন, বিচিত্রাচটান, প্রদর্শনী ও আলোচনার আয়োজন করা হয় ।

৮ই জুন মেদিনীপুর প্রধান কৃষি-উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীশ্রী কুমার খাসনবিশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কৃষি-সংমেলন, ৯ই জুন স্থানীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিশুদিবস ও ১০ই জুন জেলা সমাজসেবক আধিকারিক শ্রীমতী হুগানচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সংমেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থাগার সংমেলনে জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ।

ছাণ্ডা

বালক সংঘ পাঠাগার । দুমকী ।

বাংলার চির ভরুণ বিব্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৮তম জন্ম-জয়ন্তী বালক সংঘ পাঠাগারের উদ্বোধনে পাড়ায় উদ্বোধন করা হয় । সভার পৌরোহিত্য করেন শ্রীশ্রী জামাল মওল এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন উদীয়মান ভরুণ কবি এল, সাজাহান আলী । প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক আব্দুল আলী খাঁ সাহেব । সভার শেষে ছাত্র সদস্যগণ ‘অপদার্থ’ নাটকটি অভিনয় করেন ।

বালক সংঘ পাঠাগার এ বছর স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নেতাজী দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করে পালন করে । স্থানীয় সকল প্রধান শেখ

মইনফিন আহমদ সাহেব গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য প্রবোজনীয় ভূমি দান করে সরকারের ধন্যবাদার্থী হয়েছেন।

ভারত পাঠাগার। ২৭, অলমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্রেন।

গত ২৮শে মে, '৬৭ পাঠাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিহোদী কবি কালী নজরুল ইসলামের স্মারোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অহুঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক বিজুভূষণ ঘোষ এবং সাহিত্যিক সুধাংশুচন্দন ঘোষ। সভাপতি ও প্রধান অতিথি তাঁদের ভাষণে রবীন্দ্র প্রতিভা ও নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

জগন্নাথী

কল্যাণী পাঠাগার। মৈনাম।

কল্যাণী পাঠাগারের বাৎসরিক সভা গত ২৪শে মার্চ, '৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। অহুঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আবদুল হাই সাহেব। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক মহম্মদ আতিকুল হক সিদ্দিকী। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। কালী আক্তার আলম (সভাপতি), মহম্মদ আতিকুল হক সিদ্দিকী (সম্পাদক), সৈয়দ আলমগর উদ্দিন আহম্মদ (গ্রন্থাগারিক), এবং মোস্তাফিজ উল হক, মহম্মদ ইয়াসুদ আলী, কালী আবু জাহেদ, আনোয়ারুল হক মলিক (সহসম্পাদক)।

News from Libraries

‘গ্রন্থাগার’-এর বর্ষসূচী ৪

১৩৭৩ সালের বর্ষসূচী কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে জানতে চেষ্টা অনেকই পর দিয়েছেন। তাঁদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত বর্ষসূচী নীচের প্রেসে দেওয়া হচ্ছে এবং ২/১ সালের মধ্যেই এই বর্ষসূচী সকলের কাছে যাবে।

—স: গ্র:

ক্রম সংশোধন: ‘গ্রন্থাগার’-এর ১৩০ পৃষ্ঠায় একটি ভাবান্তর ভুল হয়েছে। ‘হুলব’ শব্দে ‘হুলতব’ ছাপা হয়েছে। ‘এই কলকাতা এখন’ পর্বাঙ্কের রচনাটির শেষ কয় লাইনেও বাড়ি কলকাতা গোলমাল এবং কয়েকটি ভুলও থেকে গেছে।

—স: গ্র:

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী সন্তোহ' পালন

গত ১০ থেকে ১৬ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য দাবী ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবহার সমুদ্রতির জন্য বিভিন্ন স্থানীয় জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পুনর্দর্ভ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আহ্বানে কলিকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় 'দাবী সন্তোহ' পালিত হয়। দাবী সন্তোহের কর্মসূচী অচলাবে উপযুক্ত বেতনের হার, ভাতা প্রভৃতির দাবীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট যাওয়া হয়। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে জনসভা অহুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা দাবী ব্যাঙ্গ পরিধান করেন এবং তাঁদের দাবীর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় দুটি কেন্দ্রীয় সভা অহুষ্ঠিত হয়। দুইটি সভায়ই সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীশ্রীমল চন্দ্র বহু।

১৫ই জুলাই শূভেদুর্ন হলে গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাববে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়নের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিস্তারের প্রচেষ্টা অবকাশ আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীদাওয়া সম্পর্কেও যুক্তজট সরকারের পূর্ণ সহায়চুতি আছে এবং এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তজট সরকারের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকাল খারগা হয়েছে ছোয়দার মিছিল বা ঘেরাও না করলে কিছু পাওয়া যায় না, গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘেরাওয়ের আগেই তাঁরা একটা কিছু করতে চান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন তাঁর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন—তুপু পশ্চিমবঙ্গই নয় সমগ্র ভারতব্যাগীই এই আর্থিক সমস্যার চলেছে। তবু গ্রন্থাগার কর্মীদের নুনতন গ্রন্থ দাবীগুলি সম্পর্কে যাতে কিছু করা যায় এ সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলিতে বসে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, এখনও বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু মূল্যবান পুস্তক রয়েছে এগুলি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতির ভাববে শ্রীশ্রীমল চন্দ্র বহু বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন, পরে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আন্দোলন কেবলমাত্র তাঁদের বেতনবৃদ্ধির জন্য সীমিত বার্থপ্রদোষিত নয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবহার সমুদ্রতিও কামনা করেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও সর্বাধার কথা উল্লেখ করা যায় না। ইতিপূর্বে পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেক আবেদন-নিবেদন করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীমোহনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীদাওয়া সংক্ষেপে উপস্থিত করেন। 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ও সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্থাপন'—নামে পরিষদ প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি মুদ্রামন্ত্রীকে বিশেষভাবে জ্ঞাত উপস্থিত করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্য থেকে মুদ্রামন্ত্রীকে এই সভায় উপস্থিত হবার জ্ঞত প্রদান জানিয়ে শ্রীমতীর চারচৌধুরী বলেন, যুক্তকূট সরকারের সম্মুখে নানা সমস্যা আছে—এ সম্পর্কে আমরা সচেতন কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের যে স্রাব্য দাবীগুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়ে এসেছে, তার পূরণ চওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের অন্ততঃ বাচাও মত বেতন দেওয়া প্রয়োজন।

দাবী সন্তোষের শেষদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই তারিখ সভা হলে আর একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এই সভারও সভাপতি ছিলেন শ্রীমতীলচন্দ্র বসু।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাধ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারকর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। তিনি জানান, গ্রন্থাগারিকদের জন্য তাঁরা কতটা করতে পারবেন তা এখনই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। তবে গ্রন্থাগারকর্মীরা শিক্ষামন্ত্রী ও অস্ত্রায়ন্ত্রীকে যে স্বাক্ষরলিপি দিয়েছেন তার মাধ্যমে আলোচনা-আলোচনা হবে। বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারের স্থাপন করার অস্থিবিধা আছে বলে তিনি জানান। কেননা, সরকারের ওপর আর্থিক দায়িত্ব এলে থাকে। তিনি বলেন, যুক্তকূট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বেসরকারী কর্মীরাও সরকারী কর্মচারীদের মত স্থযোগ-স্থিতি দাবী করছেন কিন্তু বর্তমান বাজেটের বরাফে এইসব দাবীর কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, পূঁজিবাদী সমাজে প্রথমশ্রেণীর ওপর নিরুত্তর সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-কর্মচারীর অবস্থা প্রথমশ্রেণী বৃদ্ধির ফলে এখন খুব খারাপ। যুক্তকূট সরকার গঠনের পর চারদিকে যে উৎসাহের বান জেঁকেছে সরকার প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারছেন না। যুক্তকূট সরকারকে কেন্দ্রীয় নিয়ম-কানুন অস্ত্রায়ন্ত্রীই চলতে হচ্ছে। তার বাধ্য আসছে বাইরে থেকে—বাধ্য আসছে ভেতর থেকেও। কিন্তু তাঁরা গৃহপ্রতিষ্ঠা—কার্যমী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গির তাঁরা হবেন না। জনসাধারণই যুক্তকূট সরকারকে ক্ষমতার এনেছেন—জনসাধারণের সহযোগিতার ফলেই যুক্তকূট সরকার দাঁড়িয়ে আছেন। যুক্তকূট সরকার লড়বেন—লড়াইকে এগিয়ে দেবারও চেষ্টা করবেন। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ও সংগঠনকে তাঁরা আরও বাড়িয়ে ধরবেন। আশা করি, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের ক্লান্ত বৃদ্ধবেন না। বিশ বছর ধরে পূঁজিবাদ যেভাবে কার্যমী হয়ে এসেছে তাতে একমাত্র দীর্ঘ আন্দোলনের দ্বারা ই তাতে হঠানো যাবে।

লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ ঘোষ বলেন, সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার কর্মী এসেছেন তাঁরা আবার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জাতীয় সরকারের

কর্তব্য জাতীয় অগ্রগতির অগ্র জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো—কিন্তু সেই কর্তব্যে আমরা এতকাল অবহেলা করেছি। আমাদের পিতৃপুরুষের মহান ধান বহন করছে গ্রাণ ও গ্রাণাগার—এগুলি উপদ্রুতভাবে বন্ধিত না হলে আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত বৈশেষ অবস্থা দেখা দেবে। গ্রাণাগারিকদের দাবী অত্যন্ত স্তায়সঙ্গত—এ বিষয়ে আমাদের বতটুকু করণীয় ত্যা করব। দেশের তার এখন ধীরে ওপর তাঁদের অনেক সমস্তা রয়েছে। কিন্তু তারলেও আপনাদের আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এমন কি দুস্তক্ট সনকার আপনাদের নিজেদের সনকার হলেও, দাবী আদায়ের অগ্র আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আপনাদের এই সংগ্রাম ঐতিহ্যের সংগ্রাম।

ঐশ্বর্যস রায়, এম, এল,এ বলেন, দুস্তক্ট সনকার সনকারী কর্মচারীদের মাগ,গি-স্তাতা পদমর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তা থেকে গ্রাণাগার কর্মচারী বাদ পড়ে গেছেন বোধ হয় তুটি কারণে—প্রথমতঃ যে ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন করলে সনকারের মনে থাকার কথা তা আপনাদের ছিল না বা আন্দোলনে তাঁরা পড়েছিল। অবস্ত সংখ্যার দিক দিয়ে কম থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের আন্দোলন জোর-দার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞিতভাবে এক একটি জেলায় ছড়িয়ে থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের শক্তিকে সংগঠিত করারও অসুবিধা ছিল। কিন্তু দুস্তক্ট সনকারের অন্তর্গত পার্টিগুলির আপনাদের কথা মনে থাকা উচিত ছিল। আপনাদের বিষয়টি বাদ যাওয়াও উচিত হয়নি। বাই হোক, আপনারা আপনাদের দারকসিদি শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্ত্র মন্ত্রীদের দিয়েছেন; তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশন শেষে আপনাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়ে একটা বৈঠকে বসলে হয়তো সমস্ত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান হবে। এজন্য দিন স্থির করতে হবে।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, তাঁর এলাকার (বিধানসভা) জেলা গ্রাণাগারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। জেলা গ্রাণাগারের পুস্তক নির্বাচনের সময় বর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বই যাতে কেনা হয় এবং যেসব ছাত্র আছে তারা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় বই শেতে পারে তার প্রতি গ্রাণাগারিকদের নজর রাখা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঐশ্বর্যীপ চক্রবর্তী বলেন, নতুন সনকারের আমলে আমরা ছবার ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছি এবং UGC বেতনক্রম চালু করতে হবে বলে দাবী করেছি। আমরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণাগারিকের কথাও বিবেচনা করার দাবী রেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন হুশ্টি ঘোষণা পাইনি। সনকারের পক্ষ থেকে বতটা তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল তা হয়নি। মনে হয়, সনকারের মধ্যে এখন কিছুটা অসদ্বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জ্ঞানান, তাঁদের সমিতি ১লা আগস্ট দাবী দিবস পালন এবং মিছিল করছেন। গত ২০ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যা চলেছে দুস্তক্ট সনকারকে তার অবদান করতে হবে। বৃত্তিহীন সংগঠনের রাজনৈতিক দলের লেজুদ্বস্তি করা ঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন।

গণভক্তের নিয়ম অমুসারীট এই সভায় তিনি সরকারের সমালোচনা করছেন—সরকারকে সমালোচন করার অঙ্গ। তিনি বলেন, সরকারের কোথায় আটকাচ্ছে তা তাঁদের জানতে হবে। টাকার প্রস্রাব হয়—তবে শিক্ষা দপ্তরের অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে। যেখানে অর্থের প্রয়োজন নেই সেখানে গলদ দূর করার অঙ্গ সরকারের দেয়ী হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, আমরা অপেক্ষা করতে রাজী আছি। কিন্তু কতদিন তা বলতে হবে।

সাধাৰ্মিক, প্রাথমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে নিয়ে একটা Consultative Committee করার কথা তারা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

অতঃপর তিনি গ্রন্থাগারিকদের সকল দাবীর প্রতি সমর্থন জানান।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পত্র পাঠ করা হয়। অনিবার্ণ কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি ভবুও গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলির প্রতি পূর্ণ সহায়ত্ব জ্ঞানিয়েছেন।

সভাপতি শ্রীশ্রীমল্লেন্দ্র বহু বলেন, এই সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই দেওয়ানি বিবেচনা করে দেখবেন। দেখা যায়, দাবী পূরণে অর্থের অভাব অনেক সময়েই থাকে, আবার আন্দোলনের চাপে অর্থাত্মক আর থাকে না। গ্রন্থাগার কর্মীর উগ্র আন্দোলনে অগ্রসর হননি। গ্রন্থাগার কর্মীরা যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন তার তুলনা হয় না—তাদের সত্য দাবী আশা করি পূরণ করা হবে।

এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে বক্তৃতা করেন শ্রীশ্রীমল্লেন্দ্র বহু চৌধুরী। সভাপণেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার গুপ্ত, বেদার। মেলায় মেলায় এইরূপ আহ্বাণ করেকটি সভা অহুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদ এসেছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মূখ্য আহ্বানে অহুষ্ঠিত এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

১। এই সভা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীসমূহের কর্মসূচী সার্থক করিয়া তোলার অঙ্গ অভিনন্দন জানাইতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের অঙ্গ জননেতা, শিক্ষাজ্ঞাতী ও জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সভা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ভাতাদি ও সর্বাঙ্গ সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি রাজ্য সরকারের নিকট যে দাবীকল্প পেশ করিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে অহুষ্ঠার করিতেছে।

৩। এই সভা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দাবী করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারের কর্মীদের মাসের প্রথম দিবসে বেতনাদি দেওয়া হউক।

৪। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-সংগ্রাম আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালনার অঙ্গ এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি সমূহের সংঘটি প্রয়োজন, এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া অঙ্গ এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতিতে অহুষ্ঠার জানাইতেছে।

পরিষদ কবা

কার্যনির্বাহক সমিতির অষ্টম অধিবেশন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ পরিষদ কার্যপক্ষে প্রিন্সাববন্দু দস্তের সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির অষ্টম অধিবেশন হয়। ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। বিগত সত্তার কার্যবিবরণী পঠিত ও অমুমোদিত হয়।

১। একবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৮ই ও ৯ই এপ্রিল ধার্য করা হবে বলে স্থির হয়। সম্মেলনের অঙ্গ প্রস্তাবিত স্থান ঐক্যে গিয়ে প্রাথমিক আলোচনা-আলোচনার অঙ্গ সর্বশ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, মকলাপ্রসাদ সিংহ ও চকলসুয়ার সেনের মধ্যে যে কোন স্থান থাকবে বলে স্থির হয়। ২। সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে। ৩। সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে বিহারভারতী উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমন্ত্রণ করা হবে বলে স্থির হয়। ৪। পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ১৫০০ টাকা খরচ অমুমোদন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তরের ভাষা বাংলা হবে বলে স্থির হয়। ৫। লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডনের ১৯৬৩-র সদস্য টানা পরিশোধ করা হবে এবং ১৯৬৭ সাল থেকে পরিষদ আর উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থাকবে না বলে স্থির হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশন

১১ই মার্চ সন্ধ্যা ৭ঃ ঘটিকার পরিষদ কার্যপক্ষে শ্রীকণিজুধন রায়ের সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতির নবম অধিবেশন হয়। ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। গত সত্তার কার্যবিবরণী অমুমোদিত হয়।

গৃহনির্মাণ উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সমিতির কার্যাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, গৃহনির্মাণের অঙ্গ সংবারণের টেওয়ার আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। টেওয়ার জমা দেবার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ অবধি বর্ধিত করা হয়েছে। টেওয়ার ১লা এপ্রিল যথারীতি সর্বসমক্ষে খোলা হবে।

প্রকাশন উপসমিতির কর্মসচিব শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সভাপতির অবগতির অঙ্গ জানান যে, গ্রন্থাগার পত্রিকার মুদ্রণ ব্যয় বিগত বৎসরে দু'হাজার টাকা অতিক্রম করেছে। তৎকাল বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির দ্বারা ব্যয় সংকুলানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চলতি বছরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের অঙ্গ স্বর্ণপদক তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নামে যে পদক দানের সিদ্ধান্ত হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের অঙ্গ সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্য ওহন্দার ও 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদককে নিয়ে একটি অস্থায়ী উপসমিতি গঠিত হয়।

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপসমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত শিক্ষণের খসড়া নিম্নোক্ত

অনুমোদিত হয়। একবিংশ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সংশোধনের তারিখ ৮ই ও ৯ই এপ্রিলের পরিবর্তে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ধার্য করা হয়। সংশোধনের উদ্দেশ্যের জন্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য ও বর্তমান শিক্ষাব্রতী শ্রীকোমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম প্রস্তাবিত হয়। সভাপতিত্বের জন্য বরাহদেব দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হরি দাশগুপ্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিজয়বিহারী ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করা হবে বলে স্থির হয়।

পরিষদের অর্থ উপদেষ্টার হুশারি অনুযায়ী পরিষদের বেতনভুক্ত কর্মীদের বেতন, কার্যনির্বাহক সমিতির ৬ই নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখের সভায় সম্মুখীন পাঁচ টাকা বৃদ্ধি সহ ৭ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। এই সিদ্ধান্ত আগ্রহী ১৯৬৭ থেকে কার্যকরী হবে। চলতি বছরে পরিষদের সদস্যদের আবেদনকারীদের সকলকেই সমস্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউ জি সি'র ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সহিত আলোচনা

বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ইউ, জি, সি'র চেয়ারম্যান শ্রী ডি, এম, কোঠারী নিকট কলিকাতা ও বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিও, এমসি কোর্সের প্রবর্তন এবং বাংলা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে ইউ, জি, সি'র অনুমোদিত বেতন-ক্রম চালু করার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের ভিত্তিতে পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে শ্রীকোঠারী ইউ, জি, সি'র একুশের অফিসার শ্রী এম, কে, দাশগুপ্তের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রীদাশগুপ্ত ৩০শে জুন বিকাল ৫টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন—এম, লিও, এমসি কোর্স কলিকাতার প্রবর্তনের পূর্ব সমর্থন ইউ, জি, সি'র আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি রাজি থাকেন তাহলে এবছর থেকেই ঐ কোর্স চালু করা সম্ভব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ, জি, সি'র বেতনক্রমের আওতার আদারে বিষয়ে শ্রী দাশগুপ্ত বলেন : এখনো যে এখানে এই বেতনক্রম চালু হয়নি এটাই অস্বাভাবিক বিষয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করার জন্য ইউ, জি, সি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা বরকের কাছে হুশারি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবরকের কাছে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ, জি, সি'র বেতনক্রম চালু করার জন্য অনুরোধ জানানোর প্রতিশ্রুতিও শ্রী দাশগুপ্ত পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট জানান।

পরিশেষে পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ইউ, জি, সি'র নিকট পেশ করার প্রতিশ্রুতিও শ্রী দাশগুপ্ত জানান।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৎ খ্যা য়

গ্রন্থাগার ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা (সম্পাদকীয়)	১৪০
অভাব ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন দীলা মুখোপাধ্যায়	১৪৫
ভাষিতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত—(২) পঙ্কজ কুমার দত্ত	১৪৯
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৬
গ্রন্থাগারে কমিসহযোগ ও কয়েকটি উপেক্ষিত কর্তব্য জেনেক	১৬১
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ	১৬৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৭৯

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পরমা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুপটুভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা বৃদ্ধ খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংখ্য কার্যালয়ে (৩৩ হজুরীমল লেন, কলিক-১৪) কাগজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৬-৭৩৩৫
- “গ্রন্থাগার” সম্পর্কীয় টোকাফড় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০ টাকা
" অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
ব্যক্তিগত সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা

SOME IMPORTANT BOOKS FOR EVERY LIBRARY

RAMAKRISHNA AND HIS DISCIPLES

By Christopher Isherwood

A new biography of the great prophet of new India, written in the vivid language of a famous writer, who approaches Ramakrishna with love and devotion, and at the same time deals with his subject in the scientific spirit of a Western observer.

Printed in England

33 illustrations

Pages 358

Price Rs. 12-50

SWAMI VIVEKANANDA IN AMERICA NEW DISCOVERIES

By Marie Louise Burke

(Second Edition)

A valuable source book containing plenty of new material diligently collected by the author & presenting a new approach to the message of Swami Vivekananda.

Pages 736

39 illustrations

Price Rs. 18

VIVEKANANDA : A BIOGRAPHY IN PICTURES

A biographical album containing nearly 170 pictures, arranged chronologically, with a life-sketch of Swamiji, chronological table, write-ups and quotations from Swamiji for each picture etc. This includes almost all available pictures of Swamiji and many pictures of persons and places connected with him.

Printed on thick foreign art paper. Covered by a plastic jacket

Size 11-1/8" x 8 1/2"

Price Rs. 30

Please write to—

ADVAITA ASHRAMA

5 DEHENTALLY ROAD, CALCUTTA-14 (Phone : 44-1214)

বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৭শে আগষ্ট রবিবার বৈকাল ৫টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

কার্যসূচী :

- ১। গত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ অনুমোদন।
- ২। ১৯৬৬ সালের বার্ষিক কার্য বিবরণী অনুমোদন।
- ৩। ১৯৬৬ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন।
- ৪। ১৯৬৭ সালের চন্দ্র কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যগণের নির্বাচন।
- ৫। বিবিধ।

কলিকাতা—

১লা আগষ্ট, ১৯৬৭

সৌরেন্দ্র বোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বিঃ দ্রঃ।

ননোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৩শে আগষ্ট।

ননোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।

প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ : ২৫শে আগষ্ট

ভোটাধিকারী সদস্যদের নাম পরিষদ অফিসে পাওয়া যাইবে।



গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—সির্দুলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪ }

{ ১৩৭৪, জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মীদের আন্দোলনে নাটকীয় পটপরিবর্তন ঘটতে চলেছে। গত জুলাই মাসে সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের 'দাবী পত্রাদ' পালনের পরই আবার গত ১লা আগস্ট সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌন মিছিল রাইটাস' বিজিং অতিমুখে স্বায়ত্ত্বাধীন দাবী-দাওয়া পেশ করবার জন্ত। অবশ্য এ মিছিলটি পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আয়োজিত একটি সম্মিলিত মিছিল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গত কিছুকাল ধাবত গ্রন্থাগারিকদের দাবী সমর্থন করে আসছেন। শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকদের দাবীও প্রতি শিক্ষকগণ সমর্থন জানাবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শিক্ষকদের তথা গ্রন্থাগারিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা এখন নীতিগতভাবেই স্বীকৃতিলাভ করতে চলেছে। তাছাড়া শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমর্থনে এসে দাঁড়াচ্ছেন প্রমিক-কর্মচারীরা; আবার প্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনকেও সমর্থন জানাচ্ছেন শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকগণ—এ জিনিস আমাদের দেশে নিশ্চয়ই একেবারে হালের আমদানি। কেননা, কিছুকাল আগে পর্যন্তও কোন কোন মহল থেকে শিক্ষকদের তথা গ্রন্থাগারিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা অব্যক্তি বল মনে করা হত। গ্রন্থাগার কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা অগ্রসর প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই, বিশেষ করে, ব্রুটেন ও সুইডেনে গ্রন্থাগারিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনিত গ্রন্থাগারিকদের স্থান উল্লেখযোগ্য।

ব্রুটেনে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ স্বাভাবিক সরকারী কর্মচারীদের মতই তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা National Association of Local Government Officers-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। এই ইউনিয়ন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁদের বেতন ও স্বাধীনতা তথা দাবী আদায়ের সংগ্রাম করেন। অপরদিকে গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের বৃত্তিদলক কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্ত Library Association-

এরও সম্ভব হয়ে থাকেন। বুটেনে গ্রন্থাগারিকদের সংঘবদ্ধতা এমনই দৃঢ় যে, কোন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রহণযোগ্য বেতনের চেয়ে কম বেতনে লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলে গ্রন্থাগারিকগণের সংস্থা তাঁদের সমস্তদের ঐ চাকুরীর জন্য আবেদন করতে নিষেধ করে সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন (Blacklisting), এর ফলে অতীতে গ্রন্থাগারিকদের নিকট ঐ সব গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। সুইডেনে যদিও গ্রন্থাগারিকদের কয়েকটি বৃত্তিভুলক সংস্থা রয়েছে, তেমনি আবার দুটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাও রয়েছে— Association of Swedish Public Librarians এবং Association of Swedish University and Research Librarians. এ দুটি সংস্থাই আবার ৭৫,০০০ সমস্ত-বিশিষ্ট Swedish Confederation of Professional Associations-এর অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি খাস আমেরিকান্তেও বিভিন্ন ক্ষয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। নিউইয়র্কে স্থল গ্রন্থাগারিকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানান, স্থানীয় শিক্ষক সংস্থা United Federation of Teachers, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ ও ব্যবস্থাপনাগণের গ্রন্থাগারিকগণ “ফ্যাকাল্টি স্ট্যাচাল” পাবার জন্য আন্দোলন করেছেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন গ্রন্থাগারিক ছিলে American Association of University Professors-এর একটি স্থানীয় শাখা গঠন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়ে American Federation of Teachers-এর যে স্থানীয় গ্রুপ রয়েছে তাতে বৃত্তিভুলকী ও অ-বৃত্তিভুলকী সকল ক্ষয়ের গ্রন্থাগার কর্মীই রয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছে পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতেও। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসেই এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল শিকাগো পাবলিক লাইব্রেরীতে। ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবীতে এই গ্রন্থাগারের কর্মীরা ধর্মঘটের ছরকী দিয়েছিলেন। শিকাগোর সকল প্রধান প্রধান বৈদিকেই এই সংবাদ ছেতলাইন দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ফিলাডেলফিয়া, স্ট্রীডলাও, ওহিও, ম্যাসাচুসেটস্, বোষ্টন সর্বত্রই পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতে ইউনিয়ন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমাদের এই পশ্চিম বাংলার আন্দোলন গ্রন্থাগারিকদের বর্তমান প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। বিদেশের এই সকল অভিজ্ঞতার স্বরূপ হয়তো আমাদের বেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অন্ততঃ শিক্ষালাভ করতে পারি। গ্রন্থাগারিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতার প্রয়োজনীয়তা অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছিল। ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের দাতব্য সংস্থা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দিকে তাকালে বনে হয় না তাঁরা বর্তমানের এই প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত বা বিদেশের এই অভিজ্ঞতা থেকে কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করেছেন।

অভাব ও গ্রন্থগার বিজ্ঞানের দর্শন

দীপা মুখোপাধ্যায়

মানুষের প্রয়োজন থাকে তাই সে পাঠ করে। এ কথার বিরুদ্ধে বলবার সম্ভবতঃ কিছুই নেই। তাহলে এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে পাঠ হ'লো একটা কাজ অর্থাৎ একটা activity। কিন্তু এই activity'র কারণ কি। যখন মানুষ কোন কিছুর অভাব বোধ করে তখনই কেবল মানুষের সেই বস্তুটির দ্রষ্টব্য অভাব-বোধ জাগে। আমরা জানি, স্বর্ণে কোন অভাব নেই ফলে স্বর্ণে দাবা বাস করে তাদের কোন অভাববোধ নেই; হুতরাং তাদের কোন activity থাকে সম্ভব নয়। স্বর্ণে স্বর্ণ-শাস্ত্রের দর্শন বলতে কিছু নেই। কেবল তাই নয়, সেখানে বই লেখবার প্রয়োজনও নেই, বই পড়বারও কোন প্রয়োজন নেই। অতএব স্বর্ণে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। মানুষের জীবন যদি দেবতাদের জীবন হতো তাহলে সে জীবনে কোন দুঃখ থাকত না। হুতরাং তাদের বলবারও কিছু থাকতনা শোনবারও কিছু থাকতনা। বই হচ্ছে একটা means of communication। এতপ অবস্থায় বইয়ের সৃষ্টি হতো না। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে :—

মানুষের প্রয়োজন থাকার জন্মেই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব। এই অভাবের মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানের অভাব।

আমার মনে হয়, এই একটি মাত্র দার্শনিক নীতির উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সমূহের দর্শন গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এই দার্শনিক নীতিকে আমরা ইংরাজী ভাষায় বলতে পারি "Principle of Scarcity"।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য কি তা বিচার করলে আমরা গ্রন্থাগারের ভিত্তির পিছনের আরও কয়েকটি দার্শনিক নীতি খুঁজে পেতে পারি। প্রথমে ধরে নেওয়া যাক গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। তা যদি সত্য হয় তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে শিক্ষার দর্শনই হবে গ্রন্থাগারের কাজের দর্শন। শিক্ষার দর্শন কি তা আমি কখনও পড়ে দেখিনি। কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার দর্শন বলতে কি বলেছেন তা আমি এখানে উল্লেখ করতে পারব না। আর তা উল্লেখ করে কোন লাভ নেই কারণ কে কোথায় কি বলেছে তা যে সত্যি তা কে বলতে পারে? নিজে কি বুদ্ধি সেটাই বলার চেষ্টা করছি।

মধ্য যুগে শিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না বলে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি এ কথা "গ্রন্থাগার" পত্রিকার বহুবার বলা হয়েছে। আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের দক্ষ ছিল কম; সেই লক্ষে মানুষের বুদ্ধি বা ছিল তার দাবা যে জ্ঞানটুকু সে সময়ে ছিল সেই জ্ঞানটুকু সে আপনাকে থাকতেই শিখে নিতে পারতো; ফলে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন

হয়নি। সুতরাং সে সময়ে বই বলে বা কিছু ছিল তা সংগ্রহই করা হতো। বিলি করার কোন গ্রন্থ উঠেনি। সে সময়ে যে সব গ্রন্থাগার ছিল তা ছিল কেবলমাত্র সংগ্রহাগার।

মাহুকের জীবনে যদি শিক্ষাগণ বা যৌবনের হিতচিন্তার কোন সীমা না থাকত তা হলে তার শেখার কোন নির্দিষ্ট হিতচিন্তা থাকত না ফলে তাকে শিক্ষা বোঝাও প্রয়োজন হতো না। মানব সমাজের জ্ঞানের সঞ্চয় বতই থাকুক না কেন মাহুকের শেখার ক্রমতা সে বুদ্ধির সঙ্গে অনায়াসেই পালা দিতে পারত। তাকে স্থল কলেজে গিয়ে পড়ার জরুরী হতো হতো না। কিন্তু মাহুকের জীবন বড় কঠিন জীবন। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় বর্ণিত হয় :—

‘যুব না আকিঙে আশা না মিটিঙে
বেথিতে বেথিতে ফুরার বেলা’—

কেবল এই কারণেই শিক্ষার জাতির দৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহালয়ের রূপ বহলে পুস্তক বিলির মাধ্যম হিসাবে রূপ নিয়েছে (Distribution centre)।

তাহলে আমরা দেখছি শিক্ষার প্রধান দার্শনিক তিনটি হচ্ছে : মানুষের শিক্ষার ক্ষমতার অস্তিত্ব আছে বলেই শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন এবং ঠিক সেই কারণেই গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ হচ্ছে to organise knowledge. যাতে জনসাধারণ নিজের ইচ্ছা ও শিক্ষার ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের নিজের পড়বার উপযোগী বই সহজে পেতে পারে। তাহলে আমরা দেখছি গ্রন্থাগারকে পাঠকের দিক থেকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিচার করলে আমরা ঐ একই নীতি Principle of Scarcity নীতিতে এগে পড়ছি।

এ কথাটা যে সত্য তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যদি শিক্ষার ও গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিচার করে দেখেন। গ্রন্থাগার আধুনিক রূপ নিয়েছে ১৮ বশ শতাব্দীর মাক্সিমালি থেকে এবং শিক্ষাও আধুনিক রূপ নিয়েছে ঐ একই সময় থেকে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে কলন ঐ সময় থেকে পাকতে শুরু করে এবং তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাহুকের জ্ঞান-ভাণ্ডার এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে তা organise করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মাহুকের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে technology'র উন্নতির ফলে অধবিতাগ দেখা দেয়। সমাজের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবার জন্যে ব্যক্তিকে কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে হয় কিন্তু তার সময়ের অস্তিত্ব দেখা দিতে থাকে। তার পড়বার সময় ক্রমশঃ কমতে থাকে, শিক্ষারও সময় কমতে থাকে। ফলে স্থলে শিক্ষার তার তার খুব বেশী বাড়তে থাকে অথবা quality of reading কমতে থাকে। সাধারণ পাঠের ক্ষেত্রেও ঐ এক অর্থ। এখনকার পাঠক পড়ে বেশী কিন্তু তার পাঠের quality অনেক কম। এ অবস্থার সঙ্গে স্থল-কলেজ যেমন নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে তেমনি গ্রন্থাগারও নিজের রূপ বদলেছে। উন্নত দেশের গ্রন্থাগারগুলি এখন পুস্তক বিলির

কেন্দ্রের পরিবর্তে Documentation Centre হিসাবে কাজ করছে। অর্থাৎ মানব সভ্যতার আধুনিক জ্ঞান যাতে সকলের কাছে সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করছে। কারণ মানুষের পড়বার সময় এখন কম। যতটুকু সময় সে পায় সেই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু তাকে পড়ে নিতে হবে। সুতরাং আধুনিক গ্রন্থাগারের তপ ও আধুনিক পাঠের কেন্দ্রেও আবহাৱা দেখছি ঐ একই দার্শনিক নীতি: Principle of Scarcity.

মানব সভ্যতার জ্ঞানের সূর্য যে কেবল বাড়ছে তা নয়, এত বেশী বাড়ছে যে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে তা দেখবার ক্ষমতা নেই! পৃথিবীর মধ্যে, সমস্ত জ্ঞান নিজের সাধারণ মধ্যে সূর্য করে রাখতে পারত এ ধরনের শেখ মানুষ হয় তো Leibniz। পৃথিবীতে বা কিছু দেখা বার হচ্ছে তা সবই যে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ করতে হবে এ ধারণা ক্রমশঃ তুল প্রমাণ হতে থাকে ১৮ দশ শতাব্দীতে। এই সময় থেকেই গ্রন্থাগারের একটা সাধারণ কাজ হয় বই বেছে সংগ্রহ করা এবং এই বায়নার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন গটফ্রিট ভিল্‌হেল্ম লাইবনিট্‌স (Gottfried Wilhelm Leibniz)। সেবার দিকে Leibniz, Wolfenbuttel গ্রন্থাগারের পরিচালক হন। এই গ্রন্থাগারের পুস্তকের তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তিনি গ্রন্থাগারের মূল্য বিচার করতেই গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তকের সংখ্যা অগ্রপারে নয় গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তকের মূল্য অগ্রপারে। সুতরাং পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে আধুনিক গ্রন্থাগারের নীতি হচ্ছে, বেছে পুস্তক সংগ্রহ করা। তার প্রথম কারণ হচ্ছে, আধুনিক গ্রন্থাগারকে "দশুর্ণ" করে তোলায় চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রথম অন্তরায় হচ্ছে অর্থ, দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে পুস্তকের জীবন, তৃতীয় অন্তরায় হচ্ছে পাঠকের প্রয়োজন। ফলে আবহাৱা প্রায় সেই একই নীতির আওতায় এনে পড়ছি। অবশ্য তার ব্যাপ্তি একটু বৃদ্ধি করে আবহাৱা Principle of Scarcity না বলে বলতে পারি Principle of Economy.।

আর একটু গভীর ভাবে বিচার করে দেখলে 'আবহাৱা' বুঝতে পারব গ্রন্থাগারের সব কাজই এই নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ আধুনিক সমাজের গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে মানুষকে পড়বার সুযোগ দেওয়া। মানুষ পড়ে তার প্রয়োজন আছে বলে। আধুনিক সমাজে সকল প্রয়োজনই economic need. ফলে পাঠকে যদি activity বলে ধরা যায় তাহলে সেটাও economic activity অর্থাৎ consumption. অর্থাৎ গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে consumption-এর জন্য লিখিত বস্তু সংগ্রহ করা এবং তা ব্যক্তিগত প্রয়োজন অহুযোগী বিলি করা। সুতরাং আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারকে সমাজের মধ্যে Economic institution হিসাবে গণ্য করতে হবে। ফলে আবহাৱা আবহাৱা দেখছি গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের ভিত্তিতে রয়েছে ঐ একই নীতি Principle of Economy.

এ পর্বত আমি বা কিছু বললাম তা থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, লিঙ্গার ভিত্তিতে যদি গ্রন্থাগার গড়ে উঠে থাকে তাহলে গ্রন্থাগারের সব কিছু কাজের ভিত্তি হবে :

যে শিখবে তার শেখবার শক্তির অভাব। আমরা যা ডাকে শেখাতে চাই তার শেখাটা শেখা সম্ভব নয়। হতরাং তার ক্ষমতা অসুখারী আমাদের শিক্ষার মান গড়ে তুলতে হবে এবং তার শেখার ক্ষমতার মান অসুখারী ডাকে আমাদের বই বিলি করতে হবে। পাঠকের শেখার মানের ক্ষমতা গ্রন্থাগার নির্ধারণ করবেন। দোট: নির্ভর করবে পাঠকের উপর। হতরাং গ্রন্থাগারের কাজ পাঠক অসুখারী জানি বিতরণ করা নয়। পাঠক অসুখারী বই বিলি করা। হতরাং Principle of Scarcity হলো সাধারণ নীতি। এই নীতির একটি corollary হলো 'Every reader his books'.

Principle of Scarcity'-র আর একটি Corollary হবে "পাঠক অসুখারী গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে"। ঠিক এই কারণেই ছাত্র অসুখারী শিক্ষক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। কোন গ্রন্থাগার সংগঠন করার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে আমাদের পাঠক হবে কতটা, এবং গ্রন্থাগারের সকল প্রকার পরিচালনাও নির্ভর করবে পাঠকের উপর। গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে "পুস্তক নির্বাচন" ও পড়বে এ কথা হয়তো নতুন করে বলতে হবে না। হতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন অধ্যাপক ও শিক্ষকের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে না তেমনি গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারেনা। গ্রন্থাগার হবে পাঠকের প্রতিচ্ছবি (projection) এবং তা হবে two dimensional.

প্রথম: পাঠকের শেখার ক্ষমতার সীমা ও বিস্তার: তার জীবনযাপন করার জন্য তার শিক্ষার প্রয়োজন। হতরাং গ্রন্থাগারের কাজ হবে two dimensional: পাঠক অসুখারী বই বিলি এবং ব্যক্তিকে জীবন বাপন করার জন্য সাহায্য করা।

শিক্ষা যেহেতু গ্রন্থাগারের কাজ নয়। গ্রন্থাগারের কাজের শিখনে যে দর্শন রয়েছে সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করে মনে হয়, আমি এটুকু প্রমাণ করতে পেরেছি যে গ্রন্থাগারের একটি মাত্র কাজ হচ্ছে "পাঠক অসুখারী পুস্তক বিলি করা"। এইটাই হ'লো কঠিন সত্য অর্থাৎ naked truth। যাদের যা পেশা তাদের স্বভাব হচ্ছে তাদের পেশার উপরে রং চড়িয়ে দোটাকে বিরাট একটা কিছু করে তোলবার চেষ্টা করা এবং ডাকে সকলের সামনে বেশ imposing করে তুলবার চেষ্টা করা। কিন্তু আর কোন ব্যবসারের কথা বলতে পারি না—গ্রন্থাগারিকতা এমন একটা কিছু বিরাট ও কঠিন ব্যবসার নয় যার দর্শন হুঁজবার জন্যে নাম করা দার্শনিকদের যারে মাথা হুঁকতে হবে।

আইনস্টাইন নাকি বলেছিলেন "If perpetual motion existed, there would be no such thing as physics"। Einstein-এর অসুখরণে আমরা বলতে পারি, "If people could perpetually learn there would be no such thing as Library Science"

Principle of Scarcity: Sole phylosospy of Library Science
by Dila Mukerji

ভারতে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিহাস (২)

পদ্মকুমার দত্ত

মোটামুটিভাবে বলা যায় আরব ও পারসীকদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কাগজ ভারতে আসে এবং ভারতে কাগজের প্রচলন হয়। আকবরের সময় দীর্ঘ দীর্ঘে ভারতীয় কাগজ-শিল্প দ্রুত ত্রিতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পূর্ববর্তীকালে ভারতের কাগজের প্রচলন উদ্ভবোত্তর বেড়ে চলে। তবে এই সময়কাল হাতে তৈরী কাগজ মূলতঃ ছিল না, সহজলভ্যও ছিল না এবং এই ক্ষুদ্রই বিকল্প বস্তু হিসাবে তালপাতার চলন একেবারে উঠে যায় নি। এমন কি, বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সীমিতভাবে এর চলন ছিল—অন্ততঃশুধু গ্রাম্যকালে। আজকের প্রোট ও গুণের অনেকেরই হাতে লেখার প্রথম পাঠ্য ভুক্ত হয় তালপাতার উপর। ধর্মীর পুঁথি-পত্র ও কোটী-টিকুজি (জয়পত্রিকা) তৈরী করতেও এর ব্যবহার ছিল ১০-১৩ বছর আগেও। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা এমেলি আছে। কাগজ চালু হবার পর তালপাতার পুঁথি বহন সাধারণভাবে অচল হয়ে এল, তার বহুদিন পর পর্যন্তও অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর ধরে পুঁথি লেখকরা কাগজে পুঁথি লিখলেও তালপাতার পুঁথির বেলায় গায়ে হাতা গলা'নর ক্ষত ছুটা করা হত সেই কারণে রঙের ছটকি বসাতেন আর ছটকির চারপাশে আলপনা করে দিতেন। এ সময়ের কাগজের পুঁথির আকৃতিতেও তালপাতা যুগের ছাপ রয়ে গেছে। প্রথম যুগের কাগজের পুঁথি তালপাতার পুঁথির মতই লম্বাটে হত; তবে বর্তমানে আধুনিক কালের দিকে এগিয়েছে কাগজের পুঁথির গ্রন্থ আশে আশে বড় হতে আরম্ভ করেছে। [নবাগতের উপর পুরাতন ঐতিহ্য ও রীতির ছাপ রাখার মানসিক প্রবণতা। আমরা আমাদের দেশের স্থাপত্য ও শিল্পক্ষেত্রেও দেখতে পাই। ভারতের আর শাঁচীর পাথরের প্রস্তম্ভ-সমূহের মধ্যে অভীতকালের কাঠের বাড়ীর নির্মাণরীতির ছাপ রয়ে গেছে। বাংলা দেশের মন্দির নির্মাণে চারচালা ঘরের আবল খুবই স্পষ্ট।]

মুঘলযুগের কাগজ :

মুঘল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে সমরথন্দে তৈরী কাগজের তুহনী প্রকাশ্য করে লিখেছেন : জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম কাগজ আসে সমরথন্দ থেকে—আবে-সিরা নদীর তীরে অবস্থিত কানোগিল (Kunegil) নহরই 'জুগাজ' নামে খ্যাত উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরী হয়। অহমান করা যেতে পারে সমরথন্দের কাগজই রাজকীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। আকবরের সময় থেকেই অবশ্য দিন বহলের পালা শুরু হয়। এখানে প্রধানত সরকারী ব্যবস্থানে কাগজ তৈরীর স্থাপত্য হয় আকবরের নির্দেশে। প্রাচীন কাল থেকেই কান্দীয়ে তৈরী হুজপত্রের খ্যাতি ছিল। সরকারী 'কারখানার' কাগজ

তৈরী হইত আকবর কান্দীরাহেই পছন্দ করেন। অল্পদিনেই কান্দীরের কাগজ পুঁবিপত্র লেখার কাজে সারাবেশে সমাদৃত হয়। এই খ্যাতি উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। অবশ্য এর ফলে কান্দীরের 'ভূর্জ' শিল্প অতি ক্রমে লোপ পায়। কান্দীরী শিল্পী-কারিগরগণের ভূর্জ-শিল্পের অস্তিত্বতা উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কাগজ তৈরী করতে যে সব প্রক্রিয়া (boiling, soaking, washing and polishing) প্রয়োগ করা হত ভূর্জপত্র তৈরী করতেও সেই প্রক্রিয়া-সমূহের মূলনীতিগুলির সাহায্য নেওয়া হত—তৎকাল ছিল প্রয়োগগত কৌশলের। (এমন কি, ভালশাডাকে লেখবার উপযোগী করতেও একই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়) কান্দীরী শিল্পীরা কাগজ তৈরীতে যে সব ছোট ছোট পার্থক্য নবীর জল ব্যবহার করতে সেই জলের বিশেষ গুণাগুণ কাগজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে হস্ত সাহায্য করে থাকবে। ইউরোপের কোন কোন কাগজ শিল্পক্ষেত্রের খ্যাতির মূলে ছিল সেই অকলের জলে ত্রীকৃত অবস্থার বিস্তারিত বিভিন্ন শ্রেণীর ধাতব লবণ। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থানের জলের বিশেষ ধরনের গুণাগুণ ও বিশেষ প্রকার কাগজের ব্যাপারে উপযোগিতা সম্বন্ধে অতীতদিনের শিল্পী-কারিগরগণ অধিকাংশ সময়েই গুহাকিবালা থাকতেন। এমনকি অনেক সময় তাঁরা একধাপ কাজ শেষ করে পরবর্তী ধাপের কাজ করতে দশ-পনের মাইল দূরেও যেতেন। রাজস্থানের রস্কীন বস্ত্র শিল্প-কারিগরগণের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে)।

কান্দীরী কাগজে অতি দ্রুত 'পালিশ' থাকার জন্য হত বেশ চক্কে আর মৃদু—রঙটিও হত বেশ মরনমোহর, সাধারণে চোখের মত্ত। পরবর্তীকালে 'দহ-মুঠি' ('দহ' বা দশ মুঠি প্রস্থবিধি), 'হেশরী' আর 'সহরজু' কাগজ কান্দীরী কাগজের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

সেকালের সকল শিল্পী-কারিগর-গোষ্ঠীর মত কান্দীরীরাও শিল্প-কারিগরী কৌশল সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখত। তা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কাগজ শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। কিছুকালের মধ্যেই পাহাঘের শিলালকোটে তৈরী কাগজ বেশ খ্যাতি অর্জন করে। অবশ্য উৎকর্ষতার বিচারে 'শিলালকোটা' কাগজ কখনই কান্দীরী কাগজের সমকক্ষ হতে পারে নি। শিলালকোটে তৈরী 'জাহাজীরা' কাগজ খুব সম্ভবতঃ যোগল বাহাদুর জাহাজীরের সময়ে এবং তাঁরই বিশেষ আদেশে তৈরী হয়। এই কাগজ ছিল খুবই মহার্ঘ্য, কিন্তু হত খুবই হালকা, তৎকালীন ভারতীয় সকল শ্রেণীর কাগজ অপেক্ষা এর ওজন ছিল অনেক কম। প্রধানত বাহসাহী সনদ ও মূল্যবান পুঁবিপত্র ও ধর্মগ্রন্থ তৈরীর কাজে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। বলাবাহুল্য শিলালকোটে সাধারণ কাজের উপযোগী অন্যান্য ধরনের কাগজও যথেষ্ট হস্ত উৎসে অনুলুপের পেরিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে তা বড় একটা আগত না। প্রাচ্যের কাগজ সাধারণতঃ ধব ধবে লাধা হ'ত না। শিলালকোটে অবশ্য পরবর্তীকালে একধরনের খুব সাধা কাগজ

তৈরী হত। গন্ধক পুড়িয়ে তৈরী গন্ধকার বাষ্প (সালফার-ডাই-অক্সাইড) সাহায্যে বিবর্তিত করে এই সব সাধা নিয়ালকোচী কাগজ প্রস্তুত হত।

মুঘল যুগে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি জাতিগোত্র কাগজ তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভারতবাসীদের ধৌলভাব্যে তৈরী কাগজ ধৌলভাব্যী নামে খ্যাত ছিল—এর কদম্বও ছিল যথেষ্ট। ‘হরতি’ (ওয়েব পেশী) নামে এক ধরনের কাগজ এই সময় পাওয়া যেত। এগুলি হত বেশমের মত চক্চকে, তবে খুব সহজেই ফেটে যেত। সাধারণ কাগজ হিসাবে ‘হিন্দী’রও যথেষ্ট চল ছিল। ‘মুঘলী’ কাগজ দক্ষিণ ভারতে খুব চলত—কিন্তু তৈরী হত উত্তর ভারতে। মহীশূরে ‘কাবনে’ নামে এক ধরনের ভাল কাগজ প্রস্তুত হত। বাণ থেকে তৈরী কাগজের নাম ছিল বাতসাহা বা তাঁলি। টাট বা ছেড়া শনের বস্তা থেকে যে কাগজ হত তাকে বলত ‘টাটাহা’। আর ‘তুলট’ কাগজ হত তুলো থেকে।

এ ছাড়াও আরও নানা প্রকারের উপকরণ থেকে কাগজ তৈরী হত। এই সব কাগজের অধিকাংশই উৎকর্ষতার বিচারে খুবই উচ্চমানের ছিল এবং দারু ভারতেই পুঁজিপত্র ও অল্পাল্প লেখা-লেখার কাজে ব্যবহৃত হত। তবে ছবি আঁকার জন্য শিল্পীরা সব সময়ই বিদেশী (ইরানী বা সিন্ধ্যানী) কাগজের পক্ষপাতী থাকতেন। যেন হয়, পুরাতন প্রথা, ঐতিহ্য এবং বিদেশী কাগজের মধ্যস্থে শিল্পীদের মানসিক দ্বন্দ্বলতাই ছিল এর মূলে।

মুঘলোক্তর যুগের কাগজ :

হাতে তৈরী ভারতীয় কাগজের সমৃদ্ধি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই ভারতে পাকাতোর কলে তৈরী কাগজের আমদানী শুরু হয়। ফলে এই শিল্পে বিপণনের হ্রাসপাত ঘটে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অনেক অকলে শিল্পটির নান্দিক্য উঠতে থাকে। পাকাতোর শিল্পলকোট এবং আরও কয়েকটি অকলে অবশ্য সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে; এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিও ঘটে। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ দারু ভারত জুড়েই এই শিল্পটির উপর ব্যাপক বিপণন আঘাত হানতে থাকে। কারণ কলে তৈরী কাগজের বিপুল আমদানী ছাড়াও, সে সময়ে ভারতেই কাগজের কল স্থাপিত হয় ও কাগজ উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসকেরা তখনও পর্যন্ত সরকারী কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হাতে তৈরী দেশী কাগজ ব্যবহার করতেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্যার চার্লস উড [লর্ড হালিকাক্স] যখন Secretary of State for India তখন তাঁর জারি করা এক সরকারী আদেশের ফলে শিল্পটি সরকারের পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত হয়। বিংশ শতকের শুরুতে ‘হাতে-তৈরী’ কাগজ ‘প্রান্ত-বস্ত্র’র স্যামিল বলে যেন হতে থাকে। (অবশ্য অল্প কয়েক ঘর শিল্পী কাগিগর আজও শিল্পটি কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে তাঁরা প্রধানত: পুরাতন কাগজ থেকেই কাগজ তৈরী করেন)। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে হাতে-তৈরী-

কাগজ শিল্পের অবনতির জন্য ভারতের বৃষ্টি কয়েকখানার কাগজ প্রস্তুত প্রকল্পগুলিকে দায়ী করা চলে। অবশ্য বিভিন্ন উপাধান নিয়ে এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মানোন্নয়ন প্রচেষ্টা বিবেচনা করলে কয়েকখানা প্রকল্পগুলি কাগজ তৈরীর ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই দাবী করতে পারে। উল্লিখিত পক্ষে ভারতে বিভিন্ন কয়েকখানার দ্বারা তৈরী কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। কয়েকখানাগুলি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে ছেঁড়া কাগজ পেতো তার ফলে তাদের উৎপাদনে ব্যয় হত কম—অবশ্য উৎপাদন ব্যয় সত্ত্বেও খুব একটা মাথা-মাথা তাদের ছিল না, উৎপন্ন সব কাগজই সরকার নিয়ে নিতেন ফলে বাজার সত্ত্বেও কোন তাহনা ছিল না। উপরন্তু বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর মনোযোগের জন্য উন্নত উৎপাদন কৌশল প্রবর্তিত হয় এবং কাগজের মান বৃদ্ধি উন্নত হয়। কয়েকটি কয়েকখানার তৈরী কাগজের সর্বস্বত্বের চাহিদা ছিল। কয়েকখানা-প্রকল্পগুলিকে আর একটি কারণে সমাদরের মনে করতে হয়। এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইট ইতিহাস কোম্পানীর বিভিন্ন কর্মচারী ভারতে দেশীয় প্রথার কাগজ তৈরীর যে সব বিবরণ রেখে গেছেন সেই সব বিবরণী ভারতে কাগজ তৈরীর ইতিহাসের অনেক অমূল্য উপাধান ধরে রেখেছে। মূল মূলের বা মূলোত্তর মূলের কাগজ তৈরীর আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। যে দু-চার খানা উর্দু, পারসী, আরবী পুঁথির সংবাদ পাওয়া গেছে, সেগুলির সত্ত্বেও বিশদ আলোচনা এখনও হয় নি। কাজেই ভারতে কাগজ তৈরীর ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়টি যেমন অন্ধকারে ঢাকা, মূল মূলের অধ্যায়টি ঠিক ততখানি রহস্যময় না হলেও, খুবই অশুভাগ্যবিশিষ্ট। এই রহস্য উন্মোচন করতে বিশেষজ্ঞরা কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্যের সাহায্য নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন যে অতীত কালের সূঁচির শিল্পী ও কারিগররা সহজে তাদের পুণ্ডরন পদ্ধতি বা কৌশল ছেড়ে দেয় না। ভারতীয় কাগজীয়ে কয়েকটি এমন অনেকাংশে লভ্য। Sri K. B. Joshi প্রণীত 'Papermaking as a cottage industry' গ্রন্থে ভারতে কাগজ তৈরীর পুরাতন পদ্ধতির যে বিবরণ রয়েছে তারই সারাংশ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

মূলমূল্য মূলে কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে প্রধানত 'টাট' বা পুরাতন ছেঁড়া শবের বস্তা, রুদ্রি বা ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, পুরাতন রুদ্রি-বড়ী, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভারতের কাগজ তৈরীর কেন্দ্রগুলি ঐমুগে বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্রের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় শবের বস্তা থেকে কাঁচামাল পাবার সুবিধা যে এরকমটি হওয়ার অন্যতম কারণ দে বিবরণ কোন সম্ভব নাই। অবশ্য টাট, রুদ্রি ব্যতীত অন্যান্য আরও বহুবিধের বিভিন্ন উপকরণ থেকে কাগজ তৈরী হত, বলা ছেঁড়া সাহায্য জাল। অনেক অঞ্চলে ছেঁড়া জালই ছিল কাঁচামালের প্রধান যোগানদায়।

টাট, রুদ্রি প্রভৃতি প্রথমেই 'টোকারি' নামক দা-কাটারী ধরনের একজাতীয়

অগ্নি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা হত—সবায় কুচিগুলি হত ইকি খানেক । তারপরই কাড়াই-মাড়াই করে ধূলাবালি দতখানি লাগা যায় দূর করা হত ।

এবার এগুলি নদী-নালায় জলে ধোয়া হত । ধোয়ার পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র । নদীর মধ্যে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দুজন লোক একখণ্ড লজ্জ কাগড়ের দুপ্রান্ত তাদের কোমড়ে বেঁধে নিত এবং বলির মত খুলে থাকা জায়গায় জ্বলন্ত টাট-বন্দি রেখে জলে ডুবিয়ে বেশ করে হু-হাতে কড়লি'ত ফলে সব ময়লা ধুয়ে নেড়িয়ে যেত । ধোয়ার পর ঢেঁকিতে এগুলি কুট্টা হত । 'কুট্টাই'য়ের পর ফের আবার নদীর জলে 'ধুলাই' । 'ধুলাই'য়ের পর পাথরের মাঝেতে 'সালিন্কার' ও চুনের সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট টিবি করে রোদের মধ্যে খোলা হাওয়ায় পনের বিশ দিন (শীতের দিনে মাল খানেক) কেলে রাখা হত । এর ফলে পচন-ক্রিয়া (fermentation) আরম্ভ হয়ে যেত এবং তন্তগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত । সুধালোক এগুলিকে বিরক্তিত করতে সাহায্য করে । এরপর ঢেঁকিতে কুটে সহজেই মগ্রে পরিণত করা সম্ভব হত । যদি তা না হ'ত তাহলে আবার ক্ষার ও চুন মিশিয়ে দিন কতক রোদে হাওয়ায় রেখে ঢেঁকিতে কুটা হত । অনেক সময় এই মগের সঙ্গে কিছু জল মিশিয়ে পুনরায় ঢেঁকিতে কুটা হত—অবশ্য তখন ঢেঁকির যুগ্মলি থেকে লোহার 'গলো' খুলে নেওয়া চত । [ঢেঁকির মূল বেহের সঙ্গে সমকোণে আটকান মূল্যাকার যে বস্তুটি থাকে তারই মূল প্রান্তে একটি লোহার আঁটি পযান থাকে—এটিকে বলে 'গলো'] । তন্তগুলি ইতিপূর্বে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকলে এই প্রক্রিয়াতে তা সংঘটিত হয় ; এছাড়া ইহা মগকে সোধক বা জলদম্পক করে তোলে ।

পুরাতন কাগজ মেশাতে হলে তা এই সময়েরই মেশাতে হত । কিন্তু মেশানর জন্ত কাগজকেও অবশ্যই মগ্রে পরিণত করতে হত এবং সে কাজ সহজেই করা যেত । কাগজকে ছিঁড়ে জলে তিলিয়ে পাথরের মেকের উপর দিন পনের কেলে রাখা হত—কাগজ যাতে সব সময়েরই তিলে থাকে সেদিকে নজর থাকত । এরপর পা দিয়ে বেশ করে চটকে এবং মেকের উপর ঘষে ঘষে মগ্রে পরিণত করা হত । অনেক সময় পুরাতন কাগজগুলি জলে ভেজাবার আগে সামান্য পরিমাণ 'সালি' (লতকরা পাচভাগ হিসাবে) মিশিয়ে নেওয়া হত । যখন কাগজে ময়লা খুব বেশী থাকত তখনই সাধারণত সালিমাটি (এবং কখনও কখনও এর সঙ্গে চুন) মিশান হত । তন্তর বস্তুকে কাগজে পরিণত করতে বেশ কয়েকবার ঢেঁকিতে 'কুট্টাই', জলে 'ধুলাই' এবং 'কুট্টাই-ধুলাই'য়ের মাঝে রোদ পাওয়া হত ।

মগ ঠিক মত প্রস্তুত হলে পর মগকে বড় বড় গোলায় পরিণত করে শুপাকার করে রেখে দেওয়া হত এবং প্রয়োজনের সময় কুতিতে ফেলে জলে তিলিয়ে পা দিয়ে চটকে ও প্রয়োজনমত জল মিশিয়ে ঘন কাথ প্রস্তুত করা হত ।

কাগজ তৈরীর বিভিন্ন পর্বেরে নানোশ্রেণীর অমিকের প্রয়োজন হত—এদের কেউ

বাচ্চা ছেলেবেলা, কেউবা স্রীলোক কিংবা বুড়া মানুষ, কেউ আবার সন্ত সন্তান জন্মান। কাজের ধরন অস্থায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের বিভিন্ন নাম ছিল। বেশব হুন্স প্রমিত তত্ত্ব কণে মিশ্রিত মনে ভগা হাউজ বা vat থেকে কাগজ তৈরী করত কেবল নামে ভাবেই দেখলে কাগজী বলা হত।

প্রথমে হাউজ [অথবা হাতি বা হাতা] কেমন গড়নের হত সে কথায় আলা বাক। হাউজ খণে সাধারণ ভাবে বড় বড় চৌবাচ্চা বা মলাখার বোকার। হাউজগুলি হত সাধারণত গভীরতার সাড়ে তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থে বখাক্রমে সাড়ে পাঁচ ফুট ও সাড়ে চার ফুট। তবে প্রস্থচ্ছেদ (Cross-Section) হত ক্রমবর্ধমান—অর্থাৎ হাউজের মেঝে হত লম্বায় তিন ফুট ও প্রস্থে বেড় ফুট মাত্র। হাউজের যে প্রান্তে বলে কাগজী কাজ করে সেই প্রান্তেই বেওয়ার্ণটি হয় একেবারেই খাড়া। বাকী তিনটি বেওয়ার্ণ হত ঢালু। কাগজীর কাজের বেওয়ার্ণটি খাড়া না করলে কাগজীর পক্ষে খানসী বা paperlifting frame ডুখান-উঠানর সময় অসুবিধা হয়। বেওয়ার্ণ ঢালু করার যে সুবিধাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে ছোট খাট ইট-পাটকেল বা বালি ইত্যাদি সহজেই ঢালু গায়ে গড়িয়ে হাউজের অপরিসর মেঝেতে গমে এবং সহজেই তুলে কেল বেওয়া যায়। কাজ করতে করতে হাউজের মালমশলা ক্রমশঃই কমে থাকে, এক সময় এমন অবস্থায় আসে যে খানসী ডুখানই সম্ভব হয় না। হাউজের নিরস্তায় অপরিসর হওয়ার এই অবস্থি উপকরণের পরিমাণ হয় খুবই কম। হাউজের বেওয়ার্ণ খুবই সম্বন এবং বেওয়ার্ণের সংযোগস্থল কৌণিক না হওয়ার জন্য হাউজ পত্রিকার করতে সুবিধা হয়। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে অল্প উঁচু একটি বেদী তৈরী করে তার মধ্যে হাউজ খোঁড়া হত এবং হাউজের কিনারা বরাবর ইকি দুই তিন উঁচু বাধ বেওয়া থাকত যাতে ময়লা মল ইত্যাদি সহজে হাউজে না পড়তে পারে। বেদীর উপরে হাউজের কাছেই কুতি খোঁড়া হত। এগুলি ফুট বেড়েক গভীর গোলাকার গত—বাস হত ফুট বেড়েক।

এবার Paperlifting frame এর কথা আলা বাক। উত্তর ভারতীয় কাগজীদের কাঠের তৈরী এই ক্রেস 'খানসী', 'রছ', 'সকা' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল; তবে খানসী নামই ছিল অধিকন্তর প্রচলিত। এটি দেখতে হয় গরায়সহ জানলার ক্রেসের মত—তবে আকারে অনেক ছোট। যে মাপের কাগজ তৈরী হবে তার থেকে অল্প কিছু বড়। 'লিফটিং ফ্রেম' বা খানসীর উপর আলগা ভাবে বিছান থাকে 'Lifting mat' বা 'বীর' (অথবা ছপরা)। প্রয়োজন হলে বীর অতি সহজেই খানসী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্তর অঞ্চলের কাগজীদের 'বীর' তৈরীতে কোনও-না-কোন লম্বাছাতের দাল ব্যবহার করা হত। এই দাল ব্যবহার পারঙ্গীক প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। বাংলাদেশে কিন্তু দেশের তৈরী সন্ত সন্ত কাঠি দিয়ে বীর প্রস্তুত হত। বঙ্গবন্দী পদবিধারের বাড়ীর বারান্দায় আবক বাচান আর ঘোষ

‘আটকান’র জন্য বাশের কাটি দিয়ে তৈরী যেদর চিক্ বাবজত হয় সেইদর চিকের সঙ্গে মীরের বিশেষ কোন তফাত নেই, কেবলমাত্র এগুলি চিক্ অপেক্ষা অনেক ছোট হয় আর এদের কাটিগুলি থাকে খুবই ঘন পছিমিষ্ট। মীর ঘালেরই হোক্, কিংবা বাশেরই হোক্ চিক্ তৈরীর কান্দুদাতেই এগুলি তৈরী হয়। মীরের দুটি প্রান্তে বেলনাচারের দুটি কার্গদণ্ড সংবদ্ধ থাকে, এ দুটির কাগজীদেব দেওয়া নাথ ‘ঘোরাতে’। যে বাশের কাগজ তৈরী হবে মীর তার থেকে অল্প একটু বড় হবে, আবার খানসী হবে মীর থেকে আর একটু বড়। কাগজ তৈরীর সময় কাগজী খানসীর উপর মীর বিছিয়ে মীরের কাটিকে সমকোণে ছেদ করে দুটি আয়তাকার কাট দণ্ড (নাম হিচ্কা) মীরের দুপ্রান্তে এমন ভাবে রাখে যে হিচ্কা দুটি ঘোরাতে দুটিকে ঠেলে ধরে এবং দণ্ড চতুর্দশের ঘায়া মীরের উপর অগভীর এক আধারের সৃষ্টি হয়। [ক্রমশঃ]

History of Papermaking and introduction of paper in India

By— Pankaj Kumar Datta

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন

সুন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

[বহুদিন হইতেই বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবার বাসনা অল্পমাত্রা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু পূর্ণশক্তি হইতে উদ্ধার করিয়া বাহা লিখিব তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া প্রথমেই পুস্তকাকারে ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হইতে এতদিন নিবৃত্ত ছিলাম। বর্তমানে ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাস বর্ণনার কাজে হাত দেওয়াই সমীচীন মনে করিলাম। কারণ লিপিবদ্ধ বর্ণনার প্রতি অনেকেরই নজর পড়িবার সম্ভাবনা আছে। তাহার ফলে ভ্রম-প্রমাদ সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং প্রামাণ্য ইতিহাস লেখা সম্ভব হইবে। অতএব পাঠকবর্গের নিকট সাহসের নিবেদন তাঁহারা যেন ধারাবাহিক বর্ণনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম-প্রমাদগুলি সংশোধন ও অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনের কাজে আন্তরিকতার সহিত সহায়তা করেন—লেখক।]

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আত্মপুত্রিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আগে উহা বলিতে আরম্ভ কি নুহি তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া উচিত। সাহসের অনেকাংশ মনকে কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্র করিয়া তুলিবার প্রয়াসকেই আন্দোলন বলা যায়। গ্রন্থাগার কি ও কেন, উহার সাময়িক্য, ব্যবহার, পরিবেশ, গ্রন্থ-সংগ্রহ, গ্রন্থ-সংগ্রহ বা ক্রয়, গ্রন্থের পরিবেষণ ও সংরক্ষণ, গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও মনোভাব, গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণ, গ্রন্থাগারের প্রতি সমাজের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রের কর্তব্য, গ্রন্থ-নির্বাচন, জনগণকে গ্রন্থাগারমন্ডা করিয়া তুলিবার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে তাবাহিয়া তুলিয়া শ্রেয় ও প্রেয়ের সন্ধান দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধযোগী কর্মে তাহাদিগকে প্ররোচিত করাইবার নামই গ্রন্থাগার আন্দোলন।

পৃথিবীতে সাহস, পত্র, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রত্যেক জীবের মনের ভাব প্রকাশ করিবার মত একটা ভাষা আছে। যহ্যোক্তর জীবেরা আকারে-ইন্দ্রিতে বা আওয়াজে ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহসও প্রথমে আকারে-ইন্দ্রিতেই মনের ভাব প্রকাশ করিত। কালক্রমে ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে ভাষা সৃষ্টি হইল তাহা দ্বারা কাছের সাহসের সঙ্গেই ভাব-বিনিময় চলে, দূরের সাহসের সঙ্গে চলে না। প্রয়োজনবোধে সাহস বসন্ত খাটাইয়া উদ্ভাবন করিল বর্ণমালা। তাহার ফলে দূরের সাহসের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের একটা পথ বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার নিকট ভাষা পৌছাইয়া দেওয়ার সমস্তা বহিরাই গেল। তখন পৃথিবীর নানা স্থানে ভাষার বাহন হিসাবে নানা জিনিস ব্যবহৃত হইতে লাগিল—বলা, এটেল মাটি, মাটির নোড়া, গাধার, ভোম পাতি, ভালপাতা, ভেড়ামাতা, চ্যাটাল শোয়া, রূপার পাত, তামার পাত, কাগজ প্রভৃতি।

পূর্বকালে আমাদের ভাষাতে শ্রুতিবজ্রের উপরই বেনী নির্ভর করা হইত এবং তাহা বাড়াইবার দিকেই বেনী দৃষ্টি থাকিত বলিয়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা তেমন দেখা যায় নাই। ফলে মৃত্যুহেতু মরণো জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করিতে পারে নাই। পরে যখন মাহুদের চিত্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আগ্রহ দেখা দিল তখন উপরোক্ত বাহনে তাহা লেখা হইল। এইভাবে লিখিত পুঁথি কেহ কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তদ্বোধে দেশের রাজা-রাজভাই ছিলেন অগ্রণী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, পূর্বে আমাদের দেশে চতুষ্পাঠি ছিল। এই চতুষ্পাঠির চারিদিকে ছাত্রদের থাকিবার ঘর, মাক্ষণানে উঠান এবং উঠানের মাক্ষণানে একখানা আটচালা থাকিত। এই আটচালাতে ছাত্রদের পড়ার বই রাখা হইত বলিয়া ইহাকে প্রথাগার বলা হইত। কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহিলে তাহাকে প্রথমতঃ একজন ছাত্রপ্রধানের কাছে ঘাইতে চাইত। জিজ্ঞাসুর শব্দ হইয়া ছাত্রপ্রধান পণ্ডিতদের নিকট প্রশ্ন লিখিয়া দিতেন। তখন ঐ আটচালার অবস্থিত প্রথাগার হইতে প্রথ আনাইয়া পণ্ডিতবর্গ জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেল যিনি যেই বিষয়ে আগ্রহাবিত থাকিতেন তিনি সেই বিষয়েই পুস্তক সংগ্রহে তৎপর হইতেন। কিন্তু দেশের তদানীন্তন রাজারা ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। তাহারা শুধু বিশেষ বিষয়ক পুঁথিই সংগ্রহ করিতেন না, নানাবিধ পুঁথি সংগ্রহের দিকেই তাহাদের নজর থাকিত। তাহাদের এই সংগ্রহের ফলে নানাবিধ বিপণ্ডের মরণো মাহুদের দুগে দুগে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। অধিকন্তু শাস্ত্রকাররা এইরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধর্মশাস্ত্র নকল করিয়া কাহাকেও দান করিলে তাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এই ধর্মভাবে উৎসাহ হইয়া অনেকে পুণ্যার্জন করার জন্য হাতে পুঁথি লিখিয়া কাহাকেও দান করিতেন। ইহার ফলে পুঁথির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, জনসমাজে ইহার প্রচার হইত এবং অল্প কোন প্রকারে পুঁথির সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত জ্ঞানের পূর্ণ বিলুপ্তির হাত হইতে সম্বরণ রক্ষিত হইত। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের দেশে এই এক অভিনব ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার দরুন ভারতীয় জ্ঞানসম্পদ একেবারে বিলুপ্ত হইবার সুযোগ পায় নাই।

প্রথাগার ব্যবস্থারের প্রাথমিক যোগাভা অক্ষর জ্ঞান। বাহ্যিক অক্ষর জ্ঞান নাই সে প্রথাগারের মর্ম কি বৃত্তিবে? প্রাচীনকালে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা মৃত্যুহেতু ছিল বলিয়া প্রথাগারের মর্ম তাহারাই বৃত্তি। তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই প্রথাগার স্থাপিত হইত। তদুপরি হাতে লিখিয়া পুঁথির সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যে ইচ্ছানুযায় বা প্রয়োজনমত বাড়ান সম্ভাব্য ছিল না বলিয়া প্রথাগারের সংখ্যা ছিল কম। ইহাই দওয়া স্বাভাবিক। কোন কিছু স্থায়ী মূল্য থাকে প্রয়োজনবোধে। প্রয়োজনীয়তার অভাবে স্থায়ী প্রেরণাও জাগে নাই। কাজেই দেখা গিয়াছে জানীয়েব হিন্দু দেশেই প্রথাগার

গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রথমতঃ তবানীসন বিশ্ববিভাগের এবং কালক্রমে বিভাগচর্চায় স্থানে গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে আগ্রহাবিত ব্যক্তিদ্বয় নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগার সাজাইতেন। ইহাদ্বয়কে পারিবারিক গ্রন্থাগার বলা চলে। মাহ্‌মুদের স্ক্রিট জ্ঞানের সম্বন্ধ সংরক্ষণ ও তাহী পুস্তকসমূহের নিকট সেই জ্ঞানভাণ্ডার বহন করিয়া লইয়া বাইবার ব্যাণ্ডারে পারিবারিক গ্রন্থাগারের স্থান নগণ্য জো নয়াই বরক অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানশিপাহু ব্যক্তিত্ব নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিশেষ বিষয়ক বা নানাবিধ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থাগার সাজাইতেন তাহা শুধু নিজেদের ব্যবহারেই লাগিত না, সমাজেরও বিশেষ উপকারে আসিত। আমাদের দেশের বহু গবেষক এই গ্রন্থাগার হইতে প্রত্যন্ত আবিষ্কার করিয়া বিশ্বজনের চিত্তের ধোঁরাঙ্ক জুটাইয়াছেন এবং জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। আজও কোন প্রতিষ্ঠান পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালাইয়া বাইতেছে এবং তাহাতে স্বকলণ করিতেছে। চার শত বা পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন পুঁথি আজও সংগৃহীত হইতেছে।

গ্রন্থাগারের তৃতীয় পর্যায় হইল সর্বজনীন গ্রন্থাগার। জনগণের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাগ্রচারণার ফলে ইহার প্রয়োজন অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের অন্তরঙ্গ পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারায় দক্ষ সর্বজনীন গ্রন্থাগারের প্রদান একটা বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। মুদ্রাবন্ধের আবিষ্কারের ফলে এই অন্তরঙ্গ দূরীভূত হইয়াছে এবং সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকে মাহ্‌মুদের দৃষ্টিও পড়িয়াছে।

বিশেষী রাজশক্তি বৃদ্ধির আশয়ে আমাদের দেশে মুদ্রাবন্ধ স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রদান সাধনের ফলে বহু পুস্তকও মুদ্রিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ বেদসংগ্রহী প্রভেদে কলিকাতার সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পরে ইহার সংগঠনের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়ে। শুধু যে কলিকাতাবাসীরাই এই গ্রন্থাগার স্থাপনে উত্তেজিত হইয়াছিল তাহা নহে, জিলা সহর বা বহিষ্কৃত পল্লীভেদে ইহার চেষ্টা গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ক্রমশঃ ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

দ্বিতীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। বৃটিশের শাসনের ঘোষণাটি দেখাইয়া সমালোচনা চলিতে থাকে। অধিকন্তর রাজনৈতিক অবিকার দাবী করিয়া রাজশক্তির হরণের জনগণের পক্ষ হইতে আবেদন-নিবেদন উপস্থিত করা হয়। নিজের দেশের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং ধর্মসংস্কার করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং সর্বদিকেই একটা অস্বস্তিপূর্ণ কর্তব্যবোধ ও কর্তব্যের বোধা যায়।

দ্বিতীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের মতলব ঘোষণা করিলে বঙ্গবাসীদের মন রাজশক্তির এই রূপ আঘাতে তীব্রভাবে উত্তেজিত হয়। বিশেষী শাসনব্যবস্থা এই জনমনবিচ্যোদী কার্য ও রাজনৈতিক দৃষ্টিশক্তিকে বানচাল

করিয়া বেওয়ার্জ অস্ত্র বঙ্গবাসী বহুশত্রিকর হইল। আশাম্বর জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্ধারের সমুচিত প্রতিবাদ জানাইবার অস্ত্র প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। বিদেশী ভব্য বর্জনের কর্মপন্থা গৃহীত হইল। রাজশক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া বলিয়া ছিল না। তাহারও তাহারের বিরুদ্ধাচরণে কার্যে পরিণত করিবার অস্ত্র কঠোর পন্থা অবলম্বন করিল। কালক্রমে দেখা গেল বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের আন্দোলন একটা স্বাধীন ও সাময়িক আন্দোলন হইতে বৃষ্টিশীল শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে এক সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল।

এই সময় নানা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্র বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার অস্ত্র ইহাও। লোক সংগ্রহের দিকে নজর দিল। চেতনামোহন মাহুকের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করিতে হইলে তাহার মনোযোগে সর্বপ্রথম উদ্ভীর্ণনায় তাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাব প্রচার করিতে হইলে অল্পকাল সাহিত্য রচনা অবশ্য কর্তব্য। মৌলিক সাহিত্য তো কিছু সৃষ্টি হইলই অধিকতর বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লক্ষণ ও প্রচার চলিতে লাগিল। এই পুস্তকগুলি বাহ্যতে সকলে পাঠ করার সুযোগ পায় তাহার অস্ত্র স্থানে স্থানে স্থাপিত হইল ছোট ছোট সর্বজনীন গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারই আমাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং সমাজের সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের দ্বিধা আগাইতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

তখনকার দিনে এই গ্রন্থাগারগুলিকে বিদেশী রাজশক্তি হুমকির দোহা দিয়া ইহাদের উপর তাহারের সতর্ক স্ত্রোমষ্টি ছিল। বৈপ্লবিক আবহাওয়া উত্তেজিত প্রবল ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রমাণ গণিল। অনেক পুস্তককে আইন করিয়া পাঠনিষিদ্ধ করিল। আন্দোলনের বিরুদ্ধ পাঠনিষিদ্ধ করার পূর্বে ইহাকে পাঠ করিবার যেই আগ্রহ ছিল পরে সেই আগ্রহ অত্যধিক বাড়িয়া গেল। ফলে বইগুলি একান্তে অবাধে বিচরণের পথ ছাড়িয়া দিয়া গোপনে অল্পসংখ্যক পাঠকের হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই গ্রন্থাগারগুলি ছিল পাঠকের দেহ, মন ও আত্মাকে গড়িয়া তোলার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। আজকালকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের আবহাওয়া ও কর্ম-পন্থার সহিত সঙ্গতি না থাকিলেও ভাবানুভূতি রাজনৈতিক কর্মীরা যে গ্রন্থাগারকে দেশের ও দেশের কল্যাণচিন্তার কাজে লাগাইয়াছিলেন এবং গ্রন্থাগার-বিমুখতা হইতে গ্রন্থাগার-উদ্বুদ্ধতার দিকে দেশকে অনেক দূর আগাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে বিমুখ্যাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাগার আন্দোলন আধুনিক চিন্তাধারার ফল। আমাদের বঙ্গদেশ তথা ভারত এবিধের অস্ত্রাস্ত্র দেশের তুলনায় পশ্চাত্তর্য। কিন্তু এই পশ্চাত্তর্যের ফলে অনেক অস্ত্রায় ছিল। আমরা পরাধীন ছিলাম বলিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বাচ্ছন্দ্যগতিতে পথ চলার পরিবেশ বা সহায়তা পায় নাই। রাজশক্তির দৃষ্টি ছিল শোষণের দিকেই। দেশকে অল্পতর্য রাখিয়া পুঁজিভাষার শোষণ করাই তাহারের আসল উদ্দেশ্য। কোন

প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসারের সহায়তা করা বা কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের অগ্র-
সূচনাগ্ৰহণ দেওয়া তাহার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, ইহা সবেও ভাষ্যভীষণ স্বকীয়
চেষ্টার অল্প বেশের আদর্শে উদ্ভূত হইয়া গ্রন্থাগার স্থাপন, পরিচালন ও উহার প্রচার
সাধনে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহা আশ্চর্যজনক না হইলেও একেবারে নগণ্য বলা যায়
না। কারণ লোকসমাজের ঔদাসীন্য, ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা ও বিভ্রান্তির মধ্যে যে গ্রন্থাগার
আন্দোলনকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

বিদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় কয়েকটি স্বাধীন দেশ ছাড়া
অল্প সুলভ দেশেই গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই গ্রন্থাগার-চেষ্টার সকার হইয়াছে
এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশঃ বিপত্তি লাভ করিয়াছে। কোথায় কখন গ্রন্থাগার
আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে তাহার একটি নির্বচন দেওয়া হইল। ইহা হইতেই স্পষ্ট
প্রতিপাত হইবে যে ভারতের এবং বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন একেবারে শিথিলে পড়িয়া
আছে একণু অগ্রবাহ দেওয়া যায় না।

ইংলণ্ড—১৮৪৫

স্কটল্যান্ড—১৮৮৭

আয়ারলণ্ড—১৮৪৫

(আয়ারলণ্ডে গ্রন্থাগার পরিবর্তন স্থাপিত হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে)

ফ্রান্স—১৮৮১

বেলজিয়াম—১৮৬০

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—১৮৭৬

ডেনমার্ক—১৯২০

নরওয়ে—১৯১৩

জার্মানী—১৯২৮

চেকোস্লোভাকিয়া—১৯১৯

পোল্যান্ড—১৯২০

এস্তোনিয়া—১৯২৪

ফিনল্যান্ড—১৯২৮

রুশিয়া—১৯২০

বুলগেরিয়া—১৯১১

ইতালী—১৯১৭

পৰ্তুগাল—১৯২০

তুরস্ক—১৯০০

আলবেনিয়া—১৯০০

স্পেন—১৯০১

কানাডা—১৯২৯

মেক্সিকো—১৯২১

দক্ষিণ আমেরিকা—১৮১০

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ—১৯২১

নিউজিল্যান্ড—১৯০৮

দক্ষিণ আফ্রিকা—১৯২৮

কিলিগাইন—১৯১৬

জাপান—১৯৩০

চীন—১৯১৯

স্রাম—১৯০৫

ভায়ত্ত—১৯১৭

বড়োয়া রাজ্য (ভারত)—১৯১০

অস্ট্রা—১৯১৪

পাকিস্তান—১৯১৫

বঙ্গদেশ—১৯২৫

মালদ্বীপ—১৯২৮

মুক্তপ্রদেশ—১৯৩৫

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগারে কর্মিসহযোগ ও কয়েকটি উপেক্ষিত কর্তব্য

জেনেক

০ সূচনা :

বাংলা দেশের কোন গ্রন্থাগারে কোন নতুন কর্মী কাজে যোগদানের অন্তে এলে প্রথম-
দিন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক মহাশয় তাঁকে একটি নান্দিত্যবর্জিত বক্তৃতা শোনাতেন। শুনেছি তাঁর
বক্তৃতায় তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের একটি মূল সমস্যার কথা উল্লেখ করতেন এবং আশা করে
ইচ্ছিতে বলতে চাইতেন যে আগন্তুক যেন এই সমস্যাতে জ্বালে না জড়িয়ে পড়েন এবং
তাঁর নতুন উত্তম ও উৎসাহে গ্রন্থাগারের স্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

সমস্যাটি বোঝাতে গ্রন্থাগারিক মহাশয় যে ভাষা ব্যবহার করতেন তা হল পুরানো
বঙ্গ অর্থাৎ পুরানো কর্মী এবং নতুন বঙ্গ অর্থাৎ নতুন কর্মীদের ঠাণ্ডা লড়াই। জানিনা,
বাংলা দেশের অন্ত কোন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা এই কর্মি-সংঘাত সম্বন্ধে সম্মান
কিনা, সম্মান থাকলেও প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করেন কিনা এবং স্বীকার করলেও
এর সমাধানের কথা চিন্তা করেছেন কিনা এবং করে থাকলে সে সমাধানই বা কি ?
আমি যে গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেছি সেই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয় নতুন কর্মী-
দের কাছে এই কর্মি-সংঘাতের খাজ একটি বিবরণ কবাই তুলতেন, যা হচ্ছে প্রবীণ
এবং মবীন কর্মীদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর কথা। এই সংঘাতের বিভিন্ন দলের কথা তাঁকে
কখনও বলতে শুনিনি এবং এর সমাধানের জন্ত কিছু কিছু নতুন কর্মীদের কাছে একক
ভাবে এই কথা ছাড়া তিনি অন্ত কোন দক্ষিণ পথ অন্বেষণ করেছেন কিনা তাও
আমার জানা নেই। তবে এই বঙ্গ একটা মৌল সমস্যার কথা তিনি স্বীকার করতেন
এবং প্রকাশ্যে বিশেষ করে নতুন কর্মীদের কাছে যোগদানের প্রথম দিনেই গ্রন্থাগার
পরিচালনার এই বিকটির কথা আগন্তুক কর্মীকে বলতে বিধা করতেন না এটি অন্ত্যস্ত
উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি এবং এই ঘটনা নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দ্বারা
প্রমাণিত করে। যেমন :

- (ক) গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি,
- (খ) সমস্যার স্বীকৃতির সত্যতা (অনেকে স্বীকার করার ঝুঁকি নিতে রাজী
না হ'তে পারেন নিজের কাঁধে বোঝা আশার ভয়ে),
- (গ) তাঁর অসহায়তা-বোধ,
- (ঘ) সমস্যাটির গুরুত্ব।

কোন গ্রন্থাগারে যদি দেখা যায় যে স্বাঙ্গা বুদ্ধিবৃত্তি এবং দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগারে
কাজ করছেন এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা গ্রন্থাগারের কাজের পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি

সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং গ্রন্থাগারের স্থানীয় বাড়ছে তবে লকলের চেয়ে বেশী খুশী হবার কথা গ্রন্থাগারিক মহাপন্থের।

কিন্তু যদি উল্টোটা হয়। যদি দেখা যায় ১৯১৫ বছরের অভিজ্ঞ কৃতিত্বশ্রী কর্মীরা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছেন এবং ১৯১৫ বছর কাজের পরে এক বকল অভিজ্ঞ কর্মী শাস্ত্রের মত খোলে ঢুকে পড়ছেন অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়ার বদলে non-technical কাজগুলো বেছে নিচ্ছেন যেমন—চিঠি টাইপ করা, রিসিট করা বা ডেসপ্যাচ করা—তাহলে গ্রন্থাগারিকের মাথায় বাজ পড়ার সামিল হয় না কি? তিনি তখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যান এবং নতুন কর্মীদের দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। হৃদয় উপহিত্ত গ্রন্থাগারিক মহাপন্থও এই পথই বেছে নিতেন। কিন্তু তাতেও কি সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব?

নিশ্চয়ই নয়। কেননা যে যে কারণে একদিন পুরানো কর্মীরা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন সেই কারণগুলি যদি থেকে যায় তাহলে নতুন কর্মীরাও অচিরে সেই রোগে আক্রান্ত হবেন এবং দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করবেন। সুতরাং সমস্যাটি বিজ্ঞিতভাবে না দেখে সম্রাট উপলব্ধি করা এবং সমাধানের সঠিক পথ অন্বেষণ করা প্রয়োজন।

শ্রমী-সংগ্রাম সচেতন যুগের মাত্রই আশংকা। সুতরাং গ্রন্থাগার পরিচালনার আলোচনার ক্রম-সংঘাতের কথা উঠলে ভয় পাবার কিছু নেই। বরং আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক বলে খেনে নেব। যেখানে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়বে, কাজের পরিধি ও জটিলতাও বাড়বে, গ্রন্থাগারের কর্মীর সংখ্যাও বাড়বে—ক্রম-বিরোধের নতুন নতুন দিক গ্রন্থাগারিকের তাড়িয়ে তুলবে; কলে সমাধানের পথের অন্বেষণ হবে এবং পথও খুঁজে পাওয়া যাবে।

সংসারে কোন একটি ছেলে বা মেয়ে যখন শিশুস্বাভাব হ্রাস্ত্রতার কারণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা বলি problem child। ঠিক সেই বকমই গ্রন্থাগারে হ্রাস্ত্রজন্য কর্মী হরত problem staff হিলাবে চিহ্নিত হতে পারেন এবং “বড় দোষ নাকি দোষ” নীতি অত্সারে ক্রম-সংঘাত জনিত সমস্ত অপরাধ তাদের ওপর স্তম্ভ করে গ্রন্থাগারিক মহাপন্থ গম্ভীর্যমান দেগে আসতে চাইবেন কিন্তু তাতে কি সমস্যা সমাধান হবে? ঐ কর্মী কজন তো গ্রন্থাগার ছেড়ে অন্তর্য চলে যেতেও পারেন। তখন হৃদয় দেখা যাবে হাঁচির বেধনা কৃকে উঠেছে!

১ ক্রম-সংঘাতের বিভিন্ন রূপ :

গ্রন্থাগার একটি প্রতিষ্ঠান এবং কাজের সুবিধার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকেই যেমন কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় গ্রন্থাগারকেও ঠিক তেমনই পরিচালনার সুবিধার জন্য কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এক একটি বিভাগের ওপর এক একটি বিশেষ কাজের ভার স্তম্ভ থাকে। এই বিভাগীকরণ যেমন কাজের সুবিধার জন্য অপরিহার্য তেমনই আবার ক্রম-সংঘাত সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি।

১১ বিভাগীয় সংঘাত :

যে কোন গ্রন্থাগারকেই দু'টি মূল বিভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে গ্রন্থাগার-বিভাগ-ভিত্তিক বিভাগগুলি যেমন—বর্গীকরণ ও স্থচীকরণ বিভাগ, যাকে বলা হয় Technical services division অপরদিকে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে এমন বিভাগগুলি, যাকে বলা হয় Public services division, এই পেন-ডেন বিভাগ যার প্রধান কাজ। বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সংঘাতের নানান জটিল সমস্যার কথা গ্রন্থাগারিককে যেমন চিন্তিত করে তোলে ঠিক তেমনি মূল দু'টি বিভাগের সংঘাত জটিল গভীর সমস্যাজনিতও তাঁর কাছে কম দুঃশিষ্টতার কারণ নয়।

এ কথা কিন্তু মনে করা ঠিক হবে না যে এই বিভাগীয় সংঘাত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সকল সময়েই ক্ষতিকারক। সকল বিভাগই চাইবে নিজ নিজ বিভাগের কাজের সুনাম হোক এবং এই চেষ্টার ফলে যে স্ব স্ব প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে তা প্রতি গ্রন্থাগারেরই কাম্বিজিত বস্তু। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এই প্রতিযোগিতাকে অস্বস্ত হতে না দেওয়া। তাঁর বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ব্যবহার, অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা তাঁকে এই কাজে সাহায্য করবে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারিককে সকল সময় সজাগ থাকতে হবে। এই প্রতিযোগিতাকে যদি তিনি কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে কাজে লাগাতে চান তাহলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য।

১১১ মূল দুই বিভাগের সংঘাত :

এই সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে পাঠকের ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত করা পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ তা আমরা বলব মূল দুই বিভাগের প্রথমটির কাজ এবং পাঠকের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করার জন্ত যে বিভাগগুলি কাজ করে মূল দুই বিভাগের দ্বিতীয়টির কাজ সেগুলি পালন করা।

প্রথমটির উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করা এবং বেনী দিন আটকে না রেখে সমস্ত কাজ শেষ করে গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত বলে ঘোষণা করা। এর জন্ত কর্মদক্ষতা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন এই বিভাগের কাজের সজ্ঞতি বক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য চাওয়া মাত্র বখাসত্ত্ব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকের হাতে এঁখ তুলে দিতে পারা।

১১২ সংঘাতের কারণ :

কিন্তু সনতি দক্ষতার প্রয়োজনে অনেক সময় গ্রন্থ প্রস্তুত হতে দেরী হয় এবং যেহেতু প্রথম বিভাগটিও সঙ্গে পাঠকের চাহিদার যোগাযোগ কম থাকে সেহেতু পাঠকের চাহিদা ভিত্তিক দ্রুত কাজ অনেক সময় হয়ে ওঠে না এবং সে সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাগটি প্রথমটির বিকল্পে নানা বিকোপ জানাতে থাকে ফলে সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

এই সংঘাত একটু হয়ে ওঠে এখন প্রথম বিভাগটি কাজের উপায়গুলিকে কাজের

উদ্ভূত বলে মনে করে এবং পাঠকের অবিদ্যা-অসুবিধার কথা সাময়িকভাবে তুলে যায়। তবে একথাও তুলে যাওয়া উচিত নয় যে কালের পদ্ধতি যত্ন করে চলার দায়িত্বও পূর্ণ সহজ কাজ নয়। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে এই কাজ আরও কঠিন বহুবিধ কারণে যেমন—

- (ক) কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় সবসময়েই কম,
- (খ) দ্বিতীয় বিভাগটির কর্মী বন্ধুরা এবং অনেক সময় গ্রন্থাগারিক মহাশয় ও গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতি প্রথম বিভাগটির কাজের দায়িত্ব ও জটিলতা বুঝতে চেষ্টা করেন না,
- (গ) আমাদের দেশের গ্রন্থ প্রকাশনার নির্দিষ্ট মানের অভাব কাজের জটিলতা বাড়ায়,
- (ঘ) স্থলীকরণ সমন্বয় সমাধানের ক্ষেত্রে কোন ক্ষাতীর স্থলীকরণ পদ্ধতির অভাব,
- (ঙ) জনপ্রিয় বর্ণীকরণ পদ্ধতির (যেমন ডিউই বর্ণমালিক বর্ণীকরণ) সাহায্যে বহু বিষয়ের স্রষ্ট বর্ণীকরণের অসুবিধা,
- (চ) বহু গ্রন্থাগারের ক্ষয়কাল থেকেই সমস্ত কাজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত না হওয়ায় গ্রন্থাগারের যৌবনকালে যখন কোন গ্রন্থাগারকে নবীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় তখন আত্মবিকৃত্যাবেই প্রথম বিভাগটির ওপর প্রচুর দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় এবং চাবুক হাতে ডাড়া লাগান হয় তখন কর্মীরা চোখে অন্ধকার দেখেন। আমাদের দেশের অনেক পুরনো গ্রন্থাগারেই এই চিত্র।

আমার মনে হয়, বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় সঙ্গ্রে পরিচিতি করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের উচিত আন্তঃবিভাগীয় কর্মী পেন-পেনের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগেই এক একজন অভিজ্ঞ কর্মী কিছুদিনের জন্য অন্য বিভাগে কাজ করবেন। গ্রন্থাগারের কর্মী পরিষিতি ও বিভাগীকরণ ব্যবস্থা অসুস্থ্যাতী গ্রন্থাগারিক ঠিক করবেন কোন বিভাগের কোন কর্মীকে ধার নেবেন এবং কতদিন কোন বিভাগে রাখবেন। কোন বিভাগই আপত্তি করতে পারবে না কর্মী কমে যাচ্ছে বলে। কেননা যখন অন্য একজন কর্মী তো যেওরা হচ্ছে। এতে আন্তঃবিভাগীয় সংস্রবেরও উপশম হবে কারণ কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগের বিরুদ্ধে মালিশ করার আগে সেই বিভাগের অসুবিধার কথাও ভেবে দেখতে চেষ্টা করবে। এর ফলে আশা করা যাবে যে, কিছু দিনের মধ্যেই সব বিভাগেই এমন একজন বা একাধিক কর্মী থাকবেন যিনি সমস্ত বিভাগের কাজের অসুবিধা ও অসুবিধার সঙ্গ্রে পরিচিতি।

সাধারণতঃ দেখা যায় অবিকল্পে গ্রন্থাগারেই প্রথম বিভাগটির বেশীর ভাগ কর্মীরাই শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এবং তাঁরা বুদ্ধিমান। অপর পক্ষে দ্বিতীয় বিভাগটির চিত্র—কিছু দেখা যায় তদন্তপূর্ণ অর্থাৎ অল্প সংখ্যকেরই সুবোধ-বৃত্ত যোগ্যতা আছে অর্থাৎ

অনেকেরই শিক্ষাগত মান অনেক কম এবং বৃত্তিকুশলী নন। দুই বিভাগের কর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত এই পার্থক্য। দুই বিভাগের কর্মি-সংঘাতের জন্ম কম দারী নর। এই সংঘাত প্রবল হয়ে ওঠে যদি চূড়ান্তক্রমে দ্বিতীয় বিভাগের যিনি প্রধান তিনি যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তি না হন, এবং যদি প্রবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব না থাকে; যদি সত্যিকারের পাঠক-দরদী তিনি না হন, যদি সব পাঠককে সমান চোখে দেখার ক্ষমতা তাঁর না থাকে এবং গ্রন্থাগারের অপর বিভাগগুলির কাজের সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় না থাকে। দুই বিভাগের সংঘাত ১ম পদ্যে তখনই পৌছতে পারে যখন কোন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক মহালয় চোখ কান বন্ধ রেখে কোন নবাগতকে দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্বে বসিয়ে দেন। তখন কাজের বদলে অকাঙ্ক্ষা বৈধী হয় এবং সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় বিভাগের কর্মীরা এমতাবস্থায় পাঠককে যখন সম্মুখিত বই দিতে পারেন না তখন কারণে অকাঙ্ক্ষা দেখা চাপান প্রথম বিভাগটির ওপর। এবং এর ফলে দ্বিতীয় বিভাগের অবিকাল কর্মীই ধার্য বৃত্তিলিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের হুব হুনজব্ব দেখেন না, তাঁরা খুবই উদ্ভাহিত হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্ব একমাত্র সেই কর্মীর চোখেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যিনি ঐ গ্রন্থাগারের কাজের বেশ কিছুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং গ্রন্থাগারটির সমস্ত বিভাগের কাজের সঙ্গে যিনি পরিচিত। এ না হলে পাঠকবর্গের হ্রসবস্থার অবধি থাকে না, এমন কি সমস্ত গ্রন্থাগারের কাজের পরিবেশ অস্থায়ী হয়ে ওঠে এবং গ্রন্থাগারের হুনাম হ্রাস হয়। ফলে নতুন সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অল্প বিভাগের কর্মীরা যখন যেখান ভালভাবে কাজ করেও গ্রন্থাগারের হুনাম হ্রাস হচ্ছে তখন তাঁরা বিস্ময় হয়ে ওঠেন। গ্রন্থাগারিক মহালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভাল কর্মীরাও অসহযোগী হয়ে ওঠেন।

১২ শ্রেণীবিভাগ :

আবল্যাতাত্ত্বিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে অত্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মত গ্রন্থাগার কর্মীদেরও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, এবং এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপে সঙ্গে আমতা ধনীভাবাবেই পরিচিত। সকলেরই মনোবর্ণা ধারিত হয় ওপরওপালার মনস্তত্ত্বের দিকে নইলে চাকরীর উন্নতি হবে না। প্রায় সকলেই (ব্যতিক্রম নিকটই আছে) “গাছেব ইলিশ মাছ” এবং “পুত্রের খেজুর গড়” বড় কর্তাদের বাড়ী বাড়ী পৌছে দেন কেবলমাত্র চেখে দেখবার জন্মে। বড় কর্তারাও অপর দিকে তেমনি বিজয়া দশমীর পূর্বের দিন অথবা অস্থূতের গুজব শুনেই বড় বড় কর্তাদের বাড়ী ছাড়িয়ে হন শুধু কেমন আছেন দেখবার জন্মে এবং অজুহাত দেন যে ঐ রাস্তা দিয়ে অল্প কাজে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনে পড়ল তাই একবার চুকে পড়লেন। এমনও হয় যে, মেজকর্তা গিয়ে দেখেন মেজকর্তা বড়কর্তার দামনে বসে হাত মটকাচ্ছেন অথচ মেজ বা মেজ কাফাই ইচ্ছা ছিলনা এই গোপন অভিযোগের কোন সাক্ষী থাকুক। এই মনস্তাত্ত্বিকরণ নিম্নের দৃষ্ট বিভিন্ন পথ ও

বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার হতে থাকে কনি-সংঘাত তত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। অবিকার্য কর্মীরই ওঠা, বসা, চলা, বেড়া, হাঁ বলা, না বলা সমস্তই নির্ভর করে তদন্তদায়ার মজার দিকে নজর রেখে। ঐশ্ব্যাগারের কাজের সুবিধা-অসুবিধা দেখানো তুচ্ছ হয়ে যায়।

কোন কর্মী কোন উত্তম প্রজ্ঞার উপহিত করলে মাকারী কর্তারা বড়কর্তাদের কানে সে প্রজ্ঞার ভুলতে চান না। কারণ সহজেই অসুখের; প্রজ্ঞাবটি যেহেতু উত্তম স্তরের বড়কর্তা যদি সেটা গ্রহণ করেন তবে সর্বনাশ। অদৃষ্টন কর্মীর হুমায় বেড়ে যাবে সেটা কি সহ্য করা যায়। ফলে দেখা যায় অদৃষ্টন কর্মীরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে ঘিধা বোধ করছেন।

আবার অনেকে বড় কর্তাদের খুশী করবার জন্তেই, তাঁদের কাজের চার ঘেঁষাবার এবং নজরে পড়বার জন্তেই, নতুন কিছু করবার বোহে ভুলতে থাকেন। নেহাত কিছু তেবে না গেলে নিধেন পক্ষে খরের চেয়ার টেবিলের অবস্থানেরও কিছু এদিক ওদিক করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন খুব কান করছেন। এমনও দেখা যায় কোন কোন কর্মী বড় কর্তাদের সামনে পড়লেই খুব জোরে হাঁটতে শুরু করেন বেন খুব যান্ত্র। আর একটা বিশিষ্ট সংস্কার দেখেছি কোন কোন ঐশ্ব্যাগারে। বড় কর্তাদের সামনে এলেই নমস্কার করা। একদিনে যদি চল্লিশ বার দেখা হয় তাহলে শুভবারই নমস্কার করছেন কোন কোন কর্মী। এবে কি অসুখত রোগ ধাঁধের উঠতে বলতে নমস্কার করা আসে না, তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পান কি অস্বস্তিকর এই পরিবেশ।

ঐশ্ব্যাগারিকের উচিত পনের সুখের কাল না খেয়ে ঐশ্ব্যাগারের প্রতিটি বিভাগের কাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রতিটি বিভাগের কাজের প্রতি সহোচ্ছৃতিসম্পন্ন হওয়া, সকল কর্মীর মতামতই শ্রুতি ও বিবেচনা। সংকাতে বিচার করা। আরও সহজ করে বলা উচিত নির্বলীয় হওয়া। কিছু বহু কেহেই এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় এবং তার ফলও হয় খুবই শোচনীয়।

১৩ প্রবীণ ও নবীন কর্মী :

নিবন্ধের শুরুতেই প্রবীণ ও নবীন কনি-সংঘাতের প্রসঙ্গটি তোলা হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রবীণ কর্মীরা পরিবর্তন বিরোধী। তাঁরা চান বর্তমান অবস্থা বজায় থাক। তাঁদের এই অসহযোগী মানসিক অবস্থার নানা কারণের প্রধান হচ্ছে আশাভ্রমণ চাকুরীর উন্নতি না হওয়া এবং তৎক্ষণনিত হতাশা। যখন কোন কর্মী দেখেন যে তাঁর অবশিষ্ট চাকুরী জীবনে উন্নতির আর কোন আশাই নেই, তখন তিনি কোন রকমে বৈদম্বিন মাথা কাজটুকু সেরে প্রতিশ্রুতি ফেটে কত জরুরি তার হিগাব মেলাতে থাকেন।

একজন নতুন কর্মীর ক্ষেত্রে কিছু অবস্থা অত্র প্রকম। তিনি পরিবর্তন চাইবেন, কেন না, একমাত্র কাজের বদা দিয়েই তিনি তাঁর কর্মক্ষমতার পরিচয় দেবার সুযোগ পাবেন। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে সব নতুন কর্মীই পরিবর্তনে আগ্রহী এবং সব প্রবীণ কর্মীই পরিবর্তন বিরোধী।

প্রাণী ও নবীন কর্মি-সংখ্যাত সৃষ্টির দায়িত্ব কার? এছাংগারিক মহাশয়রা প্রথমেই হয়ত বলতে চাইবেন “আমাদের নয়”। এবং এরপর ক্ষেত্রে “ঠাকুর ঘরে করে ইত্যাদি...” প্রবাক্যটিও কণা আমাদের মনে পড়লে কিছু অজ্ঞার হবে কি?

চাকুরী জীবনে উন্নতি আশা করেন না এমন ব্যক্তি বিরল। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন এছাংগারে কি এমন সম্ভাবনা আছে যে প্রতিটি কর্মীই আশা করতে পারেন কিছু না কিছু উন্নতি। দিল্লীতে শুনেছি ৩ঃ বছরের মধ্যেই একটা প্রমোশন না পেলে কর্মীরা কলমেয় কালি বাড়িতে ঝেড়ে রেখে খালি কলম নিয়ে দপ্তরে বাতায়তে তুল করেন। অনেককেই বলতে শুনেছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজেও এমন কিছু ঘটনা জানি যে সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের সমদামনিক বহু কর্মী দিল্লীতে চাকরী পেয়ে গেছেন এবং ৭ঃ বছরের মধ্যেই একটি এমন কি দুটি প্রমোশন পেয়ে বেশ বহাল ভবিষ্যতে আছেন। কলকাতায় জাতীয় এছাংগারে খুব শীঘ্র প্রমোশনের আশা সব কর্মীর নিশ্চয়ই থাকে না কিন্তু টিকে থাকলে এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলে প্রমোশনের সম্ভাবনা যে থাকে একথা হয়ত বলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এছাংগারগুলিতে অথবা অজ্ঞাত মাঝারী এছাংগারগুলিতে অদূর ভবিষ্যতেও প্রমোশনের সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

জাতীয় এছাংগারের প্রাক্তন এছাংগারিকের আমলে নানাবিধ পেকে এছাংগারিকতা বৃদ্ধির ঐচ্ছিক ঘটেছিল। যেমন ধরা যাক, জাতীয় গ্রহণক্রীড়া বিভাগের কাজ শুরু হয় তাঁর আমলেই। এই বিভাগে আজ একদল বৃদ্ধিহীন এছাংগারিক নানাবিধ দায়িত্ব নিয়ে এছাংগার বিভাগের প্রয়োগের এবং ব্যাপ্তির এক সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও জাতীয় এছাংগারের বিভিন্ন বিভাগের নানাবিধ কাজের পরিধি বৃদ্ধির স্বযোগ এসেছিল তাঁর আমলে, কলে আরও বেশী সুপলী কর্মী নিয়োগের স্বযোগ ও সম্ভাবনা এসেছিল।

টিক তেমনই দেখা যাচ্ছে INSDOC আজ নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে, কলে আরও বেশী দায়িত্বশীল কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। হুতরাং নতুন কর্মী নিয়োগ সম্ভব করে তোলা ও আরও বেশী দায়িত্বশীল পদ সৃষ্টি করার এক সুন্দর নজীর সৃষ্টি করেছেন INSDOC-এর বর্তমান ডিরেক্টর।

হুতরাং বলা যেতে পারে যে প্রমোশনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং নতুন পদ সৃষ্টির স্বযোগ এছাংগারে আসতে পারে যদি এছাংগারিক মহাশয় ছাপোষা কেরাণীও মত দশটা পাঁচটা অক্ষিপ না করে এই উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন, নতুন প্রকল্প গ্রহণের দায়িত্ব নিতে পেছনা না হন, সংশ্লিষ্ট মহলে তাঁর দাবী পেশ করেন যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে। যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, আরও কর্মী না হলে এছাংগারের সব বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না, নতুন প্রয়োজনীয় বিভাগের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না তাহলে লোক পাওয়া যাবে না একথা টিক নয়।

কোন এছাংগারে কোন কর্মীর অবদান গ্রহণের পর বা অকস্মাৎ কোন কর্মীর বৃত্তা হলে যখন কোন পদ খালি হয় তখন ঐ এছাংগারে কার্যবর্ত্ত উপযুক্ত কর্মীকে তাঁর প্রাণা

প্রমোদন পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিক মহাপুরুষ অধীকার করতে পারেন কি ? তখন যদি দেখা যায় গোপন চাপের ফলে পেছনের দরজা দিয়ে বাটবের একজন এসে আসন বদল করলেন ! তখন ঐ গ্রন্থাগারে যে 'অভিজ্ঞ কর্মী' দীর্ঘদিন আশা করে বসে-ছিলেন তাঁর মানসিক অবস্থার কথা ভেবে দেখুন। এই অবস্থার আশ্রিত কর্মীরা দীর্ঘ দীর্ঘ দরজার দরজা ঘুরে ঘুরে বসে এবং অলসভাবে হয়ে ওঠেন। গ্রন্থাগারিক মহাপুরুষ তখন প্রবীণ কর্মীদের কাছে কোন কথা বলার সংলাপ দায়িত্ব ফেলেন এবং অসত্য নতুন কর্মীদের উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু কদিন ? প্রবীণ কর্মীদের কাছে নবগত-দের সমস্ত ইতিবৃত্ত শুনে খুব বেশী দেরী হয়না এবং তাঁরা নিজেদের 'দু' একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং অচিরে অমনোযোগী এবং অসহযোগী কর্মীতে পরিণত হন।

১৪ আদ্যুত্তীর্ণলী ও অদ্যুত্তীর্ণলী কর্মীমল :

এঁরা নিজেদের বৃত্তিকূলী কর্মীদের সমগোষ্ঠীর মনে করতে না পারার অসন্তোষ থাকেন এবং দীর্ঘদিন ধরে একই কাজের দায়িত্ব বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দায়িত্বের ক্রমটি না থাকলেও যেমন অত্যন্ত অল্প এবং উন্নতির কোন দৃষ্টান্ত না থাকার সব সময়েই মানসিক ক্ষোভ পুষে রাখেন। ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ও সম-গোষ্ঠীর অত্যন্ত পদের বেতনের হার ও উন্নতির নানা ঘটনার উল্লেখ করে সব সময়েই এঁরা বিক্ষোভ জানান এই বলে যে গ্রন্থাগারে কাজ করতে এশেই এঁদের সর্বনাশ হল। অল্প কোন অফিসে কাজ করলে এতদিন কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই পেতেন। এমন কি, গ্রন্থাগার বিভাগের সার্ভিসেস্ট কোস' পরিচালনা করেন যে সব পরিষদ তাঁদেরকেও বোঝাবোঝা করেন এই বলে যে এই সব প্রতিষ্ঠানই এঁদের এই "না ঘরকা না ঘাটকা" অবস্থার স্রষ্টা দায়ী।

গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার কর্মী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাপুরুষের উচিত এই ক্ষেত্রে কর্মবর্ণের ক্ষত্র উপযুক্ত বেতনক্রম আদায়ের পক্ষে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সংগ্রাম করা। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়া সংক্রান্ত আন্দোলনে আদ্যুত্তীর্ণলী ও অদ্যুত্তীর্ণলী কর্মীদের কথা না বলা বা না চিন্তা করা বা তাদের ভুলে থাকা সামগ্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে এবং কর্মী-সংঘাতকে আরও প্রকট করে তোলে। কোন এক বিশেষ গ্রন্থাগার কর্মী গোষ্ঠী আন্দোলনের সম্যক ভাবগর্ভ উপলব্ধি না করেই আন্দোলন আন্দোলন খেলা শুরু করেছিলেন এবং মুখে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁদের হুঁ আন্দোলনের পরিকল্পনাই হতে পারবেন যাঁরা গ্রান্ডস্টেট এবং গ্রন্থাগার বিভাগের ভিন্নমাত্রা প্রাপ্ত (যেন চাকরীর বিভাগন !)। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বাকী গ্রন্থাগার পরিষদ এ পর্যন্ত তাঁদের কোন দাবী তালিকা থেকে এই ক্ষেত্রে কর্মীদের দাবী দাওয়ার কথা কখনও বাহ্যে দেখেনি এবং আন্দোলনের শুরু থেকেই সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদবর্ণার ক্ষত্র সংগ্রাম করে আসছেন।

[আগামী বারে সমাপ্ত]

The Spirit of Cooperation in the library staff
and a few neglected duties By Janeka.

গ্রন্থাগার কর্মি-সংবাদ

সারা বাংলা গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌলমিছিল

১লা আগষ্ট ১৯৬৭। বাংলা ভাষা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক অদ্বুতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল এই দিন মহানগরী কলকাতায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সমিতির আহ্বানে রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীগণ নিজেদের দাবীগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সন্নিবিষ্ট হয়েছেন এক মৌল মিছিলে। এদের সাথে যোগ দিয়েছেন ভারতের অন্ততম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীগণ তাঁদের এম্প্রিঞ্জ ইউনিয়নের নেতৃত্বে। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীগণও নিজেদের দাবীগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছেন। মিছিলের লক্ষ্য ছিল বিগত দাবী সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কর্মী সমিতির হৃদ উন্মোচনে সংগৃহীত পঞ্চাশ সহস্রাধিক গণ-স্বাক্ষর স্বাক্ষর কৃতবিধার থেকে শুরু করে সমুদ্রস্রোত ফ্রেজারগত পর্যন্ত—বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগার কর্মীগণ মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন। জেলা, গ্রামীণ, মহা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কর্মীদের লক্ষ্য হাতে হাতে মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, পলিটেকনিক, ডেপুটেন্ট হোম ও বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মীরা। বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীগণও এসেছেন তাঁদের নৈতিক সমর্থন জানাতে বেতনভোগী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি। পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মিছিলের লক্ষ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের মিছিলটি বেলা ৩টা সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে রাইটাস' বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রা করে। এর পূর্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক সভার সভাপতি অধ্যাপক ডঃ বনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিনীশকুমার চক্রবর্তী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবীগুলি ঘোষণা করার পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দাবী জনসমক্ষে হতে বিভিন্নভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলি পাঠ করেন। মিছিলে বানান ও পোষ্টার-এর মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মীদের দাবীগুলি, বলা হয়েছে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুদ্র ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকারের করণীয় বিষয়গুলি, রাইটাস' বিল্ডিং-এর সমুখে ১৪৪ দ্বার এলাকার বাইরে এসে মৌল মিছিলটি হৃৎস্পন্দলভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এর পরে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য অধ্যাপক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপকদের দাবী সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য পেশ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাঁদের দাবীগুলিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ সম্পর্কে দ্রুত কাজ

একত্রে। আশা করা যায়, গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেকগুলি দাবীই যেনে নেওয়া যাবে। পরিশেষে তিনি আরও বলেন যে, এ মাসের মধ্যেই গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বক্তৃতার পূর্বে বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ ও সনদভূত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী নিকট পুনরায় দাবী সনদপত্র ও চিঠি দেওয়া হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির এম.প্রিন্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও একটি স্মারক পত্র মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট দেওয়া হয়। এর পর কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধি মণ্ডলীর সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিরা মহাকরণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। প্রতিনিধিরা দাবী-সম্প্রদায় সংগৃহীত লক্ষ্য সহস্রাদিক স্বাক্ষর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দেন। প্রতিনিধিরা দাবী সম্প্রদায়ের জনসভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী ও গ্রন্থাগার আইনের দাবীর প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহায়ত্ব ও আশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনায় মিছিলটি সন্তোষজনকভাবে আবার করে যায়।

‘দাবী-সম্প্রদায়’ উদযাপনের বিস্তৃত বিবরণ

বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ গভর্নমেন্ট সনদভূত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দ্বারা আহ্বানে ১০-১৬ই জুলাই বে দাবী সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে তার বিবরণ বিগত সংখ্যার ‘গ্রন্থাগারে’ প্রকাশিত হয়েছে। পরে আরও সংবাদ পরিষদ কাঞ্চালয়ে এসেছে। তদন্তে গ্রন্থাগার কর্মীরা মৌন মিছিল করে মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আরকলিনি পেশ করেন। পুন্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার কর্মীরা সব মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ‘গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন কর’ ‘সনদভূত’ প্রথা বাতিল কর’, ‘গ্রন্থাগার কর্মীদের বাচার ‘স্বত্ব বেতন দাও’ ইত্যাদি’। উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্য সরকার, শিক্ষক, অর্থিক কর্মচারীদের ১২ই জুলাইয়ের বিরাট মিছিলের সঙ্গে পুন্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার কর্মীরা সারিল হয়ে এসে অংশগ্রহণ করেন। মণ্ডলীর গ্রন্থাগার কর্মীরা সমবেতভাবে জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জলপাইগুড়ির গ্রন্থাগার কর্মীরা এক সভার সমবেত হয়ে তাঁদের দাবী তুলে দেন। এইরূপ জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীরা জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বনগা পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় জননেতৃজন গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। কয়েকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগেও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বল্প পর্যায়ে অকলের গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে কলিকাতা ও বামবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মীই সমগ্রদাবী বাণ্য পরিধান করেন, সর্বত্র স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সার্থকভাবে এগিয়ে চলে। জনসাধারণ, গ্রন্থাগারের পাঠকরা, স্থল-কণ্ঠের শিক্ষক, স্থানীয় বিধান সভার সভ্য, জননেতারা সকলেই গ্রন্থাগার কর্মীদের

দাবী ও গ্রন্থাগার আইনের দাবীর সমর্থনে স্বাক্ষর দেন। সবশেষে কলকাতার অগ্রগতি হয় দুটি কেন্দ্রীয় সভা। এ সভার বিবরণী 'গ্রন্থাগারে' পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দাবী সভাহেত ১৯ই জুলাইর সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছে তা পূর্ববর্তী সংখ্যার ছাপা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত ধনঃ প্রস্তাবটি ভ্রমক্রমে বাদ পড়েছে :—

(৪) এই সভা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খণ্ডবস্থা ও চরম আর্থিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করিয়া দাবী করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের কর্মীদের মাসের প্রথম দিবসে বেতনাদি দেওয়া হোক এবং পুকলিয়া ও গাঁজুড়ার খরানোড়িত সকলের কর্মীদের তিনমাসের বেতন খরচাতি হিসেবে দেওয়া হোক।

গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর শুভেচ্ছাবাদী প্রেরণ

দাবী সভাহে কেন্দ্রীয় জনসভায় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বহু এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য জরুরী কাজ থাকায় যোগদান করতে পারেন নি, এই উপলক্ষে তারা যে শুভেচ্ছাবাদী প্রেরণ করেন তা নীচে দেওয়া হল :

(ক) আমি জানতে পারলাম যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার সমুদ্রিত ও সম্প্রসারণের জন্য মাননীয় প্রস্তাবাদি জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য দাবী সভায় পালন করছেন : দাবী সভাহেত ১৯ই জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সভায় আমার দাওয়ায় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিশেষ কাজ থাকায় যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মরগা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও কিস্তাবে উন্নত ও সম্প্রসারিত করা যায় সে সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রস্তাবাদি সহায়ত্বের সহিত বিবেচনা করা হবে।

বাঃ জ্যোতি বহু

(খ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্য যে কেন্দ্রীয় সভায় অংশগ্রহণ হচ্ছে, সেই সভায় উদ্দেশ্যে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সোৎসাহ সহযোগিতা ব্যতীত পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নতি-বিধান সম্ভব হবে না। অতএব, গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাবীগুলি অবশ্যই দেশবাসীর সমর্থনের যোগ্য।

আমরা আশা করি যে, এই সভা থেকে সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন সুপারামর্শ আদায় পাবে।

বাঃ জ্যোতি ভট্টাচার্য

ইউ, জি, সি, বেভনক্রম, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স, গ্রন্থাগারে কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিভুণা সেনের নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চিঠি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উত্তর

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা আগমনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ চেয়ে এক চিঠি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী দিল্লী থেকে ২১ জুন সাক্ষাৎকারের দিন জানান। কিন্তু তাঁর চিঠি পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছাতে পৌঁছবার দল এই সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়নি। এর পরে পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা এবং শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত উত্তর নীচে দেওয়া হল :

*Kindly allow us to place some problems of the Library Workers working in College and University Libraries in West Bengal. We hope these problems will receive your kind and sympathetic considerations.

1. Pay Scales of Library Workers working in Academic Libraries.

Realising the importance of the role of Librarians in University and College Libraries in the system of education, the UGC had recommended certain pay scales for University and College Library staff as far back as January 1961 and reconfirmed their recommendations from time to time subsequently.

Leaving aside the case of Visva Bharati University which is centrally administered, in none of other Universities in West Bengal have the recommendations of the U.G.C. for the pay scales of librarians been yet implemented. The University of Calcutta forwarded to the Govt. of West Bengal (Education Dept.) a long time ago, the cases of the library staff of the University and of a number of colleges affiliated to it, who were considered to be fit for being allowed the benefit of the U.G.C. pay scales for implementation, but apparently nothing has so far been done by the State Government.

Recently, we have approached the State Govt. for the implementation of the U.G.C. pay scales in the Universities and College libraries. But here is a difficulty. There is no recommendation of the U.G.C. for the Fourth Plan period. In reply to a letter, the U.G.C. has informed that the matter is under consideration of the Ministry of Education, Government of India. Question of fixing the pay of library workers of universities and affiliated colleges during the Fourth Plan period has been lying with the Ministry of Education for a long time.

More than one year of the Fourth Plan period has already elapsed. For want of any specific circular during the Fourth Plan period we are unable to impress upon the state educational authorities. Will you kindly see that the matter is expedited ?

2. Master degree course in Eastern Region.

There is no arrangement for Master's Degree Course in Librarianship in any University of the Eastern Region. Both the Calcutta University and Jadavpur University expressed their willingness to open the class to the visiting team of the U.G.C. last year. The new session is quite in view and unless a quick decision is taken, librarians of the Eastern Region will lose one more year in gaining equal professional efficiency. Will you kindly see that the progress is not retarded for want of due help from the Central Government and University Grants Commission ?

3. Role of Libraries in our Education system

The Education Commission has not reviewed the problems of different types of libraries in proper detail. We consider that the libraries have a definite role to play in all types of education and in the socio-economic development of the country. A detailed assessment of the work done by the libraries and suggestions for improving their service are a great desideratum. It may be helpful if a committee is appointed to undertake the work.

Sir, we pray you may kindly consider the above suggestions of the Bengal Library Association.

উক্ত পত্রের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান :

"I am in receipt of your letter dated the 8th July, 1967 regarding library workers of Universities and Colleges in West Bengal.

The question of including the libraries under the scheme of revision of salary scales of University and College teachers is under consideration of the Government. As regards arrangements for Master's Degree Course in Librarianship in Calcutta and Jadavpur Universities, I have asked my Ministry to pass on your suggestion to the U.G.C. for suitable action.

You have proposed appointment of a Committee to assess the work of the libraries. The Advisory Committee on Libraries has already reviewed the working of the libraries in the country. The Education Commission (1964-65) here also made certain recommendations which are under consideration of the Government. As such no useful purpose would be served by appointing another Committee."

**গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট
রাজ্য শিকশা দপ্তরের পত্র**

নিম্নত দ্বারা সন্মানে কেন্দ্রীয় সভার একদিন পূর্বে রাজ্য সরকারের শিক্ষা-দপ্তর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে যে চিঠি দেয় তা নীচে দেওয়া হল :

Subject : Revision of Scales of pay of the staff of
Sponsored Libraries.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated the 20th May, 1967 addressed to the Education Minister, West Bengal on the subject mentioned above and to say that the matter is under consideration of Government.

Yours faithfully,
Sd/- C. Bhattacharya
Assistant Secretary

ইউ জি সি বেতনক্রম, গ্রন্থাগার আইন ইত্যাদি সম্পর্কে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রী ডি আর কালিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রী কালিরা সন্তোষী কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিষদের জর্নেল প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর আলগা পর্বত কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা শ্রী কালিয়ারকে জানান। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নিক্রিয় চুক্তি ভাঙ্গা করে এ বিষয়ে তৎপর হতে এবং ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় চাপ দিতে আহ্বান জানান হয়। প্র্যান্সি কমিশনের লাইব্রেরী গ্রুপ যে নতুন লাইব্রেরী বিল তৈরী করেছে তা কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করতেও আহ্বান জানান হয়। পরে এক চিঠিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ জি সি, ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তার অহুনিষিও সর্ববরাহ করা হয়।

**ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে ভারত সরকারের
শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ**

'গ্রন্থাগার-এর পার্টকদের দ্বারা সরাসরি আছে যে ইউ জি সি বেতনক্রম সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন চিঠির উত্তরে ভারত সরকারের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা

শ্রী নাগাশ্রী গুপ্ত এপ্রিল মাসে জানান যে, বিষয়টি ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে এবং শব্দ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কে ক্রান্ত সন্ধ্যায় নেওয়ার জ্ঞাত তাকে পরে অহুগোধ জানান হয়। সন্তুষ্টি পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রী নাগাশ্রীর নিকট লিখিত এক চিঠিতে পুনরাব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অহুগোধ জানান হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়।

ইউ জি সির সভাপতি ডঃ কোঠারীর নিকট স্মারকলিপি পেশ

ডঃ কোঠারীর সন্তুষ্টি কলিকাতা আগমনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে এক চিঠি দেওয়া হলে, তিনি তা মত্ব করেন। এ সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ বিগত সংখ্যার 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের সময় ডঃ কোঠারীর প্রতিনিধি ইউ জি সির অন্ততম অফিসার শ্রী এম. পি. দালগুপ্ত নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপিতে যে সব বিষয় আলোচনা করা হয় তা হ'ল চতুর্থ পরিকল্পনা কালীন ইউ জি পি বেতনক্রম কলিকাতার মাস্টার ডিগ্রী কোর্স খোলা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহের সমস্ত অহুগোবনের জ্ঞাত একটি কমিশন নিয়োগ। শ্রী দালগুপ্ত এ সব বিষয় মহাহুত্বতির সঙ্গে বিবেচিত হবে বলে প্রতিক্রিয়া দেন।

স্কুল গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও ভাতাদি বিষয়ে

রাজ্য সরকারের টীক ইন্সপেক্টর অব সেকেন্ডারী এডুকেশনের নিকট চিঠি

'গ্রন্থাগারে' পাঠকদের হরত দ্রবণ আছে যে, বিগত বর্ষীয় গ্রন্থাগার সন্ধান (শ্রীতে) মধ্য সমাজশিক্ষা পরিদর্শক শ্রী হমির দেন মহাশয় প্রতিক্রিয়া দেন যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিভাগের শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দেওয়ার বিষয়ে তিনি পরিষদকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হলে তিনি জানান, এ সম্পর্কে পরিষদের প্রস্তাব সাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য পরিদর্শকের নিকট তিনি পেশ করেছেন। সন্তুষ্টি পরিষদের পক্ষ থেকে সাধ্যমিক শিক্ষার মূল পরিদর্শকের নিকট লিখিত এক চিঠিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জ্ঞাত বৃত্তিকুলনী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে এবং গ্রন্থাগারিককে শিক্ষাগত যোগ্যতা অহুগোবী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিতে অহুগোধ জানান হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের সভাপতির নিকট চিঠি

বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের সভাপতির নিকট লিখিত এক চিঠিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করা হয় এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জ্ঞাত বৃত্তিকুলনী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করতে এবং গ্রন্থাগারিককে শিক্ষাগত যোগ্যতা অহুগোবী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দেবার বিষয়ে তাঁকে উদোগ দিতে অহুগোধ জানান হয়।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের নিকট চিঠি

পরিষদের পক্ষ থেকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নিকট লিখিত এক চিঠিতে বিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অসুযোজ্য শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দিবার আন্দোলনে সমিতির সমর্থন ও সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

১লা আগস্টের মিছিলের সামনে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিদিনিবন্ধের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের মিছিলে সামনে ভাবন দেওয়ায় ভক্ত তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং উপযুক্ত প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে ২রা আগস্ট পরিষদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে দেওয়া হয়।

উপমুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সন্তোষের প্রাকালে উপমুখ্যমন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধির নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিষদের প্রতিনিধিরা এক আলোচনা বৈঠকে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে ঐ বৈঠকের অগ্রবোধ জানিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে এক চিঠি দেওয়া হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

ইউ জি সি বেতনরহ প্রবর্তন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগে মাস্টার ডিগ্রী কোর্স চালু করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে সম্মতি পরিষদের পক্ষ থেকে এক চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন দান এবং বীকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার

গ্রন্থাগার কর্মীদের ভিক্ষাসেৱ বেতন অগ্রাতি সাহায্য দানের

অনুরোধ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট তার প্রেরণ

দাবী সন্তোষের ১৬ই জুলাইর কেন্দ্রীয় সভার পরে ঐ দিনই পরিষদের পক্ষ হতে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত তারবার্তা প্রেরণ করা হয়।

Rural Library workers, Kotalpur, Bankura not getting salaries for three months. Same position in many libraries. Kindly intervene. Praying three months salaries as relief to famine-stricken library workers of Bankura—Purulia.
—Bengal Library Association.

অনুগ্রহ তারবার্তা প: ব: গভর্নমেন্ট শনদর্শ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকেও প্রেরণ করা হয়।

রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পুস্তকালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের সাক্ষাৎকার
শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি যখন পুস্তকালয় যান তখন পুস্তকালয় গ্রন্থাগারকর্মীরা তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের অসুখ-অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের
বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং সহর সিংহাস গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

অটোমেশন বিরোধী আন্দোলনে পুস্তকালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের অংশ গ্রহণ

এল. আই. সি'র আহ্বানে অটোমেশনের বিরুদ্ধে পুস্তকালয় যে জনসভা হয়
তাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা দেন গ্রন্থাগার কর্মী প্রিয়মল
চট্টোপাধ্যায়।

খরীদে গ্রন্থাগার কর্মী

নৃত্যোহটার গ্রন্থাগার কর্মী প্রিয়মল জানা সম্প্রতি বাতুলতা জেলার যোগাযোগ কার্ণে
অংশ গ্রহণ করেন। তিনি নিজ এলাকা হতে সংগৃহীত প্রায় ৩৫০ টাকা মূল্যের বস্তাদি
খরীদে পুস্তকালয় যান করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদের সিদ্ধান্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতির বিগত এক সভার দাবী সন্তোষের
আন্দোলন পর্যালোচনা করা হয়। ঐ সভায় ইতিমধ্যে পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী
সমিতির ম্যু উত্তোপে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে, এ রাজ্যের
সকল গ্রন্থাগার সমিতিগুলি নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলেজ ও
বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাগারিক সমিতিতেও এই সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করা
হয়। তবে যেহেতু এলা জুলাই-এর কেন্দ্রীয় সভায় উক্ত সমিতির কোন কোন কর্মীকে পরিষদ
সম্পর্কে একটি বিষয়ভিত্তিক প্রচারলিপি বিতরণ করতে দেখা যায় সেহেতু পূর্ব সত্ত্ব হিসেবে
উক্ত সমিতিতে অস্বাভাবিক আনান হয় ঐ প্রচারলিপি নিন্দা করতে এবং তাঁর দাবি
অস্বীকার করতে। সমন্বয় কমিটিতে পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে ধারা নির্বাচিত হন
তাঁরা হলেন : সর্বপ্রথম সৌভাগ্যমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর বায়চৌধুরী, বিষয়ভিত্তিক
মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলপ্রদায় সিংহ এবং চকলকুমার দেন ; স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির
প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন : সর্বপ্রথম অনিল দত্ত, সত্যজিত দেন, মদনমোহন
মল্লিক, বামরঞ্জন তট্টাচার্য, মনোমোহন দে।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটির আবেদন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির
ম্যু প্রচেষ্টায় ১৫ই আগস্ট ১৯৬৭ তারিখে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদবর্ধন

আন্দোলন জনগণপ্রিয় ভাবে পরিচালনার জন্য “পশ্চিমবঙ্গ প্রচারণা কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটি” গঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রচারণা পরিষদের কার্যালয় এই সমন্বয় কমিটির কার্যালয় হবে। অত্র প্রচারণা সমিতিগুলির অন্তর্গত এই সংগঠনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। এই কমিটিও যুগ সম্পাদক নিষ্পত্তি হন। ত্রিগ্রন্থীর দায় চৌধুরী ও ত্রিগ্রন্থীর সেন এবং কোষাধ্যক্ষ ত্রিগ্রন্থীর দায় দেন। আরও দ্বিগ্রন্থীর দায় দে, প্রাথমিক তত্ত্বাবধায়ক অন্তর্গত প্রতিনিধি সংগঠন ৫০ টাকা করে দেবে। অত্র প্রচারণা কর্মী হিসেবে ঠিক হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পেশ-কমিটির নিকট সর্বস্বত্বের প্রচারণা কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে একটি দায়কনিশি পেশ করা হবে। বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে কি কি বক্তব্য পেশ-কমিটির নিকট পেশ করা হবে সে সম্পর্কে কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিনিধি প্রচারণা কর্মীর সচিবের বক্তব্যকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

একটি বিজ্ঞাতিকর অপপ্রচার ও তার প্রতিবাদ

বিগত দ্বিগ্রন্থীর সপ্তাহে বঙ্গীয় প্রচারণা পরিষদ এখন স্পনসর্ড প্রচারণা কর্মী সমিতির সহযোগিতায় প্রচারণা কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে শুধু একটি ঐক্যবিরোধী বিজ্ঞাতিকর প্রচারণার মাধ্যমে পরিষদকে ভেঙে করার চেষ্টা হয়। ১৫ই জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সভায় ২৩ জন ব্যক্তিকে এই লিফলেটটি বিতরণ করতে দেখা যায়। লিফলেটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সহ-সম্পাদক এবং এনিম্যাটিক পোস্টারটি এম.বি.জি ইউনিয়নের পক্ষে জনৈক ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা হয়।

পরিষদের কর্মীরা এই লিফলেট প্রচারে উত্তেজিত হয়ে উঠলে পরিষদের নেতৃগণ তাদের শান্ত ও সংযত থাকতে অহরোধ করেন। পরবর্তীকালে পরিষদের ৬১ জন সমন্বয় এক চিঠি মাধ্যমে কার্যকরী সমিতিতে এই সব ঐক্যবিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে গৃহ নিষেধ নিতে অহরোধ জানান। পঃ বঃ গণপরিষদ স্পনসর্ড প্রচারণা কর্মী সমিতির পুর্নলিঙ্গা জেলা শাখার বুলেটিনের এক সংখ্যায় এই লিফলেটটিকে “বিজ্ঞাতিকর অপপ্রচার” বলে উল্লেখ করা হয় এবং এই ঐক্যবিরোধী প্রচারণার নিষেধ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সম্পাদক পরবর্তীকালে এক চিঠিতে বঙ্গীয় প্রচারণা পরিষদকে জানান যে ঐ লিফলেটের বক্তব্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির কোন সম্পর্ক নেই এবং ঐ লিফলেটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির নাম ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। আশা করি ঐ সব বক্তব্য নিষেধের ঐক্যবিরোধী চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীরতর হবেন এবং ঐ সব গৃহীতকী পরিচালনা করে প্রচারণা কর্মীদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবেন। উদ্দেশ্যে অসহ্য এই পথে দায়র আত্মনা জানাই।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা।

ইয়াসলিক লাইব্রেরী ॥ ১৫ বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

‘গ্রন্থাগার’-এর পৌষ ১৩৭৩ সংখ্যায় ইয়াসলিক লাইব্রেরী স্টাডি সার্কেলের জাহ্নবী রাস পূর্বত্ন মাসিক অধিবেশনের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। তারপর থেকে এ পূর্বত্ন নিয়মিত প্রতি মাসে যে অধিবেশনগুলি হয়েছে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

স্টাডি সার্কেলের ফেব্রুয়ারী মাসের অধিবেশন হয় কল্যাণীতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী। অধিবেশন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অহুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কিন্তু শেষ পূর্বত্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের বাসভবনে অহুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—Local documentation list. মূল বক্তা : শ্রী সি. ভি. হুস্বারাগও ; ব্যাপোটিয়ার : শ্রীহৃতাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মার্চ মাসের অধিবেশন ১৯শে মার্চ খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির লাইব্রেরীতে অহুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউটের গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমত বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং দীর্ঘকাল বন্ধীর গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল “Universe of knowledge : Its pattern of development. মূলবক্তা : শ্রীহৃতাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ব্যাপোটিয়ার : শ্রী বি. কে. গায়চৌধুরী। এপ্রিল মাসের অধিবেশন ২৫ই এপ্রিল অহুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকণিভূষণ রায়। এই সভাটি ছিল স্টাডি সার্কেলের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা। শ্রীহৃতাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাসম্বন্ধিক্রমে ১৯৬৭-৬৮ সালের জ্ঞান স্টাডি সার্কেলের আন্তর্জাতিক নিবাসিত হন। বিদ্যায় আন্তর্জাতিক শ্রী পি. এন. ভেঙ্কটচাঁদ্রী স্টাডি সার্কেলের গত এক বছরের কার্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেন। সভায় IASLIC Library Newsletter-এর দ্বিতীয় বর্ষের (১৯৬৭-৬৮) জ্ঞান সম্পাদকও নিবাসিত করা হয়। সর্বসম্বন্ধিক্রমে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় Newsletter-এর সম্পাদক নিবাসিত হন। প্রথম বছর এই Newsletter-এর সম্পাদনা করেন শ্রী এইচ. এন. আনন্দরাম।

মে মাসের অধিবেশন হয় ১৪ই মে। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীধার মুনোদর মূলে। আলোচ্য বিষয় : Indian Library Science Abstract : its needs and method of production. মূলবক্তা : শ্রী পি এন ভেঙ্কটচাঁদ্রী ; ব্যাপোটিয়ার : শ্রী সি ভি হুস্বারাগও।

গত জুন এবং জুলাই (২৫ জুন এবং ১২ই জুলাই) মাসের দুটি অধিবেশনেই আলোচ্য

বিষয় ছিল : Physical verification of library books. এই নিতি সুস্বাভাবিক
সত্যাপত্তি দ্বারা। মূলবক্তা : শ্রী এম এম কৃষ্ণকবি ; ব্যাপোটিগ্রন্থ : শ্রীনির্মলেন্দু
মুখোপাধ্যায় । পরবর্তী সমস্তগুলি অধিবেশনই ইতিমধ্যে লাইব্রেরীতে অর্জিত হয় ।

গাছবাড়ী ॥ ৮-বি, আবদুল রহমান এডভোকেট, কলিকাতা-২৬

গত ৩০শে জুলাই, '৬৭ গাছবাড়ী শিকারতলায় অবস্থিত গাছবাড়ী নবতম বিভাগ গ্রন্থাগারের
উদ্বোধন অর্জিত হয় । উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার সার্বজনিক শ্রীনির্মলেন্দু বসু ।
অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিকারতলায় ছাত্র-ছাত্রীরা ।

ভরপুর সঙ্গীত পাঠাগার ॥ ১৭এ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

সংগঠিত পাঠাগারের উদ্বোধনকালে বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৬৭-৬৮ সালের
কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয় । সমিতিতে নিম্নোক্ত সদস্যগণ আছেন : সর্বশ্রী গোপাল
দাস মহন্তদ্বারা (সত্যাপত্তি), স্বর্গীয়মোহন মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কুমার বসু (সং-সত্যাপত্তি),
বিহগচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক), বিদ্যনাথ ঘোষ (সং-সম্পাদক), দিলীপ কুমার দে (কোষাধ্যক্ষ),
প্রবোধ ভট্ট, মৌলমনি মিত্র, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ঘোষ, কুমারি বসু, কামিনী
ঘোষ, বোধিত বসু, রবি চট্টোপাধ্যায়, অনিত বসু, শ্রীমন্ত সান্যাল, বিশোদীলাল কুমার
(সদস্যবৃন্দ) ।

২৪ পরগণা

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বনগ্রাম

গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা সপ্তাহে গত ১৪ই জুলাই, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে
উদ্বোধন দ্বারা সমর্থন শ্রীমন্তসঙ্গ সাহায্য সত্যাপত্তিবে এক নাগরিক সভা আহত হয় ।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত পুনর্গঠিত গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের
দ্বারা নির্দেশ ও বনগ্রাম মহন্তদ্বারা গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্বোধন অর্জিত এই সভায় শ্রীমন্তসঙ্গ
মহন্তদ্বারা, এম-এল-এ, বলেন যে, সমাজকর্মী হিসাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ
থাকবে প্রয়োজন । গ্রন্থাগার কর্মীদের গুরু দায়িত্ব স্বরণ করে তিনি বলেন, তাদের
চেতনাদি সুদৃঢ় হওয়া উচিত ।

শ্রীকালিদাস ভৌমিক, এম-এল-এ বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বগুলি স্মরণসহ ।
গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র সাধু, প্রতাপচন্দ্র
সাহা, অনিত গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মিত্র সভায় বক্তৃতা করেন ।

সাবুজান পাঠাগার ॥ বনগুাম

গত ২৪শে ও ২৬শে বৈশাখ দুই দিনব্যাপী সাধু-পাঠ-সমিতির ও বিদ্যামন্ডলে স্বর্গীয়
অরুণ উদ্ভাষন করা হয় । এই উপলক্ষে স্বর্গীয় অরুণ, সাধুজন পদ্ম স্বর্গীয় সাধা

প্রকাশ, গ্রন্থপার্বন, ইবীজ সভা, কবিকণ্ঠ, মহাসুন্দা কবি সম্মেলন ও “বৈকুণ্ঠের খাতা” নাট্যাভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। শিশু সাহিত্যিক শ্রীপ্রভাসমণ্ডন দে সভাপতিত্ব আসন অলঙ্কৃত করেন।

শিক্ষাত্রস্তী শ্রীমুনিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নজরুল জয়ন্তী সাধু-পাঠ-মন্দিরে পালন করা হয়েছে।

বক্তৃতা, আবৃত্তি ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ডাঃ বিধানচন্দ্র চারের জন্ম-মৃত্যু-স্মরণোৎসব যথোচিতভাবে পালন করা হয়। কিছুদিন পূর্বে পাঠাগার সদস্যদের জন্ম শ্রীগোপালচন্দ্র সাধুর পরিচালনায় একটি শিক্ষাবৃত্তক সভার ব্যবস্থা করা হয়।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী ॥ মেটেলী

গত ২৩শে জুলাই, '৩৭ মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০ জন, পুস্তক সংখ্যা ১৮০০ এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৫। নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে আগামী তিন বছরের (১৯৩৭-৭০) জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

সর্বশ্রী বিদ্যুতি দে (সভাপতি), অরুণবিকাশ খালনবীণ ও রায়চন্দ্র মণ্ডল (সহ-সভাপতি), অরুণোদয় সেনগুপ্ত (সম্পাদক), রাখালচন্দ্র মালিকার (গ্রন্থাগারিক), নরেন্দ্র নাথায়ন সরকার, রবীন্দ্রনাথ দেব, প্রমোদচন্দ্র বিশ্বাস, অমলেন্দু হাস, বিদ্যুতি সরকার, প্রাণকুমার গুহ, বিরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিশচন্দ্র গুহরায়, অমিরকুমার গুহ ও প্রবীণকুমার বোস (সহসভাপতি)।

পুর্নুলিয়া

হরিপদ সাহিত্য মন্দির ॥ পুর্নুলিয়া

১২ই জুলাই বেলা ৩টায় স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও ভ্রাতৃত্ব-মূলক সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। জেলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদক শ্রীজ্যোৎস্না আইচ ও লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধি শ্রীঅশোক চৌধুরী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নির্দিষ্ট দিনে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন দেওয়া, স্মানসর্গ গ্রন্থাগারগুলির কর্মী নিয়োগ ব্যাপারে য য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া, স্মানসর্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের 'পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য রূপ' অঙ্কন করে ছুটি বছর করা, প্রতিভেন্ট ফাও, ভাতা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাদি সরকার কর্তৃক বোধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার ব্যবস্থা ও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গণভাস্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার কর্মীরা পুর্নুলিয়া জুবিলি মন্ডানে সমবেত হন। ঐ স্থান হতে

সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয় কমিটির জেলা শাখার আফ্রানে যে 'শোভাযাত্রা' বার হয় গ্রন্থাগার কর্মীরা তাতে যোগদান করেন। মিছিল শেষে স্থানীয় কবি নিবারণ পাঠে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভারও সভাপতিত্ব করেন শ্রীমহাদেব নৃথোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিকদের পক্ষ থেকে শ্রীঅমলকমল চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, সম্মিলিত মিছিলের অন্ততম স্লোগান ছিল 'গ্রন্থাগার আইন চালু করো' এবং এই মিছিলে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবিধ দাবী সম্পর্কিত ফেইনও ছিল।

বর্ধমান

বিষগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার ॥ বড়বেলগণা

গত ১১ই জুলাই, '৬৭ বিষগ্রাম কিশোর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রাপ্তে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সন্তোষ পালনের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সভার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহোদয়। ঐ সভার গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সমর্থন করে বর্ধমান মহাজ্ঞ জীবনে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট ভূমিকা সনদে আলোচনা করা হয়।

মুর্শিদাবাদ

রায়েস্র হুম্মর স্মৃতি পাঠাগার ॥ জেমো, পোঃ কান্দী

গত ১৬ই জুলাই, '৬৭ রায়েস্র হুম্মর স্মৃতি পাঠাগারের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন মহত্বনা শাসক শ্রী এল. পি. চট্টোপাধ্যায়। উক্ত সভার পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য সমাজসেবক। পরিদর্শক শ্রীঅমিরকুমার সেন মহোদয় শৌচোদিত্য করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনিখিলকমল রায়।

মেদিনীপুর

মহিষাকল থানা গ্রন্থাগার সংঘ। মহিষাকল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্মারক প্রকাশিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আহ্বানে ১০ই-১৬ই জুলাই, '৬৭ গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সন্তোষ উদ্দ্যাপন উপলক্ষে মহিষাকল থানার গ্রন্থাগার সংঘের উদ্দেশ্যে ১০ই জুলাই তারিখে প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতি ভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই সূতাঘাটা চৈতন্যপুরে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। পরে একটি জনসভার রাজ্যব্যাপী স্বসংগত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কর্মীদের দাবীদায়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

১৪ই জুলাই তরলুকে বৈষ্ণব সঙ্ঘের প্রাপ্তে মেদিনীপুর জেলার খাটাল, কাঁচি ও তরলুক মহত্বনা গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি মৌন মিছিল তরলুক মহত্বনা শাসকের কাছাড়িতে বার ও তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

দাবী সন্তোষ পালন উপলক্ষে সমস্ত মেদিনীপুর জেলার, জেলা, শহর, আঞ্চলিক, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা এক সন্তোষ ব্যাপী দাবী ব্যাজ বাতন করেন ও দাবীর সমর্থনে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন।

পল্লীশ্রী পাঠাগার কেন্দ্র । কালিমঙ্গলগর ।

পল্লীশ্রী পাঠাগার ১২২৪ সালে স্থাপন করা হয় । বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ২৬০৬, গ্রন্থক সংখ্যা ২০০, দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ৩৫ জন । গ্রন্থাগারটি বৃহস্পতিবার বাদে প্রত্যহ সকাল ৬টা - ৮টা ও বিকাল ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে । পল্লীশ্রী পাঠাগার কয়েকটি বিভাগেই বিভক্ত। এখানে একটা মনোহর পরিবেশে অবস্থিত । স্থানীয় জনসাধারণের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ এই গ্রন্থাগারটিকে গ্রাম্য গ্রন্থাগার হিসাবে পরিগণিত করার ক্ষমতা সরকারের কাছে ১৯১০ সাল থেকে আবেদন করেও কোন ফল হয়নি ।

ভরসার সংঘ । মধ্য হিংলী ।

গত সংখ্যায় ভরসার সংঘের সমস্ত জরাজীর্ণ অগ্রদূতদের সংবাদে প্রদত্তরূপে একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে । সংবাদে লেখা হয়েছে “১০ই জুন মেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রীমতী সত্যময়ী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।” শ্রী চক্রবর্তী এই সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু আসলে ঐদিন তিনি ঐ সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি ।

হুগলী

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ।

১৯৬৭ সালে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী তার গৌরবময় সপ্তবর্তীতম বর্ষে পদার্পণ করলো । ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থাগারটি অদৃশ্য ভবিষ্যতেই শতাব্দিকী উদ্ঘাটন করবে । বর্তমানে গ্রন্থাগারের সর্বত্র সংখ্যা ৩৭৭ জন । নিজস্ব বিরাট সংগ্রহ ছাড়াও দানস্বরূপে বই ও পত্রপত্রিকা গ্রন্থাগারটি পেয়ে থাকে ।

News from Libraries

আবেদন

গৃহনির্মাণ তহবিলে আপনার যদি কিছু অর্থ সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকে তবে তা পাঠবার এটাই উপযুক্ত সময়, সুতরাং এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব করবেন না । অরুণ রাখবেন, গৃহনির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে । আপনার অর্থ সাহায্য, তা সে যে পরিমাণই হোক না কেন, তাকে নিশ্চয়ই আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

অভিনন্দন :: ধন্যবাদ :: আন্তরিক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা

- অভিনন্দন জানাই বাংলা দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সন্তোষের কার্যত্ব ও ১লা অগস্টের মিছিলকে সার্থক করে তোলার জন্য ।
- ধন্যবাদ জানাই বাংলা দেশের জনগণকে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলিতে সমর্থন জানাবার জন্য ।
- ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতি প্রকাশ্য মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী ও বিদ্যাপীঠ চক্রবর্তীকে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীগুলিতে সমর্থন জানাবার জন্য ।
- ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যগণকে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্য ।
- ধন্যবাদ জানাই পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সমর্থন করার জন্য ।
- আন্তরিক জানাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ।

গৃহ নির্মাণ তহবিল

গত সংখ্যার প্রকাশিত অর্থ সাহায্যের বিবরণের পরে আরও যে
পরিমাণ অর্থ সাহায্য গৃহ নির্মাণ তহবিলে জমা পড়েছে (১৭৮.৬৭ পূর্ব)
তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

শ্রীমন্তলাল সিংহ—	১০১/-
কমলেন ভট্টাচার্য—	২৫/-
স্বর্গদেব নাথ দাস—	৫/-
বেবেশ দাস—	৫/-
অশোক বসু	৫/-
(পূর্ব ৫৫ টাকা দিয়েছেন)	
সম্পাদক, প্রতিভা বসু	৫/-
পাঠাগার, কলিকাতা-২৭	
সুস্মিতলাল চক্রবর্তী	২৫/-



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)	১৮৫
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন : প্রথম সূত্র দ্বিলা মুখোপাধ্যায়	১৮৭
ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিবৃত্ত—(৩) পঙ্কজ কুমার দত্ত	১৯৩
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন—(২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২
গ্রন্থাগারে কমিসহযোগ ও কয়েকটি উপেক্ষিত কর্তব্য—(২) জেনেক	২০৩
বাংলা দেশের গ্রন্থাগার : কবি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা কুনাল সিংহ	২১১
গ্রন্থাগার সংবাদ	২১৫
পরিষদ কথা	২২২

গ্রন্থাগার-অর্থ বিবরণাবলী

- 'গ্রন্থাগার' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সম্ভায়ে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভাক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও প্রিন্টনা বৃত্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য মধুনা পত্রিক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কার্যালয়ে (৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭০১৫
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই প্রিন্টনার পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের শ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫/- টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০/- টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০/- টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫/- টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০/- টাকা
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫/- টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০/- টাকা
" অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬/- টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

দাতা (আজীবন)	১৫০/- টাকা
আজীবন সভা	৭৫/- টাকা
বার্ষিক সভা	বার্ষিক ৪/- টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভা	বার্ষিক ৫/- টাকা

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Leo Huberman & S. H. May

The ABC of Socialism 1.75

Maurice Cornforth

Dialectical Materialism

Vol. 1 Materialism and the
Dialectical Method 3.00

Vol. 2 Historical Materialism
4.00

Vol. 3 The Theory of
Knowledge 4.00

Muzaffar Ahmad

Communist Party of India :
Years of Formation
(1921—1933) .56

The Communist Party of
India and its Formation
Abroad 3.50

S. A. Dange and the
National Archives .65

A. Leontiev

Political Economy 8.00

A Historic Document

Communists Challenge Imperialism from the Dock

The famous statement of the Communists in the Meerut
Communist Conspiracy Case, with an introduction by
Muzaffar Ahmad, a co-accused. For the first time
available to the public in a single volume.

Price 35.00

National Book Agency Private Ltd.

12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Branch : Nathan Road, Benachiti, Durgapur-4

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কৃতি সিরিজ

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিতঃ

ঠাকুরবাড়ীর কথা

স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বপুরুষ থেকে রবীন্দ্রনাথের

উত্তরপুরুষ পর্যন্ত ভাষ্যবহুল ইতিহাস। [১২'০০]

উপনিষাদের দর্শন

উক্ত বিষয়ের প্রাচীন ব্যাখ্যা। [৭'০০]

রবীন্দ্র দর্শন

কবিগুরুর জীবন-দর্শনের কথা। [২'৫০]

শ্রীঅমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিতঃ

বাঁকুড়ার মন্দির

ডঃ সুমিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

আট পেটে ৬৭টি ছবি। [১৫'০০]

৮তমঃ শশিতৃষণ দ্বাদশগুপ্ত রচিত

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [১৫'০০]

সাহিত্যের শ্রীসংস্কৃত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় চার হাজার পদের আকর-গ্রন্থ। [২৫'০০]

সা হি ত্য স ং স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডঃ কলিকাতা-৯

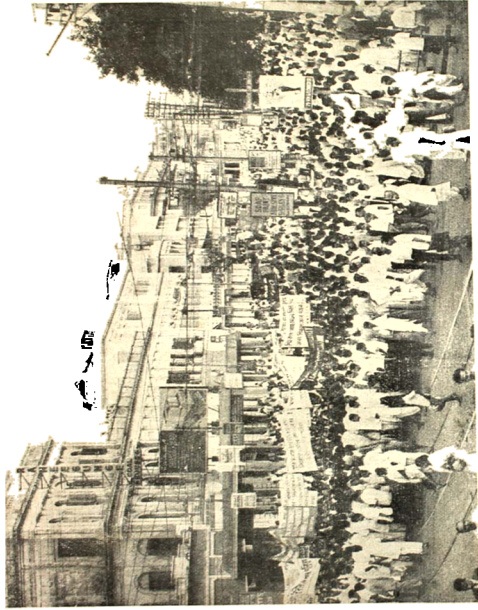
ফোন : ৩৫-৭৬৬২



১৬ই জুলাই টিভিয়ান এমোনিফেশন হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান
পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা সৈনিক। ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত



১০ই জুলাই স্টুডেন্টস হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের
স্বাধীনতা সৈনিক। শ্রীঅমল সেনগুপ্তের ঘোষণাধার। যাকে উপবিষ্ট (বাম হাতে দৃশ্যে)
শ্রীঅমল সেনগুপ্ত, শ্রীঅমল সেনগুপ্ত বহু ও শ্রীঅমল সেনগুপ্ত ঘোষণাধার।
ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত



১৯৪৬ সালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেশিত একটি বিক্ষোভের দৃশ্য।
 স্রষ্টা: বি. গুপ্তা



গ্রন্থাগার

এশীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—মির্জাশেখ মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫

১৩৭৪, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা প্রসঙ্গে ॥

এমনকি যদিও পুরানো কিন্তু নানাভাবে নানা আকারে সেই একই প্রশ্ন একটা বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত বারবারই আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন। এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে অনেক সুসূক্তকর্মের অবতারণা করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের বশকে অনেক কথাও বলেছেন। কিন্তু ধানের টনক না নড়লে কোন কাজই হবেনা সেই শাসনকমত্যের অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের এ সম্পর্কে মনোভাব কি তার ওপরই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে এ নিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীরা আন্দোলন করেছেন। সরকার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘকাল ধাবত নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করছিলেন এবং বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি, মহার্ঘ্য ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাডুইটি, মেডিক্যাল রিটিক প্রভৃতি সবকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ১৯৬৬ সালে এই সকল গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটি বেতনক্রম প্রবর্তন করেন। বেতনক্রমটি গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট খুবই হতাশাজনক বলে মনে হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে স্বভাবতই মাথা কচা গিয়েছিল যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের অন্তর্য-অন্তিযোগের বোধ হয় এবারে প্রতিকার হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বদল হয়েছে বটে কিন্তু যে আমলতন্ত্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন নতুন সরকারের আমলেও তাঁদের চক্ষে গ্রন্থাগারিকদের সৎসা কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় নি। হয়নি যে তার প্রমাণ পানসমূহ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষিত বেতনক্রম। এই বেতনক্রমে অবশ্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এবং জেলা গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিকগণ কিছুটা বহিষ্ঠ বেতনের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে দৃষ্টান্তীয় পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বলা যায় না যে গ্রন্থাগারিক কর্মীরা সুবিচার পেয়েছেন।

অথচ যুক্তরাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষগণের কাছে থেকে এ ব্যাপারে ছবিচারের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্যাগুলি বিজ্ঞাপিতভাবে আলোচনা করে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই স্মারকলিপির ভিত্তিতে কিছুই রচিত হয়নি। হয়তো টাকা-পয়সা খরচ করে তাঁরা যে স্মারকলিপিটি ছাপিয়ে মন্ত্রীকে হাতে দিগেছিলেন সে টাকাটাই জলে গেছে। কেননা, একটু ভাল করে দেখলেই দেখা যাবে, ঐ বেতনক্রম রচিত হওয়ার সময় গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। পূর্বে সাতকোটির জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ছিল ২১০—৪৫০ টাকা; কিন্তু সেই স্কেলটি উঠে গিয়ে এখন শুধু গ্রান্ডুরেট ডিপ-লিভের স্কেল ১৬৭—২২৫ টাকা নবনিযুক্তদের জন্য চালু হবে। আবার জেলা গ্রন্থাগারিক, জেলা সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং মহকুমা গ্রন্থাগারিকের বেলায় একই বেতনক্রমের স্থাপন করা হয়েছে। কালিশিং বাণীপুর ও টাকী প্রভৃতি কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগারিকের ২৫০—৫৫০ টাকা বেতনক্রমও রয়েছে। সুতরাং আবার অসন্তোষ; আবার আন্দোলন।

যেথা যাক্কে, ঘুরে-ফিরে আমরা আবার সেই একই আরগার এসে পড়েছি। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই পোলকথাধার ঘোরার দিন কবে শেষ হবে কে জানে। গ্রন্থাগার পরিষদ এটা কখনই চান না যে, তাঁরা অন্ত্যস্ত সমস্ত কালকর্ম বাধ দিয়ে বার বার মিছিল এবং আন্দোলন পরিচালনা করেন। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের মাঝের দিকে তাকিয়ে এসব না করলেও কর্তব্যের ঝুট হয়।

রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যেই আজ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে—তাঁদের আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য সরকার কী করছেন তাই এখন প্রধান প্রশ্ন। তাছাড়া রয়েছে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রশ্ন। দিল্লীর মত কলকাতাতেও কেন পাবলিক লাইব্রেরী হবে না—পতিমংকুর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের অন্তর্গত বা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এ সকল প্রশ্নই গ্রন্থাগার পরিষদের সামনে রয়েছে। আইন প্রবর্তন সম্পর্কে বিধান সভার সদস্যদের অবহিত করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের তথা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার জগতের ঝগা এখন সারির নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাঁদের কি কিছুই করণীয় নেই? গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সব অত্যাব-অভিযোগের প্রতিকারে তাঁরা কেন এগিয়ে আসছেন না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ইউ জি সি স্কেল প্রবর্তনের জন্য তাঁরা কেন চাপ দিচ্ছিলেন না? এখন কি, সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যাপারে ইউ সি এস সি-র নির্বাচক সভালীতে যে কোন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ রাখা হল না এ ব্যাপারেও কোথাও কোন প্রতিবাদ প্রদানিত হল না। সহগ্রহ সৃষ্টির হৃদয়টা এভাবে কি গুপ্তীভূত হল না? ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের জাতীয় পরিষদ 'ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার সংঘ এ ব্যাপারে নীরব কেন?

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন : প্রথম সূত্র

দ্বিতীয় মূলধর্ম

আমি ইতঃপূর্বে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে স্কাৰ্টিটি ; অর্থাৎ যাকে ইংরাজী ভাষায় বলে 'Principle of scarcity'. এই প্রবন্ধে আমি বলেছি, মানুষের শেখবার ক্ষমতার সঙ্গে যদি মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয়ের একটা সাম্যতা থাকত তা হলে শিক্ষা দেবার যেমন কোন প্রয়োজন থাকত না তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠত না। বই হয়তো লেখা হতো ; কারণ, বই হলো মস্তিষ্কের মত মানবের কৃষ্টিকে ধরে রাখবার একটা পথ। গ্রন্থাগারে বই সঞ্চয় করেও রাখা হতো, কিন্তু গ্রন্থাগার হয়ে থাকত—মানব সভ্যতার প্রতীক মাত্র। তা কখনই আধুনিক রূপ নিত না। গ্রন্থাগারের আধুনিক সংজ্ঞাও সম্ভব হতো না। কেবল তাই নয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলে কোন বিজ্ঞানেরও সৃষ্টি হতো না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-গুলির সৃষ্টি হলো কেবলমাত্র পাঠক যাতে তার প্রয়োজন মত জ্ঞানের সন্ধান সহজে পেতে পারে এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। তাহলে একথা হয়তো বললে অসঙ্গত হবে না যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শনের প্রথম সূত্র হচ্ছে : গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে পাঠকের ভিত্তিতে।

গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার প্রথম সূত্র যদি হয় “পাঠকের ভিত্তিতে”, তাহলে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহটা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রথম স্তরের জ্ঞানতে হবে গ্রন্থাগারের যারা পাঠক হবে তাদের শেখবার ক্ষমতা বা জ্ঞানবার ক্ষমতা কতটুকু। সকলেই যদি মেধাবী হতো, সকলের শেখবার বা বোঝবার ক্ষমতা সমান হতো, তাহলে গ্রন্থাগারের কাজ অনেক সোজা হয়ে যেতো এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন হতো না। তা হলে আমরা দেখছি যে মানুষের শেখবার ক্ষমতা যত কম তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন তত বেশী এবং যে মানুষের শেখবার ক্ষমতা যত বেশী তাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন তত কম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগারের কাজ শিক্ষা দেওয়া তো নয়ই উপরন্তু জ্ঞান বিস্তার করাও নয়। গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে বই সরবরাহ করা। অর্থাৎ আরও সোজা কথায় বললে বলতে হয়, প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে গ্রন্থাগার হলো একটা সংযোগস্থল। আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের এই হলো একমাত্র কাজ। তা হলে ঠিকমত একটা গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে গেলে প্রথম চিন্তা করতে হবে কারা গ্রন্থাগারের পাঠক হবে ; কি ধরনের বই গ্রন্থাগারে রাখা হবে তা নয়। এমন এক সময় ছিল যখন গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করা হতো সংগৃহীত পুস্তকের ভিত্তিতে। যে গ্রন্থাগারে যত বেশী দুস্ত্রাপ্য বই থাকত, সেই গ্রন্থাগারের মূল্য তত বেশী দেওয়া হতো। কিন্তু মানুষের শেখবার ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয় যত বেশী সক্ষম হতে থাকল, পুস্তক

অনেকা পুস্তকের ব্যবহারের মূল্য বাড়তে থাকল অর্থাৎ গ্রন্থাগার ততই Economic Institution-এর রূপ নিতে থাকল। সমাজের চক্র হয় ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু Technology-র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক; ফলে সমাজের অঙ্গীকৃত হয়ে থাকবার জন্যে গ্রন্থাগারকেও তার রূপ পরিবর্তন করতে হলো।

আমি উপরে বলেছি, পাঠকের শেখবার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে এবং যে মাত্রার শেখবার ক্ষমতা মত বেশী তাকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন তত কম। সুতরাং গ্রন্থাগার গড়ে তোলার চক্র করতে হবে যে পাঠকের শেখবার ক্ষমতা সবচেয়ে কম তাকে অবলম্বন করে। এখন আমাদের লক্ষ্যটা যে কী তা ঠিকমত বিচার করে দেখা প্রয়োজন। একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক যাতে তার প্রয়োজনীয় বই সহজে খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করা। তা হলে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন Technique-ই সাধারণ হতে পারে না। এক দেশের Technique আর এক দেশে চলতে পারে না। কোন উন্নত দেশের Technique কোন অহরিত দেশে চলতে পারেনা। কারণ Technique-টা যে দেশের, গ্রন্থাগারে সেই দেশের জনসাধারণের শেখবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে।

গ্রন্থাগারের লক্ষ্য :

গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে মাত্রার শেখবার ক্ষমতার অভাব এ কথা আমি উপরে বলেছি এবং গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ বই বিলি করা—এ বিষয়টিও আমি প্রমাণ করেছি। কিন্তু কেন ? এই 'কেন'র উত্তর দিতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের এ কাজের উদ্দেশ্য কি।

আগেকার যুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হতো সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মাত্রকে এমন করে গড়ে তোলা যাতে সমাজের মধ্যে মাত্রার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে না যায় অর্থাৎ প্রত্যেকে যাতে বেঁচে থাকবার জন্যে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। আধুনিক যুগের উচ্চশিক্ষা হচ্ছে ব্যবসায়গত ও গবেষণার প্রয়োজনে। এই দুই ধরনের শিক্ষার তার খুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিরেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পা বাড়ানো একথা আমরা ধরে নিতে পারি; অবশ্য বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারের কথা আলাদা। আমরা এ এক্ষেত্রে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পিছনে যে দর্শন রয়েছে সেইটুকুই প্রকাশ করার প্রয়াস করছি।

মাত্র ধারণা থকা আবশ্য না নিয়ে বাচতে পারে না। ধারণা সুল হতে পারে, ধারণা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাচতে হলে, মাত্র হতে হলে, আবশ্যের উপর বিশ্বাস থাকা চাই। গরুর গাড়ীর চাকা যেমন গরুর পদক্ষেপকে অনুসরণ করে তেমনি আমাদের

কাজ আমাদের চিন্তাধারাকে অহুসরণ করে। হুতরাং একথা বললে হয়ত ভুল হবে না যে, আমরাই আমাদের চিন্তাধারা অর্থাৎ we are our ideas. মাহু এক একটা যুগের প্রতীক। হুতরাং এক যুগের মাহুদের সঙ্গে আর এক যুগের মাহুদের তুলনা হয় না। আবার এক যুগের কৃষ্টির ভিত্তিতে আর একটা যুগ গড়ে নাও উঠতে পারে। মিশরের পিরামিডের যুগটা হ'লো ক্রান্তিকাল যুগ, কিন্তু তার আগের যুগের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, পিরামিডের নিজেই যে সম্ভাব্য রয়েছে তা হচ্ছে Neolithic সম্ভাব্য! হুতরাং একটা যুগের ধান-ধারণা নিয়ে আর একটা যুগকে যে বাঁচতে হবে সে ধারণা ঠিক নয়। মাহুকে ভৈরী হতে হবে যুগ অহুয্যারী। উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি যেনে জনসাধারণের সেধবার কমতার ভিত্তিতে শিক্ষা দিয়ে তাদের এক একটা বিষয়ে পারদর্শী করে তুলল, কারণ আমাদের তা প্রয়োজন। মাহু হিসাবে ব্যক্তিগত বা প্রয়োজন, যুগের চিন্তাধারার সহিত সমতা, সে সবচেই যে শিক্ষা শিক্ষায়তনগুলি দেয় সেগুলি ব্যক্তিগত শিক্ষার বাড়তি অংশ (residue) ছাড়া আর কিছু নয়। সেই বাড়তি অংশটুকু নিয়ে ব্যক্তিগত পক্ষে যুগ অহুয্যারী হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ঐরাগারে পুস্তক বিলি করার উদ্দেশ্যের শুক এখান থেকে অর্থাৎ শিক্ষার কাজ যেখানে শেষ হচ্ছে জনসাধারণের ঐরাগারের কাজ সেইখান থেকে শুরু হচ্ছে। হুতরাং ঐরাগারের পুস্তক বিলি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাহুকে তার শিক্ষার কমতা অহুয্যারী বই বিলি করে যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সমতার নিয়ে আসা। ঐরাগারী ভাষায় বিষয়টিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায় : 'The only social function of the public libraries is to help the readers to help themselves to be at the level of the ideas of their time, by supplying books suitable to the capacity of learning of each individual'.

হুতরাং আমাদের জনসাধারণের ঐরাগারে পুস্তক সংকলনে দর্শনের প্রথম দ্ব্য হবে "পাঠক অহুয্যারী বই" অর্থাৎ 'every reader his book'. এই দ্ব্যয়ের যে ভিত্তি সেটা যে principle of scarcity সেটা হয়তো আর নতুন করে বলতে হবে না। "পাঠক অহুয্যারী বই" কথাটা বলতে বস্তু সোজা। কার্ণত কথাটা ভুল সোজা নয়। কারণ প্রত্যেক পাঠকের একটা জাতীয় চরিত্র আছে। হুতরাং পাঠককে যে প্রতিষ্ঠান পড়বার সুযোগ দেবে এবং ছাত্রকে যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার সুযোগ দেবে সে সব প্রতিষ্ঠানের চরিত্র pedagogical হলে চলবে না। আমাদের যেনে শিক্ষায়তনগুলি এবং ঐরাগারগুলির যে চরিত্র তা কি জাতীয় চরিত্র? মোটেই নয়। প্রথম কথা সেগুলি গড়ে উঠেছে বিদেশী চরিত্রে, দ্বিতীয়ত সেখানে শিক্ষার কার্যদা-কাছনটাই বড়, জাতীয়তা দ্বিতীয় স্থানে। ফলে আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বুল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকটি বেল imposing; কিন্তু ছাত্রের নমনা বা বার হয় তা কণার বস্তু। ঐরাগারের ক্ষেত্রেও ঐ এক কথা। নাম করা ভালো বই ঐরাগারে পরলা খরচ করে কিনে বোকাই করা হয় তাও আবার সে সব বইয়ের হয়তো লভ্য ভাগ বিদেশী বই; ফলে ভুল-কলমে ও

বিষয়ভিত্তিক ছাত্র অধ্যয়নী যেমন শিক্ষা দেওয়া হয় না তেমনই গ্রন্থাগারে পাঠক অধ্যয়নী বই রাখা হয় না। বইয়ের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়, পাঠকের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয় না—ফলে উভয় ক্ষেত্রেই “ছেলের চে’ ছেলের গু ভারী” হয়ে যায়।

তা হলে আমাদের শিক্ষায়ত্তন ও গ্রন্থাগারগুলিকে বধ্যাব্য চরিত্র দিয়ে যে গড়ে তোলা হয়কার এটা অস্বীকার করা চলে না। আমরা গ্রন্থাগারিক, আমাদের কাজ গ্রন্থাগারকে নিয়ে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে?

গ্রন্থাগারকে বধ্যাব্য রূপ দিতে গেলে প্রথম প্রয়োজন হবে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত করা। কিন্তু সে কাজ করবে কারা? রাষ্ট্রের সীর্বাধানে যারা বলে আছেন তাঁরা নিষ্কণ নহ। কারণ আমাদের রাষ্ট্রের যে পুনর্গঠনের প্রয়োজন তা কেউই অস্বীকার করবেন না। যারা খেলা তালোবাসেন তারা একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। কোন খেলোয়াড় ভালো খেললে তারা বলেন “...is in form” অর্থাৎ তারা বলতে চান খেলোয়াড়ের খেলার technique-এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। যে কাজটুকু সে খেলার মাঠে করছে সেটুকুর মধ্যে কোন ঘোষ নেই, সে কাজের মধ্যে “কোন রকমের” প্রব্র নেই, “একটু কম বেশী” প্রব্র নেই। সুতরাং কোন পুনর্গঠনের (re-form) কাজ করতে গেলে এমন একটি দল গড়ে ওঠা প্রয়োজন যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই in form হবে। সে ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। “বাংলা দেশে সে ধরনের একটা দল গড়ে উঠেছে এক তার মূলে রয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।” তারা গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে—কিন্তু যে শিক্ষা তারা দিচ্ছে সে শিক্ষার মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্র রয়েছে বলে মনে হয় না। অত্র দেশের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার মূলে যে training রয়েছে তারা সেই training এর অহুত্ব করছে, কিন্তু সে training যে আমাদের দেশে কাজের নয় তা আমি আগেই বলেছি, “তারা অপরকে অহুত্ব করছে; কিন্তু এই অহুত্ব বিপজ্জনক।” একটা দেশ নিজের সমস্ত সমাধান করার চেষ্টা করে যে নিরস-কাছন বাড়ী করেছে, সে নিরস-কাছন আর এক দেশের একই সমস্ত সমাধান করার জন্য যে কার্যকরী হবে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। “অহুত্ব করার ফলে যে গঠনমূলক অভিজ্ঞতা আমাদের গড়ে ওঠা দরকার সে অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে না কেবল তাই নয়, যে নিরস-কাছনগুলি আমরা অহুত্ব করছি, সেগুলির ঘোষ-ভণ্ড ও আমাদের চোখে পড়েনা।” সুতরাং এরপ একটি দলের প্রয়োজন হবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের কাজ করা। আমেরিকান Library system বা training-তালো হতে পারে। British Library system-ও তালো হতে পারে কিন্তু সে Library System বা training-কে আমাদের অত্র দেশে চালান সম্ভব নয়; কারণ “জাতির training, জাতির System হলো একটা বিরাট সম্ভার

অংশমাত্র।” এ সত্য হ'লো তাদের জাতীয় সত্য। তাদের জাতীয় সত্যের অগ্রিম অহুযায়ী তাদের training ও Library System গড়ে উঠেছে। আমরা যা তাই হওয়া দরকার, আমরা যা নই তা হবার চেষ্টা করা মুঢ়তা। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার মূলে রয়েছে এই মুঢ়তা। ‘বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ’ সম্ভব মত মাঝে মাঝে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে এর কল ভোগ করে। স্মৃত্যং তারা হয়তো এ মতকে কিছুটা সচেতন। অল্প শিক্ষা সংস্থার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সে অভিজ্ঞতা-টুকুও নেই; ফলে সে সব সংস্থা থেকে যে সব ছাত্র বার হয় তারা not in form। তাদের কাজের মধ্যে “একটু কম আর একটু বেশী”র প্রশ্ন ওঠে, তাদের কাজের মধ্যে দেখা যায় “এ একই কথা” যেমন করে হ'ক চললেই হলো। “আমাদের যা খুশী তা করার বিশেষ দোষ আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু আমরা যা নই তা হবার চেষ্টা করা বিশেষ দোষের।”

স্মৃত্যং গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের Leonardo da vinci (ভিনচি)র কথা মনে রেখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন Chi ne puo quel que vuol, quel que puo voglia (ভোলিয়া) অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা বন্ধন কেউ করতে পারে না, তার উচিত যা সে করতে পারে সেইটাই ইচ্ছা করা। স্মৃত্যং বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পুনর্গঠনের চিন্তাধারার মধ্যে একটা মৌলিকতা (authenticity) থাকে চাই।

এখন দেখা যাক এতদূর আমি কি বললাম :

- ১। গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার ভিত্তিতে।
- ২। পাঠকের শিক্ষা করবার ক্ষমতা বৃত্ত বেশী, গ্রন্থাগারের কাজ হবে তত কম। পাঠকের শিক্ষা করবার ক্ষমতা বৃত্ত কম, গ্রন্থাগারের কাজ তত বেশী।
- ৩। গ্রন্থাগার Technique-এর উপর গড়ে উঠবে না। গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিতে।
- ৪। গ্রন্থাগার সংগঠনের ক্ষেত্রে এমন একটি দল গড়ে ওঠা দরকার যে দলের প্রত্যেকে হবে in form.
- ৫। সে অল্প প্রয়োজন Training, যে Training-এর মধ্যে কোনরূপ কাকির প্রশ্রয় থাকবে না।
- ৬। এক দেশের গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা সে দেশের জাতীয় সত্যের অংশ, তা আর এক দেশে চালান সম্ভব নয়।
- ৭। গ্রন্থাগারের কাজ নিজের পায়েই উপর তুল দিয়ে করতে হবে। আমাদের সমস্ত আমাদেরই সমস্ত—সে সমস্ত অল্প দেশের সমস্তের সমাধানের দ্বারা সমাধা করা সম্ভব নয়।

উপরে যে স্মৃত্তলির বর্ণনা দিলাম সে স্মৃত্তলির প্রত্যেকটি হ'লো পরস্পরের

সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হলো মূল স্বতন্ত্র "Principle of Scarcity" অর্থাৎ "মাহুষের শিক্ষা কণবায় কমতার অভাবের" অহুসিদ্ধান্ত। হুতবায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন একটি স্বতন্ত্রের অভাব হলে re-form-টা আবার in form হবে না।

আমি আমার পূর্বের প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্বতন্ত্রের বর্ণনা করবো। বিভিন্ন স্বতন্ত্র হবে "পাঠকের কি পড়া উচিত দেখিতে গ্রন্থাগারের লক্ষ্য থাকবে না; গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হবে পাঠক কি পড়তে পারে দেখিকে।"

The First Principle of the Philosophy of
Librarianship—by Dila Mukherji

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিহাস (৩)

পঞ্চজন্যমার দত্ত

কাগজ তৈরী :

প্রথমে একজন শ্রমিক সূত্রি থেকে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ তুলে নিয়ে পরিষ্কার জলে ভরা হাউজের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বাঁশের লাঠি (নাম 'ছেপনী') দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়তে থাকে। এট ঘরনের সীষণ আলোড়নের ফলে ছোটখাট সব ঢেলা তাকে খার এবং তদ্ব্যবস্থাপিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর একটি গোটা রাত হাউজ বিভাগে দেওয়া হয়। কাগজ বেশানার পর হাউজের জল যাতে খুব বেশী ঘন না হয় সেদিকে অবজ্ঞাই নজর থাকে। পরের দিন সকাল বেলায় কাগজী কাজে লাগে। হাউজের যে দেওয়ালটি থাকে খাড়া, তারই পাড়ে বলে তার কাগজ করে। কাগজীর হাতে থাকে দুটি বাঁশের লাঠি—এ দুটি সে হাউজের উপর আড়াআড়িভাবে রাখে; একটি প্রান্ত-বরাবর আর একটি দৈর্ঘ্য-বরাবর। কাগজী কাজ শুরু করার পূর্বে খানসীর একটি প্রান্ত এই লাঠির উপর রাখে এবং অপর প্রান্ত কাগজীর কোলের কাছে হাউজের উঁচু কিনারার ওপর করে থাকে। এরপর সে মীরটি খানসীর উপর এমনভাবে বিছিয়ে দেয় যেন মীরের বাস/কাঠি খানসীর দণ্ডগুলিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে (তবে কখন কখন অন্ততাবেও মীর বিছান হত—সেক্ষেত্রে বাস/কাঠি খানসীর দণ্ডগুলির সঙ্গে সমান্তরাল থাকত)। এরপর কাগজী হিচকা দুটি মীরের উপর রেখে খানসীর যে প্রান্তটি বাঁশের লাঠির উপর ছিল সেই প্রান্তটি একটু তুলে ধরে লাঠিটি সরিয়ে নেয় যাতে খানসী হাউজে ডুবতে-উঠাতে অস্বীয়া না পড়ে। কাগজীকে খানসী ধরার একটু কায়দা আছে—কাগজী বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে হিচকাকে মীরের সঙ্গে চেপে ধরে আর বাকী তিনটি আঙ্গুল থাকে খানসীর একেবারে নীচে। এবার সে মীর সহ খানসী হাউজে খাড়াভাবে ডুবিয়ে দেয়। ডুবান'র মিনিট খানেক আগে হাউজের জল লাঠি দিয়ে ঘেঁটে দেয় যাতে কিছু তত্বজ বস্তু উপরেই দিকে উঠে আসে। বাস্তবিক পক্ষে হিচকা মীরে বদলার আগে হিচকা দিয়েই অনেক কাগজী একাজ দেবে নেয়। হিচকা মীরে বদান এবং অন্ত্যস্ত করণীর কাজে অন্ত্যস্ত অল্প সময় লাগায় কাজের কোন অস্বীয়া হয় না। জলে ডুবান'র পর মুহূর্তেই কাগজী খানসীটিকে হাউজের মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল করে তুলে, সেখান থেকে কিছু তত্বজ বস্তু মীরের উপর আটক পড়ে। এবার সে খানসীটিকে জলমধ্যস্থ লবোপরিভলে নিয়ে আসে (খানসী জল ও বায়ু বিত্বেতলকে স্পর্শ করে জলের মধ্যে ডুবে থাকে) এবং খানসী এদিকে-ওদিকে নেড়েচেড়ে মীরের উপরিবিত্ত তত্বজ বস্তুকে মীরের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে অন্ত্যস্ত কোথাও মোটা কোথাও পাতলা না হয়। মীরের উপর তত্বজ বস্তুর পরিমাণ অভিরিক্ত হয়ে থাকলে বাস্তবিক বস্তু খানসীর যে প্রান্ত দিয়ে উঠা তোলা হয়েছিল তার

বিশীর্ণ প্রান্ত দিগে হাউজে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার খানসীটি পূতাপুরিতাবে জলের বাইরে আনা হয়—কলে জল আস্তে আস্তে সরতে থাকে। কাগজী প্রয়োজনমত এখনও এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে এবং মাঝে মাঝে মাঝে হিচকার উপর টোকা মারে। এরই কলে তত্ত্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গীভাবে সংগঠিত হয়ে পড়ে এবং তারই জন্ত কাগজ খুবই সক্ষম হয়। কাগজী এবার খানসীটি কবিকের জন্ত হাউজের জলের সঙ্গে এমনভাবে স্পর্শ ঘটায় যে মীরের উপরিস্থ দৃষ্টান্তে আস্তরপটি একটু ভেঙ্গে ওঠে। এরপর খানসী উচুতে তুলে ধরে অপরূপ বিশেষ লাঠিটি স্বাক্ষরানে রেখে আগের মতই লাঠি ও হাউজের কিনারার উপরই খানসীর সমস্ত ভার স্তম্ভ করে। এরপর হিচকা ছুটি মীর থেকে তুলে নিয়ে কাগজী বঁকে পড়ে বৃষ্টিপ্রান্তের ‘ঘোরাডে’ দৃষ্টি ধরে মীরটি সিঁকি ইকিটাক গুটিয়ে আনে; কলে নবম আস্তরপ বা কাঁচা কাগজটির উপর একটি তাঁজ পড়ে—একেই বলে ‘কম’ দেওয়া। এবার কাগজী মীরটি খানসী থেকে তুলে নেয় (তান হাতে ধরে কাছের প্রান্তটি এবং বাম হাতে ধরে ‘কম’ প্রান্তটি) ও একপয় কাঠফলকের উপর রাখা কাপড় বা পুগাতন মীরের উপর উত্তর করে ফেলে দ্যস্ত দিয়ে অল্প চাপ দিয়ে কিছু জল বের করে দেয় এবং তারপরই মীরের ‘কম’ প্রান্তটি ধরে একটানে মীরটি কাঁচা কাগজ থেকে তুলে নেয়। ‘কম’ জনিত তাঁজটি থাকার জন্ত মীরটি ভুলতে সুবিধা হয়। এইভাবেই কাগজী কাজ করে এবং কাঁচা কাগজগুলি পর পর রেখে যেতে থাকে, এগুলির মধ্যে কিছু কোনও কাপড় বা মীর থাকে না। বেশ কিছু কাঁচা কাগজ (সাধারণত ১২০টি বা ২৪০টি) জমা হবার পর পুনরায় একপয় কাপড় ও আর একটি কাঠফলক চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া হয় যাতে জল বেগিয়ে যায়। অনেক সময় কাঠফলকের উপর ভারী কিছু ওজন রেখে একটি রাত অপেক্ষা করা হয় জল সরার জন্ত। তারপর প্রতিটি পাতা সাবধানে পৃথক করে এবং স্বল্প বেগরালের গায়ে আটকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুক পাতাগুলি এবার হালকাভাবে কামা দিয়ে ঘষে আলপাতাবে লেগে থাকে। ঝেঁপো, বাগছটা ইত্যাদি তুলে ফেলা হয়।

এবার আসছে মাড় বা কলপ (size) লাগানোর ব্যাপার। ভারতে কাগজে মাড় দেবার জন্ত প্রধানতঃ চাল অথবা গম ব্যবহৃত হয়। গমের থেকে মাড় তৈরীর জন্ত গমকে প্রথম ছ-তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর ভিজি গম থেকে সাঁদা ছুঁদের মত তরল পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়। ঐ সাঁদা তরলটি ছুঁটালেই আঠাল মাড় পাওয়া যেত। মাড়ের সঙ্গে অল্প পরিমাণ তুঁতে ও ফটকিতি কাঁচর হিসাবে যেশান হয়। মাড় সাধারণতঃ এক টুকরা কাপড় দিয়ে স্রাতা দেওয়ার মতন কাগজে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং বোদে অথবা ছায়ার মেলে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে এগুলি ‘খায়া’ বা পালিন করা হয়। একাঙ্গটি বেশ পরিচয় সাপেক্ষ। একটি বকুতল কাঠের উপর কাগজটি রেখে স্বল্প পাখর (agate-stone) বা হাতিব দাঁতের টুকরা, কিংবা বড় কড়ি বা শাঁখ দিয়ে ঘষে ঘষে পাতাটির ছুটি পৃষ্ঠাই স্বল্প করা হয়। মাড় লাগিয়ে বোদে শুকালে

কাগজটি বড় বড় বেশী খড়মড়ে হয়ে পড়ে এমন একটি অন্ন জন ছিটিয়ে বা তির্যক কাপড় খবে ঝেঁপে আঁজ' করা প্রয়োজন হত। ছাত্রের শুকালে অবশ্য এমনটি করার প্রয়োজন পড়ত না। পালিশ করার পাথরটিকে কাগজীরা বলে 'ঘোটা'। পালিশ করার সময় কোন কোন অঞ্চলে ঘোটার গায়ে মাঝে মাঝে একটি তেল লাগিয়ে নেওয়া হত। পালিশের পর চারখার ছেঁটে কাগজকে ইচ্ছামত মাপ দেওয়া হত। ভারতীয় কাগজীদের মধ্যে নানারকমের মাপ চালু ছিল। 'দহ মুঠি' বা 'দশ মুঠি' প্রভৃতি বিশিষ্ট কাগজের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'লায়েতখানি' এবং 'বাহাউরখানি' কাগজের মাপ হচ্ছে যথাক্রমে ২৮" x ২১" এবং ৩৮" x ২১"। এ ছাড়া আরও নানা মাপের কাগজ পাওয়া যেত।

শিয়ালকোটে কাগজ তৈরী :

কাগজ তৈরীর কেন্দ্র হিসাবে 'শিয়ালকোট' মুঘলযুগেই বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আওরঙ্গজেবের সময় শিয়ালকোটে তৈরী 'মানসিংহী' ও রেশমী কাগজ বেশ খ্যাতিলাভ করে। এ কাগজ দেশের বিভিন্ন অংশে চালান যেত। রামধরবারেও এ কাগজ ব্যবহৃত হত। (Topography of Mughal Empire—J. Sircar, Page 95) শিয়ালকোটে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে হু'এরটি কথা বগার আছে। 'অল্প কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে বা বলা হয়েছে এখানে মোটামুটি সেই পদ্ধতিতেই কাগজ তৈরী হত।

পুহাতন শনের দড়িদড়া ইত্যাদি টোকিরা বিশেষ শেটে জলে ভিজিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। কোটার পর যে বস্তুর পাওয়া যেত কাগজীদের বেওয়া তার নাম 'জাব'। মন-খানেক দড়িদড়া থেকে যে জাব পাওয়া যেত তার সঙ্গে জিন সের সাজি আর চার সের চুন মিশিয়ে আবার ঢেকে দেওয়া হত। কোটার পর জলে ধুয়ে বড় বড় ঘুঁটের ধরনে চেপ্টা হস্তন গোলাকার 'চাকলি' করা হত। শুকনা চাকলিগুলি আবার জলে ভিজিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। ভাল করে ধুয়ে নিলেই একেবারে কাদা-কাদা হয়ে যেত এবং শুকনো তার সঙ্গে পুহাতন কাগজের থেকে তৈরী মণ্ড বেশান হত। তারপর পুনরায় ঢেকে দেওয়া হত। ধুয়ে নিলেই কাগজ তৈরীর উপযোগী মণ্ড পাওয়া যেত এবং পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতেই কাগজ প্রস্তুত হত। শিয়ালকোটের কাগজ-কারিগরদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গন্ধক দহন-জাত গন্ধকায় বাষ্প (Sulphur dioxide) সাহায্যে কাগজ বিরজিত করার। এমনকি তারা ফুট ভিনেক উঁচু ছোট্ট একটা ঘরের মতন করত, এর নাম হচ্ছে 'গাহী'। গাহীর বেকতে জলজ কাঠকয়লা থাকত। যেকোন ইকি ছয়েক উপরে কচি দিয়ে একটা মাতান করা হত। মাতানের উপর একটি কাপড় পেতে রাখা হত। কাদা ঘষার পরই মাড়-বিহীন কাগজের পাতাগুলিকে ভিন ভাজ করে মাতানের উপর রেখে কিছু গন্ধকের শুঁড়া কাঠ-কয়লার আগুনে ছিটিয়ে দেওয়া হত। গন্ধক পুড়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড বা গন্ধকায় গ্যাস তৈরী হয়। ঐ গ্যাসে কাগজ বিরজিত হয়ে সাদা হত। এর পর মাড় রাখিয়ে পুনরায় গন্ধকায় গ্যাসের সংস্পর্শে আনা হত। তারপর ঘোটা দিয়ে বখারোতি পালিশ করা এবং অন্তিম বা কিছু কখনীদ করা হত।

সাজিস্কার : মও তৈরী প্রসঙ্গে সাজি বা সাজিস্কার কথাটি বহুব্যয় উল্লিখিত হয়েছে, এ বিষয়ে অল্প কিছু আলোচনা অগ্রাসঙ্গিক হবে না। এখানে অল্প শিথালকোট অঞ্চল তথা পাড়াঘে সাজি তৈরীর বিষয়ই আলোচিত হবে। 'কান্দনকার', 'গোয়ালোনা' প্রভৃতি কয়েক ধরনের গাছের কাঠ পুড়িয়ে এই সাজি তৈরী হত। পাড়াঘের বরি ও বেচনা দোয়ার অঞ্চলে এই সব গাছ জন্মায়। কান্দনকার গাছ থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট সাজি তৈরী হত। সাধারণতঃ অক্টোবরের শেষার্ধ্বে পাড়াঘে কান্দনকার গাছ কাটা হত। কাঠগুলি ছোট ছোট করে কেটে শুকিয়ে নিরে মাটির মধ্যে বিশেষ ভাবে তৈরী করা একটি গর্তের মধ্যে পোড়ান হত। গর্তটির ব্যাস ও গভীরতা হত যথাক্রমে দুই ছয়েক ও দুই তিনেক। গর্তের যেখানে এক বা একাধিক মাটির হাড়ি উত্থর করে [অর্থাৎ কান্না নীচের দিকে ও তলদেশ অংশের দিকে] এমন ভাবে পুতে রাখা হত যেন কেবলমাত্র কৃষ্ণশূঁ তলদেশটি মাটি ঢাকা না পড়ে। ঐ কৃষ্ণশূঁ ছোট ছোট অংশে ফুটা করা থাকে। গর্তের মধ্যে কাঠগুলি সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকণ পরে দেখা যায় গর্তের যেখানে একটি তরল এসে জমেছে এবং ঐ তরলের কিছু অংশ ফুটার মধ্য দিয়ে হাড়িতে বেরে জমেছে। কাঠ বখান পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় পোড়া কাঠগুলি একবার নেড়ে দিয়ে ডাড়াডাড়ি মাটি চাপা দেওয়া হয়। দিন কতক পরে মাটি সরিয়ে তদ্ব্যবস্থে বের করে নেওয়া হয়। গর্তের মধ্যে ছাই যেখানে বস্তুটিকে বলে 'কান্দনকার-সাজি' আর হাড়ির মধ্যে সন্নিবিষ্ট বস্তুটিকে (তখন তরল বস্তু ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হয়ে গেছে) বলে 'লোটা সাজি'। কান্দনকার-সাজিই কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হত, কারণ পরিপ্তত্বতার জন্য লোট-সাজির দায় ছিল বেশী।

নেপালী কারদার কাগজ তৈরী :

নেপাল দেশের কয়েকটি ভারতীয় কেন্দ্রে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি ও উপাদান ছিল একেবারে আদ্যাব্য। পূর্বতন যেনীয় রাজ্য 'ভান্জি'র রাজধানী সুরি ছিল এমনই একটি কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রে নেপালী কারদার কাগজ তৈরী হত। নেপালে কাগজ তৈরীর জন্য *Daphne papyracea* নামে একটি গাছের বক ব্যবহৃত হত। সমগ্র হিমালয় উপত্যকার এই গাছ জন্মায়। *Desmodium Tiliacofolium*, *Edgeworthia Gardineri* ইত্যাদি গাছও কাগজ তৈরীতে অল্প বিশেষ ব্যবহৃত হত। এই সব গাছের বহিঃ অংশের সমস্ত অংশ ফেলে দিয়ে সাদা অন্তঃ অংশকে ছোট ছোট কুচি করা হত। একটি ছোট কুচিতে সের চারেক ওক (হিমালয় অঞ্চলের ওক) কাঠের ছাই নিয়ে একটি হাঁড়ির মুখে রেখে আত্মে আত্মে জল ঢালা হতে থাকে, ফলে লাগতে কারজন হাঁড়ির মধ্যে জমতে থাকে। এই কারজন বড় খুণ্ডালা কোন পাত্রে ফুটান হয় এবং পাত্র-মধ্যে ফুটান দাবা ওক ঢেলে দেওয়া হয়। অকের পরিমাণ একটু হিসাব করে ঢালা হয়। অকের পরিমাণ এমন হয় যে, ফুটক কারজলের সবটুকু শোষণ করতে অন্ততঃ যেন আধঘণ্টা সময় লাগে

অর্থাৎ এক ফুট কাগজের মধ্যে অন্ততঃ আদমটা খাৎ এবং ঐ সময় পরে হাঁড়ির মধ্যে বাড়তি কাগজল বিশেষ থাকে না। ফুট কাগজের সংস্পর্শে থাকার জন্য এক বেশ সময় হয়ে যায় এবং ঐ এককে এক কাঠের ভাণ্ডা দিয়ে শাখার উদ্বোধন শিল্পেই মত্তে পরিণত হয় ও মলে ঘোবার পর কাগজ তৈরীর উপযোগী হয়।

Paper-lifting বা মগ থেকে কাগজ প্রস্তুত পদ্ধতির নেপালী কারদার সঙ্গে পারদর্শী কারদার বেশ তফাৎ আছে। নেপালী কারদার কাগজীরা 'Paper-frame' বা খানদীর সঙ্গে একটি ছাঁকনি বা চালুনি ব্যবহার করে। কাঠের তৈরী খানদীর মীরটি শাখারগত বাসেই হত তবে কাপড়ের ব্যবহারও ছিল। খানদীর উপর ছাঁকনিটি রেখে খানদীটি হাউজের মলে তাসিয়ে রাখা হত এবং ছাঁকনির উপর এক তা (Sheet) কাগজের জন্ত বতখানি মগ লাগতে পারে ততখানি মগ ঢেলে দেওয়া হত। ছোট খাট ঢেলা ইত্যাদি থাকলে তা ছাঁকনিতে আটকে যায়, কিন্তু বাকী মগ ছাঁকনি থেকে খানদীর মীরের উপর চলে যায়। সব মগটুকু মীরের উপর চলে আসার পর কাগজী ছাঁকনি সঘিরে নেয় এবং খানদীটি নেড়েচেড়ে মীরের উপর মগ সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে দেয় ও তারপর মগ থেকে খানদী দাবদানে তুলে নেয়। এবার কাটা কাগজময় খানদীটিকে ঘোরে বা আগুনের ধারে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে গেলে পর কাগজ খানদী থেকে পৃথক করে মাড় মাখিয়ে পালিশ করা হয়।

জাপানে প্রাচীন প্রকার কাগজ তৈরী :

জাপানে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাগজ তৈরীর সূত্রপাত হয়। তুঁত জাতীয় গাছ (Mulberry) ছিল কাগজ তৈরীর কাঁচামালের প্রধান যোগানদার। ছত্র/শ্যত বছর বয়সের তুঁতগাছের অন্তঃস্থ একাঙ্গে ব্যবহৃত হত। এমনকী শীতকালে গাছের বড় বড় প্রাচীন শাখাপ্রশাখাগুলি কেটে ভাঙের বকগুলি ছাড়িয়ে 'খাঁটি' বেধে শুকিয়ে নিয়ে বার-চৌদ্দ কিলোগ্রামের এক-একটি গাদা করা হত। [ফেলে দেওয়া পাতাগুলি হত বেশির গুটিপোকায় পাত্ত এবং বকবিহীন কাঠগুলি হত জালানি] তারপর গাথাগুলি স্নোডম্বীর মাধ্যম বা নদীর মলে ঘটা চক্ষিমেক জুড়িয়ে রাখা হত। চক্ষিম ঘটা পরে মগ থেকে তুলে জুড়ির মত কোন বস্তু সাহায্যে চেঁছে চেঁছে বহিঃস্থক অন্তঃস্থক থেকে আলাদা করে ফেলে পুনরায় প্রবহমান খায়ায় ধোয়া হত। তারপর মলে সিঁধ করে এবং চাপ দিয়ে বকস্বত আঠাল পদার্থ বিমূর্তিত করা হত। এরপর ঐ বক কাঠের ছাই থেকে প্রস্তুত কাদামলে অথবা চুনমলে টুটান হত। সিঁধ বক জুড়ির মধ্যে বেধে আবার স্নোডম্বীর মলে ধুয়ে নেওয়া হত। সুসিঁধ ও উত্তমরূপে ধোয়া বক একধরনের টেবিলের উপর বেধে মৃত্তর লিটিয়ে লিটিয়ে এবং প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে মলে ধুয়ে মগ প্রস্তুত করা হত। ঐ মগের সঙ্গে মাড় মিশিয়ে নিলেই পেটি কাগজ তৈরীর উপযোগী হত। এই মাড় প্রধানত চাল থেকে প্রস্তুত করা হত। 'Toroto' নামক গাছ থেকে প্রাপ্ত একধরনের আঠাল (Mucilage) মাড় হিসাবে ব্যবহৃত হত।

গ্রন্থপঞ্জী :

- (1) Brown, Percy : Indian Paintings under the Mughals, Oxford Univ. Press ; 1924.
- (2) Emerson, H. W : Monograph on Papermaking & Paper-Mache' in Punjab ; 1907.
- (3) Hunter, Dard : Papermaking by hand in India, Pynson Printers, New york ; 1947
- (4) Hunter, Dard : Papermaking (2nd. ed), Alfred. A. Knoff ; New york ; 1947.
- (5) Joshi, K. B : Paper-making (as a cottage industry) Published by the All India Village Industries Association, Maganvadi, Wardha ; 1944.
- (6) Manuscripts from Indian Collection, Descriptive Catalogue, National Museum, New Delhi ; 1964.
- (7) Sarkar, D. C : Indian Epigraphy, Motilal Banarasi Dass Benaras.

লেখকের নিবেদন

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন ও কাগজ তৈরীর ইতিহাসের রূপরেখাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে ভারতবর্ষে লিখিত কাগজের পুঁথিগুলিকে খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, একাজে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকদের কাছে লেখকের নিবেদন, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ বোড়শ শতকের পূর্বে লিখিত কোন কাগজের পুঁথির খোঁজ পেয়ে থাকেন তবে তা লেখককে জানাতে পারেন। পুঁথি সংরক্ষণ তথা নীচের ছক অনুযায়ী হলে ভাল হয় :

পুঁথির নাম, গ্রন্থকাণ্ড/অনুলেখকের নাম, ভাষা, বর্ষ, রচনার/অনুলিখনের স্থান এবং তারিখ [তারিখ বা বর্ষ নির্ণয়ের উৎসটি অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারিখের অন্তর্ভুক্ত প্রাধান উৎস 'পুঁথিকা', কাজেই 'পুঁথিকা'র নকল দিতে পারলে ভাল হয়। অনেক সময় লিখিত শ্রীছাঁদ বা অন্তর তথা থেকে বর্ষ নির্ণয় করা যায়। যদি এভাবে পুঁথির বর্ষ নির্ণয় হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট গবেষকের নাম ও প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ইত্যাদি জানান প্রয়োজন।], আকার, বর্তমান মালিক, সংযুক্তি ও স্থলসংখ্যা।

লেখকের ঠিকানা—শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত। অ্যান্টিস্ট্যাণ্ট কনজারভেটর,

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলিকাতা।

History of Papermaking and Introduction of Paper in India (3) By Pankaj Kumar Datta.

বঙ্গ প্রজ্ঞাপার আন্দোলন (২)

ভুক্তমাল বন্ধ্যোপাধ্যায়

সাধারণত প্রচলিত ধারণা এই যে বাংলাদেশে হুগলী জিলাই গ্রাণাগার আন্দোলনের প্রবর্তক। কিন্তু এই ধারণার বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মতন। হইতে দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নতুন সার্বজনীন গ্রাণাগার স্থাপন বা স্থাপিত গ্রাণাগারসমূহের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার তাবাবীপক সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সংবন্ধভাবে না হইলেও নানাধিক পরিমাণে জিলায় জিলায় বিচ্ছিন্নভাবে দেশের এই হিতকর কাজে গ্রাণাগারের অযোগ্য নেতৃত্ব হইয়াছিল। সেই ধারাটা মহাত্মা গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত চলিয়া আসিতে থাকে। দেশে নবতাবের বস্তা আসিলে প্রবহমান ধারাটি কিছু দিনের জন্য বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হইলে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা পুনরায় তাঁহাদের ধারাহরণ্যে তৎপর হইয়া উঠেন। ইহারই ফলে গ্রাণাগারকে দেশ গঠনের কাজে লাগাইবার জন্য কলিকাতার কয়েকটি বৈঠক বলে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের বা ১৯৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনটি বৈঠক বসিবার পর একটা কর্মপর্যায় স্থির হয়। এই বৈঠকের উত্তোক্তাবের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার 'আর্থ পাবলিশিং হাউস'-এর পরংমুখার ঘোষ, 'ভারত দেবাস্ত্রম সংঘ'-এর কর্মী ফরিদপুর জিলা নিবাসী স্বর্গত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বা সুরেশ ব্রহ্মচারী, মণোহর বা খুলনার অধিবাসী বিলাতকেতত শিক্ষাবিদ জ্যোতিষগোবিন্দ মেন, 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত অশোক চট্টোপাধ্যায়, মেলবঙ্গ স্বর্গত পুত্র চিত্তরঞ্জন দাস। ইহাদের মধ্যে মণোমেকা উজ্জ্বলী ছিলেন সুরেশ ব্রহ্মচারী। সাগা বাংলার আধুনিক চিন্তাধারার সহিত শিক্ষিত জনসাধারণের সংযোগ ঘটাইবার জন্য বিনা চাঁদার চলন্ত গ্রাণাগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধনই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। কলিকাতা হইতে এই মর্মে আবেদন প্রচার করা হইলে কিছু অর্থ এক পুস্তকও সংগৃহীত হয়। সুরেশ ব্রহ্মচারী ১৯৩১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁহার নিজ জিলায় মাহারীপুর কালীবাড়ীতে একত্র একটি গ্রাণাগার স্থাপন করেন। মাহারীপুর সহরের নিকটবর্তী পাঠককান্দী, মূলপান্দি, লক্ষীগঞ্জ ও চরমুণ্ডিতার মাধ্যমে স্থাপিত হয়। কেন্দ্র হইতে এই সব শাখার কর্মীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা করিতেন। কেন্দ্রীয় গ্রাণাগারের গ্রাণাগারিক ছিলেন বিপ্লবী ত্রিপুরস্কজন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সহকর্মী হিসাবে আসিয়া জুটিলেন বিপ্লবী ত্রিকালিন্দর বন্ধ্যোপাধ্যায় ও ত্রিগ্রন্থ চট্টোপাধ্যায়। সুরেশ ব্রহ্মচারী এই ধরনের গ্রাণাগার স্থাপনে উজ্জ্বলী হইয়া বিভিন্ন জিলায় লক্ষ্য করেন এবং স্থানীয় লোকধর্মিকে এই কাজে সহযোগিতা করিতে

আন্তরান মানান। বরিশালে গিয়া ভ্রমণ প্রমুখ্যাতী বনামধন্য প্রধান শিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই প্রচেষ্টার কথা জানাইলে তিনি তাঁহাকে এই করটি কথা বলিয়া বিশেষ উৎসাহ দেন—‘বেথ, হত লোক দেখি তাহারা সবাই বকাউরা ও শোনাউরার দল অর্থাৎ তাহারা কেবল কবাই বলে আর কথা শুনিয়াই যায়। কিন্তু কতিপয় অর্থাৎ কর্মম লোকের বড়ই অভাব। তুমি যে একাজে ত্রুটি হইয়াছ তাহা জানিয়া পুইই আনস্থিত হইলাম। তুমি সৰ্বগত অর্জন কর।’

দেখিতে দেখিতে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জিলায় এই ধরনের ঐশ্বাগার স্থাপিত হয় এবং কাজ চলিতে থাকে। সাংবাদিকগণের দামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তৎপ্রকাশিত ইংরেজী মাসিক ‘মর্ডার রিভিউ’ এক বাংলা মাসিক ‘প্রবাসী’র সম্পাদকীয় সহযোগে এই প্রচেষ্টার প্রাণাঙ্গ করেন :—“মাদারীপুর সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ (প্রকৃতপক্ষে সেবাশ্রম এই সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিল না, সেবাশ্রমের কর্মী স্বয়ং প্রমুখ্যাতী ব্যক্তিগতভাবেই ইহাতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন) সারা বাংলার আধুনিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির প্রচায়েক্ষেত্রে বিনা চাঁদার চলন্ত ঐশ্বাগার সংগঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ এবং পুস্তক সংগ্রহীত হইলে তাহারা তাহাদের কল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য বহু ঐশ্বাগার স্থাপন করিতে চান। বরোয়া ঐশ্বাগার ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপে এই ঐশ্বাগারগুলি গড়িয়া তোলা হইবে এবং এইগুলি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইলে এই প্রবেশের স্বল্পসংখ্যক সাধনে সর্বপ্রকার সুযোগ পাইবে। কতিদূর জিলা ছাড়া অন্যান্য জিলাবাসীরাও এই ধরনের ঐশ্বাগার স্থাপনার্থে উদ্যোগীদের সমীপস্থ হইয়াছেন। মাদারীপুরে সকলেই এই ঐশ্বাগারকে আগত জানাইয়াছেন এবং অন্তর্গত ঐশ্বাগার স্থাপনেরও চেষ্টা চলিতেছে। অনেক বিখ্যাত প্রকাশক এবং ব্যক্তি বিশেষে এই ঐশ্বাগারকে পুস্তক দিরা সাহায্য করিয়াছেন।”

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে স্বয়ং প্রমুখ্যাতীর অকাল মৃত্যু ঘটায় বিনাচাঁদার ঐশ্বাগার আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তাহা হইলেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মহাত্মাজীর লবণ সত্যগ্রহ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত ইহার কাজ চলে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐশ্বাগার পরিষদের কথা আসিয়া পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সর্বপ্রথম গঠিত হয় এবং কয়েক বৎসর সক্রিয় ব্যক্তিত্ব কয়েকটি সম্মেলনও আহ্বান করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মহাত্মাজীর অন্তর্গত বেলগাঁওতে শৌখিন আসনের রাজস্বাধিকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখনকার দিনে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় অধিবেশনস্থলে অন্যান্য বহু রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইত। এই বীর বাংলার শুভানীতন অধিদ্বাদী

• গত সংখ্যায় ভূগুরুষে ভারতীয় ঐশ্বাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠান ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং পূর্বে ঐশ্বাগার আন্দোলনের প্রবর্তনের সন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ দেখা হইয়াছে। স্বাক্ষর ইহা ১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

নেতা বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'মিউজিক্যাল কনসার্ট হল'-এ নিখিল ভারত গ্রাণাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশনের তারিখ ছিল ১১ই পৌষ। মহিশূরেব শ্রীতরবার অতাপনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। একটু অগ্রসারিক হইলেও এই সম্মেলনের একটু সংকিল্ড বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, এই সম্মেলনের পরই ভারতের তরানীন্তন প্রদেশে প্রদেশে গ্রাণাগার আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রাধেশিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। শ্রীতরবার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশে গ্রাণাগার ছড়াইয়া দেওয়ার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত হইতে পারে না। এই আন্দোলন অল্প দিনের হইলেও আমাদের যাচা সখল আছে তাহাই এই কাজে লাগান অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পথে অজ্ঞতাই সর্বাধিক বড় অস্ত্রার এবং ঠিকভাবে শিক্ষাদানেই ইহার প্রতিকার অসমিহিত রহিয়াছে। শিক্ষা বলিতে শুধু অক্ষরজ্ঞানই বোঝায় না। যে ভাব আমাদেরকে উন্নত করে তাহাকেই বোঝায়। ভারত সরকারের হাতে পড়িয়া ভারতীয় শিক্ষা অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। এই সকলের আসল কারণ হইতেছে নিরক্ষরতা। যে সাহিত্য বর্তমানে নষ্ট হইতেছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। এই গ্রাণাগার আন্দোলন সেই অভাব মিটাইবে।

সম্মেলনের সভাপতি বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, দেশের বার্থে যখন জনগণের সর্বশক্তি নিয়োগের প্রার আসিয়া পড়িয়াছে তখন সকল প্রকার অভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও তাহা দূর করাই প্রয়োজন। শুধু শাসনক্ষমতা অর্জনই জনগণের কাম্য নয়, দেশকে গড়াও তাহের কাম্য। সেই জগ্গই ঔপনিবেশিক শাস্তশাসন বা এমন কি সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা তাহাদের কাম্য—এই সর্কার দৃষ্টিও বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। গ্রাণাগার আন্দোলন শৈশবাবস্থার রহিয়াছে এবং প্রাচীন ভারতে ইহার উপযোগিতা যথাযোগ্যভাবে স্বীকৃত হয় নাই। গুরুত্ব-পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহালয় ছিল বলিয়া প্রত্যেকটি মন্দিরই ছিল বিদ্যাচর্চায় স্থল। প্রাচীনযুক্তি ইউরোপীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রচুত সহায়তা করিয়াছে কিন্তু আজ ভারত শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়া ইউরোপীয় দেশগুলির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই আন্দোলন প্রতি সহর ও প্রতি গ্রামে গ্রাণাগার গড়িয়া তুলিতে উৎসাহিত করিবে। জ্ঞান সকলকে যে শক্তি দেয়, সেই শক্তি অর্জন করা সকলেরই কর্তব্য।

এই সম্মেলনে সারা ভারত হইতে বেড় শত প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। দেশের সকলকে ভারতীয় গ্রাণাগার পরিষদে যোগ দেওয়ার জন্ত এবং জিলায় জিলায় ও সহরে সহরে গ্রাণাগার স্থাপনের সনির্ভব অরুোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রাদেশিক গ্রাণাগার পরিষদকে বিভাগলের ব্যবহার্য্য দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রণয়নের কাজ হাতে লইবার জন্তও সম্মেলন স্থগাধিক করে। মহিলাদের জন্ত বিশেষ গ্রাণাগার স্থাপন, ভারতের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা প্রকাশ এবং একটি জৈমাসিক পত্রিকার পত্তন করিবার জন্তও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বেশবন্ধু কর্মবাস্তবতার দৃষ্ট দৃষ্টদর্শনে সর্বজন উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতায় সময় তাঁহার সহকর্মী তুসদীচরণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সভার কাজ চালান। এছাড়া বাংলা হইতে যে সকল প্রতিনিধি বোম্বে দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় ছিলেন অন্যতম। তিনিই সচেষ্টে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও উত্থাপন করিয়া তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য সাংগঠক বক্তৃতা দেন। পরবর্তীকালে তিনিই বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভরূপ ছিলেন। হুশীল বাবু তখনকার দিনের কোন প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন লোক ছিলেন না। বড় মাধার বড় বুদ্ধি সব সময়ই খেলে। কিন্তু ছোট মাধারও অনেক সময় বড় বুদ্ধি খেলে। হুশীল বাবু কখনো চিন্তা করিলে এই কথাটির সত্যতা আরো উপলব্ধি করিতে পারি। এই গ্রন্থাগার আন্দোলন যেন তাঁহার প্রাণের বন্ধ ছিল। উল্লেখ্য তিনি ওকালতি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তা তাঁহাকে এমনভাবেই পাইয়া বসিল যে, তিনি ওকালতি না করিয়া কায়মনোবাক্যে নিজেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহাকে বাংলার অনেক জিলায় এমন কি হুগুর আসাম প্রদেশের অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। একাবিক্রমে দশ বৎসর কাল তিনি এই কাজে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে লিপ্ত ছিলেন। কখনও সাময়িক পরিস্থিতিতে প্রবন্ধ লিখিয়া, কখনও বেতার বৈঠকে প্রবন্ধ পাঠে করিয়া, কখনও কোন কোন গ্রন্থাগারের বার্ষিক সভাধিবেশ উপস্থিত হইয়া সভাপতিতা করিয়া, কখনও বা ছাত্রাচার্য সহযোগে বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে তাবাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎকর্তৃক উন্নত বীজই যে অঙ্কুরিত হইয়া বাংলার পূর্বে কালে অল্প অল্পোন্মিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রতিষ্ঠানের তপস্যার বড় কথা নয়, তপস্বীত্বই ব্যক্তির কৃতিত্ব। সাধা বাংলার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তপস্বীত্বের কৃতিত্ব তাঁহারই। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তিনি ‘লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষাবিকাশ’ নামক বাংলা ভাষার একখানা বই লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার কাজে অশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ক্রমঃ

Library movement in Bengal
By Gurudas Bandyopadhyay.

প্রজ্ঞাগারে কর্মসম্বন্ধে ও কয়েকটি উপেক্ষিত কর্তব্য (২)

জন্মক

১০ মহিলা ও পুরুষ কর্মী :

কোন এক মহিলা কলেজের অধ্যাপক মহাশয় তাঁর কলেজ প্রজ্ঞাগারে পুরুষ কর্মী নিয়োগ করেছিলেন এবং স্বপক্ষে তার দিয়েছিলেন এই বলে যে মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে বাইরের কোন কোন কাজ পাওয়া মুশকিল।

ছোট প্রজ্ঞাগারে যেখানে কর্মী সংখ্যা অল্প সেই প্রজ্ঞাগারে মহিলা কর্মী যদি নিয়োগ করা হয় তা হলে যে একজন বা দুজন পুরুষ কর্মী থাকেন তাঁদের ওপর বাইরের কাজের চাপ হ্রাস পড়বে এবং প্রথম প্রথম পুরুষ কর্মীরা হাসিমুখে সেই কাজের চাপ মেনে নেন ; কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন তারা বেঁকে যান।

প্রশ্ন হতে পারে, প্রজ্ঞাগারে আবার বাইরের কাজ কি ? ছোট প্রজ্ঞাগারে কাজের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে আসে তাঁরা হ্রাস ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারবেন। যেমন মার্চের শেষ দশ্যে অর্থ সম্বন্ধে হলে বই কেনার। ছু'তিন দিনের মধ্যে বই কিনে না ফেললে টাকা ফিরে যাবে। তখন কলকাতার দোকান ঘুরে বই বেছে বিল প্রস্তুত করার দায়িত্ব প্রজ্ঞাগারিকের। কলকাতার বাইরের বিভিন্ন মাঝারী বা ছোট প্রজ্ঞাগারের প্রজ্ঞাগারিকের এই রকম নানাকারনে লক্ষ্য করা যাবে, বই-পাড়া প্রস্তুতি অকালে হাজিরা দিতে হয়। চিঠি লিখে অথবা কোনো সব সময় সব কাজ হাসিল করা যায় না। কেননা, বর্তমান আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থার লালফিতে উঠে গেলেও সাবান্টিভের বীধান খুব সম্ভবতঃ।

এমন কথাও শোনা যায় যে, মহিলা কর্মীদের ছুটির প্রয়োজন বেশী হয়, বিবাহের দ্বিধা হলে অথবা স্বাস্থ্যসমস্যা হবার পর অনেক সময় তাঁরা ছুটি করে চাকরী ছেড়ে দেন ; কোন কোন পদে পুরুষ কর্মী মহিলা কর্মীদের প্রতি পক্ষপাতভূত ব্যবহার শুরু করেন ; প্রজ্ঞাগারিক মহাশয় কোন কারণে কোন কোন মহিলা কর্মী সম্পর্কে পক্ষিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মনে করলেও শেষ পর্যন্ত নানা কারণে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সমস্ত অভিযোগ নিশ্চয়ই সর্বাংশে সত্য নয় এবং মহিলা কর্মী নিবিশেষে প্রযোজ্যও নয়। তবে একথা সত্যি যে, যে সব প্রজ্ঞাগারে মহিলা ও পুরুষ কর্মী একই লক্ষ্যে কাজ করেন সে সব প্রজ্ঞাগারের আবহাওয়ার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং প্রজ্ঞাগারিকের (তিনি পুরুষ বা মহিলা বাই হোন না কেন) নির্দলীয় হওয়ার প্রসঙ্গ আরও সতর্ক হতে হয়।

১১ ভিন্ন ভাষাভাষী কর্মী :

বড় প্রজ্ঞাগারে বিশেষ করে প্রজ্ঞাগারটি যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন হয় তবে দেখা যায়, প্রজ্ঞাগারে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষী কর্মীবল একসঙ্গে কাজ

করছেন। যোগাযোগের কতগুলি স্থল অনবীকার্য, যদিও দেখা বর্তমান আপোচনার বাইরে।

সংঘাতের দৃষ্টি হয় নানাকারণে। যে সব গ্রন্থপালী নিজেদের অল্প গ্রন্থপালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন তাঁরা তাঁদের ব্যবহারে বেশ কিছুটা ঐক্যতা প্রকাশ করে ফেলেন। নিজেদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং অল্প গ্রন্থপালীকে মনে অনেক সময় অস্বাভাবিক আঘাত দিয়ে ফেলেন।

আবার এমনও দেখা যায় গ্রন্থাগারিক মহাশয় বা অল্প পদস্থ অফিসারেরা, অথবা বিদ্যাগীর কৰ্ত্তা যে গ্রন্থপালী সেই গ্রন্থপালী গ্রন্থাগার কর্মীরা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছেন, চাকরী খালি হলে তাঁদের হল বৃদ্ধি করে সেই গ্রন্থপালীরাই অধিক সংখ্যায় আগছেন তখন গ্রন্থাগার কর্মীদের ঠাণ্ডা লড়াই এর উদ্ভাবন বাড়ে। তবে গ্রন্থাগারিকের বা পদস্থ অফিসারের তরফ থেকে যদি এই সংঘাতের প্রসঙ্গ না দেওয়া হয় তবে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর অনেক সময় কর্মীরা মূল্যেই যান যে তাঁরা তিন্ন গ্রন্থপালী বা তিন্ন ভাষাতারী। সুতরাং দেখা যায় সাময়িক নানা কারণে এই সংঘাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

১৭ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের অবস্থান :

অনেক সময় দেখা যায়, কোন গ্রন্থাগারে বিশেষ একজন ব্যক্তি বা দলের অত্যন্ত সব-সময়েই গ্রন্থাগারিক যেনে নিজেই যদিও ঐ ব্যক্তি বা দলটি স্বেচ্ছাশ্রমে পূর্ণ। ঐ ব্যক্তি বা দলটিকে তখন অত্যন্ত কর্মীরা মনোহর। চোখে দেখতে থাকেন এবং নানা নায়ে অতিবিত্ত করতে থাকেন; যেমন, দালাল, টিকটিকি ইত্যাদি। গ্রন্থাগারিকের এই দুর্বলতার নানা কারণ থাকতে পারে এবং এই দুর্বলতাবশতঃ ঐ ব্যক্তি বা দলটির নানা অগ্রাধিকার গ্রন্থাগারিক দৃষ্টিতে বর্জ্য হন, এমন নজরও আছে আসন্ন তনতে পাই। কিন্তু যখন তিনি পরিভার বৃত্তিতে পড়েন যে বাণ্যচর্চা ভাল নয় এবং কর্মী সংঘাতের চেহারাটা খুব বিস্তী হয়ে উঠছে তখন তাঁর লজ্জা হওয়া একান্তই বাহ্যিক কিন্তু দুর্বলতাবশতঃ ঐ বিশেষ ব্যক্তি বা দলটি আবার গ্রন্থাগারিককে তুল বৃদ্ধির কর্মীদের অশান্তি আরও বাড়িয়ে তোলেন।

১৮ প্রতিপূর্ণ কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি :

বর্তমানকালে চাকরী খুঁজছে বড় লোক, চাকরীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এক জটিল সমস্যা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে সকল প্রতিষ্ঠানেই কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগেও এর চেহারা ছিল অন্য রকম। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাসীল ব্যক্তিত্ব নিজেদের আত্মীয়, পরিচিত বৈশ-পায়ের লোক এনে দুস্বাধা বসিতে দিতেন ও এইভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে

কৰ্মী নিয়োগের ফলে বিভিন্ন ধৰ্মের দলের সৃষ্টি হয়। “অমুক হল শুদ্ধ গায়েব অমুক ব্যক্তি হস্তগত বৃত্তান্তে কথা বল” — গ্রন্থাগারিকের সামনে হুঁসিয়াই বাগী ফুলতে থাকে সবসময়ে।

গ্রন্থাগারে নীচের শ্রেণীর কৰ্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনও কিছু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু দেখতে পাওয়া যায়। ফলে যিনি ভায়ে বা ভাই বা ডালককে কাজে ঢোকাতে পারেন না তিনি চটে যান এবং ছোট পাকিয়ে বেড়ান। কিন্তু যে ব্যক্তি বা দল সম্মত হন তিনি বগল বাজিয়ে বেড়ান।

ক্রেটিপূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতির ফলে যে সমস্ত ঘাঁটির সৃষ্টি হয়, তাদের বিবদাত ভাড়া গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাসীল ব্যক্তিবর্গের অবসর গ্রহণ করার দিন পৰ্যন্ত।

গ্রন্থাগার কৰ্মী সমিতি এবং তরুণ গ্রন্থাগারিকরা ধারা উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী এবং পটীক্ষার মাধ্যমে কাজে যোগদান করেছেন তাঁরাও অনেক সময় অগণতান্ত্রিক কার্যাবলীর অবদানের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হন ক্ষমতাসীল ব্যক্তি বা তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত কৰ্মীদের অবসর গ্রহণের দিন পৰ্যন্ত। কারণ এভাবে নিয়োজিত কৰ্মীদের কৰ্মী সমিতিতে পাওয়া যায় না; ফলে কৰ্মী ইউনিয়ন দানা বাঁধতে পারে না।

১৯ তরুণ কৰ্মিদল ও সংঘাতের বিভিন্ন রূপ :

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্তাবলীর সন্ধানের জন্য অনেক সময় গ্রন্থাগারিক তরুণ কৰ্মীদের ওপর নির্ভর করেন এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকের আশা পূর্ণ হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারিক মহাশয় কখন কখন তরুণ কৰ্মীদের মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে ফেলেন এবং একদম ঘটনা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক উভয়ের পক্ষেই দুঃখজনক। আরও নানা কারণে তরুণ কৰ্মীদের মধ্যেও সংঘাতের বাস্তব আঘাত এনে পড়ে।

ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এক একটি পঞ্চাবিকী পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে এবং দেশের অবস্থা অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর হচ্ছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পথ অবস্থা এমন যে, তালপুকুরে আর ঘটি ডুবছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কতটা আশা করা যায়? সম্প্রসারণ যে প্রয়োজনের তুলনায় হচ্ছে না তার প্রমাণ চাকরীর বাজার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চাবিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে অথচ চতুর্থ পঞ্চাবিকী পরিকল্পনার চেহারা এখনও নিশ্চিত হয়নি।

অবস্থা এই দৃকমই তদ্রূপ। এদিকে বছরে বছরে ধলে ধলে ছেলেমেয়ের সার্টিকিট, তিণ-লিথ ও বি-লিথ-এসসি পাশ করছেন। এই সব বিবিধ পাঠ্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ধারা আছেন তাঁরা অতিজ্ঞ ব্যক্তি। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপারটিতে তাঁরা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গাভোগ করছেন না, অসন্ত তবু কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি। এদিকে

পুঁজুশীলী ভরণ কষিদল এই গ্রন্থটি ভুলেছেন করেকবার। যেমন, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এবং পুনর্মিলন স্মারক পত্রে আত্মবোধ চোখে পড়েছে এবং তাঁদের মূখে এই আলোচনা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। মন্ত বড় মিজাসার চিহ্ন তাঁদের চোখে। কেউ কেউ বলছেন, বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যেন ঝাঁড়াঝাঁড়ি বাধ ভেঙে গেছে। IASLIC ইতিমধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগার শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁদের ছাত্রছাত্রী তালিকার বিভিন্ন প্রকারের ছাত্রছাত্রীর এক অস্পষ্ট মিশ্রণ দেখা গেছে। যেমন, কোন ট্রেনিং নেই, শুধু সার্টিফিকেট, টাউন্স ডিপ-লি বা বি-লি-এসসি কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নেই, সার্টিফিকেট এবং ডিপ-লি এবং অভিজ্ঞতা সবই আছে, আবার এমনও আছে যার কোন ট্রেনিংও নেই এবং গ্রন্থাগারে কাজের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শোনা গিয়েছিল কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার চলছে। কানাদুখো শোনা গিয়েছিল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ও মূলবে মূলবে করছে। যাবতপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে এম-লি-এসসি এবং এম-এ ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ (সকলের জন্মই দু'বছর) মূলপেই শোনার সোহাগা।

কিন্তু চাকরীর বিজ্ঞাপন কৈ? চাকরী কোথায় পাওয়া যাবে? কল্যাণল বা হবার তাই হচ্ছে। যোগ্যতা অসুসাহী এ অভাগা বেশে যে সামান্য বেতনও পাওয়া উচিত তার অর্ধেক, এমনকি, দিকি বেতনেও লোক কাজ করছে। কোন কলমে একজন সার্টিফিকেট পাল কর্মী প্রায় আড়াই বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। সেখানে পরে গেলেন গ্রান্ডস্টেট ডিপ-লি। তারও পরে গেলেন এম-এ এবং ডিপ-লি।

কোন গ্রন্থাগারের পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদকের দ্রব্যবহার ও সুকৃতির ক্ষমতা গ্রন্থাগারটি কলকাতার সন্নিকটে হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিক টিকছেন না। দেখা গেল, গ্রন্থাগারিকরা কাজে যোগদান করে অবস্থা যেথেনে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। ঘটনাটি প্রায় অনেকের কানোকাণি হল। ফলে নানাবিধে অহুতোধ উপরোধ করে তাঁরা গ্রন্থাগারিক খুঁজে বেড়াগেল। কেননা, তর এই যে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও গ্রন্থাগারের নাম দেখলেই দরখাস্ত করতে বিধা করবেন অনেকে ঝাঁটা গ্রন্থাগারটি ইতিবৃত্তের সঙ্গে পরিচিত। হলও তাই। বিজ্ঞাপন দিয়েও লোক মিলল না। তাপের বিজ্ঞাপন না দিয়ে অহুতোধ ও কৌশলের ঝাঁটা লোক নিলেন। কিন্তু ধোঁশে টিকলনা এবং তিনি জল আরও ঘোলা করে দিলেন। কোন গ্রন্থাগারিক নেই এই অবস্থার বেশ কিছুদিন চলার পর আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কিন্তু গ্রন্থাগারের নাম গোপন করে। একেবারে সন্ত পাল করা কড়কে যদি ফাঁদে কেঁপা যায়। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এক প্রতিষ্ঠাবান গ্রন্থাগার কর্মী অপমানিত বোধ করায় চাকরী ছেড়ে দেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, কোন গ্রন্থাগার কর্মীর ঐ গ্রন্থাগারে কাজ করতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কি করে সম্ভব হবে?

এই মধ্যে এখন দু'একটা স্বাক্ষার চাকরীর বিজ্ঞাপন কাগজে দেখতে পাওয়া যায়

তখন অনেককণ পরে ঈপেজে বাস আশার অবস্থা। যে যেখানে আছেন সকলেই গোপনে গোপনে প্রার্থী। কিন্তু ভ্রপনীর ওঠার পর ইন্টারভিউর দিন সব ফাঁস। দেখা যায় সস্ত্র পালকরা প্রার্থী যেমন আছেন আবার তাঁদের লিফকদেরও কেউ কেউ হাজির। অনেকে প্রস্র করে ফেলেন ওঁরা ইন্টারভিউ যেবেন না নেবেন। কোন এক বিশেষ ঐশ্বাগারের ঐশ্বাগারিক পদের লস্র প্রাপ্ত সমস্ত আবেদনপত্র বাছতে বাছতে দেখা গেছে একজন প্রার্থী বাক্তি যিনি দীর্ঘদিন ঐশ্বাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে জড়িত, যিনি বেশ কয়েকটি প্রার্থীর আবেদন পত্রের হেফাজী, হুঁ একজনকে টেসটিমোনিয়ালও তিনি দিয়েছেন, অথচ হবার পালা এল, যখন দেখা গেল তিনিও ঐ পদের লস্র একজন প্রার্থী।

চাকরীরত কর্মীদের কিন্তু ভাল বিজ্ঞাপন দেখা গেলেও আবেদন করা সব সময় সহজ হয়না। কেননা, উপযুক্ত খাল বরাবর আবেদন পাঠাতে হবে। সে এক দুর্ভাবনা। ঐশ্বাগারিকের মন ভাল থাকলে হয়ত কাজ হাসিল হবে। তা ছাড়া পোষ্টাল অর্ডারের টাকা, ছাপা আবেদন আনিানোর কামেলা, আবেদনপত্র এলে সেটি পূরণ করা। সব মিলিয়ে সে এক বিরাট পাট। এমন কেউ আছেন কিনা জানিনা, যিনি এ সমস্ত জিন্মা-কাত ঠিকঠাক গুছিয়ে করতে বিরক্ত বোধ না করেন। এই সব পালা-পার্বন সাগতে সাগতে আবার পোঁজ নিতে হয়—যে ঐশ্বাগার লোক চেয়েছে সেখানে গোফুলে কেউ বাড়ছে কিনা। অবস্ত বাঁবা বেশ ভ্রমণের লস্র 'চাকরী চাই' বিভাগ যেখেন তাঁদের কথা আলোষ। অনেক সময় মনে হয়, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন কিছু লোকের বেশ ভ্রমণের হুযোগ দেয়, এ ছাড়া আর কিছু নয়। উপযুক্ত খাল বরাবরের প্রস্র 'দি এস আই আর'-এর ডঃ বোশেকের কথা মনে পড়ে যায়। তখন নেহরু জীবিত ছিলেন। ডঃ বোশেকের বৃত্তার পর সস্ত্রকারী ধপরে নিয়ম চালু হল এক বছরে কোন্ কর্মীর ক'টি আবেদনপত্র পাঠান চলবে। কি নিয়াকণ পরিহাস! একজন মক কর্মীকে প্রাপ দিতে হল এই সামান্য নিয়মটুকু চালু করবার লস্র। বিভাগীয় কর্তাদের ধারণা, যেন কেউ আবেদন করলেট, তার চাকরী হয়ে যাবে এবং কর্মীটি চল গেলেই অকিন অচল হয়ে যাবে। আরে বাবা, তাই যদি ভর ভবে ঐ ঘুড়িকে লাটাইএ আটকে রাখবার লস্র যতটুকু হতো প্রয়োজন সে হতোটুকু ছাড়। পুত্রে জল না থাকলে মাছ খাবি যাবে সেটুকু ভাববার সময় সাহেবদের নেই। একটা প্রমোশন না পেয়ে পেযদিন পর্যন্ত একই অকিনে কাজ করা কল্পনা করা যায় না।

অবিলম্বে নিয়ম হওয়া উচিত যে চাকরীর প্রথম বছরে, সাধারণতঃ যেটা প্রবেশন শিয়ারয়ত, কোন আবেদনপত্র পাঠানোর প্রস্র বিভাগীয় কর্তা ভেবে দেখতে পায়েন, কিন্তু সেই সময়ের পর কোন কর্মীর আবেদনপত্র পাঠানোর প্রস্র কোন যিবা করা চলবে না এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অকিনের অবস্থা বা কর্মীর অবস্ত প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কোন বিভাগীয় কর্তা মনে করেন যে, কর্মীর আবেদনপত্র পাঠানোর অস্থবিধা আছে সে ক্ষেত্রে কর্মীকে লিখিত প্রতিক্রতি দিতে হবে যে, ঐদিন থেকে এক বছরের মধ্যে যে

পরের জন্ত তিনি আবেদন করছিলেন তার সমগোষ্ঠীর (বেতন ও বর্ধনার দিক থেকে) পক্ষে তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হবে।

এতো পেল অগ্রস্ত চাকরীর জন্য আবেদন করার ব্যাপার। অনেক বৃদ্ধ-সংগ্রাহ করে হরত বা অল্প কোথাও যোগদান করার এক দুর্লভ আশ্রয় পত্র কারও তাগো জুটল কিন্তু তাই বলেই তো ভুল করে এগটা পুরনো চাকরী ছেড়ে, সংসার কেলে ছোটা বার না। বেচারী শুটি শুটি আবার গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান যদি অল্পগ্রহ করে কিছুদিনের জন্য দিয়ন পাওয়া যায়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনেছি কেমনীয়া দিয়ন পান, অধ্যাপকরাও পাচ্ছেন কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেলায় নৈব নৈব চ। যদি কোন গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিশেষ কোন শাখা সম্বন্ধে পড়াশোনা করার জন্যে অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর কোন শিক্ষণ গ্রহণ করার বাসনা করেন মানসিক উৎকর্ষতা ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্যে এবং কখন কোন ভাল চাকরী পাবার সুযোগের আশায় তখন সে ইচ্ছা পূরণ করা তাঁর শব্দে দুর্ভাগ্য। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাঁকে ঐ শিক্ষণ ব্যয়স্বরূপ যোগদানের জন্য পাঠানোর সুযোগ করে দিতে পারেন না। এমন কি, বিনা বেতনের ছুটি চাইলেও তা মঞ্জুর করা হয় না। সর্বত্র এক কথা শোনান হয়, “বেতন আছে, তেহনি থাক”।

চার পাচ বছর আগে কোন ‘লাইব্রেরিয়ানস্ ডাইজেস্টরী’ তৈরী করা হয়নি, আমার মনে হয় ভালই হয়েছে। এই কয় বছরের মধ্যে বাংলা দেশের ত্তর গ্রন্থাগারিকের দল (ভারতবর্ষের বলা যায় কি?) যে হারে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিয়েছেন সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন আগেও আমরা শুনেছি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে এম এ পাশ হাতে গেনা যায়। এখন পূর্বক চিহ্ন। শুধু এম এ পাশ নয় এর বিধিও আছে, বি-এ অনার্স, এম-লিও, এক-এল-এ, ডক্টরেটের সংখ্যাও বাড়ছে।

বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত কর্মী হল হল করে অনার্স ও এম-এ পাশ করেছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের গ্রন্থাগার আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন, অনেকে আবার বেতন কিছু কম হলেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে চলে এসেছেন। এঁরা ছাড়াও গতকালকারে অজ্ঞিত বা অগ্রহণী প্রতিটি ব্যক্তি গভীর আগ্রহের সঙ্গে বছরের পর বছর আশা পোষণ করেছেন হয়ত খুব দীর্ঘই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতন সম্পর্কিত সুপারিশ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হবে। কিন্তু বাংলা দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সে সুপারিশ এখনও সঠিক ইলিশ হয়ে বেয়ালে স্থলছে এবং কর্মীদের হাতের সরষে বাঁটা প্রায় শুকিয়ে গেছে। কলে একটি দুটি করে ভাল ভাল কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর। এদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতেও যোগদান করেছেন।

বেশ কিছু কর্মী বিশেষণেও পাড়ি বিরেছেন। এ সব লোকসানের হিসেব রাখার মাধ্যমাধা কারও নেই।

পাঠ পড়ে গারে চারদ্র জড়ালে সেতকম অস্বস্তিকর দেখায়, গ্রন্থাগারে কাজ করেও কেয়ানী বা অস্ত কোন পদের নাম বহন করা নেইরকমই অস্বস্তিকর। পরকণী দপ্তর সংলগ্ন কোন কোন গ্রন্থাগারে কর্মীদের পদের নাম, অপার ডিভিশন ব্রাঞ্চ। অস্ত বহু গ্রন্থাগারেও দেখা গেছে Library designation দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট কৃপণতা। বিশ্ববিদ্যালয় বা সমগোত্রীয় অস্ত্রাত্ত গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিক মদ্যনয়না সচেষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঘোষিত পদগুলি যদি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন তবে আমার মনে হয়, কর্মীরা যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করবেন এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃষ্টির দিক থেকেও এর যথেষ্ট সফল পাওয়া যাবে। আমরা যাঁরা গ্রন্থাগারিকতা বৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, তাঁরাই যদি যিনি রেফারেন্স বিভাগে কাজ করেন তাঁকে রেফারেন্স লাইব্রেরীয়ান, এইভাবে একসেনন লাইব্রেরীয়ান, সার্কুলেশন লাইব্রেরীয়ান ইত্যাদি নাম গ্রহণের ব্যাপারে তৎপর না হই তবে অস্ত্র পথে কা কথা। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে লাইব্রেরী এডিস্ট্যান্ট নামক একটি সর্বযোগ্য পদের নাম আছে। শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্থপারিশ অস্থায়ী বেসনহার দেওয়ার ক্ষর উঠলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মদ্যনয়ন আপত্তির জগতুলেছিলেন এই অজ্ঞাতে যে, তাঁর দপ্তরের কর্মীদের অদৃশ্যে সে ক্ষেত্রে বধিত হবে। অর্থাৎ তাঁর দপ্তরের কর্মীরা এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীরা তাঁর মতে সমজ্ঞেয়। তাঁর দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অফিস এডিস্ট্যান্ট এবং গ্রন্থাগারে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা লাইব্রেরী এডিস্ট্যান্ট। গ্রন্থাগার কর্মীরা যে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত একথা বে-বাল্য তুলে যেতে এক মিনিটও সর্ব সন্ন। এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্তও আমাদের পুরোপুরি গ্রন্থাগার কর্মী হতে হবে অর্থাৎ আমাদের জেজিগনেসনের মধ্যে আমাদের কাজের বিশেষত্বের ইঙ্গিত যেন থাকে। কেবল এডিস্ট্যান্ট পদের সঙ্গে একটা প্রধান-বাড়ক বিশেষণ যোগ দিলেই হবে না। গ্রন্থাগারিকতা একটু তৎপর হলেই আমার মনে হয় এ কাজে তাঁরা সফল হবেন।

অস্ত্রাত্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা রকমের যে সব পদের নাম ব্যবহৃত হয় আমার মনে হয় গ্রন্থাগার পরিবর্তনগুলি (যথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবর্ত, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা) এই বিষয়ে দপ্তর একটি সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এবং সর্বগ্রন্থাগার গ্রোহ একটি পদের তালিকা (Designation chart) প্রস্তত করা সম্ভব কিনা আলোচনার জন্ত একটি সভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

তরুণ গ্রন্থাগারিকদের সংঘাতের প্রলক্ষে আলোচনা কিংবা দীর্ঘ হল। এটাই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আলোচন অজ যে পর্বায়ে এসে পৌছেছে সেই পর্বায়ে ই তা দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা দীর্ঘ দীর্ঘে তার আরও মঙ্গ্র-

সাৰণ ও উন্নয়ন হ'বে অথবা আলোচন আৰু পিছিয়ে পড়বে, এই মন প্ৰস্তুই নিৰ্ভৰ
কৰছে তৰুণ গ্ৰন্থাগাৰ কৰ্মীৰেৰ জীবনৰ লক্ষণা ও অসংকল্যৰ বশত। বিভিন্ন
গ্ৰন্থাগাৰে উৎসাহী ও প্ৰাণপ্ৰাচুৰ্যে পূৰ্ণ তৰুণ গ্ৰন্থাগাৰ কৰ্মীৰেৰ যে ভাবে চৰে
বটগাছ চাষেৰ মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এবং লবুজ তলে পালা ছড়াতে চাইলেই তা
হেঁটে ফেলাৰ যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন কৰা হয় তাৰ ফলশ্ৰুতি কি শুভ হ'বে ?

The Spirit of Co-operation in the library staff
and a few neglected duties
—By Janeka

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার :

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

কুণাল সিংহ

চব্বিশ পরগণার নৈহাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। নৈহাটী সৈন্যের অন্তিমূহে তাঁর বাসস্থানটি আজও বিদ্যমান। বাটীর অভ্যন্তরে চত্বরে দুইটি বেংমন্দির এবং সম্মুখে একটি ছোট্ট তাক্সার ওপরে আর একটি ক্ষুদ্র গৃহ। এতে আছে শুটকির ঘর। সংস্কারের ফলে চেহারা মূল অট্টালিকার তুলনায় অনেকটা আধুনিক। এটিই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা। এখানে বসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের ধসড়া রচনা করেছিলেন তিনি। শক্তিবন্দ স সরকার মূল অট্টালিকাটিকে কিনে নিয়ে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু বর্তমানে অর্থভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২৩৮ সালে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে এই ক্ষুদ্র গৃহটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ক্রয় করে নেয়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসংকর্ষে এখানে একটি গ্রন্থাগার ও সাংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাহীনতা লাভের পর ৮বিমল চন্দ্র দিগ্বেহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছ থেকে বাড়ীটি কিনে নেন। তবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব পুস্তক কমই আছে। গ্রন্থাগারটি ছোট এবং বই বা আছে তার প্রায় সবই বঙ্কিমচন্দ্রের এক ভ্রাতার পৌত্র শতজীব চট্টোপাধ্যায়ের। কয়েকটি মূল্যবান পুস্তকের সঙ্গে এখানে জীর্ণ অশাঠ্য উপন্যাসও আছে অনেক; বিভাগবের পাঠ্য-পুস্তকও আছে বেশ কয়েকটি। অমুনাজীত কয়েকটি আধুনিক পুস্তক এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কয়েকটি পুরাতন গ্রন্থ এই গৃহের সম্মুখের বড় কক্ষটিতে স্থান পেয়েছে। এর পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আরও দুইটি কাঠের আলমারী আছে। তারই ভিতর মূল্যের পাহাড় অশাস্য কয়েকটি গ্রন্থবোধ্য পুস্তক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রবন্ধটির শেষে এই গ্রন্থাগারের সেই লগ গ্রন্থের তালিকা ও তৎকালীন কয়েকটি পত্রিকার তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল। আলমারির অভ্যন্তরে পুস্তকগুলি সমস্ত বাঁধার উপায় নেই বর্তমানে। সোনা গেল, পাঁচ বৎসর ধরে বইয়ের আলমারী আনার চেষ্টা করেও সফল হননি এখানকার গ্রন্থাগারিক শ্রীগোপাল চন্দ্র বায়। সরকারী সাহায্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে প্রায়ই যেতে হয় সরকারী অফিসের দরজায়। এতে গ্রন্থাগারের কামের ব্যাঘাত হয় অনেক। তাছাড়া ‘কাটালগ কার্ড’ এর অভাবে কোনও গ্রন্থতালিকাও প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। আজও স্থানভাবে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সঙ্গে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে তাদের উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য।

আর্থিক ব্যাপারে এই গ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় সরকারী সাহায্যের উপর। বিদ্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভ্যুদয়ন পেতে এত সময় লাগে যে, কোনও মাসেই কর্মচারীরা সময়মত বেতন পান না। তাও কর্মচারী বলতে একজন শিক্ষিত শিওন, একজন দরওয়ান ও গ্রন্থাগারিক নিজে। আর কর্মচারী হিলাবে আছেন এই বংশের উত্তর-পুরুষ শ্রীমন্তোব কুমার চট্টোপাধ্যায়। সরকার কর্তৃক এটি গ্রন্থাগারের কার্যতায় গ্রহণ করার পর আঞ্চলিক এম-এল-এ দেহ নিয়ে একটি 'লাইব্রেরী কমিটি' গঠন করা হয়। অব্যবস্থার অভিযোগে আগার এই কমিটি তেড়ে দিয়ে পরে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। যদিও মূল কর্তৃক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা বিভাগের হাতে পড়ত।

এখানে সংরক্ষিত কয়েকটি চিঠিগুণের মধ্যে আছে ভ্রাতৃসুহকে লেখা বক্তৃতির কয়েকটি উপদেশ, শ্রী রাজলক্ষী দেবীকে লেখা চিঠি, রাজলক্ষী দেবীর চিঠি, কয়েকটি বৈষয়িক চিঠিগুণ, বক্তৃতির লেখা অন্যান্য একটি গল্পের পাতুলিপি, বৈষয়িক ব্যাপারে বক্তৃতি লেখা ভ্রাতৃদেব পদ্মাবলী এবং সত্যবচসকে লিখে দেওয়া বক্তৃতির দানপত্র। আর সংগ্রহশালায় বক্তৃতির পোষাক, দাবার ছক এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য কিছু কিছু জিনিষপত্র সংরক্ষিত আছে।

কয়েকটি বাংলা পুস্তকের ডালিকা :

ঘোষ, শিরির কুমার।

কালার্চাধ-স্মৃতি ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, ১৩১২। ২৩২ পৃঃ।

মতিলাল ঘোষ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা

ও টীকা সহ প্রকাশিত।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম।

কবিকল্প চক্রী। ১৩০৩।

আল প্রতাপচাঁদ। কলিকাতা, ১৮৮৩।

দাস, নরোত্তম।

ভক্তিসত্ত্ব সাহ। কলিকাতা, ১৩১৮।

৫৬ পৃঃ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র।

প্রাচীন কবি সংগ্রহ।

কবিগণ সম্বন্ধে একটি উক্তভণ্ডের লেখা।

ভট্টাচার্য, সার্বভাটরণ।

পুরোহিত-বর্ণন বা অতি বিস্তৃত জীবন-

দায় কর্মকান্ত পুস্ততি। কলিকাতা,-

১৩১৫। ১১৮ পৃঃ।

আত্ম প্রকরণ, সংস্কৃত প্রকরণ (বিবাহ

প্রকরণ), ব্রত প্রকরণ, তিথি প্রকরণ,

পূজা প্রকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে

আলোচনা।

মজুমদার, হরিকৃষ্ণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস : হিন্দু রাজ্য ;

১ম খণ্ড। ১৮৮২।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদক)

হিন্দু-সংস্কৃত ; ১ম সংস্করণ। কলিকাতা,

বঙ্গমতী পুস্তক বিভাগ, ১৩১৪।

১১২ পৃঃ।

মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর ।

উদ্ভাস্ত প্রেম । কলিকাতা, বেঙ্গল

মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১২২২ । ১-৮ পৃঃ

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ।

বিবিধ প্রবন্ধ । ১৩২৭ ।

মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল, অহ্বাবদক ।

নোয়াখালীর খুনী মোকদ্দমা : পেনেল

সাংঘেবের রায় । কলিকাতা, ১৩০৮ ।

১২৫ পৃঃ ।

বাড়ী, কান্তিচন্দ্র ।

ঐশ্রী নববীণ-ভব ; দ্বিতীয় সংস্করণ ।

নববীণ, নদীয়া প্রচার সমিতি ।

২০ পৃঃ ।

রায়, চাকচন্দ্র, সম্পাদক ।

সংগীত-সাহ-সংগ্রহ । কলিকাতা, বঙ্গ-

বাসী কার্যালয়, ১৩০৮ ।

শর্মা, বামনাচরণ ।

ফুলীন ফুলদেব : নাটক । কলিকাতা,

১৩০৮ । ১০৮ পৃঃ ।

সচিহ্ন গার্হস্থ্য কোষ । ৩য় সংস্করণ ।

কলিকাতা, বঙ্গাঙ্ক এণ্ড সন্স, ১৩০৭

বঙ্গাঙ্ক । ৭২৪ পৃঃ ।

সেন, নবীনচন্দ্র ।

আমার জীবন ।

সেন, দীনেশচন্দ্র ।

গোবিন্দ দাসের কবিতা ।

সেন, নবীনচন্দ্র ।

বঙ্গমতী (কাব্য) । কলিকাতা,

১৮৮০ । ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ । তিনটি খণ্ড

পাঠ্য বাক্য ।

হিন্দুশাস্ত্র : দ্বিতীয় ভাগ । ব্রাহ্মণ,

আর্য্যক, উপনিষদ । কলিকাতা,

১৩০০ ।

কয়েকটি পত্র-পত্রিকার তালিকা :

(ক) "আত্মবিজ্ঞান" পত্রিকাটির কয়েক সংখ্যা ।

সাহিত্য-সংহিতা—১৩৩২ সাল, মাঘ, ফাল্গুন, আষাঢ়, কা্তিক, পৌষ ।

(খ) "পঞ্চপুলা" (৭ম খণ্ড)—অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ সম্পাদিত । ১৩৩২ ।

(গ) "প্রচার" (১২২৪-১২২৬)—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

(ঘ) "বঙ্গ দর্শন" (১ম খণ্ড, ১২৭২) । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

" (২য় খণ্ড, ১২৮০) "

" (৩য় খণ্ড, ১২৮১) "

" (৪র্থ খণ্ড, ১২৮২) "

" (৫ম খণ্ড, ১২৮৪) "

- (ঙ) "বঙ্গ বর্ষন"—বঙ্গবর্ষ (১৩০৮, ১ম বৎসর)—দ্বিতীয় প্রণালি ঠাকুর সম্পাদিত।
- | | | |
|---|------------------|---|
| " | (১৩০৯, ২য় ") | " |
| " | (১৩১০, ৩য় ") | " |
| " | (১৩১১, ৪র্থ ") | " |
| " | (" ৫ম ") | " |
| " | (" ৬ষ্ঠ ") | " |
| " | (" ৭ম ") | " |

(চ) "বঙ্গবর্ষ"—(বার্ষিক পত্র)—সতীষ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কয়েকটি ইংরাজী পুস্তকের তালিকা :

1. Angus, Joseph.
Handbook of the English tongue : for the use of students and others. Lond., Religious tract society, 1873. 504 p
2. (Lady) Callocott.
Little Arthur's history of England Lond.,
John Murray. 1897. 271 p.
3. Clarke, C. B.
(A) Classbook of Geography. Lond.,
Macmillan & Co., 1899. 302 p.
4. Rowton, Frederic.
(The) Debates : new theory of the art of speaking ; 3rd ed.
Lond., Longman., 1855. 305 p.
5. Tagore, Sourendramohan.
English verses set to Hindu music in honour of His Royal Highness
the Prince of Wales. Calcutta, 1875. 148 p.
6. Vidyasagar, Iswarchandra.
Exile of Sita ; 8th ed. Calcutta, Sanskrit press, 1866. 131 p.
Text in Bengali.

Libraries of Bengal : Rishi Bankim Chandra Granthagar &
Museum (Naihati) By Kunal Sinha.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কালীপুর ইন্সটিটিউট। ৪৩, কালীপুর রোড। কলি-৩৬

গত ১৫ই আগস্ট, '৬৭ কালীপুর ইন্সটিটিউটে স্থানীয়তা দিবস পালন করা হয়। ভারতের মুক্তিকামী বীরসন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অঙ্গষ্ঠানটি সূর্যক হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগারের শুকন সনত্ত প্রীতমিত হোমের সূর্য্য বিবিকাগরে অধ্যয়নের জন্য প্রাশিরা বাজার প্রাকালে একটি সন্থরনা সভার আয়োজন করা হয় গত ১৩ই আগস্ট। বিগত ১৭ই আগস্ট গ্রন্থাগারের প্রবীণ সনত্ত প্রীতমিত মিত্রের অকস্মাৎ পরলোকগমনে গ্রন্থাগারে একটি শোকসভা অঙ্গষ্ঠিত হয়।

নজরুল পাঠাগার। ৪৭।১ সূর্য সেন ট্রাট। কলি-৯

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, '৬৭, ৬নং এন্টনীবাগান লেনে ডাঃ আবুল আহম্মদের বাস-ভবনে কলিকাতা পৌর প্রাতিষ্ঠানের স্থানীয় কাউন্সিলর ডাঃ কে পি ঘোষের সভাপতিত্বে নজরুল পাঠাগারের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অঙ্গষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে এক শোক প্রস্তাব নিয়ে পরলোকগত নিয়োক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় :

ইলিয়া এয়েনবুর্গ, নীরেন্দ্রনাথ বসু, অপূর্ণ কুমার চন্দ্র, ডাঃ কালিদাস নাগ ও ঘোষিত কুমার মৈত্র।

বিদ্যায়ী সম্পাদক ডাঃ নীতান্ত মৈত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাঠাগারের সনত্ত সংখ্যা মোট ১৮১ জন—উগ্রথো অঙ্গীকরন সনত্ত তিনজন। বর্তমান বৎসরে ৮১ জন নতুন সনত্ত হয়েছেন। বইএর সংখ্যা বর্তমান বৎসরে মোট ৩৫৩২টি; গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৩২৯০টি। উল্লেখযোগ্য যে, বইয়ের সংখ্যা দু'বছর আগে ৪০০০ অতিক্রম করে গিয়েছিল; কিন্তু গত বৎসর হিসাব নিকাশের পর দীর্ঘদিনের হারানো বহু সংখ্যক বাতিল বইয়ের নাম এবং সাম্প্রতিক হারানো/অব্যবহার্য বই বাতিল করা হয়েছে বলে এই সংখ্যা কমে গেছে। বর্তমান বৎসরে ১৪০টি বই পাঠাগারে কেনা হয়। দান হিসেবে পাওয়া যায় ১০২ টি বই। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক, ১৩টি সাপ্তাহিক, ৩টি পাক্ষিক, ৪টি মাসিক ও ২টি ত্রৈমাসিক নিয়ে মোট ৩০টি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। পাঠকদের দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ৭৫ জন, দৈনিক বই ইহার গড় ৩৫টি। অঙ্গষ্ঠানটির মধ্যে আলোচ্য বছরে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম দিবসের অঙ্গষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

সভায় পাঠাগারের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দুইজন সহঃ সভাপতি স্থলে তিনজন সহঃ সভাপতি এবং কার্যকরী সমিতির মোট সনত্ত সংখ্যা ১৯ জন থেকে ২১ জন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর ১৯৬৬-৬৭ সালের আগ-বাগের পরীক্ষিত হিসাব অগ্রমোদিত হওয়ার পর নতুন বৎসরের পৃষ্ঠপোষক ও কর্মকর্তাসহ কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য নির্বাচন অহস্তিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পাঠাগারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন :

পৃষ্ঠপোষকবর্গ : সখী কাজী আবদুল ওহুদ, পবিত্র গণোপাধ্যায়, মুহম্মদ আহমেদ, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

কার্যকরী সমিতি : সখী ডাঃ আবুল আহসান (সভাপতি) আবদুল বোদাশ্ব খাঁ, আবদুল ওরাহেব ও ডঃ নীতান্ত্র মৈত্র (মহঃসভাপতিগণ) কমলেন্দু গোস্বামী (সম্পাদক) হুম্মার সেন ও দীপক বহু (মহঃসম্পাদক) অমিন সেন (গ্রন্থাগারিক) কাজী আবদুল ওহুদ (কনিষ্ঠ) (কোষাধ্যক্ষ) এবং হানীর কাউন্সিলর ডাঃ কে পি ঘোষ সহ অপর ১২ জন (সদস্যগণ)।

বন্দী সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩৯ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬

আগামী ৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে ছয় ঘণ্টার বন্দী সাহিত্য পরিষদের চতুঃসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব অহস্তিত হবে। পরিষদ এই উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং সংগ্রহশালার জন্য প্রাচীন পুঁথি, চিত্র, নৃতি প্রভৃতি প্রার্থনা করেছেন। বার্ষিক অধিবেশনে ঐকুণ্ডি প্রদর্শিত হবে।

বিবেকানন্দ সোসাইটী। ১৫১ বিবেকানন্দ রোড। কলি-৬

সম্প্রতি বিবেকানন্দ সোসাইটী গ্রন্থাগার, ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত সোসাইটীর নিজস্ব ভবন 'স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল বিল্ডিং'-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাঠকসমাজের কাছে নিঃসন্দেহে এটি একটি সুসংবাদ, কারণ বর্তমানে গ্রন্থাগারটি অধারনের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে।

মহলেখা মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ১৭-এ, ল্যান্ডভাউস রোড। কলি-২৬

দেখপ্রিয় পাঠকের পক্ষেই সম্প্রতি এই লাইব্রেরীটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য খোলা হয়েছে। সকালে ও বিকেলে মহিলারা এখানে এসে ইংরেজী-বাংলা বই, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা পড়তে পারেন। কোন চাঁচা নেই।

হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী ক্লাব। কলি-৩

গত ২৪শে আগস্ট বলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অহস্তিত হয়। দুঃজন বার-অ্যাট-ল দেব্বেটারী, চারজন সাধারণ কমিটির সদস্য এবং চারজন পুস্তক কমিটির সদস্য হয়েছেন। নির্বাচিত মাননীয় সদস্যগণ সকলেই লভপ্রতিষ্ঠা ব্যবহারকারী। পুস্তক কমিটির সদস্যগণ হলেন : শ্রীমতীমানী বাস, বার-অ্যাট-ল, শ্রীতরুণ কুমার বহু (দিনিয়ার), বার-অ্যাট-ল, শ্রীদীপকর গুপ্ত, বার-অ্যাট-ল, শ্রীদীপকর ঘোষ, বার-অ্যাট-ল।

২৪ পত্ৰগণা

সাধুজন পাঠাগার। নমস্কাং

গত ১৩ই আশ্বিন, '৭৪ সাধুজন পাঠাগারের উদ্বোধনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের ৭৬তম বৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু 'বিজ্ঞানাগর প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করেন এবং স্বামী পরিক্রমানন্দ অচ্যুতনে পৌরোহিত্য করেন।

বিগত ২০শে আশ্বিন, শ্রীস্বদীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারে 'উৎকর্ষ দিবস' ও 'ঐশ্ব্যাগার সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে। তাৎপরে ২০তম 'স্বাধীনতা দিবস' ও 'শ্রীস্বতন্ত্র জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৪ই আগষ্ট। স্বাধীনতা দিবসের অচ্যুতনে ঐশ্ব্যাগারিক শ্রীমতী জ্যোৎস্নাশ্রাবণী সাধু জাতীয় পতাকা এবং সাইকেল পিছন ঈশ্ব্যোজ্ঞানাত্মক দত্ত সাধুজন পাঠাগার পতাকা উত্তোলন করেন। দেশের ডাঃ ইজ্ঞানচন্দ্র দেন্ডুপুত্র ৮৬তম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতা পালন করা হয়।

পাঠাগারের সাধারণ বার্ষিক সভার আগামী বছরের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। নিম্নোক্ত সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন :—সর্বশ্রী ইজ্ঞানোপাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), স্বদীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্লীকুমার সাহা (সহ-সভাপতি), গোপাল চন্দ্র সাধু (অধ্যাপক ও কোষাধ্যাপক), জ্যোৎস্নাশ্রাবণী সাধু (ঐশ্ব্যাগারিক), স্বামী পরিক্রমানন্দ (হিদায় পরীক্ষক), বিধুভূষণ বিশ্বাস, জ্ঞানচন্দ্র সাধু, অমীম নাথ, সাবিত্রীবালা দত্ত, অক্ষয় আলী মণ্ডল, জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মণ্ডল, জ্ঞানচন্দ্র সরকার ও সুনীলা সাধু (সদস্যগণ)।

জলপাইগুড়ি

আজাদ হিন্দ পাঠাগার। জলপাইগুড়ি

পাঠাগারের ১২৬৬ নম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীজ্ঞানেশ্বর সাত্তাল মহাপ্রভুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার আগামী বছরের জন্য যে কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয় তাতে আছেন; সভাপতি—শ্রীমতীশচন্দ্র লাহিড়ী, সহ-সভাপতি—শ্রীস্বদীপচন্দ্র ওহ নিয়োগী, শ্রীজ্ঞানেশ্বর সাত্তাল ও শ্রীদেবব্রত বটক, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশ্রীশ্রী-জ্ঞানেশ্বর মৈত্র, সহ-সাধারণ সম্পাদক—শ্রীমতী চক্রবর্তী, সদস্যগণ—সর্বশ্রী বোহিতকুমার সাত্তাল, স্বদীপকুমার বসু, মণীন্দ্রনাথ নাগ, অলোক ঘোষাধ্যায়, কমলেন্দু রায়, স্বদীপকুমার রায়, স্বদীপকুমার চক্রবর্তী, বাদল লম্বাঙ্গার ও অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউটাউন লাইব্রেরী। আলিপুরজুয়ার

অধ্যাপক স্বদীপ বোষ আলিপুরজুয়ার নিউ টাউন লাইব্রেরীর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। জলপাইগুড়ি 'ঐশ্ব্যাগার' সংখ্যার সংবাদটি ছাপা হয়নি।

দার্জিলিং

ক্লমফিল্ড সাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরী। কার্শিয়াং

গত ১লা আগস্ট ক্লমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐশ্বাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ৩,৮৬২ এবং পত্রপত্রিকার সংখ্যা মোট ৩১০। আলোচ্য বছরের উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল, এ বছরও ঐশ্বাগারে ১লা বৈশাখ, দ্বীতী অষ্টমী, স্বাধীনতা দিবস, শতবর্ষের জন্ম বার্ষিকী, ঐশ্বাগার দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়।

কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন : সভাপতি—সাবডিভিশনাল অফিসার, কার্শিয়াং, সহঃ সভাপতি—শ্রী বি কে মুখোপাধ্যায় ও শ্রী বি কে সেন, সম্পাদক—শ্রী কে কে সেন, এছাড়া : ভাঃ এ কে বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশ্রী বি কে রায়চৌধুরী। জি এন রায়, বি বি রায় এ এল কে রায়। অনেন্দ্রীত সভ্যদের মধ্যে আছেন—শ্রী পি টি লামা। রেলো সমাজসেবিকা আধিকারিক, দার্জিলিং, প্রধান শিক্ষিকা, পোট জোসেফ গার্লস স্কুল, প্রধান শিক্ষক, পুন্সবাগী বয়েজ স্কুল, সহঃ স্কুল পরিদর্শক, কার্শিয়াং, ও শ্রীপদ বাহাদুর প্রধান।

বর্ধমান

চাণ্ডুল চরনিকা সংঘ ও পাঠাগার। চাণ্ডুল

গত ১৫ই আগস্ট, '৬৭ চাণ্ডুল চরনিকা সংঘে এক অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রত্যাত্তফেরী, পতাকা উত্তোলন ও নানা যনোজ্ঞ তাবলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাক্ষর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ধাক্তীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার। ধাক্তীগ্রাম

ধাক্তীগ্রাম সাধারণ পাঠাগারে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সকালে প্রত্যাত্তফেরী ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। একজন শিশু সভা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বহুড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার। বহুড়ান

বহুড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগারে ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস ও আয়োজন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক শ্রীগোবিন্দনাথ রায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। ঐশ্বাগারের গৃহনির্মাণ ও স্বর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত শ্রীশ্রবৎসুহার দিঃ, শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিহুড়ৎস হাজরা ও ঐশ্বাগারিক বিদ্যপোষ্যোদী তাণ্ডন বান করেন।

বার্ত্তম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার। সিউড়ী

গত ২৫শে আগষ্ট, '৬১ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামকৃষ্ণ পৌরভবনের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এইদিন সভায় পৌরোচিত্য করেন বীরভূমের জেলা সমাহতা শ্রীপ্রজ্ঞাচন্দ্রমহার সঙ্গকার মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সূত্র-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং সঙ্গবাদ জ্ঞাপন করেন গুরু-সভাপতি ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাদিবসটি সঙ্গীতমূল্য হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পূর্বে ইন্টারজ্ঞানদাল সারকাস পার্টি গ্রন্থাগারে দুইশত এক টাকা দান করেন। সম্মতি 'সমকালীন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থাগারে আটচাঠি কবিতার বই প্রদান করেছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত গ্রন্থাগার উপহার প্রদান অহুষ্ঠান গত ২৮শে আগষ্ট শান্তিনিকেতনে অহুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সোভিয়েত গ্রন্থাগারে ১৫০০ বই আছে। এর মধ্যে আছে কণ চিরায়ত সাহিত্য ও আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখকদের রচনাবলী। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কী, চেকফ, গোর্কী ও একালের বোলোকফ, এরেনবুর্গ, পাউলভোস্কী ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ। এছাড়া রয়েছে ডি আই লেনিনের সমগ্র রচনাবলী এবং সোভিয়েত সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের রচনাসংগ্রহ; সোভিয়েত বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গ্রন্থসমূহ। কলিকাতার সোভিয়েত কনসুলেটের বাণ্যবিভাগের শ্রীএসএ চুভিনোক আহুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার প্রদান করেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় কৃতজ্ঞতার সন্ধে তা গ্রহণ করেন।

হাওড়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার। ১৩ নক্ষত্রপাড়া রোড। যুতড়ী

যুতড়ী বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্বোধনে গত ১৫ই আগষ্ট, '৬১ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অহুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক তুয়ার মৃণোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ সম্পাদক শ্রীকবীন্দ্রমহার সান্তাল উপস্থিত ছিলেন।

ছগলী

উত্তরপাড়া জরুক সাধারণ গ্রন্থাগার। উত্তরপাড়া

৫

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা জরুক মুখোপাধ্যায়ের ১৬০তম জন্মতিথি উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার পাঠ্যক্রম' ও '১৫তম কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র'র দ্বারা উদ্বোধনে এক ডিম প্রদর্শনীও আয়োজন হয়েছে।

প্রদর্শনী ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাত্যহ বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ত্রিবেদী হিতলাভন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী। ত্রিবেদী

গত ৬ই আগস্ট, '৬৭ গ্রন্থাগারের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাথমিক গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট প্রবীণ সমস্ত ত্রিমহোদয়সহকারী সচিবের আঞ্চলিক পর্যালোচনায় শোক প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থাগারে বর্তমান পুস্তক সংখ্যা মোট ৪৫২০, মোট সভ্য সংখ্যা ৩২১ জন, সাধারণিক পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩৭। আলোচ্য বছরে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানগুলি গ্রহীত্বাবে উদ্‌যাপন করা হয় : নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জয়ন্তী, শিক্ষাদিবস, কৃষকসভা সোম শুভিদিবস, গান্ধীজী জয়ন্তী, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা দিবস, নেতাজী জয়ন্তী, প্রজাতন্ত্রদিবস, সর্বভারতীয় সমাজসেবক দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস।

১৫ই আগস্ট বার্ষিকতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সমস্ত ত্রিমহাবন চট্টোপাধ্যায়। সভায় পাঠাগারকক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সভানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক তাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় বাক্যক্রমে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

নিবেদিতা গ্রন্থাগার। ১০৩, জরুক ট্রাট। উত্তরপাড়া

গত ১৪ই আগস্ট, '৬৭ উত্তরপাড়া জরুক ট্রাট লোকসভা নিবেদিতার জর-পত্নীমহিলা উপলক্ষে 'নিবেদিতা গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিন হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ সম্পাদক এবং হুগলী বিবেকানন্দ পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ত্রিমহাব কুমার সান্নাথের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সভাপদের নিয়ে ১৯৬৭-১৯৭০ সালের জন্য একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয় :

সভাপতি—ত্রিমহাব কুমার সান্নাথ, সহঃ সভাপতি—ত্রিমহাবনাথ পাল, সম্পাদিকা—ত্রিভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক—ত্রিমহাব গঙ্গোপাধ্যায়, সহঃ গ্রন্থাগারিক—ত্রিমহাব কুমার দে।

মহানাদ সাধারণ পাঠাগার। মহানাদ

গত মূল্যই মাসে মহানাদ সাধারণ পাঠাগারে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহা-
শয়ের স্তাপতিত্বে ও ঐতিহাসিক শ্রীজ্ঞানানাথ কব মহাপণ্ডের পরিচালনায় ডাঃ বিধান
চন্দ্র রায়ের চতুর্থ অন্নদিবস পালন করা হয়। ঐ পতায় তাঁর কর্মস্বর জীবন লক্ষ্যে
বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

News from Libraries.

পরিষদের নির্মীয়মাণ ভবন

কলকাতার এন্টালী এলাকায় (পদ্মশুক্লের নিকট) সি আই টি
ব্লকে পরিষদের ভবনের একতলা পর্বত এখন প্রায় সমাপ্তির পথে।
আশা করা যাচ্ছে, অল্প কোন অন্নদিবস দেখা না দিলে আগামী ২০শে
ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' পরিষদের নতুন ভবনেই অচলিত হতে পারবে
এবং ঐ সময় পর্বত 'গৃহ প্রবেশ' সম্ভব হবে।

গৃহ নির্মাণ তহবিল

বৈজ্ঞানিকপুত্র পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার, পাণ্ডবেন্দর, বঙ্গবান	১১'০০
শ্রীঅশোক বহু	৫'০০
শ্রীবসন্ত কুমার সাহু, ২৪ পরগণা	৫'০০
শ্রীমধুসূদনাথ রাউথ	৩'০০
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস	৫'০০

শ্রীভবন না পরিষদের ভবন সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন প্রতিমাসে ৫
টাকা করে দেবেন স্থির করেছেন।

পরিসদ কথা

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে আগস্ট, রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমৌলভী বহু সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রারম্ভে সমবেত সকলে দু'মিনিটকাল মৌনবেদ দণ্ডায়মান থেকে পরলোকগত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের হৃদয় প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন :

অপূর্বসুন্দর চন্দ্র, দেবমোহিত বর্মণ, অশোক সূদাম বিশ্বাস, কাশীচরণ দাস, অভিভ্যন্তরীণ দাস, ইলা মজুমদার, ডাঃ কালিদাস নাগ ও পি সি গুপ্ত।

গত ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী অহুমোদিত হয়।

১৯৬৬ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী অহুমোদিত হয়।

বার্ষিক কার্য বিবরণী সম্পর্কে আলোচনায় কয়েকজন অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীকুমারকান্তি সাক্সাল পরিষদের গ্রন্থাগারটির ঐক্য-বিশ্রুতি সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁর মতে, গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারটি একটি আদর্শ গ্রন্থাগার হওয়া উচিত। তিনি প্রস্তাব করেন, পরিষদের গ্রন্থাগারটির জন্য একজন সবেশন গ্রন্থাগারিক রাখা হোক।

সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক কার্যবিবরণী সম্পর্কে যদি কারো কিছু বক্তব্য থাকে তবে তাই বলুন। কোন প্রস্তাব দিতে হলে নিম্নমাহুয্যী বার্ষিক সভার এক সপ্তাহ পূর্বে তা লিখিতভাবে দিতে হবে। তা ছাড়া পেনে বিবিধ প্রসঙ্গেও বিভিন্ন আলোচনা করা যায়।

শ্রীমৌল বিহারী ঘোষ বার্ষিক রিপোর্টে পরীক্ষার পাশের হাতির চিহ্নেবে গোপন্যাল আছে বলে দেখান।

শ্রীমতী বাণী বহু জিজ্ঞাসা করেন, গত বছর পরিষদের তরফ থেকে যে প্রকল্পগুলি প্রদত্ত করা হয়েছিল তার কি হল।

পরিষদের বিদ্যায়ী সম্পাদক উত্তরে বলেন যে, পরীক্ষার পাশের হাতির তুল সম্পর্কে মৌল বাবু যে নির্দেশ করেছেন তার অন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তুমার বাবু পরিষদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন পরিষদের নতুন বাড়ী হলে, আশা করি, তার সমাধান হবে। বাণীদির জিজ্ঞাসায় উত্তরে জানাই, যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছিল তা ঐ বছরে কার্যকরী করা হয়নি, পরবর্তী বছরে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

১৯৬৬ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব অহুমোদিত হয়।

অন্তঃপর ১৯৬৭-৬৮ সালেও অন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

শ্রীচিহ্নরজন বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা প্রতিশ্রুতিভাৱ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

হুইজন সহঃ সভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীহৃদানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিনা প্রতি-
দ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তিনজন সহঃ সভাপতির পদ খালি থাকায় সভাস্থলেই উক্ত
তিনটি নাম পূর্ণ করা হয়। অষ্টান্ত কর্মকর্তারাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

শ্রীমতী বাণী বহু নিম্নলিখিত তিনটি নাম সহঃ সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করেন :

শ্রীশ্রীমলচন্দ্র বহু, শ্রীকণীকৃষ্ণ রায় ও শ্রীবিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীঅনিমেধ বহু এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সহঃ সভাপতি পদের জন্য অন্য কোন
নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় উক্ত তিনজনই সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠান সদস্যপদের জন্য সব জেলা থেকে মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়নি
তাই সভাস্থলে প্রস্তাবক্রমে ঐ নামগুলি পূর্ণ করা হয়। প্রস্তাব করেন শ্রীসৌরেন্দ্রজোহন
গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থন করেন শ্রীপ্রবীররায় চৌধুরী। প্রতি জেলায় যত সংখ্যক আসন ঠিক
ততগুলি নামই প্রস্তাবিত হয়। শুধু কলকাতার একটি আসনের জন্য দুইটি নাম প্রস্তাবিত
হয়। এই দু'টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কনিাই স্বতি পাঠাগার ও শিশির স্বতি পাঠাগার। বালট
ভোটে শিশির স্বতি পাঠাগার নির্বাচিত হয়। কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ও
সদস্যদের পূর্ণ তালিকা পরে দেওয়া হল। ব্যক্তিগত সদস্যপদের জন্য ১৮টি বৈধ
মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়। হস্তগত বালট ভোটে ১৪ জন সদস্য নির্বাচন করতে হয়।

শ্রীমুকুললাল চক্রবর্তী ও শ্রীঅনিমেধ বহু সমীক্ষক নির্বাচিত হন। ২১ জন ভোট
দেন, ৮২টি বৈধ ভোট পাওয়া যায় এবং ২টি ভোট বাতিল হয়। নির্বাচিত সদস্যদের
মধ্য সর্বাধিক ভোট পান শ্রীমতী বাণী বহু (৮৫টি)।

পরিষদের আগামী বৎসরের সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাসহ নব-নির্বাচিত কাউন্সিলের
পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সম্মানিত সদস্য

- ১। শ্রীজ্ঞান বোগেন চন্দ্র বাগল
- ২। শ্রীজ্ঞান হরিহর শেঠ
- ৩। শ্রীজ্ঞান এম. আর. রত্ননাথন।

নব নির্বাচিত কাউন্সিল

কর্মকর্তাগণ

সভাপতি :	শ্রীচৈতন্যজন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ সভাপতিগণ :	.. অনাথবন্ধু দত্ত
	.. শ্রীমলচন্দ্র বহু
	.. কণীকৃষ্ণ রায়
	.. বিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়
	.. হৃদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদস্য

নিম্নলিখিত বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি ও কাউন্সিলে নির্বাচিত হন :

- | | |
|---|--|
| ১। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় | ২। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ |
| ২। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান | ১০। বঙ্গীয়পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি |
| ৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ১১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ |
| ৪। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় | ১২। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় |
| ৫। জাতীয় গ্রন্থাগার | ১৩। বিশ্বভারতী |
| ৬। পশ্চিমবঙ্গ পৌরসংস্থা পরিষদ | ১৪। বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় |
| ৭। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পূর্ব | ১৫। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। |
| ৮। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার | |

নির্বাচনের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেলে ইউ-এন-আই-এস'-এর ডিরেক্টর ঐশ্বরী লোহা ক্রাফানগান গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৬৭ পরিষদ সভ্যদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অর্চনানে ডঃ এন. আর. রক্ষনাখন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার টেপ রেকর্ড পরিষদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু হস্তে অর্পণ করেন। সমবেত সকলের তৃপ্ত করতালি ধ্বনির মধ্যে এই ধান গৃহীত হয়।

এরপর একদিকে যেমন ব্যালট ভোট গণনা চলে অপর দিকে একের পর এক বিভিন্ন সদস্য বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা

প্রথমেই শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার আইন কিতাবে করা যায় যে সম্পর্কে আয়তন আড়া কোন খসড়া বচনা করে দিতে পারিনি। নব্বীপ সম্মেলনে শ্রী. এস. আর. রক্ষনাখনের একটি খসড়া আইন উপস্থিত করা হয়েছিল। Pay & Status সম্পর্কে আয়ও স্টেপুটেশন যাওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে সরকারকে ঠিকভাবে বোঝানো দরকার। জেলা গ্রন্থাগারকে এখনো কাউন্সিলে আনার ব্যাপারে উপস্থিত লাড়া পাওয়া যায় না। একজন জেলার জেলার সক্রিয়ভাবে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। নেকেশ্বরী এডুকেশন বোর্ডকে চাপ দিতে হবে এতদ্বারা স্কুলে একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য। ডেপুটি-স্টেট-লি-হোম-এর দাবীগুলি আয়ও সংবদ্ধ করা প্রয়োজন। ছাত্রদের মাধ্যমেও আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স খোলেন তার জন্য চেষ্টা করা দরকার।

শ্রীপ্রবীর চারুচৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আয়তন কোন খসড়া তৈরী করে দিতে পারিনি পরিষদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলাম।

আইন প্রণয়নে আমাদের নিজেদের যেখানে অগ্রণী হওয়ার কথা দেখানো বিগত কয়েক বছরে আমাদের মধ্যে গাঢ়লিপি ছিল। Pay & Status নিয়ে বিগত নয় বছর ধরে আন্দোলন হচ্ছে। ডেপুটিশন দেওয়া নির্ভর করে ডেপুটিশনের সঙ্গে ঠাট্টা সাক্ষাৎ করতে রাজী হবেন সেই কর্তৃপক্ষের ওপর। সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক ডেপুটি-ডেপুটি হোম স্থাপনের আন্দোলন সম্পর্কে আগামী কার্যকরী সমিতিতে বিবেচনা করে দেখতে অগ্রহোধ করি। কলেজ লাইব্রেরীগুলি ভালভাবে পরিচালিত হওয়াও প্রয়োজন। সাস্টেন' ডিগ্রী কোর্স খোলা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র লেখা ও সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ঐকনিভূষণ ব্যয় বলেন, খরচার অভাবে আইন হচ্ছে না একথা ঠিক নয়। সরকারের যদি আইন করার ইচ্ছে থাকত তবে অনেক আগেই তা করতেন। তাছাড়া একটা খরচা করে দেওয়াও হয়েছিল। আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি একবার আমাদের বলেছিলেন, আপনারা আইন পাশ হোক এটা চাইতে পারেন, কিন্তু আইন তৈরী করার আপনাদের কি অধিকার আছে। আসলে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি essential service বলে গণ্য করা হচ্ছে না—সামাজিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। আইন প্রণয়ন করার সমিচ্ছা যদি এম-এল-এ-দের মধ্যে না থাকে তবে প্রস্তাব পাশ করেও কিছু হবে না।

তিনি অধিক সংখ্যক ডেপুটি-ডেপুটি হোম স্থাপনের জন্য আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, ডেপুটি-ডেপুটি হোম শিক্ষা দপ্তরকে পূর্ণতাবে সমাধান করার জন্য স্থাপিত হয়নি। কলেজ লাইব্রেরীগুলিকেই উপযুক্ত করে গড়তে হবে। তাছাড়া সূত্র পদ্ধতিবদ্ধ, অর্থাৎ গ্রন্থাক্ষেত্রের ছাত্রগণ ডেপুটি-ডেপুটি হোমের সুযোগ পাবেন না।

ঐহাতে দে (হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগার কর্মীদের সাম্প্রতিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জেলা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনকর্ম বর্ধিত না হলে বর্তমান আর্থিক দুর্য্যবস্থা তাদের চরম হত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। এই জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা এখনো জুন মাস থেকে বেতন পাবেন না।

ঐশ্বরীপ চৌধুরী (দারপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়) নতুন কার্যকরী সমিতিতে ঠাট্টা আসছেন তাঁরা যেন গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ঐতন সেনগুপ্ত জানতে চান, পরিষদ প্রকাশিত 'বাংলা শিশু-সাহিত্য : গ্রন্থকরী' বইটিতে পরবর্তী সংস্করণ ও সংশোধনের কি ব্যবস্থা হচ্ছে। এই বইটির বিক্রয় সংখ্যাই বা কত?

ঐবিষয়কল ভট্টাচার্য—ডেপুটি প্রমীণ গ্রাণাগারিকদের ক্ষেত্রে যাতে অন্ততঃ টিউশন ফি যথুত করা যায় তার বন্দোবস্ত যেন পরিষদ করেন।

শ্রীহনীল সিহাসী ঘোষ—ছাত্র-ছাত্রীরা ২২ টাকা করে ডেভলপমেন্ট ফি দেন—এছাড়া ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং প্রসপেক্টাস-এর জন্য দিতে হয়। পরিষদের খরচ চলেছে ট্রেনিং-এর টাকা দিয়ে। এই ২২ টাকা ডেভলপমেন্ট ফি কেন নেওয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের টাকার দিক দিয়ে কিছু সাধন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এমনকি পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রতিটি সদস্য যদি ১০ জন করে সদস্য বাড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে অনেক সদস্য পাওয়া যাবে।

ঐপ্রবীর রায়চৌধুরী—ট্রেনিং-এর পরীক্ষক ও শিক্ষক মহানগর যদি তাঁদের প্রাণ্য বেতন ইত্যাদি কিছু কম করে দেন তাহলে টিউশন ফি কমান যায়। (তুহুল কহতালিমনি)।

ঐ এম, এন, নাগরাজ—গবর্ণমেন্ট থেকে ট্রেনিং-এর জন্য আমরা টাকা পাচ্ছি—তা অন্ততাবে খরচ করা উচিত নয়। পরবর্তী কার্য বিবরণীতে ট্রেনিং কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব আলাদাভাবে যেন দেখান হয়।

ঐপূর্ণেন্দু প্রামাণিক—কর্পোরেশন থেকে গত দু' বছর আমাদের লাইসেন্সী কোন টাকা পাননি। গ্রান্ট-এর টাকা পেতে দেয়া হয়। এমনকি পরিষদের কিছু করণীয় আছে।

ঐমতী বাণী বসু—পরিষদের আয়ের ভাগ বাড়িয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যদের টাকা বাড়ানো প্রয়োজন। জেলা ও গ্রামীণ গ্রাণাগারিকদের জন্য আমরা আন্দোলন করছি কিন্তু কতজন জেলা ও গ্রামীণ গ্রাণাগারিক পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য? ওজন ধরেও 'গ্রাণাগার' পত্রিকার হয়ে ৪২ টাকা হতে পারে না।

ঐপ্রবীর ঘে—নতুন কাউন্সিল সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলছি, পরিষদের সার্টিফিকেট পাল ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পড়ার সুযোগ পান তার জন্য তাঁরা যেন চেষ্টা করেন।

ঐকবিন্দুধর রায়—ট্রেনিং কমিটির টাকায় পরিষদের খরচ চলে বলে ধরা যেন করছেন তাঁরা একটু ভুল করছেন যে ঘর-ত্যাড়া, কর্মচারীদের বেতন—লাইসেন্সীর বই ক্রয় ইত্যাদি ট্রেনিং-এর খরচের মধ্যে ধরা হয়নি। ট্রেনিং-এর আয় সবটাই ট্রেনিং-এর জন্য ব্যয় করতে হবে এমন কোন কথা নেই। পরিষদের অন্তর্গত কাজে কি ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে না। পরিষদ যে ট্রেনিং দিচ্ছে সেই ট্রেনিং নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে তাও পরিষদের দেখা কর্তব্য। আর সেজন্যই পরিষদকে আন্দোলন করতে হয়। স্বতন্ত্র একভাবে দেখা ঠিক হবে না। আর এইসব খুঁটিনাটি হিসেব বার করতে হলে কল্ট অ্যাকাউন্টান্ট রাখতে হবে।

ঐবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—ভবিষ্যৎ গ্রাণাগারিকদের সহজা নিয়ে পরিষদের আন্দোলন করা নিশ্চয়ই কর্তব্য। ডেভলপমেন্ট ফি নেওয়ার ইতিহাস হল, সরকারী সাহায্য পাওয়ার সময় বেখাতে হয়েছিল—২০০ ছাত্রের কাছ থেকে ৫২ টাকা করে ফি নিয়ে

পরিষদের ১০০০ টাকা আয় হয়। তাছাড়া ট্রেনিং-এর আয়গার জন্ত ব্যয় আছে—
এই ফি সেই ব্যয় বহনের সহায়তা করে।

শ্রীভূষাচর্য্য সঙ্গাল—গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের টাকা ট্রেনিং-এর ছাত্রদের
বাহু থেকে আদায় করা হচ্ছে এতদূর বৈষম্যমূলক মনোভাব থাকা উচিত নয়। বৃহত্তর
স্বার্থের জন্তই আন্দোলন হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে মানসিক
জটিলতা সৃষ্টি হয়—এই কর্মসম্মেলন-এর প্রতিকারের জন্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিকণী পরিবর্তন
করে আমাদের সম্মুখ দাঁড়ানো হবে। ভ্রাতা দাবী আমাদের জন্ত আমাদের সচেতনতা
নেই। এলা আগুনের মিছিলে বড় বড় গ্রন্থাগারিকদের দেখা গেল না।

শ্রীস্বরূপ চট্টোপাধ্যায়—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে শ্রীমতী বাণী বহু বৈ কথা বলেছেন
তা ঠিক নয়। মফঃস্বলের এইসব গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা এত কম বেতন পান যে অনেকে
ভাঁধের ছেলেমেয়েদের পূর্ণ ভেতে দিতে পারেন না; তাঁরা পরিষদের সমস্ত হবেন কি
করে? সমস্ত যাতে বাড়ানো যায় সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করা উচিত। প্রত্যেকে একজন
করে সমস্ত করে দিলেও অনেক কাজ হয়। মফঃস্বলের যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা
ডেপুটেশনে যোনি নিতে চান তাঁরা যাতে সবচেয়ে দুটি এবং অগ্রগত জ্যোতিষ-বিদ্যা পান
তা দেখা উচিত।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী—গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের দূরবসায় কথা ভাবা যায় না।
তাঁরা অন্যভাবে-অর্থাৎ দিন কটানো—তবু তারই মধ্যে আন্দোলনের জন্য তাঁরা
২৪ পরমা ৪০ পরমা করে তুলে ২৪০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। অনেকে পূর্ব-নির্মাণ
তহবিলে সাহায্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ৪০০ টাকা ১০০০ টাকা সাইনে পান,
উক্ত বেতনে অধিষ্ঠিত বহু গেজেটেড অফিসার, জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এ পূর্ণ কত সাহায্য
পাঠিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে কতজন পরিষদের সমস্ত? এক জাতীয় গ্রন্থাগারেই পাচ
শতাধিক কর্মী আছেন তাঁদের কতজন পরিষদের সমস্ত? আন্দোলন তাই বলে পিছিয়ে
থাকবে না। বাচাও দাবীর আন্দোলন এগিয়ে চলবে। এ থেকে ফেয়ার কোন রাজ্য
নেই। তিনি পরিষদের পূর্ব-নির্মাণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

শ্রীমতী বাণী বহু—বেতন ও মর্যাদার আন্দোলন ছাড়াও পরিষদের অন্যান্য কাজ
আছে। 'শিশু গ্রন্থপঞ্জী' প্রতি বছর up-to-date করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে টাকা
পাওয়া যেত। Directory, Select list, শিশু-গ্রন্থপঞ্জী এগুলো সবই up-to-date করা
প্রয়োজন। আন্দোলন নিশ্চয়ই আয়ত্তা করবে। কিন্তু অন্যান্য কাজও আমাদের করতে
হবে। ২০ বছর জাতীয় গ্রন্থাগারে কাজ করে আমি নিজে পূর্ব তাল position-এ
নেই। জাতীয় গ্রন্থাগারে ফার্ট' ক্লাস ফার্ট' অনেকে সর্টারের কাজ করে। জাতীয়
গ্রন্থাগারের কিছু কিছু কর্মী অত্যন্ত পরিষদের সমস্ত আছেন।

সুতরাং শ্রীপ্রবীণ চন্দ্র বহু বলেন, প্রত্যেক বক্তব্যেই কিছু না কিছু দৃষ্টি আছে।
অদ্বিষ্ট হলে আমাদের চলবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সকল প্রকার কর্মীর সমবেত

প্রাতিষ্ঠান, প্রত্যেকে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। পরিষদের সঙ্গে দ্বন্দ্বিষ্ট হওয়া সকলেরই কর্তব্য। তবে সব সময় সংখ্যাই সব নয়, গুণগত দিকটাও বিচার্য। পরিষদের সামনে অনেক কাজ আছে ঠিকই, কিন্তু কর্মীরও অভাব আছে। আইন প্রণয়নের কথাটি বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। সার্টিফিকেট কোর্স থেকে ছাত্ররা কতটা উপকৃত হচ্ছেন সেটাও ভেবে দেখা উচিত। আত্মসমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। পরিষদের গলন কোথায় আছে দেখতে হবে। এমন নিম্নে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি স্বাধোপাধ্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে আমরা দুঃখিত।

বিদ্যাপীঠ সম্পাদক শ্রীমৌলেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তার অবাধী ভাষণে বলেন, আত্ম-সমালোচনার নিকটই প্রয়োজন আছে। আমরা নৌপ পরিবারভূক্ত—স্বগড়াক্ষাতি আমাদের মধ্যে হয়, কিন্তু ঐক্য বজায় থাকে। গ্রন্থাগারের প্রতি সামাজিক দমর্ষন নেই বলে আমাদের সকল আন্দোলন ব্যর্থ হয়। বেতন ও মর্যাদার আন্দোলনও কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণ থেকে আমরা সরে আসছি—আমাদের জনমত তৈরী করতে হবে। কটা গ্রন্থাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করেন? আমাদের কর্মসূচীকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তন করা দরকার। আইন সম্পর্কে ব্রহ্ম চিন্তা প্রয়োজন—নিজেগা বুকে অন্তর্কে বোকাতে হবে। ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হোম ও কলেজ লাইব্রেরীর মধ্যে কোন বিবাদ নেই। জেলায় জেলায় সফর করতে হবে। শিশু গ্রন্থপত্রকে আরও ভালভাবে বর্তমানোপযোগী করা প্রয়োজন। অস্ত্রাস্ত্র জায়গার কর্মীদের সামাজিক ভাড়া দেওয়ার যেওয়ার আছে। দেয়কম প্রথা প্রবর্তন করতে পারলে ভাল হয়। সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ওপরই পরিষদের সাফল্য নির্ভর করে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা সমাপ্ত হয়।

Association Notes

চিন্তকড়ি দত্ত স্মৃতি পদক

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর '৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভার ১৩৭০ নম্বরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের অগ্র স্বর্ণপদক তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নামে যে পদক ধানের দিম্বাঙ্ক হয়েছে তার প্রাপকের নাম চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়েছে। এষ্ট বছরের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখার অগ্র শ্রীশঙ্করহুমাৎ দত্ত পুস্তকটি পাবেন। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের অগ্র পাঠজন সদস্য নিয়ে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল।

অভিনন্দন

বৈষ্ণবাবধূর পতীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দু বিকাশ পাল
১১ টাকা মনি অর্জাত করে পাঠিয়ে কুপনে লিখেছেন :

“আমি পূর্বস্থ আমাদের পাঠাগার সহকারী অহুদনে না পাওয়ার জন্য আর্থিক
অসুবিধা ভোগ করিতেছি। তবুও পরিষদের গৃহ-নির্মাণ কাজে আমাদের সাহায্য সাহায্য
পাঠাইলাম।”

এটিটি দানের পেছনেই আছে এমন পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার
পরিচয়। পরিষদ ভবনের জন্য দ্বারা এ পূর্বস্থ অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই
আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রজ্ঞাপার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রাটিকিফিকেট কোর্স

সংস্কারাত্মক প্রাথমিক শিক্ষণ প্রোগ্রামে (ডিপেন্ডর—আগষ্ট) ভর্তি হইবার
আবেদনপত্র ৬ই নভেম্বর, ১৯৬৭ পূর্বস্থ প্রস্তুত হইবে। আবেদনপত্র (০-২৫ পঃ) ও
অগ্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদের কার্যালয়, ৩৩ হুজুরীমল লেন কলিকাতা-১৪ হইতে
রাত ৬-৩০ হইতে ৮-৩০ পূর্বস্থ লোক যাত্রণ অথবা এ পয়সার ৭টি ডাক টিকিটসহ
ব-টিকানা লিখিত দ্বারা পাঠাইলে ডাকযোগে পাওয়া যাইবে।

নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইন্টার-
মিডিয়েট পাস। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ পাঁচ বয়সের অধিকজাত সম্পন্ন প্রাথমিক
কর্মিণও আবেদন করিতে পারেন।

সিলেবাস ০-৫০ পৃষ্ঠার বিনিময়ে পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক—

বলীয়া প্রাথমিক পরিষদ



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

গ্রন্থাগার আন্দোলন কোন্ পথে ? (সম্পাদকীয়)	২৩১
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন—(৩)	২৩৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
পূঁথি পত্রের শত্রু কীটপতঙ্গ—	২৪২
পঙ্কজ কুমার দত্ত	
পারিতোষিক শব্দাবলী : সামাজিক দৃ-বিশ্লেষণ	২৫৩
ভূবারকান্তি নিয়োগী	
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৫৯
গ্রন্থ সমালোচনা	২৬২
পরিষদ কথা	২৬৮
গ্রন্থাগার কমি-সংবাদ	২৭০

‘গ্রন্থাগার’-এর নিম্নমাবলী

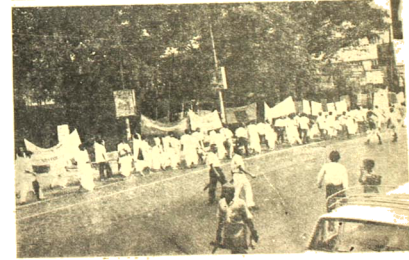
- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যায় মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকায় জনা প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অননোনীত লেখা ডাকটিকিট ও টিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দুখানা পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পত্রকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কাৰ্যালয়ে (৩০ ছাত্ররুমল লেন, কলিা-১৪.) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা বাবে। ফোন নং ৩৩-৭৩১৫
- ‘গ্রন্থাগার’ সম্পর্কিত টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই টিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের শ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০ টাকা
“ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

মাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫ টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫ টাকা



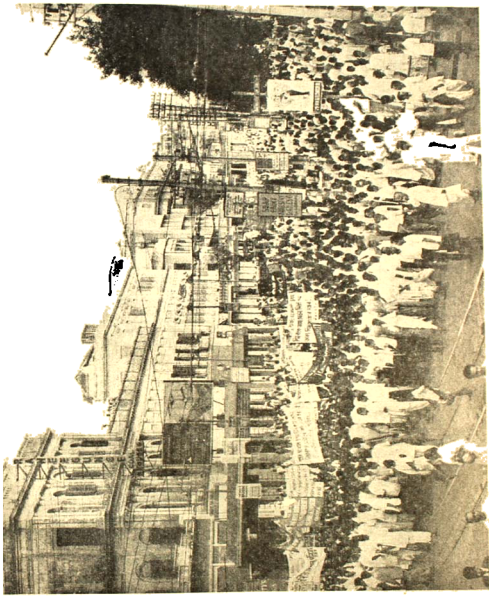
এরাগার কবিদের মৌন বিহীন : ২৫শ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭। বিভিন্ন চিত্রের পরচয় : (১) সুবোধ মল্লিক খোয়াসে এরাগার কবিরের জগৎতে বসুতা। বসুধেন জীবিত।



১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে এরাগার কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
ঐয্যদয়কুমার নৃপাণাধ্যায়। মকে উপবিষ্ট (বাম থেকে দক্ষিণে) ঐশ্বরীর রাণচৌধুরী,
ঐপ্রমীলচন্দ্র বহু ও দৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কটো : ঐন্দ্রমল সেনগুপ্ত।



১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে এরাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঐয্যদয়কুমার
নৃপাণাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনছেন। কটো : ঐন্দ্রমল সেনগুপ্ত।



রাইটস' বিত্তে অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের এলাহাবাদ কলী, কলকাতা ও বিনবিলেপনে বিপ্লবের দিনে যৌন, সিদ্ধি : ১৯৩৭। কলকাতা : বি. টেটস্‌ম্যান



৪

প্রাণগত কবীরের মৌন বিদ্রোহ : ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭। বিভিন্ন চিত্রের পরিচয় : (৪) নিহিলের মৃৎভূমি—ফটো : জ্যোতী ব্রহ্মা দত্ত। (৫) পুলিশ কর্তৃক বাধাভোগ নিহিলের পদাভিকর্ষণ ছাড়াও বঙ্গের পথেও হেন। (৬) সুবোধ মলিক কোয়ার্থ থেকে বিদ্রোহ বোম্বের আশঙ্কে। (৭) নিহিলের মৌন বিদ্রোহ।

গ্রন্থাগার



দেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—মির্জাশেখ মুন্সীপাণ্ডা

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬

১৩৭৪, আধুনিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার আন্দোলন কোন পথে ?

প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকগণ পান্ডিত্য দেশগুলির আদর্শে উৎসাহ হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত তিন চার দশকের মধ্যে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ এবং কয়েকটি স্বাধীনতাবিরোধী গ্রন্থাগার পরিষদও স্থাপিত হয়েছে। এই কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারেরও প্রসার ঘটেছে। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা বিরাট ত্রুটি হয়ে গেছে, যে ক্ষত্র আমাধের বেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন রান্না বাঁধতে পারেনি। পান্ডিত্য দেশগুলিতে শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষত্র প্রসাধের ফলে গ্রন্থাগারের একটি সামাজিক চাহিদা দেখা দিয়েছিল এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও প্রসার ঘটেছিল। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকালে শাসন কতৃপক্ষ ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার প্রসাধের কথা চিন্তা করেন নি। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে কয়েকটি পক্ষ-বাবিকী পরিচালনার গ্রন্থাগার প্রসাধের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব যুগেই দেশীয় রাজ্য ব্যবস্থার সন্ন্যাসীরাও গায়কোয়াড় নিজ রাজ্যে যে আদর্শ নিজেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে আজ পর্যন্ত আমরা সক্ষম হইনি।

বুটেনে ১৮৫০ সালেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চাদিয়া প্রভৃতি দেশেও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে—কিন্তু ভারতবর্ষ কতক দশক ধরে চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে সক্ষম হয় নি। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষত্র যে অবিলম্বে উপদ্রব গ্রন্থাগার আইন পালন করা উচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি কেন এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারছেন না তা তেবে দেখা বরকার। ভারতবর্ষে ৩০,০০০-এর বেশী পাবলিক লাইব্রেরী, অর্ধ শতাব্দিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কতক রাজ্যের কলেজ লাইব্রেরী, বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য গবেষণা গ্রন্থাগার, সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে যত গ্রন্থাগার কর্মী কর্মরত রয়েছেন তাতে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পান্ডিত্য দেশগুলির তুলনার ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি অনেক দিছিয়ে আছে দেখা যায়। এ দেশের

গ্রন্থাগার পরিবহণগুলি রক্তাক্তপ্ৰাণ (anaemia) সৃষ্টি করেন। বলা হয়ে থাকে যে, প্রাণহীনতা কর্মীর অত্যাধিক এবং অর্ধের অত্যাধিক ভরতই আশ্রয়। বৃটেনের লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন বা আমেরিকার লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের মত শক্তিশালী হতে পারছি না।

আমাদের মনে হয়, শুধু কর্মীর অত্যাধিক এবং অর্ধের অত্যাধিক যে আছে তাই নয়, আরো একটি অত্যাধিক আছে, সেটি হল আন্তরিকতার অভাব। আমরা যে কথা বলি সে কথা বিশ্বাস করি না। তাই দেখা যায়, গ্রন্থাগার পরিবহণগুলির সংগঠনে অনেকবার অনেক সমালোচনা হয়, বহু প্রস্তাবও পাশ হয়; কিন্তু পরে যা চলছিল তাই-ই চলতে থাকে, পরিবহণের কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন ঘটে না। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার পরিবহণগুলি যদি উজ্জ্বলী না হন তবে এ কাজ কে করবে। সর্বসাধারণী গ্রন্থাগার পরিবহণ এবং বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিবহণকে নিশ্চয়ই একত্রে একযোগে কাজ করতে হবে। আর গ্রন্থাগার পরিবহণগুলি যদি সাধারণ কর্মীদের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকেন তবে পরিবহণগুলি কি করে শক্তিশালী হবে। আমাদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কথাই আমাদের ভাবতে হবে। গণতান্ত্রিক ভারতের সকল নাগরিক যাতে সমানভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারের সুযোগ পান সেজন্য আইন প্রণয়নের ভিত্তি আমাদের সক্রিয় হতে হবে। দেশে কৃষক ও অতিশয় গ্রন্থাগারিকের বোধ হয় অভাব নেই। টেকনিক্যাল ও অ্যানালাইটিক দিকের আমরা বোধ হয় খুব পিছিয়ে নেই। ডঃ বসুনাথের চিঠিমাধ্যম সমগ্র বিষে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে কয়েকটি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্থাপিত হয়েছে এবং উচ্চতর গবেষণা কার্যও পুরানিয়ে চলেছে। ইতস্তত কিছু উচ্চ বেতনের পদ সৃষ্টি হলেও সাধারণভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। চাকুরীর নতুন নতুন সুযোগও খুব বেশী বাড়েনি। এদিকে বেশখ্যাশী হলে হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রে থেকে বহু বহু পাশ করে বেহিমে আসছেন। এদের ভবিষ্যৎ কি হবে গ্রন্থাগার পরিবহণগুলি কি সে সম্পর্কে ভাবছেন? নতকর। ৭০ জাপ নিরক্ষর লোক অধ্যুষিত দেশের লোকের কাছে গ্রন্থাগারের আবেদনই বা কতদূর কি হতে পারে তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এক সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল যেনে অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন—অর্ধের বাধা, কর্মীর বাধা অগ্রাহ্য করে দেশের লোক অর্থ সংগ্রহ করে, খেজুরসেবা দিয়ে গ্রন্থাগার চালিয়েছেন। কিন্তু এখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের নব পর্বায়ে বিভিন্ন বক্তার জটিলতা দেখা দিয়েছে—বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষে গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যাও জটিল। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর যদি উপযুক্ত বেতন না মেলে, উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ত হবার সুযোগ না থাকে, চাকুরীর নিয়মিততা না থাকে, এবং জীবনে উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে এ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ কি? গ্রন্থাগার পরিবহণগুলি এ সব সমস্যা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না।

Editorial : Whither library movement?

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ তৃতীয় নিম্নলিখিত ভাষ্যতঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলী চাইতে প্রেরণা পাইয়াই হুগলী জিলায় গ্রন্থাগার কর্মীরা আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্বারা অগ্রসর-
ক্রমে হুগলী জিলায় গ্রন্থাগারসমূহকে সংগঠিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উদ্ভোক্তারা এই উদ্দেশ্যে হুগলী জিলায় অন্তর্গত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারসমূহকে কর্মতৎপর
হইয়া লক্ষ্যোগিতা করার জন্য আবেদন জানান। ফলে বেশ লাড়া পাওয়া যায়। ১৯২৫
ব্রহ্মস্মের (১৩০১ বঙ্গাব্দ) ২৮শে ও ২৯শে মার্চ, ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র, শনি ও রবিবার
হুগলী জিলায় অন্তর্গত বাশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের
প্রথম অধিবেশন বসে। আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সম্বন্ধে রাখিয়া হুগলী জিলাই
প্রথমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করিল বলিয়া হুগলী জিলাকেই গ্রন্থাগার আন্দো-
লনের প্রবর্তক বলা হয়। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান—প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ,
পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেট, আরও জনক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি।
বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ জন্মলাভ করে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের জন্মের কয়েক
মাস পরে। সেই দিক থেকে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ 'বঙ্গের বাবারও বাড়'।

সম্মেলনের দিন বাশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে জিলায় মান্য স্থান হইতে প্রতিনিমি-
বর্গ আগিয়া অঙ্ক হন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রদূতের মধ্যে অগ্রতম কুমার মুনীন্দ্র
দেব রায় মহাপাত্র তদানীন্তন কেন্দ্রীয় বাসস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্য ও তৃতীয় নিম্নলিখিত
ভাষ্যতঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থাপত্যিক সভাপতি তুলসীচরণ গোস্বামী মহাপাত্রকে উক্ত
সম্মেলনের সভাপতির পূর্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
সম্মেলনে প্রচুর বর্ষকের সমাগম হইয়াছিল। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাপাত্র অত্যাশ্রয়
সমিতির সভাপতিত্বে ইংরেজিতে ভাষণ দেন। উহার বক্তব্যাব প্রদত্ত হইল :

‘পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নয়ন এবং সম্ভব হইলে
ইহার কাজের গতিয় প্রসারণ বিশেষ করিয়া জ্ঞান ও সমাজসেবার বিস্তার সাধনার্থে
উপায় উদ্ভাবনই আমাদের এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য। যেসব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে
অনেক উক্ত আদর্শ ও জুড়তির বিবরণ রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে যেসব স্বাধীনতা
লুপ্ত হইলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে ছেদ পড়ে। ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাতে আমরা
দেখিতে পাই যে প্রাচীন মহাবিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড প্রেরণার পুণ্যশলিলা শ্রোতব্যতীয়া কুলে কুলে
বৈদিক স্তোত্র স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করিতেন। এই মহাবিদ্যা সাহসের কাছে ভগবানের
বার্তা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার স্মরণকল্পে আলোক বভিকা জ্বালাইয়াছিলেন,
এই প্রত্যাদেশাবলী লিপিকৌশল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত লোকের মুখে মুখেই

বিচরণ করিত। পাণ্ডুলিপিতলি ভালপাতা বা ভোজশাত্যতই কালিকলমের দ্বাৰাযো
লেখা হইত। ঐষ বা পুঁথির নামেই ছিল ইহাদের পরিচয়। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই
আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের মূল ভিত্তি গড়িরা তুলিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন গ্রন্থা-
গার জিনিষটা সম্পূর্ণ শাস্কাতা ধারণা হইতেই উদ্ভূত। সংস্কৃত চর্চার পঠিত্বান ভারতে
ইহা একেবারে নতুন জিনিস নয়। ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি—যথা, তক্ষশীল,
নালন্দা, বিক্রমশীলা, ও দণ্ডপুত্রী প্রভৃতিতে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির সংগ্রহাগর ছিল।
হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধবিহার এবং মঠও সময়ে ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র সংরক্ষণ করিত।
নালন্দার নয়তলা 'রত্নোদ্যন' বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ চালাইত এবং শুৎকালে
মুদ্রাবান পাণ্ডুলিপির সর্বাধিক সংগ্রহের ভল্ল ইহার গর্ব ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক
হিউয়েন সাঙ ৬২২-৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষবর্ধন এবং শিভীর পুলকেশীর রাজত্বকালে
ভারতের এক সমৃদ্ধির যুগে হিন্দু সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার ভল্ল ভারতে
আনিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি কয়েকবার নালন্দায় গ্রন্থাগার দেখেন। পুঁঠর সঠক
পতাকীতে ইহার অধঃপতন হয়। পালরাজাদের আমলে বিক্রমশীলা ও গুপ্তপুত্রী
সুসজ্জিত গ্রন্থাগার উন্নতিলাভ করিয়াছিল। জয়োদ্যন পতাকীর প্রথম ভাগে বক্তার
উদ্ভিন ধনুজীর আক্রমণে ঐ গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত
কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কতকগুলি মুদ্রাবান পাণ্ডুলিপি লইয়া নেপালে সরিয়া পড়েন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া মেকালে রাজারাজতঃ এবং মন্ত্রজনবর্গেরও গ্রন্থাগারের
সংলগ্ন গ্রন্থাগার থাকিত; প্রাচীন মনীষীদের এবং চতুষ্পাতীর অধ্যাপকদেরও গ্রন্থাগার
ছিল। হিন্দু মন্দিরে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ একটি ধর্মগার্ধ বলিয়া গণ্য হইত। ধর্মশাস্ত্রের
পাণ্ডুলিপি সময়ে বক্ষা করিয়া নকল করা ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বৈশািন কার্যের
অঙ্গীভূত। জৈন ভিক্ষুদের উপরও ধর্মশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপিকে সময়ে বক্ষা করার নির্দেশ
থাকিত। পশ্চিম ভারতের ওগাষে, জনপদীড় ও সুরতের জৈন গ্রন্থাগারে এখনও ঐ
ধরনের পাণ্ডুলিপি দেখা যায়। পুঁঠর চতুর্ধ ও পঞ্চম পতাকীতে গুপ্তবংশের রাজত্বকালে
জনগণের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাংক্য উন্নততর পর্ধারে পৌছিয়াছিল। ভারতবিজ্ঞার
গবেষকরা এই সময়কে হিন্দু পুনর্জাগরণের মূল বলিয়া থাকেন।

গুপ্ত রাজবংশ অবসানের পরে ভারত সূত্র সূত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সেই
সূত্র রাজ্যের পালকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সূত্র
হস্তে অর্ধবায়ের ভল্ল প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মূলমদন আমলে সন্ন্যাসী হরাদ্বন,
আকবর, জাহাঙ্গীর এবং কিরোজ শাহ্ এতদর্ধে প্রচুত অর্ধ বায় করিতেন। ঔদাহের
অধীনস্থ হিন্দু সীমন্ত রাজ্যবাও জ্ঞানবিজ্ঞারে সূত্রহস্তে অর্ধবায়ের কার্পণ্য করেন নাই।
ঔদাহাও শুধু পাণ্ডুলিপিই সংগ্রহ করিতেন না, ঔদাহের ধরবারে বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকেও
পোষণ করিতেন এবং বৃত্তি দিয়া জ্ঞানার্থীদের উৎসাহ দিতেন। একাধক পতাকীতে
ধাতার রাজ্য ভোজ্যেরও চরৎকার পুত্ৰকলগ্রহ ছিল। চাসুকায়া মৌলব ধর করিলে এই

মূল্যবান পুস্তকগুলি তাঁহাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ঢাকা রাজ্য বিশালদেব ইহাদের সংরক্ষণের জন্য বহু টাকা ব্যয় করেন। বিশালদেবের গ্রন্থাগারস্থ রামায়ণের একখানি পাণ্ডুলিপি জার্মানীর বনু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে। জার্মানীর বহু গ্রন্থাগারে বহু হুজুপা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রাখা হইয়াছে। নেপাল, জম্মু, মহীশূর, বিহারী ও আলোনীরে পুরান পাণ্ডুলিপির উৎকৃষ্ট সংগ্রহ রহিয়াছে। তাত্ত্বিক প্রাচ্যের গ্রন্থাগার ১৮০০ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া নীর্ণহান অধিকার করিয়াছে। ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, মাদ্রাসের কলেমার পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরি, পুণার ভাণ্ডারকর লাইব্রেরি, লারভ্যাট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি এবং বড়োদা লেনট্রাল লাইব্রেরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজয়ের মধ্যে বেদপাঠ সীমাবদ্ধ থাকিলেও বাহ্যিকের কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না তাহাদের মধ্যেও শিক্ষাবিজ্ঞানের নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হইতে, কথকতা, ব্যাঙ্গ, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। নিরক্ষর জনগণের হচিত গাথা অলিখিত অবস্থায় সঙ্গীতের আকারে স্বীকৃত হইতে চলিয়া আসিয়া লোকের মখে মখে পুরুষপুরুষের ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেশের জনগণের আত্মবিশ্বাসক মানসিক উৎকর্ষের প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গাথার বর্ণিত মাহাত্ম্যের আবেগ, গভীর হৃৎক এবং সামান্যতা কাহিনী হইতে নিরক্ষর জনগণের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় মিলে। দেখালে শিক্ষা লব্ধে ধারণা শুধু অক্ষরজ্ঞান, উহার বিস্তার ও ব্যাকরণের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মূল মানসিক বৃত্তির উন্নয়ন সাধন বাহা স্বাভাবিক পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত মহৎ ধান যে সং জীবন তাহা বাণে জনগণকে প্রণোদিত করা।

জনগণের প্রাথমিক শিক্ষাই বঞ্চিত নয়। বই, সামগ্রিকী ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞার ব্যাঙ্গ ইহাকে পূরণ করিতে হইবে। শিক্ষাবিজ্ঞানে গ্রন্থাগার একটি অগ্র-বন্ধিক বস। আজকালকার দিনে ইহা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগারকে শুধু পুস্তকের সংগ্রহালয় বলিয়া গণ্য করা হয় না, দেশবাসীর জীবনের মর্মস্থল বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইতেই আলে মানসিক, বৈদিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মাজিত রচি সম্পর্কীয় সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার প্রেরণা। এদেশের তত্ত্ব জ্ঞেয়র মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে নগরে, শহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার পড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বজনীন গ্রন্থাগার আমাধের জ্ঞানভাণ্ডারকে বাড়াইয়া তোলায় কাজে বিশেষ সহায়তা করে।

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের পথে আমেরিকা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। তাহাতে বড়োদা রাজ্য এই বিষয়ে অগ্রণী। আমেরিকার পদ্ধতি অহুপগণ করিয়া মহামাত্র গায়কোয়ার এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধার

স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৮ বঙ্গাব্দে) বরোদার গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া রাজ্যের ভিতরে সর্বত্র সহকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও শিশু গ্রন্থাগারের পত্তন করা হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারের মাধ্যমে লোকশিক্ষার বিভাগের স্থাপনও মহামাত্র গায়কোয়ারেই কীতি।

এক শতাব্দীর অধিককাল ধাবৎ ইংলণ্ডেও জনশিক্ষা বিকিরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকায়ও জনশিক্ষা বিকিরণের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে আমেরিকায় রত সুবিদ্যাল ও সুপরিকল্পিত চলন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। জনশিক্ষা বিভাগের এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভারতের অনেক অংশে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

নিরক্ষর জনগণের সুবিধার্থ বরোদার চাক্ষুশী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষার কাম চালান হয় চলচ্চিত্র, ছাত্রাচিত্র, ছাপান ছবির কার্ড প্রভৃতির মাধ্যমে। বরোদার গ্রন্থাগার পরিচালন সম্পর্কে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে বৃহৎসংখ্যক ভাল গ্রন্থাগারিকরূপে গড়িয়া তোলার জন্য বিনামূল্যে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বোম্বাইর 'সোশ্যাল সাবভিস লীগ' চলন্ত গ্রন্থাগারের পত্তন করিয়াছে। ইহা ধারা আমেরিকা ও বরোদার ব্যবস্থায়ত জনগণ দেশীয় ভাষার বই পড়িবার সুবিধা পায়। ইহা পঞ্চাশটির উপর গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে এবং পাঁচশটি গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধৈবতনিক বিভাগ আছে। 'মহারাষ্ট্র বিনা চাধার গ্রন্থাগার সমিতির' উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ অগ্রসর হইতেছে। প্রায় দেড় শত পাঠাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমাদের সহরে ও গ্রামে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপনে বাংলার বৃহৎসংখ্য উদ্যোগী হয়; কিন্তু সংসারী হইলেই তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

সকল প্রধান গ্রন্থাগারেই অমৃতঃ বাণক, মহিলা ও নিরক্ষরদের বিভাগ থাকা উচিত। সমাজসেবা এবং গ্রামের পুনর্গঠনকেই গ্রন্থাগারসমূহের কার্যাবলীর অঙ্গীভূত করা বাইতে পারে। গ্রন্থাগার হইল জ্ঞানভাণ্ডার এবং সকলকেই ইহা হইতে উপকার লাভ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। গণভয়ের প্রতি লক্ষ্য ও সুরক্ষিতকূলত গণাবলী অর্জন করিবার পক্ষে এইগুলি হইবে এক একটি শিক্ষাক্ষেত্র। ইহার চতুঃসীমানার বেন বাধ-বিসম্বাহ স্থান না পায়। নরনারী, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে পরমভের প্রতি উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতা অভ্যাসের জন্য এইগুলি হইবে সকলের বিলম্বকেন্দ্র। গ্রন্থাগারসমূহ হইতে সবকিছু ভাল ও পবিত্র জিনিষের উদ্ভব হইবে এই কারণে ইহাদিগকে বিভাগেবীর পবিত্র বলির বলিয়া মনে করা উচিত।"

সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী বলিনীচন্দ্রন পণ্ডিত, চাক্‌সুত মিত্র, হরিহর শেঠ, হরিদ্রাণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ত্রিভাষাভূষণ নিয়োগী প্রথাগার আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রাভিহ্ন সহযোগে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিন বিকালবেলা সম্মেলনক্ষেত্রে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হয়। তদানীন্তন ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথাগারিক ত্রিভাষাভূষণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরির এবং পাশ্চাত্যের অজ্ঞাত প্রথাগারের পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিকীর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতাত্তে মূলতঃ দেব রায় মহাশয় তাঁহাকে সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রদর্শিত জিনিষের মধ্যে ছিল বক্তৃতাধার মহামাত্র গারগোয়ার কর্তৃক প্রেরিত পুস্তক ও প্রাচীর পত্রাদি, ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে প্রদত্ত প্রথাগার আন্দোলন সম্পর্কিত বিবেচনী ও ভাবতীর্থ বই এবং হুগলী জিলার বিবরণ বিবরণক বই, বকীর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কাঠের আকরে ছাপা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ‘বিগলপর্ন’ ও ‘সম্রাটের বর্ণনায়’ পুরান সংখ্যা, রামানন্দ হইতে প্রেরিত রামমোহন রায়ের হস্তাক্ষর ও অজ্ঞাত বই, চন্দ্রনন্দন হইতে ত্রিহরহর শেঠ কর্তৃক প্রদত্ত জিনিস, মূলতঃ দেব রায় মহাশয় সম্প্রদিত দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা ‘উপার্ণ ভয়েস’, ইংরেজী সাপ্তাহিক ‘দি ইউনাইটেড বেঙ্গল’, প্রথম প্রেরিত বাংলা সাময়িকী ‘পুনিয়া’, গ্রামীণ বাংলার অবস্থা এবং হুগলী জিলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান সম্পর্কে তাঁহার লিখিত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, কবি ত্রিধর কথকের হস্তাক্ষর এবং সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে সাতগাঁওতে প্রস্তুত একটি মুদ্রিত বাংলার বাকস।

পরের দিন হুগলী জিলা প্রথাগার পরিষদ গঠন সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ত্রিভাষাভূষণ পণ্ডিত উহাতে আপত্তি তোলেন। ৩২৭৭ বলিনী বাবুর পরামর্শ অনুসারে প্রস্তাবটির পরিবর্তন সভাপতি মহাশয় মানিয়া লইলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়া ডিষ্ট্রিক্ট ও পোক্যাল বোর্ডগুলিকে প্রথাগারে মুক্ত হইতে অর্থ সাহায্য করার অহুরোধ জানাইয়া এবং দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সাংগ্ৰহার্থ একটি তদন্ত সমিতি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যেক প্রথাগারকে তৎপর হইতে বলিয়াও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় উপস্থিতমত বাংলার তাঁহার ভাষণ দিলে সম্মেলনের পরিদমাস্তি ঘটে। ভাষণটি এই—

“ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনাদের সমর্থ কেপন করিব না। গুটিকয়েক কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি বক্তা নই এবং এট উপলক্ষে আমার মত গোচর পক্ষে বক্তৃতা পূর্বে লিখিয়া আনাই উচিত ছিল। অত্যাধীন্য সমিতির সভাপতি ও ত্রিভাষাভূষণ গতকাল নিজ নিজ ভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার পরে পুস্তকের উপকার ও সাধকতার তদ্বীকৃত্তম্ভলে আমার আরও কিছু বলিবার আছে। ইংরেজ

কবি জন মিলটনের 'অ্যাট্রিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থের বিখ্যাত কবিত্তলি আমার মনে পড়িল। 'তাল বই হইল একটি মহৎ আশ্রয় বহুমূল্য বৃক্ষের রক্ত, যাহা এই জীবনের পথে আর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে ধ্বংসহীন অবসার সংরক্ষিত হইয়া আছে। একটি তাল বইকে নষ্ট করিলে একটি রাহস্যকেই হত্যা করা হয়।' আজকালকার দিনে যখন পুস্তক নিষিদ্ধ করার হিড়িক পড়িয়াছে তখন উপরোক্ত বস্তুবোয় বিশেষ তাৎপর্য ঘটিয়াছে। আমরা এখানে অতীতের এবং পরবর্তী শতাব্দীর বড় বড় প্রাঙ্গণারের কথা শুনিলাম। ক্রিষ্টিয়ান ম্যান হুখে করিলেন যে আমাদের দেশে বক্তৃতিদান লাইসেন্স (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ) এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইসেন্স-র মত কোন প্রাঙ্গণার নাই। আমাদের দেশে আমরা নিশ্চয়ই বহু বক্তৃতিদান লাইসেন্স চাই, কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত ঐশ্বর্য একটিও সৃষ্টি করা যায় না। ইংলণ্ডে একটি আইন আছে যে ইংলণ্ডে প্রকাশিত প্রত্যেক বইয়ের একশত ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইসেন্সেতে বিতে হইবে এবং ইহা মোটেই অস্বাভাবিক বিষয় নয় যে প্রায় স্ট্রীটে প্রকাশিত এক পেনি লংস্করণের বই পর্যন্ত সেখানে পাওয়া যায়। বক্তৃতিদান লাইসেন্সে এইভাবে প্রথম প্রত্যেক দয়াকরী বইয়ের একশত পাইয়া থাকে। আমার মনে আছে, আমি যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন নেহাৎ ভ্যামালাঙ্কলে আমি মাকে মাকে বক্তৃতিদান লাইসেন্সেতে সামান্য এক পেনি লংস্করণের বইয়ের সমস্ত চাহিদাপত্র পাঠাইতাম, কিন্তু কালেক্টরেই ঐ ধরনের বই না পাইয়া আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ক্রিষ্টিয়ান ম্যান গত সাত্বিতে বলিলেন, একটি দেশ যেমন প্রাঙ্গণার চায় তেমনই পায়। কিন্তু তাহার বক্তৃতার তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ইন্সটিটিউশন লাইসেন্স তারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের সৃষ্টি এবং ইহার উন্নতি ব্যাহত হয় এইজন্য যে, পরবর্তী বড়লাটরা ইহাতে খুব কম উৎসাহই দেখাইতেন। তিনি আরও বলিলেন, একটা দেশের শাসকবর্গের বহুমূল্য ও সাজিত কৃতি থাকিলেই প্রাঙ্গণারসমূহ সাহায্য পাইয়া প্রসার লাভ করে, নচেৎ নয়। আমি কি ভাড়া হইলে সাধারণভাবে এই উক্তি করার সাহস পাইতে পারি যে একটা দেশের শাসকবর্গ যেমন প্রকৃতির হইবে তাহার প্রাঙ্গণারও তেমন ধরনেরই হইবে ?

এখানে আমার একটা ঘটনা মনে পড়িল, আখিনির হেলডেভারগ-এ (Heidelbeag) থাকার সময় একদিন একটি সাধারণ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। সে কাছে আসিয়া আমাকে সহর ঘুরাইয়া দেখাইতে চাহিল। সে তাপভাবে ইংরেজি বলিতে পারিত না, কিন্তু করাদী ভাষায় অনেকক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা হইল। সে করাদী ভালভাবেই বলিতে পারিত। আমি যেখান সে একজন দক্ষতম শিক্ষিত লোক, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন, সে তাহার সমস্ত শিক্ষা পাইয়াছে একটি সর্বজনীন প্রাঙ্গণার হইতে। এই ধরনের প্রাঙ্গণার ঐ সহরে দুই তিনটি ছিল। এই সর্বজনীন প্রাঙ্গণার হইল রাষ্ট্র দ্বারা পোষিত—বিনাটাদার প্রাঙ্গণার। মনে রাখিবেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন রাষ্ট্রের মহা বিপদ উপস্থিত এবং বেশী ভাগ লোক প্রতিদিন জুবেলা খাইতে পাইত না তখনও এই ব্যবস্থা

ছিল। কিন্তু এই প্রথাগারসমূহের মজ্জ সাহায্যের অভাব হয় নাই। এই ধরনের প্রত্যেকটি প্রথাগারে অন্তত কয়েক হাজার বই ছিল। আমাদের দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্র সামান্যতম আগ্রহই দেখাইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত হিসাবে আমাদের সরকারী আদ্র-বারের বরাদ্দ পর্যালোচনা করিতে হয়। তাহাতে দেখি যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের (১৩২-২১ বঙ্গাব্দের) রাজস্ব হটতে আমাদের রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি হইতে বাড়িয়া একশত ত্রিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের খাতে যদি কোন উন্নতি হইয়া থাকে তবে তাহা অতি সামান্যই হইয়াছে। রাষ্ট্রের থেকে কোন সাহায্যের সুরমা না করিয়া নিজেদের চেষ্টায়ই আমাদের সব কাজ করিতে হইবে। পারম্পরিক সহযোগিতার ভাব লইয়া আমাদেরকে কাজ করিতে এবং দেশবাসীর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অগলে ভারত পড়িয়া রহিয়াছে— গ্রামের ধনসম্পদের মধ্যে। সেই গ্রামের শ্রী কিরাইয়া আনাই হইবে আমাদের উদ্দেশ্য। প্রায় বেড়ে বৎসর ধাব্য আমি ব্যবস্থাপক সভার আছি। কিন্তু আমরা বঁচটা করিতে পারিয়াছি তাহা বাদ দিলে আমরা এই প্রতিভাই জন্মিয়াছে যে জনগণের অগল চাহিয়া মিটাইবার মজ্জ সরকারকে অর্থ ব্যয় করাইতে বাধ্য করার চেষ্টায় আমরা প্রায় ব্যর্থ হইয়াছি।

আপনাদের একটি প্রস্তাবে ডিক্টেট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডকে প্রথাগারগুলিকে মুক্ত হতে অর্থ সাহায্য করার মজ্জ অস্বীয় আনান হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ করণীয় কার্য করিবার মজ্জ প্রচুর অর্থ আছে কিনা এবং উহারা প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিকেই ঘেরামত করিয়া থাকা করিতে পারে কিনা সেট বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আহুন আমরা সাহায্যের মজ্জ পরেও দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া নিজেদের বাহা সঞ্চল আছে তাহাই নিয়োজিত করি ও সংগঠনে প্রতী হই। আমার মতে একটি গ্রাম প্রথাগারের মূল্য ইহার প্রাসঙ্গিকতা তবন বা পুত্রকের সংখ্যা দ্বারা নির্ভরিত হয় না। গ্রামা জীবনের বর্ধক হইবে গ্রামা প্রথাগার। ইহা হইবে গ্রামবাসীদের মিলন-ক্ষেত্র। এখানে তাহার মিলিয়া নিজেদের সমস্যাগুলি নিয়া আলোচনা করিবে। সমগ্র গ্রামের গঠনকেন্দ্রই হইবে এই প্রথাগার।

বৈদ্য রাজা জোহাল প্রথাগার আন্দোলন চলিতেছে। গত বৎসর বেলগাঁওয়ের তৃতীয় নিখিল ভারত প্রথাগার সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। সম্মেলনের বৈদ্য ভাগ কাজ আমাদেরই চালাইতে হইয়াছিল। দেখিলাম, মহিমপুরবাসীরাই ইহার প্রাণস্বরূপ এবং স্থানীয় সরকারের তাহারা হইলেন নিরক্ষা। বস্তুতঃ মহিমপুর ও বড়োদারই প্রথাগার আন্দোলন পুরাতন চলিতেছে। দেখিরা খুদী হইলাম যে বড়োদা হইতে বহু সংখ্যক জিনিষ প্রদর্শনার্থে এই সম্মেলনে পাঠান হইয়াছে। দেশের লোকের হাতে রান্নাভিত্তিক কমতা থাকিলে কি অধিবা পাওয়া যায় এবং রাষ্ট্রই বা এই সম্পর্কে কি করিতে পারে এই কাজে তাহারা এই দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

আর একটি কথা বলিরাই আমি শেষ করি। আপনাদের একটি প্রস্তাবে আপনারা দেশের আর্থিক অবস্থার তদন্ত করিবার জন্য প্রত্যেক এছাণ্ডারকে তৎপর হইতে বলিয়াছেন। ইহা একটি স্বাভাবিক পদক্ষেপ। নিখিল ভারত অর্থনৈতিক তদন্তের জন্য বাধ্যতাপূর্ণ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রথমত ইহাকে দিকায় ভেঙার দিকেই সচকাবে চোঁক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তখন চটতে উহা আরও ভালভাবে চিন্তা করিয়া এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক সমিতিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতি সর্ব বিশেষণায় সজ্জিত আমার এই বিষয়ে কিছু কথাবাড়া হয়। আমরা এই ব্যাপারে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ এবং পারিবারিক আয়-ব্যয়ের বহুদ প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করি। এইজন্য তদন্তের কাজে এছাণ্ডারগুলি প্রচুত সাহায্য করিতে পারে এবং আপনারা এই বিষয়ে মন দিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিতভাবে খুশী হইরাছি। সম্মেলনের সভাপতিপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া আমাকে যে সন্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই কথা বলিরাই আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।”

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের (১৩০২ বঙ্গাব্দের) ১৪ই জুন, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার হুগলী জিলা এছাণ্ডার পরিষদের নিয়মাবলী প্রণীত হয়। ইহার সভ্য কার্যালয় বাণবেড়িয়াতেই অবস্থিত ছিল। প্রথম যে কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল তাহাতে তুলনী চরণ গোস্বামী সভাপতি, মণীন্দ্রনাথ কুন্ড—সম্পাদক, তিনকড়ি দত্ত ও অমূল্যধন ঘোষাধ্যায়—হুগলী—সম্পাদক, যতুগোপাল দাস—হিসাব পরীক্ষক এবং জিলায় বিভিন্ন এছাণ্ডারের পনের জন প্রতিনিধি সভা ছিলেন।

রাজবাড়ী মহকুমা এছাণ্ডার সম্মেলন

হুগলী জিলা এছাণ্ডার সম্মেলনের কিছুদিন পরেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের (১৩০২ বঙ্গাব্দের) ২৪ ও ২৫ জুন, ১১শে ও ১২শে জ্যৈষ্ঠ, শোম ও মঙ্গলবার করিমপুর জিলায় রাজবাড়ী মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াকান্দিতে রাজবাড়ী মহকুমা এছাণ্ডার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। এই সম্মেলনের অত্যর্থ্যম সমিতির সভাপতি ছিলেন বালিয়াকান্দি রাজকাছারীর অধ্যক্ষ অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাংগা গ্রামের প্রখ্যাত মূললহান লেখক নৌলতী ইত্যাদি আলি চৌধুরী সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অধিকা বাবু সম্মেলনে অস্থিতা নিবন্ধন অস্থাপিত থাকায় জীতারাম লাহিড়ী (রাজনৈতিক কর্মী) তাহার নিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাৎপরে আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশের এছাণ্ডার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া কিতাবে গ্রাম্য এছাণ্ডারগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগান হইতে পারে তৎসম্পর্কে তিনি কতকগুলি কার্যকরী কর্তব্য প্রদানের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় উপস্থিতমতে তাহার বক্তব্য বলেন। সাহিত্যরসনিক বক্তৃতায় মাধ্যমে তিনি এছাণ্ডারের উপযোগিতা এবং বেশবাসীর চরিত্রগঠনে ইহা কিতাবে সহায়তা করে তাহা সমিতিভাবে আলোচনা করেন।

একটি প্রস্তাবে সংগ্রহীত গ্রন্থাগার সমিতি গঠনের জন্য উত্তরাংশব লাড়ীকে সংগঠক নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া যে সকল পুস্তক বেশ গঠনের কাজে সহায়তা করে এবং যে সকল উপস্থান ও নাটক শড়িয়া গ্রন্থক-স্থলীয়া বিশথগামী না হয় সেই সকল পুস্তক গ্রন্থাগারে রাখা এবং পুরান পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থের ইতিবখা, গ্রাম্য গথো ও মূলময়ান লেখকদের লিখিত পুস্তক সংগ্রহের জন্য সংক্ৰমণ সমস্ত সর্বজনীন গ্রন্থাগারকে সমিতির অহতোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ক্রমঃ)

Library movement in Bengal
by Grudas Bandyopadhyay.

পুঁথিপত্রে শত্রু কীটপতঙ্গ

পঙ্কজকুমার দত্ত

পত্রিতের মূখ্য সম্বানের পরই পুঁথিপত্রের প্রধানতম শত্রু হচ্ছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ। আমাদের দেশের উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় এট ধরনের কীটপতঙ্গের প্রকোপ খুবই বেশী। এদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত অনেকেরই আছে। এই প্রবন্ধে পুস্তকাদির শত্রু যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের দেশে দেখা যায় কেবলমাত্র তাদের বিষয়েই প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে।

রূপালী পোকা [SILVER-FISH]

বর্গ (Order)—Thysanura গোত্র (Family)—Lepismatidae
প্রজাতি (Species)—*Lepisma Saccharina* Linn

ভারতবর্ষে *Lepisma Saccharina* Linn নামক প্রজাতিটি খুব দেখা যায়। ইংরাজীতে silver-fish নামটিই চলতি। বাংলায় এটি রূপালী পোকা অথবা মজ্জি-পোকা নামে পরিচিত। ছোট ছোট এই পাখনাচীন পোকাগুলি চলা-ফেরায় খুবই চটপটে। বইপত্র বা কাগড়-চোপড়ের মধ্য থেকে কোন রূপালী পোকা খোলা জায়গায় আলোর মতো বেরিয়ে পড়লে তত্বত্ব করে পালিয়ে যায়—চলার পথে প্রায়ই দিক পরিবর্তন করে। আলো এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ঘুপসি অঙ্কুর ও সীতাসেতে জায়গাই এরা বাসস্থানের জন্য পছন্দ করে এবং নির্বিবাদে বাস বিস্তার করে। স্টার্চ, ডেকট্রিন প্রভৃতি বৈভবায় জাতীয় বস্তু এবং শিরিষের (glue) মতন গ্লোটিন বস্তু ধরেই এরা বেঁচে থাকে। রূপালী পোকার চোয়ালের গড়ন 'চর্বন' কাজের উপযোগী নয় তবে টাছা (scraping) কাজ ভালভাবেই চলে। কাগড়ে বাঁধা বইয়ের কাগড় প্রায়ই রূপালী পোকায় ঘরা আস্তান্দ হয়, কাগর এখান থেকে খান্ড চোঁছে নেওয়া সহজ সাধ্য। বইয়ের পাতার যে পাত্ত মাখান থাকে রূপালী পোকা সেখান থেকেও খান্ড আহরণ করে। ফলে বইয়ের বেশ ক্ষতি হয়। এরা সাধারণত বই কাটে না অর্থাৎ বইয়ে গর্ত করে না; কিন্তু বইয়ের নিছনে শিরদাঁড়ায় যে নিরিব লাগান থাকে তা খেতে প্রয়োজন পড়লে গর্ত করে সেখানে হাজির হয়।

Lepisma Saccharina Linn-এর বেহাট লেজের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে এবং অবশেষে একটি হুঁচাল শলাকার (spike) পরিণত হয়েছে। শলাকার দুই পাশে একটি করে ঝাঁক 'ক্লিপাসেন্ট' রয়েছে। রূপালী পোকায় মাথার দুটি হুঁক (antenna) আছে। বেহাট লম্বায় প্রায় দেড় সেন্টিমিটার এবং লম্বা বেহ এক ধরনের রূপালী খামে

ঢাকা—এরই অল্প ঐটিকে বেশমের মত চক্চকে দেখায় এবং হাত দিলেই হাতে চক্চকে কপালী গুঁড়া লেগে যায়। নানী পোকা অল্পকার জায়গার উচুদীচু খালের মধ্যে ভিম পাড়ে। ভিম ফুটে বাচ্চা বের হতে বেশী সময় লাগে না। বাচ্চার অবিবল ঘাড়ী পোকায় মত—তবে আয়তনে অনেক ছোট এবং বাচ্চাদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। মাল নরেকের মধ্যে বাচ্চাগুলি পূর্ণতা পায়।

গ্রন্থ উকুন [BOOK-LICE]

বর্গ (Order)—Corrodentia গোত্র (Family)—Atropidae

প্রজাতি (Species)—*Liposcellis transvallensis* End

গ্রন্থ উকুন বা Book-lice অনেক সময় Psocids নামেও অভিহিত হয়। পাখনাহীন এই পতঙ্গটির বৈশিষ্ট্য প্রায় ২ মিলিমিটার। নরম দেহটির রঙ ফিকে হলুদ বা পাঁচটে। পুরাতন বইয়ের বাজো উকুনের মত দেখতে এই জীবটির লক্ষ্য প্রায়ই পাওয়া যায়, এমনকি এর নাম ‘গ্রন্থ-উকুন’। যে সব পুরাতন বই বিশেষ ব্যবহৃত হয় না তাদের ঠাই হয় প্রায়ই বস্তুর অল্পকার অকলে আর এই জায়গাগুলি বস্তাবস্তই হয় একটু স্নাতকসেতে। তার ফলে ঐসব বইয়ের পাতার বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক জন্মায় এবং গ্রন্থ-উকুন ঐ ছত্রাক খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের জীবন কৃতান্ত বিশদভাবে এখনও জানা যায়নি। অল্প বে খবর বিজ্ঞানীদের হাতে এখন রয়েছে তা হচ্ছে : স্ত্রী-পতঙ্গ ধূলাবালির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র লম্বা লম্বা ভিম পাড়ে—খালি চোখে এগুলি অদৃশ্য, তবে অলুবাঁকন দ্বারা এদের আকার হুস্বেতিবৎ (oval) দেখায়। অল্প সময়েরই ভিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। সাধারণত পতঙ্গের জীবনের চারটি অধ্যায় থাকে। প্রথম অবস্থা ভিম। ভিম থেকে লুক্কোটি—তারপর লুক্কোটি ও লুকলের শেষে আসে পতঙ্গ। কিন্তু গ্রন্থ-উকুনের ভিম ফুটে যে বাচ্চা বের হয় সেগুলি অবিবল ঘাড়ী পোকায় মত দেখতে। তফাৎ কেবল আয়তনে। বাচ্চার অবস্থা প্রজননে লক্ষ্য নয়, তবে এই ক্ষমতা পেতে যুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না। উপযুক্ত পরিমাণ খাবার পেলে গ্রীষ্মকালে কয়েক সন্তানের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের সব বৈশিষ্ট্যই এরা অর্জন করে। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু এদের বেশ কয়েকবার খোলস বদল করতে হয়।

অনেকে মনে করেন গ্রন্থ-উকুন ছত্রাক তক্ষণকালে পুত্রকে ব্যবহৃত আঠা, শিথি ও কাগজের মাড় (size) খেয়ে ফেলে কিন্তু আধুনিক পতঙ্গবিজ্ঞানীরা গ্রন্থ-উকুনকে এই অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

আরশোলো

বর্গ—Orthoptera গোত্র—(a) Blattidae এবং (b) Phyllodromidae

প্রজাতি—*Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Blattella germanica* Linn

বাঙ্গালী গৃহস্থের কাছে আরশোলা বা তেলাপোকা মুক্তিমান উৎপাত। ঐশ্ব্যাপার ও মহাফল্গুনায় আগাধিকতর নিকটও এটি শত্রু বলেই গণ্য। খাবারের সন্ধানে এরা বাধাই করা বইগতের মলাট এবং শিরদাঁড়া, এমন কি, বইগতের পৃষ্ঠাগুলিও চোঁড়ে ফেলে। এতে বইয়ের যে অপরিণীত ক্ষতি হয় সেকথা বলাই বাহুল্য। এছাড়া এদের বিটায় ও ভতল বেঁচন পথার্থে বইগতের কাগজে বড় বিস্তীর্ণ দাগ ধরে। আরশোলার প্রায় হাজার দুইশত প্রজাতির খবর জানা গেছে। অবশ্য এদের মধ্যে মাত্র তিন-চারটি প্রজাতি বইগতের শত্রু হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বোগাবোগ ব্যবহার কল্যাণে এই প্রজাতি তরেকটি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। আরশোলা উচ্চ আর্দ্র আবহাওয়া বিশেষ পছন্দ করে (এজন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলেই এদের সংখ্যাধিক) এবং আলো বশাসম্বৎ এড়িয়ে চলে। এ কারণে ঘুপসী গুহায় ঘরে, স্নানাগারে ও পাখখানায়, আসবাবগতের আশে পাশে অসংখ্যর অঞ্চলে এরা লুকিয়ে থাকে, দিনের আলোর মোটেই বেব হয় না। বইগতের কাগজে বে মাদু থাকে সেই মাদু এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। বহুল ব্যবহারে বইয়ের কাগজে বে তেল ও ময়লা হয়ে সেগুলির গন্ধে এরা বইয়ের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। ঘরের মালীশখে, বন্ধ জানালা বহুদার পালা ও চৌকাতের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে অথবা অন্ত কোন প্রবেশপথে এরা ঘরে ঢেকে। কোন কোন প্রজাতির পুং আরশোলা উড়তে পারে; কালেই তাবের পক্ষে উড়ে এলে হয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর।

সাধারণভাবে বলতে গেলে আরশোলার গারের বড় চকুচকে বাহামী, কোন প্রজাতিটির বড় এংই মধ্যে একটু কালচে, কোনটির আবার লাগচে। বৈদিক বৈদ্যে ত্যক্তব্য থাকলেও অরিকাম্পরই বৈদ্যে বেড় পেটিমিটার থেকে আড়াই পেটিমিটারের মধ্যে। আরশোলার ভিন্নগুলি আর একটি বিশেষ আধারের মধ্যে থাকে। ঐ আধার ভেদ করে বাজ্জারা বধন বেঁচিয়ে আসে তখন তাবের বেধতে প্রায় বাড়ী পোকায় মতই হয়; অন্য বে তব্যাংইহু থাকে তা কয়েকবার খোলল বধনের পর চলে যায়।

(a) Blattidae—গোত্রকুল প্রজাতি :

(i) *Blatta Orientalis*—প্রাচী অথবা এশীয় আরশোলা। হারাম্বের আশে পাশে প্রায়ই বেধা যায়। লম্বায় প্রায় দুই সেটিমিটার। গারের বড় কাল। বক্ষ ও উদরে হালুপ রঙের ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে। উদরের দাগগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন মনে হয় প্রতি বেহধণ্ডে একটি করে ডেট খেলান বেধা একে তাবের কিছু কিছু অংশ মুছে দেওয়া হয়েছে। পুং ও স্ত্রী উভয় পতঙ্কেই জানা আছে কিন্তু স্ত্রী পতঙ্কের জানাটি এত ছোট যে, সেটি সফল করে উড়া সম্ভব নয়। পুংবের জানাটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্দিষ্ট এবং এটির সাহায্যে উড়া সম্ভব কিন্তু পুংবেরা এটি ব্যবহার করে না বললেই চলে।

(ii) *Periplaneta americana*—বাদামী (বা রক্তিমাত-বাদামী) রঙের এই প্রজাতিটি আমাদের অতি পরিচিত । লম্বায় প্রায় তিন থেকে সাড়ে-তিন সেটিমিটারের মত, তবে লম্বাটে ডানার জন্ত বেশ বড়-সড় দেখায় । বৃষ্টি জিহ্বাকার এবং তার উপর ছুটি বড় বড় হলুদ রঙের ফোটা রয়েছে । এটা বেশ ভালভাবেই উড়তে পারে এবং এীষকালে সম্ভার দিকে এদেরকে উড়তে অনেকেরই হস্ত দেখে থাকবেন কারণ উড়ার সময় বেশ ফড় ফড় শব্দ হয় । আমেরিকার বেন্সিকো ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলেই এদের প্রথম আবির্ভাব হয় । বর্তমানে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে এদের দেখতে পাওয়া যায় ।

(b) *Phyllodromidae*—গোত্রক প্রজাতি :

Blattella germanica Linn—নাম বাই হোক পত্রিত্তের বিশ্বাস এনিয়াভেই এদের উদ্ভব হয় । অল্প কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন ইউরোপ এদের আদি বাসস্থান । গাছের রঙ ফিকে হলুদ, তবে গোথারামের শিরোভাগে লম্বালম্বি ভাবে ছুটি গাঢ় হলুদ রঙের তোরণ দাগ রয়েছে । পুং ও স্ত্রী উভয়েই ডানা রয়েছে, লম্বায় এরা খুবই কম, এক সেটিমিটারের মত বা তার থেকে অল্প একটু বেশী । প্রকৃতি এদের এই অস্থিধা দ্বয় করেছেন অল্পভাবে—প্রথমতঃ সংখ্যাধিক্যে, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্রবেগে চলা ফেরার ও দৌড়াবার ক্ষমতা দিয়ে । এক জায়গাতে ঝাঁক বেধে অল্পপতি পতল থাকে, ফলে বাসস্থানটির আশ-পাশ বিশিষ্ট এক ছুগন্ধ ভাবে যায় ।

আরশোলা, রূপালীপোকা প্রকৃতি পতঙ্গের উপাত্ত নিবারণের উপায়

যুগ্মী সঁাতর্মেতে জায়গা আরশোলা, রূপালী পোকা, গ্রন্থ-উত্থন, ইত্যাদির স্রিয় বাসস্থান । কাজেই এইসব কীটপতঙ্গের উপাত্ত বন্ধ করতে হলে গ্রন্থাগারের মধ্যে আলোবাতাস চলাচল প্রয়োজন । আসবাবপত্রাদির ও পুঁখিপত্রের উপর যেন ধূলি ইত্যাদি না জমে সে বিষয়ে প্রথর নজর রাখা দরকার । বই পত্রের উপর থেকে ধূলি ঝাড়তে ছোট ত্যাফ্রাম-স্ক্রিনার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় । কাপড়ের বা পালকের ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়লে ধূলি অতি সহজেই আবার এসে জমে কারণ তাড়িয়ে দেওয়া ধূলি'ত ঘরের বাতাসেই ভেসে থাকে । ত্যাফ্রাম-স্ক্রিনারে কিছু এমনটি হওয়ার উপায় নেই—সব ধূলি গিয়ে জমে ঘর সংলগ্ন বলির মধ্যে । গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্ত যে সব ছোট ত্যাফ্রাম-স্ক্রিনার পাওয়া যায় সেই রকম একটি গ্রন্থাগারের জন্ত কেনা যেতে পারে । এমন একটি ঘর আট-নয়শত টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে । গ্রন্থাগারের ভিত্তি দেওয়াল ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়িয়ে'ত তোলেই, উপরন্তু বিভিন্ন কীট পতঙ্গের স্রিয় আবাস ও বিচরণস্থল হয়, পুঁখিপত্রের উপর ছত্রাক আক্রমণের ভয়ও থাকে ; অথচ রেয়াস্‌তের দ্বারা দেওয়ালের সঁাতর্মেতে তার অনেক ক্ষেত্রেই দূর করা সম্ভব । গ্রন্থাগারের পক্ষে সঁাতর্মেতে ঘর সর্বদা পরিচ্ছন্ন তবে অনেক সময় গোট সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ যখন দুর্ঘটনাবশতঃ ছাদ ছুটা হয়ে, ছাদের অল্প নামমার নল ভেঙ্গে, অথবা

অল্প কোন কারণে, যেখানে জন বসে এবং ঘরের আনুষঙ্গিক আত্মতা বেড়ে যায় তখন আত্মতা কমাবার জন্য ঘরের মধ্যে অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করা দরকার। এই কাজে অনার্ল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সিলিকা-জেল ইত্যাদি ব্যবহার করা বেতে পারে। এ সম্বন্ধে গেল পরোক্ষ ব্যবস্থা—কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণও প্রয়োজন। কীট-পতঙ্গের সম্ভাব্য বাসস্থানসমূহে কীটের রসায়ন প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডি.ডি.টি, গাইথেনাম, সোডিয়াম ফ্লাইড, সিলিকা-এরোজেল প্রভৃতি রসায়ন অথবা টিনে ভর্তি করা যে সব কীটের বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করা বেতে পারে। এই সব বস্তু কিছু পুঁথিপত্রের উপর যোটেই প্রয়োগ করা চলবে না কারণ এগুলির ক্ষিয়ার পুস্তকাধির কাগজে দাগ লাগতে পারে এমন কি আরও হাতাস্বক রকমের ক্ষতি হতে পারে (যথা গ্যামেট্রিনে কাগজ অক্ষত হয়ে পড়ে—একটাই গ্রন্থাগারের মধ্যে গ্যামেট্রিন প্রয়োগ নির্বিধি)। এ ছাড়া পার্টক ও অগারিকের বাষ্পীয়ানির আশঙ্কাও থাকে এবং কীট পতঙ্গ বাতে গ্রন্থাগারে ঢুকতে না পারে তদন্ত কোন আগারিক জানলা দরজার ক্ষেত্রে এবং অজ্ঞাত সম্ভাব্য প্রবেশপথে একধরনের কীটের প্রবেশ লাগিয়ে যেন এই প্রবেশ আসবাবপত্রাদির উপরে, বইয়ের সেলফে লাগান বেতে পারে। লন্ডনের Sorex Ltd কর্তৃক প্রস্তুত Insecta-lac এই ধরনের কাজে ব্যবহার্য। বইপত্রের সেলফে জুট পাঁচেক ব্যবহারে একটি করে ন্যাপথেলিন-ইস্টিকা (Naphthalene brick) রাখা কর্তব্য—ন্যাপথেলিনের গন্ধে আরশোলা, রূপালীশোকা প্রভৃতি কীট বইপত্রের কাছেই আসবে না। (কলিকাতার Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd. ন্যাপথেলিন ইস্টিকা তৈরী করেন।)

সকলের শেষে একটি কথা বলার আছে—কোন একটি কীটের পক্ষে সকলপ্রকার কীট পতঙ্গ ধ্বংস করা সব সময় সম্ভব হয় না, এমনকি বিভিন্ন কীটের ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোন কীটই একনাগারে বেশীদিন ব্যবহার করা উচিত নয়, অবল-অবল করে ব্যবহার করা কর্তব্য অগ্রবায় কীটগুলির মধ্যে অসুস্থতরকমের প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

গ্রন্থকীট

গ্রন্থকীট আদলে coleoptera বর্গভুক্ত কয়েকপ্রকার পতঙ্গের শূন্যকীট। এই বর্গের অন্তর্গত Lyctidae, Anobidae ও Plinidae গোত্র মধ্যে প্রায় 160টি প্রজাতি রয়েছে যাদের শূন্যকীটগুলিকে গ্রন্থকীটের বলে বোলা যায়। বলা বাহুল্য সবকটি প্রজাতি সব দেশে একই সঙ্গে দেখা যায় না।

গ্রন্থকীটের পতঙ্গগুলিকে বলা হয় বীটল (Beetle)। বাম্বারী বা মেহদিগী রঙের বীটলই বেশী দেখা যায়। খোলা জানলা-দরজার দ্বা দ্বিগে উড়ে এসে এরা গ্রন্থাগার বা পুঁথিশালায় ভিতর ঢোকে। জানালা দরজার বন্ধ পাজার উপরে-নীচে যে

অল্প ফাঁক থাকে লেগুলির ভিতর দিয়েও আশা সম্ভব নয়। আর আক্রান্ত পুঁথিপত্রের মারফৎ সংক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। সেলসকে রাখা বইপত্রের পাতার উপর মাই-বীটল ভিন্ন পাড়ে। ডিমগুলি সাধারণত পাতার ফাঁকের মধ্যে ঢুকে যায়। বাজ্জা শূককীট ভিন্ন থেকে বেরিয়েই হুড়ক কেটে বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর তারপর মহানন্দে নিত্য নতুন হুড়ক কেটে পাতাগুলি ছাত্রগার করে দেয়। আক্রমণের প্রকোপ যখন খুবই বেশী হয় তখন উপলব্ধি গুঁড়া গুঁড়া পদার্পণ বাইরে বেরিয়ে আসে, অস্ত্রব্যয় এগুলি হুড়কের মধ্যেই হয়ে যায়। সাধারণতঃ হুড়ক কাটতে কাটতে শূক এগিয়ে যেতে থাকে, পিছনে হুড়ক মধ্যে পড়ে বস উপলব্ধি গুঁড়া। এই গুঁড়া হচ্ছে শূকর চিবিয়ে ফেলে দেওয়া কুস্তকাবশেষ। মাঝামাঝি বসে আক্রান্ত পুঁথিপত্রে একটু খোঁজ করলেই শূককীটের দেখা পাওয়া যায়। সাধা অথবা ফিকে সূতবর্ণের শূকগুলি বসন্তক হুড়কের মধ্যে থাকে তাদের আকার থাকে বড়শির মত কিন্তু আলোতে বের করে নিয়ে এলেই কঁকড়ে গোলাকার চাকতির মত হয়ে যায়।

গ্রন্থকীট হিসাবে *Gastrallus Indicus* Reitter দীর্ঘমত কুলীন—সমগ্র ভারত জুড়ে এর অপ্রতিহত ও একচ্ছত্র আধিপত্য; ভারতবর্ষে অল্প কোন প্রজাতির গ্রন্থকীটের কথা জানা যায়নি। *Gastrallus Indicus* বীটলের নীর্ণকার ভাইটি শিল্পবর্ণের এবং বেহের পার্শ্ববর্ষ মোটামুটি সমান্তরাল। পূর্ববর্ষক বীটলের দৈর্ঘ্য গড়ে ২৩ মিলিমিটার। শূককীটগুলি কিন্তু বৈশ্যে ৩৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। শূককীটের বঁড়শি মৃদু মৃদুই দেহের প্রান্তজ্বেদ অধবৃত্তাকার তবে বসন্তদেশ বেশ স্কীত। বসন্তদেশে তিন মোড়া ছোট ছোট পা রয়েছে এবং পাগুলির প্রান্তভাগে রয়েছে নরম গোলকাকার 'প্যাড'। শূককীটের মাথাটি retractile অর্থাৎ ইচ্ছামত ঘোরান বা নড়ান যায়। পা ও মাথা এই বিশেষণ *Gastrallus* গণভুক্ত জীবগুলির শূককীটের বৈশিষ্ট্য—*Anobidae* গোত্রভুক্ত অল্প কয়েক এমনটি দেখা যায় না।

ভারতীয় গ্রন্থকীটের জীবন ইতিহাস বা অগ্রান্ত তথ্য বিশেষ জানা নাই। তবে দীর্ঘকালে এরা কিছু পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং বসন্তের আগমনে (ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ) এদের প্রাণচাকলা ফিরে আসে অর্থাৎ হুড়ক কাটার কাজ পুথ্যবসন্তক হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন বসন্তের গোড়ার পূর্ববর্ষক শূককীট হুড়ক কেটে বইয়ের প্রান্তীয় অঞ্চলে আশ্রয় ও হুড়কের মধ্যে গুটি তৈরী করে। এই গুটির মধ্যে সে শূককীট জীবন বাশন করে ও শূককীট জীবনের শেষে গুটি ফাটিয়ে সে তার স্বাভাবিক পশুতরুণ নিয়ে বাইরে হুড়ক মধ্য অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় নেয় এবং আশার শেষে অল্প বে বীথ্যটুকু থাকে সময় বুকে পেটুকু কেটে খোলা ছাত্রগার বেরিয়ে পড়ে। এমনকি আক্রান্ত পুঁথিপত্রের হলটিগুলি একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রান্তীয় অঞ্চলেই ছোট ছোট গোল গোল গুড়ের আবহিত্য—এগুলিই সত্য বসন্তগ্রস্ত বীটলের বাইরে বেরিয়ে আসার রক্ত।

পুঁথিপত্রের গ্রন্থকীটের উপদ্রব বেহন কঠিনও তেমনই আত্মসামান্য একে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা। কীটের দগ্ধতার বাষ্প সহযোগে অত্যন্ত পুঁথিপত্রকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উপস্থাপন (fumigation) যোগ্য গ্রন্থকীটকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রন্থাগারে সমস্ত পুঁথিপত্রকেই নিঃশ্রুতিভাবে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

উই

উইপোকাক সঙ্গ বাংলাদেশের প্রায় সকলস্থলেই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। উইকে ইংরেজীতে বলে termite। White-ant নামটি খুব চলতি হলেও শিশুশিক্ষার লগোয় এটা নয়। পৃথিবীর বৃকে মানুষের আবির্ভাবের বহু লক্ষ বছর আগে উইয়ের শিতপুঙ্খবৎ উদ্ভব হয়। সেই অগণ্যাত্তকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে শতক লব্ধি এরা খুবই 'বনেদীঘর'। [পতন পর্যন্ত আগশোলাও অবশ্য বনেন্দ্রিয়ানার গর্ব করতে পারে। বিজ্ঞানীদের হাতে আগশোলায় শিতপুঙ্খবৎ সঙ্গ উইয়ের পূর্বসূরীদের নিচট আত্মীয়তা ছিল। Mastoterms darwiniensis froggatt নামধারী অষ্ট্রেলিয়াবাসী উই নিম্নবর্ণে সেই আত্মীয়তার চিহ্ন আজও বহন করছে]

উইয়ের জীবন তাত্ত্বিক খুবই সৌকর্য্যমূলক। এরা ঘূর্ণবৃত্তভাবে বাস করে এবং ঘূর্ণের আর্থে এদের জীবন সমন্বিত। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় এরা উগ্র 'দম্যনধারী'। এদের সমাজে রয়েছে চারটি 'শাখা': রাণী, রাজা (বা পুঙ্খ), প্রমিক ও দৈনিক। একটি ঘূর্ণে একটি মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক রাণী থাকে, রাণীর সহচরীভূত ঘূর্ণে একাধিক পুঙ্খ পতঙ্গ থাকে প্রমিক ও দৈনিক থাকে কয়েক হাজার। রাণীর একমাত্র কাজ হচ্ছে ডিম প্রসব। প্রমিক ও দৈনিক একেবারে বন্ধ্যা—কোন জননক্ষমতা নাই। রাজা-রাণী ভাবের একটিমাত্র কর্তব্য সম্ভান উৎপাদন করেই ক্ষান্ত, সম্ভান পালন, রাণীর পরিচর্যা, খাদ্য আহরণ বাসগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সকল কাজের দায়িত্ব রয়েছে প্রমিকের উপরে। দৈনিকের উপর থাকে ঘূর্ণের রক্ষণ ভার।

রাজা-রাণীর প্রত্যেকের দুই ছোড়া ডানা আছে—উভয় ছোড়া ডানার তপ ও আকার প্রায় একই রকম। যৌনমিলনের উদ্দেশ্যে বাসভাগের সময় অল্পকালের জন্য এই ডানা এদের কাজে লাগে, কারণ আকাশে পাড়ি জমানয় অতি অল্প সময় পরেই ডানা একেবারে গোড়ার কাছ থেকে খসে যায় এবং পতঙ্গগুলি ধরিত্রীর কোলে ফিরে আসে ও দ্রুততর সঙ্গ মিলনের কাজটুকু ফ্রুত সেয়ে কেলে। প্রমিক ও দৈনিকগণ এরপর রাণীকে বাসায় কিংগিয়ে নিয়ে যায়। রাণী এই সময় বিশেষভাবে নিমিত্ত একটি কুঠীতে বাস করতে থাকে। রাণীর পেটটি অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে ওঠে। বিশাল উভয়ের জন্য রাণী নিজ কুঠীতে প্রায় বন্ধ্যা জীবন ব্যাপনে ব্যাধা হয়। রাণী এ সময় হাড্ডায় হাড্ডায়,

দিনে গড়পড়তা প্রায় ত্রিশ হাজার ডিম প্রসব করতে শুরু করে। সেই ডিমে জন্ম নেয় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও সৈনিক। শ্রমিকদের কেউ হয় ধাত্রী, কেউবা ঘরামী—ঘর ভেদী ও মেরামতিতে সুদক্ষ; কেউবা হয় অস্ত্র কিছু, প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। পিস্তলিকাধের মতই অশূল্য কর্মবিভাগ এদের মধ্যে দেখা যায়। যে যে কাজ করে সেই কাজের উপযোগী বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশ দেখা যায় তাদের দেহে; সৈনিকদের বেলার ঐটি বিশেষ অঙ্গটি। কারও থাকে হাঁচাল চোয়াল (mandible), কারও থাকে বিবাক ভরল নিক্ষেপকারী প্রত্যাক। এইসব সৈনিকদের রূপ ও গঠনবৈচিত্র্য খুবই বিশিষ্টতাপূর্ণ। একটি প্রজাতির সৈনিকের রূপের সঙ্গে অপর প্রজাতির সৈনিকের রূপের কিছু-না-কিছু তফাৎ থাকেই। উইয়ের প্রজাতি নির্ণয়ে সৈনিকদের রূপ খুবই সাধায্য করে।

পতঙ্গ পর্বের মধ্যে উই আছে Isoptera বর্ণে। ছয়টি গোত্রে প্রায় ১৮০০টি প্রজাতির খবর আজ পর্যন্ত জানা গেছে। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র Rhinotermitidae গোত্রভুক্ত Subterranean or Earth dwelling termite অর্থাৎ বস্ত্রীক বা ঘের্টো উই এবং Kalotermitidae গোত্রভুক্ত Drywood termitesএর কবাই আলোচনা করা হবে; কারণ বইপত্র লোপাট করতে এরাই সবচেয়ে তৎপর।

ঘাটে-ঘাটে বিশেষত পতিত ভাঙ্গা-জহরে বস্ত্রীক-স্থল বা মুক্তিকামানী উইয়ের বাসা হস্তত অনেকেরই দেখে থাকবেন। এগুলি দেখতে 'খেলাঘরের পাহাড়ের' মত; সাধারণত ফুটদেড়েক উচু হয় তবে অস্থূল পরিবেশে ফুট তিন-চার বা তারও বেশী হতে পারে। মাটির উপরে বতখানি দেখা যায় তদুপেক্ষা অনেক বেশী থাকে মাটির ভিতরে। এই বাসার অতি হৃদয়ভাবে বিস্তৃত থাকে এদের সমগ্র উপনিবেশটি—থাকে অসংখ্য ফুটবী, হাজারখাট ইত্যাদি। মাটির মধ্যে দিয়েই এরা প্রয়োজন মত এগিয়ে চলে বা উপনিবেশকে বাড়িয়ে তোলে। মড়া গাছের শিকড়, কাঠ ইত্যাদি পড়লে সেই সব শিকড় ধরে এগিয়ে যায়। এগুলো এগুলো হঠাৎ যদি মাটির বাইরে আলোর মধ্যে এসে পড়ে তবে তাদের চলার পথটি ভরা মুখের লাল। আর মাটি, চবিত কাঠ, ঘাস ইত্যাদি দ্বিধে আচ্ছাদিত করে নেয়। ঘর-বাড়ীর বেওয়ালের মুক্তিকাত্তরর অংশে যদি কোন কাটল থাকে তবে সেই কাটল দিয়ে উইয়েরা দেওয়ালে ঢোকে, দেওয়ালের ভিতর দিয়েই সুবিধামত ভাবে এগিয়ে চলেতে থাকে, প্রয়োজন পড়লে দেওয়ালের বা বেকের দুটাকাটার মাত্রকৎ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং যেখানে খাবার পাবার সম্ভাবনা দেখিলে এগিয়ে যায়। আসা যাওয়ায় পথটি কিন্তু কোন সময়েই আচ্ছাদিত করতে তোলে না। গ্রন্থাগারের বইয়ের আলমারী বা শেলফগুলি যদি দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকে থাকে তবে সেখান দিয়েই তারা বইয়ের গায়ে প্রবেশ করে। অনেক সময় শেলফের বা আলমারীর পাহা বা গা বেয়েও এরা গ্রন্থভগ্নতে ঢুকে পড়ে। আর তারপর মনের সুখে বই খেয়ে চলে সকলের অগোচরে। এক কাছটি এতই কৌশলের সঙ্গে করে যে বইয়ের বাহির আকারটি প্রায়

অক্ষতই থাকে, বাইরে থেকে সহজে বোকা যায় না যে এর ভিতরটি একেবারে নিঃশেষ হয়ে থাকে। উইয়ের বই পঃস করায় ক্ষমতা বাস্তবিকই অকল্পনীয়—একটি বাতের মধ্যেই এরা অসংখ্য বইকে একেবারে নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারে। এবিষয়ে অতি কল্প অভিজ্ঞতা বাদামী মাছেরই কিছু না কিছু আছে। ভারতবর্ষে *Reticulitermes lucifugus* নামক প্রজাতিটিই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। নটামীতে তাহের জুড়ি মেলা ভার।

এবার *Dry-wood termite* প্রসঙ্গে আসা যাক। বঙ্গীয় বা বৃত্তিকাবাসী উই সব সময়ই মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে ‘ড্রাই-উড টারমাইট’ বা শুষ্ক কাঠে বসবাস-কারী উই কিন্তু মোটেই ভা করে না। অল্প এরা যে কেবল মাত্র শুকনা গাছগালায় কাঠেই বাস করে তা নয় মাটি থেকে বহুদূরে পাকা বাড়ীর মধ্যে দিঘি বহাল ভবিষ্যতে বৈধ থাকতে পারে। এরা বেশ ভাল উড়তে পারে এবং জানলা দরজার মধ্য দিয়ে উড়ে এলে ঘরে ঢোকে। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে ছাত্তের কাছাকাছি জায়গায় এরা থাকতে ভালবাসে। দৌনমিলনের পর কাঠ-কাটরা বা বইপত্রের মধ্যে হুত্ব খুঁড়ে ঢুকে পড়ে ও বংশ বৃদ্ধি করে চলে। এই প্রজাতিটির মধ্যে ‘সৈনিক’ শ্রেণীর দেখা সাধারণত পাওয়া যায় না। আলাদা ‘প্রমিক’ শ্রেণী এদের মধ্যে নেই। অপ্রাপ্ত বয়স্করাই প্রমিকের কাজ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত সর্বপ্রথমই প্রজনন ক্ষমতা আছে—যারা প্রমিকের কাজ করে তাহাও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সম্ভাব্য উপাধানে সক্ষম হয়। এদের সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এদের দেহলোম পরিণাক করায় ক্ষমতা নেই। দেহজন্তু এরা এদের পাকস্থলীতে এক শ্রেণীর আত্মবীক্ষণিক জীবকে আশ্রয় দেয়। এই জীবগুলি কিন্তু পরজীবী (parasite) নয়—এদের সঙ্গে উইয়ের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ (symbiotic relationship) রয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে ঢাকা হুত্ব পথের প্রয়োজন এদের হয় না, তবে দরকার পড়লে এরা তা তৈরী করে নেয়।

উই আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় :

ঘরের মধ্যে উইয়ের হুত্বস্রব দেখলেই সাধারণ মানুষের আত্মবিক প্রবণতা হচ্ছে দৈনিক তৎক্ষণাত্ ভেদে দেওয়া। এতে অনেক সময়ই উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশী কারণ উষ্ম উইগুলির অধিকাংশই মারা পড়ে না। এমিকে-ওমিকে পাণিয়ে যায়। দরকার হচ্ছে উই-বংশ পঃস করা এবং একাত্তের ছত্র নজর ঘর ছাড়িয়ে আশেপাশের মাঠে-বাটে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে কেননা মূল ঘাঁটিটি ঘরের বাইরেই থাকে। ঘরের যেখানে যেখানে উই আক্রমণ হয়েছে সেইসব জায়গায় এবং ঘরের বাইরে মূল ঘাঁটি উইয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলে সেই চিহ্নিতে সংহারক রসায়ন প্রয়োগ করতে হবে। তারপর ঘরের বেওয়ালে বা মেঝেতে যে সব ফাঁট বা গর্ত আছে সেখানে সংহারক প্রয়োগ করে ও পরে নিশ্চিন্তভাবে সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ঘরের

বাইরে দেওয়ালের গা-বরাবর ভিত্তির কাছে মাটি সরিয়ে সেখানেও সংহারক প্রয়োগ করা বরকার। পুরাতন ঘরবাড়ীর দেওয়ালে ও মেঝেতে ফাটল বা গর্ত থাকেই ; মাটির তৈরী বাড়ীঘরে এ বাপাঘর আরও প্রকট। এ সব ক্ষেত্রে মেঝে এবং দেওয়ালে কয়েক হাত দূরে দূরে কয়েকটি গর্ত করে সেই গর্ত মাঝকং দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক রসায়ন প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন উঠছে কোন্ কোন্ রসায়ন এই ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ? ঘরের বাইরে বিশেষ করে, দেওয়ালের ভিতের কাছে প্রয়োগের ক্ষমত ক্রিয়োসোটে অয়েল (creosote oil), আলকাতরা ইত্যাদি ব্যবহার্য। উই-টিবিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। উই-টিবিতে উচ্চ চাপে ডি, ডি, টি বা গ্যামেজিন-স্মোক অনেক সময় প্রয়োগ করা হয়। ঘরের ভিতরে প্রয়োগের ক্ষমত সালফোনিক, ডি, ডি, টি চূর্ণ, 1% দোডিসাম অ্যাসেনাইট দ্রব (জলীয়), 5% ডি, ডি, টি দ্রব (জলীয়) ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, ঘরের বাইরে এবং উই টিবিতেও এগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি 10 ঘন ফুট বস্তুর গ্যালন দুইয়ক সংহারক দ্রব প্রয়োগ করা বরকার। পুরাতন ঘরের মেঝের বা দেওয়ালে সংহারক দ্রব প্রয়োগের পর দেওয়ালের পলেস্তরা বা মেঝে সিমেন্ট দিয়ে একেবারে আগাণোড়া নুতনভাবে করিয়ে নিতে পারলে খুবই ভাল হয়। ঘাটির ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে ছিটানী ঘরের সাহায্যে দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক প্রয়োগের পর আলকাতরা মেশান মাটি দিয়ে খকটি করলে অর্থাৎ পলেস্তরা দিলে সাময়িকভাবে উই আক্রমণের ভয় কিছুটা কমে এবং বছরে বার দুইয়ক দেওয়ালে ও মেঝেতে সংহারক দিতে পারলে কিছুটা নিশ্চিত থাক্য যায়। গ্রাণাগারের ক্ষমত নতুন পাকাবাড়ী তৈরী করার সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত উই আক্রমণ প্রতিরূত করার আধুনিক ব্যবস্থা (Preconstruction antitermite soil treatment) অহসরণ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষমত প্রাথমিক বার কিছু বেশী পড়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু বক্ষণাবেক্ষণের বার ও কামেলা অনেক কমে যায় ; ফলে আশেপাশে লাভই হয়। ভাছাড়া গ্রাণাগারের পক্ষে একটু বেশী সাবধান হওয়াত খুবই প্রয়োজন। গ্রাণাগারে কিছু কিছু সংহারক রসায়ন সব সময়ে মজুত রাখা উচিত যাতে অক্ষম প্রয়োজনে বে কোন মুহূর্তে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আপেক্ষিকীন হঠাৎ প্রয়োজনে সংহারক রসায়নের অভাবে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ্রাণাগারে বা মহাশেজ্ঞখানায় কাঠের আসবাবাদির পরিবর্তে ইম্পাডের তৈরী আসবাব-পত্র ব্যবহার করলে উইয়ের কবলে পড়ার ভয় আরও কিছুটা কমে। তবে আমাদের দেশের গ্রাণাগারগুলির আর্থিক অবস্থলভায় ক্ষমত এমনটি হওয়া হযত সম্ভব নয়। কাঠের আসবাব যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয় তাহলে তাদের পায়াগুলি ছোট ছোট বাটির মধ্যে রেখে ঐ বাটিগুলি 'ক্রিয়োসোট অয়েলে' ভটি করে রাখতে হবে। ক্রিয়োসোট অয়েল মাছের হাতে-পায়ে বা অন্ত্রায় নরম চামড়ায় লাগলে ছালা বধণা করে এবং

কত স্তি হতে পারে, সেজন্য অনেকে এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। বিকল্প পথ হচ্ছে আলবাবপত্রের পাতাকলিতে মাল ছয়েক অক্ষর আলকাতরা বা ক্রিয়োলোট অয়েল... লাগাবার ব্যবস্থা করা। আলবাবপত্র বার্নিশ বা রঙ করার আগে 20% লিঙ্ক ক্রোমাইড তরল (জলীয়) লাগালে উই আক্রমণের ভয় কিছুটা কমে। এ ছাড়া আলমাতি ইত্যাদি বেগুনাল থেকে অম্লত: ইকি ছয়েক স্বে তথা প্রয়োজন। এতে শুধু বে উই লাগার ভয়ই কমে তা নয়, ধূলাবাণি সমতে পারে না ফলে অন্যান্য পোকা-মাকড়ের উৎপাতও কমে এবং বায়ু চলাচলের পথ বাকার বই সহজে নষ্ট হয় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

**The Enemies of Library Materials :
Insects by Pankaj Kumar Datta.**

পারিভাষিক শব্দাবলী : প্রামাণিক ন-বিদ্যা

ভূমিরক্ষা নিয়োগী

মাতৃত্বাবধিক শিক্ষার বাহন করতে আজ আর কোন শিক্ষিতের মনে বিধা নেই এবং থাকার আশাও বাকী নেই। যে কোন কারণেই হোক বাঙলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চ-শিক্ষার বাহন কিন্তু আজও পর্যন্ত ইংরাজীই রয়ে গেছে। উত্তর ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃত্বাধা হ'য়েছে তবু সমগ্র ভারতের বিচারে তাতে উৎসাহের কিছু দেখা যায় না। বিশেষতঃ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও কারিগরীবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার কিছু হ্রবিধা যে আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু একথা বলা অসম্ভব বা অযৌক্তিক হয়না যে আজ ভারতীয় ভাষাগুলির সার্বিক উন্নতি করতে গেলে তাদের দ্বারা শুধুমাত্র “হুঁহুকার শাহিত্য” খুঁটি করেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব শাস্ত্রকেও ঐ ঐ ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে; শিক্ষার সর্ব-স্তরে বাহন করতে হবে মাতৃত্বাবধিক। মাতৃত্বাবধিক শিক্ষার বাহন করা ইংরাজীকে বা অতি প্রচুরতর হিন্দীকে ছেঁয় করা নয়—কারণ দেখা গেছে যে, যে যে দেশে শিক্ষার বাহন মাতৃত্বাধা সেখানে দ্বারা ইংরাজীর বা প্রতিবেশী রাজ্যের ভাষার চর্চা করেন তাঁদের জ্ঞান আদ্যের ইংরাজী জ্ঞানের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই।

ভারতবর্ষের প্রায় ১৪০ বছরের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা অহুসরণ করে আজ যদি দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহলে প্রয়োজনে ইংরাজীকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেখানে যেখানে ইংরাজীর একান্ত অপরিহার্যতা রয়েছে সেখানে তাকে রাখতে হবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে গেলেও ইংরাজীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় বাবুর সেই উক্তিটি—বাকালীকে বিজ্ঞান শিখতে হবে ইংরাজী ও বাকালী মিলিয়ে—বিশেষ প্রযোজনাবোধ্য। বাকালী ভাষার বিজ্ঞান ও কারিগরীশাস্ত্র পড়তে ও লিখতে গেলে অহুবিধা হয় বিশেষ করে পরিভাষার ক্ষেত্রে। হুঁ পরিভাষা না থাকলে ওইসব বিষয়ের গূঢ়ার্থ ঠিক ঠিক প্রকাশ ও উপলব্ধি করা যায়না। ইংরাজী ভাষার লিখিত পুস্তকগুলিতে দেখা যায় যে পরিভাষা নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ উদ্যম মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে দেখেছেন যে হুঁ প্রচণ্ডের প্রয়োজনে মূল-ভাষা অবিকৃত ও অনহুদিত রাখা দরকার সেখানে তাই বেখেছেন—এবং এইভাবে তাঁদের ভাষার সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে অনেক বিদেশী শব্দ এলে গেছে। এটা হল ভাষার আত্মসং-রক্ষার ক্ষমতা, যা কিন্তু ভাষার পুষ্টির লক্ষণ। অবশ্য এ ব্যাপারটি একটু বিবেচনা করে করতে হয়, না হলে ভাষার নিজস্ব অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে।

বিজ্ঞানের সাধাণ্ডলিহ তিত্তর ত্রুবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন হলেও আজকের পৃথিবীতে এর ব্যাপক পঠন-পাঠন চলছে। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ত্রুবিজ্ঞানের উপর কিছু পুস্তক রচিত হয়েছে। ত্রুবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং সেজন্য স্থগঠিত পরিতাযার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক পরিতাযার ত্রুর্ভাগ্যক্রমে ত্রুবিদ্যার অধ্যায়টি বার পড়েছে, প্রয়োজন ও প্রসঙ্গিত ভাগিয়ে এখানে কিছু পরিতাযা গঠনের প্রচাল পাচ্ছি—সার্বিক সাফল্য ত্রুশায়ায়। প্রয়োজনীয় ও ত্রুজননীয় উপদেশ আন্তরিকতা ও ত্রুদ্বার সঙ্গে গ্রহণ করব। বক্ষমান অংশে সামাজিক ত্রুবিদ্যার কিছু পরিতাযা দেওয়া হল। অস্থবিধা এবং অস্থপইতা এড়াবার জন্য স্থানে স্থানে পারিতাযিক শব্দেব পাশে ত্রুতাত্ত্বিক বিশেষ অর্থ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য Winick-এর 'Dictionary of Anthropology' Lewis এর 'Anthropology made simple' বই ত্রুখানির সাহায্য নিয়েছি।

1. Aboriginal—
2. Aborigines—
3. Adaptation—
4. Adoption—

আদিব।

আদিবাসী, আদিব অধিবাসী।

অভিযোজন, প্রতিযোজন।

(ক) গোত্রগ্রহণ

(খ) অবস্থাপিত সম্পর্ক, নবাহবিত সম্পর্ক

বৃত্তে এই কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা সম্পূর্ণ গোত্র একটি নতুন সম্পর্কে প্রবেশ করে বা জড়িত হয় অপর ব্যক্তি বা পরিবার বা গোত্র বা গোত্রের সঙ্গে। এই সম্পর্ক নতুন হলেও বিজ্ঞাতীয় কিছু নয় এবং সময় সময় এই নতুন আত্মীয়তা আত্মাবিক অবস্থায়ও কিছু বেনী হয় অর্থাৎ সম্পর্কের নৈকট্য সবিশেষ বৃত্তি পায়। বাপ মায়ের মৃত্যু, প্রাকৃতিক ত্রুর্ধোগ, বাদস্থানিক বিপর্ষয়, বংশলোপ, মহামারী এবং বৃত্ত প্রভৃতি কারণের জন্য নতুন সম্পর্ক স্থাপন ও আহরণের প্রস ওঠে।

5. Adultery—

বীতিচ্যুত, ত্রুট ঘোঁনাচ্যুত।

নিবাহোন্তর কালে পুরুষ বা নারী যদি খেচ্চার স্ব-বানৌ বা ত্রুী ব্যতীত অপরের সঙ্গে ঘোঁনাচ্যে প্রতৃত হয় তবে তাকে ত্রুট ঘোঁনাচ্যুত বলে। অবস্ত বলপূর্বক নারীধরণ (rape) ও ত্রুট ঘোঁনাচ্যুত এক জাতের নয়। Adultery হ'ল ত্রুী-পুরুষের অইবধ সংসর্গ।

6. Affianced— বাগদত্তা ।
7. Afforestation— অরণ্যীকরণ ।
কোন স্থানকে অরণ্য বা শিকারভূমিতে পরিণত করা ।
8. Age-grade— বয়ঃক্রমিক সমাজমান ।
9. Age-class— বয়ঃক্রমিক শ্রেণীমান ।
10. Age-mate— সমবয়সী, সমবয়স্ক ।
11. Age-set— বয়ঃসাম্য ।
12. Age stratification— বয়ঃক্রমিক স্তর বিভাজন ।
13. Agriculture— কৃষি ।
14. Alienation— হস্তান্তরকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ ।
15. Amusement— শোভা, আনন্দ ।
16. Adolescent— কিশোর ।
17. Adolescence— কৈশোর ।
18. Ancestor— পূর্বপুরুষ ।
19. Ancestral— কৌলিক ।
20. Anthropologist— নৃ-বিজ্ঞানবিদ, মানববিজ্ঞানী ।
21. Anthropology— নৃ-বিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান ।
22. Cultural Anthropology— সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান ।
23. Social Anthropology— সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান ।
24. Anthropomorphism— নরক-আবোপ ।
25. Archaic Law— প্রাচীন/আদিম আইন ।
26. Aristocracy— আভিজাত্য ।
27. Aristocrat— অভিজাত ।
28. Art— কলাশাস্ত্র, হস্তশিল্প শিল্প ।
29. Artisan— কারিগর, শিল্পী ।
30. Association— অঙ্গবদ্ধ, সংঘ ।
31. Astronomy— জ্যোতির্বিজ্ঞান ।
32. Authority— অধিকার ।
33. Autochthon— প্রাচীনতম অধিবাসী, ভূমিজ । কোনস্থানের আবাসিকতম বাসিন্দাকে নৃত্বের ভাষায় "ভূমিজ" বলা হয় ।
34. Avoidance— পরিহার ।
35. Avuncular Avoidance— মাতুল সম্পর্ক পরিহার ।
36. Avunculate— মাতুল সম্পর্কবিহারী ।

37. Benedict — আশীর্বাদপ্রাপ্ত ।
 38. Bigamy — দুই বিবাহ ।
 39. Bilateral Family — বিপরীত পদ্ধতি ।

বি-পক্ষ বলতে এখানে স্ত্রী এবং পুরুষ বোঝান হচ্ছে । সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বন্টনের সময় স্ত্রী বা পুরুষ, কোন পক্ষই বিশেষ অধিকার দাবী করতে পারেনা—বন্টন ব্যাপার সমতাবেই হয় ।

40. Bilinear — বি-গোত্রধারা ।
 41. Blood Feud — পুরুষাত্মক বিবাদ ।
 42. Bodily mortification — বৈদিক কুন্তুগাধন ।
 43. Blue Blood — আতিষ্ঠাতা ।
 44. Blood money — হত্যামূল্য ।

ভূটি গোঞ্জির মধ্য হত্যাকাণ্ডিত ব্যাপার যখন অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ করা হয় তখন সেই অর্থকে "হত্যামূল্য" বলে ।

45. Bride price — কন্যাপণ ।
 46. Bride Purchase — কন্যাক্রয় ।
 47. Buffoonery — ভাঁড়ানি, হসকাণ্ড ।
 48. Cannibalism — নরমাংস ভোজন ।

এই ভোজন ব্যাপার সংকেতধর্মী অথবা সাধারণ হ'তে পারে । অতৃপ্ত সুখ, হিংসা, ধর্মাত্মক, বাৎসল্য, অহং-রাগ এবং গোঞ্জির বিচার পদ্ধতির নির্দেশ ইত্যাদি কারণে নরমাংস ভোজন প্রথার প্রচলন দেখা যায় । অপেক্ষাকৃত উন্নত গোঞ্জির সাংস্কৃতিক জীবনেও নরমাংস ভক্ষণ প্রথা চালু থাকতে পারে—এক্ষেত্রে সেটি নিত্যকর্ম আদির ধর্মচার সংক্রান্ত ব্যাপার । নরমাংসভোজীদের কুসূরও খেয়ে থাকে ।

49. Cannibalism burial — মৃতদেহ ভক্ষণ, মৃতমাংস ভোজন ।

মৃতমাংস ভোজনের পদ্ধতিতে আছে মৃতের আত্মাকে আত্মর করার ইচ্ছিত—অষ্ট্রেলিয়ার লিভারপুল নদীতীরের অধিবাসীরা এই আচার চালন করে ।

50. Cannibalism Famine — ক্ষুধাবৃত্তি নরমাংস ভোজন ।

খাদ্যের অভাবে নিত্যকর্ম জীবনধারণের তাগিদে কোন কোন গোঞ্জিতে নরমাংস ভোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । এ ব্যাপারটা বিশেষতঃ এশিয়ারে বহু প্রচলিত ।

51. Cannibalism revenge - প্রতিহিংসার নরভক্ষণ ।

প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য একগোষ্ঠী পরাজিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর এক বা বহুতর মার্মা ভক্ষণ করে এবং উন্নীত তাদের উদ্দেশ্যে জোখামুখ ও যুগান্তরক বাক্য উচ্চারণ করে ।

52. Caste— জাতি । বর্ণ ।

53. Caste System— বর্ণাশ্রম প্রথা ।

54. Celebacy— চিরকৈমার্য ।

55. Ceramics Primitive— আদিম মৃৎশিল্প ।

56. Ceremonial— আনুষ্ঠানিক ।

57. Ceremony— অনুষ্ঠান ।

58. Ceremony, farewell - বিদায় অনুষ্ঠান ।

59. Ceremony, funeral - শেষাঙ্গী অনুষ্ঠান (মৃত্যু) শোকাহুষ্ঠান ।

60. Ceremoony, nubility— বিবাহযোগ্যতাসূচক অনুষ্ঠান ।

গ্রাম সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে, শুধু আদিবাসী কেন, বহু সভ্য জাতির মধ্যেও, মেয়েরা বিবাহযোগ্য হ'লে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

61. Chart— নকশা, ভূখণ্ডচিত্র ।

62. Chemistry— রসায়নশাস্ত্র/বিজ্ঞা ।

63. Chief— নেতা, গোষ্ঠীপতি, সর্গার, মোডল, প্রধান ।

64. Chieftaincy— নেতৃত্ব, গোষ্ঠীপতিত্ব ।

65. Chronology— কালনির্ধারক, কালানুক্রম ।

66. Civilization— সভ্যতা ।

67. Clan— গোত্র, গোষ্ঠী ।

68. Clan Organisation— গোত্র/গোষ্ঠী সংগঠন ।

69. Class— শ্রেণী ।

70. Class system— শ্রেণী ব্যবস্থা ।

71. Classificatory system— শ্রেণী নির্দেশক প্রথা ।

72. Classificatory kinship— শ্রেণী নির্দেশক আত্মীয় সম্পর্ক ।

73. Club— সংঘ, সমিতি ।

74. Co-eval— সমসাময়িক ।

75. Collective ownership— সমষ্টিগত মালিকানা ।

76. Collective property— সমষ্টিগত সম্পত্তি ।

77. Collective proprietorship— সমষ্টিগত স্বত্বভোগ ।

78. Collective responsibility - সমষ্টিগত দায়বোধ ।
79. Commensal— সহভোজী ।
80. Commensalism— সহভোজিতা ।
81. Communal house— গোষ্ঠীনিবাস ।
82. Communism— সম্যাবাদ, কম্যুনিজম ।
83. Communism primitive— আদিম সম্যাবাদ ।
84. Compensation— ক্ষতিপূরণ ।
85. Community— সম্মদায় ।
86. Community endogamous— সম্মদবিবাহকারী সম্মদায় ।
87. Concubinage— উপপত্তি ।
88. Concubine— উপপত্নী ।
89. Concupiscence— কাম লালসা ।
90. Conjugal relationship— দাম্পত্য সম্পর্ক ।
91. Connubial— বিবাহ সংক্রান্ত ।
92. Connubial status— বৈবাহিক মর্যাদা ।
93. Consanguineous— সগোত্র ।
94. Consanguineous family— রক্ত সম্বন্ধমূলক পরিবার ।
95. Conservatism— রক্ষণশীলতা ।
96. Conventional— প্রথাগত ।
97. Convergent Evolution— সমধর্মী বিবর্তন ।
98. Corporeal property— ভৌতসম্পত্তি ।
99. Council of Elders— বয়স্কদের সম্মদায় ।
100. Cousin— মামাতো, পিনতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাইবোন ।
101. Cross Cousin— মামাতো-পিনতুতো ভাইবোন ।
102. Parallel Cousin— খুড়তুতো-মাসতুতো ভাইবোন ।
103. Court gester— তাঁড়, বিদূষক ।
104. Craft— হস্তশিল্প ।
105. Creation story— সৃষ্টিগল্প ।
106. Cult— ধর্মমত ।
107. Cult Fertility— উর্বরতা বিধানক ধর্মমত ।
108. Culture— সংস্কৃতি, জীবনায়ন ।

গত ১৫ই আগস্ট, '৬৭ মিলনী পাঠাগারের নিজস্ব ভবনের কারোকাটন কক্ষ তথা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কক্ষ হয়। গ্রন্থাগার সতৃপ্তি ত্রিভিজেব্রন্য চক্রবর্তী গ্রন্থাগার গৃহের উদ্বোধন করেন এবং অর্জুনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় প্রবীণ আইনজ্ঞ ত্রিপ্রদ্যোতুম্বার সরকার। ত্রিপ্রদ্যোতুম্বার সরকার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনার "স্বাধীনতা" শিল্পীশ্রেণী একটি সভাপ্রদ্যোতুম্বার সরকারের আয়োজন করেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক ত্রিপ্রদ্যোতুম্বার সরকার উপস্থিত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান করেন।

২৪ পরগণা

বাক্সের পাঠাগার (প্রাচীন গ্রন্থাগার) । সারাজীবন, বজবজ

গত ১-ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দারাজীবন বাক্সের পাঠাগারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভাটপট্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সন্মানে আনন করা হয় । এই সন্মানে বিভিন্ন বক্তা তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন । আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন শ্রী ব্রজেনবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীনীকুমার বোহা, শশীকান্তের রাইতি, তুষার ঘোষ, শমীর মুখোপাধ্যায়, অশীমকুমার দত্ত ও পূর্ণিমা বসু । সন্মানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীধর্মদাস বিশ্বাস ।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার । জাড়গ্রাম

গত ২৭শে আগষ্ট, '৬৭ সন্ধ্যায় অহুসোদিত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে ৪৩শ বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীযোজনা পত্রিকার সভাপতিশ্বে অর্ঘ্যকৃত হয় । সভাপতি সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক শ্রীযোজনা চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৬-৬৭ সালের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন । কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ১০,১২৮ এবং সন্মত সংখ্যা ১১২ জন । বিভিন্ন গ্রামে এই গ্রন্থাগারের পাঁচটি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ।

সুতায় পাঠাগার । কটকবার, কালনা

সুতায় পাঠাগারের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩১শে আগষ্ট, '৭৪ অর্ঘ্যকৃত হয় । বর্তমানে গ্রন্থাগারের সন্মত সংখ্যা ১২৫ জন, পুস্তক সংখ্যা ১২৫০ । গত বছর দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যকল্পে পাঠ্যপুস্তকের একটি বৃক-ব্যাক স্থাপন করা হয়েছে । মোট পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ৫০০ । গ্রন্থাগারে নববর্ষ, সুতায়চন্দ্রের জন্ম-দিবস, বরীজ জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের জন্মদিন লাড়করে পালন করা হয় । নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন :

শ্রী নিত্যানন্দ দাস (সভাপতি), শঙ্করাথ লাহা ও স্বধীরকুমার দাস (সহঃ সভাপতি), দিলীপকুমার মল্ল (সম্পাদক), মধুসূদন কুণ্ডু ও ধীনবন্ধু লাহা (সহঃ সম্পাদক), গোবিন্দচন্দ্র রায় (গ্রন্থাগারিক), দিলীপ কুমার মোদক (কোষাধ্যক্ষ), মহাশয় বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক-সম্পাদক), অমর আদিত্য (পত্রিকা-সম্পাদক), দৌলহরি ভট্টাচার্য, বিশ্বজিত গোস্বামী, বিজয়চাঁদ কুণ্ডু, চিত্তরঞ্জন সিংহ, শান্তি সত্যকার (সদস্যবৃন্দ) ।

বীরভূম

গ্রন্থসংগ্রহ সেম কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর।

গত ২২রা সেপ্টেম্বর, '৬৭ গ্রন্থসংগ্রহ সেম কৃষ্টি পরিষদ আয়োজিত এক সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীশঙ্করাধার দল্লিক মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা তথা আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় তাৎপর্য দান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমল্লিককে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীমল্লিক ও উপস্থিত সুবীজন ঐশ্বাগার পরিদর্শন করেন ও ঐশ্বাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন।

মুর্শিদাবাদ

বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার। বালিয়া।

গত ১৫ই আগস্ট বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার সেম মহাশয়ের নেতৃত্বে বালিয়া পল্লীমঙ্গল পাঠাগার সমিতি ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে সাড়বরে স্বাধীনভাষিবল পালন করা হয়। বালিয়া অঞ্চলের কনভেনর শ্রীপ্রভাত কুমার সিংহ ও বালিয়া গ্রামসভা অধ্যক্ষ শ্রীঐবজ্ঞনাথ অধিকারী মহাশয় এবং গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রত্যন্ত ফেরী গ্রাম পরিভ্রমণ করে এবং একটি রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দান করেন। শিশুদের দ্বিরাহ বিস্তরণ করা হয়। বিকালে সমিতির সভ্যগণ একটি প্রীতি ফুটবল খেলায় আয়োজন করেন।

মেদিনীপুর

গত ২২শে জুন, '৬৭ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভগবানপুর থানার বঙ্গনীকান্ত পাঠাগারের নৃতন ভবনের আয়োজ্যটন করা হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীতাপনদ্র স্বাইতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীবিশ্বমঙ্গল দাস। কবি রজনীকান্তের জীবন ও ঐশ্বাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

ছাঁওড়া

ভারত পাঠাগার। ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

পাঠাগারের বিংশতিতম বাৎসরিক সভায় কাব্য-বিবরণী থেকে তানা যায়, ঐশ্বাগারের বর্তমান সমস্ত সংখ্যা ৩৫৫ জন (সাধারণ বিভাগ), ৬১ জন (বিশেষ বিভাগ) এবং মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৬৫৭ বানি।

ব্রহ্ম সমালোচনা

বর্ষ পরিচয় (প্রথম ভাগ)—ঐ অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,

প্রকাশক : শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০তালি বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬। মূল্য ২৮।

ধর্মের ও প্রেমের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানব সমাজ গড়ে উঠেছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সকলতার মূলেও রয়েছে ধর্ম ও প্রেমের উপর বিশ্বাস। ব্যক্তির যখন নিজের বিশ্বাসের উপরে সন্দেহ জাগে, যখন সে তার বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে তখনই তার জীবনে আসে অস্থিরতা, তখনই তার নিজের সঙ্গে নিজের মিল থাকে না। আমাদের আধুনিক সমাজের অবস্থা ঠিক ঐরূপ। সমাজের মানুষ এখন পথহারা—যেন একটা চৌরাসাথ ঘোড়ে দাঁড়িয়ে—পথের নিশানা নেই! “ধর্ম-পরিচয়” তার পথের নিশানা দেবে।

“ধর্ম-পরিচয়” জ্ঞাতি, ধর্ম, শিকার মান নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির মনেই ধর্ম এবং প্রেমের উপর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে। বইখানি পড়লে মনে হয়, লেখক “যেন গভীর উপলব্ধির সহোবয়ে অবগাহন করে নির্মল চক্ষু চরেছেন—লেট দৃষ্টিতে পাঠক ও যেন তার পৃথিব্যকে দেখে চমিতার্থ হতে ওঠে”। লেখক যখন ও সাধন ব্যাং বাহা উপলব্ধি করেছেন—তাহাই লিপিবদ্ধ করেছেন। তারকারদিয়ে পথ অসম্ভব করেন নাই।

যাহবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ধর্ম ও ধর্ম শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমানলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ বহুনাথ সিংহ, বরীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহরিদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং আরো অনেকে যে বইখানির ভূমি প্রাঙ্গণ করেছেন তা নিরর্থক নয়।

আজকের সমাজের মানুষের মধ্যে এ বইখানির বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য বাংলায় গ্রন্থাগারগুলি এগিয়ে আসবে বলে মনে করি।

রাঙ্কুহার মুখোপাধ্যায়

আকাশ প্রদীপ—সুখরঞ্জন রায় ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৪। শ্রীবিহাররঞ্জন রায় কর্তৃক ১নং রায় বাগান স্ট্রিট, কলিঃ-৬ থেকে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান : এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ৩৮ টাকা।

‘আকাশ প্রদীপ’ বর্গত সুখরঞ্জন রায়ের একটি কাব্য নাট্য। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। নাট্যকারে এই রূপক কাব্যটি বোল অক্ষরের দ্বারা পরায়ে প্রতিষ্ঠিত। এক হিসেবে একে গদ্য কাব্যও বলা চলে, কেননা, এর ভাষা অনেকটা গল্পের মতই।

“কল্পনায় অজিনবহু, প্রতীকময় ভাষের গভীরতা, নাটকীয় তত্ত্ব, ভাষার সাবলীলতা, অলংকার প্রয়োগের স্বকীয়তা এবং ছন্দে বৈচিত্র্য ও স্বভাৱ প্রবাহ, সবু্যমিলিয়ে কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী” —বইখানি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন।

৷শ্বখরজন রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। এক সময়ে সাহিত্য সমালোচক ও স্থলেপক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ‘আকাশ প্রদীপ’ কাব্যখানি তাঁর ডেইলি-চক্ৰিয় বছরের রচনা হলেও এই তপক কাব্য রচনায় তাঁর পরিণত মনের ছাপ রয়ে গেছে। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও সে যুগে এটি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেনি। শ্বখরজন বীরাঙ্গুণের কবি ছিলেন। অতি-আধুনিক বাংলা কাব্য অতঃপর বহু মোড় ঘুরে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানেও হয়তো তাঁর এই কাব্যটি একেবারে অচল বলে গণ্য হবে না। সুতরাং এই কাব্যটির পুনঃ প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

হিন্দুযুগে বীণময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা—ঐতিহ্যমাণ্ড ভূষণ সরকার। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: (১) পুঁথি-পুস্তক, ৩৪মং মোহন বাগান লেন; (২) মুখার্জী বুক ষ্টল, বড়বাজার, মেদিনীপুর; (৩) গ্রন্থকার: অধ্যক্ষ, ষড়্গগপুর কলেজ, মেদিনীপুর। ৮৬ পৃঃ। মূল্য ৪.০০ টাকা।

হুহ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সন্ধে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং বীণময় ভারত বা ইন্দোনেশিয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চল ছুড়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় সভ্যতার যে প্রসার ঘটেছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বহিঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতে এই প্রথম রমনীর বীণগুলির সন্ধে ভারতবর্ষের গভীর যোগাযোগের কথা ভেবন তবে প্রতিকলিত হতে দেখা যায় না কিন্তু নৌজাহাজক, বৃহৎ কথা, ইতিথি,য়ান-মাগরের পেথিগ্রাস, টলেমির জুগোল, মিনির জাচারালিস হিষ্টেরিয়া, চীনদেশের দ্রববারী ইতিহাস ও অজ্ঞাত ইতিবৃত্তে, বিদেশী পণ্টকের অমণ বৃত্তান্তে, ভাষাশাসন ও শিল্পক্ষেত্রে সে যুগের ইতিহাস পাওয়া যাবে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ভারত থেকে হিন্দুঃ এসে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ ও জনপদ গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাবের কলে এখানকার ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার আবুল পরিবর্তন ঘটে গেছে কিন্তু হিন্দুগুণের স্বাক্ষর আজও রয়ে গেছে এখানকার ভাষায়, নাটকে, শিল্পে, লোক-সাহিত্যে ও সামাজিক উৎসবে। এখনো এখানে রামায়ণ-

মহাত্মারন্তর নায়ক-নাটিকা নাট্যে আনিভূত হয়। এই সকল একত্রে নব-নবী নগর, পাহাড়-পর্বত প্রকৃতি ভারতীয় (পংস্কৃত) নামের আশ্রয় বহন করছে। চিহ্ন রয়েছে গেছে এখানকার মন্দিরের কালকায়মর স্থাপত্য ও ভাঙে। ইন্দোনেশিয়ার শিল্পে ভারতের গভীর প্রভাব দেখা যায়। বীশমর ভারত ও ভারতবর্ষে মতো বহুকালব্যাপী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বববীশ বা জাত্যর পশ্চিমাংশে সংস্কৃত ভাষার পল্লব যুগের অক্ষরে লেখা পাওয়া যায়। জুমাত্রা, বববীশ, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার আধিস ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্ভবতঃ বহির্ক অভিব্যক্তিগণের দ্বারা ই স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারে ঠিক কামা অগ্রণী হয়েছিলেন আজ আর তা নিশ্চয় করে বলার কোন উপায় নেই।

ইতিহাসের যুগে যখন অসংখ্য সামন্ত শ্রীবিজয় ও নৈলেন্দ্র, হোলিক, রত্নপতি, মন্তরাম, কবিত্তি, সিন্ধুগতি প্রভৃতি রাজ্য এবং রাজবংশের ইতিহাস পাচ্ছি। এই সকলে প্রাপ্ত সংস্কৃত অঙ্গুশাসনগুলি যে সম্রাট ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তা সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। স্ববর্ষীশে সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক অশুভ ব্যক্তির নাম কলার বিকাশ ঘটে। মধ্য স্ববর্ষীশের নৈলেন্দ্র রাজ্যের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বীণময় ভারতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন এবং স্ববর্ষীশ, মালয়, সুমাত্রা ও ইন্দো-নেসিয়ার কিছু অংশ নৈলেন্দ্র রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। এরা ছিলেন মহাবান বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই যুগে ভারতীয় ও স্ববর্ষীশ শিল্পীগণ মধ্য জাতিতে প্রাণ প্রাচুর্য ও শিল্প প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন রেখে গেছেন। এই সকল স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে বিনু ও বৌদ্ধ মন্দির উভয়ই আছে। স্ববর্ষীশের বিরুদ্ধে অধিত্যকার মন্দিরগুলি, বিশেষ করে 'চতী ভীম' মন্দির সহজ পাতিজাত্য, অলঙ্কার এবং তাম্বকের দিক দিয়ে গুপ্তযুগের শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া মধ্য স্ববর্ষীশের জোগ-জাকার্ডা, সুজাকার্ডা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন উপত্যকার লোতো জংগ্রাঙ্গের মন্দির, 'চতী কলসন' এবং নবম শতকে নির্মিত 'চতী দেবু' বিখ্যাত। বিরুদ্ধে অধিত্যকা এবং প্রাচীন উপত্যকার সাক্ষাৎকার জাতগার অবস্থিত কেহুর বিখ্যাত প্রাসাদ—প্রাচীনকার মন্দিরগুলির মধ্যে 'চতী মেতুং', 'চতী পাকন' এবং 'বরবরু' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি দক্ষিণ ভারতের মামলপুরের মথ, ইন্দোরের কৈলাসমন্দির এবং বাংলা দেশের পাটাতনপুরের মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্য বঙ্গোপসাগরের তীরে এই যুগে যে বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই যুগের বঙ্গোপসাগর সাহিত্যে অবশ্য তার কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। 'অমর-নাশা' ব্যতীত এই যুগে অল্প কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। কবিরি যুগের আদির পূর্বে কবি ডিঙন 'কৃষ্ণায়ণ' নামক কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ-কবীর গ্রন্থোদ্যোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে 'হরন শাস্তক' নামে আর একখানি স্মৃতি কাব্য রচিত হয়েছিল।

পূর্ব স্ববর্ণীণে দশম-একাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের আদিপর্ব, ভীষ্মপর্ব, এবং 'শিবশাপন' গ্রন্থ প্রাচীন স্ববর্ণীণীর ভাষায় রচিত হয়। রাজা জয়ভদ্রের রাজত্বকালে 'ভারতবৃন্দ' নামক কাব্যটি রচিত হয়েছিল (১১৭৭ খৃঃ)। এ ছাড়া 'হরিবংশ', 'যশস্বদন' এবং লভ্যবতঃ 'ভোমকাব্য'টিও এই সময়টাই রচিত হয়েছিল।

সিন্ধুনাথি রাজ্যের প্রাধান্যকালেও কয়েকটি চন্দ্রর সুলতান মন্দির নির্মিত হয়েছিল। 'চতী কিরণ', 'চতী সিন্ধুনাথি', 'চতী জাগো' প্রভৃতি এই যুগের অন্ততম বিখ্যাত মন্দির। তারুণ শিল্পের মধ্যে সিন্ধুনাথি প্রজাপারমিতার মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে 'হাজলতিগুণল' নামক গ্রন্থ এবং 'পার্বজ' কাব্যটি খ্যাতি লাভ করেছিল। মনে হয় মঙ্গলহিত যুগেও বিশেষভাবে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল, কিন্তু প্রাচীন স্ববর্ণীণীর সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটি এ যুগের রচনা তা বলা শক্ত।

এ যুগের স্বাণভাষিণী ও তারুণের নিদর্শনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'চতী পনত্তরনের' মন্দিরগুচ্ছ। এতে রামায়ণ ও কৃষ্ণাৰ্ণ-এর বিভিন্ন দৃশ্য মন্দিরের গায়ে মিলিয়ে ধাকা হয়েছে। বাই হোক, স্ববর্ণীণে, বলিচীণে ও বীশমর ভাষাতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকীরণের এই যুগের স্বাক্ষর রয়ে গেছে পরব্রহ্ম হস্তাক্ষরে, যথা জাতার হোলিশ নামে, স্ববর্ণীণের প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষরে; প্রাচীন চাম ও থেমর তারুণের গুপ্তযুগের রচনাশৈলীতে, প্রাচীন চুনানের অলংকরণ রীতি এবং লোমসুত্রের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রীতির সামঞ্জস্যে চম্পা-কম্বুজের বিভিন্ন যুগের হস্তাক্ষরে। এখানে 'এক সময়ে রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরবাসের ভাষা ছিল সংস্কৃত, স্বাণভাষিণী ছিল ভারতীয় আদর্শে উৎকৃষ্ট, সমাজে চতুর্বর্ণের প্রচলন ছিল। যাগবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, দূরত্ব ও কালমাপক শস্ত্র, কাব্য, ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথা, আইন-কানুন, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিয়ে এই অঞ্চল একসময় এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ রচনা করেছিল। এখানকার অধিবাসিগণ মাজ ও জয় থেকে যুড়া পর্যন্ত ভারতের অভীত ঐর্ষ্যের ধ্বংসপ্রসূতির মধ্যে বাস করে।'।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিমাতভূষণ সরকার এরজন রূপান্তর ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্যাবিজ্ঞান। বীশমর ভারত সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক পুস্তক আছে। তাঁর 'Indian influences on the Literature of Java and Bali' গ্রন্থখানির অসুত্রপ অত্র কোন গ্রন্থ না থাকায় এখনো ইউরোপীয়, আমেরিকার এবং অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এটি পঠিত হয়ে থাকে। ১৯৬৪ সালে নতাইলীতে অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক ভারতবিশ্তাবিশ্লেষণের কংগ্রেসে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার একটি শাখার (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) সূচায়ন করেন এবং ঐ শাখার সম্পাদক হিসেবে তাঁর রিপোর্ট পেল করেন :—

• Sarkar, H. B.—South-East Asian studies. In 'Oriental studies in India: 26th International Congress of Orientalists', New Delhi, 1964, pp. 123—132. অষ্টম।

প্রকৃতপক্ষে ইয়োহান্নার ভারতবিদ্যাবিদ প্রতিগণই এই শাখাটিতে ঐশ্বর্যনতঃ গবেষণা করেছেন। ১৯৩০ দাল থেকে যে কয়েকজন স্থপতিত ভারতীয় ঐতিহাসিক এ বিষয়ে গবেষণার লিপ্ত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ নীলকণ্ঠ দাশী, ডঃ বি. সি. ছাংরা, এবং শ্রীযুক্ত হিমাংশু ভূষণ সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঐশ্বর্যর যে বাংলাভাষায় এই ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেছেন এমনকি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আলোচ্য পুস্তকটি মূল গ্রন্থের দ্বারা প্রথম পরিচ্ছেদ। সমগ্র পুস্তকখানিতে মোট ২৭টি অধ্যায় আছে। স্বভাবতঃই এরূপ একটি সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ—যা কিনা অসংখ্য উপজ্ঞানও নয়,—প্রকাশ করতে বাংলাদেশের যুব কম প্রকাশকই আগ্রহী হবেন। যেদিন পূর্বের 'মাদারী প্রেস'কে বক্তব্য দে খাওয়া এই বইখানি ছাপার কলে বীপনয় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণার পরিচয় বাংলা ভাষায় পাঠকের জ্ঞানার সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে আলোচ্য গ্রন্থটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাণ ও বানান তুল দেখা গেল যেটা এই ধরনের বইতে না থাকলেই ভালো হত। বাই হোক, আরও পূর্ণাঙ্গ পুস্তকখানি প্রকাশের প্রতীক্ষার চইলাম।

নির্বলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

দর্শক। ৮ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭। সম্পাদক : রবি সিন্ধু, দেবকুমার বসু। ৬মং বন্ধিন চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। ২৪ পৃঃ। মূল্য ১'০০ (প্রতি সংখ্যা : ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫ পয়সা ; বার্ষিক সভাক ৫'০০ টাকা)।

'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ' পরিচালিত পাকিস্তান পত্রিকা 'দর্শক'-এর এই পুস্তক-সংখ্যাটি বেশে আরও বিশেষ আনন্দিত হলাম। যদিও 'দর্শক' নাট্য পরিষদের পত্রিকা, কিন্তু নাটকই এর একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। চিত্রকলা, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, দলীত, নৃত্যকলা, সমাজ ও অর্থনীতি, নৃত্য, বিজ্ঞান ও বাস্তুশাস্ত্র ইত্যাদি বহুমুখী আলোচনার পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। অস্ত্রান্ত বিষয়ের মত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এবং বইয়ের খবরও এতে থাকে। বিশেষ করে চিত্রকলা, স্থাপত্য ও শিল্প সংক্রান্ত কোটোগ্রাফ ও স্কেচ পত্রিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই পত্রিকার আলোচনা প্রতিপূর্ণ, সুস্থ ও বলিষ্ঠ। বিভিন্ন বিভাগের লেখকদের আলোচনাগুলি সংবেদনশীল মন ও গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। রচনাগুলির কোনটি আকর্ষণ, কোনটি স্বাক্ষর বিহীন। আলোচ্য সংখ্যাটিতে আছে : দর্শকের কথা (সম্পাদকীয়) ; গগনেন্দ্র নাথ—অশোক ভট্টাচার্য ; জন ভারদ্বাজ ; কয়েকটি দ্রুপদ্য চিত্র—ডঃ হাইন্স মোতে ; আবারের নাট্য লম্বা ; ছো-নাচের আদিকথা—স্বর্গীয় কুমার করণ ; শিল্প গবেষণার পটিন বছর—সুভাষ চৌধুরী ; চলচ্চিত্রের ব্যবহারিক দর্শন—বায়ান সাহা ; শার্প বোধলেয়ার সম্পর্কে তত্ত্ব দত্ত—পন্নব পেন্ডু ; কবিতার ছবি—অমিতাভ দাসগুপ্ত ;

সোভিয়েতে বহীঃপ্রনাথ ; তাম্ভর্গ সম্প্রতি চিত্রানিচর—বেবী প্রদাদ বাহ চৌধুরী ; সংকায়ী স্বপ্ন ; মৃৎস স্ত্রী চিত্রাবলী ; শিল্পাভা ; একটি বিশ্বত শিল্প ; নৃত্য ; শব্দীত এবং আরো কয়েকটি দেখা ।

নির্ব্বলেন্দু মুখোপাধ্যায় ।

LIBRARIAN: Journal issued on the occasion of re-union of the students of the Deptt. of Library Science, Jadavpur University. V. 1. Aug. 12, 1967. Published. by the Students' Re-union Committee, Deptt. of Library Science, Jadavpur University, Calcutta. 32

ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত আনন্দ-পত্রিকাগুলি বর্তমানই গড়াহুগতিক । সংযোগতভাবে এগুলির বংশগতি ঘটলেও গুণগত মূল্যায়নের পর উল্লিখিত হবার মতো কিছু থাকে না । এবং বেহেতু পাঠকবর্গের দৃষ্টিতে এগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় না, সেহেতু লেখকবর্গও প্রকাশের ক্ষমতা হ্রাসিত হওয়াগুলির গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে কদাচিত্ সচেতন হন ।

এ-সকল বাধা, অসুবিধা ইত্যাদি বর্তমান যেনও হালবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের শিক্ষার্থিবর্গ তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে সমালোচ্য এই যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছেন, যা নিরক্ষিত প্রকাশনার আশাত সম্ভাবনার সম্মুখীন—এ-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উল্লিখিত হবার মতো ।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে ফ্রটি, অল্প দৌঃবেব প্রাতি অবহেলা ও সর্বোপরি সবক'টি লেখার উচ্চমান বজায় না থাকা সত্ত্বেও এ-প্রচেষ্টা প্রশংসার্য এ-কারণে যে, এটি প্রকাশ করেছেন একজন এককল ছাত্র-ছাত্রী ব্যাং গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সন্ম পদক্ষেপ করলেন ; অথচ তাঁদের এই প্রথম প্রচেষ্টাতেই তাঁরা এ-বৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে প্রথম চেতনা ও গভীর বহুকের পরিচয় দিলেন । এ-কথা নিঃসন্দেহে আশাবাহক ।

ঐচ্ছিকজন বন্দোপাধ্যায় তাঁর লেখাটি একজন একটি সংকলনে প্রকাশের ক্ষমতা দিলেই বোধহয় তাল করতেন ।

আশা করা যায়, আগামী বছরে উপচোক্ত ফ্রটিগুলি দূরীকৃত হবে আরো উন্নত-মানের একটি সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হবে ।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ।

পরিষদ কব।

কাউন্সিলের প্রথম সভা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ পরিষদের সাক্ষ্য কার্যালয়ে নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পরিত হয় এবং নতুন বছরের আর-বাহের লিখিত গ্রহণ করা হয়। ঐ সভায় কাউন্সিল থেকে কার্য-নির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত সভ্য/সভ্যাবৃন্দ নির্বাচিত হন।

সর্বত্রী চক্ৰবর্তী সেন, ভূবার সান্তাল, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, প্রবীণ গাঙ্গুলী, বাণী বহু, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও সুনীলবিহারী ঘোষ।

এদের অন্তর্গত উপ-সমিতিগুলি গঠিত হয়। পদাবিকার বলে প্রতিটি উপ-সমিতিতেই এঁরা থাকবেন :—

পরিষদের সভাপতি ; কর্মসচিব ; কোষাধ্যক্ষ ও 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক।

আর-বাহ সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক : শ্রীকৃষ্ণাস চট্টোপাধ্যায়

সভ্যগণ : সর্বত্রী অমিনীকুমার সেন, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী ও পূর্ণেন্দু প্রামাণিক।

কারিগরী পঠন-পাঠন ও সহায়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিকা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

সভ্য/সভ্যগণ : সর্বত্রী তপন পেনগুপ্ত, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, নায়ায়ণ চক্রবর্তী, প্রবীণ দে, মনোজোষ চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ঘোষ, সুনীলবিহারী ঘোষ, সুবীণ ঘোষ ও হিরণ দত্ত।

গৃহনির্মাণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীচক্ৰবর্তী সেন

সভ্যগণ : সর্বত্রী অনাথবন্ধু দত্ত, শুকপদম দাপগুপ্ত, গোবিন্দ মল্লিক, দিলীপকুমার বহু, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, বামরঞ্জন তট্টাচার্য ও সরলবন্ধু দত্ত।

ଐଶ୍ଵାଗାର ଓ ମାଟିକଳ୍ପ ସମିତି

ସଭାନେତ୍ରୀ : ଶ୍ରୀମତୀ ବାମି ବହୁ

ସମ୍ପାଦକ : ଶ୍ରୀ ଅମୋଗକୂମାର ବହୁ

ସଭା/ସଭାଗଣ : ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅକଳକୂମାର ବାହ, ଅକଳା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନୀର ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ, ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ, ତୁଷାର ମାହାଲ, ଦୀନକରଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଭାବହୁ ସୋହ, ହନୁଲ ଦେ ଓ ହିରେନ ଦତ୍ତ ।

‘ଐଶ୍ଵାଗାର’ ପତ୍ରିକା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମିତି

ସଭାପତି : ଡଃ ଆଦିତ୍ୟକୂମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ସମ୍ପାଦକ : ଶ୍ରୀନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ

ସଭା/ସଭାଗଣ : ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅନବଦ୍ଧ ମାହାଲ, ଅମିତା ମିତ୍ର, ଋଷା ମତ୍ତ, ଶ୍ରୀତା ମିତ୍ର, ଚକଳକୂମାର ମେନ, ତପନକୂମାର ମେନଶଫ୍ଟ, ଦେବେଶଚନ୍ଦ୍ର ବାହ, ମହମ୍ମଦକୂମାର ଦତ୍ତ, ବାମି ବହୁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମେନ ଓ ହନୁଲବିହାରୀ ସୋହ ।

ଐଶ୍ଵାଗାର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମିତି

ସଭାପତି : ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ

ସମ୍ପାଦକ : ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଭୂଷଣ ସୋହ

ସଭାଗଣ : ପରିସର ଓ ମାଟିକଳ୍ପ କୋମେଟ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ ଓ ପରିସର ଐଶ୍ଵାଗାର ଓ ଐଶ୍ଵାଗାରିକ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଚକଳକୂମାର ମେନ, ଦିନୀପ କୂମାର ବହୁ, ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାକାଶ, ଦମିତ୍ରୁଷଣ ବାହ ଓ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ ।

ବେତନ ଓ ମନସ୍ୟାମାନ ସମିତି

ସଭାପତି : ଶ୍ରୀ ଅଜିତକୂମାର ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ

ସମ୍ପାଦକ : ଶ୍ରୀତୁଷାର ମାହାଲ

ସଭାଗଣ : ବନ୍ଦୀ ଐଶ୍ଵାଗାର ପରିସର ଖେଳ ପଞ୍ଚିମବଦ୍ଧ ଐଶ୍ଵାଗାର କର୍ମୀ ମହାବଳ ସମିତିରେ ହରୋନୀତ ମାତ୍ରଜନ ପ୍ରାତିନିଧି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅବିନୀ ମେନ, ଉତ୍ତର ମାତ୍ରଶଫ୍ଟ, ନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶ୍ରୀନୀପ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରସାଦ ଦେ, ବାହାବଜନ ଡକ୍ଟରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମେନ ।

সংগঠন ও সংযোগ সমিতি

সভাপতি : শ্রীচরভট্ট শর্মাচার্য

সম্পাদক : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

সভা/সভাপাঠ : কাউন্সিলের সমস্ত প্রতিনিধিত্ব সভা এবং সবস্ত্রী অমিতা মিত্র, অমিতা বসু, অরুণ বসু, অশোককুমার বসু, অশ্বিনী সেন, কৃষ্ণা বসু, গীতা মিত্র, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ মল্লিক, চকলকুমার সেন, জহর দাশগুপ্ত, নাগেশ্বর চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব সিংহ, প্রবীণ দে, প্রবীণ বারচৌধুরী, বিনয় বসু, বিজ্ঞানসু বোস, স্বপন মল্লিক, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শিগা গুপ্ত। সভাপতি সেন, হুচিরা বোস ও সুবীর বোস।

Association Notes,

পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিল

গত সংখ্যায় প্রকাশিত অর্থ সাহায্যের বিবরণের পূর্বে আরও যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য তহবিলে জমা পড়েছে (২০১০.৩৭ পর্যন্ত) তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

শ্রীচরভট্ট মুখোপাধ্যায়—	২০
• বীণা সেনগুপ্ত —	২৪
• অশোক বসু—	৫
• নমিতা মুখোপাধ্যায়—	২

গ্রন্থাগার কর্মী-সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের মৌন মিছিল

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার-কর্মী কো-অভিযোজন কমিটির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও এলিগেটিক পোস্টাইটির কর্মিবৃন্দ তাঁদের দাবীর সমর্থনে মৌন মিছিল করে রাইটাস' বিল্ডিং অতিথিতে অগ্রসর হন। মিছিলটি দিয়ে রাজস্ববনের কাছে পৌঁছবার পানিকটা আগেই এসম্মানেড ইণ্টে পুলিশ কর্তৃক মিছিলের গতিরুদ্ধ হয় এবং মিছিলের পদাভিকগণ সেখানেই বন্দ পড়েন। মিছিলে দুই শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী যোগ দিয়েছিলেন।

অতঃপর এক প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য রাইটাস' বিল্ডিং-এ যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন : সইত্রী শ্রীবীর রাহচৌধুরী, মৌবেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবীর বে, তুবার সাক্তাল, অনিল দত্ত, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত পেন, যিঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ বর্গজন। শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সম্বলিত একটি স্মারকপত্র প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দেন। এই স্মারকপত্রে বলা হয়, নতুন বেতনক্রমে কেবলমাত্র স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে; তাছাড়াও যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন এতে তাঁদের সম্পর্কে কিছু করা হয়নি। এ বিষয়ে ভারত সরকার নিয়োজিত লাইব্রেরী এডাল্টাইসরি কমিটির সুপারিশও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীও অবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের তিন মাস পর পর বেতন প্রাপ্তির অবসান, স্থল-কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অহুমারে একই রকম বেতন ও ভাতার প্রবর্তন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের জন্য এই স্মারকপত্রে দাবী করা হয়।

এই সকল দাবীর অনেকগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও দাবী পূরণের কোন আশাব্যক্ত প্রতিক্রিয়া অল্প শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। গত ১লা আগস্ট শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে তাঁরা একটা কিছু করবেন। বাই হোক, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সকল দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি-দলকে আগামী ২৪শে অক্টোবর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অহুরোধ করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ এই প্রস্তাবে সন্মত হন। ২৪শে অক্টোবরের এই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে মনে করা হচ্ছে।

এলিগেটিক পোস্টাইটির এমগ্রিজি ইউনিয়নের সেক্রেটারী ত্রিবিঞ্জন গুপ্ত পোস্টাইটির কর্মীদের প্রাইভেট কলেজের অ-শিক্ষক কর্মীদের মত অর্থাৎ শ্রীবীর কর্মীদের ৪৮ টাকা এবং নবীনদের ৫০ টাকা ভাতা দেবার সুপারিশ করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বরের এই মৌন মিছিল কলকাতার রাজপথে গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বিতীয় মৌন মিছিল। তপু ইর্বি শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকগণ গত ১লা আগস্ট মিছিলে

সামিল হয়েছিলেন। এবারে তাঁরা মিছেমাই মিছিল বের করলেন। অসংখ্য শোটার এ ফেট্টন শোভিত মিছিলটি যখন সুবোধ মল্লিক কোয়ার্থ থেকে বাত হয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে রাজভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন পথের দুপাশে অনেক কৌতুহলী লোকের ভীড় জমে যায়। অবশ্য মিছিলের নগরী কলকাতার গ্রন্থাগার কর্মীদের এই মিছিল পছন্দবাসীর মনে কতটুকু দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদাই বা সন্তোষকর কি, সে বিষয়ে যদিও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তবু পশ্চিম বঙ্গের দুই দুর্ভাগ্য অঞ্চলের গ্রাম ও শহর থেকে অনেক কঠোরিকার করে যে সকল গ্রন্থাগার কর্মী মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা কিছ্র সামগ্র্যই; দীর্ঘদিন অবহেলিত ও উপেক্ষিত এই সকল গ্রন্থাগার কর্মী তাঁদের প্রাণ্য স্বার্থা এবং বাঁচবার মত বেতন চান।

এই মিছিল থেকে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট হল যে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের কিছু কিছু কর্মী এই মিছিলে সমবেত হয়েছিলেন তবু কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত প্রায় ১০০০ গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে বড় দোহর ৪০ জন এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সে তুলনায় অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও মঞ্চবল থেকে অনেক বেশী গ্রন্থাগার কর্মী এসেছিলেন।

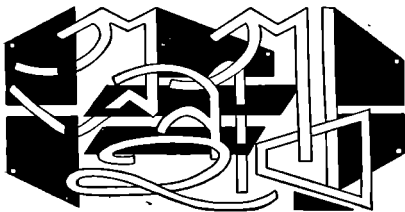
পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সন্মেলন '৬৭

হাওড়া শাখা-২য় বার্ষিক সন্মেলন

গত ২৮শে মে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীতে সন্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আয়োজক প্রিন্সিপাল মজুমদারের আহ্বানে হাওড়া জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সন্মেলন অধিষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া জেলা পাঠাগার সচিবের সম্পাদক ত্রিগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথি শ্রীঅনুব্রতলাল মজুমদার এম-এল-এ মহাশয়ের অধ্যক্ষত্বের অস্তবস্থিতির অস্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ত্রিগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সাতা পশ্চিমবঙ্গের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার দত্ত ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীপ্রবীঃকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীবিজয়দ্রুপ সুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্রকুমার সেন।

জেলার ০৭টি গ্রামীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ৭২জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দ্বানীঃ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সন্মেলনে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতি কামনা করিয়া ভাষণ দেন।

সন্মেলনের অস্ত সুপন ব্যবহার করিয়া প্রতি লাইব্রেরী সদস্য ও লাইব্রেরী দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১০ পরমা সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই সন্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে কোন সদস্য বা অতিথিদের নিকট হইতে কোন "ডেলিগেট ফি" ও "মিল চার্জ" গ্রহণ করা হয় নাই।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

২০শে ডিসেম্বর (সম্পাদকীয়)

ডাঃ রত্ননাথনের অভিভাষণ

পূঁবি পুঁদের শত্রু কীটপতঙ্গ—(২)

পঞ্চম জুয়ার দত্ত

২৮৭

উইলিয়ম কেবী—জুগাল সিংহ

২৯৩

বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন—(৪)

২৯৮

শ্রদ্ধাঙ্গ বঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

এই কলকাতায় এখন

পরিষদ কবা

গ্রন্থাগার সংবাদ

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পরস।। কল্লীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা যুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য মন্তব্যনা পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংখ্য কার্যালয়ে (৩০ হজুরীমল লেন, কলি-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩১৫
- “গ্রন্থাগার” সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মাসাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০/- টাকা
“ ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০/- টাকা
মাসাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০/- টাকা
“ ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫/- টাকা
মাসাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০/- টাকা
“ ” অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫/- টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০/- টাকা
“ ” অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬/- টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

মাতা (আজীবন)	১৫০/- টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫/- টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক-৪/- টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫/- টাকা



N. B. A. Publications.

COMMUNISTS CHALLENGE IMPERIALISM FROM THE DOCK

Introduction by Muzaffar Ahmad

The historic statement of the Communist prisoners at Meerut, now being published for the first time with a preface written by Comrade Muzaffar Ahmad, one of the accused, is one of the most important of international political documents, indispensable not only for the curious student but for all those who are interested in the growth and evolution of communist movement in India. Price Rs. 35/-

J. V. STALIN

THE FOUNDATIONS OF LENINISM

CONCERNING QUESTIONS OF LENINISM 3.25



**ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIALISM
IN THE USSR.**

1.50

MAO TSE-TUNG

**ON PRACTICE,
ON CONTRADICTION,
ON THE CORRECT HANDLING OF
CONTRADICTION AMONG THE PEOPLE 2.50**

•

NEW DEMOCRACY & OTHER ARTICLES. 2.00

LEONTIEV

POLITICAL ECONOMY. 8.00

National Book Agency Private Ltd.

12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Branch : Nandan Road, Benachiti, Durgapur-4

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

পূজাপার্বণ ॥ বোগেশচন্দ্র দাস বিজ্ঞানিবি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎসর্গ ও প্রকৃতির বর্ণনা ও সচিত্র আলোচনা।

মূল্য ৩'০০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে সাহসের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১'৫০ টাকা।

ভারত দর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাকল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের ভূতত্ত্বের ব্যাখ্যা। মূল্য ৩'৩০ টাকা।

বাংলা উপজাতি ॥ শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উপজাতির প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে বনোজ আলোচনা, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মূল্য ২'০০ টাকা।

প্রাণভূত ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বিষ মানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যসমূহ আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২'৩০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীমিত্যামন্দ্যবিনোদ গোস্বামী

অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। রচনার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের বহুভেদই দৃশ্য ও শ্রু্যে। মূল্য ২'০০

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীবোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে নব্যচিন্তা ও নবনির্মিত সৃচনা ও প্রচার হয়েছিল তার সংগ্রহিত চিত্র। মূল্য ১'৪০ টাকা।

আহার ও আহার্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীররক্ষা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কী ধরনের আহার আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ১'৫০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকৃষ্ণদাস বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র সংবলিত। মূল্য ২'৫০ টাকা।

হিউএনচাঙ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণদাস বসু

চীনা পতিভ্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণ কথা; ভ্রমণবঙ্গল, অথচ উপজাতির ভার দিত্যর্থক। মূল্য ৩'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ হারকানাথ ঠাকুর সেম, কলিকাতা-৭

প্রহ্লাদগার



বঙ্গীয় প্রহ্লাদগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শিবলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৭

১৩৭৪, কাতিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

২০শে ডিসেম্বর

২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রহ্লাদগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। গত বৎসর বছরের অধিককাল ধরে এই দিবসটি পশ্চিমবঙ্গে প্রহ্লাদগার দিবসরূপে পালিত হয়ে আসছে। ঐ দিন থেকে এক সপ্তাহ রাজধানী প্রহ্লাদগার সপ্তাহও পালিত হয়ে থাকে। বঙ্গীয় প্রহ্লাদগার পরিষদ প্রতি বৎসরই রাজ্যের প্রহ্লাদগারগুলিকে প্রহ্লাদগার দিবস তথা প্রহ্লাদগার সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানান। সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং জেলা প্রহ্লাদগার পরিষদগুলির তরফ থেকেও অনেকবার প্রহ্লাদগার দিবস এবং সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রহ্লাদগারগুলিতে সাফল্যের জারি করা হয়েছে। প্রথমেতো এ বৎসরও পরিষদের তরফ থেকে প্রহ্লাদগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের জন্য একটি কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে। যদিও এই আবেদন বাংলাদেশের প্রহ্লাদগারগুলির মধ্যে আজ রতনানি লাড়ো জাগতে সক্ষম সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবু পরিষদ কোন বৎসরই তার এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন না।

দেখা যায়, যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যই যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ হয় পরবর্তীকালে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি হারিয়ে ক্রমশঃ গভীরগতিকৃত্য পরিস্রবিত হয়। এইরূপ প্রহ্লাদগার দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে প্রহ্লাদগার আন্দোলন প্রচারে ধীরে প্রথম উদ্দেশ্যী হীন তাঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাঁদের কাছে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সজীব এবং খুবই তাত্পর্যপূর্ণ। নেহাৎ চলে আসছে বলেই প্রহ্লাদগারভাবে দিবসটি পালন করা উচিত মনে হলে বিষয়টি তার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তাত্পর্য হারিয়ে ফেলে এবং তা কারো মনে কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হয় না। প্রহ্লাদগার দিবস বা সপ্তাহ পালন করতে গিয়ে আমাদের সহযোগী প্রহ্লাদগার ও প্রহ্লাদগার কর্মীদের একথা মনে রাখতে হবে। এ থেকে একথা কেউ ঘেন্না মনে না করেন যে, প্রহ্লাদগার দিবস বা সপ্তাহ পালনের প্রয়োজন বৃদ্ধি বর্তমানে হুটিয়েছে। বরং আমাদের মনে হয়, প্রহ্লাদগার দিবস বা সপ্তাহ পালনের প্রয়োজন এখনই সর্বাধিক।

আজ থেকে বিদ্যাপ্রিয় বহুর আগে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় প্রহ্লাদগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল অবশ্যই বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও তার অনেক কিছুই অপূর্ণ এবং অনাস্থ্য হয়ে

গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ঐশ্ব্যাপার আইন প্রবর্তনের কথা বলা যায়। প্রতিবছর কর্তৃক ঐশ্ব্যাপার দিবস পালনের যে সব কর্মসূচী এবারে রাখা হয়েছে তা আশা করি খুবই সমরোপযোগী ও তাত্পর্যপূর্ণ বলে সকলেই স্বীকার করবেন। স্থানীয়ভাবে এই কর্মসূচীর কিছু কিছু অমূল্যবল কয় চলে কিন্তু এর কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ঐশ্ব্যাপারগুলি এবং ঐশ্ব্যাপার আন্দোলনের কর্মীরাও যেন বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি রাখা গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে, অবিলম্বে ঐশ্ব্যাপার আইন প্রবর্তনের দাবী জেলার প্রথমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। - একত্র জনমত গঠন ও উপযুক্ত প্রচার প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের এবং শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠস্পৃহা সৃষ্টির বিষয়টিও সমতাবেই গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরের সংখ্যা বড় বৃদ্ধি হবে এবং শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা বড় বাড়বে ঐশ্ব্যাপার আন্দোলনও সেট পরিমাণে এগিয়ে যাবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে ভারতবর্ষের আশাভরূপ অগ্রগতি হয়নি। অথচ অষ্টোৎতর বিস্তারিত সময় বাণিজ্য পতকরা ৮৪ জন নিরক্ষর ছিল। ১৯৬১ সালেও কিউবাতে অল্পত ২৪% ভাগ লোক নিরক্ষর ছিল; এখন সেখানে নিরক্ষরতা একেবারেই নেই। কিউবা অবশ্য ছোট দেশ। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণে সম্ভ্রান্তিকালে চীনেরও খুবই অগ্রগতি হয়েছে। কর্মসূচীতে স্থানীয় অঞ্চলের ঐশ্ব্যাপার আন্দোলনের ইতিহাসে লোকান্তরিত বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের স্মরণ ও প্রজ্ঞা জ্ঞাননের ব্যবহার করা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একত্র বহু ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত হয়ে গেছে। এট প্রচেষ্টার ফলে তাঁদের নাম আবার লোকের স্মৃতিতে জাগরক হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ঐশ্ব্যাপার আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐশ্ব্যাপারের সঙ্গ সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঐশ্ব্যাপার কার্যক্রমের অন্ততঃ কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব বলে মনে করি।

এখানে আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। এই কয়েকদিন পূর্বেই কলকাতার আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম প্রচার সম্ভার পানিত হল। ঐশ্ব্যাপারের সঙ্গে সংগ্রহশালায় অকারী সম্পর্ক এবং এ দুইয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যেও খেঁচি মিল আছে। বিশেষ করে, পশ্চিম বাংলার অনেক ঐশ্ব্যাপারের সঙ্গে একটি করে সংগ্রহশালাও রয়েছে দেখা যাবে। বর্ত্তেও অন্তর্বে এই সকল সংগ্রহশালায় প্রবাস্তলি যেমন নই হচ্ছে তেমনি আবার বহু স্থানীয় জিনিস আদর্শেই সংগৃহীত না হয়ে লুপ্ত হতে বসেছে। ঐশ্ব্যাপার কর্মীরা সংস্কৃতি কর্মী, স্তরতা এবিধেরও তাঁদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

আশা করি বাংলা দেশে ঐশ্ব্যাপার সম্ভার ও ঐশ্ব্যাপার দিবস পালনের ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ঘটবে। উৎসাহ ও উদীপনা নিয়ে এই সকল কর্মসূচী পালনের ক্ষমতা এগিয়ে আসবেন বাংলা দেশের ঐশ্ব্যাপার কর্মীরা। কেননা, দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে বাবার দায়িত্ব তাহেরও অনেকখানি। ঐশ্ব্যাপার দিবসের তাত্পর্যের প্রতি আহবান তাঁদের এবং সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ডক্টর শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭।

মি: মুখার্জী, প্রফেসর চ্যাটার্জী, ভবমহিলা ও ভবমহোদয়গণ—

আজ আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারা আমার কাছে প্রথম মৌতগোত্র বিষয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগে আমি প্রায় তিন থেকে জড়িত আছি। তাই আজকের অহুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণ আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, শিক্ষকতা বৃত্তি থেকে যখন আমি গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করলাম (আমি গ্রন্থাগারিকের পদ বসছি কেননা সে সময় গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি বলে কিছু ছিল না), এই পরিবর্তনের দু'বছর বাবে আমি সংবাদপত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় কবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সংবাদ পড়লাম। এরপর দু'বছরে, এমন কি, তিন বছর পর্যন্ত আমরা এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু শুনি নি। কিন্তু ১৯২৯ খৃ: আমি দেখলাম কবি কলকাতায় গ্রন্থাগারিক-দের অধিবেশনে একটি ভাষণ দিয়েছেন। ততদিন মাত্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তার একটি সংকলন প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা যখন এই বইখানি দামিয়ে তুলছিলাম তখন সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার খবর প্রকাশিত হল। তখনই পরিষদের কর্মসূচি হিসাবে আমি আমাদের জাতীয় কবির কাছে ঐ বক্তৃতা আমাদের গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশ করবার অহুযতি চেয়ে চিঠি লিখলাম। তিনি অত্যন্ত লজ্জার সাথে সংগে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রাচীন প্রবাদ আছে যে “হুংত” বাগা কোন কিছুই হুংতা হলে তা ক্রমশ: আরো বিকশিত হতে থাকে। এখন ঐ প্রাচীন প্রবাদের দুটি উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সমস্ত বছরগুলিতে বিকাশ লাভ করেছে। মাত্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদও উন্নতি করেছে। তিনি আমাদের প্রথম প্রবন্ধ দিয়েছিলেন। ফলে মাত্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে। আমার পুণ্যনো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে। সাধারণত: আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষপাতী। কিন্তু আজ আমি স্মৃতি হোমঘরের লোকতত্ত্ব করতে পারছি না। ১৯২৯ খৃ: আমাদের কবির প্রবন্ধ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং পরের বছর প্রথম বারের মত আমার কলকাতা দেখার সুযোগ হয়েছিল। বেনারসে প্রথম অল-ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স ডাকার ফলে এই সুযোগ ঘটে এবং তাঁরা একটি গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপনা করে আমাদের তার তার গ্রহণ করতে বললেন। কাজেই আমার বেনারসে যাবার পথে কলকাতা হয়ে গিয়াছিলাম। সেই সময় কলকাতায় আমার বন্ধু হুশীল ঘোষই ছিলেন একমাত্র লোক বাকে আমি বিশেষভাবে চিনতাম; যিনি পেশার দিক দিয়ে শিক্ষক ছিলেন কিন্তু আমি মনে করি তিনি ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং নিখিল ভারত

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদেরও একজন একনিষ্ঠ কর্মদলি। আমি তাঁকে লিখলাম। তিনি এলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমার চাপ্পিনকী লেনে নিয়ে গেলেন। আপনাতঃ সকলেই নিশ্চয়ই মনে করতে পারছেন আমার পক্ষে এর কল কি হয়েছিল। আমাকে সত্যাপ্তি কুমার মুনীন্দ্র দেবতার মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আমি গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ এবং বাংলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রূপনার জন্য তাঁর উচ্চম ধৈর্যে তৎক্ষণাতঃ সম্বন্ধিত হয়েছিলাম। সেই সম্বন্ধে তিনি আমাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সচিব দিতে বললেন। সেই প্রথম আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে উপস্থিত হলাম। এটা ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। সেই অস্থিঠানে আমার আর একটি চরমকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সভাপতির আসন যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি আমার সর্বদা স্রষ্টার চোখে দেখতাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি আমাদের কাছে ব্যক্তির চাইতে নামেই বেশী পরিচিত; কেননা, আমরা তাঁকে কখনও দেখি নি। আমি অত্যন্ত আনন্দ ও পরিতৃপ্তির সংগে দেখলাম যে প্রফুল্ল চন্দ্র তার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। এইদিনের অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে একজন বৈজ্ঞানিকের এতদূর আবেগ-প্রবণতা থাকতে পারে। আমার বক্তৃতার পর বৃদ্ধ পরিপূর্ণ আশীর্বাদ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার কাঁকুনি দিয়ে বললেন “গ্রন্থাগার বেড়ে উঠবে।” আমার সেই কথাগুলি মনে আছে।

আমরা যখন বেনারসে গেলাম কুমার মুনীন্দ্র দেবতার মহাপ্রভুর আমার দলী হয়েছিলেন। সেই সাথে ছিলেন বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একজন হিতকারী টি. সি. দত্ত। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ আমাদের সাথে নেই। এঁদের দুজনের কেউই গ্রন্থাগারিক নন। একজন ঐতিহাসিক, একজন অধিবাস এবং একজন গ্রন্থাগারিক একত্রে বেনারসে গেল। আমরা ওখানে দু’তিন দিন কাটিয়েছিলাম এবং আমাদের কাজের মধ্যে দু’খা বস্ত্র ছিল সম্মেলনের জন্য আমি যে আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খণ্ডা তৈরী করেছিলাম তা নিয়ে আলোচনা করা। প্রতিটি ব্যক্তি এমন কি তার চাইতেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ আপনারা আইনগতায় যে আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেন তার চাইতে বেশী আগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনা কুমার মুনীন্দ্র দেবতার মহাপ্রভুরকে এতদূর স্পর্শ করেছিল যে, তিনি তখনই আমার বললেন—“আমি আপনাকে কলকাতায় কয়েকদিন না কাটিয়ে হাজার কিংবে যেতে দোষ না।” আমি বললাম—“আমাকে আমার গ্রন্থাগার দেখতে হবে, আমাকে যেতেই হবে।” তিনি বললেন—“না, আমি আপনাকে যেতে দিতে পারব না।” আমি বললাম—“ব্যাপারটা কি, স্যার?” তিনি বললেন—“দুটি বিষয় আছে। আমি আপনাকে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সারি দেখাব। এ হ’ল প্রথম ব্যাপার।” বাস্তবিক আমরা কিংবে এলে তিনি এখন থেকে শুরু করে তাঁর বগুড় বাপবেড়িয়া পর্যন্ত পর্বত একটি গ্রন্থাগার মিছিলের বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমার মনে নেই আমরা কত

গ্রন্থাগার দেখেছিলাম। আমার মনে নেই কত 'আধ পেয়ালা দুধ' আমাকে পান করতে হয়েছিল। যেখানেই আমি গেছি অল্প সময় লাগত; কিংবা কফি এবং আমার লগ্ন এক পেয়ালা দুধ আমার বক্তৃতার মূল স্বরূপ দেখেই হত। এই প্রথম আমি নির্বাচনী টুকে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি কখনই নির্বাচনী কাজ করি নি। আমাকে প্রায় প্রতি দশ মিনিটে বক্তৃতা করতে হত। খায়া, তারপরই বক্তৃতা করা, এইভাবেই চলতে থাকল। সেই হল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

তারপর ফিরে এসে আমি লিগেয়স করলাম—“দ্বিতীয় বিষয়টি কি?” “দ্বিতীয় বিষয়টি হল আপনি আমার বাড়ি আসুন। আমরা বলে এই আদর্শ আইনটিকে বাংলা দেশের উপযোগী করে নোব।” তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেই যোগেছিলেন। আমরা পুরো একদিন বলে এই আদর্শ আইনটিকে বাংলা দেশের লগ্ন সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের খসড়ার পরিবর্তন করলাম। তিনি আইন সভার একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি এটিকে আইন সভার উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তখনকার দিনে কোন আইনে অর্থসংক্রান্ত কোন ধারা থাকলে, আমার ঠিক মনে নেই গভর্নর জেনারেল কিংবা তাইসরয়ের—বাই হোক একই ব্যক্তি—অনুমোদন ছাড়া উপস্থাপন করা চলত না। বাই হোক, তার কাছে গেল এবং উত্তর হল “অনুমোদিত।” খুব সরল কথা। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এবং কুমার সুব্রাজ দেবরায় মহাশয় তখন কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বেহেতু এতে কয়েকটি আর্থিক অর্থসংক্রান্ত ধারা ছিল তাই তাকে বলা হল—“এটি অননুমোদিত হল।” কিন্তু তার উত্তর কখনও হ্রাস পায় নি। তিনি আইনসভার প্রস্তাব তুলে, বাইরে আপল আপলোচনার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং তার উত্তরের নীতিবিন্দু আমি প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৩৩ সালে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কতগুলি ভাষণ দিচ্ছিলাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলাম, কুমার সুব্রাজ দেবরায় মহাশয় সব কটি বক্তৃতা শুনে সমগ্র সভা হাজার হাজার হয়েছিলেন। স্বাভাবিক রাসায়নিক অল্প কোন গ্রন্থাগারিক সেগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এগুলি শিক্ষকের লগ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে নিতান্ত আগ্রহী ছিলেন। পরে আমি শুনেছিলাম, (আমি আশা করি আমি যে খবর পেয়েছি তা নির্ভুল) তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ১৯৩৬-৬৭ কিংবা তার কাছাকাছি মাস্তিবে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। দ্বিতীয় বিষয়ের পর আমি যখন আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিতে বাই তখন কেউ একজন আমার এ কথা জানান এবং বলেন যে আমি দ্বিতীয় ভারতীয় যে এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে। যখন আমি তাদের লিগেয়স করলাম যে তিনি [প্রথমজন], নতুনরা তার নাম মনে করতে পারবেনা, কেননা, এই নাম এতগুলি লোকের সমষ্টি যা পশ্চিমের লোকেরা সহজে মানিয়ে

উঠতে পারে না। পরে আমি মিলিটে দেখেছিলাম এ তিনিই। তাঁর উচ্চম সর্বদাই তার সাথে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর জীবদ্দশায় বিলটি আইনে পরিণত হয় নি। আমি জানি তখন থেকে বকীর গ্রন্থাগারে পরিবর্তন বিলটিকে আইনে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা চালিয়েছি। যাই হোক, আমি কামনা করি সত্য, আপনি (প্রিন্সলকুমার মুখার্জী) আইনসভায় থাকাকালীন বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল, আমি আশা করি, আপনি ইংলিসাই আইনসভায় ফিরে আসবেন এবং যেভাবে আপনি এই ভবন সম্বন্ধ করে তুলেছেন, তেমনি আপনার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে বকীর সাধারণ—গ্রন্থাগার আইনকে বাস্তব করে তুলবেন।

যাই হোক, বাংলার অস্তিত্বতা থেকে আমরা মাত্রায়ে শিক্ষালাভ করলাম। কাজেই কাজেই যে মুহূর্তে আমি মাত্রাজ ফিরে এলাম, আমি মাত্রাজ গ্রন্থাগার পরিদর্শনকে সমস্ত ঘটনা বললাম। আমরা সমস্ত shall ভুলোকে may তে পালাটে দিলাম—may give money, may establish library,—may, may ইত্যাদি। তখন আমরা দ্বিতীয় থেকে থেকে অসুস্থতা পেলাম। কিন্তু যখন আমরা বিলটি পরিদর্শনের মাধ্যমে উপস্থিত করলাম তখন অনেকগুলি ধাপ পেড়িয়ে গেল।

যখন বিলটি পাশ হবার মুখে, সরকারের একজন আই. সি. এস. কর্মসূচিব, পদাধিকার বলে সমস্ত বা মনোনীত সমস্ত, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“প্রথমতঃ একটি সংশোধনী প্রস্তাব, যে এই আইন অস্বাভাবিক নিষ্পত্তি হবে—আমার ঠিক কথাগুলো মনে নেই—এই হল সাধারণ—যদি এই আইন অস্বাভাবিক হয় তাহলে যে সমস্ত স্থানীয় সংস্থা নিজস্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পাবার অস্বাভাবিকতা হবে তারা রাজ্য সরকারকে সরকার কর্তৃক ধার্য কিছু টাকা দেবে—কি মাত্র?—অতিরিক্ত ডাক মাওলের মাত্র—টেননারী খরচের মাত্র এবং চিঠি পত্রাদি চালিয়ে বাবার কেরানী খরচের মাত্র। তখনকার দিনে এই ছিল সরকারী মনোভাব। আমরা জানতাম না তখন কি কথা যায়। যদি আমরা ওই সর্ব মনে নিতাম তাহলে নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আইনের ইতিহাসে মাত্রাজ ইতিহাস রচনা করতে পারত। স্বাভাবিকভাবে সরকারের কাছে থেকে স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে টাকা আসে স্থানীয় কামকর্মের মাত্র। মাত্রাজ চেয়েছিল টাকা স্থানীয় সংস্থা থেকে সরকারের কাছে যাক। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে ভাবলাম। আমরা অপেক্ষা করলাম। আমরা জেনেছিলাম ১৯৩৬-এর আইন বলবৎ হবে। আমরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করে নিতে চাই নি। আমরা কোন চাপ সৃষ্টি না করে চূর্ণ করে রাখলাম। আমি সত্য আপনাদের আইনসভায় আখ্যা জানি না, বিলটির আইন সভায় সংগেই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

যাই হোক, ১৯৪৬-এ যেমনি আমরা আমাদের নিষ্পত্তির সরকার পেলাম, আমরা প্রায় পেয়েছিলাম, যদিও আসলে পেয়েছিলাম '৪৭এ। মাত্রাজের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী যে ছাত্রাবস্থায় মাত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করত, যখন আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম, ততদিনে আমি উত্তরে চলে গিয়েছিলাম, আমরা বললেন, “সত্য, এখন আমি

একজন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছি। আমি আমার পুরানো দিনপত্রী দেখছিলাম। যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বসতাম তখন আমি এই দিনপত্রীতে লিখে রেখেছি যে প্রত্যেক শব্দের এই ধরনের একটি গ্রন্থাগার থাকা উচিত। আমি দিনপত্রীর মধ্য দিয়ে অতীতে ফিরে গেলাম। এটি পড়ে ফেললাম। আমি জানবাম চেষ্টা করছিলাম কি করে করা যেতে পারে। আমি আপনাদের কথা জিগোস করছিলাম। তাঁরা বললেন আপনি অস্থান হয়েছেন। আমি আনন্দিত যে আপনি ফিরে এসেছেন।" আমি তাকে বললাম "আপনি ভুলে গেছেন যে ডাক ব্যবস্থা বলে একটা কিছু নিশ্চয়ই এখানে আছে।" বাই হোক, পরদিন আমি একটি বিল ও বিশ বছরের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিচালনার প্রারম্ভ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি করলেন এবং এটাই হল ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন। আজ এটি বিত্তে পরিণত হয়েছে। এটি উন্নয়ন মন্ত্রীর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ও অল্প প্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে পরিণত হয়েছে। সম্মতি সহীণ সরকার মহোদয় সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাল করেছে।

প্রতি বছর যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমার তরুণ বন্ধুরা হয় তাঁদের সম্মেলন কিংবা পুনর্মিলন উৎসবের জন্য একটি বাগী চেষ্টা পাঠান, একটি বিষয় বা বসবাস পাঠান হচ্ছে তা হল—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইন সংবিধানে ভোলাব কি হোল। আমি জানি তাঁরা এ বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। আমি আশা করি খুব শীঘ্রই আইন পাল হবে। বাই হোক, অল্প স্বাধীনতার সাথে জুলাই করে একটি বিষয়ে আমি সন্তোষান্বিত করছি। মন্ত্রীর সরকার বা অল্প প্রদেশ সরকার আইন সংক্রান্ত যে অর্থ দিচ্ছে আপনাদের সরকার প্রায় সেই অর্থ বোঝাচ্ছে। আপনাদের হস্ত জিগোস করতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজন কি? এই আর, এই অর্থ সমগ্র এলাকার সমবর্তনের জন্য এবং এর ব্যবহার কার্ণবিন্যাসকদের খেয়াল খুশী ওপর যাতে নির্ভরশীল না হয় তার জন্য এই আইন কাম্য। কয়েক বছর আগে আমি যখন এখানে ছিলাম তখন আমি এই প্রসঙ্গটি অনুধাবন করেছি। আমি দেখেছি অর্থ কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আমি নিশ্চিত আমার সঙ্কল্পেরা এর স্বার্থেরা বাচাই করবেন। আমি বলেছি জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের দ্বাৰে সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থ ব্যয় করার পন্থা এ নয়। আমি এমনকি এখনও আশা করি যে, সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পেতে বাংলাদেশ অন্ততঃ চতুর্থ রাজ্য হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি গ্রন্থাগার তখন পেতে উদ্ভোগী হয়েছেন। এতে আপনাদের আশা কিছু পেলেন। এদেশে অল্প কোন রাজ্য পরিষদ এখন পঞ্চম গ্রন্থাগার তখন পায় নি। আমার নিজের সংস্থার আমি গত দু' বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছি। আমি এখন এর সন্তান হয়েছি। একটি ভবনের জন্য আমরা আমাদের নিজস্বের কুড়ি হাজার টাকা রেখেছি। তারপর আমরা ভারত সরকারের সাথে চল্লিশ হাজার টাকার অনুমোদনের জন্য বন্দোবস্ত করলাম। কিন্তু মাত্র পঁচাত্তর বছর বাধা দেখা দিল যে তা আদায় করা গেল না। এখন আমি শুনলাম যে আপনাদের আপনাদের রাজ্য সরকারের

কাছ থেকে উদার হতে টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার সময় আমরা যখন ভারত সরকারের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলাম তখন কেন্দ্রের সমপরিমাণ অর্থ বেঝার অসুবিধি ছিল। আমি জানি না এখন অসুবিধি কি রকম। আমি আপনাদের এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে বলব। যদি সেই অসুবিধি এখনও চালু থাকে তাহলে আমার একান্ত কামনা আপনারা সে রাস্তা কাজে লাগান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে সমপরিমাণ অর্থ পাবার চেষ্টা করুন যাতে আপনাদের তবন আরও প্রশস্ত, আরও কার্যকরী এবং আরও প্রসারিত করতে পারা যায়। কিন্তু এই চতুর্থ পরিকল্পনার ওপরিল যে কি হবে কেউ জানে না। বাস্তবিক পক্ষে কয়েকদিন আগে আমি যখন বিল্লীতে ছিলাম আমি শুনলাম যে চতুর্থ পরিকল্পনার ভার্য এই ধরনের কোন সংখ্যাকে সরাসরি টাকা বেবে না। তাহা বরং রাজ্য সরকারগুলিকে তা বেবে। এর ফলে বেশ কঠিন অবস্থা হল। যদি আপনারা আবার রাজ্য সরকারের কাছে যান তাহা বলবে আমরা আপনাদের টাকা দিয়েছি। ভারত সরকার যা দিয়েছে তা থেকে আবার আপনাদের দেবে কেন? এই একটি বিপদ। কিন্তু তাহলে আমি সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় শুনলাম যে আপনাদের এই তবনের ক্ষমতা আরও কিছু টাকা বোগাড় করতে হবে এবং নিঃস্বয় আমরা বললেন যে আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, স্তর, স্বরচ তাই চাইতে কম পক্ষে চল্লিশ হাজার টাকা বেশি হবে। কি করে আপনারা এ টাকা পাবেন? একটি সম্ভাব্য রাস্তা—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেষ্টা করুন। তাহা যদি বলেন—“না” তাহলে আপনাদের সরকারকে জিগোস করুন তাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা পান তা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা দেবেন কি না। কিন্তু যদি এও ব্যর্থ হয়, তাহলে এখানে এখন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির তৎক্ষণ থেকে, ষাটের আমতা সেধা করি সেই অনুশাধারণের তৎক্ষণ থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গের উদার জনতার কাছে এই চল্লিশ হাজার টাকা দান করতে আবেদন জানাচ্ছি। অবশ্য অতীতে এক ব্যক্তিই এই টাকা দান করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান কর ব্যবস্থার তা ততটা সম্ভব নয়। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক একত্রে মিলে এই ঠাঁকটুকু তরে দিতে পারেন, যাতে করে, তবনটিকে কাঁট ছাট না করতে হয়। কাজেই আমার প্রথম কাজ আপনাদের তবনের ক্ষমতা অধীনস্থন জানান।

কেন আমাদের এই তবন? গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি কি বৈশ? কেন তার একটি তবন প্রয়োজন? এ হল একটি বিষয় যা এমনকি এখনও অনেক জিগোস করে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি, যা আমি বলছি, একটি নতুন বৃত্তি। বক্তৃতায় মাত্র শকণ কি ষাট বছর আগে এটি একটি বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। বক্তব্যাজ্য গত পনের থেকে হুড়ি বছর এটি একটি বিত্তীয় স্তরের কিংবা তৃতীয় স্তরের বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। একজন বৃত্তি গ্রন্থাগারিক গত বছর বাঙ্গালোরে তাঁর একটি বক্তৃতায় এ কথাই বলেছিলেন। আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত বাধাই অতিক্রম করেছি। আমরা যখনটা তাড়াতাড়ি বৃত্তিটিকে প্রবর্তিত করেছি। আমরা বৃত্তি বলতে কি বৃত্তি?

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েই দক্ষতা সম্পন্ন হুনঃগতিত কিছু লোক। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি বলে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে আমাদের সত্কাব্য, আমাদের দেশ অগ্রগীতের অন্ততম। ভারত-বর্ষের সত্ত্ব অন্ত কোন দেশে গ্রন্থাগারিককে এত সহজে প্রফেসর, রিডার এবং লেকচারার-দের সাথে সমান আসনে বসান সম্ভব হয় নি। এ কাজ হয়েছে, যদিও এর জন্য আমি গত চল্লিশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি, শেষ পর্যন্ত এটা হয়েছিল বলতে গেলে প্রায় দাতার্যতি। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি ছিলাম তখন আমি ভারতীয় এর জন্য চেষ্টা করার এই শেষ সুযোগ। আমি আমাদের সভাপতি শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের একজন পুরন্ব বান্ধব ডঃ সি, ডি, বেনমুখকে বললাম। আমরা যে বিশেষ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করব সেই সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে বললাম। কারণ আমি জানতাম সমস্ত কক্ষের বাধ্য আসবে। তাঁর উপস্থিতি সমস্ত প্রতিবাদ ত্ত্ব করেছিল। তিনি আরও একটি কাজ করেছিলেন। তিনি আমার একটি অন্তর্ভুক্তী কালীন রিপোর্ট দিতে বললেন যাতে করে তিনি এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্থপাতিস দিসাবে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে পাঠাতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ করলে অন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানেই গ্রন্থাগার আছে তাদের ওপর এর প্রভাব পড়বে। জাতীয় রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থাগারগুলি এর সুবিধা গ্রহণ করেছে। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এর সুযোগ গ্রহণ করেছে। মহীশূরে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। আমরা গ্রন্থাগারের কাজ সমস্ত জিলা অফিসগুলি পর্যন্ত ব্যাপ্ত কর্তৃমীর নিয়ে ব্যক্তের কাজ করে নিয়েছি। আমাদের দেশে এই সমস্ত কাজ খুব ভাড়াভাড়ি করা হয়েছে। এতে বোকা বার এই পেশার মর্দাদা স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের দেশ সত্ত ভাড়াভাড়ি লাড়া দিয়েছে তার বার্থতা প্রমাণ করতে এই বৃত্তি কি করা উচিত। বহুপূর্বের আমাদের ঐতিহ্যে তার ইংগিত রয়েছে। গ্রন্থাগার দেবার বর্তমান তান্ত বহু শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশে উপলভ্য হয়েছিল। অন্ত সকলের জন্য শিক্ষা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায়শই গ্রন্থাগার দেবা নির্বাচিত করেছিলেন অন্ত, করেকজন পতিভের অন্ত বোকাভো—এর বেশ কিছু নর। কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থাগার দেবা A থেকে Z পর্যন্ত সকলের জন্য। এখন তাহলে কি তাবে এই সেবা করা হবে। একটি উপনিষদের বাক্যে এ সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া আছে। আপনাবা আমাদের উপনিষদের বাক্যগুলি জানেন আমাদের বেদের বাক্যগুলির অর্থের অসংখ্য স্তর আছে। আমি আশা করি, ভাব, আপনি (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) আমার সাথে একমত হবেন। আমরা যতই আহরণ করি এ যেন ততই অর্থ স্রবরাহ করে। যেন হয় এ যেন অন্তহীন। সবই নির্ভর করে এর কাছে আপনি কিলের অর্থ চান তার ওপর। একটি অন্ততম প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন হল তৈরী করার উপনিষদের কবি বাক্য যা আমাদের আমার ব্যক্তিগত জীবন ও পেশার প্রেরণা দিয়েছে। প্রথম বাক্য হল “অভিবি দেবা

তব।" আপনার অতিথি আপনার দেবতা। আমি বলি আপনার পাঠক। প্রদ্বাগারে অতিথি বলতে আমরা পাঠককে বুঝি। পাঠক আপনার দেবতা। এই হল মূল সূত্র। এবং তাৎপের আপনি জানছেন আপনারও অতিথিকে দেবা করতে হবে, আপনার পাঠককে সেবা করতে হবে। কি তাবে? কি মন নিয়ে? আপনি দেখুন কি স্কলর তাবে বলা হয়েছে। বলছে—“স্রীয়া দেহম” এই মর্মে সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে সেবার মন নিয়েই সেবা করতে হবে। “স্রী”র প্রকৃত অর্থ সেবা। তাই নয় কি? “স্রী” বলতে বস্ত্রমান অর্থ সম্পদ হল একটি আদৃত অর্থ। কারণ আপনার সম্পদ থাকলে আপনি সেবা করতে পারেন। আপনি যদি ভাত্যার হ’ন, আপনি কয়েকজন বোয়ীকে সাহায্য করতে পারেন। যদি আপনার টাকা থাকে আপনি হাজার হাজার ভাত্যার নিয়োগ করতে পারেন। কাজেই “স্রী” শব্দের মৌলিক অর্থ হল সেবা। আমি ঠিক নিশ্চয় এবং অল্প কিছু পুনরাবৃত্তি করতে পারব না। সুতরাং, বলছে “স্রীয়া দেহম।” দেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করুন। এই হল আমার প্রথম সূত্র বা আমি এখান থেকে পেরেছি। আমার মনে আছে আমার প্রথম সূত্র হল বইগুলি বাবচারের অন্ত। অর্থাৎ ভাত্যের পাঠকের সামনে ব্যবহারের অন্ত দিতে হবে।

তারপর আসছে “প্রদ্বাগ দেহম,” গভীর বস্তু সহকারে সমস্ত আন্তরিকতার সাথে আপনি সেবা করবেন। আপনি প্রত্যেকটি পাঠককে এইভাবে সেবা করবেন। এই হল দ্বিতীয় সূত্র বা আমি এর থেকে আহরণ করেছি। প্রত্যেক পাঠককে বই দিতে হবে। তারপর আসছে আর একটি পরিচ্ছেদ “স্রীয়া দেহম।” “স্রী” শব্দের অর্থবাণ করা শব্দ। আপনি আমার সাহায্য করবেন (স্নোতি বাবুকে)। বিনয় অথবা নম্রতা—কিছু আমি জানি না আপনাতা একে কি বলবেন। এ বড়ই অবর্ণনীয় বিষয়। তারকে বলা হয় “স্রী”র বিগ্রহ স্বরূপ। যে ব্যক্তি নিত্যন্ত দুর্বল ও কোন কিছুই অযোগ্য সে “স্রী” সম্পর্কে কিছু বলার যোগ্য নয়। যে মনুষ্য বস্তু অর্জন করতে পারে সেই তার “স্রী” পেতে পারে, সেই বিনয়, নম্রতার অধিকারী হতে পারে। যেমন, উদাহরণ—বাস্তবিকি নিজে তিনজন বস্ত্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কৌশল্যাকে “স্রী”র সাথে তুলনা করেছেন। আমার তার লজ্জা থেকে বৃদ্ধ শেষে এলাহাবাদ ফিরে এলে যখন ভরদ্বাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ভরদ্বাজ অগোপন করলেন—“হা হা বুটেছে আমার সব বল।” বিনি অসীম শৌর্ধম্পন্ন কাজ করেছেন তিনি বললেন—“তেরন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।” ভরদ্বাজ শিতহাত করলেন—“আমি জানি তুমি কিছু করেছ।” “তেরন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।” তখন ভরদ্বাজ বললেন—“সম্ভবতঃ তুমি জান না যে আমরা সখিরা বার্তা পেয়ে থাকি, যে বার্তা সময় ও দুর্বৃত্তের দোষাত্মক করে থাকে।” “হুঁ কাণ্ডে” এ হল একটি স্রীয়া স্কলর পরিচ্ছেদ। কাজেই এই হল “স্রী”র প্রকৃত মর্ম। এর প্রয়োজন কোথায়? এর প্রয়োজন আছে কারণ আপনি যদি প্রত্যেক পাঠককে দেবা করে থাকেন তাহলেও নিশ্চয়ই খেটে করেছেন বলে ভাববেন না। আপনি নিজেই নিয়ে গর্ব করতে পারেন না। আপনার ভেতরকার “স্রী” আপনার দৃষ্টিকে

বইগুলির দিকে নিয়ে যাবে। আমি কি সব বইগুলি সেনায় লাগিয়েছি? আমি সব বইগুলির অস্ত্র পাঠক পেয়েছি? এট অর্থে “প্রী” আপনাকে শুধুমাত্র পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, প্রত্যেকটি বইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রন্থাগারের দিকে দেখতে বাধ্য করবে। এখানে একটা কথা আছে - যদি আপনি পাঠকের দেবা না করেন, পাঠকেরা যদি তাঁদের অধিকার জানে তাহলে তাঁরা তা সংগ্রহ করে নেবে। কিন্তু আপনি যদি বইগুলির অস্ত্র পাঠক না পান তাহলে যেচারা বইগুলোর আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবার কোন উপায় নাই। কাজেই “প্রী”র সংগে বেশ কিছুটা উত্তম থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে তৃতীয় ব্য হল, প্রত্যেক বইয়ের অস্ত্র পাঠক চাই।

তারপর আসছে আর একটি পরিচ্ছেদ “তীরা দেখুন”। আপনার দেবা করতে হবে কিছু ভয়ের সংগে। আমরা সাধারণতঃ দুর্বল ব্যক্তি সম্পর্কে ভয়ের কথা বলে থাকি, সে অর্থে নয়। আপনি কোন কিছু ফেলে রাখবেন না, বাদ দেবেন না, পাঠ্যপুস্তক হবে না, এই অর্থে। এবং যদি আপনি বইগুলি দেবার লাগাতে চান, যদি আপনি বইগুলির ব্যবহার চান, যদি আপনি গ্রন্থাগারে থাকা আসছেন এমন প্রত্যেক পাঠককে রাখতে চান, তা হলে যে মুহূর্তে প্রতিটি বা পাঠক আসছেন ঠিক তখনই তাঁদের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তাঁর সংগে যান, কোন প্রকারে তাঁর সম্মুখ নষ্ট না করে তাঁর প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করুন, দেখুন তাঁর কি প্রকার এবং তাঁর প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সমস্ত বই ও তথ্য খুঁজে বার করুন। তারপর তাঁকে তাঁর বইপত্র দিয়ে বলিয়ে দিন। শুধু এই বইখানা নয়। আপনি নিশ্চয়ই বার বার তাঁর কাছে যাবেন এবং দেখবেন তিনি যা চেয়েছিলেন সব পেয়েছেন কি না, তিনি কোথায় আটকে গেলেন কি না, তিনি আপনার কাছে কোন কিছু চাইতে খুব সংকোচ বোধ করছেন কি না। তিনি দেবিতা না হয়ে ফিরে না যান এটা শংকাতার আপনার মধ্যে থাকবে। আমি গ্রন্থাগারে, মাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, এমন সত্যিই ঘটতে দেখেছি। আমি একটি আসন রেখেছিলাম বাতাস করে আমি এনে করেছি বসে। ধরে ঠিক ঠাকুরকে ঢোকান মুখে বসতে পারি। পাঠকেরা যখন স্টাফরুমের বাইরে চলে আসতেন আমি তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে অহুসাবন করবার চেষ্টা করতাম। আপনারা জানেন, আমি গ্রাহ্যই দেখি যখন রেলগাড়ীতে টান পড়ে, কিছু জ্বলী বসে থাকে এবং চালপ্রদো দেখে। তারা অস্ত্র কিছু দেখে না। ঠিক এমনই আমি তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখতাম। যখনই আমি কোন অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পেতাম তখনই তাঁদের কাছে যেতাম। জিগোস করতাম “আপনি সব পেয়েছেন কি?” পাঠকের সংকোচ এমনই—“হ্যাঁ স্যার, আমি পেয়েছি।” কিংবা কেউ, যে সামান্য একটু বেশী সপ্রতিভ, বলতেন, “না স্যার, আমি যা চাই আপনার গ্রন্থাগারে তা নেই।” আমরা এই ধরনের উত্তর খুব সহজেই পেয়ে থাকি। তখন আমি তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতাম। তিনি যা চান ঠিক তাই খুঁজে বার করে দিতাম। এ যদি আমি না করতাম হতত তিনি আমার কাছে আর ফিরে আসতেন না। এই শংকা

ভাব থাকতে হবে। এই ভীতি আপনাকে যে পথে চালিত করবে তা হল চতুর্থ হস্ত—পাঠকের সময় বিচান।

তারপর আর একটি বাক্য আছে, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, শেষ বাক্যটি। এর প্রকৃত অর্থ হল বিশ্ব সম্পর্কে ও বিশ্ব সম্পর্কিত ভাব্যাদি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আপনার দেবা করা উচিত। আমার এখন ঠিক বিশ্বগুলি মনে পড়ছে না। বা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই আপনার জানা উচিত। আপনার হস্ত বলতে পাঠেন একজনের পক্ষে জানা কি করে সম্ভব। এখানে গ্রন্থাগার সংগঠনের কথা আসছে। গ্রন্থাগারিক নিজেই পুস্তক-ঘাটজনের মধ্যে জাগ করে দেখেন। গ্রন্থাগারিক তার কর্মসূচীগুলির মধ্যে দিয়ে বাট মনে পরিণত হন এবং তিনি সমগ্র জ্ঞানের জগৎ পরিবেষ্টন করেন যার ফলে আপনার জ্ঞানে পাঠেন সন্তুষ্টি কি বেগোল, বা আপনার জ্ঞানে পাঠেন অতীতে প্রকাশিত বা কিছু। এ আপনার কর্তব্যই হবে। এর প্রয়োজন আছে, কেননা, জ্ঞানের জগৎ সবাই বেড়ে চলেছে। শুধু যে বেড়েই চলেছে তাই নয়, বেড়ে চলেছে সমস্ত দিকে অপ্রত্যাহত ভাবে, অচিহ্ননীয়ভাবে। ভেদমিতাবে পাঠকের কৃতি সম্পর্কেও ভবিষ্যৎবাণী চলে না। কি যেন সেই কবিতাটি, “ভিন্নকটির লোক।” এই দুই শক্তির মধ্যে কৃতির পার্থক্য এত বেশী যে, জ্ঞানের প্রকাশিত সব কিছু সম্পর্কে এবং সাধারণের কৃতি সম্পর্কে আপনার সম্পূর্ণ গ্যাকিহরণ না হলে আপনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের হস্তগুলি সার্থক করে তুলতে পারবেন না। এটি হল পঞ্চম হস্ত।

এখন এই বা কিছু পাওয়া গেল এ সবের উৎস হল বেদ। আমি জানি তাঁরা বলবেন, “বৈদিক যুগের লোকেরা কি বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভেবেছিলেন?” বৈদিক কবিরা যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছেন তার মূল্য চিরন্তন, বা যে কোনও পরি-প্রেক্ষিতে আত্মোপ করা যেতে পারে। এখন এই মনোভাব নিয়ে আমাদের প্রোণায় চলতে হবে। কি কি উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা এ কাজ করব? একটি উপায় আছে। আমার মনে হয়, মাজাজ পাঠকের ঠাকুরের চুকে বই এর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে অসুস্থতি দেবার ব্যাপারে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিল; যাতে তাঁরা অসুস্থ করতে পারেন যেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের বইয়ের মধ্যে আছেন। অবশ্য আমরা এর অর্থ “অধারিত প্রবেশ” এই আখ্যা ব্যবহার করে থাকি। মাজাজ আমরা এ করেছিলাম। আমি ঘোষণা না করে এই ব্যবস্থা শুরু করেছিলাম। আমি জানি, আমি যদি ঘোষণা করতাম, আমি যদি অসুস্থতি চাইতাম, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় হস্ত বলত—“না, বই খোঁজা বাবে।” এখন কি আর পূর্ব আমরা এটা করে উঠতে পারতাম না। কাজেই আমি সব কিছু শুধু অব্যাহত রেখেছিলাম এবং তার পাঁচ বছর বেশ ভালভাবে চলেছিল। বাৎসরিক ঠিক পরীক্ষার ফলে তখন বিশেষ কোন কৃতি লকিত হয় নি। তখন আমি বেশ সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করলাম মাজাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রবেশ অব্যাহত। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরাও এম্‌ যাঁরা উপকৃত হয়েছেন। কোন প্রতিবাদ ওঠেনি।

আর একটি কাজ আমাদের যা করতে হবে তা হল এই যে, গ্রন্থাগার কার্য কালের সাফল্য খোলা রাখতে হবে। লওনে আমার নিজের কলেজে আমি আদর্শ উপাধ্বন দেখেছি। লওন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বলতে গেলে কলতঃ চব্বিশ ঘণ্টাই গ্রন্থাগার খোলা রাখত। তাঁরা কি করে এমন করেন ? তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রন্থাগার কক্ষের একটি চাবি দিয়ে দেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগার কক্ষের একটি চাবি ছিল। আমি পাঁচ শিলিং জমা রেখেছিলাম। পরে ফেরত পেয়েছি। কালেই আপনি যে কোন সময় গিয়ে পড়তে পারেন। এমন দিন গেছে যখন আমি মাক্ রাত পূর্বস্থ সেখানে কাটিয়েছি। এই হল আদর্শ পথা যা আমি দেখেছি। কিন্তু ভারত এই আদর্শের কাছাকাছি প্রথম পৌঁছেছিল পুণ্যর ফার্সন কলেজে। আমার পুরণো বন্ধু পাখি সেখানে সাহসের শংকর দিনে প্রায় চৌদ্দ কি পনের ঘণ্টা গ্রন্থাগারের কাজ চালু রেখেছেন। এ দরকার, এই হল এই পেশার আদর্শ। এখন আর একটি কথা হল কবে গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা যায় ? যদি আপনি গ্রন্থাগার বন্ধ করতে চান তাহলে সেদিন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকছে না। কখন আপনি গ্রন্থাগার আছে বলবেন ? গ্রন্থাগার একটি পুস্তক সংগ্রহ নয়, কিছা কিছু পাঠকের সমাবেশ নয়। যখন গ্রন্থাগারিকের দ্বারা পাঠক ও পুস্তকের মিলন ঘটে শুধুমাত্র সেই মুহূর্তগুলিতেই আপনার গ্রন্থাগার আছে বলা যায়। কালেই আপনি যদি গ্রন্থাগারকে সাফল্য প্রাপ্ত বস্ত রাখতে চান তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সপ্তাহের সব দিনগুলিতেই গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রাখবেন।

ভারতের আবার, আমি জানি না আপনারা কলকাতায় কি করেন, ১৯৩৫ সাল থেকে আমরা গ্রন্থাগারগুলিকে সপ্তাহের সব ক'দিন খোলা রাখতে আরম্ভ করেছি এবং তা বেশ ভালভাবেই চলছে। এইভাবে আরো অল্প অনেক কিছু আমাদের করতে হবে। কিন্তু সবচাইতে প্রয়োজনীয় হল পাঠকদের পরিচর্যা। আমাদের ভাষায় আমরা একে অহুলায়-সেবা বলে থাকি। ও হল অহুলায়-সেবা, যা এই পেশার উচ্চতম নিষ্কলণ করে। অহুলায় সেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহার হয়ে ওঠে। একটি বড় আকর্ষণীয় উপাখ্যান আছে আমি জানি না এটা মত্যা অথবা অপ্রামাণিক। আপনারা নিশ্চয়ই আমার বলতে পারবেন যে শংকর যখন ললিতসংস্রনামের ওপর একটি ভাষা লেখার বাসনা করেছিলেন, তখন তিনি গ্রন্থাগারিককে একখানি ললিতসংস্রনাম আনতে বললেন। তিনি (গ্রন্থাগারিক) ঠ্যাককরে গেলেন এবং একখানা বই আনলেন যা দেখা গেল বিফলসংস্রনাম। শংকর বললেন "আমি এ চাই নি। আপনি যান এবং একখানা ললিতসংস্রনাম নিয়ে আনুন।" তিনি আবার গেলেন এবং আর একখানি বিফলসংস্রনাম নিয়ে এলেন। শংকর জিগোস করলেন—“আপনার আদ্য হলো কি ?” তখন গ্রন্থাগারিক উত্তরে বললেন—“আমি নই, স্তর। একজন যুবতী যদিও গ্রন্থাগারে এসেছেন। তিনি সাফল্য আমাদের বলছেন শংকর এখন যে বইয়ের ওপর লিখবেন

তা হল বিজ্ঞানসহস্রনাম, ললিতসহস্রনাম নয়।" বলা বাহুল্য, শংকর তত্বনি বৃকতে পারলেন ইনি হলেন স্বয়ং দেবী যিনি তাঁর অচলর গ্রন্থাগারিকের কাজ করে গেলেন। কাজেই অচলর গ্রন্থাগারিককে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে হবে। আপনাতা বলতে পারেন, গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এমন দাবী বড়ই কল্পনানির্ভর। কিন্তু একজন পাঠক কোন বিশেষ মুহুর্তে পাঠের মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম কি করতে পারে এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে। এই হল গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মূল প্রতিপাদ্য বিধয়।

আমি আশা করি, এই ভবন ক্রমবদ্ধিষ্ণু একটি পেশার আবাস হবে। আমি বলেছি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিদপ্তারের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিদপ্তর সভ্য সংখ্যা সর্বাধিক। আমি আশা করি একথা ঠিক। যিঃ তার আমার বললেন, সভ্যসংখ্যা হাজার হবে। আমার মনে হয় না অল্প কোন গ্রন্থাগার পরিদপ্তর এক হাজার সভ্য আছে। আমি তাঁদের অধিকাংশের সাথে পরিচিত; আমার জ্ঞাতসাথে নেই। এবং এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কলকাতার। আমি বখনই এখানে এসেছি আমি দেখেছি সেই অকিঞ্চিৎ কেন একটি মৌচাক দ্বারা কথা আশানি বললেন, স্তর, কি একটি গলির মধ্যে, যেখানে টি, সি, দস্তুর মাঝে আমি যেতাম। আমার দেখে একে ঠিক একটি মৌচাক বলে মনে হত। এখানে শুকন গ্রন্থাগারিকেরা দিনের কাজের শেষে আদর্শে এবং চিত্রা ও আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সজীবিত করছে। এখন আপনাদের নিজেদের বাড়ী হল। আমি আশা করি আরও অনেক আসবেন। তাঁরা আসবেন, একত্রে চিত্রা করবেন, একত্রে কাজ করবেন, নতুন পথ উদ্ভাবন করবেন, যাতে করে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সব কটি ক্ষেত্র সার্থক হতে পারে এবং গ্রন্থাগার কি ধরনের সেবা করবে এ সম্পর্কে আদেশ ও মেঘের নির্দেশ অনুসরণ হবে। আমি কামনা করি যেন তাই হয়। এবং এই ক'টি কথা বলে এই অস্থানে আমাকে বিলিভ দ্বারা সুযোগ দেবার জন্য আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

[ভঃ রক্ষাধনের এই ভাষণটি কলকাতার 'ইউ এন আই এন' সংস্থা কর্তৃক টেলিগ্রাফে প্রচারিত হয়েছিল। টেলিগ্রাফ থেকে তোলা টাইপ করা ইংরেজী বক্তৃতার যে অনুবাদ আমরা এখন প্রকাশ করছি তা প্রফেসর দেখে দেন নি। স্বভাবতই এতে কিছু তুলনাত্মক থেকে যাওয়ার অসম্ভব নয়। ২৮২ পৃষ্ঠার 'নিখতু' সম্ভবতঃ স্বয়ং প্রণীত বৈদিক অভিধান 'নিখতু' হবে। ঐ পৃষ্ঠাতেই এক জায়গায় 'দুহ কাণ্ডের' উল্লেখ করা হয়েছে—সম্ভবতঃ ৬৮: 'উদ্য কাণ্ড' হবে। বক্তৃতাটি বাংলার অনুবাদ করেছেন—প্রীতপন সেন। সঃ প্রঃ]

Dr. Ranganathan's Address at the Foundation
Stone laying Ceremony of the Association Building.

পুঁথিপত্রের শত্রু কীটপতঙ্গ (২)

পঞ্চজকুমার দত্ত

ঘুণ

ঘুণ হচ্ছে পতঙ্গ পূর্বের অন্তর্ভুক্ত। ঘুণের শূককীটগুলিই কিন্তু নষ্টোন্মিত সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। শূককীটগুলির স্বভাবই হচ্ছে কাঠের মধ্যে অজস্র হুড়ক খোঁড়া। যখন এদের হুড়ক খোঁড়ার কাজ পূর্ণোত্তমে ও ব্যাপকভাবে চলে তখন গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ বাইরে পড়তে থাকে। ব্যাপারটা দ্রুত অনেকেরই চোখে পড়েছে। এমনকই ইংরাজীতে এদের বলে Powderpost beetle। অবশ্য এই নামে Lyctidae এবং Bostrichidae গোত্রভুক্ত সকল পতঙ্গকেই বুঝায়। কারণ এদের প্রত্যেকেই শূককীট অবস্থায় একই ধরনের ছুঁকাব করে। প্রথাগার ও মহাকেন্দ্রখানায় এরা প্রধানত বাইরের আধার ও বিভিন্ন ধরনের কাঠের আদ্যবাবগতই নষ্ট করে, তবে শূককীটের হুড়কপথের সামনে অথবা কাঠের মধ্যে থেকে বাইরে বের হয়ে আসার পথে যদি বইপত্র পড়ে তবে সে দ্রবের মধ্য দিয়েই এরা পথ করে নেয়। অবশ্য হুড়ক কেটে বই নষ্ট করতে শূককীটের প্রসিদ্ধিই সকলের চেয়ে বেশী—এদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

Lyctidae গোত্রে বায়ট গণ (genus) আছে এবং আজ পর্যন্ত তেইটিটি প্রজাতির কথা জানা গেছে। ভারতীয় প্রথাগার, মহাকেন্দ্রখানা বা সংগ্রহশালার আগাধিক-গণের কাছে Lyctus brunneus নামক প্রজাতিটি দর্বাণেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রজাতিটি মূল্যবান শিল্পবস্তু, প্রত্নসামগ্রী, ও আদ্যবাবগতের (ক্ষেত্রবিশেষে পুঁথিপত্রেরও) ভয়ানক ক্ষতি করে। ভারতবর্ষে এটি ঘুণ নামেই পরিচিত। ঘুণে কাটা কাঠের গায়ে গোল গোল ছোট গর্ত দেখা যায়। সেগুলি সত্য বস্তুপ্রাপ্ত ঘুণ-বিটলের বাইরে বের হয়ে আসার পথ—থগরজ (flight-holes)। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এরা অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজতে থাকে। ঘুণের রাজ্যে প্রবীণরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলাভে বিশেষ দেরী হয় না—প্রথম গোপুলি লয়টিতেই এরা বাসকন্যা বিছায়। প্রতিটি ঘুণ-পুরুষ অনেকগুলি স্ত্রীকে নিষিক্ত করে। শুধু সংখ্যার নয়, বৈতে থাকার মেরাদেও পুরুষেরা স্ত্রীদের পিছনে পড়ে। পুরুষরা বাঁচে মাত্র সপ্তাহ দুই-তিন, মে আয়ুগার স্ত্রীরা বাঁচে সপ্তাহ ছয়েক। কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য পরমাদ্ধ এই পার্থক্য স্বীকার করেন না। যৌনমিলনের পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই স্টার্ট-সমৃদ্ধ ও খসখসে কাঠের উপর প্রাক্রিকালে স্ত্রী-ঘুণ ডিম পাড়ে। স্ত্রী-ঘুণের স্টার্ট-সমৃদ্ধ স্যাপউড (Sapwood) সঠিক ভাবে বেছে নেবার ক্ষমতা খুবই লক্ষ্য করার মত। যে কাঠের মধ্যে আশ্রয় নেয় সেই কাঠ থেকেই শূককীটকে বেশ কিছুদিন খাওয়া সহ্য করতে হয়। এমনকই প্রকৃতি স্ত্রী-ঘুণকে কাঠ বাছাইয়ের অসুত ক্ষমতা দিয়েছেন। স্ত্রী-ঘুণের ডিম

প্রদব প্রক্রিয়াটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বী-দুগ ওভিপোজিটর বা প্রদব নালিকাটি কাঠের লিউমেন-গঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখানে ডিম পাড়ে। কাঠের তেল-লিউ-মেনের ব্যাপ ছোট হলে ওভিপোজিটরটি লিউমেনের মধ্যে প্রবেশ করান সম্ভব হয় না। অথচ ডিম পাড়ার জন্য এটি একান্তই প্রয়োজন। বোধ হয় একতরুই লবধবনের কাঠ ঘূণের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে অস্ত্রান্ত আরও নানা বিষয়, যথা কাঠের মধ্যে জলীয় বাষ্প ও স্টার্চের পরিমাণ (moisture & Starch content) ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

ঘূণের ভিন্নটি হয় সাধারণত, তবে ঊষং বহু। ডিমগুলি গড়পড়তা এক মিলিমিটারের মত দীর্ঘ হয়। ডিম ফুটতে সময় লাগে Perkin এর মতে আট থেকে দশ দিন ও Atson এর মতে পনের দিন। Christian কিছু লক্ষ্য করেছেন পরিবেশের উষ্ণতা ডিম ফুটার সময়কে প্রভাবিত করে— 15° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উনিশ-কুড়ি দিন সময় লাগে কিন্তু 29° সেন্টিগ্রেডে সময় লাগে মাত্র বিন ছয় সাত। ভিন্ন থেকে বেড়িয়ে শূক শিশু কাঠের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই সময় শূক শিশুর দৈর্ঘ্য থাকে .7 মিলিমিটারের মত এবং গায়ের বড় হয় যেতাত দৃষ্টবর্ণ। বেহুটি এ সময় সিবাই থাকে, তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তা বড়নির আকার নেয়। সন্তোজাত শূক-শিশু কাঠের মধ্যে তেল-লিউমেনের হৃদয় খুঁড়ে এগিয়ে যেতে পারে না। শক্তি বাড়ানোর জন্য শূক ছেড়ে আসা ডিমের মধ্যে সঞ্চিত কুহুমের খেঁচু তখনও পড়ে থাকে সেইকু লম্বাবহায়ে মন বের; ফলে তার দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লামর্থাও বেহুটি বেড়ে যায় এবং বেহুটি বড়নির আকার নেওয়ার সহজেই ওড়ি ঘেরে এগিয়ে যেতে থাকে ও তেল-লিউমেনের তেজ করে তন্ত বা কলামধ্যে ঢুক পড়ে। জীবনের প্রথম অবস্থার শূক কাঠের আশ্রয় বরাবর হৃদয় খোঁড়ে, কিন্তু কয়েক-দিন পর থেকেই সে এলোমেলোভাবে এগুতে থাকে।

শূকটি কাঠের সেলুলোজ বা হেমিসেলুলোজ খেয়ে হজম করতে পারে না। কাঠ মধ্যম ঠার থেকেই এরা খাদ্য আহরণ করে; অবশ্য এই সঙ্গে কিছু কিছু পর্কণ (যথা কাই-লেকারাইড, পলিলেকারাইড প্রভৃতি) এবং প্রোটিনও গ্রহণ করে। সেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি অজীর্ণ অবস্থায় পায়ূরূপে নির্গত হয়। যদি কাঠের মধ্যে 8—30% ভাগ জল না থাকে তবে সেই কাঠে ঘূণ লাগে না। পূর্ববর্তক শূকটি দৈর্ঘ্যে কখনই পাঁচ মিলিমিটারের বেশি হয় না। বেহুটি হয় ছিলাছাড়ান ধরনের মত বাক। তবে বক্ষবেশ হয় বশেষে প্রশস্ত।

শূকটি-জীবনের শেষ স্তোভনটি দেবে শূক কাঠের প্রান্তিক অঞ্চলের উদ্দেশ্যে হৃদয় খোঁড়া শুরু করে এবং একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে পৌঁছে গেলেই হৃদয়ের ঐ অংশটি একটু বড় করে খুঁড়ে নিয়ে একটি প্রকোঠ (pupal chamber) তৈরী করে এবং এখানেই শূকটি অণ্ডারের ১২ থেকে ৩০ দিন কাটিয়ে দেয়। অবশ্য এই অণ্ডারের ব্যাপ্তি আরও কম হওয়াও অসম্ভব নয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা।

মুককীটের গায়ের রঙ প্রথমে থাকে লাল। তারপর স্তম্ভবর্ণ এবং পতঙ্গ রূপ নিয়ে বাইরে আসার অল্প কয়েকদিন পূর্ব হতে রঙ কালচে হতে আরম্ভ করে। পতঙ্গ রূপান্তরিত হওয়ার পরেও অল্প কয়েকটি দিন ওটি ঐ গর্তের মধ্যেই থাকে, কারণ এর দেহের অল্প প্রত্যঙ্গগুলি তখনও নরম থাকে, ঐগুলি শক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাইরে আসার চেষ্টা করে না। বাইরের জগতে বের হয়ে আসার অল্প পতঙ্গটি কাঠের পাতলা আস্থরবটিতে একটি ছোট্ট গর্ত করে এবং ঐখানে উপজাত কাঠের গুঁড়া ঠেলে ঠেলে বাইরে ফেলে। গর্তগুলি হয় দু-তিন মিমিটার বাসমিটি এক একটি নিখুঁত স্তম্ভ, ঐ গর্তের সামনে কাগজ, চামড়া, শক্তকাঠ, অ্যান্‌বেসটন, এমনকি লীনা, রুপা ইত্যাদি বাই পড়ুক না কেন ভেদ করে মুক্ত জগতে বের হয়ে আসে।

যুগের জীবনের চারিটি অধ্যায়ের মোট ব্যাপ্তি আবহাওয়ার তারতম্য (বিশেষত উষ্ণতার হেরফের), কাঠের মধো জনীর বাষ্পের পরিমাণ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রিটেনের মত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (যার বাড়ীর মধ্যেই হোক বা উষ্ণ অঞ্চলেই হোক) জীবনচক্রের সামগ্রিক ব্যাপ্তি হচ্ছে গড়পড়তা এক বছর। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ঐ দেশের যে সব ঘরে 'central-heating' এর ব্যবস্থা আছে সেই সব ঘরে জীবনচক্রের ব্যাপ্তি মাত্র ছয় মাস। 25° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং 75% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট গবেষণাগারে যুগের জীবন-চক্র দশ-বার সপ্তাহের মধ্যে আবর্তিত হতে দেখা দেছে। প্রতিফুল পরিবেশে যুগের জীবনচক্রের সাধারণ ব্যাপ্তি হচ্ছে দু-আড়াই বৎসর, তবেও এই ব্যাপ্তি চার অথবা ততোধিক বৎসরও হতে পারে।

কীট আক্রান্ত পুঁথিপত্রের পরিচর্যা কীট আক্রমণ প্রতিরোধের উপায়

গ্রন্থাগারে কীট আক্রমণের কোন চিহ্ন দেখতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গ্রন্থাদি একেবারে আগাদা করে ফেলা স্বকারণ যাতে অল্পাংশ বইপত্রে আক্রমণ সংক্রমিত না হতে পারে এবং সমগ্র উপদ্রবনের (Fumigation) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা উচিত; যথা কীটের পরিচয় বা প্রজাতি নির্ণয়, আক্রমণ অতি দক্ষতা বিস্টেছে না বেশ কিছু দিন আগেই ঘটছে, গ্রন্থাগারে আক্রমণকারী পতঙ্গের প্রবেশ পথ ইত্যাদি।

আক্রান্ত পুঁথিপত্রের মধ্যে আত্মগোপনকারী অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ সমূহকে সংহার করতে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহৃত হলেও বিশেষজ্ঞরা প্যাৰা-ডাই-ক্লোরোবেনজিন্, ইথিলিন অক্সাইড—কার্বন ডাই অক্সাইড মিশ্রণ (1 : 9) কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড ইথিলিন ডাইক্লোরাইড মিশ্রণ (ছোট টিনে ভর্তি করে বাষ্পে এটি Killo-
ptera পণ্য নামে বিক্রী হয়) ইত্যাদি ব্যবহারের বিধান দেন। নরবিজ্ঞান জাতীয় মহাফোজখানায় পুঁথিপত্র সংরক্ষণ গবেষণাগারের (তারতবর্ষে এতদ্ব্যজ্ঞাত গবেষণার এটিই

সর্বশ্রেষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণাগার) বিশেষজ্ঞগণও তারতীয় পরিবেশে ঐগুলিই ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

বায়ুশূন্য আধারে উপধূপনের (Vacuum fumigation) ব্যবস্থা কীট সংহারের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কীটনাশক মতেই, এমন কি তাদের ডিমগুলিও যেহাউ পায় না। কারণ আধাশূন্যে যখন বায়ুশূন্য করা হয় তখন পারিপার্শ্বিক চাপ কম থাকার জন্য ডিমগুলি ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হলে অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে ও বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী দরকার, যন্ত্রপাতিচালনের খরচের-হার (expense ratio) কম হলেও মোট খরচ খুব বেশী। এইজন্যই জাতীয় মহাফোজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির মত বিরাট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা লাভজনক নয়। অন্যদিকের জাতীয় মহাফোজখানার এই পদ্ধতির উপধূপনের ব্যবস্থা আছে। দেখানো যে বায়ু-মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় তাহলে একভাগ ইথিলিন অক্সাইড ও অন্যভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকে।

ছোটখাট গ্রন্থাগারের পক্ষে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzene) অথবা কিলোপেটেরা (Killoptera) ব্যবহারই প্রশস্ত। যে কোন বায়ুগোবী আধারের সাহায্যেই উপধূপন কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। তবে আলমারীর আদলে ইম্পাত-চাবুর দিয়ে তৈরী কোন আধার হলে ভাল হয়। আলমারীর তাকে গুলিতে কিছু ছিদ্র থাকা অবস্থায় প্রয়োজন যাতে কীটের বাষ্প আধারের সর্বত্র পৌঁছিতে পারে। তাকে উপর বইগুলি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে যাতে বইয়ের পাতাগুলির মধ্যে কিছু ঠাক থাকে অর্থাৎ কিনা বইটি একটু মেলো দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এরকমভাবে রাখার জন্য কীটের বাষ্প প্রতিটি পাতা বা মলাটের আশপাশ দিয়ে অবাধে বাতায়তে করতে পারে। প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন সাধারণত বস্তুর সাহায্যেই এটি ব্যবহার করতে হলে ঝাঁচের পায়ে নিয়ে আধারের সর্বনিম্ন অংশে এটি রাখতে হবে। আধারের আরও অনেক আন্তর্জাতিক হারে কীটের নেওয়া প্রয়োজন। প্রতি ২'৪৩২ ঘন. মিটার আরও অনেক ৪'৫৪ কিলোগ্রাম প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন নিতে হবে। আমাদের দেশের ক্ষতিকারক উষ্ণ আবহাওয়ার সাধারণ তাপমাত্রাতে প্যারাডাইক্লোরো, বেনজিনের বাষ্পায়ন হ্রাস হয়ে যাবে এবং বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা হওয়ায় অন্য সর্বত্রই আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কিলোপেটেরা ব্যবহার করলে পাতাটি সর্বোচ্চ সেলফে রাখতে হবে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার এই তরলটি সর্বত্রই বাষ্পীভূত হয় বলেই কি ঐ বাষ্প বায়ু অপেক্ষা ভারী। প্রতি ২'৪৩২ ঘন. মিটার আরও অনেক ৬৩৫ গ্রাম কিলোপেটেরা দরকার। আধারের মধ্যে দিন সাত-আট রাখলে পতঙ্গ ও তাদের পূর্বকীটগুলি নিশ্চয়ই মারা পড়বে কিন্তু প্যারাডাইক্লোরো-বেনজিন অথবা কিলোপেটেরা কোন বাষ্পই পতঙ্গের ডিমগুলি বিনষ্ট করতে পারে না। সেজন্য ২০/২১ দিন পরে পুনরায় উপধূপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কারণ ২০/২১ দিনের মধ্যে ঐ সব ডিম ফুটে বাছা অমায় কাজেই দ্বিতীয়বার উপধূপনের ফলে কীটপতঙ্গাদি একেবারে নিমূল হবে।

ফ্রাপথেলিন-ফিউমিগেটর—কীটপতঙ্গের উপাত্ত নিবারণে ফ্রাপথেলিনের ব্যবহার সর্বজননির্দিষ্ট। গ্রন্থাগার ও মহাকলেজখানায় উপদ্রুপন কালে এটি ব্যবহার করার অল্প বিস্তারিত গবেষণা চেষ্টা করছেন। নতাদিল্লীর জাতীয় মহাকলেজখানার কর্মী সর্বশ্রী রতনদীপ কিশোর এ.সি.এল. ডাটনগর সম্প্রতি এক প্রবন্ধে এমন একটি যন্ত্রের কথা জানিয়েছেন। ['Naphthalene Fumigation' Published in 'Conservation of Cultural Property in India', Ed. by O. P. Agrawal, Indian Association for the Study of Conservation, National Museum, New Delhi, 1966]। এই যন্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পুঁথিপত্রগুলিকে তাদের নিজ নিজ স্থানে রেখেই উপদ্রুপায়িত করা যায়। যেমন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান-গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি তৈরী করেন তাদের বিদ্যে অনায়াসেই এটি তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

ফ্রাপথেলিন-ইটিকা বোম্বাই একটি আধারের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু (তাপমাত্রা 30° সেণ্টিগ্রেড) চালনা করলে যে ফ্রাপথেলিন বাষ্প (তাপমাত্রা 25°—30° সেণ্টিগ্রেড) পাওয়া যায় তাহাই মক নলের দ্বারা আচ্ছাদিত পুঁথিপত্রের উপর প্রয়োগ করা হয়। যন্ত্রটি একটি ছোট রোলার (rolley) উপর বসান থাকলে যেখানে খুন্সী তৈলে নিয়ে যাওয়া যায়।

যন্ত্রের বর্ণনা—যন্ত্রটি মোটামুটি তিনটি ভাগ : (ক) বিদ্যুতচালিত হাপর (air-blower) (খ) চুন্নী (air-heater) (গ) ফ্রাপথেলিন আধার।

চুন্নীর দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত করা হয়। মূলত এটি দস্তাচ্ছাদিত-ইস্পাতচাদরে তৈরী একটি বেলনাকার পাত্র। এটির আয়তন মশ লিটার; ঢাকনাটি বায়ুতোমী। ঢাকনার নদ্রে কয়েকটি খাতের পাত লাগান আছে। পাতগুলি বিদ্যুত মহদোগে উত্তপ্ত করা যায়; সংলগ্ন বায়োস্ট্যাট দ্বারা উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব। পাতগুলি এমনভাবে লাগান থাকে যে হাপর থেকে বায়ু আধারে ঢুকে চট করে বেরিয়ে যেতে পারে না। বায়ুকে অনেক আকারীকা পথ ঘুরে যেতে হয় এবং বাতাসপথে উত্তপ্ত পাতের সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফ্রাপথেলিন-আধারটিও ইস্পাত চাদরে তৈরী একটি বেলনাকার পাত্র। এটির আয়তন মাত লিটার। আধারটির তিন-চতুর্থাংশ ফ্রাপথেলিন-ইটিকাতে ভর্তি থাকে। সংযোগ নল মাধ্যমে বায়ু চুন্নী থেকে বেরিয়ে এই আধারে ঢোকে। সংযোগনলের মধ্যে দু'জায়গায় ভাটজালির ছাঁকনি আছে। তাপ বিকিরণ হ্রাস করার জন্য আধারের এবং সংযোগ নলের বর্হিভাগে আলবেস্টস-মাগনেসিয়াম আন্তর দেওয়া আছে।

যন্ত্রটি চালু করলে প্রতি মিনিটে 1.75 ঘনমিটার ফ্রাপথেলিন বাষ্প (উষ্ণতা 25°-30° সেণ্টিগ্রেড) পাওয়া যায় এবং এর লজ প্রতিমিনিটে 130 গ্রাম ফ্রাপথেলিন খরচ হয়। ফ্রাপথেলিন বাষ্প ইস্পাতের তৈরী নমনীয় নলদ্বারা যেখানে খুন্সী প্রয়োগ করা যায়। এই নলের নির্গম পথটি কিছু স্থলীয় হওয়া চলবে না—চেষ্টা করতে হবে অল্পখার মুখটি হরদম বন্ধ হয়ে যাবে ও কাজের অস্থিবিদ্য ঘটাবে। বাষ্প যে স্থানে প্রয়োগ করা হয় সেখানে অতি ক্ষয়ক্ষতির কঠিন ফ্রাপথেলিন কথা লম্বা থাকে ফলে কিছুকালের জন্য কীট আক্রমণের ভয় থাকে না।

গ্রন্থপঞ্জী

- Back, E. A—'Bookworms', Indian Archives, Vol 1, No. 2; National Archives of India ; 1947.
- Basu, Purnendu—'Common enemies of Records', Indian Archives, Vol 5, No. 1; 1951.
- Gupta, R. C—'How to fight White ants', Indian Archives, Vol 8, No. 2 ; 1954.
- Harris, W. V.—'Termites ; their recognition & Control', Longmans , London ; 1961.
- Hickin, Norman E.—'The Insect factor in wood decay', Longmans, London, 1963.
- Mckenny Hughes —'Protection of Books & Records from insects' Indian Archives, Vol 7, No. 1 ; 1953.
- Plumbe, W. J—'The Preservation of books in tropical & subtropical countries', Oxford University Press ; 1964.
- Roonwal, M. L. & Chatterjee, P N—'Control of the Indian bookworm beetle', Indian Forest Records, new series Entomology, Vol 8, No. 6, Publications Div. Govt. of India, Delhi, 1952.
- Thomson, G. (Editor)—Recent advances on Conservation, Butterworth London ; 1963.

The Enemies of library materials.
Insects by Pankaj Kumar Datta

উইলিয়ম কেরী

কুণাল সিংহ

সহস্র যোজন দূর থেকে এসেছিলেন উইলিয়ম কেরী বাংলায় “ভাষ্যের দেশের খুব ভাষ্যতে।” “নীলের কোলে ডামল” এই দেশটির লোকেরা তখন কুসংস্কারে আর অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইউরোপ থেকে এসে এক নবযুগের বাণী শুনিতে এই বহু শতাব্দীর খুব ভাষ্যিয়েছিলেন কেরী। উত্তরকালে বাংলা দেশে যে নবীন শ্রাণের স্পন্দন লেগেছিল তার সূত্রপাত বলতে গেলে হয়েছিল কেরীর সময়ে। ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে সাধারণ মানুষকে বুঝবার একটা ধারণা এনেছিল ইউরোপে। সে ধারণা কেরীকেও স্পর্শ করেছিল। নিজের দেশকে বুঝবার ও আপন করবার যে স্পৃহা তিনি অসুতর করেছিলেন মিশনারী হিসাবে বিদেশের মানুষকে বুঝবার ও সেখানে খুঁটনীয় প্রচাণের প্রয়োজনীয়তা ও তাকে তেমনি চকল করে তুলেছিল। বিদেশে যীতর বাণী পৌঁছে দেওয়াটা সে যুগের মিশনারীদের জীবনের সবচেয়ে মতান ব্রত ছিল।

অবশ্য কেরী আদ্যার আগে থেকেই বাংলা দেশে মিশনারীদের কাজ শুরু করে যায়। মি: গ্রাণ্ট এখানে ১৭৮৬ সালে একটি মিশন স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কেরীর মত তিনিও বুঝেছিলেন যে এদেশে ধর্ম প্রচার করতে গেলে তা দেশীয় ভাষার সাধ্যমেই করতে হবে। এই সময় ট্রাউন ছিলেন গ্রাণ্টের সহকারী। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, মিশন স্থাপন করা ব্যয়সংপেক্ষ এবং সরকারের অসহমতি প্রয়োজন এ সব কাজে। একটি মিশন স্থাপনের এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মত মূল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর কাছে আবেদন করা হ’ল। কিন্তু কর্ণওয়ালিস এ সব ব্যাণারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই গ্রাণ্টের সে আশা সার্থক হয় নি। তারপর ইংলণ্ডের আইন সভার অসহমতি নিয়ে তিনি মিশন স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কোম্পানীর উত্তর থেকে আপত্তি আসাতে সেখানেও তিনি বিফল হলেন। নানা কারণে বৈতনিক তাঁর এ’ দেশে থাকা সম্ভব হয়নি। অবশ্য টমাসের ব্যক্তিগত চরিত্রই তাঁর এই ব্যর্থতার একটি কারণ।

দেশে ফিরে গিয়েছিল টমাস। কিন্তু ইংলণ্ডে এসেও টমাসের উদ্যোগ কিছুমাত্র কমলো না, তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য পরিচিতদের সাহায্যে আবার মিশন স্থাপনের কথা ভাবতে লাগলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি “Baptist Missionary Society”র সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। মিশনারীরাও এই ধরনের উৎসাহী লোকই খুঁজছিলেন। এই সোসাইটির এক কমিটি মিঃএ ১৭৯৩ সালের ২ই জানুয়ারী একটি resolution নেওয়া হ’ল: “A door appeared to be open in India for preaching the gospel to the heathen, and that Mr. Thomas be

invited to unite with the society, who would endeavour to procure an assistant to accompany him.” কেহী তৎক্ষণাৎ ভারতে যাওয়ার বাসনা জানালেন। কিন্তু আগন্তি উঠলো Mrs. Carey-র দিক থেকে, পরে অবশ্য তিনি ভারতে আসতে আগন্তি করেন নি।

এদিকে কেহী ও টমাস ভারতে যাওয়ার লাইসেন্স পেলেন না ইংলণ্ড থেকে। অবশেষে লাইসেন্স ছাড়াই টমাসের এক বন্ধু “Oxford Indiaman”-এর কমান্ডার তাঁদের নিয়ে যেতে চাইলেন ভারতে। কিন্তু যাত্রার প্রাকালে India House-এর বিভাগ ভাঙ্গন হওয়ার জন্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁদের নিয়ে ভারতে পাড়ি দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে ঈশ্বর প্রেরণ হলেন। খুব আন্ন ২২৮৫ একটি Danish জাহাজ তাঁদের ভারতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হ’ল। টমাসের অদমা উদ্বোধন এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। এবার কেহী সপরিবারে চললেন ভারতে। জাহাজে তিনি সময় কাটাতেন টমাসের কাছে বাৎসা শিখে।

কোলকাতার বন্দরে জাহাজ ভিড়লো। সঙ্গে আনা বিলিতি নিম্নবিপন্ন বিক্রয় করে ক’দিন ভালভাবেই কেটে গেল। কিন্তু খরচে হস্তাবে লোক টমাস। আহা! ও বাসনানের কোনও সুবিধামত বন্দোবস্ত হবার আগেই টাকার আর কিছু অবশিষ্ট থাকলো না। খরচ কুল্যতে না পেরে কেহী প্রথমে ব্যাডেল ও পরে মানিকতলার বাসা নিলেন। টমাস এই সময়ে নিজেও পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

মানিকতলা ঠিক তখন ক’লকাতার মধ্যে পড়তো না। মেটা ছিল ক’লকাতার দক্ষিণের সহরভূমি। এখানে একটা অপরিচ্ছন্ন, স্যাঁতসেতে বাড়ীতে কেহী তাঁর সংসার এনে তুললেন। কিন্তু সহ্যর সহনহীন ও কণ্ঠবিশূণ্য অবস্থায় তাঁর পক্ষে মানিকতলার এই বাসাবাড়ীতে থাকা প্রায় অসম্ভব হ’য়ে উঠলো। বাড়ীতে হ্রীর কাছে তাঁর গল্পনার শেব ছিল না। অবশেষে প্রায় উপায় না দেখে কেহী হুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসের কথা ভাবছিলেন। টমাসের কাছে গেলেন অর্থ আর পরামর্শের জন্যে। কিন্তু তখন নিজ স্বভাববোধে আকর্ষণ করে হুন্দরবন হ’য়ে পড়েছেন টমাস। অন্যাহারে ও হুন্ডিভার অস্থায় হ’য়ে পড়লেন কেহীর হ্রী ও ছুটি সন্তান। উপায়হীন না দেখে বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে কেহী নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে এলেন হুন্দরবন এলাকার হাসনাবাহ অঞ্চলে। সেখানকার জনহাওয়া মোটেই তাঁদের বসবাসের অসুস্থ ছিল না। এদিকে বর্ষা আগন্তপ্রায়। হুন্দরবন ক্রমেই বসবাসের পক্ষে আরও অসুপযোগী হ’য়ে উঠলো। ভাগ্যবোধী অবশেষে প্রেরণ হ’লেন কেহীর উপর। হুন্দরবনে বর্ষা কাটাতে হ’ল না কেহীকে। তাঁর ভ্রাতৃ এল মালদার কাছে মদনাবতী থেকে। সেখানে Uday নামে এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে টমাস মালদার কাছে Mypaldiggy নামে এক স্থানে নীল কুটির কঠা নিযুক্ত হন। তিনিই কেহীর জন্য মালদার ৩০ মাইল উত্তরে মদনাবতীতে আর একটি নীলকুটির কাজ ঠিক করলেন। সুযোগমত কেহী রতনা বিলেন মদনাবতীর

দিকে। সেখানে কেরী যা মাইনে পেতেন তার কিছুটা খরচ করতেন বাইবেলের অহ্বাবাদের কাজে, আর ধর্ম প্রচারে। মদনাবতীতে, নীলচাবীরে অস্ত্রে হুল করে তাদের পড়ানোর প্রয়াস পেলেন তিনি, কিন্তু সে চেষ্টা বার্ব হ'ল স্থানীয় লোকদের উৎসাহের অভাবে।

নীলচাবীর তদারকের কাজে কেরী কিংবা টমাস কেউই তেমন পারদর্শী ছিলেন না। “উড্‌নি”-সাহেবের ব্যবস্থা প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। এ'সবের মধ্যেও কিন্তু কেরী New Testament-এর অহ্বাবাদ ছাপানোর কথা ভাবছিলেন, কারণ অহ্বাবাদের কাজ তখন তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। বিলেত থেকে Type আনানোর খরচ পড়ে অনেক। ব্যবসারে মন্দা আর আর্থিক অনটনের মধ্যে সে চেষ্টা কেরীর পক্ষে করা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু ভাগ্যদেবী এ'বারও বোধ হয় তাঁর ওপর হুজুম দিলেন। কোলকাতায় একটি প্রেস বিক্রীর নোটিশ দেখলেন তিনি। উড্‌নি সাহেব দৌটা কিনে কেরীকে উপহার দিলেন। প্রেস আনা হ'ল কোলকাতা থেকে মদনাবতী।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের “Baptist Missionary Society” আরও অনেক বড় হয়েছে। সেখানকার পরিচালকদের মধ্যে অগ্রভূমি ছিলেন ফুলার (Fuller)। তিনি ছিলেন কেরীর বন্ধু। ফুলার মার্ম্যান ও ওয়াড'সহ চারজন মিশনারীকে মদনাবতীতে কেরীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু তারতে পৌঁছে কেরীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হ'লনা তাঁদের। ইহা ইতিহাস কোম্পানীর লোকেরা যোটেই ভাল চোখে দেখছিলেন না মিশনারী-দের এই সব কার্যকলাপ। তাই কোম্পানীর লোকদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে মিশনারীরা ভেনমার্কের অধীনস্থ ঈগ্রামপুরে এসে হাজির হলেন। সেখানকার গভর্ণর “Colonel Bie” তাঁদের সমাদরে আশ্রয় দিলেন ঈগ্রামপুরে। এখান থেকে তাঁরা মদনাবতীতে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোম্পানীর কাছে থেকে আবার বাধা এলো, তাই তাঁরা ঈগ্রামপুরেই থেকে গেলেন। কেরীকেই তখন ঈগ্রামপুরে যাওয়ার কথা ভাবতে হল। সুবিধাবারে ঈগ্রামপুরে গিয়ে কেরী মিশন পতনের কাজে নেমে পড়লেন। ১৮০০ সাল ঈগ্রামপুর তথা বাংলা দেশের ইতিহাসে দ্রবীণ হয়ে থাকবে। ঐ সালেই ঈগ্রামপুরে মিশন ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মদনাবতী থেকে প্রেস আনা হ'ল ঈগ্রামপুরে। প্রেস বদানোর পরে বাংলা ভাষার বহুবিধ পুস্তক এখান থেকে ছাপা হতে থাকে। প্রথমে রাম বহুর লেখা “Jospel Messenger” ছাপা হল। তারপরে রাম বহুই হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা লিখলেন। ছাপাখানার পতন এদেশে কেরী আসার অনেক আগেই হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিতভাবে পুস্তক প্রকাশনার কাজ আর ছাপাখানাকে সর্বসাধারণের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা ঈগ্রামপুরেই হয় সবপ্রথম।

১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ থেকে কাজ শুরু করে ১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কেরী “নিউ টেস্টামেন্ট” ছাপানো শেষ করেন। টাইপ তৈরীর কাজে পকানন তখন কেরীর সর্বপ্রধান সহায়ক। অতি কৌশলে কেরী পকাননকে ফোট উইলিয়ম

কলেজের অধ্যাপক হুশভিত্তি চার্লস উইলিয়ামসের দেহাজত থেকে নিজের কাছে ঐগ্রামপুরে এনেছিলেন তাঁর ছাপাখানার কাজে। উইলিয়ামস নিজে পকাননকে “পাক” কাটা শিখিয়েছেন। বৌদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁরা হলহেডের “The Grammar of the Bengal language” এর অন্তর্ভুক্ত বাংলায় Type তৈরী করেছিলেন। হলহেডের গ্রামারের পরেও, আটাবো শতকের শেষে কয়েকটি বাংলা পুস্তক বাংলা দেশ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তারপর উনিশ শতকের প্রথম থেকে ঐগ্রামপুরেই বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় মুদ্রণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৮০১ সালের এপ্রিল মাসে কেচী কোর্ট উইলিয়ামস কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০১ জুলাইয়ের ১৫ই জুন একটি চিঠিতে কেচী লিখেছেন “When the appointment (in the Fort William College) was made, I saw that, I had a very important charge committed to me and that I have no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar which is now half printed. ১৮০১ সালের মধ্যেই কেচীর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই বাংলা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণের দুইমাসের মধ্যে একটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন বা’ বর্তমান ভাষা-সমস্যা’র এক নতুন দিকে আলোকপাত করবে। তিনি লিখেছেন :

“It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoostanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct; for though it be admitted that persons may be found in every part of India who speak that language yet Hindoostanee is almost as much a foreign language, in all countries of India, except those of the North West of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in other countries of Europe. In all country of justice in Bengal and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of the particular country and seldom understand any other.....

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other language of India. Fourfifths of the words in the language pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these and many other accounts, it may be esteemed as one of the most expressive and elegant languages of the east.....

সাধারণ মিশনারীদের মত কেচী কেবল গৃহস্থীয় প্রচাৰ করেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁর জীবন ও কার্যাবলীর মধ্যে এইখানেই আছে অসাধারণত্ব। তাঁর গ্রন্থাগারে বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদির উপরও একাধিক বইয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তাঁরই চেষ্টায় ১৮০২ সালে

আইন করে গঙ্গাদাগের পুত্র বিসর্জন দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সত্যদাহ শাস্ত্রদ্রষ্টা কিনা, সে বিষয়ে প্রতিদ্বন্দেব কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে কেহী এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য কোলকাতার বড়গাটের কাউন্সিলে ও শ্রীরামপুরে দিনেমার কাউন্সিলে দ্রুতি আত্মকলিপি পাঠান। তাঁর মতে এই মূল্যম প্রথাটি যখন দরমকত নর তখন এটিকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য। এই আত্মকলিপি পেন কেরার অল্পদিনের মধ্যেই ওয়ালসলি ইংলেণ্ডে ফিরে যান বলে তাঁর পক্ষে কোনও আইন করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে লর্ড বেটিক আইন জারী করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। সে সময় অবজ্ঞা রাজ্য রামমোহনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনেকাংশে এট প্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণার কাণে ছিল।

ভারতে কেরীর প্রথম কয়েক বৎসর অসাধারণ হুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু সমস্ত বিপদ ও বাধা অতিক্রম করে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত উদ্দ্যাপন করে গিয়েছেন। শেষের প্রতি তাঁর অবিচল এই নিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিছু অনেক লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশকে তিনি সর্বসাধারণের শিক্ষার উপযোগী করে তুললেন। একজন উচ্চশ্রেণীর ভাষাবিদ হিসাবে চর্চিত ভাষার ব্যবহারের নিয়মাবলী থেকে তিনি বাংলায় ব্যাবহাণ দৃষ্টিত করেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বচনান্তেও হাত ছিল উইলিয়ম কেরীর। “দিগ্‌দর্শন” ও “দম্যভার মণি” এর প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজ তাঁর অক্ষর কীতি।

কেরী এদেশে বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করেছেন। ১৮৪৬ সালে শ্রীতার মন্তক, কানাড়ি ও ইংরাজী আলোচ্য Baptist Mission Press থেকে ছাপা হয়। কনকুসিয়ারের বালী ও আদর্শ লক্ষ্যে লেখেন মার্ম্যান ১৮০২ সালে। সেটিও Baptist Mission Press থেকে ছাপা হয়। মার্ম্যানের এই লেখাটিই কনকুসিয়ারের মর্শনের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ। কেরী ও মার্ম্যান ১০টি খণ্ডে বাঙ্গালীকৃত রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১৮১০ সালে প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ১৮১২ সালে আগুন লেগে পত্রের পাতুলিয়ার কিয়দংশ পুড়ে যায়। রামায়ণের সেই প্রথম তিনটি খণ্ড এখনও “কেরী লাইব্রেরী”তে আছে। এ ছাড়া দুই খণ্ডে বাংলা ভাষার একটি অভিধান কেরী প্রস্তুত করেন। তাতে শব্দের উৎপত্তি ও তাদের বিভিন্ন অর্থভেদ বর্ণিত তিনি। খণ্ড দুইটি ১৮১৮ ও ১৮২২ সালে প্রকাশিত হয়।

ভাষাবিদ হিসাবে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন কেরী। অনেক ক’টি ভারতীয় ভাষা তিনি শিখেছিলেন তারতবর্গে আগার পর। কেরী, মার্ম্যান ও ওয়ার্ড—তিনজনই ভারতবর্গ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার “কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেন। তবে মার্ম্যানই সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন ভাষা শিক্ষায়। তিনি চীনা ভাষাও জানতেন। তাঁদের অনুবাদ করা পুস্তক ও বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ এখন “কেরী লাইব্রেরী”তে স্থান পেয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে শ্রীরামপুরের “কেরী গ্রন্থাগারের” প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৪)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তৃতীয় নিম্নলিখিত ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনের বেলগাঁও অধিবেশনে গৃহীত স্থানীয় কুমার বোম্ব মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সেই প্রস্তাবেই অহলয়কৃতমে বঙ্গে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ চলে। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার পরিষদের তদানীন্তন অতিরিক্ত সম্পাদকের নামে অন্তর্গত এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ইহার কার্যলয় ছিল কলিকাতার ৭নং রাজেন্দ্র নগর পেনে। সম্মেলনে বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারকেই যোগদান করার জন্য সতরোধ জানান হয়। সর্ব বঙ্গীয় ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়াপত্তনের এই প্রথম পর্যবেক্ষণ। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বেপদাসী রথো জ্ঞান বিকিরণ এবং পারম্পরিক ভাব আদান প্রদানের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন হইলেও মেদিনীপুর, শাখা, করিমপুর, শিলিগুড়ি, দিনাজপুর, জিগুণা, চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অন্যান্য অংশ হইতে এই ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের লাড়া পাওয়া যায়। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, জগলী, হাওড়া ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান হইতে প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনের স্থান ছিল কলিকাতার ১৫নং বঙ্গের ষোড়শে অবস্থিত অ্যাংলো ইন্সটিটিউটেড সত্যবরণে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে এই শেখ, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর তারিখের এই সম্মেলনের অধিবেশন বলে। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রী জে. এ. চ্যাপম্যান। সম্মেলনের আলোচনার যোগ দেওয়ার জন্য বাহাঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন গুহাধের রথো অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীমদনোবজ রায়, বাণবেড়িয়ার রাজা তিতোত্র বেদ রায় মহাশয় ও কুমার মঞ্জীন্দ্র বেদ রায় মহাশয়, পুর্নীয় শ্রীনিবাস দাচার্জ, মৌলভী মুজিব রহমান, রাজকুমার শংকর কুমার রায়, কুমার হরিচন্দ্রক দেব, রাজশাহীর কুমার নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপদানন্দ বসু, শ্রীপদম চক্রবর্তী, শ্রীমেন্দ্র বেদ, শ্রীচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দরকার এবং অন্যান্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের প্রাচীরে বেদময় আবৃত্তি করিয়াছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুলনীচরণ গোবিন্দী মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে বানী পাঠাইয়াছিলেন তাহা স্থূলচন্দ্র বোম্ব মহাশয় লভ্যস্থলে পড়িয়া শোনান। রবীন্দ্রনাথের বানীই সর্ব ছিল ‘বাখি আপনাদের আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। আপনাদের আন্দোলন উন্নতি ও প্রদার লাভ করুক ইহাই কামনা’। সভাপতি মহাশয় তাহার মৌখিক ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগারের লভ্যবহার, স্বতঃ পরিচালন ও দেশের রথো

প্রসার সাধন করিতে হইলে সর্বাঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। এছাড়া এতদ্ব্যতীত একটি সর্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করার আবশ্যকতা লক্ষ্যেও সকলকে তিনি সচেতন হইতে বলেন। তাঁহার ভাষণান্তে তিনি ডঃ কালিদাস নাগকে ইউরোপ মহাদেশের বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন লক্ষ্যে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করেন। নাগ মহাশয় সবিস্তারে সেখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলন লক্ষ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক অমলাচরণ বিদ্যভূষণ 'প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার' লক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ পড়েন। শ্রীযনোবরেন দায়গ অপার একটি প্রবন্ধ পড়িয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে ভাবাইয়া তোলেন। অধ্যাপক ডঃ ব্রজ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, তিনি স্পেনের মাদ্রিদ সহরের সর্বজনীন প্রমোদ উদ্যানের খোলা জায়গায় বসিয়া বই পড়ার জন্য একপ্রকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যাছেন। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা বাহাতে আশ্রয়ের বেশে প্রবর্তন করা যায় তাহার লক্ষ্যে সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলেন। শ্রীহৃদৈলকুমার ঘোষ প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে সভায় সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনের বেলগাঁও অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পড়িয়া শোনান।

পরিশেষে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজীতে রচিত প্রস্তাবাবলীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

১। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে বেলগাঁওয়ে অস্থগীত তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের অনুসরণক্রমে বঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিনিধিবর্গের এই সম্মেলন অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন নামক বঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহের একটি সংস্থা গঠন করিল।

২। অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর কার্যের সৌকর্য্য প্রাপ্তি জিলায় জিলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের জন্য এই সম্মেলন বঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারকে অহুযোগ করিতেছে।

৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, এই অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন নিখিল ভারত সর্বজনীন গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হউক।

৪। এই সম্মেলন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি এবং অন্যান্য সর্বজনীন সংস্থাসমূহকে উদ্দেশ্যে নিজ নিজ এলাকাধিত গ্রন্থাগারসমূহের সংরক্ষণ ও প্রসারণ, নূতন গ্রন্থাগারের পুস্তক এবং উদ্বোধনকে পূর্ণাঙ্গ অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য অহুযোগ করিতেছে।

৫। এই পরিষদের উদ্দেশ্যকে রূপ বেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগার হইতে একজন করিয়া সর্বত্র লইয়া অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর অস্থায়ী সাধারণ সমিতি গঠিত হউক।

পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য সম্মেলনে যে অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় তাহাতে ডঃ কালিদাস নাগের আহুকুলো ববীজনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এছাড়া একজন সম্পাদক ও দুই সহকারী সম্পাদকও নির্বাচন করা হইল। শ্রীহরীলকুমার ঘোষাই হইলেন এই পরিষদের প্রথম সম্পাদক।

(ক্রমঃ)

Library movement in Bengal (4)
By Gurudas Bandyopadhyay

জন্ম সংশোধন

গ্রন্থ সমালোচনা গ্রন্থকে গুণে আধুনিক সংখ্যায় 'আকাশ প্রদীপ' (৮মুখরজন রায় প্রণীত) গ্রন্থটির ছন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'বোল অক্ষরের পুরার অনেকটা গভীরই মত।' কথাটি ৮মুখরজন রায়ের প্রথম কথা। গ্রন্থ 'চুস্তা' লম্বা প্রবেশ। 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ আছে এবং সার্বভূমিক ছন্দই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ হুম্মার শেখ এবং কাব্য পরিচিতি লিখেছেন ডঃ হুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থপতিত ব্যক্তিগণ।

'গ্রন্থাগার'-এর বর্ধশ্রী। 'গ্রন্থাগার'-এর ১৩৭০ সালের যে বর্ধশ্রীটি এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত তার কয়েক জায়গায় বর্ণাঙ্কনিক বিভ্রান্তির গোলাবল রয়েছে—এজন্য আমরা অন্ততঃ দুঃখিত। —স. প্র.।

ग्रहागार विज्ञान शिक्षण संवाद

ग्रहागार विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षार फलफल : १९७१

डिप्टिमेंशन (अनुसूचीत)

क्र.सं.	रोल नं.	नाम
१	७६	पवन धन वस्तु
२	१११	अश्विनीकुमार बळोपाध्याय
३	१०७	निर्मलकुमार लैनसुत
४	६०	दीपक कुमार गोखामी
५	२४	पुष्पलाल दालाल
६	१२	किरण कुमार उट्टाचार्य
७	२१	हस्ता चक्र
	८८	अनीस कुमार ठाकूर
	१४	सुवीर कुमार राय
	१४	निर्मल कुमार उट्टाचार्य
	७	हरेश नाथ बह
	१३	निर्मल नाथ राय
	६१	उमा घोष
	८१	सैयद साहीम आहमद
	१८	ननी गोपाल सरकार
	४४	बृद्धदेव गळोपाध्याय
	८७	पि. सुब्रह्मनिराम
	३२	हस्ता वस्तु
	४०	कमला दे
	७६	नरिंदा मुखोपाध्याय
	४७	अजय कुमार घोष
	३०	वृत्तलकांति हसनसुत
	३७	पद्मानंद वस्तु

ମାଳ (ଗୋଲ ଇଂ ଅନୁସାରେ)

ଗୋଲ ନଂ	ନାମ
୨	ବିହାର କୁମାର ଆଦିକ
୩	ଅନିତ କୁମାର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ
୪	ବବିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବହୁ
୧୦	କେନ୍ଦ୍ରା ଭାଦ୍ରା
୧୧	ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ
୧୩	ନୀରା ଉପାଧ୍ୟାୟ
୧୪	ମତ୍ୟୋଜ୍ଞ ନାଥାୟ ଚୌଧୁରୀ
୧୬	ବିରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବିହାରୀ
୧୭	ମହା ବିହାରୀ (ଚରିତ)
୨୦	ସ୍ୱଧୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
୨୨	ନିର୍ମଳା କୁମାରୀ ଛାବରୀ
୨୩	କୁମାର ଚଟୋପାଧ୍ୟାୟ
୨୪	ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ
୨୬	ବିନୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ
୨୭	ବିହାରୀ ଦାଶ
୨୮	ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ
୨୯	ଅନନ୍ତ ଦାଶ
୩୧	ମହା ବହୁ ବହୁ
୩୮	ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦେ
୪୧	ଜନୀତି କୁମାର ଦେ
୪୨	ଆମାଳତୀ ଦେବୀ
୪୩	ସୋମେଶ୍ୱର ଦେ
୪୪	ବିଶ୍ୱନାଥ କୁମାର ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ
୪୫	ବ୍ରଜ କୁମାର ଘୋଷ
୪୬	ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଘୋଷ
୫୦	ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ
୫୨	ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ
୫୩	ଚାନ୍ଦାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ
୫୬	ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାହର ଗୁପ୍ତ
୫୭	କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଜାନା
୫୮	କମଳାକାନ୍ତ କୋଲେ

କ୍ରମ ନଂ

ନାମ

୧୨	ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲ
୩୧	ସୁନୀଲ ସାମଲ
୩୨	ସତ୍ୟନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ
୩୩	ଦିନକାର କୁମାର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ
୩୪	ବିପ୍ଳବ ନାଥ ନନ୍ଦୀ
୩୫	ବିନୟ ପାଲ (ନାମ)
୩୬	ଅନେକ କୁମାର ଦାସ
୩୭	ବିନୟ ଦାସ (ସୋମ)
୩୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୩୯	ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଥ
୪୦	କାମାକ୍ଷୀ ନାଥ ନାଥ
୪୧	ବିନୟ ସେନ
୪୨	ବିନୟ ସେନ
୪୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୪୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୧	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୨	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୫୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୧	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୨	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୬୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୧	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୨	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୭୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୧	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୨	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୮୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୧	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୨	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୩	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୪	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୫	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୬	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୭	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୮	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୯୯	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ
୧୦୦	ବିନୟ କୁମାର ଦାସ

কোল নং	নাম
১১৩	অমীম কুমার পাল
১১৪	ননীগোপাল দে
১১৫	নন্দলাল বেরা
১১৭	দীনা শাস্ত্র
১১৯	ভবেন্দ্র চন্দ্র দাস
১২১	হাসি বসু
এন ১	নীহার বসু
এন ২	উমা বসু
এন ৩	অমীমা ভট্টাচার্য
এন ৪	প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য
এন ৬	প্রতিমা চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য)
এন ৮	গনেশ কুমার বিশ্বাস
এন ১১	জ্ঞানশঙ্কর চক্রবর্তী
এন ১২	ভ্রামরেন্দ্র চক্রবর্তী
এন ১৩	দুলাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এন ১৪	গীতা দাস
এন ১৮	নরেন্দ্র চন্দ্র দাস রায়
এন ১৯	গোলোক বিহারী দে
এন ২১	নিবেদিতা দে
এন ২৩	হিরন্ময় ঘোষ
এন ২৪	রাধানাথ ঘোষ
এন ২৬	রমণা ঘোষ হস্তিধার
এন ২৭	প্রদীপ গুহ
এন ৩১	হুমিতা নাপ
এন ৩২	প্রতিভা নাথ
এন ৩৭	গীতিকা রায়
এন ৪০	প্রসাদ লাল রায়

এই কলকাতায় এখন

(মৃতের নগরী থেকে জৈনিক অপ্রকৃতির প্রতিবেদক
শ্রীভক্তলাল শর্মা'র নিবেদন)

কাক কি কাকের মাংস খায়? 'মৃত'ত প্রবাদবাক্যে আছে খায় না। কিন্তু ভতুলের গ্রন্থাগারিক বন্ধুনা সে স্বযোগ পেলে ভতুলের মাংস ছিঁড়ে খাবেন না ভতুল এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না। এসব Cannibalism-এ 'আপনারা' হয়তো বিশ্বাস করবেন না। হয়তো উন্টে ভতুলের মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে বলে ধরে নেবেন। কিন্তু জেনে রাখুন, কথাটা সত্যি। 'আমরা' জানি সমালোচকের বাক্যবাহ্যে অনেক বাবা বাবা কবি-সাহিত্যিক ভগ্নরূপে পুণিবারে ছেড়ে চলে গেছেন। কবি জীবনানন্দ দাশ পর্বত উপর 'সমারুত' কবিতার সমালোচকের ওপর একহাত নিয়েছেন। কিন্তু ভতুল কবি-সাহিত্যিক কিছু নয়। তার গানের চামড়া এত পুরু যে (সম্ভবতঃ গণ্ডারের চামড়ার সঙ্গেই তা তুলনীয়) তা ভেদ করে এসব কিছুই প্রবেশ কতবার সম্ভাবনা নেই। আর শব্দের শাণেও কখনও কোথাও গরু মেরেছে বলে ভতুল শোনে নি। অনেকদিন 'গ্রন্থাগার'-এর পুঁটার ভতুলের সাক্ষাৎ না পেয়ে অনেকে সন্দেহ করে বসেছেন যে ভতুল হয়তো সাধনোচিত ধামে গমন করেছে। বন্ধুর ছদ্মবেশধারী ভতুলের যে সব শত্রু এতে খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে ভতুলের নিবেদন না মহাশয়, না, আপনাদের সঙ্গেই একেবারেই 'অমূলক'—এসব কিছুই ঘটেনি। ভতুল বহাল অবস্থাতেই আছে। ভতুলের জীবনে এখন হাত তিনটি লাগ—যে তিনটি ইচ্ছা থাকে থাকেই তার মনে প্রবল হয়ে ওঠে তা হল, থাকে থাকে বেশভূষণ, মন যা চায় তেমন কিছু শড়া এবং লেখা। তাই পূঁজাঘ ছুটি পড়বার আগে থেকেই ছুটিটাকে কাজে লাগাবার মন্ত্র নানারকম কথা সে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ভতুলের জরাজীর্ণ ভতুলের বন্ধুদের কেউ কেউ এখন পর্বতশিখরে দুর্গম জীর্ণপথ পাড়ি বিজিল আর কেউ সমুদ্রতীরে বসে রমণীয় অপরাজিত গুলি কাটাচ্ছিল ভতুল তখন অতি অত্যন্ত অতি-চেনা এই কলকাতায় প্রবল জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিল। 'অখণ্ড' ছুটিতে ভ্রমণ, পড়াশুনো এবং লেখা মনে মনে এসবের কত কিতিকিই না পে তৈরী করেছিল! ভ্রমণের পরিকল্পনাটি গোড়াতেই কেঁচে গিয়েছিল। পড়াশুনো বিষয় লাগতে লাগল। আর লিখতে বসে ভতুল তার একটি কলমও খুঁজে পেলনা। হাল আমলের কোন কলম তো পেলই না, ভতুলের স্টক থেকে এখন ঐকান্তিক মূগের কোন অব্যবহার্য তাকচুরো একটা কলমও বেরোল না তখন তার মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল।

কলম নিয়ে অশান্তি ভতুলের পক্ষে এই নতুন নয়। ভতুলের অফিসের ছোট সাহেব থেকে আরম্ভ করে মেজা, বড় সব সাহেবের হাতেই কলঙ্কিত করেছে ভতুলের কলম। বড় সাহেবের হাতে কালি লেগে যাবে তবে ভতুল বলল, 'কলমটা লিক করে

স্বপ্ন, একটু ওপরে ধরে লিখবেন।' বড় সাহেব হাতে কালি লাগিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'আরে ঠিক আছে।' যেমনি সাহেব একদিন তত্ত্ব লেখ কলমে সই করতে গিয়ে সক্ষম হলেন না—বললেন, 'তুমি একটা লেখাপড়া জানা লোক, তোমার কি এই কলম।' আর ছোট সাহেব একদিন তত্ত্ব লেখ কলম নিয়ে কি একটা করতে গেলে কাগজের ওপর কণ কণ করে কালি পড়ে গেল। তত্ত্ব লেখ কলম কলমেই আর বিরক্তি চাপতে পারলেন না—ভীত কণ্ঠে বগে উঠলেন, 'আপনার মশাই সইই অস্বস্ত — একটা কলম কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন'—আবেগে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। তাহলেও এমন শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় তত্ত্ব লেখ কলমে কোনদিন আসে নি। কলম হারানো তত্ত্ব লেখ একটি রোগ। কিন্তু সে ক্ষত্র ইতিপূর্বে তাকে কখনো অস্বাভাবিক পড়তে হয়নি। বাড়ী ভাঙি একগাছা মাষাভূতা-পিনভূতা-মাষভূতা তাইবোনোর কারো একটি কলম নিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া যেত বেন। অবশ্য আর কলম সে কলম না পেয়ে এসে ধরত এই দাদাটিকেই। আর অসাবধান তত্ত্ব লেখ কলম দিয়ে যদি কখনও বেড়িয়ে পড়ত, 'ওরে আমার কলমটাতো পাচ্চিনা তোরা কেউ কি দেখেছিল।'—অমনি যে আর কলম নিয়ে লাভধান হয়ে যেত। একবার তো বরের দেওয়ালে একটি মানাতো বোন কাঁচা হাতে লিখেই রেখেছিল, 'মেজদার হুইতে সাবধান, মেজদার একটি কলম চোর।' যে হাত্তমরী কিশোরীটি এই কথাগুলি লিখেছিল অকস্মাৎ একদিন সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাড়ী বলাবার আগে পর্যন্ত ও বরের দেওয়ালে তার হাতের লেখাটি জল জল করছিল।

আর সেদিনকার কথাও তত্ত্ব লেখ বনে পড়ছে। তখন সে কলকাতায় নতুন এসেছে কলকাতার কলেজে পড়তে। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে সে কলেজ ছোয়াবে পুরাণো বই দেখছিল। হঠাৎ তার নজরে এল দুই খণ্ডে বাণীর্ভ শ'র সমগ্র গ্রন্থ। বইগুলো যে দাম চাইল তা তত্ত্ব লেখ কাছে ছিলনা, কিন্তু তত্ত্ব লেখ পকেটে ছিল একটি দারী কলম। কলমটি উপহার হিসাবে সে পেয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই তত্ত্ব লেখ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল—কলমটি বেচে দিয়ে সে বইটি কিনবে। কিন্তু বন্ধুটি আপত্তি করল। বলল, 'উপহারের কলমটা তুমি এভাবে বেচে দিচ্ছ কেন—বরং চলো আমাদের বাড়ী, আমি তোমাকে টাকা ধার দিচ্ছি।' তাই হল। বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তত্ত্ব লেখ টাকা নিয়ে এল। কিন্তু উদ্ভেলনার অধীর হয়ে সে যখন বইগুলার কাছে পৌঁছল তখন বইটি বিক্রী হয়ে গেছে। বইগুলো বলল, 'বাবু, আপনি তো শুধু দাম জিজ্ঞেস করলেন, কিনবেন কিনা তাতো বললেন না। তাহলে না হয় বইটি আপনার ক্ষত্র রেখে দিতাম।'।

তত্ত্ব লেখ বনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। কলেজ ছোয়াবে গিয়ে সে অনেকক্ষণ জলের ধারে বসে থাকল। তারপর অধিক রাতে তার মনে কিরে গানের জামা ধুলতে গিয়ে সে অবাক হল—আমার পকেটে কলমটিও নেই। অল্পমনস্কভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় কখন তার কলমটি পকেটমার হয়ে গেছে।

অনেকের মনে ধারণা হতে পারে, ততুল সে মস্তবড় একটা ইন্সটিটিউশ্যনাল ভাই গ্রামণ করবার জন্তই সে এই সব গল্প কৈদে বসেছে। কিন্তু তাই যদি চলে তবে কেন ততুল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জটিল সকল তথ্য আলোচনা না করে এইমত সস্তা এবং সংজ্ঞা মার্গ অবলম্বন করবে। তাছাড়া সে নির্বিশেষে এবং নির্বোধ দৃষ্টিতে গভীরভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করে বর্তমানে তার শৈবিনকার স্বাভাবিক সম্পর্কে যে শিক্ষার উপনীত হয় তা হল এই যে, সেই অল্প বয়সে বহুগাছবকে দেখাবার জন্তই সে এই সব কাণ্ড করে বসত। সে সময়ে ততুল বয়সে তার মনটা ছিল তাক্সা এবং অসংগত। হজুগে পড়েই হোক, আর পোক দেখাবার জন্তই হোক অনেক বই পড়েছিল সে। সিবিয়াস পার্টক না হলেও উত্তর জীবনে তার ফল নিশ্চয়ই সে কিছু পেয়েছে। এখন কিছুটা সামর্থ্য থাকা সবেও ততুল বই কেনে না, আর বই পড়ার সময়ই বা তার কোথায়! গত দশ বছরে সে পাঁচখানাও ভাল বই পড়েছে কিনা সন্দেহ! অথচ ততুলের বইয়ের তাকে বই জমছে অনেক; বহু-বাহন ও অস্ত্রাস্ত্র জারগা থেকে পড়তে এনে যে সব বই আর সেরত বেওয়া হয়নি সেই সব বইয়ের ভীড়। এতে একটা ছবিতে এই যে, বাড়ীতে গাধা বেড়াতে আসেন তাঁদের মনে ততুলের প্রতি শ্রদ্ধার উজ্জয় হয় এই এত বইয়ের পড়ুয়া বলে। অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছর কেটে গেছে, ততুল ঐদম বইয়ের পাতা একবারও খুলে দেখেনি। ততুলের গ্রন্থাগারিক বহুগা হয়তো একথা তখন ততুলকে দিবার বেবেন গ্রন্থাগারিক হয়ে একথা কবুল করার জন্ত। যদিও মস্তব্যর সন্দেহ খাটনা বলে বাংলায় একটি প্রবাহ আছে কিন্তু গ্রন্থাগারিকের পক্ষে গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক বলে ততুলের গ্রন্থাগারিক বহুগা মনে করেন। কিন্তু ততুল জানে, বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের একজন স্বীকৃত্যনীয় ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এই অভিমত পোষণ করেন যে, গ্রন্থাগারিকদের বেশী লেখাপড়া না করাই ভাল; তাহলে গ্রন্থাগারের পাঠকতা বৃদ্ধি হবেন। গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে যেসব কলার বেচিয়েছেন তাঁরা নাকি গ্রন্থাগারিক হওয়ার অযোগ্যের সম্ভাবনার কয়েই তা হতে পেয়েছেন ইত্যাদি —।

ততুল তার তিনটি সাধের কথা বলেছিল। কিন্তু গভীরভাবে আত্ম বিশ্লেষণ করে মনে হল, তার তিনটি সাধই যেকি। সবই পোক দেখাবার জন্ত। অবশ্য তাতে দুঃখের কিছু নেই। ততুলের ধারণা, 'মাজা কিছুই নেই মগতে; দুই দুবাই দোবে।'

দেশভ্রমণ জিনিসটা ভাল, কিন্তু বাস্তবে এক জন্ত অনেকখানি ভ্যাগ ও কষ্ট সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, বিশেষ করে ততুলের মত লোকেদের। বছরে একবার দেশভ্রমণ করে মাত্রাবদ্ধর অন্বেষণ করা হতে হয়। তাছাড়া ভ্রমণের জন্ত কই স্বীকারেরও প্রয়োজন — তার চেয়ে কলকাতায় ততুলপোষে শুয়ে আচামে কাটিয়ে দেওয়ার লোভই ততুলের মনে যে বেশী একথা কবুল করলে ততুলের বহুগা আর একবার ততুলকে দিবার বেবেন। সত্যি কথা বলতে, ততুলের এই উৎসাহী বহুগার মধ্যে কতজনকে দেশভ্রমণের নেপা সত্যিকারের এবং কতজনকে মধ্যে ততুল কলকাতায় কিংবা এসে বহুগাছবের মধ্যে ভ্রমণের গল্প

অতিরিক্ত করে শোনানোর বাসনাই প্রবল তা ভগ্ন হরণ করে বলতে পারেন। তার চেয়ে ভগ্নের কাছে কলকাতায় এই দুনিয়ায়, দুঃখ-দুঃখ আকাশই ভালো! ভগ্ন হল দেশভ্রমণ এ পৃথিবী থেকেই রয়েছে আর দেশভ্রমণে তার কাজ নেই। দেশ-ভ্রমণে গিয়ে দুদিনের ভ্রম হয়তো ভালও লাগে বার কিন্তু এই কলকাতার কথা মনে পড়ে বার দুদিন পরেই। তখন মনে হয়, কতকণে কলকাতার সে অত্যন্ত জীবনে কিয়ে বাবে। অমনি ভগ্নের মন বলে, 'বাই, কলকাতার কাছেই কিয়ে বাই।' হ্যাঁ, মায়াবিনী নগরী কি বাধেনেই বেধেছে তাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোধ হয় তার এর কাছ থেকে মুক্তি নেই।

অবশেষে আসে লেখার কথা। সংশ্লিষ্ট পাঠকেরা এবারে আর হাসি চেপে রাখতে পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, ভগ্ন কী এমন লেখক, তার আবার লেখা! হ্যাঁ, প্রাণভরে হ্যাঁ। কিন্তু লেখার ব্যাপারে বাঁদের অজ্ঞতা আছে তাঁরা হাসবেন না। ছোট হোক, বড় হোক, লঘু বিষয়ের লেখকই হোক, আর গুরু বিষয়েরই হোক, কোন লেখকই তার নিজের লেখাকে বাঁচান বলে ভাবতে পারে না, তাহলে যে তাঁরা লিখতেই পারবেন না। লেখার প্রধান কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। কিন্তু ভগ্নের সে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি আর টেকে না।

অধিকাংশ লেখকই ভগ্ন এবং মিথ্যাক। তারা নিজেরা বা নয় লেখার মধ্য দিয়ে তাই হয়ে উঠতে চায়। আপল লোকটিকে লেখার মধ্য দিয়ে আপলি কখনো বুঝে পাবেন না। লেখা থেকে বাকি মনে হল অগত ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা এবং উদাসীন আপল লোকটাকে দেখা গেল ঘোরতর ধূর্ত, বিষণ্ণ এবং জীবনে ভয়ানকভাবে আদর। এই তো 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক মশাইকেই দেখুন না, কী রকম কারবারী লোক। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার 'শোক সংবাদ' প্রকাশ করবার জন্য যেন উনি একেবারে মুখিয়ে আছেন। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কারো মৃত্যু হয়েছে একবার খবর পেলে হয়! অমনি! নানারকম বিশেষণ দিয়ে তার সম্পর্কে বিরাট শোক সংবাদ বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থার তার প্রতি সত্যিকারের কতখানি জ্ঞান বা ভালবাসা ছিল তা কি এই লেখা থেকে বোঝা বাবে? মৃত্যুর পরে অত বিশেষণ জুড় বেধ প্রকাশ না করে জীবিতাবস্থার প্রবন্ধের কথা যদি সত্যভাবে শোনা যায়, যে প্রশংসার যোগ্য তার প্রাণ্য প্রশংসা যদি দেওয়া হয়, যে ভালবাসার পাছ তার প্রতি যদি প্রকৃত কর্তব্য পালন করা হয়, তাহলে মরে যেতেও একটা সান্ত্বনা থাকে। কিন্তু এই ভগ্ন এবং মিথ্যাকের হল কি কখনো তা করে? আর ঠিকর না করন, 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের দৃষ্টি কখনো কিছু যদি হয় এবং তার শোক সংবাদ লেখার তার পড়ে এই ভগ্নের ওপর তখন ভগ্ন সম্পাদকের সুখোপ খুলে দিতে পারে সে। তাছাড়া সম্পাদকের ওপর ভগ্নের ক্রুদ্ধ হবার কারণ আছে।

'গ্রন্থাগার'-এ সম্পাদক মশাই আবার ভগ্নকে না-হক পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন, কী যে মশাই, ছাইকম লিখেন আপলি, তার মাথাভুগ্ন নেই—যেখন

তো, 'গ্রন্থাগার'-এর বর্ণদ্বীপী প্রস্তুত করতে গিয়ে এই ভ্রমহিলা কী বকম মৃতিলে পড়েছেন।' তওল দেখল, সত্যিই একগাণা কার্ড হাতে নিয়ে কাঁধো কাঁধো মুখে এক ভ্রমহিলা সম্পাদকের কাছে বসে আছেন। সম্পাদক ধমক দিয়ে বললেন, তুণু লিখলেই তো চলবেনা, এখন বলুন, কী আপনার 'সবজ্জৈ'। তওল মাথা চুলকে 'আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি'—বলে সেখান থেকে সরে পড়েছে। আর একবার সত্যি কথা বলল কাছে তওল; অনেক চিন্তা করেও 'সবজ্জৈ'-টা যে কী হবে তা সে স্থির করতে পারেনি। আপনারা কি কেউ তওলকে বলে দিতে পারেন 'সবজ্জৈ'-টা কী হবে।

IN CALCUT A NOW : A Running Commentary by Bhandula nanda Sharma—a morbid Correspondent from the 'City of Death'.

সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব—১৯৬৭

পূর্ববর্তী বৎসরের ছাত্র এ বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব আগামী ১২শে ডিসেম্বর বিকাল ৫-৩০ ঘটিকায় ভারত সভা ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এই উৎসবে যোগদান ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানানো হইতেছে।

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপ আয়োজক
পুনর্মিলন উৎসব কমিটি, ১৯৬৭

পরিসদ কথা

বেতন ও পরমর্ষাদা সমিতি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অষ্টমতম সভা সভাপতি শ্রীকনি ভূষণ চারের সভাপতিত্বে সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীমঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায় বিশেষ কাজ থাকার দরুন এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সম্পাদকের অনুরোধক্রমে “পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অভিনেশন কমিটি”র পক্ষ থেকে বর্তমান সমিতির সদস্য শ্রীমতাত্ত সেন গত ২৮-৯-৬৭ তারিখে গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠকে বক্তৃতা রাখা শিক্ষামন্ত্রী নিকট যে আবেদনপত্র পেশ করা হয় তার পূর্ব মৌখিক বিবরণ সভায় অবগতির জন্য রাখেন। এই আবেদনপত্র প্রত্যুত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, কো-অভিনেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পরমর্ষাদা সম্পর্কে বিভিন্ন দাবীর ওপর ২৪শে অক্টোবর '৬৭ এক বিজ্ঞাপিত আলোচনার ব্যবস্থা।

বেতন ও পরমর্ষাদা সমিতির সভায় স্থির হয় যে, উক্ত ২৪-১০-৬৭ তারিখে সম্মেলনে মিলিত হবার আগেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে বিভিন্ন দলের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে “আবেদনপত্র” এক খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

তদনুসারে—কয়েকটি আলোচনা সভায় অনুষ্ঠান করে—গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও “পরমর্ষাদা সম্পর্কে বিভিন্ন দাবীর ওপর ভিত্তি করে আবেদনপত্র এক খসড়া প্রস্তুত করা হয়।

২৯-৯-৬৭ তারিখের সভায় তথ্য আলোচনের কর্তৃপক্ষী সম্পর্কে আলোচনার প্রদক্ষে শ্রীমতীর হারচৌধুরী গ্রন্থাগারের সকল বৃত্তি ও অস্থিতকুলী কর্মীদের (কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকেরই নয়) বিভিন্ন দাবীর বিষয়ে যে প্রস্তাব রাখেন সভায় তা সর্বদলসন্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর '৬৭ গ্রন্থাগার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যাতে “গ্রন্থাগার আইনের দাবী সম্মেলন” রূপে সারা বাংলা দেশে পালিত হয় শ্রীমতীর হারচৌধুরী এই প্রস্তাব “কার্যনির্বাহক সমিতির অনুরোধের জন্য গৃহীত হয়।

২৪-১০-৬৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কো-অভিনেশন কমিটি আবেদনপত্রের ওপর যে বিজ্ঞাপিত আলোচনা করবেন তার কসাকলের ওপর ভিত্তি করে আগামী আলোচনায় কার্যক্রম স্থির করার জন্য শ্রীমতীর হারচৌধুরী এ প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সম্পাদকের প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কো-অভিনেশন কমিটিতে ‘কো-অন্ট’ করা হয়।

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| (১) শ্রীধেনু ভূষণ বন্দোপাধ্যায় | (৩) শ্রীতরুণ দাস চাকলাদার |
| (২) শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত | (৪) শ্রীবিজেন গুপ্ত |

(৫) শ্রীমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত ২৪শে অক্টোবর ১৯৬৭, "পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অভিনেয়ন কমিটি"র প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী জিজ্ঞাসাতি ডক্টারজি গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে এক বৈঠকে বসেন। শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার কর্মীদের জায়া দাবির প্রতি তাঁর আত্মরিক সমর্থন ও সহায়ত্ব জ্ঞাপন করেন। বর্তমান আর্থিক অনটনের দৃশ্য শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবীগুলির পরিপূর্ণ বিবেচনা বর্তমান আর্থিক বঙ্গের সম্ভব নহে বলে জানান। তবে ১৯৬৮-৬৯ সালের আর্থিক বঙ্গের দাবীগুলোর বিবেচনা করবেন বলে আশিষ্টাছেন।

"পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অভিনেয়ন কমিটি"তে সক্রিয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং এশিয়েটিক সোসাইটির কর্মী সমিতি।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিদের আলোচনার হুবহু ধারাবিবরণী নিয়ে প্রদত্ত হলো।

Draft proceedings of the meeting of a group of Deputationists (Librarians) with the Hon'ble Education Minister, 24th October, 1967.

A group of Librarians from different categories of Libraries representing the West Bengal Library workers Co-ordination Committee, met the Hon'ble Education Minister on the 24th October, 1967, at 6 P.M.

Different problems with regard to the status of librarians facilities of work, pay-scale and other benefits offered to them, were discussed. The following points were agreed to in principle by the Hon'ble Minister. He, however, emphasised that the implementation can only be taken up gradually by stages subject to the availability of funds.

(1) Librarians and other qualified professional staff of all categories of Libraries should be regarded as academic staff and benefits enjoyed by the academic staff such as :

- (a) Provident Fund, Pension, Gratuity, Dearness Allowance etc.,
- (b) Free Tuition of wards,
- (c) Uniform Service Rules,
- (d) Deputation to Professional Courses with full pay, should be extended to them also.

(2) Librarians of College Libraries should be given the pay-scale recommended by the University Grants Commission.

(3) Librarians of School Libraries should get a pay-scale accor-

ding to their academic and training qualifications as in the case of teachers and not according to the number of books in the Library.

(4) The system of Security Deposit required in case of certain categories of Librarians should be discontinued.

(5) Librarians should be, as far as practicable, made the Secretaries/Asst. Secretaries of the Committee of Management of the Sponsored and the Aided Libraries. In case of Libraries attached to Educational institutions benefits enjoyed by teachers (such as membership of the Governing Body, seat in the Teachers' Council, etc.) should be extended to the Librarians.

(6) As regards 'abolition of the sponsored system' and conversion of all sponsored Libraries into Govt. Libraries, the Hon'ble Minister observed that while he would like to see the state taking over all responsibilities and all powers in respect of these and similar institutions and establishments, this is not going to happen immediately. In this particular case, apart from financial implications which may be forbidding at the moment, many administrative and legal factors have to be examined before such a proposal can be correctly formulated.

(7) Hon'ble Minister agreed to consider the case of granting D.A. from Govt. Funds under certain conditions to the Librarians of Special Libraries run by Learned Societies and Research Institutions, if the authorities of Societies & Institutions approached the Govt. for such aid with adequate Justification.

(8) The problem of regular payment to Library Staff of sponsored and aided Libraries was discussed. Hon'ble Minister said that he would ask for adequate provision in the next year's budget so that an advance payment for one quarter could be made.

(9) Hon'ble Minister also desired that the cases of further revision of the pay-scales of library staff be referred to the Pay Committee with adequate Justification supported by facts and figures.

Sd/— A. K. SEN
30.10.67

স্পনসর্ড লাইব্রেরীর মজুর বেতনক্রম সম্পর্কে সরকারী আদেশ
Govt. Order No. 3560-Edn. (D) Dated 12.7.65.

The undersigned is directed, to say that the question of further improvement of service conditions of the staff of Government sponsored libraries has been under the consideration of Government for some time. The Governor is now pleased to sanction the revised scales of pay as detailed in the Annexure for the staff of the Government sponsored District Libraries, Sub-Divisional Town Libraries, Area Libraries and Rural Libraries which have been or may be established under the Scheme of Development and Expansion of Library Services in the State. The revised scales of pay are effective from the 1st. April, 1967.

2. The pay of the existing staff in the revised scales may be fixed in the following manner :—

- (i) It will be open to any member of the staff to come under the revised scales on 1st April, 1967 or on any date subsequent to the 1st April, 1967 if it is more advantageous to him. For the purpose of increments in the revised scales, the period of one year should be counted from the date of fixation of the pay in the revised scale.
- (ii) The pay in the revised scales should be fixed on 1st April, 1967 or on the date of option at the stage which is immediately above the pay of the incumbent on the 31st March, 1967 or the date immediately preceding the date of option, as the case may be.

3. Option should be exercised in the enclosed form. Option once exercised should be treated as final. If the option is not exercised within one year from the date of issue of this order, the pay of the staff concerned should be fixed in the revised scale applicable to him with effect from the 1st April, 1967.

5. Such existing staff of any Government Sponsored Library as do not possess qualifications (both academic and training) specified in the Annexure in respect of corresponding posts, are permitted to continue to work in their respective posts on existing pay till they acquire the requisite qualifications.

6. Such existing staff of any Government Sponsored Library, as possess only the academic qualifications specified in the Annexure in respect of corresponding posts but have no Certificate/Diploma of Training in Librarianship, may draw pay at the initial stage of the respective

revised scale of pay with effect from 1st April, 1967 or from the date of option but any increment in pay till they obtain a Certificate/Diploma of Training in Librarianship.

7. The Director of Public Instruction, West Bengal is now authorised to proceed with the implementation of the Revised Salary Scheme as now approved.

8. The extra cost involved for the payment of grant for the increase in salary in the revised scales will be regarded as development expenditure during the Fourth Five Year Plan period and will be debited to the head "Development Schemes-Fourth Five Year Plan—Social Education Development and Expansion of Library Services" in the 28—Education Budget, which may be augmented by re-appropriation or otherwise in due course.

9. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O. No. A. VII. 651/67 dated the 24th July, 1967.

10. The Accountant General, West Bengal has been informed.

Sd/- G. C. Mallick—Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal,
Education Department S. E. Branch

Association notes

২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস'
এবং ঐদিন হাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার
সপ্তাহ পালন করুন।

ANNEXURE

Revised scale of pay sanctioned for the staff of the Govt. Sponsored Libraries.

Existing scale of pay
as on 31.3.67

Revised scale of pay prescribed
with effect from 1.4.67

Library

Staff

DISTRICT LIBRARY

1. Librarian Possessing Ordinary Bachelor's degree with Diploma in Librarianship
2. Assistant Librarian (for West Dinajpur District Library only) possessing Ordinary Bachelor's Degree with Diploma in Librarianship
3. Library Assistant :- School Final or its equivalent with training in Librarianship.
4. Library Attendant :- School Final standard with experience in Library activities.
5. Cleaner —
6. Peon —
7. Durwan —
8. Night Watchman—

Rs. 160-7-223-8-295	plus an allowance of Rs. 25/ p.m.	Rs. 167-7-237-8-317	plus an allowance of Rs. 25 p.m.
160-7-223-8-295/		167-7-237-8-317	
80-1-90-2-110-3-125		115-3-172-4-180	
65-1-85		80-1-85-2-105	
45-55-1-60		60-1-65-1-75	
45-55-1-60		60-1-65-1-75	
45-5-1-60		60-1-65-1-75	
45-55-1-60		60-1-65-1-75	

SUB-DIVISIONAL TOWN LIBRARY

1. Librarian possessing Ordinary Bachelor's Degree with Diploma in Librarianship.
2. Library Assistant - School Final or its equivalent with training in Librarianship.
3. Dufry-cum-Book Binder.
4. Durwan-cum-Night guard.

160-7-223-8-95		167-7-237-8-317	
80-1-90-2-110-3-125		115-3-172-4-180	
45-55-60		60-1-65-1-75	
45-55-1-60		60-1-65-1-75	
80-1-90-2-110-3-125		115-3-172-4-180	
45-5-1-60		60-1-65-1-75	

AREA LIBRARY

1. Librarian :- School Final or its equivalent with training in Librarianship.
2. Cycle Peon —

RURAL LIBRARY

1. Librarian :- School Final or its equivalent with training in Librarianship.
2. Cycle Peon.

80-1-90-2-110-3-125		115-3-172-4-180	
45-55-1-60		60-1-65-1-75	

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

পশ্চিম বঙ্গের সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও অমুরাগীদের
নিকট আবেদন

প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এই বৎসরও ঐ দিবসটি বর্ষাবধি মর্যাদা সহকারে পালনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৪২ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে বাংলাদেশের অঙ্গগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন সন্মবন্ধ হয়েছিল—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

দিনটির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা হল ১৯২৪ সালে বেঙ্গীগোষ্ঠে অহুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আধিবেশনের পর বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অহুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে এই অতিমত প্রকাশ করেন যে, সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকালে বহু অকাজিত স্বরাজ স্বর্জনের জন্য প্রয়োজন রাজস্বের যথোচিত শিদ্ধা ও সমাজচেতনা; সর্বস্তরের মানুষকে বীর ইচ্ছা, অতিক্রি ও প্রয়োজন অহুয্যী শিক্তি করে তোলার সর্বোত্তম মাধ্যম হোল গ্রন্থাগার; মানুষ নিবিশেষে দেশের সকল অধিবাসীকে পাঠকম ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সন্মবন্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন। ঐ সম্মেলনে দেশস্ত্রে শিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ভারতের তৎকালীন প্রতি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই শিদ্ধান্তকে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অহুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়েছিল। কবিশঙ্কর ববীন্দ্রনাথ হন পরিষদের প্রথম সভাপতি।

পশ্চিম বঙ্গের সন্মবন্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিগত বিদ্যাপ্তি বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহুদিক থেকে তার সাফল্য যেমন হুচিহিত-ভেদনি অনে-কালে তার আদর্শ পূরণিত লাভ করে নি। এ-রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিয় মন্বরতা তার প্রধান কারণ। সন্মভিভালে বে-মানসিক শূত্রভাজনিত সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার অন্ততম প্রধান কারণ শিকার অভাব। নিরক্ষরতা ও পাঠকচির অভাব-হেতু মানসিক বিকাশ ও হুষ্টিশক্তি ব্যাহত রয়েছে। গ্রন্থাগারের অভাবে শিষ্ট ও কিশোর-দের পাঠপ্রবণতা যেমন হুষ্টিত হচ্ছে না, তেমনই যথোচিত গ্রন্থাগার ব্যবহার অভাবে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের গড়াশোনা কতিপ্রান্ত হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় ছব অকলেঅববি-

বাসীরা গ্রামাণ্ডারের সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত। নিরক্ষর ও নিবিশ্ব সাধারণ মানুষের কাছে গ্রামাণ্ডারের ব্যয় উন্মুক্ত নয়। এমনকি রাসায়নিক সারবস্তুর উত্তোষে পুষ্টিগত গ্রামাণ্ডারগুলিতেও বিনা চাঁদার ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। মূলতঃ গ্রামাণ্ডারের অভাব ও অব্যবহার জন্তে পাঠ্যসূত্রের কতিপয় পত্রকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে দোষীভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রামাণ্ডার ব্যবহারের সুযোগসুবিধা স্থায়ী, দৃঢ়তান্ত্রিক ও সর্বজনস্বীকৃত করার একমাত্র উপায়স্বরূপ গ্রামাণ্ডার আইন প্রবর্তনের জন্তে বঙ্গীয় গ্রামাণ্ডার পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ সোচ্চার। অক্স, মাদ্রাজ ও মহানুরে গ্রামাণ্ডার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম বাংলার কর্তৃপক্ষ আজও এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সমাজের সকল মানুষেরই স্বার্থ জড়িত। সেজন্তে দলমত নির্বিশেষে সকলেই চাই যিনি গ্রামাণ্ডার আইন গ্রামাণ্ডার সম্পত্তি স্বাধীনতার বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরার উপযুক্ত সময়। নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী গ্রামাণ্ডার আইন পালনের জন্তে বঙ্গীয় গ্রামাণ্ডার পরিষদ সকল গ্রামাণ্ডার কর্মী ও অহুতাশীদের আহ্বোধ জানাচ্ছে :

১. ২০শে ডিসেম্বর গ্রামাণ্ডার আইন পালন এবং ঐদিন থেকে এক সপ্তাহকাল
-- গ্রামাণ্ডার সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপন।

২. জনসভা, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অহুতাদের আয়োজন।

৩. কর্মসূচীর অগ্রগতি বিষয়ের মধ্যে অবিলম্বে গ্রামাণ্ডার আইন প্রবর্তনের পক্ষে জনমত গ্রহণ ও প্রচার।

৪. সংশ্লিষ্ট গ্রামাণ্ডারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বার্থ ও গ্রাম সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. স্থানীয় অধিবাসীদের নিঃস্বস্ততা দূরীকরণ, শিক্ষিতদের পাঠ্যসূত্র দৃষ্টি ও গ্রামাণ্ডারায়ত্ত্বী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ।

৬. স্থানীয় অক্সের গ্রামাণ্ডার আন্দোলনের ইতিহাসে লোকান্তরিত বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা।

গ্রামাণ্ডার আইন ও সপ্তাহে অহুত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ এবং তার অহুতালিপি স্থানীয় বিধানসভা সমস্ত ও শিক্ষায়ত্নীকে পাঠানোর জন্তেও বঙ্গীয় গ্রামাণ্ডার পরিষদ আহ্বোধ জানাচ্ছে। অহুতাদের সংবাদ পত্রের সংবাদপত্র ও পরিষদের মুদ্রিত 'গ্রামাণ্ডার' পত্রিকার প্রেরণের জন্তেও অহুতদের আহ্বোধ করা যাচ্ছে :

গ্রামাণ্ডার আইন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রস্তাবিত গ্রহণ এবং তার অহুতালিপি সভায় শিক্ষায়ত্নী এবং স্থানীয় বিধান সভার সভ্যদের নিকট প্রেরণ এবং সভায় কাঁধবিবস্ত্রী পরিষদের মুদ্রিত 'গ্রামাণ্ডার' পত্রিকা এবং অগ্রগতি সংবাদপত্রে প্রেরণেরও অহুতদের আহ্বোধ করা যাচ্ছে :

খসড়া প্রস্তাব—

এই সভা মনে করে যে, দেশের স্বাধীন উন্নতির জন্য সর্বজনীন সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার আন্তরিক প্রয়োজন এবং ধনী-নিধন, লোকের নিরক্ষর নিবিশেষে সর্বজনের শিক্ষার এবং স্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থাগার। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবহার হ্রাস, স্বামী ও হুদর বনিয়াদের প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

বুধবার ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা।

স্টুডেন্টস হল, কলেজ রোড, কলিকাতা।

কর্মসূচি

১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আচার্য দীনেশ সেন জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

প্রাক্কোত্তর :—‘বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব’। ২০ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৬৪০০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ২০০, ১৫০ ও ১০০ টাকা।

অভ্যন্তর :—‘বাংলা লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য’। ১৫ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৪৮০০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১৫০, ১০০ ও ৭৫ টাকা।

উচ্চ, উচ্চতর আধুনিক ও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়—‘আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনী ও সাহিত্যসাধনা’। ১০ পৃষ্ঠা, মোটামুটি ৫২৮০ শব্দ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১০০, ৭৫ ও ৫০ টাকা। ছাত্রছাত্রীদ্বিগকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম টিকানা, প্রধানের পরিচয়পত্র, নিজ নাম, পিতার/স্বামীর নাম, বর্ষশ্রেণী ও বয়স সহ আগামী ১৯৬৮ পুঁঠোষের ৭ই অক্টোবর মগো বাংলায় লেখা প্রবন্ধ ডাকযোগে বা লোকসানাক্ষতে ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-২ এই টিকানায় প্রেরিতব্য। ফুলতাপ কাগজে দশ লাইনের পত্রিকায় বহির্ পত্রিকা পুঁঠোষ প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় উক্ত টিকানায় জানা যাইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

পরিভোষ স্মৃতি পাঠাগার। ১৮-এক পাতাস্বর ঘটক লেন। কলিঃ ২৭

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ পরিভোষ স্মৃতি পাঠাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রী দেবকুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নির্যোক্ত সভ্যদের নিম্নে ১২৬৭-৬৮ সালের অল্প পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে।

স্বশ্রী মনি সাক্তাল (সভাপতি), দেবকুমার ঘোষ, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী ও সুধান্ত-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), অমল কুমার গোস্বামী (সম্পাদক), অশোক দাস (সহঃ সম্পাদক), পরিমল চক্রবর্তী (গ্রন্থাগারিক), বিশ্বভোষ পাল (কোষাধ্যক্ষ), সুনীতি-ব্রজর ঠাকুর, কল্যাণকুমার রায়, ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র প্রসাদ রায়চৌধুরী, অজিত কুমার চক্রবর্তী, বৃন্দদেব বহু ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ বহু (সভ্যসমূহ)।

সাধারণ পাঠাগার। নতুল চন্দ্র লেন স্মৃতি ভবন। ২৭/১এ অশোকগড় ইষ্টে। কলিঃ ৩৫

স্বর্গসম্মতিক্রমে গ্রন্থাগারের নতুন ভবনটির নামকরণ “নতুলচন্দ্র লেন স্মৃতি ভবন” করা হয়েছে। নতুলচন্দ্র লেন মহাশয় গ্রন্থাগারের অন্ততম স্তম্ভস্থাপারী ছিলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট বই-এর সংখ্যা ২৪০০ এবং সভ্য সংখ্যা ১২৬ জন।

গত ২০শে আগস্ট, '৬৭ সাধারণ অধিবেশনে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতিতে নির্যোক্ত সমস্তবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন :

স্বশ্রী সুনীলকুমার রায় (সভাপতি), হরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও হৃদয় দাস (সহঃ সভাপতি), সুপালেন্দু গোস্বামী (সম্পাদক), জীবনরত্ন পাল (দৃশ্য-সম্পাদক), হরিপদ ঠাকুর (গ্রন্থাগারিক), বিজুভিঞ্জন কট্টাচার্য, রণজিৎ সাক্তাল, মনোজিৎ কুণ্ডু, শচীন্দ্রমোহন পাল, মনীন্দ্রচন্দ্র দাস, তিবির রায় চৌধুরী (সভ্য)।

বর্ধমান

পদ্মীমল লাইব্রেরী। জালকর।

গত ২২শে অক্টোবর, '৬৭ গ্রন্থাগার প্রাক্ষেপে অমরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনাথন কর মহাশয়ের সভাপতিত্বে ‘বিষয়া সম্মিলনী’ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রী অনিলবরণ পাল তাঁর লিখিত বিবরণীতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজ ও সমস্যাগুলির উল্লেখ করেন। বিভিন্ন আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন স্বশ্রী বিশ্বনাথ গোস্বামী, বিমলকুমার বিশ্বাস, অলোকনাথ ঘোষ, শঙ্কুনাথ পাঠক, বিমলকুমার সাহা, অগবন্ধু চক্রবর্তী, প্রবন্ধানন্দ ভট্টাচার্য, স্বরূপকুমার চক্রবর্তী এবং বাহুবল বসু। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বীরকুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রায়ব্রজ টাউন হল। বিবেকানন্দ রোড। সিউড়ী।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ রায়ব্রজ নৌগোবিন্দ অপরাজেয় কথামিত্রী সংস্করণে প্রথমবারিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৌগোবিন্দ কনেন (বিশ্বভারতী)র অধ্যাপক ডঃ সুবীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। সভায় উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক ঐশ্বরীচন্দ্র নন্দী। অমর সাহিত্যিকের প্রতি প্রভা জ্ঞাপন করেন ঐহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং বস্তুবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ

জলদী কিশোর সঙ্গ। জলদী।

গত ২২ই অক্টোবর, '৬৭ মহাত্মা গান্ধীর জন্মবারিকী উপলক্ষে "শ্রীমহাত্মা দিবস" পালন করা হয়। ঐদিনকার সভা স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষক শ্রীমোহননাথ হুতু মহাশয়ের নৌগোবিন্দে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্থানীয় অকল পরিষদের সভাপতি ঐশ্বরীমাদাস নন্দী। সেদিন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুরের প্রতিও প্রভা নিবেদন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক ঐকম্বিশ্বমি মিত্র এবং গ্রন্থাগারিক ঐশ্বরীকুমার হুতু পরিচালনার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। ও।এ. মহাত্মা গান্ধী রোড।

অন্তান্ত বছরের মত এবারও মহান ও শ্রীর নেতা পণ্ডিত জগদ্বল্লভ নেত্রকর জন্মদিবস উপলক্ষে আগামী ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে তিনদিনব্যাপী নিম্ন ও বিশেষের উপযোগী একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনী ঐ তিনদিন প্রত্যহ বিকাল ৩টা থেকে ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

হুগলী

আইয়্য। বস্তিমা সাধারণ পাঠাগার। আইয়্য।

আইয়্য। বস্তিমা সাধারণ পাঠাগার উদ্বোধন গত ২২ই অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন করা হয়। গতকাল উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমানচন্দ্র কোলে মহাশয়। রায়ধন সঙ্গীত ও সাফাই কাজে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় দুই সম্প্রদায়। শ্রীমদিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভায় আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি আসন গ্রহণ করে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীমদেবকুমার হুতু মহাশয়। সভায় গীতা ও তেজান পাঠ করেন স্বাক্ষরে শ্রীমদেবকুমার বটগাল ও সেধ নওসের আলী এবং সভায় শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার পরিচালিত সাময়িক পত্রিকা 'দিশা'র প্রথম প্রকাশ ঘটে।

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ বিকাল ৬টায় পুঁজেন্টস হলে (কলেজ
স্কয়ার, কলিকাতা-১২) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভা উদযাপন
করা হবে। ১৯৬৭ সালে যেসব পরীক্ষার্থী পরিষদ পরিচালিত লাইব্রেরী সার্ভিস
সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেছেন ঐদিন তাদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা
হবে। এবং গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ
রচনার জন্য শ্রীপঙ্কজকুমার দত্তকে নতুনকড়ি দত্ত পদক দেওয়া হবে।

২০শে ডিসেম্বর ‘গ্রন্থাগার দিবস’

এবং ঐদিন হতে সমগ্র পাশ্চাত্য গ্রন্থাগার
সপ্তাহ পালন করুন।

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত :—
স্বাক্ষরনাথের পুঁথুপুস্তক হঠাৎ রবীন্দ্র
নাথের উত্তরপুস্তক পর্যন্ত অব্যাহত
হইত। [১২.০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅম্বিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত :—
বাঁকুড়া তথা বাঙালার মন্দিরগুলির সচিত্র
পরিচয়। ৬৭টি ছবি প্রাপ্ত। [১৪.০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত বিষয়ের
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭.০০]

ভারতের শক্তি-সামর্থ্য ও শাস্ত্র সাহিত্য

ডঃ শশিকুমার দাসগুপ্ত এই বইটি
সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত।
[১৫.০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যোত্তম শ্রীহরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সংকলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের
আবরণগ্রন্থ। [২৫.০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ কে.এ. গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে
সম্পূর্ণ। [১৩.০০]

মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ কে.এ. গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজি সহ
একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৪.০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত :—
১ম খণ্ড—সমগ্র উপন্যাস। [১২.৫০]
২য় খণ্ড—সমগ্র সাহিত্য অংশ। [১৪.০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ডঃ রবীন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত :—
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।
১ম খণ্ড— [১২.৫০]
২য় খণ্ড— [১৪.০০]

রমেশ রচনাবলী

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত।—
এক খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [৩.০০]

ডেটিনিউ

৮৮মলেন্দু দাসগুপ্ত রচিত :—অসীম
ডেটিনিউ জীবন-কথা। শ্রীকৃষ্ণেন দত্তের
ভূমিকা। [৩.০০]

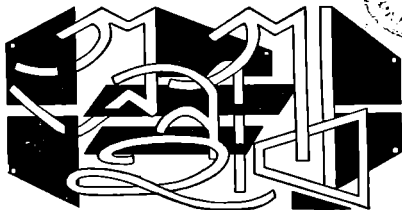
প্রতি রচনাবলীতে

জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সা হি ত্য স ং স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৩

ফোন : ৩৫-৭৬৬২



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

শিক্ষাক্ষেত্রে পবিত্রতা ও সরকারের ভূমিকা (সম্পাদকীয়)

গ্রন্থাগারের কাজের ভবিষ্যৎ

হাজরুয়ার যুগোপাধায়

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন—(৫)

ওকদাস যুগোপাধায়

পারিতোষিক লজাবলী : সামাজিক দৃ-বিত্তা (২)

ভূগোলকাঙ্ক্ষি নিয়োগী

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রদৃষ্টি

গীতা হিত

৩৩৩

গ্রন্থাগার সংবাদ

৩৪২

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

৩৪৭

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সাতাহে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও টিকানা যত্ন খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য দু’খানা পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংখ্য কার্যালয়ে (৩০ ছাত্রমল লেন, কলিঙ্গ-১৪) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৪-৭৩৫৫
- “গ্রন্থাগার” সম্পর্কিত টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই টিকানায় পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের শ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫০ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

বাডা (আজীবন)	১৫০০ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫০ টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৪০ টাকা
প্রতিষ্ঠানসদস্য সভ্য	বার্ষিক ৫০ টাকা

OUR PUBLICATION

J. STALIN

Foundation of Leninism

3'25

**Economic Problems of Socialism
in the USSR**

1'50

A. LEONTIEV

Political Economy

8'00

**LEO HUBERMAN & SYBIL
H. MAY**

The ABC of Socialism

1'75

**AN INTERNATIONAL
DOCUMENT :**

**Principles of Party Organisation
(adopted at the 3rd Congress of
the Communist International
in 1921)**

0'80

MAO TSE-TUNG

**On Practice, On Contradiction,
On the Correct Handling of
Contradiction among the
people**

2'50

New Democracy & other

Articles

2'00

On Propaganda Work

0'6

MAURICE CORNFORTH

**Materialism and the Dialectical
method (Vol I)**

3'00

Historical Materialism.

(Vol II) 4'00

The Theory of Knowledge

(Vol III) 4'00

JUST OUT

MAO TSE-TUNG

On Art & Literature 2'25

National Book Agency (Private) Ltd.

12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Branch : Nachau Road, Benachiti, Durgapur-4

কাউন্সিলর অনিল মৈত্রেয় জীবনাবসান

গত ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৭ নীলয়ডন সরকার হাসপাতালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল আদ্যোপদ্যের নেতা এবং প্রাক্তন এম, এল, এ অনিল মৈত্রেয় কর্মবহুল জীবনের অবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বৎসর।

নদীয়া জেলার এক গ্রামে অন্নগ্রহণ করলেও পরলোকগত বৈত্র ছিলেন বালিগঞ্জ অকলের দ্বারী বাসিন্দা। ঐ অকলের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবসর পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্রীণ হয়ে আসে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান মুখপত্র ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকাটি প্রকাশের প্রায় বার বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের যুক্ত উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচারণের উদ্দেশ্যে ‘পাঠাগার’ নামে যে পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় পত্রিকাটির প্রকাশ অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবু বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচারণের ইতিহাসে প্রথম প্রচেষ্টা বলে এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, একফালের এই বিশিষ্ট কর্মীর লোকান্তরিত আত্মার স্মৃতিতে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থাগার

ঐক্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৮

{ ১৩৭৪, অগ্রহায়ণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

শিক্ষায়তনের পবিত্রতা ও সরকারের ভূমিকা

সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে যে সকল কথা শোনা যাচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং গ্রন্থাগার যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রেই অঙ্গীভূত, তথা শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিততা দেখা দিলে যেহেতু গ্রন্থাগারকেও তা স্পর্শ করে, সেজন্য এ সম্পর্কে হৃৎকণ্ঠে একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইতিপূর্বে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিক্ষা প্রসঙ্গে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম তাহেও বোধ হয় অনবিকার চর্চা বলা চলে না (বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৬, আশ্বিন, ১৩৭৩ খ্রষ্টাব্দ)।

সম্প্রতিকালে তারতবর্ষের প্রায় সবইই শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিততার চিহ্ন দেখা যায়। কারণে অকারণে ছাত্র বিক্ষোভ তো একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার দাঁড়িয়েছে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শিক্ষকগণও। আজকাল খুব কম ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ ছাত্রদের ওপর প্রত্যাব বিস্তার করতে পারেন। কিন্তু এজন্য শুধু ছাত্রও শিক্ষককে দোষারোপ করলেই চলবে না। কেন এমন হল সেকথা ভেবে দেখা দরকার।

প্রাকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা বেশ কিছু দিন আগে থেকেই নষ্ট হয়ে চলেছে। যেজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। শিক্ষকতা যে বিদ্যালয়ের সেবা করেন তাহে তাঁরা আপন বলে মনে করতে পারেন না। কেননা, বিদ্যালয়ের পরিচালনার শিক্ষকদের স্থান থাকে না—তাঁরা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান করেন এইমাত্র। সুতরাং চাকুরী বজার রাখা এবং টাকা পাওয়া নিয়েই তাঁর কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে যদি এই বনোভাব গড়ে ওঠে তবে তা বড় মারাত্মক। এককালে শিক্ষকদের মধ্যে যে আদর্শবাহ ছিল আজ তা কেন দেখা যাচ্ছে না এনিম্নে অভিযোগও করা হয়ে থাকে। আদর্শবাহ এবং ভাগবতীকার যখন আমরা সমাজের অন্ত্যস্ত বৃত্তিজীবীদের কাছ থেকে আশা করি না তখন তা শুধু শিক্ষকদের কাছ থেকেই কেন আশা করে?

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিততা কেন ঘটেছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে খুব বেশি দূর যেতে হয় না। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষানীতি ভাল রেখে উঠতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত

করা হয়নি। ইংরেজ আমলে বিবিসিভ্যালরকে তহু কিছুটা স্বাভাবিক শাসন দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকারের আমলে দেখা গেছে শিক্ষাক্ষেত্রে নানানভাবে সরকারী অগ্রদূতবৎ ঘটেছে। শাসকবর্গের মনোভাব গোপন নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তাঁরা তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস বলে মনে করে থাকেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে দেশের উদ্দেশ্যে তাঁরা চাখা প্রয়োজন। এই জন্যই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত-বর্ষের বিবিসিভ্যালরগুলি আইন বাদবির সংশোধিত হয়ে যাতে শাসকবর্গের অগ্রদূত বলে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যেহেতু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারী অগ্রদূত দেওয়া হয়, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের যা খুশী তাই করার অধিকার আছে এটা একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারণা। দূর ভিত্তিক শিক্ষার ওপরেই একমাত্র গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে একথা বলাই বাহ্যিক। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলা সরকারেরও যে কর্তব্য একথা জাতীয় সরকার কুলে না গেলেই মকল। কিন্তু অত্যন্ত পরিভ্রাণের বিষয়, একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনতার লোকদের চরু গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষাখাপারে বহুক্ষেত্রে যোড়সী করতে দেখা যায় মুষ্টিমেয় অযোগ্য শিক্ষককে ভেদনি অনেক সময় শিক্ষকদের সমিতি বা অন্যান্য প্রতিনিহি স্থানীয় সংস্থা ও বীজিত পান না। কলে শিক্ষকবর্গের সঙ্গে শাসকবর্গের সম্পর্কও দিনের পর দিন তিক্ত হতে তিক্ততর হয়ে চলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হাত নানানভাবেই অগ্রদূত করা যায়। অনেকক্ষেত্রে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে বিবিসিভ্যালরকে সরকারী কোন বিভাগের সঙ্গে পৃথক করে দেখা মুশ্কিল হয়ে ওঠে। বিবিসিভ্যালরের বিধি অগ্রদূতী রানোর রাজ্যপালেই বিবিসিভ্যালরের আচার্য হয়ে থাকেন। যদিও ছাত্রদের রাজনীতি থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে সর্বদাই উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু বিবিসিভ্যালরের উপাচার্য নিয়োগের সময় কম রাজনীতির খেলা দেখা যায় না। উপাচার্য নিয়োগের সময় অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিকদের কথাই প্রথমে বিবেচিত হয়।

ইদানিং যে দেখা যাচ্ছে পুলিশ ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রহণ করছে এতে বিশ্বের কিছু নেই। এমন যে ঘটবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। বীরে বীরে এর ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে চলেছে। এর পর কলে-কারখানার ধর্মঘটী প্রতিক্ষকের যেভাবে পুলিশ বোকাবিলা করে ভবিষ্যতে অবাধ্য ছাত্র ও শিক্ষকদের বোকাবিলা করতে ভেদনি সহজভাবেই পুলিশ ডাকতে আর কোন অসুবিধা হবে না। সম্প্রতি স্বাধীনপূর বিবিসিভ্যালরে ও উত্তরপাড়া রাজ্য প্যারী বোহন কলেজে বা ঘটছে তাতেও বিশ্বাস করার কিছু নেই। উত্তরপাড়া কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে একজন গ্রহণাতিব ও প্রচুর হয়েছেন। এ ব্যাপারে আরও নিশ্চয় প্রতিবাদ করব। কিন্তু এ ব্যাপারে কে বোকা সেসব প্রশ্ন না তুলেও একথা বলা চলে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অগ্রদূত নীতিও স্বাধীন হওয়া চাই এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ সুবিধাবাদ বাস্তব পরিচালিত হওয়া সরকারের কখনোই উচিত নয়।

Editorial : Sanctity of Educational institutions and Government's role.

গ্রন্থাগারের কাজের ভবিষ্যৎ

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

“গ্রন্থাগার” পত্রিকায় গ্রন্থাগারের সামাজিকতা অর্থাৎ সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের কাজ কি সে সবক্ষেত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ বাণ হইয়াছে। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রন্থাগারের কাজের বিবর্তন ঘটেছে তা বহুবার প্রবন্ধগুলিতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজের ভবিষ্যৎ যে কি সে সবক্ষেত্রে কোন প্রবন্ধে কিছু বলা হয় নি। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে কাজ কি হতে পারে সেই বিষয় নিয়েই আমি এ প্রবন্ধে লিখিব।

জ্ঞানের বিস্তার করাই কি গ্রন্থাগারের কাজ? তা নয়। গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে, ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবার ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া। এই ভাবে যদি আমরা গ্রন্থাগারকে বিচার করে দেখি তা হলে আমরা দেখব যে, যে ভাবে বেশ বিশেষে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তাতে গ্রন্থাগার আজ সকল ব্যক্তিকে তাদের ব্যক্তিত্ব অহুযায়ী সকল প্রকারে সাহায্য করতে পারে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, জনসাধারণের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, হাসপাতালের গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজের, স্কুলের গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার, নানা প্রতিষ্ঠানের, সংস্থার, সংস্কৃত গ্রন্থাগার ইত্যাদি সকল প্রকারের গ্রন্থাগারই গড়ে উঠেছে। সুতরাং যে কোন সমাজস্থল ব্যক্তিই এখন নিজের ইচ্ছে অহুযায়ী পড়বার সুযোগ আছে। ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে আধুনিক মাহুদের আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

মাহুদের সমাজ যে কোন একদিন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে এ ধারণা করবার কোন কারণ নেই যদিও মাহুত Technology'র উন্নতি করে, সে যান্ত্রিক এককর করে রেখে দিয়েছে। Technology'র উন্নতিক্রমে মাহুত means to an end হিসাবে ব্যবহার করছে—অর্থাৎ মাহুদের শক্তি বৃদ্ধি করাই হ'লে Technology'র উন্নতি করার উদ্দেশ্য। তা হলে মানব সমাজের ক্রমশঃ উন্নতি হবে এবং সে উন্নতি হবে নিঃসংশয় উন্নতি একথা বলতে হবে। এ কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে আমরা বলতে বাধ্য যে মানব সমাজ বর্তমান উন্নত হবে মাহুদের মধ্যে মাহুদের তির্যকতা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে বাড়বে মাহুদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। সুতরাং নানা ধরনের লেখার সংখ্যাও বাড়বে এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। এ সবক্ষেত্রে আমি পূর্বেই “গ্রন্থাগার” পত্রিকায় “গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশের ধারা” নামক প্রবন্ধে বলেছি।

Technology'র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাব আদান প্রদানের নানা নতুন ধরনের সাধারণ বোঝা দিয়েছে—সেই সঙ্গে নানা ধরনের লেখাও দেখা দিয়েছে যেমন বেতারের ক্ষেত্রে লেখা, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে লেখা, Television-এর ক্ষেত্রে লেখা। তারপর বিজ্ঞাপন লেখা,

পত্র, বিজ্ঞেয়তা, কোন কিছুর বর্ণনা (report)—এ সব লেখা আধুনিক যুগে খুবই বেশী গ্রন্থাগার লাভ করেছে। কেবল নানা বিষয়ের উপর নানা ধরনের report যা ছোপে বাত চাচ্ছে তা সংগ্রহ করলেই হয়তো একটা বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায়।

আধুনিক সমাজের উন্নতির সঙ্গে, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বিস্তার যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মানব জীবনের গতি। কলে যাওয়া সমাজের শীর্ষস্থানে বসে রয়েছেন, যেমন বড় বড় ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে যাওয়া বসে রয়েছেন তাদের বই পড়বার সময় নেই, সেই ক্ষেত্রে তারা বই পড়েনও না। সমাজের মধ্যে কারা বেশী বই পড়ে তা যদি অনুসন্ধান করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে মধ্যবিত্তের মধ্যেই বই পড়ার সুযোগ বেশী এবং সেই ক্ষেত্রে বই পড়া মধ্যবিত্তের মধ্যেই দেখা যায়।

কঠিন বাস্তবতাই হ'লো এখন মানব সমাজের চরিত্র। এই "Reality-as-it-is" যদি হয় আধুনিক সমাজের নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির ভিত্তি তা হলে লেখারও সীমারেখা সর্কীর্ণ হয়ে আগছে বলতে হবে কারণ বাস্তবতার বাইরে মানুষ আর চিন্তা করতে চাইবে না কলে চিন্তাশীল লেখারও অভাব দেখা দেবে। এটা হচ্ছে Communication-এর ক্ষেত্রে Technology-র আর একটা ফল। সমাজের মাঝারি ব্যক্তি বলে রয়েছে তাদের জীবনের গতি বৃদ্ধির ফলে তাদের লেখার মধ্যেও কোন একটা স্পষ্ট জীবনাদর্শ থাকবে না। কলে সমাজের মধ্যে আর ব্যক্তি রয়েছে এবং তাদের ঐ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি-দের যুগ চেয়ে থাকতে হয়, তাদের জীবনের কোন একটা স্পষ্ট দর্শনের অভাবে, জীবনে একটা Unrest দেখা দেবে এবং সেই Unrest তারা আজে বাজে বই পড়েও ঘূর করতে পারবে না। নানা ধরনের লেখার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকের সৃষ্টি হবে—অর্থাৎ উন্নত ধরনের লেখা আর ব্যক্তি হবে না। সুতরাং গ্রন্থাগারের সংকলনের মধ্যেও একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাবে, এবং সেই ফাঁকের আওতাধীন পড়ে গ্রন্থাগারের সংকলনের একটা বিরাট অংশও অকেজো হয়ে পড়বে। এই অংশটা হলো বিগত যুগে যে সব বই Classic বলে গণ্য হতো সে সব বই। আমরা সকলেই Gresham's Law কাকে বলে তা জানি। Bad money যেমন Good money'কে অকেজো করে দেয়, Good money'র প্রচলন যেমন আর থাকে না তেমনি সমাজের উন্নতির ফলে মানুষের জীবনের গতি বদল বাড়বে, তত reality-as-it-is ধরনের লেখার চলন বাড়বে এক চিন্তাশীল লেখার অ-প্রচলন দেখা দেবে। আধুনিক গ্রন্থাগারে পাঠের সমীক্ষণ করলে দেখা যাবে, চিন্তাশীল লেখার যেমন অভাব তেমনি অদর্শন লেখার ভীড়ে অদর্শপূর্ণ লেখাগুলি হারিয়ে গেছে—তাদের আর খোঁজ পড়ে না। অবশ্য সে সব লেখার কল্পনা, রং, চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকলেও সে সব রং ও চরিত্রের সঙ্গে আধুনিক মানব জীবনের কোন মিল নেই। সেই কারণে সে সব লিখিত ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে লাভ নেই কারণ আধুনিক মানুষকে তা জীবনীপত্রের দৃষ্টান্ত যোগাতে পারবে না।

আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সমষ্টি জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন কলে আধুনিক জীবনীশক্তি ব্যক্তিগত নয় তা সমষ্টিগত।

আমরা সকলেই জানি মানুষের জীবনের প্রয়োজন দু'রকমের একটি হচ্ছে জৈবিক, অপরটি হচ্ছে মানবীয়, অর্থাৎ মানুষকে মানবীয় হতে গেলে তার যা প্রয়োজন— সে প্রয়োজনগুলি হলো তার বৃত্তিবৃত্তি, অধ্যাত্মিকতা ও তার আবেগশীলতার প্রয়োজন। আধুনিক যুগে মানুষের জৈবিক প্রয়োজনটার উপরে মোর বেওয়া হয় বেশী টিক সেই কারণে আধুনিক লেখারও লক্ষ্য সেই দিকে। কিন্তু তার গভীর রূপ (depth effect) কতটুকু! সুতরাং এম্বীগারের কাজও খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে বাবে কারণ তাকে সমাজের চাহিদা মেটাতে হবে।

আধুনিক সমাজ যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে ব্যক্তির পরিবর্তে আসছে সমষ্টি। সমষ্টির প্রয়োজন যোগান দেওয়াই হচ্ছে সমাজের কাজ। সেই কারণে পত্রিকা, সংবাদপত্র, বেতার ইত্যাদির প্রচলন হচ্ছে যুগ বেনী। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত রূপটিকে তো ভুলে চলে না। তার নিজস্ব চিন্তাধারা, স্বপ্ন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুই আছে। আধুনিক সমাজ মানুষকে যেমন এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করছে তেমনি তার পাঠের স্পৃহা, চিন্তাধারা সব কিছুকেই একছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষকে জীব হিসাবে বিচার করে তার জৈবিক প্রয়োজনকে মেটাতে পারলেই তো আর কাজ মিটেবে না— মানুষের আর একটা দিক সম্পূর্ণভাবে নৃণ্য থেকে বাবে ফলে মানুষের জীবনে অস্থিরতা আসবে। এ অস্থিরতাকে শাস্ত করবার জন্তে সমাজ হালকা ধরনের বই অর্থাৎ যাকে আমরা compensatory reading বলি, এ ধরনের বইগুলি নেশার (opiate) মত মানুষের জীবনে কাজ করে। এই ধরনের নেশার ঘোরে থেকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনেকেই সন্তুষ্ট থাকবে। যারা সন্তুষ্ট থাকবে তাদের সমাজ প্রকৃতির মানুষ বলে ধরে নেবে— কারণ সমাজে উদ্বেগই হচ্ছে একটা মান অসুখারোগী জনসাধারণকে গড়ে তোলা। কিন্তু সবচেয়ে সুস্থিল হচ্ছে একটা Sane Society গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সমাজের সকল মানুষই যদি Normal হয় তা' হলে সমাজের উন্নতি, বা ক্রমবিকাশ আর সম্ভব হয় না, সুতরাং সমাজের মধ্যে abnormal মানুষ থাকবেই এবং লেখার মাধ্যমে তারা তাদের বক্তব্য বলবেই। সেই সব abnormal মানুষের ছোঁয়াচ ক্রমশ: সমাজের সকল মানুষের উপর লাগবে এবং আসবে আধুনিক বাংলার যাকে Sane Society বলা হয় সেই সমাজের পতন। পাঠকের হাতে বা তুলে দেবে কিন্তু তাতেও তো মানুষের মনের ক্ষুধা মিটেবে না। আজ না হয় কিছুদিন পরেও সেই ক্ষুধা হৃতিষ্কের রূপে দেখা দেবে। এতল ক্ষেত্র উপস্থিত হলে এম্বীগারের অনেক কাজ করবার থাকবে কিন্তু এতল অবস্থা কি কখনও আসবে?

Technology'র দৌলতে মানুষের জীবনের গতি বেড়েছে। Documentation—এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে Technology'র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। Documentation-এর দৌলতে মানুষকে তার functional existence-এর জন্তে কোন বই সম্পূর্ণ

নির্জনে বসে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে পড়বার প্রয়োজন হয় না। আবার যেটুকু আজকালকার মানুষের পড়বার প্রয়োজন হয় তার মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, ইত্যাদি কিছুই নেই অর্থাৎ এখনকার মানুষ যা পড়ে তা একটিও সত্যিকারের সৃষ্টি নয় ফলে মানুষের পাঠকে এখন আর একটা activity বলে গণ্য করা যায় না—সুতরাং পেরুপ পাঠের দ্বারা মানুষ নিজেকে re-create করে তুলতে পারে না। তা হলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে অল্প তবিত্তে গ্রন্থাগারের কাজ হবে Information দেওয়া। কারণ আজকালকার ব্যক্তি মানুষ আর বই পড়তে চাইবে না—তারের সময় থাকবে না বই পড়বার। এ অবস্থার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় যদি আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের এবং বিশেষজ্ঞদের পাঠের অভ্যাস বিচার করে দেখা যায়। এ বিষয়ের উপর Fortune পত্রিকার (১৯৫৪, মে) Why don't businessmen read books? নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠে আনন্দ পেতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন নির্জনে বসে পড়বার স্থান। পড়ে বোঝার রত ক্ষমতার কোন একটা সাধারণ মান নেই। সুতরাং কোন পাঠকের একখানা বই পড়ে তা হজম করবার ক্ষমতা কতটা সময় লাগবে তার একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় সমাজ মানুষকে তার ইচ্ছামত পড়বার সুযোগ দিতে চায় না কারণ সত্যিকারের পাঠ সম্পূর্ণ অসামাজিক কাজ।

মানব সমাজের উন্নতি হয়েছে ধাপে ধাপে। গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়েছে সমাজের প্রয়োজনে। মানুষের সমাজের উন্নতির ভিত্তি প্রথম দিকে ছিল ধর্ম। এ সময়ে ছিল মানুষের জীবনের Security'র অভাব। তার পরের ধাপ হলো Cultural অর্থাৎ কৃষ্টিই ছিল মানব সমাজের ভিত্তি এবং সে সময়ে বই বা লেখা হতো তা যুগের কৃষ্টি অঙ্গব্যাপী। ফলে গ্রন্থাগারের কাজও হলো জনসাধারণকে তার কৃষ্টি সৃষ্টির বই যোগান। পরে ক্রমশঃ Technology'র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রয়োজনে মানুষ ব্যবসায়িক বিষয় পড়ার দিকে বাধ্য হয়ে কুকুলো ফলে এ ধরনের লেখাও বেশী বাত হতে থাকলো এবং Technology'র চরম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ মানুষের জৈবিক প্রয়োজনটির উপর নজর দত বেশী দিতে থাকলো, মানুষের মানবতার দিকটা তত বেশী আঘাত পেতে থাকলো ফলে মানুষের মনের খোঁজাক যোগাবার ক্ষেত্রে বেশার রত লেখার প্রচলন হতে থাকলো বেশী। সহজ আনন্দ দেবার ক্ষেত্রে সমাজ নানা ধরনের উপায়ের সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণটা ক্রমশঃ কমতে থাকছে। সম্পূর্ণ passive থেকে যদি, Television দেখা যায়, সিনেমা দেখা যায়, বেতায়ো নাটক, গল্প, কবিতা শোনা যায় তা হ'লে সম্পূর্ণ activity মানুষ বই পড়ে হজম করবার চেঁচা কেন করবে?

সুতরাং গ্রন্থাগার দেশ বিনেপে গড়ে উঠলেও, সমাজের যে প্রগতি হচ্ছে তার মধ্যে যদি ভাঙন না ধরে তা হলে কিছু কালের মধ্যে গ্রন্থাগারের কাজ কেবল Information দেওয়া হয়ে দাঁড়াবে এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগার হয়ে দাঁড়াবে Documentation centre।

The Future of Library Service
By Rajkumar Mukhopadhyay

- বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৫)

ডকুমেন্টস বন্ধ্যোপাধ্যায়

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইবার পূর্বে দুই বৎসর কোন সংগঠন হয় নাই। নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রণালী ও উপযোগিতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন ছিল প্রচার-কাণ্ডের। তাই সংগঠন আহ্বানের দিকে দৃষ্টি না দিয়া বিশেষ করিয়া প্রচারের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জিলায় রাজবল্লভচৌধুরীর হেমচন্দ্র শ্রুতি পাঠাগারের যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে উহার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীমহাত্মার ভ্রাতৃপুত্র উত্তমচন্দ্র ৮০০ শ্রীল কুমার ঘোষ মহাশয় ছাত্রাচার্যের সাহায্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ) রবিবার উক্ত হেমচন্দ্র শ্রুতি পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনের সময় শ্রীল বাবুকে অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করিলে তিনি 'লিঙ্গাবিস্তার ও গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রাজবল্লভচৌধুরীর নিকটবর্তী কাঁটপুর অঞ্চলে বঙ্গবাসী সম্মিলনের উৎসাহী কর্মী শ্রীমহাবিশ্বনাথ দত্ত, বিপ্লবী ৮০০ শ্রীল বাবুকে (প্রাক্তন বগাই মন্ত্রী) ও তৎকালীন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভিনয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে শ্রীল বাবু গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনকল্পে প্রচারকার্য চালান। চন্দ্রনগরের অক্ষয় তীর্থী উৎসব উপলক্ষে ভবানীপুর পৌরপ্রধান শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে ও শ্রীবিহারী শেঠের আত্মকৃত্যে তিনি ছাত্রাচার্যের সাহায্যে জনগণকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবার প্রয়াস পান। বগাই জিলায় বেলপুত, হুগল, শান্তিনিকেতন, লাভপুর, নাগপুর, একচকো, বরেন্দ্র, সিউড়ী প্রভৃতি স্থানেও এই সম্পর্কে প্রচারকার্য চালান হয়। তাহার এই কাজে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৮০০ শ্রীল বাবু, ৮০০ শ্রীল বাবু মহাশয়গণও যথেষ্ট উৎসাহ দেন। হাওড়া জিলায় হাওড়া, ব্যাটারা, আমুল, মূলীয়া হাট, বোড়ানদী, উলুবেড়িয়া, চোকাইল, পানিগ্রাম প্রভৃতি স্থানের প্রচারকার্যে সাহিত্যিক শ্রীমহাশয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণা জিলায় নৈহাটী, কাঁঠালপাড়া, হালিদহ, বনিন্দ্রহাট, ব্যারাকপুর, বেল-ঘরিয়া, শ্রীল বাবু, চাকুরিয়া, গড়িয়া, পানিহাটী, সোণপুর, খড়দহ, বেহালা, বড়িয়া, সুরজনা, শিয়ারী, মল্লিকপুর, বাকইপুর, কোমালিয়া, বাওখালী প্রভৃতি স্থানেও ব্যাপক প্রচারকার্য চলে। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়া তেমন আগ্রহ হইতে পারা যায় নাই। কারণ বুদ্ধিগোচ্য হইল যে হইবে? পাথাপ্রপাথা গজাইতে তো সময় লাগে। তাই শুধু নিম্নমন্তব্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৮ই আশ্বিন) রবিবার ৮০০ শ্রীল বাবু চৌধুরীর গজাইতে এক বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকা হয়। ইহাতে গঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কবীন্দ্র ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং

সম্পাদক ছিলেন হুইলক্লয়ার যোব মহাশয়। বাম্বী বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় 'লাইব্রেরীর ব্যবহার' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

এদিকে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের কাজ যথারীতি চলিয়া আসিতেছিল। জিলায় গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, উহাদের উন্নয়নের ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজকল্যাণের অন্তবিধ কার্যক্রম গ্রহণ উহার উদ্দেশ্যের অনীভূত ছিল। আত্মসন্তোষ সংগঠনের দিকে বিশেষ নজর দিলেও বার্ষিক সম্মেলন আহ্বানের কথা গ্রন্থাগার কর্মীদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। উত্তরণাড়া সারস্বত সম্মেলনের উত্তোগে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিতীর্ণ অধিবেশন আহূত হইল উত্তরণাড়ায়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই ও ২ই মে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৪শে ও ২৬শে বৈশাখ) সন্নিহার ও রবিবার এই অধিবেশন হয়। স্থান ছিল কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গজাতীরস্থ বাসভবন। সম্মেলনের অত্যর্থনা সনিতির সত্যাপত্তিগদে নির্বাচিত হন ৮ভাংকনাথ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী) আর সম্মেলনের সত্যাপত্তির পদ অলঙ্কৃত করেন মহারহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অত্যর্থনা সনিতির সম্পাদক ছিলেন উত্তরণাড়া সারস্বত সম্মেলনের বিখ্যাত কর্মী ঐললিত বোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সত্তরজন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক অম্ল্যচরণ যোব বিভাভূষণ, 'হিতবাদী' পত্রিকার ঐযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐকিত্তির দেব রায়, কুমার সূরীন্দ্র দেব রায়, ঐউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, হুইলক্লয়ার যোব, ঐলভ্যচরণ শাস্ত্রী, ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐঈশেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐরামনাথ মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ আনোয়ার আলী প্রভৃতি। অত্যর্থনা সনিতির সত্যাপত্তির ভাষণ পঠিত হইলে ঐলভ্যচরণ শাস্ত্রীর প্রস্তাবে মহারহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলনের সত্যাপত্তির আগন গ্রহণ করেন। অত্যর্থনা সনিতির সত্যাপত্তির ভাষণটি— এই :—

হান্নীর সত্যাপত্তি মহাশয় ও সমবেত ভক্তহওনী !

আজ আমি সমগ্র উত্তরণাড়াবাসিন্দের পক্ষ হইতে আপনাদের সাহায্যে অত্যর্থনা করিতেছি। আমার বেশবাসিন্দের আমাকে যে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিয়া আমাকে বিশেষ গৌরবাহিত করিয়াছেন সেই পদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কবতা আমার নাই। সাহিত্যালোচনা ও সাহিত্য দেবার সৌভাগ্য বা সুযোগ আমার বিশেষ ঘটে নাই; আমার পাঠ্যাবস্থায় আমি নীচল বিজ্ঞানের আলোচনার অভিযাহিত করিয়াছি। আপনাবিগকে যথাযথভাবে অত্যর্থনা করিবার কবতা আমার নাই। আপনাবিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার তক্ষনিত ত্রুটি আপনারা নিজগুণে কমা করিবেন।

উত্তরণাড়া অধিবেশনের অত্যর্থনা সনিতির সম্পাদক ঐললিত বোহন মুখোপাধ্যায়ের আত্মকৃত্যে ভাষণটি পাওয়া গিয়াছে।

হুগলী জিলার গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি আমাদের পূর্ব প্রবন্ধে মাননীয় মহাশয়গোষ্ঠীর পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমি আমাদের দেশবাসিগণের পক্ষ হইতে ভক্তিতে অভ্যর্থনা করিতেছি। বর্তমানে আমাদের দেশে তাঁহার দ্বারা একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও পুণ্ডিতবিশিষ্ট পণ্ডিত কেহই নাই। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন বিভিন্ন বিষয়ের সাধনার কলে বেগমতীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। হুগলী তাহার পুনরালোচনা নিম্নরোজন। এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা 'জীবন্ত বিভিন্ন বিদ্যার স্রোতস্বতী' বলিতে পারি। তিনি একজন নীরব কর্মী এবং দেশের প্রকৃত সেবক। দেশ-বাসিগণকে জানের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং আজ এই বৃদ্ধ বয়সে এবং নানা প্রকার বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি আজ এখানে আসিয়া এই সম্মেলনে যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন ইহাও তাহারই একটি অগুপ্ত নিদর্শন।

আজ আমরা তাঁহার দ্বারা একজন নির্ভীক, তেজস্বী, জ্ঞান ও গৌরবমণ্ডিত ব্রাহ্মণকে এই সম্মেলনের সভাপতির আসনে বরণ করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত ও সম্মানিত মনে করিতেছি। তাই আজ তাঁহার সভাপতিত্বে, তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে ও তাঁহার দ্বারা পূজনীয় ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে এই সভা ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে।

আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে এবং আমাদের সমগ্র দেশবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের দায়ক সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং তাঁহাকে ভক্তিতে অভ্যর্থনা করিতেছি। অপরাপর মনীষী-হৃদয়বল বাহ্যে অগ্রগৃহণ্য এই সভার যোগদান করিয়া আমাদের অগ্রগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, বাহ্যের উপস্থিতিতে আজ এই সভা গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমি সম্মান ও দায়ক অভ্যর্থনা করিতেছি।

আমি আমার সহকর্মী এই জিলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিনিধিগণ, বাহ্যের উচ্চ, উৎসাহ, চেতা ও যত্নের ফলে এই হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাহ্যের এই সম্মেলনের প্রাণবাতী, বাহ্যের সাহায্যে ও সাহচর্যে আমরা আজ এখানে মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছি এবং বাহ্যের ভবিষ্যৎ সাহায্য ও সহায়ত্বের উপরই এই সম্মেলনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে তাঁহাদেরও আমি সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে দায়ক অভ্যর্থনা করিতেছি।

হুগলী জিলার গ্রন্থাগারসমূহের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে এই জিলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রন্থাগারসমূহের কর্তৃপক্ষগণ বাহ্যের সকলে একত্র মিলিত হইয়া কি প্রকারে পরিশ্রমের সাহায্যে ও সহায়ত্বভিমে এই সকল গ্রন্থাগার সমূহের আরও উন্নতি সাধন করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে জানের আলোক বিকীর্ণ করা বাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করাই এই সম্মেলনের প্রধান ও অগুপ্ত উদ্দেশ্য।

হুগলী জিলার সর্ল্লপ্রধান সাধারণ প্রাঙ্গণ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে (১২৬৫-৬৬ বঙ্গাব্দে) কবিবর হেমচন্দ্রের 'বুড়ো শিব' বনামধস্ত ৮৫০০ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক আনাযের এই ক্ষুদ্র সহরে সর্ল্লপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি গঙ্গাতীরে বহু অর্থব্যয়ে একটি প্রাঙ্গণভূলা ভবনে এই বিখ্যাত প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসিগণের জ্ঞানালোচনার এই মহৎ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেন । কলিকাতার ইম্পিটোরাল লাইব্রেরি স্থাপিত হইবার পূর্বে এ দেশে অপর কোনও প্রাঙ্গণে একজন নানা বিষয়ের পুস্তকাদির এবং অনেক প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থাদির সমাবেশ হয় নাই ।

এই পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা অচরুকের বেক্স একটা বিখ্যাত কীতি তেমনই ইহা উত্তরপাড়ার লক্ষণও একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস । এই পুস্তকালয় হইতে বহু দেশীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । এক কালে এই পুস্তকালয় বিভিন্ন পণ্ডিতগণের জ্ঞানালোচনার ও শিক্ষামার্গের একটি প্রধান ভীষকেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যাতি হইবে না । সর্ল্লবাহই বহু দেশীয় ও বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণ এখানে আসিয়া এবং কেহ কেহ অচরুকের অতিথিরূপে এখানে অবস্থিতি করিয়া জ্ঞানালোচনা করিতেন ।

দেশবাসিগণকে জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বলিত করিতে অচরুক সর্ল্লবাহই সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহারই কালে তিনি এই এই বিখ্যাত প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এককালীন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একই দিবসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনানু চরিত্রটি ইংরাজী বিভাগের এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠিত করেন ।

স্বদেশের অস্ত্রান্ত দেশক অচরুক বহু অর্থব্যয়ে উত্তরপাড়ার এই বিখ্যাত সাধারণ প্রাঙ্গণ স্থাপন করিয়া এবং তাহাতে প্রায় ষাট হাজার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াই কান্ত হন নাই । ইহার ভবিষ্যত স্থায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও একটি উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন ।

এই প্রাঙ্গণের নামে আকৃষ্ট হইয়া স্যার উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার, মেরি কারপেন্টার, স্যার অ্যান্থনি ইডেন, স্যার রিচার্ড টমসন, লর্ড লরেন্স, লর্ড ডাকরিন প্রমুখ বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং রাজপুস্তকালয়ও ইহা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন । যখনবহু বহু কালের রচয়িতা কবিবর মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বহু দেশীয় সাহিত্যিক ও কবিগণের পবিত্র স্মৃতিও এই প্রাঙ্গণের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত আছে ।

এতব্যতীত স্যার প্রমথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মোক্ষা হাকিম' প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শিবনাথায় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অপর্যাপ্ত উত্তরপাড়ার ও নিকটবর্তী স্থানসমূহের কৃতী সম্মানগণ সকলেই উত্তরপাড়ার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (১২৬২-৬৩ বঙ্গাব্দে) প্রতিষ্ঠিত বিভাগের ও প্রাঙ্গণের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্তু এই নব

অবনিমগ্নে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নহে। উন্নতি ও অবনতি উভয় ও পতন প্রকৃতিগত নিয়ম। কালের করণ গ্রামে হুত বর্তমানে ইহার সেই পূর্ব গৌরব ও শ্রীকতকাংশে স্মরণ হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। ইহা অপর স্বানে ও ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ আলোচ্য। ভগবানের ক্রাঘবিধানে 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তেষু ভূপানিচ স্থানিচ'। সুখের পর দুঃখ, তাহার পর আবার হুত স্থখ আসিতেও পারে।

হুত ভগবানের রূপায় এই গ্রথাগারের পূর্ব গৌরবশ্রী শ্রীষ্ট পুনরুদ্ধারিত হইবে। আমি এই প্রসঙ্গে আনন্দের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, এই গ্রথাগারের প্রতিষ্ঠাতা সেই পূণ্যপ্রসঙ্গে জয়ন্তের সুযোগ্য বংশধর তাঁহার শৌখ, স্বানীয় মিউনিসিপালিটির জনশ্রিয় সভাপতি, ন্যায় কর্মী স্বায় ভূপেন্দ্রনাথ প্রসূদ সত্বে নবীন উত্তমে এই পবিত্র শ্রুতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে ও ইগকে শ্রীযুক্ত করিতে উত্তেজিত হইয়াছেন এবং অচিরেই আমরা উহাকে এই সাতশটি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সেও পূর্ব গৌরব ও শ্রীপূর্ণ দেখিব। ইহা বাতীত উত্তরপাড়ার কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর দ্বারা ও উৎসাহে সাংঘাত সন্নিহন প্রমুখ আরও চার পাঁচটি গ্রথাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বানীয় সাধারণের বিভিন্ন পুস্তক পাঠে আনন্দোৎসাহের মনোযোগের পরিচয় দিতেছে। স্বানীয় বিজ্ঞান ও কলেজের সংগৃহীত পুস্তকালয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া স্বানীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রথাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূজারী রাজা প্যাট্রোমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজ আলয়ে তাঁহার গ্রথাগারে বিভিন্ন প্রকার আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞা, অর্থনীতি, ইতিহাস ও অপরায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পুস্তকাদি সংগৃহীত ছিল।

এইবার আমাদের গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে এই সংগঠন সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমার ব্যক্তিগত নিবেদন করিয়া আমার কথা শেষ করিব।

সাধারণতঃ গ্রথাগার বিবিধ—(১) নিম্নের মানসিক বৃত্তিসমূহের সৃষ্টি সম্পাদনার্থ ও বিজ্ঞানচর্চার উন্নতিকল্পে কোন জানবান ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত ও গ্রথাগারে স্থাপিত ও স্থাপিত পুস্তকাবলীই তাঁহার স্বীয় গ্রথাগার বলিয়া গণ্য। (২) যাহা সাধারণের চাষার অথবা দাতব্য অর্থে এবং দেশবাসিগণের ঐকান্তিক উত্তমে সংগঠিত হয় তাহাই সাধারণ গ্রথাগার।

পুস্তকের আদর ভারতে চিরদিন বর্তমান। পুস্তকালে ত্রাঙ্গণ ও পণ্ডিতগণ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মবিশ্বাস আদর করিতেন। রাজা ইতিহাস, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্রাদির সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন ও অপর সাধারণ দেশীয় ভাষায় রচিত উপদেশবূলক নানা পুস্তকাদি সমাধরে রক্ষা করিত। এই লেখা বহুকাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে। সকল সভ্য-জাতির আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় তাহাদের পুরোহিত বা আচার্য-

গণই আদি গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও সংগ্রহকর্তা। তাঁরাই সবচেয়ে পুঁথিসম্বল রাখা করিতেন। তারতবার্ষিক তদ্বিগণ স্বর্ণশাস্ত্রাদি প্রণয়ন ও তাহার রক্ষায় যত্নশীল ছিলেন।

তারতবার্ষিক প্রথমে তদ্বিগণের হস্তিত গান বা মন্ত্র তাঁহাদের বিস্তরণ কর্তব্য করিতেন। তাহার পর চিহ্ন বা চিত্রাঙ্কন দ্বারা প্রত্নলিখিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার উপায়ও অবলম্বিত হয়। তারতের নানা স্থানে এখনও তাহার মিন্দর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান চর্চার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিপিকাব্যের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

তারতে ধর্মগ্রন্থের সময় হইতে লিপিকবের উৎপত্তি। পানিনির ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে তাহার পূর্ব হইতেই লিপিবদ্ধতা বা কোন গ্রন্থ পত্রায় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় বৃক্ষের বহুল বা কাণ্ডে বা পত্রে লিপিকাব্য সম্পাদিত হইত। তাহার পর তালপত্র, তাড়িপত্র, ভূর্ণপত্র, বহুল প্রভৃতিতে লেখা হইত। ইহাই এখন পুঁথি বলিয়া খ্যাত। তদ্বিগণের অগ্রণে ও পরে পণ্ডিতগণের আলয়ে এই সকল পুঁথি সম্বন্ধে ও হস্তলিখিতভাবে রক্ষিত হইত। যে স্থানে উহা রক্ষিত হইত তাহাকে গ্রন্থকূটী বলিত। প্রত্যেক ধর্মধোকে, প্রত্যেক রাজত্ববনে এবং বহু জনাকীর্ণ দেবমন্দির বা মঠে এইরূপ গ্রন্থকূটী থাকিত। বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিন হাজার বৎসর পূর্বেও তারতে এইরূপ গ্রন্থরক্ষা কাণ্ড আরম্ভ হয়। সাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য লিপিকবেরা এই সকল গ্রন্থবিশেষ সকল করিত এবং এইরূপে এই সকল গ্রন্থের বহুল প্রচার আরম্ভ হইত।

পূর্বকালে বেদ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু পরে যখন বেদের অনেক মন্ত্র লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল এবং কোন্ মন্ত্র-কোন্ কবি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নির্ণয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইল তখন কবিত আছে যে বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্র সংগ্রহপূর্বক বেদ বিভাগ করেন। এই বেদ বিভাগের পরই খুব সম্ভব বেদ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়।

তাহার পর বৌদ্ধ-জৈন-ধর্মের প্রভাবের সহিত যখন বহুলোক নিজ নিজ ধর্মমত পরিবর্তন করিয়া নতুন মত গ্রহণ করিতে থাকে, যখন সেই সকল লোক তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণের গ্রন্থাবলিও ভুলিতে থাকে সেই সময় হইতেই পূর্বেও গ্রন্থকূটী স্থাপনের আবশ্যকতা সাধারণে জনপ্রসঙ্গ করে।

সেই সময় সেই ধর্মসংঘর্ষের কালে সকলেই নিজ নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সেই সকল ধর্মমূলক বা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি সংগ্রহে যত্নবান হয় এবং সেই সময় বহুতর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও প্রচলিত হয়। এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে গ্রন্থসংগ্রহ পুণ্য কার্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সময় বৌদ্ধ ও জৈন মঠসমূহে নানা বিষয়ের বহু গ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হয়।

সপ্তম খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নালন্দা বিহারে সংলগ্ন গ্রন্থের সংগ্রহ এবং সমাবেশ দেখিয়া যান।

ভারতীয় নবজাগরণ প্রাচীন তাত্ত্বশাসনাদি এবং প্রশস্তিসম্বন্ধ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুতীতে রক্ষা করিতেন।

এই প্রাচীন প্রথা মধ্যযুগেও ছিল। উৎকল হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন নবসিংহদেবের যে তিন প্রথ তাত্ত্বশাসন ও বাগদসীর নিকট হইতে আবিষ্কৃত এককালে পড়িল প্রথ তাত্ত্বশাসন সেই প্রাচীন রীতিতেই নির্দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়।

আসীয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মিনিতি নগরের উৎকাত দুপুৰা হইতে আবিষ্কৃত যে সকল কোণাকার অক্ষয়মণ্ডিত মৃৎলবক পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐগুলি মহিমাবিত অক্ষয়মণ্ডিত রাজার প্রাচীরের ভূগর্ভস্থ ছিল। এইরূপ বিভিন্ন দেশের আবিষ্কৃত নানা ভাষাদি হইতে আমরা পুরাকালেও পুস্তকসংগ্রহের কথা জানিতে পারি।

পাশ্চাত্য জগতে ফরাসী রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহাস উত্তম বহু পূর্বকাল হইতেই পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৬-৮৭ বঙ্গাব্দে) ফরাসী রাজ্যের প্যারী নগরীতে জগতের সর্বপ্রধান প্রাচীন অক্ষয়মণ্ডিত ছিল। তাহাতে বাইল লব নক্সি হাজার পুস্তক ও বিদ্যানক্সি হাজার পুঁথি সংগৃহীত ছিল। পাশ্চাত্য জগতে প্রত্যেক দেশেই অনেক বিদ্যাত প্রাচীন আছে।

পুস্তক ভাষাভাষীর একটি উপাত্ত দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও আমাদের দেশে কোন কোন পুঁথির মিত্র বা সাময়িক পুঁথি হইয়া থাকে এবং সেই কারণেই বোধ হয় সরস্বতী পুঁথি উপলব্ধি কেহ কেহ পুঁথিগণকে দেবী সরস্বতীর পুঁথি করিয়া থাকেন।

ভারতে মঠ বা ধর্মমন্দিরে নানা প্রথ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। এক্ষণে নালন্দার ও পাল রাজ্যগণের সময়ে সংগৃহীত বহু মহৎ বৌদ্ধগ্রন্থ ও ব্রহ্মপুত্রী নগরীতে সংগৃহীত ছিল।

ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বখতিয়ার খলজী যখন বিহার আক্রমণ করেন তখনও এই সকল প্রথ তথায় সংগৃহীত ছিল এবং তিনি এই সকল গ্রন্থের সংগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ তোগলক যখন নগরকোট আক্রমণ করেন তখন জালামুখী নদীরে একটি বৃহৎ গ্রন্থকূটা ছিল। অশোকের সময় হইতে সকল হিন্দু রাজ্যগ্রন্থ প্রাচীন সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তজ্জ-ই-বাবর নামক মূল্যমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে সম্রাট বাবর গান্ধারী সংগৃহীত বহু সংখ্যক ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধীয় প্রথ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে সম্রাট আকবর ধর্মগ্রন্থের একটি বৃহৎ প্রাচীনগ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক সংগৃহীত ছিল। আকবর বাদশাহ নানাভাষার প্রথ পারদীতে অক্ষয়মণ্ডিত কহাওয়া আপনায় প্রাচীনগ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান তাঁহার রাজধানীতে বহু অমূল্য পারদী প্রথ সংগ্রহ করিয়া আপনায় প্রাচীনগ্রন্থে রক্ষা করিয়া যান। এই সকল পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি এখনও কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

আধুনিক হিন্দু রাজস্ববর্গের মধ্যে ধারাবাহিক সংকৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া চিরস্বত্বীয় হইয়াছেন তন্মধ্যে তাকোবরাজ সাংভোদী ও নেপালরাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও তাকোবরাজ এছাংগারে অষ্টোংশ সহস্রের অধিক দস্তলিখিত সংকৃত পুঁথি বিদ্যমান আছে। এই সকল পুঁথি দেবনাগরী, নন্দিনাগরী, কানাড়ি, তেলেগু, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় লিখিত।

এতদ্ব্যতীত কাম্বোজের রাজএছাংগারে, অরুণ, মেবার, বিকানীর প্রভৃতি রাজপুতানার কয়েকটি সামন্তরাজ্যের আলরে, মহিশূরের রাজপ্রতিষ্ঠিত সম্বতী ভাণ্ডারে এবং ভারতের আরও কয়েকটি স্থানে বহু পুঁথি সংগৃহীত আছে। বাংলাদেশেও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে বহু পুঁথির সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বর্তমান যুগে মুম্বাইয়ের আর্বিচ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুস্তকের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিখ্যাত এছাংগার আছে। তন্মধ্যে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, বম্বাইর রাজপুস্তকালয়, বোম্বাইর রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকার নর্থব্রুক হল, জয়পুরের রাজপুস্তকালয়, কান্দীর হিন্দু ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাংগার সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্তমান কালে আমাদের দেশে যত অধিক সংখ্যক এছাংগার প্রতিষ্ঠিত হইবে আমাদের দেশবাসিগণ তত অধিক সংখ্যক জ্ঞানোলোচনা করিবার সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পঞ্জীগ্রামসমূহে এছাংগারের বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্বসাধারণ দেশবাসিগণকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করা সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত বক্তাগণ সবিশেষ আলোচনা করিবেন।

বড়ই স্মরণীয় বিষয় আমাদের এই হগলী জিলার অধিবাসিগণ ইহার উপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ইহারই ফলে হগলী জিলার বিভিন্ন স্থানে অল্পনু সত্তরটি এছাংগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্রনগরের ব্রীহদ্রিহয় শেঠের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ এছাংগার, হগলী, ব্রীহদ্রপুত্র, বৈষ্ণবী ও বাসবেক্ষিয়ার এছাংগার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যিহ্ন এই বৃহৎ কার্যের বহুল প্রচার সাধন করিতে হইলে সমগ্র দেশবাসীর, বিভিন্ন খ্রিষ্টানিসিপিালিটি, ডিগ্রিই বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড এবং রাজপুস্তকালয়ের সম্মিলিত আর্থিক চেষ্টা, সাহায্য ও সহায়ত্বের একান্ত আবশ্যক।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি পাক্ষাত্য দেশসমূহের যে সকল বিখ্যাত এছাংগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইসকল দেশের পৌরস্ব বাসিন্দা করিতেছে এবং দেশবাসিগণের জ্ঞানোলোচনার পরিচয় দিতেছে তাহা সমস্তই দেশবাসীর ও স্থানীয় রাজ্যসংস্কারের সম্মিলিত চেষ্টা, সাহায্য ও সহায়ত্বেরই ফল।

সভাগণ! পরিশেষে আমি আমাদের দেশবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনাদের পুনরায় সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে আত্মার্থনা করিতেছি। আপনারা অগ্রহণপূর্বক এই সম্মেলনে

যোগদান করিয়া ইহার গৌরব বর্ধন করিয়াছেন এবং আমাদের বিশেষরূপে অঙ্গগৃহীত ও বাণিত করিয়াছেন।

আর যে সকল বিজ্ঞানসাহী মহাত্ম্যব ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রদর্শনীতে পুস্তক ও চিত্রাদি পাঠাইয়াছেন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই হগলী মেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রধান ও প্রথম উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠাতা বাণবৈদ্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষগণকেও আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অশ্রু করি ভগবানের আশীর্বাদে এবং আপনাদের উৎসাহে, সাহায্যে ও সহায়ত্বভূতিতে আমাদের এই কাৰ্য ধন্য, সফল ও অমূল্যক হইবে।”

Library Movement in Bengal—(5)

By Gurudas Bandyopadhyay

পারিভাষিক শব্দাবলী ও সামাজিক বৃ-বিদ্যা—(২)

ঐক্যবাক্যান্তি মিয়োগী

সভ্যতা ও সংস্কৃতি (Civilisation & Culture)

পূর্ববর্তী ল'খায় আমরা culture এর পারিভাষিক ব্যাখ্যা দক্ষ হিসেবে "সংস্কৃতি", "জীবনায়ন" ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া culture অর্থে "কৃষ্টি" ব্যবহারও পাওয়া যায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কোথাও কোথাও ঐ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তবে আমরা বিশেষভাবে "সংস্কৃতি" শব্দটির শব্দপাতী, শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা নূ-স্তম্বে শব্দটির বিশেষ ব্যবহার এবং "সভ্যতা" শব্দের সঙ্গে কোথায় এর পার্থক্য তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই।

পরিপার্শ্বের সঙ্গে তদু-বাণ খাইরে নয়, একে কজ্ঞাও ক'রতে হয় বেঁচে থাকতে গেলে। এই বেঁচে থাকার মধ্যে মানুষের জটিল দিক আছে—একটি শরীরগত আর একটি ভাবগত। শরীর টিকিরে রেখে মানুষকে টিকে থাকতে হয় শরীরগত মনোগত বিকাশবৃত্তির জন্ত—এই বিকাশে মানুষ হ'রে ওঠে, আর এই হ'রে ওঠার মধ্যেই আছে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সম্ভাবনা। একটি সমাজে মানুষকে প্রতিদিন হ'রে উঠতে গেলে, নোতুন নোতুন সম্মুখে সম্মুখ হ'তে হ'লে প্রয়োজন তার-বিনিময়, চিন্তার সময়, একটা দ্বৈত গতিসম্পন্নিত ও ঐক্যবান ক্রমবিকাশ। যা কিছু মানুষের শৈল্পিক, সামাজিক, ভাবময়, বর্মান্বিত সভ্যকে সমস্ত সম্পন্নিত রেখে নিঃসর্গের উপর প্রাধান্য এনে দেয় তাই মানুষের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আর সভ্যতার মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের সভ্যতা হ'ল তার সর্বাত্মক উৎকর্ষের পরিচয় আর সঙ্গে পার্থক্য এবং ভৌত ব্যাপারের বিশেষ যোগ রয়েছে। আর একটা কথা, সভ্যতার সঙ্গে নগরের একটা বিশেষ যোগ আছে। স্থানীয়ভাবে আলোচনায় পাই "সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক আর ভারতে এই ধরনের মনোভাব ছিল—নাগরিক-ই সভ্য; গ্রাম্য-ই অসভ্য"। পুনশ্চ,— "Civilisation বা সভ্যতা (বিশেষ ক'রে তার বহিঃরূপ বা পার্থক্য দিকে) মূলতঃ জন-সমাজের ব্যাপার—নগরের ব্যাপার। ... ভারতের সভ্যতার পার্থক্য উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগরই ছিল। নগরের বহু ব'লেই উদ্ভাবনী সভ্যতাকে যে নামে ইউরোপে অভিহিত করা হয়, তার সঙ্গে আছে লাতিন ভাষার civis শব্দ, যার অর্থ 'নগর'। ... আরবদের মধ্যেও নগরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাই, বা 'মদীনা' অর্থাৎ নগরের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই হ'লে 'মদীন' বা সভ্যতা।" (সংস্কৃতিকী—ঐক্যবাক্যান্তি মিয়োগী, পৃ-৫ ; পৃ-৩)

John Lewis সাহেব সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "a degree of advanced culture, in which the art and sciences; as well as political life, are

well developed. It should be characterized by social classes, specialization, cities, mathematics and writing" (Anthropology made simple—John Lewis pp-180)। সংজ্ঞাটির মধ্যে উন্নত ধরনের নাগরিক জীবনের এবং লিখনলিপির কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে এমন অনেক গোষ্ঠী বা জাতি আছে যাদের মধ্যে গণিত তেমন উন্নত ধরনের নয়, বিজ্ঞান হয়ে গেছে শৈশববৈ—বাস্তবজ্ঞানের অস্থানে এবং লেখা বাণ্যাদি তা'দের দায়বাহ্যেই অ'লে না ; এদের সভ্যতা বা ব'লেও এদের সংস্কৃতি আছে বলে আমরা স্বীকার করি, এদের সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণাও হয়। শিকার-নির্ভর নগর বিহীন এগ্রিমো সমাজের সংস্কৃতি আছে—লিখনলিপি আজ মালয়ের সেমাংগা বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী, তিনের বেশী গুণতে না পারা ক্ষুদ্র আন্দামানের ওকীমের সংস্কৃতিকে জানতে আমরা বিশেষ আগ্রহী। তাই "সভ্যতা" থেকে "সংস্কৃতি"র বস্তুর স্ফিট্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যাপক হুন্স্ফিল্ডের তাঁর সাংস্কৃতিক বইয়ের সংস্কৃতি প্রবন্ধে বলেছেন, "কিন্তু আমরা ক্রমেই উপলব্ধি করিতে পারি—ঘরবাড়ি, বস্ত্রপাতি, হস্তবদ্ধ জীবনীতি প্রভৃতির স্ফিটিক্স অর্থাৎ একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তাঁর বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ এবং মহাপ্রেরণাও বটে আর একদিকে তাঁর বাস্তবসভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তাঁর বাইরেও প্রকাশমান এই স্ফিটিক্স বস্তুর নামকরণ হ'য়েছে ইংরেজী প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় culture (জার্মানে kultur কুল্‌তুর্) শব্দক্লে।" আমরা মোটামুটি বলতে পারি একদিকে সভ্যতা তরুর পুষ্প আর তাঁর আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক মহাপ্রেরণা বা তাই হ'চ্ছে culture."

সভ্যতার বাহ্য দিকটা ছাড়া আন্তর স্বরূপকেই জাতির বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ব'লে হ'য়ে নেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নৃ-ভাষাবিদদের সংজ্ঞা সম্পর্কে হু'এক কথা বলা যেতে পারে।

Gustav Klemm উনিশ শতকে অশেষকালত আধুনিক সংজ্ঞাবান প্রসঙ্গে বলেন—আচরণচর্চা, ঘটনা-বিবরণ, বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয় ও শক্তির সময় গ্রহণ ও অনুজীবন, ধর্মবোধ, বিজ্ঞান এবং শিল্প—এই সমস্ত কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে নৃতন সমাজে বিকাশমান অবস্থার 'সংস্কৃতি' নাম ধারণ করে।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে Tylor সাহেব বলেন : সামাজিক মাহু হ'তে গেলে মাহুকে যেটুকু অভ্যাস ও সামর্থ্য আরও করতে হয় তাই মাহুদের সংস্কৃতি।

নৃ-বিজ্ঞানী Herskovits-এর মতে সংস্কৃতি হ'ল মাহুদের প্রকাশ এবং খাপ-খাওয়ানের একটা মাধ্যম, একটা আচরিত, অস্থায়ী, রূপপ্রাপ্ত ভাব বা গতিময়, পরিবর্তনশীল এবং যা কাতরপে মাহুদের বৈচিত্র্যাকার ভাগিদের মধ্যে স্থানান্তরিত হ'য়ে আছে।

সংস্কৃতি কোন জৈব বাণ্যায় নয় এবং জন্মস্থানেও একে পাওয়া যায় না—আরও করতে হয়, শিখে নিতে হয় এবং অজিত ভাবগুলি ধীরে ধীরে আত্মস্থ হ'য়ে ওঠে।

এবং সেজন্যই ঠিকর আবেগে প্রাণধারণকারী পত্ন বা কীট পতঙ্গের সংস্কৃতি নেই—
 কেননা ওদের জীবনযাত্রা কোন বিশেষ শিক্ষা নির্ভর নয়, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে
 নেওয়ার ভাগিদে; এবং সমস্ত আবেগই বংশাঙ্কুরিক—প্রয়োজনে খাপখাওয়ানোর উর্ধে
 জোর করে বেঁচে থাকার কোন সর্বল প্রচেষ্টা ওদের মধ্যে নেই। শিপড়ে, মৌমাছি
 ইত্যাদির সমাজে যে গতিশীলতা তাত তাতা জগৎপুত্রে প্রাপ্ত জীবনযাত্রার তথ্য আবেগ
 থেকে পায় ও নেয়—এসব অদ্বিত কখনে জ্ঞান বা দৃষ্টাব নয়। এবং এদের জীবনে
 কোনরকম ধর্ম বা নীতিবোধেরও বিকাশ দেখা যায় না। শারীরিক পুষ্টিবৃদ্ধির সঙ্গে
 সাম্প্রতিক বিকাশের কোন যোগ নাও থাকতে পারে, আর সাংস্কৃতিক কোন ব্যক্তি-
 বিশেষের সম্পদ বা সম্পত্তি নয়—একেবারে সামাজিক ব্যাপার। এ একটা ঐতিহ্য বা
 কালে কালে সমাজ বিবর্তনের মধ্য থেকে গেছে, ভোগ করে এবং সৃষ্টি করে এগিয়ে
 চলে—সংস্কৃতি একটি ঐতিহাসিক ধারা।

Culture-এর পরিভাষা হিসেবে কষ্টী এবং সংস্কৃতির মধ্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকেই
 বহাল রাখার আশ্রয় পক্ষপাতী। 'কৃষ্টি' সংস্কৃতে চান অর্থে চলে। বসীজনাথ যে
 কোথাও কোথাও শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন তার কারণ তখন তিনি সংস্কৃতি শব্দটি
 ব্যবহৃত হিসেবে পাননি এবং 'সংস্কৃতি' ব্যবহার করার পর থেকে 'কৃষ্টি'র প্রতি অগ্রগণ্য
 তাঁর কমে যায়। বস্তুত বারাতী ভাষায় শব্দটি, culture-এর বিশদ অর্থে সংস্কৃতি শব্দটি,
 বহুদিন ধরে বহুল প্রচলিত। এছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত 'সংস্কৃতি' শব্দটি
 culture-এর সমার্থক। স্তম্ভগাং ঐতিহ্য বিচারেও শব্দটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

109. Custom — আচার
 110. Customary Law — প্রচলিত আইন
 111. Dairy — দোহবালা
 112. Dairing — দোহন
 113. Dance — নৃত্য
 114. Dance, Astronomic — দৌরনৃত্য

দৌরনৃত্য একটি অতি প্রাচীন বিশবীয়া নৃত্য। এই নাচের
 মাধ্যমে দৌরনৃত্যের একটি সাংকেতিক রূপ সৃষ্টিয়ে তোলা
 হ'ত। দৌরনৃত্যের সহযোগী ছিল বাশী এবং বীনা।
 সূর্যদেবতা Raকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচা হ'ত।

গ্রীসেও জিউলের বেষ্টিকে প্রদক্ষিণ করে ঐ একই নৃত্যের
 নাচ হ'ত। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ এই সমস্ত
 দৌরনৃত্যের শক্তিগনিতের দ্বারা কথার মত এই
 নাচের ব্যবস্থা করা হ'ত।

115. Dance, Baison — বাইসন নৃত্তা ।

মিসৌরী অঞ্চলে একটি আহিবাসী সম্প্রদায় এই নাচ নাচে ।
মলের আটজন পুরুষ বাইসনের চামড়ায় দেহ ঢেকে এবং
তার ওপর লাল কালো সাদা ইত্যাদি বাদ্যের রঙে
চঙ্কিত হ'য়ে বাইসনকে নকল করে দেহভঙ্গীতে নৃত্তা
হুটিয়ে তোলে ।

116. Dance, Candle— দীপনৃত্তা ।

117. Dance, Character— চরিত্র-নৃত্তা ।

নৃত্তোর মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ চরিত্রকে হুটিয়ে তোলা
হয়—নৃত্তারত ব্যক্তি স্ব-চরিত্র হলে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশমান
চরিত্রের সঙ্গে একাধ্বাধ করে ।

118. Dance, Corn—

শস্ত্র-নৃত্তা ।

নিউ ওয়াশ্‌ল অঞ্চলে এই নাচ বিশেষ প্রচলিত । শস্ত্র
উৎসাহনের তারপ্রাণ শক্তিগুলিকে নৃত্তোৎসবের মাধ্যমে
তুট করে বৃষ্টি ও তাল ফসলের জন্য প্রার্থনা করা হয় ।

119. Dance, Couple—

জোড় নৃত্তা ।

এই নাচের মাধ্যমে একজন পুরুষের প্রণয় আবেদন হুটিয়ে
তোলা হয় । স্পেনের "বোলেরো"রা (boleros) এই
নাচের জন্য বিখ্যাত । সম্ভবতঃ উর্বরতাবিধায়ক চেতনা
থেকে এই নাচের উদ্ভব হ'য়ে থাকবে ।

120. Dance, Courtship— প্রণয় নৃত্তা ।

অষ্ট্রেলিয়ার আহিবাসীদের মধ্যে এই নাচের বিশেষ
প্রচলন । অংশগ্রহণকারী পুরুষ-মেয়েরা দর্শকের ভূমিকা
গ্রহণ করে । নাচের মধ্য দিয়ে পুরুষরা তাদের বলবর্ধ,
চাতুর্ষ, অগ্রধারণ শক্তি, শৌর্ষ ইত্যাদি প্রকাশ করে
থাকে এবং এই নাচের সম্বন্ধেই মেয়েরা নিজেদের স্বামী
বা প্রেমী নির্বাচন ক'রে নেয় । প্রণয় নৃত্তা যৌন-
স্বভাবকে উত্তেজিত ও আবেদনকে প্রকাশিত করে ।

121. Dance, Death—

শোক নৃত্তা ।

মৃতের উদ্দেশ্যে বা মৃত্যুকে সাংকেতিকরূপে প্রকাশ করার
জন্য এই নাচের মহড়া বসে । নাচের মাধ্যমে অভিশপ্ত
আত্মাকে তুট করা হয়, মৃত পূর্বপুরুষকে স্নান জ্ঞাপন
করা হয় ।

122. Dance, Eagle— ঈগল নৃত্য।
আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা বহুবিদ্যাত্মক প্রণমিত করায়
মাত্র এই নাচের আয়োজন করে।
123. Dance, Fish— মীন নৃত্য।
নাচের মধ্যে মাছের গতিকে রূপ দেওয়া হয়।
124. Dance, Folk— লোকনৃত্য।
125. Dance, Goat— ছাগলনৃত্য।
একটি ছাগকে বাজিৎ ধান করা হয় এই নাচে। নৃত্যতঃ
এই নাচ লাশ্চট্য ও হীন স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত। কোন
কোন বিশেষজ্ঞের মতে প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডীর উদ্ভব
হয়েছে এই জাতীয় নাচ থেকে।
126. Dance, Line— লাইন নৃত্য। এক বা একাধিক সারল রেখার নাচ।
127. Dance, Owl— পেচক নৃত্য।
আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহকারে পেঁচার
ভাবস্বভাব অঙ্গুরণ করে এই নাচ নাচে।
128. Dance, Play — ক্রীড়া নৃত্য।
129. Dance, Puberty — বয়ঃপাক্তি নৃত্য।
বয়ঃসন্ধিকালকে নৃত্যোৎসবের মাধ্যমে ভরিয়ে তোলা হয়।
সাধারণতঃ গোষ্ঠীয় বুদ্ধেতাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে।
অংশগ্রহণকারীরা গোল হয়ে এই নাচ নেচে থাকে।
130. Dance, Snake— সর্প নৃত্য।
সাপকে হাতে নিয়ে অথবা সাপের গতিবিধি অনুকরণ
করে নাচা হয়। সাপ সাধারণতঃ ফলনশক্তি বৃদ্ধির
প্রতীক রূপে কল্পিত হ'য়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল
দেশের আদি-স্মৃতিতত্ত্বের কাহিনীর সঙ্গে সাপের যোগ
রয়েছে—বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও পুরাকাহিনীতেও
সাপের বিশেষ স্থান রয়েছে। সর্পনৃত্য হোপী ইণ্ডিয়ানদের
মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। এই নৃত্যোৎসব পশু সফলতার
সঙ্গে জড়িত দীর্ঘ উৎসব আচার পালনের পর বিশেষ
আড়ম্বরের সঙ্গে সর্পনৃত্য পরিবেশন করা হয়, এই নাচে
পুরোহিতেরও বিশেষ স্থান রয়েছে।
131. Dance, Solstice— অয়ন নৃত্য।
সূর্যের গতিপথ পরিবর্তনের রূপকাকাস হ'ল এই অয়ন

- নৃত্য । বিশেষতঃ অঙ্কনকাস্তিসময়ে শীতের বিদায়পথে
স্থলের পূর্ণদিকায়ের শুভকপে এই নাচের আয়োজন
হ'য়ে থাকে ।
132. Dance, Stick— দিশ নৃত্য ।
এই নাচে বংশদণ্ড বা কাঠদণ্ড ব্যবহার করা হয় । দণ্ডটি
দিশরূপকের কাজ করে ।
133. Dance, Turtle— কূর্ম নৃত্য ।
আমেরিকান ইতিহাসলেখের একটি বিশেষ জনপ্রিয় নাচ,
কূর্ম-নৃত্যের সঙ্গে ও কলনশক্তি বৃদ্ধির যোগ র'য়েছে ।
134. Dance, War— যুদ্ধ নৃত্য ।
135. Degrees of Propinquity—রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য ।
136. Democratic— গণতান্ত্রিক ।
137. Demography— জনবর্ণন, গণবর্ণন ।
138. Dextrousness— নৈপুণ্য ।
139. Dice— পান্য ।
140. Diet— খাদ্য ।
141. Dietary— পথ্যপ্রণালী ।
142. Diffusion— বিকিরণ, প্রসারণ ।
143. Distribution— বণ্টন, প্রস্তার ।
144. Diversity of Origin—উৎপত্তি বৈচিত্র্য ।
145. Division of Labour— সমবণ্টন ।
146. Divorce— বিবাহবিচ্ছেদ, ভাঙেভোঙ্গ ।
147. Dogma— বদ্ধমূল ধারণা, হঠোক্তি ।
148. Domiciliary— আবাস সম্পর্কীয় ।
149. Domestication of Animals—পশুপালন ।
150. Domestic Animals—গৃহপালিত পশু ।
151. Dormitory— শয়নাবাস ।
152. Dormitory Bachelor's—দুবকদের শয়নাবাস ।
153. Dotard— প্রেমমিষ্ট ।
154. Dowry— পণ ।
155. Dual Organisation—দ্বৈত সংগঠন ।
156. Economic Freedom—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ।
157. Elopement— প্রণয়ীসহ গৃহত্যাগ ।

158. Emigrant— দেশান্তরী, বাহ্যত্যাগী ।
 159. Encampment— শিবির ।
 160. Endogamous— অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহকারী ।
 161. Endogamy— অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ ।
 162. Enigmatical Feature — রহস্যময় আকৃতি ।
 163. Epidemic— মহামারী ।
 164. Epigonium— প্রাচীন গ্রীসিয বাস্তব্য ।
 165. Epigonoi— পূর্বপুরুষ ।
 166. Eponym— ডাকনাম ।
 167. Equipage— সাজসজ্জাম ।
 168. Equivocal— অর্থক ।
 169. Espionage— তত্ত্বাবধান ।
 170. Ethics— নীতিশাস্ত্র ।
 171. Ethnic— জাতিসম্পর্ক ।
 172. Ethnographic Collection— জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহ ।
 173. Ethnographic Museum— জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা ।
 174. Ethnography— জাতিতত্ত্ব ।
 175. Ethnologist— নৃ-জ্ঞান বিজ্ঞাবিদ ।
 176. Ethnology— নৃ-জ্ঞানবিজ্ঞা ।
 177. Etiquette— শিষ্টাচার ।
 178. Evolution— বিবর্তন ।
 179. Exchange— বিনিময় ।
 180. Exogamous— বহির্গোষ্ঠী বিবাহকারী ।
 181. Exogamy— বহির্গোষ্ঠী বিবাহ ।
 182. Expiatory— প্রায়শ্চিত্তমূলক ।

Terminology of Social Anthropology (in Bengali)

By Tushar Kanti Neogi

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র সমূহ

গীতা মিত্র

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ গ্রহণ করেছে। সমাজের সর্বস্তরে গ্রন্থাগারের সম্প্রদায়ন হওয়ায়, গ্রন্থাগার এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগার নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক উচ্চ আদর্শের সংহতি এনে দিয়েছে। এ দেশের জনগণ 'বিত্তের মধ্যে ঐক্য' এ নীতিতে বিশ্বাসী এবং জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নীতিকে সকল করার চেষ্টা করে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেও এই নীতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কাঠামোর শীর্ষস্থানে রয়েছে তিনটি প্রধান কেন্দ্র। এক, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি (State advisory committee on library affairs), দুই, সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি (State advisory committee for public libraries), তিন, সরকারী ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত উপসমিতি (Standing committee for Government documentation). এই তিনটি কেন্দ্রবিশুই নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সদস্য সকলেই সরকার দ্বারা মনোনীত। প্রতিোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের সদস্য ও সরকার পরিচালিত রাজকীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক এর সভাপতি। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের নানারূপ সমস্যা—যথা, কি ধরনের বর্গীকরণ বা সূচীকরণ পদ্ধতি কোন গ্রন্থাগারে গ্রহণ করা প্রয়োজন, কোন গ্রন্থাগারে কি ধরনের লাক্সারজার লাগবে, স্বয়ংক্রিয় বাস্তবিক পদ্ধতি কতটা প্রয়োগ করা প্রয়োজন, অস্থায়ী সেবার (Reference Service) কি উন্নতি করা যায়, কি নিয়ম-নীতি অবলম্বন করলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপসমিতির মাধ্যমে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই সকল সমিতি সরকারকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকে, তবে সাধারণতঃ সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলির কার্যাবলী সম্পর্কেই পরামর্শ সীমাবদ্ধ থাকে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সমিতি শুধু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর কাজ এতদিন পর্যন্ত সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central association for public libraries)-এর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল।

সরকারী ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত উপসমিতি (P.C.O.D) ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই সমিতির সদস্যরা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রগুলির গ্রন্থাগারিক। সরকারী বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান, সাহায্য, তথ্য-বিনিময়ের দ্বারা সরকারকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা এই সমিতির কাজ।

সরকারী উদ্যোগে পুঁজুক সংগঠনগুলির দ্বারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার বে চেষ্টা করা হয়েছে তার পূর্বেই, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সরকারী তিনটি সমিতির প্রধান পর্দায়ে, আরও তিনটি সংস্থা আছে। (১) নেদারল্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অব লাইব্রেরিয়ানস্ (N. V. B) (২) সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন ফর পাবলিক লাইব্রেরীজ (C. V.) এবং (৩) নেদারল্যান্ড ইনস্টিটিউট ফর ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ফাইলিং (NIDER).

নেদারল্যান্ডের সব বৃহৎ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার NVB ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি ও সম্প্রদায়ণ করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা ও তাদের প্রশিক্ষিত করে নিজ নিজ পেশাগত দক্ষতার প্রতিষ্ঠিত করা এই সংসদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সংসদ সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে তাদের মধ্যে একটা সংহতি স্থাপন করেছে। বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত স্নাতক গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষ গ্রন্থাগার বিভাগ (Section for Special libraries) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগ (Section for Scholarly libraries) এই দুটি পৃথক উপ-বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থার কাঁধ ও দায়িত্ব শুধু সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। NVB-এর সত্তন এই প্রতিষ্ঠান স্নাতক গ্রন্থাগারিক তৈরীর জন্য গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য সব প্রকার সাহায্য দান করে ও তাদের মধ্যে বাস্তব পারস্পরিক আদান-প্রদান হ'তে পারে তার জন্য বিশেষ কার্যক্রম অহুসরণ করে। ১৯২৮ সাল থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সকল কেন্দ্রে C V, NVB-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে থাকে। এই দুই সংস্থা একত্রে একটি যুক্ত সমিতি স্থাপন করে এবং যুক্ত দায়িত্বে Bibliotheekleven নামে তাদের একটি যুগ্ম প্রকাশ করে এবং ১৯৫৮ সালে De openbare bibliotheek নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এ ছাড়া দুই সংস্থা যুগ্ম দায়িত্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ, বাৎসরিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের অহুসান করা, বিশেষের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি কার্যক্রম অহুসরণ করে।

ইনস্টিটিউট ফর ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ফাইলিং, নেদারল্যান্ড, বেসরকারী ভাবে

ডকুমেন্টেশন পদ্ধতির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট। NIDER বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, বৈজ্ঞানিক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং গবেষকদের বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এরাও বিশেষ গ্রন্থাগারিক, প্রায়ত্ত্ববিদ, এবং সংবাদ সঞ্চয়ন ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকদের হৃদয় করে তোলায় অল্প শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রন্থাগারিকদের বর্ণীকরণ সূচীকরণের বিভিন্ন ধনাত্মক ও তার আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করানোর দায়িত্ব এরা গ্রহণ করেছেন। মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাবহিক উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংবাদ সরবরাহ ও গ্রন্থাগারিকদের সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আদর্শ রূপায়ণে সাহায্য করা এদের কাজ। এই সব কাজ মূলতঃ পন্ডিচলিনার অল্প এবং Journal of efficiency & documentation নামে একটি সাময়িক পত্রিকা, Netherlands techno-scientific literature নামে একটি মাসিক গ্রন্থপত্রী এবং UDCর একটি সংশ্লিষ্ট জাচ সংকলন প্রকাশ করেছে।

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগারের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে নেদারল্যান্ডের রাজকীয় গ্রন্থাগার ও চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। এই পঞ্চমুখ্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থসংখ্যা ছয় মিলিয়ন। রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রকৃত পক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ করে কিন্তু একে জাতীয় গ্রন্থাগার বলা যায় না। এ দেশে কোন কপি রাইট আইন নেই। ফলে এখানে দেশের প্রত্যেকটি প্রকাশিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এখানেও পুস্তক সঞ্চয় সাহিত্য-কলা বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিক থেকে একে জাতীয় গ্রন্থাগার বলা চলে। এ ছাড়া রাজকীয় গ্রন্থাগার সংবাদ সঞ্চয়ন ও সরবরাহ করে থাকে। এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য Museum Meerman Westreenianum এবং Netherlands literary museum and documentation centre এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। রাজকীয় গ্রন্থাগার ১৯২২ সালে যৌথসূচী তৈরী করে। বর্তমানে ৪,০০০,০০০ আখ্যায়ী আছে। প্রতি বছর ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ আখ্যায়ী নতুন সংযোজন হয়ে থাকে। ৮১টি গ্রন্থাগারের নাম এই সূচীপত্রে পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালে এই গ্রন্থাগার সাময়িক পত্রেরও যৌথসূচী তৈরী করে। এই সূচীপত্রে ১১০,০০০ পত্রিকার নাম আছে। এ ছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ বুথো' নামে একটি পৃথক বিভাগের মধ্যে দিয়ে দেশ বিদেশের প্রকাশিত পুস্তকের লেনদেন হয়।

নেদারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সংকারী গ্রন্থাগার থেকেও প্রাচীন। Leiden বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এতে ৭,০০০ বিদেশী ও ৯,০০০ স্বদেশী পাতুলিপি আছে। মধ্যযুগের ইতিহাস গবেষণার জন্য এই সব পুঁথি বিশেষ মূল্যবান। স্বদেশের ভূবিদ্যা সম্পর্কিত সংগ্রহশালা হিসাবে ইহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে ৪০,০০০ ভৌগোলিক মানচিত্র, ২০,০০০ ভূ-সংস্থান সম্পর্কিত মুদ্রিত চিত্রলিপি, রেখাচিত্র ইত্যাদি আছে। Central Medical Library, Gravensteen centre for legal studies এবং Society for Netherlands Literature অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Utrecht বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রাচীন পুঁথি, অক্ষর, চিত্র ও অলঙ্কৃত সচিত্র পুঁথির অল্প প্রসিদ্ধ। এই সব প্রাচীন পাতৃগণি বেনীয় ভাগই খৃষ্টপূর্ব ৮২৫ সালের। এর মত গ্রোনিংজেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার চার্লস ও মঠের দ্বন্দ্বীত প্রাচীন পুস্তক ও পুঁথির সংগ্রহ-শালা হিসাবে বিখ্যাত। এই গ্রন্থাগার ১৬১৪ খৃঃ স্থাপিত এবং এর পুঁথির সংখ্যা ১৪০।

Amsterdam সহরের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বেশের সবচেয়ে বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূল্যবান পুস্তকে এই গ্রন্থাগারটি পরিপূর্ণ। Amsterdam সহরের প্রাচীন সার্বজনীন গ্রন্থাগার থেকে একে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অল্প এর সভ্য সংখ্যা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্নিধ্যে ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সাধারণ শিক্ষিত জনগণও এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। স্থানীয় গ্রন্থ সরবরাহের এটি একটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠ্যকর্ম, সাধারণ পাঠ্যকর্ম, গবেষণার অল্প বিশেষ কক্ষ ইত্যাদি এবং বহু সংখ্যক বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে। তবে বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন স্বরূপ। আর্থিক দিক থেকে বই কেনার অল্প এরা উন্নতশীল দেশের সমৃদ্ধ নয়। তবে প্রাচীনত্বের অল্প বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক বই-এর সন্ধ্যা এদের গ্রন্থাগার অনেক উন্নতশীল দেশের বিখ্যাত গ্রন্থাগারের সমরূপ। স্বদেশে রাজকীয় গ্রন্থাগার সহ এই পক্ষ বৃহৎ গ্রন্থাগারকে আধুনিক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। গ্রন্থ ব্যবহারের দিক থেকে এরা যথেষ্ট গর্ব অর্জন করতে পারে। Amsterdam গ্রন্থাগারের স্থানীয় গ্রন্থ সঞ্চালন ১৪৫,০০০ মিলিয়ন। এই পক্ষ বৃহৎ গ্রন্থাগারে ছয় মিলিয়ন ও বিশেষ গ্রন্থাগারের নয় মিলিয়ন পুস্তক সংগ্রহ ১২ মিলিয়ন ছাত্রদের পক্ষে খুব কম নয়। আন্তঃগ্রন্থাগার লেন দেনে এরা নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। সেই অল্প বই যেওয়া ও নেওয়ার ব্যাপারে এরা খুব কড়া নিয়ন্ত্রণীতি অনুসরণ করে না। অনেক উদাহরণেই এরা পরস্পরকে বই বিধে সাহায্য করে থাকে।

ডিক্ট (Deift) কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নেদারল্যান্ডের প্রাচীনতম কারিগরী বিভাগ গ্রন্থাগার। কারিগরী, বানিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত পুস্তক ও নথিকার সংখ্যা এখানে সব চেয়ে বেশী। এরা এখানে কেন্দ্রীয় কারিগরী গ্রন্থাগারী তৈরী করেছে। এই গ্রন্থাগারী থেকে কারিগরী বিভাগ কোন বই কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে এবং কি কি বই আছে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের সংবাদ পাওয়া যায়। ব্যক্তিক উপায়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এখানে পাঠকগণ তাদের বই সংগ্রহ করে থাকে। এই ব্যক্তিক উপায়ে খুব সহজেই পুস্তক ব্যবহার সম্পর্কে সংখ্যাতত্ত্ব গাথতে পারা যায়। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার এখানে স্বদেশের বই অধুনা কটা হয়। ডুইয়েটেনের কাজ হুইকারে করার অল্প microfilm ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া গ্রোমোকোন ডেকর্ডের আলাদা বিভাগ আছে।

নেদারল্যান্ডের আরও দুটি কারিগরী বিভাগ গ্রন্থাগার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত কৃষি বিষয়ক গ্রন্থাগার ও অর্থনীতি বিভাগ গ্রন্থাগার আছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার যে

বিশেষ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, মোট বিশেষ বিষয়সম্পূর্ণ ও প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই গবেষণার প্রচুর বন্দোবস্ত আছে। নেদারল্যান্ডে বিশেষজ্ঞ বা প্রতিভাবান যে সব সচিব, সংসদ বা সমিতি আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি গবেষণার কাছে পরস্পর আকর্ষণীয়। বিদেশী পত্র পত্রিকাও এরা একটি বৃহৎ সংগ্রহশালা। Royal Netherlands Academy of Science & Letters ইত্যাদি এখানকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার।

ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ ও মঠ ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থে সমৃদ্ধ। আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলন থেকে পলচাংপদ হয়ে যাওয়ার এরা ১৯৪৭ সালে Association for Seminar & Monastery Librarians নামে একটি সংসদ গড়ে তোলে, এবং এই সংসদের সাহায্যে গ্রন্থাগারগুলিকে প্রাচীন দোহাফতি মুক্ত করে আধুনিক প্রবাহে নবরূপায়ণে সচেষ্ট হয়। এরা New Publication ও Annotated Basic Bibliography নামে দুটি ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে।

বিশেষ গ্রন্থাগারের সাজা অহুয্যাতী নেদারল্যান্ডে কোন গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ গ্রন্থাগার বলা যায় তা ঠিক করা যায় না। স্তরস্বয়ং বিশেষ গ্রন্থাগারের সংখ্যা যে কত তা বলা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বা সমীহপন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ গ্রন্থাগার বলা যায়। এদের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে এদের পৃথক করেছে। যে সব গ্রন্থ, পত্রিকা, তথ্য বা সংবাদ প্রয়োজন তারা শুধুমাত্র সেগুলিই সংগ্রহ করে। অবশ্য তথ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষভাবে শিক্তিত দক্ষ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়। Documentation Service ভিন্ন কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে কোন কাজ হতে পারে না, এই জন্য এই ব্যাপারের উন্নতি বিধান এরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

সংবাদ ও তথ্য, সংগ্রহ, সংকলন ও সংক্ষিপ্তকরণ ইত্যাদি Documentation এর কার্যবলীর প্রতি ডাচরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। ছোট্ট দেশকে তার জন্মবর্মান জনসংখ্যার অহুয্যাতী আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমৃদ্ধশালী করতে ডাচরা ডকুমেন্টেশনের কার্যবলীকে একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করে। এ দিক থেকে যে কোন উন্নতিশীল দেশগুলির এরা সমন্বয়। অন্যান্য দেশে, শিল্প—বাণিজ্য—সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নিত্য নতুন গবেষণা চলছে ও বিজ্ঞানের যে চরম বিকাশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ বাস্তব সংবাদ ও তথ্য বেশখাসীকে জানান গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ দায়িত্ব। যে সমস্ত বিষয় আগেই অন্য দেশে প্রকাশিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ডাচরা করে নি। এই জন্য Excerpta Medica ছাড়া আর কোন বৃহৎ International Abstract এখানে প্রকাশিত হয় না। Economic Information Centre, TDCK, PUDOC ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থা ছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডকুমেন্টেশন সংস্থা আছে। ডাচরা কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠান পছন্দ করে না,

সর্বসাধারণের জন্য ছোট ছোট সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তারা আগ্রহী। এতলিক documentation pool বলা হয়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে একই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব নয়, একই রকম পদ্ধতিও সব জায়গায় নেই। তবে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এবং অর্থ ইত্যাদি যে কোনভাবে হস্তান্তর documentation Service উন্নতি করার জন্য এরা বিশেষভাবে চেষ্টা করে। মরীচকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট documentation সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য একটি স্থায়ী সমিতি স্থাপন করেছে। সংকার NIDER কে documentation Service-এর উন্নতি ও এর জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বৎসে অর্থ সাহায্য করে থাকে।

Holland এর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা বিনা-চান্দায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিভিন্ন ছোট ছোট স্থানীয় উপজাতি-গণ বহুল গ্রন্থাগার “Volksbibliotheken” থেকে কালক্রমে বৃষ্টি সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুকরণে এখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। ১৮২২ Utrecht ও ১৮২৮ Dordrecht এ প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১০, ০০০ বা ততোধিক অধিবাসী আবাসিত সহর বা সহরভলীতে ব্যক্তিগত চান্দার ভিত্তিতে সাধারণ গ্রন্থাগার হয়েছে। এ ছাড়া ১০, ০০০ বা তার কম অধিবাসীকে জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি করে গ্রন্থাগার আছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের সঠিক সংজ্ঞা অনুযায়ী Holland-এ নির্দিষ্ট কোন সাধারণ গ্রন্থাগার নেই। অন্যদিকে এদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ দেশে চার রকমের সাধারণ গ্রন্থাগার দেখা যায়। (১) সর্বসাধারণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার (২) রোমান ক্যাথলিক গ্রন্থাগার (৩) প্রটেস্ট্যান্ট গ্রন্থাগার (৪) এবং এই তিন রকমের গ্রন্থাগার নিয়ে ধর্মীয় গোড়ামীমুক্ত গ্রন্থাগার সচেতন জনগণ দ্বারা স্থাপিত মুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার। চতুর্থ প্রকার গ্রন্থাগারের সাখ্য খুব কম। ১৯৬৫ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১-টি। প্রত্যেক সহরঞ্চলে প্রথম তিন প্রকার গ্রন্থাগার আছে। দুই ধর্মের মধ্যে বিভেদ প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক গ্রন্থাগারগুলিকে প্রভাবিত করে এবং অন্য গ্রন্থাগারেও ধর্মের গোড়ামী গ্রন্থাগারের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শকে কার্ণে তদারিহিত করতে বিলম্বিত করেছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রদেশিক সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পাঠকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। পাঠকদের কাছ থেকে মোট খরচের সব চেয়ে কম অংশ নেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে মোট খরচের ৮% নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিজে হলে গ্রন্থাগারটি সরকারী পরিদর্শকের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং সেই গ্রন্থাগারে সর্বসময়ের জন্য একজন শিক্ষিত বাক গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। ব্যয়ের খাতে আমাদের সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্মীদের জন্য ব্যয়। ১৯৬৪ সালে মোট ব্যয়ের সতকরা ৫৮ অংশ গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। পরিচালনার ব্যাপারে গ্রন্থাগারগুলি নিজে নিজে দেখে থাকেন। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতির দ্বারা গ্রন্থাগারটি

পরিচালিত হয়। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মোট পুস্তক সংখ্যার অর্ধেক গল্প-উপক্ৰম নয় এরূপ বই রাখতে হয়। গল্প-উপক্ৰমের মধ্যেও সাধারণ হাফা বই মাত্র ২০ শতাংশ রাখতে পারা যায়। আর্থিক অনুবিধার ক্ষত্র এই সব গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা খুব বেশী বাড়তে পারে না। সাধারণতঃ দেখা যায় ১২, ০০০-০০০ সংখ্যক অধিবাসীদের ক্ষত্র ৭, ০০০, ০০০ সংখ্যক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থাগারগুলিতে সাধারণতঃ পাঠকরা নিজেদের পছন্দমত বই বেছে নিতে পারে। গ্রন্থাগারগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট সহরে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা এবং বড় সহরে সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই সব গ্রন্থাগারে সর্বসময়ের ক্ষত্র শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক বা পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৬ সালে বেতনের দিক থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা সরকারী কর্মচারীর সমতুল্য বেতন পেলেও কিন্তু সর্বাঙ্গ বৃদ্ধির দিক থেকে এখনও সমতুল্য নয়। প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি করে শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বিভাগ আছে এবং সমস্ত দেশে ২১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে।

Central Association for Public Libraries গ্রন্থাগারগুলিকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করে। ২১ জন সদস্য সমন্বিত এর কার্যনির্বাহক সমিতিতে শিশু গ্রন্থাগার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি আছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষত্র উপযুক্ত দক্ষ গ্রন্থাগারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে, গ্রন্থপত্রী তৈরী করে, পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করে ইত্যাদি আরও নানা প্রকারে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আদর্শ রূপায়ণে সাহায্য করছে। আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আধুনিক উপায়ে পরিবর্তনের ক্ষত্র একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। এই কমিশন গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী, একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত সরকারকে জ্ঞানাবে। এর রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে নেদারল্যান্ডে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটবে।

নেদারল্যান্ডে সংগীত গ্রন্থাগারও বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। Society for the promotion of Music তাদের সংগীতের গ্রন্থ, পাতুলিপি, ত্র্যচীন গানের বহুলিপি ইত্যাদি সংগীত সম্পর্কিত বহু দল্ভাবান সংগ্রহ Amsterdam বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করে। সেখান থেকে সেগুলি Amsterdam সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগীত বিভাগে স্থানান্তরিত হয়। এইভাবে প্রথম একটি পৃথক সংগীত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বহু সাবল্লনী গ্রন্থাগারেওই শিশু বিভাগের মতন পৃথক সংগীত বিভাগ আছে। Donemus Foundation দেশের সংগীতের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষত্র Documentation Service এর বন্দোবস্ত করেছে। এরা সংগীতকারদের সংগীত প্রকাশ করা এবং ডাচ সংগীতের আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে। ১৯৬১ সালে সমস্ত সংগীত গ্রন্থাগারগুলি একত্রে একটি Study Centre প্রতিষ্ঠা করে তার নাম হল National

Branch of International Association of Music Library. এরা দক্ষ সংগীত গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। সর্বজনগ্রাহ্য গ্রন্থাগারিক বেকর্ডের সূচীকরণ পদ্ধতি ও একটি সাধারণ সংগীত গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য এরা সচেষ্ট হয়েছে। সংগীত গ্রন্থাগারিকরা বছরে দু'বার এই Association-এ তাদের সমস্ত নিয়ে আলোচনা করে। নেদারল্যান্ডে চারটি বছরের গ্রন্থাগার তাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্বলিত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অল্প ব্যক্তিরেব অজ্ঞানের অঙ্কুর হুঁচিয়ে তাদের সামনে জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলিত করার জন্য অনলল প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে।

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানশিক্ষা অগতে এখন নিঃশব্দ পটীকা-নীতিক চলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা এখন পরিবর্তনশীল স্রোতের মুখে। তদ্বিষয়ে এই সব পরিকল্পনা দক্ষতারিত্ত হয়ে একটি জাতীয় সামগ্রিক শিক্ষাক্রম পরিণত হবে। বর্তমানে বিভিন্ন সংসদ ও প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রচেষ্টার যে সব শিক্ষাক্রম চালু করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। Amsterdam বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছরের প্রাত্যহিক শিক্ষাদান করে। বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের এই দুই বছরের মধ্যে এক বছর কোন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীণ থাকতে হয় এই শিক্ষাক্রমের পটীকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে না, করে State advisory committee for library affairs. এই পটীকার সাফল্য শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয় বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষার যোগ্যতাও এতে টিক হয়। এই জন্য এই পটীকার উত্তীর্ণ হলে সেই ব্যক্তি যে কোন শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের মণ্ডলীর গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে কাজ করতে পারে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক সংগঠন হৃদয় পেশাদার গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাক্রম চালু করেছে। যেমন NIDER, NVB, NVBA ও আরও ৪টি গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। এরা দুটি শিক্ষাক্রম চালু করেছে। একটি প্রাথমিক পর্যায়ে আর একটি প্রাথমিক থেকে আরও অগ্রসর শিক্ষাক্রম। দুই শিক্ষাক্রমই দু' বছরের জন্য দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে ৪০ সপ্তাহ শিক্ষানবীণ থাকতে হয়। দ্বিতীয় বছরে, যে, যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাগতে ইচ্ছুক সেই বিশেষ শিক্ষা নিয়ে বিশেষ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হল বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির ছাড়পত্র। এবং এই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার পর যে কোন গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক হওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার উত্তীর্ণ বা C.V, শিক্ষামূলক ভিন্নোমা বা G.O. (Joint training committee)-র শিক্ষামূলক ভিন্নোমা। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার উত্তীর্ণ হলে যে কোন গ্রন্থাগারের নির্দেশ লাভ করা যায়।

এ ছাড়া পূর্ণোজ্জ্বলিত প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক সমস্যার জন্যও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রায় পাঁচটি বিভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করেছেন। এগুলি বেশির ভাগই এক বছরের জন্য এবং সপ্তাহে বা ১০ দিন অন্তর একদিন করে ক্লাস হয়। প্রত্যেকটি শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগারের শিক্ষানবীণ থাক। বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক শিক্ষাক্রমের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তির ছাড়পত্র বা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা। এর সঙ্গে কোন গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে কালের অভিজ্ঞতাও থাকে দরকার। একটি পর্গায় প্রাক্তন বা তত্ত্বপ শিক্ষিতদের জন্য একটি শিক্ষাক্রম আছে। এই সব পেশাগার শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে বিশেষ বিশেষ কবে নিযুক্ত হয়। C V সাধারণ গ্রন্থাগারের সরকারী গ্রন্থাগারিক হওয়ার জন্য দু বছরের প্রাথমিক পর্গারে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদান করে। এই সব শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা গ্রন্থাগারবৃত্তিতেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। তারা গ্রন্থাগারিক না হয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক হতে চায় না। কলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব এখানে আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নানারূপ জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

নেদারল্যান্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে আমরা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এখানে গ্রন্থাগার আইন নেই। Copy Right Law নেই। কোন আদর্শ সাধারণ বা জাতীয় গ্রন্থাগার নেই এবং বিনা চাঁদার প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারও নেই। হুতরাং আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সম্ভা অনুযায়ী হল্যাণ্ডকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি অগ্রদূত দেশ বলা যায় না। কিন্তু হল্যাণ্ডের বিশেষত্ব এখানেই যে গ্রন্থাগার এখানে সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই স্থান পেয়েছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন ডাচদের দ্বারা গ্রন্থাগার আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রদূত হয়ে সমাজ ও মনের জীবনের সেবার নিমিত্তে নিয়োজিত করেছে। এর প্রধান আশ্রয় পাই প্রথমতঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যেখানে সব চেয়ে বেশী মানবকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে সেই Documentation, Reference & information Service এর বিষয়ে এবং যে কোন সম্বন্ধশালী দেশের সমতুল্য। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার আইন ব্যতীতই শুধু ও অনুশীলন গ্রন্থাগার গড়ে উঠা ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার সৃষ্টি করা। তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। এ বিষয়ে ডাচরা এটাই বুঝেছে যে গ্রন্থাগারটি শুধু হ্রাসজ্ঞিত করে এর ভাবাক্রান্ত করলেই হবে না। সেখানে উপযুক্ত বেতনে বর্ধদাসম্পন্ন দক্ষ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে। চতুর্থতঃ গ্রন্থ ব্যবহারের দিক থেকে হল্যাণ্ডবাসীদের উল্লেখযোগ্য অঙ্গদান। ডাচরা গ্রন্থাগারকে গ্রন্থের সংগ্রহশালা কঠোর, গ্রন্থকে ব্যবহার করে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলেছে। এই সব বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে পরিশেষে বলা যায় ডাচরা অতি আধুনিকতার মোহে মুগ্ধ হয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হ্রাসজ্ঞিত করে বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেনি বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেনি সত্য, কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে যিনি দিয়েছে। আশা করা যায় ভারতীয়ের হল্যাণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে কোন সম্বন্ধশালী দেশের সঙ্গে এক আসনে বসবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা।

চিহ্নারী স্মৃতি পাঠাগার ও মৌলিক অটনমিক পাঠগৃহ।

২৬।৮.৬৭, মহাস্বা গাছী রোড, কলিকাতা-৯

পাঠাগারের অষ্টাদশ বার্ষিক অত্রিযোগিতা (১০৭৪) সম্পর্কে পাঠাগারের সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, অত্রিযোগিতায় নাম ধোয়ার শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ রাত ৯টা। মোট আটটি বিভাগে এই অত্রিযোগিতা অহুত হইবে—অত্রিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোট তিনটি করে পুস্তক ধোয়া হইবে। বিভাগগুলি হল : ১। সাধারণ (পুস্তক) বিভাগ (১৭ বৎসরের উপরে) ২। সাধারণ (বহিরা) বিভাগ (১৭ বৎসরের উপরে) ৩। ছাত্রদের অন্ত (১২—১৭ বৎসর) ৪। ছাত্রীদের অন্ত (১২—১৭ বৎসর) ৫। কিশোর বিভাগ (৭—১২ বৎসর) ৬। কিশোরী বিভাগ (৭—১২ বৎসর) ৭। শিশু বিভাগ (৫—৭ বৎসর) ৮। প্রারম্ভিক বিভাগ (৩—৫ বৎসর) অত্রিযোগিতার দিন, বিবরণ ও নিয়মাবলী অন্ত সফল ৭৪-৮৪ টা ও সফল ৬৭-৯ টা মধ্যে পাঠাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভালভলা পাবলিক লাইব্রেরী। ১২বি, ভালভলা লাইব্রেরী রো। কলি-১৪

গ্রন্থাগারের বার্ষিক (১৯৬৬-৬৭) কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা ১৮,১৭৭ এবং মোট সদস্য সংখ্যা ৯০২ জন। নিম্নলিখিত অহুতানস্মৃতি আলোচ্যাবধি অব্যাহত ছিল। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্র বেনারস মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহীজ্ঞ অহুতী উৎসব পালন করা হয়। গ্রন্থাগারের ৮৫তম অত্রিষ্ঠাদিবস পালন করা হয় গত ১লা জুলাই এবং সেদিনকার সভার সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

গ্রন্থাগারের মুদ্রল বিভাগটি (শিশু বিভাগ) আলোচ্য বর্ষে ৩৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে এই বিভাগের সদস্য সংখ্যা ও পুস্তক সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮০ ও ৩,৩৪৩।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী। ১৭।১২ মনসাতলা লেন। কলি-২৩

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর একপঞ্চাশতম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের কার্যগ্রহণ জানা গেল। ১৯১৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রন্থাগারটি বিবিক্রিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারটির কলেবর বৃদ্ধি হয়ে মোট পুস্তক সংখ্যা ১৪,৭৮২ এবং সদস্য সংখ্যা ৪৭৭ জনে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৬-৬৭ সালের কার্যকরী দ্মিতিতে আছেন : সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)

বলাইচুৰণ পাল, জনাব কালিমুদ্দীন স্ত্রামন্, প্রহুন্ন চন্দ্র মিত্র, পাকোগোপাল মিত্র (সহঃ-সভাপতিগণ), অতীন্দ্র বহু (কর্মসচিব) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (যুগ্ম-কর্মসচিব), বঙ্গবন্ধু হুমায়ুন চক্ৰবর্তী ও উমামহেশ চৌধুরী (সহঃ কর্মসচিব), তুণ্ডাবকান্তি নিরোয়ী (গ্রন্থাগারিক), ববীন্দ্রনাথ দাস ও বিমলকুমার বহু (সহঃ গ্রন্থাগারিক), পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (কোষাধ্যক্ষ) এবং আরো তেরজন সদস্য ।

শান্তি ইনষ্টিটিউট । ২৬।১এ শশিকুমার দে ট্রাট । কলি-১২

শান্তি ইনষ্টিটিউটের ঐতিহ্যপূর্ণ ও গৌরবময় পকান বছর পূর্ণ হওয়ার সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজন করা হয় । ১৯১৬ সালে মাত্র সভাপতি বই নিয়ে গ্রন্থাগারটির হুচনা । বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ এবং সদস্য সংখ্যা ৬০০ । এর মধ্যে আকৌবন সদস্যের সংখ্যা ১০০ । অত্রান্ত বিভাগগুলির মধ্যে অট্টবৈজ্ঞানিক পাঠ্য-কেন্দ্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ বছরেও সদস্যতী পূজা, বামী বিবেকানন্দ জয় জয়ন্তী, বিগ্‌কবি ববীন্দ্রনাথের জয়ন্তি এবং বামী অন্তেদানন্দ ও তগিনী নিবেদিতার পতনাবিকী উদ্‌যাপন করা হয় ।

২৪ পুরগণা

ভারাকুশিরা বীণাপানি পাঠাগার । ভারাকুশিরা ।

গত ১৪ই নভেম্বর, '৬৭ ভারাকুশিরা বীণাপানি পাঠাগারের উদ্বোধনে "শিত্ত দিবল" উদ্‌ঘাটিত হয় । সকালে পাঠাগার ভবনে পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং দেহিনকার আয়োজিত শিত্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ত্রিগলিন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।

বীরকুম

জেলা গ্রন্থাগার । সিউড়ী ।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ বীরকুম জেলা গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বিবল পালন করা হয় । এই উপলক্ষে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয় । বিতর্কের বিষয় ছিল, (মূলছাত্রদের জন্ত) 'সভার মতে খাঙ্গ সমস্তা অপেক্ষা নিরক্ষরতার অভিলাপ দ্বীকরণ বেশী প্রয়োজন' এবং (কলেজছাত্রদের জন্ত) 'নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নতির প্রধান অস্ত্র' । সিউড়ী শহরের বিভিন্ন স্থলকলেজ থেকে মোট পনেরোজন ছাত্র এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ।

মুর্শিদাবাদ

জেলা গ্রন্থাগার । বহরমপুর ।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের বার্ষিক সভা গত ২১শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় । উপযোক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাহর্তী ত্রিবরদাচরণ শর্মা । জেলা গ্রন্থাগার সম্পাদক ত্রিপ্রবন্ধুয়ার তট্টাচার্য বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন । বর্তমানে গ্রন্থাগারের

সদস্য সংখ্যা) সাত শতাধিক। জেলা গ্রন্থাগার থেকে বর্তমানে ২৫টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমেত মোট ৪৬টি গ্রন্থাগারে বই সংবাহ করা হয়। বর্তমান বছরের জন্য শ্রীহরেন্দ্রনাথায়ণ সিংহ মহাশয়কে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালিত সহ-সভাপতিপদে পুনঃনির্বাচিত করা হয়।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার। ডমলুক।

আন্তর্জাতিক শিকা দিবস উপলক্ষে ডমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গত সেপ্টেম্বর মাসে তিন সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। পহর ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে অগণিত নগরবাসী এই প্রদর্শনীটি দেখতে আসেন ও প্রদর্শনীটির উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করেন।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস ও বিশিষ্ট দিবস উপলক্ষে গত ১৪ই নভেম্বর, '৬৭ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে আরেকটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ডমলুক জেলা গ্রন্থাগার ন্যূনপক্ষে অনার্স গ্র্যাজুয়েট অথবা এম. এ. ডিগ্রীধারীদের জন্যে "প্রাচীন তাম্রলিপির কৃষি ও শিল্প" বিষয়ে এবার গ্র্যাজুয়েটদের জন্যে "প্রাচীন তাম্রলিপির ভৌগোলিক অবস্থান" বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করেছেন। প্রথমোক্ত বিষয়ে স্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে পঞ্চানন মাইতি পুরস্কার (নগদে দুইশত টাকা বা সমমূল্যের সামগ্রী) এবং শেষোক্ত বিষয়ে স্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে হীরালাল মাইতি পুরস্কার (নগদে একশত টাকা বা সমমূল্যের সামগ্রী) দিয়ে সম্মানিত করা হবে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮-র মধ্যে মূলদুপায় কাগজে, একশিটে বাংলায় তিন কপি প্রবন্ধ ডমলুক জেলা গ্রন্থাগারিকের কাছে উপযুক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

রবীন্দ্র পাঠাগার। মহিষাধল।

অত্যন্ত বছরের মত এ বছরেও রবীন্দ্র পাঠাগার গত ১৪ই নভেম্বর, '৬৭ বিশিষ্ট দিবস পালন করে। পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরী, শহীদত্ব জালাদান ও তিন শতাধিক শিল্প সমাবেশের মাধ্যমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়।

সাতা ভারত সমাজ শিকা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় গত ১লা ডিসেম্বর। সেদিনকার আলোচনা সভায় শ্রীহরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা।

রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী। রাধাবল্লভপুর।

গত ১৪ই নভেম্বর, '৬৭ পণ্ডিত নেহেরুর জন্মদিবস বিশিষ্ট দিবস হিসাবে পালন করা হয় রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে। পতাকা উত্তোলন, নেহেরুর প্রতিরুতিতে জালাদান, প্রভাত ফেরী, জাতীয় সঙ্গীত এবং পণ্ডিত নেহেরুর বাণী ও জীবনী পাঠের মাধ্যমে দিনটি স্বাধীনভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। অনুরাধে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভা

গত ২-শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও শান্তি ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় জনসভা শান্তি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবানী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমশায় কুমার বসু।

সভার স্থানীয় শান্তি ইন্সটিটিউটের কর্মসূচির শ্রীবিশদ্যস দস্ত বলেন, আমাদের গ্রন্থাগারের সুবর্ণজন্মদী উপলক্ষে স্নেহকদিনব্যাপী আলোচনাক্ষেত্রে আশ্রয় জন কংগার ইচ্ছা আমাদের ছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হয়ে উঠল না, তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদককে অনুরোধ করি গ্রন্থাগার দিবসের উদ্দেশ্য যাতে আমাদের এই লাইব্রেরীতে পালন করা হয়। বহুদিন আগে স্বর্গীয় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর শান্তি ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার সম্মেলনের একথানা প্রাচীন আলোকচিত্র তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপহার দেন।

গ্রন্থাগার দিবসের তাত্ক্ষণিক বর্ণনা করতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন :—

যাত্রা শান্তি চান তাঁরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তা পেতে পারেন। গ্রন্থাগারে সব রকমের চিন্তাধারার সমাবেশ হয়। বিভিন্ন মত এখানে নিবিড়রূপে পাশাপাশি বাস করে। শ্রেণী বিভাজনের সময় যে বইয়ের যেখানে স্থান পাওয়া উচিত সেখানেই তাকে স্থান দিতে হয় গ্রন্থাগারিককে, আর এই কারণেই গ্রন্থাগারিককে সব সময়েই ব্যক্তিগত মতবাদের উর্ধ্বে বিচরণ করতে হয়। ১৯২৫ সালের ২-শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। তাই আজকের এই দিনটি গ্রন্থাগার প্রেমিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একটা পবিত্র দিন। আজকের দিনে আমাদের পূর্বসূরীদের অরণ কংগার সিদ্ধান্ত আগেই গ্রহণ করেছি, তাই এই সভার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, কুমার মুনীন্দ্রনাথের রায় মহোদয়, স্থলী কুমার বোষ, তিনকড়ি দত্ত, ভ্রাম্যগ্রন্থাগার মুখোপাধ্যায়, সয়লা দেবী চৌধুরাণী, ডঃ কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনাথ নাথ বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করছি।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীমোহন মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাত্ক্ষণিক ব্যাখ্যা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন :—

“এই সভা মনে করে যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্বস্তরের মানুষের বোধোচিত শিক্ষার আন্তর প্রয়োজন এবং ধনী নির্ধন, স্বাক্ষর নিরক্ষর নিবিশেষে সর্বস্তরের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সাধ্য গ্রন্থাগার। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবহার হ্রাস, স্বাস্থ্য ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য এই সভা পণ্ডিতমবল্ল সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীপ্রবীণ রায়চৌধুরী বলেন,—গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহলে ছোট বড় সাধারণ পাঠাগার

পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা সহজেই সমাধান করা যাবে। আইনের ফলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সুসংযুক্ততা আসবে এবং বিনা চাঁদার সর্বসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার পাবেন। কলকাতা নগরে দার্বজদীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কলকাতা করপোরেশনের কাছেও আমরা আবেদন জানাচ্ছি। প্রস্তাবটি সর্বমুখ্যতঃই গৃহীত হয়। এরপর শ্রীহরির সান্ত্বনা উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপক পুলিষ অফিসের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীনাথরাম চক্রবর্তী। শ্রীশ্রবণ দত্ত ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে করেকটি শব্দ সংযোজন করতে অগ্রবোধ জানান। সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ।”

“আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও কাতের সঙ্গে অবগত হইলাম যে গত ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে উত্তরপাড়া বাজা প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে ঐ কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্তকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শ্রীহর দত্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রবীন সদস্য। যাত্রা কিছুকাল আগে তিনি জ্বরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি এবং শ্রীহর অধ্যাপকের ক্ষত আঘাতোগ্য কামনা করিতেছি। এই সঙ্গে শিক্ষারতনে পুলিশের অগ্র-প্রবেশেরও আমরা নিন্দা করিতেছি।”

পরিশেষে সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তকুমার বহু তাঁর ভাবধে বলেন :—আমি গ্রন্থাগার পরিচালনা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নই। তাই ও বিষয়ে কিছু বলতে চাইনা, তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি গ্রন্থাগারকে ভালবাসি, তাই এখানে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলব। Library mindedness বলে যে কথাটা আছে সেটা আমি আগে বুঝতাম না। আমি বন অঙ্ককোঠে ছিলাম তখন একদিন নিছক কৌতুহলের বশে বতলিয়ান লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এক বৃক্ষের পত্র পরিবেশ দেখলাম। যদিও আমি সেদিন খুব বৈশিষ্ট্য পড়াতেনা করতে পারলাম না তাহলেও ঐ পরিবেশ আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। আমি পরদিনও সেখানে গেলাম এবং তার পরের দিনও অস্ত্রান্ত ছাত্রদের বটায় পর বটী সেখানে পড়তে দেখে প্রতিজ্ঞা করলাম ওদের মত আমিও পড়ব। তারপর থেকে আমিও অস্ত্রান্ত ছাত্রদের মত লাইব্রেরীতে বসে পড়াতেনা। করতে অস্ত্রান্ত হয়ে উঠলাম এক বৃক্ষের একেই বলে Library mindedness. শুধু ক্রমে বৃক্ষের দিকেই ছাত্রদের সত্যিকারের জ্ঞান ধান করা সম্ভব নয়। তাদের যদি Library minded করতে পারা যায় তাহলেই তারা সত্যিকারের জ্ঞানের সন্ধান পাবে এবং আমার মনে হয় এই ছাত্রদের যদি আপনাতা অহুপ্রানিত করতে পারেন তাহলে তারাও উপকৃত হবেই উপকৃত আপনাতাও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে তাদের সহযোগিতা অর্জন করতে পারবেন।

গ্রন্থাগার কর্মি-সংবাদ

শ্রীযদন মূলধর মূল্যের বিদায় সম্বর্ধনা

গত ১৩ই ডিসেম্বর '৬৭ সন্ধ্যায় ৩০নং চক্ৰবর্তীমল লেনে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিদায়ী গ্রন্থাগারিক শ্রীযদন মূলধর মূল্যকে বন্ধীর গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত মূল্যে দীর্ঘদিন যাবত জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বৃটিশ আমলে ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর স্বেচ্ছাসেবক অফিসার রূপে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ডেপুটি লাইব্রেরিয়ারন হিসাবেও দীর্ঘকাল কাজ করেন। অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে উন্নীত হন।

বিদায় সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের প্রবীণ সহঃ সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীশ্রীমলচন্দ্র বহু মহাশয়। পরিষদের সভাপতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ারন শ্রীচিহ্নকেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মূল্যের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহঃদেবীর শ্রীযুক্ত মূল্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করে তাঁর অসীমদায়ক বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের কথা শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক থাকা কালে শ্রীযুক্ত মূল্যের অধস্তন কর্মী ছিলেন কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সহকর্মীর ভাৱে বহু বৃত্তি ব্যবহার করতেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীদৌঃসেনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্ত মূল্যের সঙ্গে তিনি তেমনভাবে পরিচিত নন, তবে বন্ধীর গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে যখন তাঁর কোন সহায়তা চাওয়া হয়েছে তা পাওয়া গেছে। শ্রীযুক্ত মূল্যে শ্রীযুক্তের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ সহ্য করেও গিয়েছিলেন। তিনি পরিষদের আজীবন সদস্য হয়েছেন। কলকাতায় তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন; এখানে তিনি অনেক ছাত্র কষ্ট পেয়েছেন—এখানকার জগদ্ব্যবহার কোনদিনই সহ্য হয়নি—তাছাড়া তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এখানেই হারিয়েছেন। কিছুকাল আগে তিনি নিজেকে এক দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্যাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু এতকল সম্বন্ধে তিনি কলকাতা এবং কলকাতার মহামুখকে ভালোবাসে ফেলেছিলেন। আশা করি তিনি নিজের শহর নাগপুরে ফিরে গিয়ে অবসর জীবন যাপনের মধ্যেও কলকাতা ও বন্ধীর গ্রন্থাগার পরিষদের কথা ভুলে যাবেন না।

পরিষদের অন্ততম সহঃ সভাপতি শ্রীমুখানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শ্রীযুক্ত মূল্য যখন তদানীন্তন ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর স্বেচ্ছাসেবক অফিসার তখন থেকে তাঁর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এই লাইব্রেরীর একজন পাঠক হিসাবে। শ্রীযুক্ত মূল্য সব সময়ই তাঁকে খাশাখা সাহায্য করেছেন। এই সম্পর্ক পরবর্তীকালে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীমলচন্দ্র বহু তাঁর ভাবণে বলেন, শ্রীযুক্ত মূল্য যদিও কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন তাহলেও বন্ধীর গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর অবসর জীবন সুস্থ ও সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হোক আমাদের এই সত্য থেকে আশা সর্বাঙ্গকরণে সেই কামনাই করি।

এছাড়া গত ৮ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রে ভারতীয় বিশেষ গ্রহাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রে (ইরামলিক) পক্ষ থেকে শ্রীমত মূল্যে বিধায় সর্জনসী জ্ঞানন করা হয়। ইরামলিকের সভাপতি এবং চিত্তরঞ্জন ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডঃ বিজ্ঞান মুখোপাধ্যায় বলেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৮ বছরে শ্রীমূল্যে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে এটা দুঃখের কথা; শ্রীমূল্যে এখনো বিশেষভাবে কর্মকর। পরিষদের অগ্রতম সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্তমুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীমোহনচন্দ্র বসুও এই উপলক্ষে ভাষণ দেন।

জাতীয় গ্রহাগারের গ্রহাগারিক পদে শ্রীমেনরাজ কালিয়ার যোগদান

গত ২৩শে নভেম্বর শ্রীমেনরাজ কালিয়া জাতীয় গ্রহাগারে নতুন গ্রহাগারিক নিযুক্ত হন। শ্রীমত কালিয়া ঐতিপূর্বে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ভারতীয় গ্রহাগার পরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক।

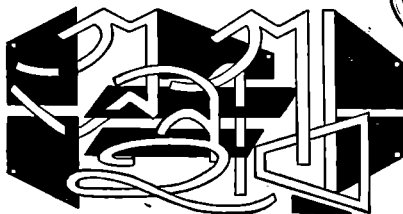
বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ

বঙ্গীয় গ্রহাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রহাগার কর্মী কো-অডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত বেতন কমিশনের নিকট রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রহাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক দাবী-দাওয়ার উন্নতির জন্য বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। বেতন কমিশনের নিকট যে সব শ্রেণীর গ্রহাগার কর্মীদের সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা হলঃ (ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রহাগার (খ) রাজ্যসরকারের উদ্যোগে স্থাপিত জেলা, গ্রামীণ, কেন্দ্রীয়, সহঃ, মহকুমা, আঞ্চলিক গ্রহাগার (গ) প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যসরকার পরিচালিত গ্রহাগার, বন্য, রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রহাগার, নেক্রেটারিয়েট গ্রহাগার, আইনগত গ্রহাগার, কেন্দ্রীয় গ্রহাগার, বিজ্ঞান গ্রহাগার, ইত্যাদি (ঘ) স্থান গ্রহাগার (ঙ) এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রহাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রহাগার, মহাজাতি সনন গ্রহাগার। স্মারকলিপিটি বৃহৎ, তাই তার পূর্ণ অনুলিপি 'গ্রহাগার' প্রকাশ করা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। উল্লিখিত কর্মীদের পরিষদ অফিসে স্মারকলিপিটি দেখতে পাবেন।

Library workers in the news.

পরিষদের গৃহ নির্মাণতহবিল

নাম	পরিমাণ	নাম	পরিমাণ
অনেক দান	৫/-	বিষমতল ভট্টাচার্য	২/-
অনেক বহু	১০/-	বিষমতল দাস	৩/-
নবজল পাঠাগার	১০/-	বনিন্দ্রনাথ বহু	৫/-
নদীয়া জেলা গ্রহাগার কর্মীবৃন্দ	১০/-	বহলা মহম্মদ	৫০/-
নিরঞ্জন চৌধুরী	২/-	ঈশা গুপ্ত	২০/-
প্রজ্ঞানকুমার বাগচী	৫/-	হরিগোপাল সাহা	১০/-



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ৭ খ্যা য়

ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যৎ (সম্পাদকীয়)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন : দ্বিতীয় পত্র

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন—(৬)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পেপারব্যাক সংস্করণ গ্রন্থক্রে

অচিন্তা ঘোষ

এক আকাশ, অনেক তারা

অভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ

বার্তা বিচিত্রা

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মত্বপত্র। প্রতি বাংলা মাসেই শেষ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ও টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ০- পরস।। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুপটুভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। অনন্যোনীত লেখা ডাকটিকিট ও ঠিকানা বৃত্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
- সমালোচনার জন্য মত্বানা পত্রক পাঠাতে হয়। সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার।
- পত্রিকা সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংঘ্য কার্যালয়ে (৩৩ হজুরীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে সাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে। ফোন নং ৩৩-৭০৩৬
- “গ্রন্থাগার” সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই ঠিকানার পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫- টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০- টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০- টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫- টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০- টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫- টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০- টাকা
“ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬- টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাদার হার

মাতা (আজীবন)	১৫০- টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫- টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৪- টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫- টাকা

গ্রন্থাগার



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক — শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৯ }

{ ১৩৭৪, পৌষ

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যৎ

গ্রন্থাগার বৃত্তি গত বিশ বছরে মধ্যম আয়ের দেশে একটি প্রায় অপরিচিত বৃত্তি থেকে ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মূল রয়েছে ভারতের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির অবদান, এবং কতিপয় ব্যক্তি, বিশেষ করে, গত ত্রিশ বছরের অবিকাল ধরে ডঃ এম আর সেনাখনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। সর্বভারতীয় ও রান্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির বিভিন্ন সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে অতীতে যে সকল প্রচেষ্টা চলছে ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা কেবল প্রস্তাবাকারেই থেকে যায়নি, তার কিছু কিছু ফলও বর্তমানে ফলতে শুরু করেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা এখন প্রফেশর, ডিভার ও লেকচারারের সমান মর্যাদা পাচ্ছেন। গ্রন্থাগার বৃত্তির এই ভবিষ্যৎ হরতো অনেক কারণই আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পের সাহায্যে গ্রন্থাগারের ক্ষত্র অঙ্গুণভাবে অর্থও মঞ্জুর করছেন। বেসরকারী সংস্থাগুলিতেও শিল্প-বাণিজ্য-সংবেদনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়ার গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বেড়েছে। কারণ যাই হোক, গ্রন্থাগার বৃত্তি যে সম্প্রতি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য একবার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সমস্ত কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের দেশের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবৃত্তির মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে মাত্র; কিন্তু এখনো আমাদের অনেক কিছুই পাওয়া বাকী আছে। সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাশ্চাত্যের অগ্রগত দেশগুলিতেও গ্রন্থাগার বৃত্তির অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত মধুর গতিতে। ও দেশেও গোড়ার দিকে অনেক বাধা-নিষেধ ছিল। আমাদের দেশে এখনও যেমন রয়েছে, সেসব দেশেও কতৃপক্ষের মনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অস্বল্প সংশয় ছিল এবং গ্রন্থাগারের ক্ষত্র সরকারের অর্থব্যয় সম্পর্কে বিধার ভাব ছিল। সুখের বিষয়, ক্রমাগতঃ প্রচেষ্টা চালিয়ে বাওরায় ফলে সে সকল বাধানিষেধের প্রায় সকলই অস্তহিত হয়েছে। আমাদের দেশেও গোড়ার দিকে এই সকল গ্রন্থাগার পরিষদ বাগা গঠন করেছিলেন এবং সেগুলির পরিচালনা করেছিলেন তাঁদেরও

যেটো বাণ-নিষেধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আদর্শে অবিস্মৃত নিষ্ঠা নিতে তাঁরা কাজ করে গেছেন বা আজও করে চলেছেন। উৎসাহের বিষয় এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগের সেই সকল আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশঃই বিহীন হয়ে আসছে। আজ তাঁরা গ্রন্থাগারতত্ত্বিক জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করছেন তাঁদের ভেবে দেখা উচিত যে, গ্রন্থাগারের কাজের মানের উন্নয়ন তাঁদের নিজেদের মাঝেই প্রয়োজন। একজন গ্রন্থাগার কর্মীদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার মান যেমন একদিকে বাড়তে হবে তেমনি নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা, সম্মেলন ও সেমিনার ইত্যাদিতেও যোগ দিতে হবে। গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য হয়ে তার বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করাও তাঁদের অগ্রতম কর্তব্য। এক কথায় তাঁরা যে শুধু জীবিকার জন্য গ্রন্থাগারে কাজ করছেন এটা না ভেবে তাঁদের নিজেদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী বলে মনে করতে হবে।

অনেকে চরতো প্রশ্ন করতে পারেন লাইব্রেরী কাজেটা উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ না হলে কি করে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্ভব? আর গ্রন্থাগার কর্মীরা উপযুক্ত বেতন না পেলে কাজের প্রেরণা পাবেন কোথা থেকে? একথা ঠিকই যে অর্থের অভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। আর একথাও ঠিক যে কর্মীরা উপযুক্ত বেতন না পেলে শুধু আদর্শবাদ তাদের সামনে তুলে দরে কোন ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে শুধু বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়িয়ে লাইব্রেরীকে বড় করলেই তার উন্নতি হয় না। গ্রন্থাগারে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী যদি না থাকে—এদের তালিকা তথা স্বতীকরণ ও বগীকরণের ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং পাঠককে সাহায্য করার মত মনোভাবই যদি না থাকে তবে শুধু গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধির দাবী কোন ফলই হবে না।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ দেখা যায় যখন দেখি লাইব্রেরীতে লোক ভীড় না করে করে সিনেমা-বিয়েটারে এবং ফুটবলের মাঠে। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের অস্ত্র অর্থহীন মদন্ত কিনা, এ প্রশ্ন দেখা দেয়। অবশ্য গ্রন্থাগারে পাঠক কেন ভীড় করে না তার নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার প্রচায়ে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও নিকটই একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ক'টি গ্রন্থাগার 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করে? এক বছরের উৎসাহহীনতা আমাদের ক্রমশঃ গ্রাস করতে চলেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন অবস্থাতেই নিকন্তম হওয়া উচিত হবেনা।

আমাদের অনেকেই ধারণা, গ্রন্থাগার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকব? তারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যতের সঙ্গে এ সকল প্রশ্নই জড়িত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দর্শন ৪ দ্বিতীয় অধ্যায়

দিলী মুখোপাধ্যায়

ব্যবহারের অঙ্গ বই

আমি একটি প্রবন্ধে বলেছি, মানব সভ্যতার জ্ঞানের সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় মাহুকের শেখবার ক্ষমতার দ্বৈত অত্যধিকতার দরুন মাহুকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন এবং ঐ 'Principle of scarcity of the human capacity to learn'—এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে এবং ঐ দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগারের বা কিছু টেকনিকের সৃষ্টি।

ব্যবহারের অঙ্গ বই। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কোন বস্তু প্রয়োজন থাকে বলেই তার ব্যবহার। প্রয়োজন না থাকলে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না। আবার অনেক সময়ে বইয়ের প্রয়োজন থাকলেও তার ব্যবহার হয় না। আবার প্রয়োজন থাকে নাও অনেকের শেখবার ক্ষমতা অসুস্থ্য বই না থাকার দরুন পাঠকের প্রয়োজন মেটে না।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের ইতিহাস

পুস্তকের এবং গ্রন্থাগারের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে, এমন সময় ছিল যখন কাকুর অস্ত্র বই লেখা হতো না। ফলে গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখবার অস্ত্র বই সংগ্রহ করে রাখা হতো এবং তা সংরক্ষণ ও নকল করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হতো। নকল করা বই বিক্রি হতো এবং সে অস্ত্র পুস্তক বিক্রয়ের কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বই কেনা হতো সংগ্রহের লক্ষ্যে মেটাবার অস্ত্র, সাহিত্যিকারের কোন প্রয়োজন মেটাবার অস্ত্র নয়। ফলে “ব্যবহারের অঙ্গ বই” এ কথাটা সে সময়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তখন গ্রন্থাগারের মূল কথাটি ছিল “সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের অঙ্গ বই।”

মধ্যযুগের শেষের দিকে গ্রন্থাগার বলতে বোঝাত একখানি ছোটখাটো “magasin a' livres” অর্থাৎ বই ভান্ডি ঘর। এখানে পড়বার অঙ্গ কোন স্থান ছিল না। গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল একখানি খাতার বইয়ের নাম টুকে রাখা এবং মন্দিরের সাধুদের মধ্যে যে বই বিলি হতো তার হিসেব রাখা। বইয়ের কোন লোকের সে সঞ্চয়ের উপর অধিকার ছিল না, এবং সে অধিকার তারা দাবীও করেনি, কারণ তাদের প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ সে সময়ের সমাজ গড়ে উঠেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এবং ধর্মকে বাস্তবতার রূপ দেবার অস্ত্র যেমন মন্দির গড়ে উঠেছিল তেমন গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল সভ্য ইশ্বের আগার হিসাবে এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারকে বিচার করা হয় মানব

সভাপতিঃ অমৃতা প্রতিক দ্বিবে। সমাজের মধ্যে প্রচাৰণের অগ্ৰাঙ্ক Economic institution-এর মত সমাজত্বক মণ্ডলের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে এ কথা উত্থানকারে মন্তব্য প্রকাশিত করতে পারেন না।

বাসল লভ্যাকীর দেহ শরীর বই ছিল ধর্মদ্বিষ্টের সম্পত্তি এবং ধর্মের ভিত্তিতেই তা বাহ্যিক করতেন মণ্ডিরে পুণ্যোৎসবগ। তার কারণ সে সময়ে সমাজের গঠন হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, এবং বইকেও ধর্মের মত পবিত্র বস্তু ধারণার দৃষ্টান্ত লেখন করা হতো।

অন্যোদ্যম শতাব্দীর শুরু থেকে এখন নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকল তখন গ্রাণাগার জন্ম: বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠতে থাকল এবং বই ব্যবহার চলে থাকল দিকার মাধ্যমে হিসাবে। এই সময়ের নতুন গ্রাণাগারের মধ্যে একটি নাম করা গ্রাণাগার হলো Sorborn বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণাগার। বই মন্দিরের গতি কেটে বার হলো বটে কিন্তু নৃত্তি পেল না। বইকে গ্রাণাগারে স্থানান্তর করে রাখা হলো।

ভাষণের বর্ধনশ শতাব্দীতে এলো Humanism reform-এর যুগ। মানুষ নিজের দলা এবং নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে থাকল।

গ্রন্থাগারও স্বাক্ষরও অত ধর্মের গতি কেটে বার হলো। Reformation-এ
 যুগে ধর্মসম্মিলনের গ্রন্থাগারগুলি লুট হয়ে গেল, এবং সেট লুটের ফলে বিতর্কিত
 হলো পৌর গ্রন্থাগার। Nuremberg, Frankfurt, Lubeck ও Hambourg সহস্র
 বিশেষ করে পৌর গ্রন্থাগার গড়ে উঠলো। অসংখ্য স্থানে রাজ্য রাজত্বের গ্রন্থাগার
 এই লুটের ফলে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই সময়েরই হলো ছাপাখানার সৃষ্টি এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ছাপাখানার প্রভাব
প্ৰচণ্ডভাবে প্রকাশ্যের উপর পড়ল।

প্ৰথম শতাব্দী থেকে ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হলো। কিন্তু গ্রন্থাগার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার পিছনে, রাষ্ট্র, বিশ্ব-বিদ্যালয়, বা বহু-বর্ষীয় কেউই ছিল না। জনসাধারণের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তি যোগ্য পদ করে নিজের নিজের গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিল ভারতীয় ভাবেই গ্রন্থাগারের সঞ্চিত রত্ন ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের কাছে তাদের গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ইংলণ্ডে Thomas Bodley, Oxford-এ দৃষ্টি করলেন Bodleian Library; Federigo Morromini ইতালীতে দৃষ্টি করলেন—Ambrosian গ্রন্থাগার, ক্যাভিনাল mazarin ফ্রান্সে গড়ে তুললেন Mazarine গ্রন্থাগার—এই সকল গ্রন্থাগার খুলে দেওয়া হলো “স্বার্থ পূৰ্ত্তে চাও” তাদের কাছে।

এর পরে এলো ফরাসী বিপ্লবের যুগ। ফরাসী বিপ্লবের পথেই গ্রন্থাগার Technique গড়ে উঠলো। এবং বই যাতে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করা হলো। সেই সবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা বেওয়াও শুরু হলো।

এর পরে বইয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে বলবার মত আর কিছু নেই। শিল্প, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন শ্রমবিভাগ দেখা দিল তেমনি বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে বই, সমাজের মধ্যে স্থান করে নেবার জন্যে মাহুষের কাছে বস্তু হয়ে দাঁড়াল অর্থাৎ বই হলো “means to an end”। মাহুষের জীবনের সমস্ত সত্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বাড়তে থাকল মাহুষ ততই যত্নের মত হয়ে দাঁড়াতে থাকলো এবং বইয়ের ব্যবহার ক্রমশঃ “false compensation” হয়ে দাঁড়ালো। একেবারে আধুনিক যুগে এলে দেখা গাবে বই অনেকা documenta-tion-এর প্রয়োজন ক্রমশঃ বেশী দেখা দিচ্ছে, কারণ মাহুষের জ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত শেখবার ক্ষমতার একতালে লা ফেলে চলা সম্ভব হচ্ছে না। সময়ের অন্ত্যবণ্ড একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইতো গেল বইয়ের ব্যবহারের ইতিহাস এবং একথাও বলেছি, বইয়ের ব্যবহার যাতে হয় সে অন্তর্ভুক্তই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

“গ্রন্থাগার” লাতিনের বিভিন্ন সংখ্যার আরম্ভ বহুবার বলেছি যে, মাহুষের জীবনের সমস্তা বস্তু বেশী বাড়তে তত বেশী বস্তুয়ের চাহিদা বাড়তে এবং বইয়ের ব্যবহারও তত বেশী বাড়তে। ফলে যে দেশে বস্তু বেশী underdeveloped সে দেশে বইয়ের ব্যবহার তত কম, কারণ সে দেশে জীবনের সমস্তা কম এবং জ্ঞানবার প্রয়োজনও কম। বেশ পদশস্যের অজ্ঞিত জ্ঞানের বাগাই সে দেশের মাহুষ নিজের নিজের জীবনের সমস্তা দূর করতে পারে। সুতরাং তাদের নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। তাদের বিশ্বাস, তাদের ধারণা, তাদের সংস্কারের উপর ভিত্তি করেই তারা হয়ে জীবন কাটাতে পারে।

গ্রন্থাগারে সঞ্চিত পুস্তক

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকের ব্যবহারের বিস্তারিত জন্মবিবর্তন হয়েছে তা আমরা দেখলাম। পুস্তকের ব্যবহারের জন্মবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংস্কারও ক্রমবিস্তারিত হয়েছে, তাও আমরা কিছুটা বুঝতে পারলাম। পুস্তকের ব্যবহারের জন্ম-বিবর্তন এবং গ্রন্থাগারের সংস্কার জন্মবিবর্তন যে সামাজিক ভিত্তির উপর নির্ভর করেছে সেদিকের আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

গ্রন্থাগারে পুস্তক নিবারণ করতে গেলে আমাদের সমাজের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পুস্তক নিবারণ করতে হবে। সমাজের ভিত্তি বা প্রয়োজন জানতে গেলে প্রয়োজন সমাজ সমীক্ষা। সমাজ সমীক্ষা বলতে আমি বা বুঝি তা হলো এই :

সমাজ সমীক্ষা বলতে বোঝায়, যে ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে উঠেছে সেই ইতিহাসকে নির্ধারণ করা। প্রত্যেক মাহুষই “is a product of history” ফলে “he is always in his age”। একথা বর্ণি মতিঃ হয় তা বলে আমাদের

পুস্তক নির্বাচনের যে সমস্তা সেটা হচ্ছে বইকে নিয়ে ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, কারণ ব্যক্তিকে আমরা মনোজ্ঞেই সমাজের মধ্যে "Situate" করতে পারি। আমাদের দেশে যারা গ্রন্থাগার পরিকল্পনার লক্ষ্যে বসে রয়েছেন—অর্থাৎ কলেকশন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি বল—তাঁরা চান জনসাধারণকে ভালো বই পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে, যদিও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের ভিত্তিার্থে প্রত্যেক নেই। কারণ সকলের পছন্দের টিউনসই এক, এদের কাছে পুস্তক নির্বাচনের সমস্তাটা হচ্ছে মানুষকে নিয়ে অর্থাৎ "they think on the basis of the human problem of book selection"। তার ফলে হয় কি, গ্রন্থাগারে ভালো ভালো অগ্রদূত বই দ্রুত হার এবং "Total function of the library—total function of the stock" নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে হুতরাং "ব্যবহারের ক্ষমতা বই" এটাই হুতের ফল পাওয়া যায় না।

সমাজের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করে তবে আমাদের পুস্তক নির্বাচনের কাজ শুরু করতে হবে। জানতে হবে সে ইতিহাসকে বিচার করতে গেলে আমাদের সেট যুগের চরিত্রকে এবং চরিত্রটি গড়ে ওঠে মানুষের দ্বারা এবং বিশ্বাসের উপর। "Which gives birth in pain to events that historians will label later on (as history)"। তাহলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যে সব বই থাকবে তা হবে, যে যুগের মানুষের জন্ম বই, সেট যুগের প্রতীক। গ্রন্থাগার পুরানো যুগের গ্রন্থের আশ্রয় যদি না হয় তাহলে "The public library cannot afford to represent the past. It must represent the present because man can think only in relation to the present"।

"পাঠকের জন্ম বই" এ কথাটি যদি আধুনিক গ্রন্থাগারের সংকলনের একটা চরিত্র হয় তাহলে পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে উপরে যা বললাম তা মনে নেওয়া বাতীত আর কোন উপায় নাই। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত প্রত্যেকটি বই হবে in function তবেই আমরা গ্রন্থাগারের কাজের সম্পূর্ণতা আনতে পারব, যদিও সেতম সম্পূর্ণতা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই সমাজের মানুষের পাঠের সম্ভব চাহিদা মেটান সম্ভব নয়।

প্রয়োজন ও ব্যবহার

আমি পূর্বেই বলেছি যে আধুনিক সমাজের ভিত্তি যেমন অর্থনীতির উপর তেমন আধুনিক গ্রন্থাগারের ভিত্তিও হচ্ছে অর্থনীতির উপর। গ্রন্থাগার কাজ করবে কেবল মাত্র distributing circuit হিসাবে consumption-এ সাহায্য করবার ক্ষমতা। এখানে consumption অর্থে বই পড়া। মানুষ বই পড়ে তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন দু-রকমের, উপস্থিত প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অর্থাৎ present need and future need.

উপস্থিত এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু জানবার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন বইয়ের consumption বলতে কি বোঝায়। বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তু ব্যবহারই হলো consumption অবস্থা ব্যবহারটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম নিবৃত্তি করা যায় আবার যন্ত্রের আটা তৈরী করে ময়দাকে জোড়ার কাজেও লাগান যায়। তবে বস্তু ব্যবহার যে ভাবেই হোক, সেটা ব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু পুস্তকের ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না। বইয়ের ব্যবহার বলতে বই পড়া এবং বই পড়ে প্রয়োজন যেটান। কিন্তু না পড়লেও বই consume করা যায়। কেউ একখানা বই যখনই কিনল তখনই বলা যায় বই খানির consumption শুরু হলো। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কি তাই হয়। সুখের খাতিরে বা বসুয়ায় ঘরের শোভা বর্ধন করার জন্যে, কিংবা নিজেদের cultured বলে সমাজের কাছে জাহির করার জন্যে বইয়ের ব্যবহার হতে পারে কিন্তু এভাবে বইয়ের ব্যবহারকে আমরা গ্রন্থাগারে দর্শনের দিক থেকে ব্যবহার বলতে পারি না যদিও সেসব ব্যবহার একটা প্রয়োজন যেটায় একথা স্বীকার করা যায় না।

উপস্থিত প্রয়োজনে বইয়ের ব্যবহার

উপস্থিত প্রয়োজনে বইয়ের যে ব্যবহার করা হয়, তা কেবল উপস্থিত প্রয়োজন যেটাবার জগ্রেই—সেখানে বইখানিকে সম্পূর্ণ ভাবে consume করাই পাঠকের উদ্দেশ্য। আরও একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে এভাবে একখানি বই একবার ব্যবহৃত হলে তা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। পাঠক বইখানি পড়তে শুরু করে, কীবার পর কথা জুড়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যায়; লেখকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে, এবং লেখক যেমন বইখানিকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে পাঠকও বইখানিকে লেখকের মত সৃষ্টি করে। ফলে লেখক বই খানিকে সৃষ্টি করে যে আনন্দ পায় পাঠকও বই খানিকে সৃষ্টি করে সেই আনন্দ পায়। লেখক বইখানি সৃষ্টি করার পর আর তা ব্যবহার করতে পারে না কারণ সে বইখানিকে বন্ধ হিসাবে নিজে থেকে আলাদা করতে পারে না, ফলে ভবিষ্যতের প্রয়োজন যেটানও কখনই আর ওঠে না। পাঠকের অবস্থাও তাই। বই খানির জন্ম হলো লেখকের হাতে, কিন্তু বই খানির নতুন নতুন রূপে জন্ম হতে থাকল পাঠকের হাতে; টিক মাহুকের মত, মানবতার জন্মের শুরু থেকে যুগে যুগে নতুন রূপে জন্মে আসছে। যুগের প্রয়োজনে যেমন মাহুকের নবজন্ম, পাঠকের প্রয়োজনে ভেয়ানি পুস্তকের নবজন্ম। তফাৎ কেবল একটি জড় পদার্থ আর একটি জীবন্ত। তবে বইয়ের জীবন-মৃত্যু আছে সে কথা তুললে চলবে না; কিন্তু একথাও তুললে চলবে না যে জীবনের সম্পর্কে এলেই তবে বই জীবন পায়। হুতবাং বইয়ের ব্যবহারই হলো বইয়ের জীবন। যে বই ব্যবহার হয় না তা মৃত। সে ধরনের বই গ্রন্থাগারে তবে রাখা মানে গ্রন্থাগারকে

গোপন্যনের রূপ দেওয়া। উপস্থিত প্রয়োজনে যে বই পাঠ করা হয় তা সাহিত্যের স্বত-
স্বত্ব বই, ভ্রমণের বই ইত্যাদি। এ ধরনের বইগুলিকে আমরা বলতে পারি pure
creation. এ বইগুলি পাঠের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে অভিজ্ঞ করে যাওয়া।

অবিদ্যাতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পুস্তকের ব্যবহার

এ ধরনের পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিদ্যাতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লক্ষ্য করা অর্থাৎ
এ ধরনের পাঠকে বলে "Reading as a means to an end"। কেবল সেই সব
বইগুলিকে এভাবে ব্যবহার করতে পারা যায় যে সব বইকে pure creation বলা চলে
না। এ ধরনের বই হলো সাহিত্য বাতীত আর যে কোন বিষয়ের বই। এখানে pure
creation কথাটির আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে হয়। একখানি বইকে তখনই
pure creation বলা যায় যখন অল্প কোন একখানি বই তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না
কিংবা supercede করতে পারে না। তারোপস্থলের "গণ-দেবতা" "গণ-দেবতা" লিখলে
তা তারোপস্থলের "গণ-দেবতা" হবে না, অর্থাৎ অল্প কোন বইয়ের পক্ষে "গণ-দেবতার"
স্থলাভিষিক্ত হওয়া বা গণদেবতাকে Supercede করা সম্ভব নয়। কিন্তু Library
classification-এর উপর বহু বই বার হতে পারে এবং একখানি চলিত বইকে আর এক-
খানি বই এর স্থলাভিষিক্ত করতে পারে এবং Supercede-ও করতে পারে।

এই দুই ধরনের পাঠকে বা বইয়ের ব্যবহারকে গভীরভাবে বিচার করে দেখলে দেখা
যাবে প্রথম ধরনের ব্যবহার হয় সাক্ষর মানবী প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয় ধরনের পাঠের
প্রয়োজন তার বাস্তবের জীবন্ত প্রয়োজনে। মাহুৎ এই দুটি অবস্থার সমন্বয়, ফলে সাক্ষর
এই দুটি প্রয়োজন আছে এবং বই এই দুটি প্রয়োজনই মেটাতে পারে। প্রথম ধরনের
ব্যবহার মাহুৎকে মানবী দিশাবে ফ্রমণঃ এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় ধরনের ব্যবহার
মাহুৎকে পৃথিবী প্রয়োজন মেটাতে অর্থাৎ তাকে Social animal হিসাবে স্বা-
স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রধানতঃ প্রথম ধরনের ব্যবহারের দিকে
এবং সেই ধরনের ব্যবহারের দিকেই লক্ষ্য রেখে তাকে পুস্তক সংকলন করতে হবে।
দ্বিতীয় ধরনের ব্যবহারটা জনসংখ্যার গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে হবে একটা বাস্তবিক কাজ ;
সুতরাং সেটা হবে দ্বিতীয় স্তরের লক্ষ্য। এ ব্যবহারটা হবে বিশেষ গ্রন্থাগারের
বিশেষ লক্ষ্য।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন

আমি আগে বলেছি যে পাঠের যে প্রয়োজন তা নির্ভর করে পাঠকের শিখনের
ইতিহাসের উপর। কিন্তু এই ইতিহাস গড়ে ওঠে পাঠক যে ভিন্ন উপর দাঁড়িয়ে আছে

সেই ভূমিকে স্ফুটন করে। সুতরাং গ্রন্থাগারে আমাদের সেই সব বই রাখতে হবে যে সব বইয়ে পাঠক নিজেকে খুঁজে পাবে কারণ তার যে প্রয়োজন সে প্রয়োজনটা তার নিজেকে নিয়ে এবং তার নিজেরই জন্ত। সেই কারণে Goethe বলেছেন —

"Und der Autor ist mir der liebste in dem ich meine Welt widerfinde, in dem es zugeht wie um mir. "Und dessen geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigen hanslich leben das freilich kein Paradis"—অর্থাৎ আমি সেই লেখকের লেখা সবচেয়ে ভালোবাসি—যার লেখার মধ্যে আমি আমার পৃথিবীকে, আমার সাময়িক জীবনকে খুঁজে পাই—যে জীবন স্বর্গীয় না হলেও তা আমার ভালো লাগে, তা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। কথটা খুব সত্য। কারণ, যা ভালোবাসা যায়, যা আমার ভালো লাগে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় বাগা চাই তা'হলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে, যে দেশের গ্রন্থাগার সেই দেশের সমাজ, সেই দেশের মানুষ, সেই দেশের প্রকৃতি, সেই দেশের ভাবনাচিন্তা সবচেয়ে বড় রাখতে হবে। অল্প দেশের মানুষ সবচেয়ে, অল্প দেশের সমাজ সবচেয়ে লেখা বইয়ের এক দেশের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখলে তার বিশেষ ব্যবহার হবে বলে মনে হয় না।

তবে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দূরের যাত্রণও কান্দে এসে গেছে, ফলে বিশ্বমন্ডল ক্রমশঃ গড়ে উঠছে—দেশ দেশান্তরের মানুষের মধ্যে পরিচয় হচ্ছে সুতরাং গ্রন্থাগারে কেবল দেশীয় বই থাকলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু এ কথাও আমি বলতে বাধ্য যে, জাতীয়তাবোধ মানুষের অন্তরের বস্তু এবং এক জাতি কখনই নিজের জাতীয়তাবোধকে অস্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখাতে পারবে না—কারণ তাতে তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা থাকে না।

সেই অস্ত্রে গ্রন্থাগারের সংকলনকে Universal (বিশ্বের দিক থেকে নয়) কথা একটা অলৌকিক স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের টেকনিক ও পুস্তকের ব্যবহার

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের টেকনিক যে principle of scarcity'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা আমি পূর্বের প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। Technique এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে বই যাতে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তাকে Principle of economy আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগারের Technique এর মধ্যে আছে পুস্তক নির্বাচন, পুস্তকের জাতি বিচার করে বই সাজান এবং তালিকা প্রণয়ন। পুস্তক নির্বাচন সবচেয়ে বড়টুকু জানা প্রয়োজন তা আমি পূর্বে বলেছি। পুস্তকের জাতি বিচার ও তালিকা প্রণয়ন, এ দুটো Technique এর উদ্দেশ্য হলো বইকে পাঠকের

চেতনার আবের্ডে এনে তার অভিব্যক্তে জীবন্ত করে তোলা—একখানি বই যতকণ না পাঠকের হাতে পড়ছে ততকণ তার অভিব্যক্ত হক হয় না। তা হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের Technique-এর প্রথম কথা হবে গ্রন্থাগারে কি বই আছে—যা না আছে তা পাঠকের গোচর করার ব্যবস্থা করা।

পুস্তকের তালিকা

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনের ভিত্তি যেমন পাঠক, তেমনি গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকাও পাঠকের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। সুতরাং এক দেশের পুস্তক তালিকার টেকনিক আর এক দেশে নাও চলতে পারে। পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বইয়ের ব্যবহার বাড়ান। যে ধরনের বই ব্যবহার চলে সেই ধরনের বই গ্রন্থাগারে দক্ষিত হবে। কিন্তু তালিকা যদি পাঠকের ব্যবহার উপযোগী না হয় তা হলে তালিকার উদ্দেশ্যও সফল হবে না, গ্রন্থাগারে পুস্তক সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যও সফল হবে না। সুতরাং যে নিয়ম অল্পমাত্রে গ্রন্থাগারের তালিকা গড়ে উঠবে সে নিয়মগুলি পাঠকগোষ্ঠীকে ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। অল্প তালিকার নিয়ম ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রন্থাগার চেতনা—এ সব বিষয় যখন সব দেশে সমন্বয়ে উঠবে তখনই কেবল পুস্তক তালিকার নিয়মগুলি আন্তর্জাতিক হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন এলাকার মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান, শেখবার ক্রমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রন্থাগার চেতনার মধ্যে এত বৈষম্য যে একটি এলাকার তালিকা আর একটি এলাকার অচল বলে মনে হয়। এই সব বিষয় চিন্তা করে, বিশেষ করে পাঠকের প্রয়োজন ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-সঞ্চয় করার ক্রমতা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের তালিকা গড়ে তুলতে হবে। ধরা গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা করবেন তাদের গ্রন্থাগার টেকনিক বা তালিকার টেকনিক জানা থাকা প্রয়োজন কিন্তু তারা যেন টেকনিকের দাস হয়ে না পড়ে। টেকনিকের খালে পড়ে তারা যেন নিজের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে না ফেলে।

পুস্তকের জাতি বিচার

গ্রন্থাগার যেখানে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত নয়, সেখানে পুস্তকের জাতিবিচারের লক্ষ্যে অল্পমাত্রা বই সাজানোর কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে পুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা অল্পমাত্রা বই সাজালেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। জাতি বিচারের বেটু প্রয়োজন তা তালিকার সমগ্র রাখতে পারলেই হলো। কিন্তু যেখানে পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারের মক উন্মুক্ত সেখানে একজাতীয় বই একস্থানে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, একজাতীয় বইয়ের সঙ্গে আর এক জাতীয় বইয়ের সম্বন্ধও যেখানে

প্রয়োজন। পুস্তকের ব্যবহার যে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সেখানে পাঠকের পড়বার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে পুস্তকতালিকা করতে গেলে তালিকা তীব্র জটিল হয়ে পড়া সম্ভব কারণ সেখানে কোন বইখানি কোন পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত হবে তা পাঠককে জ্ঞাত করা এক প্রকার অসম্ভব বললেট চলে। কিন্তু যাকে পাঠকের অবাধ গতি থাকলে এ সমস্যা একেবারেই থাকে না কারণ পাঠক সেখানে নিজেই দেখে নিতে পারে কোন বই সে পড়তে পারবে। পুস্তক তালিকার পুস্তকের লেখনের দ্বারা পুস্তক প্রদর্শিত হয় কিন্তু বইখানির পাঠককে অকর্ষণ করার যে ক্ষমতা আছে একখানি পুস্তকের লেখনের সে ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়। পুস্তক তালিকার ও পুস্তকের জাতি বিচারের, পাঠ্য পুস্তক অমৃত্যুচী ওশাণ্ডণ এখানে বিস্মৃতভাবে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থাগার প্রচার

প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহার বা consumption বৃদ্ধি করা। পুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে গেলেও প্রচারের প্রয়োজন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচার কার্য চালাবার বা পথ। গ্রন্থাগারের প্রচার কার্যে ঐ একই পন্থা করতে হবে। প্রচার কার্যের প্রধান কাজ হবে ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারে আকর্ষণ করা এবং পরের কাজ হবে salesman-এর কাজ। গ্রন্থাগার কর্মীর কাজের সঙ্গে Salesman-এর কাজের কোন বিতর্ক নেই। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের দ্বারা ব্যক্তি আকর্ষিত হলো, কিন্তু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পাঠক তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হলেও সে ঠিক জানে না, কি ধরনের বই সে পড়বে, এবং কি ধরনের বইয়ের তার প্রয়োজন মিটবে। একেই গ্রন্থাগার কর্মীর কাজ হবে তাকে তার প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে তার পড়বার মত বই দেওয়া।

প্রয়োজন থাকলে তবেই গ্রন্থাগার প্রচারে কাজ লাগবে। কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজ যে ঠিক কি তা আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে অশিথিত। তার প্রধান কারণ বই পড়বার প্রয়োজনটা তারা অস্বত্ব করে না। আমাদের দেশে পাঠের চাহিদা কোন কম তা আমি পূর্বেই বলেছি। আবার জনসাধারণের পুস্তকের প্রয়োজন হটটু হু আছে তারা সে সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে সচেতন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রচারের ক্ষেত্রে উদাসীন থাকা উচিত নয়। তার উপর বই আধুনিক সমাজে economic good ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক সমাজে বইকে economic good ব্যতীত অন্তরঙ্গপে বিচার করাও ভুল হবে কারণ যে কোন বস্তুর চরিত্র নির্ভর করে তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতার উপর। সুতরাং প্রচারের সকল প্রকার মাধ্যমই গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বঙ্গ প্রত্যাগার আন্দোলন (৬)

শুভ্রবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার হুগলী মেলা প্রত্যাগার সম্মেলনের (১৯২৬ খৃঃ) এই দ্বিতীয় অধি-
বেশনের মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবীন্দ্রসার শ্রী বহানন্দ অতঃপর তাঁর
তাবণ দেন।

সভাপতি মহানদের ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গাহরণ নিয়ে দেখা হইল।

"একটা জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি হইল উহার সাহিত্য ও কলা। উহার জীবন
যেমন হইবে সাহিত্যও হইবে তেমন, কলাও হইবে তেমন। একটা শক্তিশালী ও
বীৰ্যবান জাতির থাকিবে মহাকাব্য, মুক্তের কাহিনী, বীরত্ব, সাহসিকতা ইত্যাদির
কাহিনী। আর দুর্বল জাতির থাকিবে গ্লোম ও অশ্রুস্রাবের গান। এই ধরনের জাতির
ভিতরে সামগ্রহী কাব্য ও অসমসাহসিকতার কাহিনী থাকে। সদানন্দ জাতির থাকে
মিলনাত্মক নাটক, দ্বিত্রাহেবী চরিত্রতা ও ব্যক্তিগত প্রকাশ।

সাহিত্যের মতন যোদ্ধা জাতির কলারও থাকে বীরের মূর্তি ও বীরাচারিত্র কাব্যের
আকাঙ্ক্ষা। আর দুর্বল জাতি দুর্বল মূর্তি ও দুর্বল ছবি লটরাই সন্নিবেশিত থাকে।
চলন্ত বস্তাবের জাতিগুলি তাহাদের চলনতাকে প্রকাশ করে পাখরের মূর্তি ও চটকাপড়ে।

আর্য্যব জাতির মতন বর্তমান জাতিগুলি ততটা অমিশ্র উপাধানে গড়া নয়।
সাধারণতঃ তাহারা মিশ্র উপাধানে গড়া। পারিপার্শ্বিক নানা দেশের লোকের সংমিশ্রণেই
এই জাতিগুলি গড়িয়া উঠে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবান গুণ দেখা
যায়। সেই গুণ তাহাই তাহারা নিজেদের ও বহির্জগতের কাছে পরিচিত। কিন্তু তাহারা
এতদূর একটি জাতিকে গড়িয়া তোলে তাহারা কখনোই পৃথকভাবে তাহাদের বিশিষ্ট
গুণাবলী নিরূপণ করেন। তাহারা কখনোই গড়িয়া উঠে এক স্বতন্ত্র সাহিত্য। প্রাচীন
হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল এতদূর একটি মিশ্র সমাজ এবং ইহার সাহিত্যও
স্বতন্ত্রভাবে সকলকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে আমি একটু পথে
আলোচনা করিব।

সাহিত্য এবং কলা যেমন একটি জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি তেমনই প্রত্যাগারও
সেই প্রতিচ্ছবিই একটি বৃত্ত প্রকাশ। সেই প্রতিচ্ছবিই তখন পরিগ্রহ করে বর্ণনা
বলিতে পারি। ব্যক্তি, সমাজের এবং মহাজাতির কঠিন অস্তিত্বের প্রত্যাগারের আশ্রয়
বস্তুর অনেক পার্থক্য ঘটে। একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের পুস্তক সাহায্যে তাহার
আলমারীর গুরু ভক্তি করিবে, একজন সাহিত্যিক করিবে সাহিত্যের বা সাহিত্যবিষয়ক
পুস্তক বাণী, ঐতিহাসিক করিবে ঐতিহাস্যের পুস্তক বাণী, একজন আইনজ্ঞ আইনের
পুস্তক এবং আইনজ্ঞের সভ্যতায় বিবর্তন বাণী, একজন ব্রাহ্মণ লোক হাতুশ্য ও
ব্যক্তিগত পুস্তক বাণী ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামীণ প্রত্যাগারে সাধারণতঃ লম্বা সাহিত্য

ও পাঁচমিলালি সাহিত্য থাকে। সহস্রের প্রাচীনতার থাকে সহস্রাব্দীর উপযোগী লব একমের বই। কিন্তু জাতীয় প্রাচীনতার থাকে বাকি ও জাতির সবজনের প্রয়োজনসাধক পুস্তক। ওয়াশিংটনে এইরূপ একটি প্রাচীনতার সম্মতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েক লক্ষ বই সম্ভূত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রয়োজনসাধে আরও লক্ষ লক্ষ বই সম্ভূত রাখিবার মত স্থানও সংস্থান করা হইয়াছে। যুক্তি বিটনিয়ায় এবং বর্তমান প্রাচীনতার হইল টংলওর জাতীয় প্রাচীনতার। প্রত্যেক দেশেই একটি জাতীয় প্রাচীনতার আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমেরিকা এই দিক দিয়া সফলকর ছাড়াইয়া গিয়াছে। একটি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াকলাপের স্মৃতি রূপ হইল প্রাচীনতার। আর বিবেচক পাঠকের কাছে প্রাচীনতার প্রতীকিত। তুলিয়া বহু জাতির সমগ্র বৈশ্বিক।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য প্রাচীন অগস্ত্যের মধ্যে ছিল, সর্বশ্রেষ্ঠ বিপুল। বর্তমান সময় হইতে একশত বৎসর পূর্বে প্রাচীনতার পত্রিগণ ধোয়া কয়েছিলেন যে, ল্যাটিন ও গ্রীসীয় গ্রন্থকে একত্র করিলে যে সংখ্যা পাঁচশত তাহা হইতেও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত ভাষায় বহু ও বিভিন্ন রকমের সাহিত্যও পাওয়া গিয়াছে। হিব্রু, চীন, জাপান, কোরিয়া ও সুইডেনের মধ্যে প্রমাণ্য বহু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সন্ধান মিলিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত পানি, প্রাকৃত, অশ্বমেধ এবং মিশ্র সংস্কৃতে শত শত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থাবলিকে সংস্কৃত হইতে পৃথক বলা যায় না। শুধু ক্যাটালোগান ক্যাটালোগোয়ান এই (গ্রন্থাবলিকার তালিকা) প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সন্ধানকথা এখনও চলেছে এবং প্রতি বৎসরই শত শত নতুন গ্রন্থ পাওয়া পাঠ্য হইতেছে। রশ্মি ও ব্যাকরণের অল্প সংস্কৃত শুধু ধর্ম-শাস্ত্রই আছে একত্র একটি স্তম্ভ ধারণা ও বোধ দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে এই স্তম্ভ ধারণা বেশ ব্যাপক ছিল। যেকালের ভাষার পরিবর্তনের মূলে ছিল এই স্তম্ভ ধারণা। সংস্কৃত মণ্ডলীয় স্থানের ব্যাংগে হাওয়া রামচন্দ্রের কালের নিবেদিতা মূলেও ছিল এই স্তম্ভ ধারণা এবং ভাষাতে টংলওর শব্দ। প্রবন্ধের টংলও একটি কারণ। এমন কি উইলসন মার্কোবের মতে সংস্কৃত ভাষার একমাত্র অসংখ্যকরও ধারণা ছিল না যে সংস্কৃত সাহিত্য কত বা পুণ্য এবং ভাষার ভাষার বৎসর ধরিয়া এক বিশাল মহাজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াকলাপ ইহাতে কিভাবে প্রতীকিত হইত।

পাঁচ শত আঠারটি বিভিন্ন কলাকে আশ্রয় করিয়া ইহার সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। সাধারণের ধারণা কলায় সংখ্যা মাত্র চৌষটি। কিন্তু চৌষটি হইল মূল কথা, ইহারেই চাড়া চৌষটিটি উপাধিকারী কলা এবং লক্ষ্যে প্রচলিত পাঞ্চালিকা বলা ও প্রচলিত কলা আটটি বর্ণে বিভক্ত। এই আটটি বর্ণে আবার চৌষটিটি কলা ছিল। ইহার অতিরিক্ত ছয়টি কলা লইয়া মোট কলায় সংখ্যা হইল পাঁচ শত আঠার। কয়েকটি কলা

অনেক সাহিত্যও ছিল, যথা—বৃত্তা, দ্বিত ও বাহিত্ত। কালশিল্পেরও সাহিত্য ছিল, যথা—ভাষণ, স্থাপত্য, ও চিত্রাঙ্কন। প্রাচীর সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ শাখাও আছে। অতীতের সহিত জড়িত বর্তমানের সাহিত্যের নাম ইতিহাস। বর্তমানের সহিত জড়িত ভবিষ্যতের সাহিত্যের নাম অল্প কোন ভাষায় দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃতে ইহাকে কৰ্ম-বিপাক বলা হয়। ইহা বর্তমান জগতের কাণ্ডবলীর একটি পত্র। ভবিষ্যৎ জগতে এই কাণ্ডবলীর কি ফল ও ফল ফলিবে ইহাতে ভাবাই ইচ্ছিত থাকে। পশ্চিমের প্রাণী ও দলিলাদি লিখনপ্রাণী সম্পর্কেও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ আছে। এমন কি চৌকোপল সম্পর্কেও বহু গ্রন্থ রচিত আছে। গণিত এবং ব্যবহার সম্পর্কে রচিত বই তো অতীতে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলই অনিচ্ছ বর্তমান জগতকেও প্রভাবিত করিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বদনাম এই যে ইহার কোন ইতিহাস সাহিত্য নাই। ইহা সত্য নয়। আমি সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিহাস ও ভূগোল বইয়ের এক গ্রন্থালিকা প্রকাশ করিয়াছি। আপনাতা ভি অগবিনির রচিত হিষ্ট্রি অব বি ইন্ডিয়ামেনন (ধর্মসংগ্রহের ইতিহাস) বইয়ের প্রাণী করেন। কিন্তু আপনাতা তুমি আশ্চর্য্যবিত্ত হইবেন যে সংস্কৃতে 'সম্প্রদায় প্রদীপ' নামক একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের লংকার আন্দোলনের একটি ব্যাপক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে বৃহৎ প্রাচীর প্রাণীর কথা শোনা যায় না। ভারত কাণ্ডবলীর সত্যতা অতি প্রাচীন। কালিকলম ও লিখিবার উপকরণ এখন ছিল না তখন এই সত্যতার স্বতন্ত্রতা হইতাইল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে স্থিতিই প্রাণীর দান অবিকার করিয়াছিল। দ্বন্দ্বপ্রাণী ভাষারের পুণ্ডিন্তিকের প্রথম রচিত এবং অতি দ্বন্দ্ব প্রাণী ইহাও চর্চা করিতেন। গুরুগৃহে নয়, আইস, সাতাণ এমন কি ছত্রিন বন্দর থাকিয়া তাহারা শুধু তদানীন্তন সাহিত্য কর্তব্য করিতেন। অল্প ভাষার সাহিত্য বলিতে বাহা বৃত্তা সংস্কৃতে যে ভাষা বৃত্তার না ইহা আপনাদিগকে বুকাইয়া বলিবার দ্বন্দ্বপ্রাণী গ্রন্থ করিতে চাই। বাহা লিখিত হয় তাহাই সাহিত্য। কিন্তু লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই সংস্কৃত লক্ষ্য লাভ করিয়াছিল। কালেই অল্প ভাষার সংস্কৃত হয় না একজন একটি নিজস্ব পদ সংস্কৃতেও আছে। এই নকলি হইল বাহ্যর। যে পদ সম্প্রদায় উচ্চারিত হয় তাহাও সাহিত্য।

দ্বন্দ্ব পদই বৈষ্ণব কর্তব্য করা হইত। পাতুলিগি হইতে বেদোচ্চারণ পাণ বলিয়া গণ্য হইত। রচিত আছে ২৫০ পুটাবে বৈষ্ণ লিখিত হয়। কা-দ্বন্দ্ব ৩৯৯ পুটাবে ভারতে পদার্থপন করিয়াছিলেন। তিনি পাতুলিগি লংগ্রহে তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু লংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তৎপরে বিষ্ণু তাহাকে সন্ন্যাসীদেও কাছে গিয়া লিখনপদ্ধতির সাহায্যে ভাষারের নিকট হইতে প্রত্য বিষ্ণু লিখিতা আনিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে তিনি কয়েকজন পাতুলিগি লংগ্রহ করেন।

বাহা হটক পরবর্তী কালে প্রত্যেক পত্রিতই কিছু কিছু পাতুলিগি লংগ্রহ করিয়া

রাখিতেন। বহু পাতুলিপির সংগ্রহ আছে বলিয়া ধনী ব্যক্তিরা গর্ব বোধ করিতেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের বিহার এবং বিন্দু সন্ন্যাসীদের মঠে ভাণ্ডার বা পুস্তকের সংগ্রহালয় থাকিত। সেখানে পাতুলিপির সর্বাধিক সংগ্রহ রহিয়াছে। এখানকার পাতুলিপির সংগ্রহ বোল হাজার। ইহা একটি অশুদ্ধজনক গ্রন্থাগার। ইহাতে শুধু সংস্কৃত পাতুলিপির প্রচুর সংগ্রহ তো আছেই অধিকতর চীনা ত্রিপিটক এবং তিব্বতী ভাষার সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের অল্পবাহুল্য রহিয়াছে। ভারতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ আমি দেখিয়াছি। বিকানীরের প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহও সর্বাধিক। আড়াই শত বৎসর আগে এই সংগ্রহকার আরম্ভ হয়। সেখানে ছয় হাজার পাতুলিপি আছে। রাজপুতনার অন্তর্গত বাজো রহিয়াছে গড়ে আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার পাতুলিপির সংগ্রহ। পুরী জিলার ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত শালনগুলিতে প্রচুর পাতুলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেখানে বহুশক্তি শালন ছিল। তাহার প্রত্যেকটিতে প্রথমত চন্দ্রিণ মন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি হিলাব করিয়া দেখিয়াছিলাম এই শালনগুলিতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাতুলিপি রহিয়াছে। আমার এই সংখ্যা শুনিয়া অনেক বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়াছিলেন। কারণ তাহারা এই সংখ্যাকে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন। বিহার উড়িষ্যার ছোট লাট বাহাদুরকে আমি স্বাধীনভাবে সংখ্যা নিরূপণ করিতে বলিয়াছিলাম। তাহার সংখ্যা আমার থেকে অনেক বেশী ছিল। শিবাজীর পিতৃদেব সাহাজীর আমলে তাকোর প্রদান গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। ইহাতে অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সরকার পাতুলিপি সংগ্রহ করিতেছে। কোম কোম সরকার বোল হইতে সত্তর হাজার পাতুলিপি সংগ্রহ করিয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে এই মূল্যবান সংগ্রহ করা হইয়াছে। কান্দীর, মহিশূর, গাইকোয়াড় এবং ত্রিবাছুরের প্রচুর সংগৃহীত পাতুলিপি আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য ও মঙ্গীত গ্রন্থাগারের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই শেষ করি। কিন্তু আমরা শুধু সংস্কৃত গ্রন্থাগার লইয়াই ব্যাপ্ত থাকিতে চাই না। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী বইয়ের সমাহারে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির কথাই আলোচনা করিতেছি। দিকে দিকে এইরূপ গ্রন্থাগারের পত্তন হইতেছে। কিন্তু আমি সব সময়েই বলিয়াছি যে এইগুলি ব্যাণ্ডের ছাত্তর মত গজাইতেছে। এইগুলি স্থাপিত হয়, তিন চার বৎসর থাকে, তার-পরই উঠিয়া যায় এবং বইগুলির অপব্যবহার হয়। আমি নিজে এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থাগারের সহিত দর্শিত ছিলাম, কিন্তু কোনটিকেই ধ্বংস ও অবশেষের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। পরবর্তীকালে কলিকাতার বকীর সাহিত্য পরিষদ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। ইহার আয়ু বহুদিন বহু। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, অপরীতা, উর্দু বই ও পাতুলিপির সংখ্যা ইহাতে জমজম বাড়িতেছে। অনেক গ্রন্থাগার নিজেরদের রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিষদের হাতে তাহাদের পুস্তকগুলি অর্পণ করিয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষও তাহাদের সংগৃহীত পুস্তক ইহাকে বাব করিয়াছেন, উক্তর ভারতে ইহার অনেক শাখা আছে এক জানাধিক দাখলোর সহিত সবত্রই এই সংগ্রহকার চলিতেছে।

কিন্তু হুগলী জিলা গ্রামাণ্ডার পরিবহণের চেষ্টা পূর্বক দমনের। পারাম্পরিক সাহায্যে ও সহযোগিতায় ইহা জিলায় গ্রামাণ্ডারনিকে পুনর্গঠন করিতে চাহিতেছে। মহোদায় মহারাজা গাইকোন্ডারের কেন্দ্রীয় গ্রামাণ্ডার ব্যবস্থার অনুসরণে ইহা প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে প্রেরণা লইয়া একটা বিরাট গ্রামাণ্ডার ব্যবস্থা প্রার্থন করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য দিতেছেন। আমেরিকের অন্তর্গত সাহায্য করা উচিত। নচেৎ বৎসরে একবার গ্রামাণ্ডার সমিতির সম্পাদকবর্গকে এবং গ্রামাণ্ডার আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদিগকে শুধু জড় করিলে, ইহা বড়ই বৃহন্নীর হউক না কেন, কোন ফল ফলিবে না। কিন্তু আমাদের আইন পরিষদের সহস্রদিগকে ও সরকারকে আগ্রহান্বিত করিতে এবং সরকারী ব্যয় বরাদ্দ গ্রামাণ্ডারকে একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে স্থান দেওয়াইতে হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রকৃত আগ্রহ দেখাইয়া আমাদের জিলায় অবিবাসীদের নিকট গ্রামাণ্ডারকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ পাঠ্যে হরিহর শেঠ মহোদয় 'গ্রামীণ গ্রামাণ্ডার' নামক এক প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল যে হাজ, বয়স ব্যক্তি ও মহিলায়া বাহাতে তাহাদের নিজ নিজ কতি অহুদারী বই নিয়া পড়িতে পারে তাহায় জন্য প্রত্যেক গ্রামাণ্ডারেরই অন্তর্গতভাবে বইগুলির প্রতীকিতাগ করা উচিত। প্রতিবৎসর দুপাঠা পুস্তকের একটি ভানিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাও কলে গ্রামাণ্ডারগুলি পুস্তক নিবাচনের সুবিধা পাইবে। জিলা পরিষদের উভোগে জিলায় প্রত্যেক গ্রামাণ্ডারের মাকে মাকে পুস্তকপূর্ব বিষয় বস্তুভাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই চেষ্টা সফল হইলে গ্রামাণ্ডারকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার পক্ষে অনেক ফল লাভ্য হইতে পারে। উদ্যোগের বন্দোবস্তাধ্যায় মহোদয় বস্তুভাদ্যসঙ্গে উত্তরণাড়া সর্বজনীন গ্রামাণ্ডারের কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ পূর্ব দৌরব কিংবদন্তী আনিয়া উদ্যোগে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত কতি বলেন। হুগলী জিলা গ্রামাণ্ডার পরিষদের সম্পাদক সনীন্দ্রনাথ তন্ত্র মহোদয় গ্রামাণ্ডার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি বিবরণ দেন। অতঃপর সম্মেলনের সভাপতি স্বকীয়তাই গ্রামাণ্ডার প্রেরণার উদ্যোগন করেন। নানা তুস্রাপ্য পুঁথিপুস্তক এবং বহোবা হইতে প্রেরিত গ্রামাণ্ডার আন্দোলনবিষয়ক প্রচারপত্র ও পুস্তক প্রদর্শিত প্রণের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের অবিরামনে সভাপতির অনুরোধে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নাত্তির্ঘণ্ট ভাষণ দেন। বস্তুভাদ্যসঙ্গে তিনি বলেন যে গণতন্ত্রের প্রসাধের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ ইহা বুঝিয়াছেন মূর্তিমের ব্যক্তিদের অতই শুধু শিকার কার উদ্বুদ্ধ থাক। উচিত নয়। সর্বসাধারণের অতই তা থাক। উচিত। বৎসর সর্বজনীন গ্রামাণ্ডারের বেড়াগাল হুড়াইয়া দিয়াই সফলতার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধন করা যাইতে পারে। গ্রামাণ্ডার আন্দোলন এবং শিকার প্রণায় সাধনের জন্য আমেরিকা কি কি বিশেষ পথ অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহাও সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেন। ফলিকাতা হইতে ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর (বর্তমানে

জাতীয় গ্রন্থাগার) দিল্লীতে স্থানান্তর করা সম্পর্কে সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে সরকারের এই প্রস্তাবকে কাগজে পবিত্র করিবার পক্ষে কোন মূর্তি নাই। ইহার প্রথম কারণ কলিকাতার অনিরাশ্রয়তা, বলিতে গেলে যে মূর্তিমুখ প্রতীক এইরূপ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অসম্ভব করিয়াছিলেন তাহারা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী নামে কলিকাতায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা সরকার কর্তৃক ত্যাগিত হয় নাই। পরে ইহার ইন্সটিটিউশন লাইব্রেরি নাম দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর ইহা স্থপরিচালিত হইবার পর ইহার পরিচালনভার উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। কাজেই অবিকারবলেই কলিকাতাবাসীদের দিল্লীতে এই গ্রন্থাগার স্থানান্তরের বিরোধিতা করা উচিত। দ্বিতীয় কারণ, বঙ্গবীর লক্ষ লোকের অবিবাসস্থল কলিকাতায় এই গ্রন্থাগার না রাখিয়া যদি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয় তবে কলিকাতার জগন্নাথ দিল্লীতে অনেক কম লোকের উপকারেই ইহা আসিবে। ইহা স্বাধীন তিনি বুঝিতে চাহেন না যে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে কোন গ্রন্থাগার থাকিবে না। কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন না যে কি কারণে দিল্লীতে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন দেখা দিল।

দ্বিতীয় ভেদ হইয়া মহাশয় জিলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন কতখানি প্রসার লাভ করিল সেই সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন পাঠ করিয়া পরিষদের বিভিন্নস্থায়ী কাগজবন্দীর বিবরণ দেন। প্রতিবেদন পাঠান্তে জানিতে পারা যায় যে শুধু পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থাগারের নামের সংখ্যা ছিল সাত। তদুপরে মাত্র পাঁচটি গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ছিল। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের চলে গ্রামকে সংগঠন করা এবং সেই সঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের অত্যাবশ্যকতার কথাও তিনি বলেন। তাই শুধুমাত্র রায় মহাশয়ের অধুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ইতিহাস নামক উহার চিহ্নিত প্রবন্ধ অমূল্যজন সুখোপাধ্যায় মহাশয় পড়িয়া শোনান।

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাখাতে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুরী ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের বর্তমানের সচিবকর্তৃক অত্রবোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ, জিলায় প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড-এ অন্তত একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন, বালক, মহিলা ও সাধারণ পাঠকদের উৎসাহগী নির্ধারিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ, জিলায় গ্রন্থাগারসমূহে ছাচটিয়ের মাধ্যমে বক্তৃত্ত্বের ব্যবস্থা, কলিকাতা হটতে দিল্লীতে ইন্সটিটিউশন লাইব্রেরী স্থানান্তরের প্রতিবাহ, জনগণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পুস্তকের লেনদেন সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ এবং আরও অজ্ঞাত বিষয়ে সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সম্মেলনের শেষে জগন্নাথ জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বসে। ইহাতে ভায়কনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয়—সভাপতি, দয়ীজনাথ রায়

মহাশয়—সম্পাদক এবং পণ্ডিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি বসু মহাশয়গণ যুগ্ম সম্পাদক নিৰ্বাচিত হন।

এই সম্মেলনের প্রথমে দুইটি গান এবং বিতরণ দিন পরবর্তী দুইটি গান গীত হয়।

আবাহন গীত

বাগতম্ হুবাগতম্।

বিনীত নিবেদন এস হৃদ্য সন্ধান

সফল আকিকন বাগতম্।

জ্ঞানগুহিমা দ্বার চমকিল পরণী,

দীনা কুঃখিনী কেন পেই জননী ?

সাধা বৃকে চেপে ঐ মলিন মুখে

পথ চেয়ে আছে দেশবাসিগণ।

ভগত মথিয়া নাকি জানে বিজ্ঞা বত,

অনিগ্রহ আহরি সাধিতে দেশহিত,

বঙ্গ অচলিত পুণ্য প্রতিষ্ঠিত,

পূর্ণ চটক বস্তু সঙ্গ সাধন ;

দেশবাসিগণে শিখাইতে দ্ব্যতনে

এস বিদ্বজ্জন বাগতম্।

সুপ্ত গরিসা বত হুগু দেশবাসী,

কে জানে যে কোথা গেল শুপ্ত রতনবাসি,

ভোমরা কি এগেছ বিতে সে সন্ধান ?

দেশ-বিদেশ ভ্রমি হুচাইতে আধার,

ধন্ত সার্থক পুণ্য সাধনার,

পুণ্য পর্যাপ্তে ধন্ত মানি মনে

দেশসেবী পথে কোটী নমস্কার,

এস শুণী এস জানী এস ধনী এস মানী

উদ্দেশে ব্যাখানি বাগতম্।

ঐনগেজনাথ চট্টোপাধ্যায়

গান

পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
 খুঁজে হলেম বিশেষত্বা ।
 কমল বলে খুঁজে এলেম
 খুঁজে এলেম প্রত্যাশা ।
 চোখে তোমার পাইনে দেখা,
 বীণাটী শুনি কানে
 তোমার অমন রূপের রেখা
 লেখা সে চিহ্নে গানে ।
 তোমার ঐ মোনার ছবি দেয় খুলে দেয়
 ভগ্নো দেয় খুলে দেয় স্বত্বকাহের বন্ধ করা ।
 পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
 খুঁজে হলেম বিশেষত্বা ।
 চোখে তোমার পাইনে দেখা
 (তোমার) কমল ফুলের পাণ্ডিত্য
 এ বন ও বন মে বন করে
 আমরা তুলি আমরা তুলি ।
 তুলে তুলে হলেম সাধা ।
 (তোমার) পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
 খুঁজে হলেম বিশেষত্বা

ঐকিয়গণ চট্টোপাধ্যায়

গান

তোমার অমল চরণকমল শব্দ পিরানী ভিখারীর হল
 জুটেছি জননি ভারতি ।
 জানি না মত পূজা উপাশনা কেমনে তোমার করি আরাধনা
 কি বিয়ে করি বা আরতি ?
 হা তোমার ঐ চরণনখের
 দত্ত হৃদে কিরণ ঠিকরে
 প্রতিভার ঘারা উচ্চ লিখরে
 পায় তাহা ক্ষীণ আলোক গো !
 আমরা তোমার নিকোঁধ ছেলে অজান ভিমির আবরণ টেলে
 অন্ধ নয়নে দাঁও আলো ঢেলে
 মুছে দাঁও বসন্ত তমসা গো !

অন্ধকারের সাথে লংগোনে তুমি যা ঘোষণা সাতবি
ওগো মা জননি ভারতি !*

ঐগিরিধন চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান সঙ্গীত

উৎসব মিলনে মাতেয়াহা বনগ্রাম
কেন গো সহসা তবে হয় এত উচাটন ।
আদিতে বসিয়ে পাশে ঠাঁধিয়ে মাস্তাব পাশে
কেনে গো অবশেষে ফেলে যাবে স্বদীপন ।

নিজগুণে এ মিলনে দিয়েছ শায়ের খুলি,
অতিথি দেবতা এলে জ্ঞানের কণাট খুলি ।
সমুচিত সমাদর করিতে দিয়াছি তুলে
অজানিত অপরাধ হয়েছে ভো অগণন ।

মহৎ উদার জ্ঞান বা কিছু শিখাইলে,
বিজ্ঞান বিবরিয়া বা কিছু বুঝাইলে,
সেই করুণা কত অবহেলে প্রকাশিলে,
চিত্তবিন মনে হবে এ মধুর মিলন ।

বিদ্যায়ের আগে শুধু একবার ফিরে চাও,
এটি করেছি কত নিজগুণে তুলে বাও,
শিছু নড়ে থাকি পাছে হাত ধরে টেনে নাও,
প্রাণনা পাতি যেন করিতে অহমরণ ।

ঐনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

*সভাপতির ভাষণ ও উপবোক্ত গানগুলি ঐকলিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্তে পাওয়া গিয়াছে ।—লেখক ।

এই গানগুলি ছাপার ব্যাপারে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের একটু বিধা ছিল । প্রায় চল্লিশ বৎসর বৎসর পূর্বে যে কোন সম্মেলনে গান ছিল অপরিহার্য । তখনকার দিনে গ্রন্থাগার সম্মেলনে কি ধরনের গান গাওয়া হ'ত তার কিছু নমুনা হরতো মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে বলে গানগুলি আমার স্বয়ং 'গ্রন্থাগারে' ছাপানো । —স: এ:

পেপারব্যাক সংস্করণ প্রসঙ্গে

অজিতা ঘোষ

বিগত শ্রীখণ্ড সম্মেলনে “বাংলা বই : গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে” প্রবন্ধে বাংলার পেপার ব্যাক সংস্করণের প্রচলন আরও বহির্ভূত হোক এই মর্মে বঙ্গীয় প্রকাশক সত্তা সমীপে এক আবেদন রাখা হয়। দামে সস্তা, সাজসজ্জাবিহীন প্রচ্ছদ, কাগজের মলাট ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে ‘পেপারব্যাক’ সংস্করণের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থজগতে বিপ্লবের আধুনিকতম অবদান এই ‘পেপারব্যাক’ বা ‘কাগজের মলাটের বই’। তাবলে অবাক হতে হয় যে, প্যাসিফিসের যুগ থেকে কিন্তুবে গ্রন্থিত জ্ঞানবাহী পেপারব্যাকের পর্দায় এতে পদার্পণ করল।

এই বিবর্তনের ধাক্কা কাগজের মলাটের বই খুব একটা নতুন আবিষ্কার তা বলা চলে না। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্ব কাগজের মলাটের অনেক বই-ই প্রকাশিত হয়। ১৪৯৪ সালের পেপারব্যাকের নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্যালারীতে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের সাধারণ বেত্তরাঞ্জই কাগজের মলাটের বই। গ্রন্থাগারিক বা বইয়ের মালিক নিজের সুবিধাচর্য্যী তাকে নতুনভাবে বাঁধিয়ে নিয়ে থাকেন। ইদানীং সেখানে লজ মলাটের বই বাঁধান বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।

ফ্রান্সের বিপরীত নিদর্শন ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়। উনিশ বা বিশ শতকের প্রারম্ভে ‘পেপারব্যাক’ সেখানে অপরিচিত না হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৩৫-এ পেপুইন কোম্পানীর এক অভিনব প্রচেষ্টার গ্রন্থজগতে এক গুণাস্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হয়। কাগজের মলাট, সাজসজ্জাবিহীন প্রচ্ছদ, একই ধরনের মাপ, দামেরও বিশেষ ভারতম্য নেই ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে দশটি জনপ্রিয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করে পেপুইন কোম্পানী। হেলিওয়ের Farewell to Arms, অস্ট্রে মার্গেয়ার “Ariel” ইত্যাদি বই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পেপুইনের এই প্রচেষ্টার কল্যাণ সবুজের ওয়াকিং হোল মহল থেকে যথেষ্ট সম্মেল পোষণ করা হয়েছিল। সেদিনকার বইয়ের বাজারে তালিকাভুক্ত বইগুলি দ্রুত বিক্রয়িত বাঁধাই-এ লভ্য ছিল। এছাড়া গ্রন্থাগার আইনের কল্যাণে পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বার সাধারণের কাছে উন্মুক্ত ছিল। কাজেই পেপুইনের প্রচেষ্টা যে কতটা সফলতা অর্জন করতে পারবে সে সম্বন্ধে সম্মেল উল্লেখের কারণও পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠক মহলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার সব সম্মেলের নিরসন হয়। এরপর পাঠ্যবস্তুর চাহিদা অসুসারে পেপুইন গল্প, উপন্যাস, জীবনী ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ের বইও পেপুইন কোম্পানী প্রকাশ করে। পেপুইনের অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উক্ত প্রকাশক সংস্থা ‘পেলিক্যান সিরিজ’ের নামে এর এক শিক্ষণীয় বিভাগের (educational counterpart) সূত্রপাত করেন। এই সিরিজে গল্প উপন্যাস জাতীয় বই ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের বই বের করা হয়।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর প্যান, মিউ ইংলিশ লাইব্রেরী, প্যানথার কোর্গি, কনটোনা ইত্যাদি নাম পেপারব্যাকের প্রকাশক তালিকাকে দীর্ঘতর করেছে। এটি ১৯৬০ সালের মে মাসে ইংলণ্ডের বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বইও আছে। পেপারবইনের বই যেভাবে দাম ও মাপের বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করেছিল অনেকক্ষেত্রেই তা লক্ষিত হয়েছে। পেপারবইনের বই সাধারণত ২ শিলিং ৬ পেন্স থেকে ৩ শিলিং ৬ পেন্স-এর মধ্যে বিতরণ করত। এতে ছবি বা নক্সা জাতীয় (diagram) উদাহরণ খুবই কম থাকত। কিন্তু পরবর্তী কালের কাগজের মলাটের বই নানা ধামের, নানা মাপের। আর ছবি বা নক্সা দেখানে সহজেই মুগ্ধিত হয়ে থাকে।

পরবর্তী কালের পেপারব্যাকের চটকদার প্রচ্ছদ; দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিজ্ঞপ্তি তার বাজারকে আরও ব্যাপ্ত করেছে। হুডোন ছবি, রোমহৃৎক চটকদার বিজ্ঞপ্তি, যৌন আবেশক ছবি সমন্বিত প্রচ্ছদ আজ বহুল প্রচলিত। ফলে বহু পেপারব্যাকই আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচিত হতে পারে।

মূল্যের স্বল্পতা শুধুমাত্র বাবাই-এর উপর নির্ভরশীল নয়। বই এর দাম প্রধানভাবে মোট ছাপা বই এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনো বই ছাপতে হলে টাইপের বিস্তার ছবির ক্ষত্র রকের জোগাড়, মেশিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। বই কম বা বেশী ছাপার সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই। সুতরাং একবারে যত বেশী ছাপা হবে তত লাভ। আবার ছাপার সঙ্গে সঙ্গে বই যাতে বাজারে কাঁচা সেদিকেও নজর রাখতে হবে। পেপারব্যাকের বাবাই খরচ কম; কাজেই তাদের বাজার দর স্বভাবতই কম হবে।

সাধারণতঃ সব মাত্রাবই উপরিলিখিত (bargain) করতে চায়। পেপারব্যাকের সব চেয়ে বড় দোষই সে দামে সত্তা। এছাড়া একে সহজে বহন করা যায়। কাগজের মলাটের জয়লানি করে বলা হয়েছে : "It seems possible that they will charge us from a book borrowers into a nation of book owners, and that would be a boon indeed, for one gets far more enjoyment and satisfaction from books when one has chosen them as freinds to remain permanently on one's shelves. Borrowing only is never enough."

বহুলসংকলিত অবক্ষয়মান রূপ দেবে চিত্তানীল মঙ্গল আজ শক্তি। বাংলা বই-এর নিরুদ্ভী প্রকাশনা তার জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। বিশ্ববিদ্যালয় আজ বৈজ্ঞানিকতার নামে উপহাসিত। এই পরিস্থিতি দূরীকরণের ক্ষত্র চাই শিক্ষার প্রসারতা। লোককে গ্রন্থরনা করে তুলতে হবে। বর্তমানে সিনেমা, গিগেটরি ইত্যাদি নানা বিনোদননের বিপর লোকমনকে সহজেই আকর্ষণ করে। গ্রন্থমুগ্ধতা সাধনার ধন, আশাধের দেশে সর্বমনের ক্ষত্র বখাযোগ্য গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রচলন নেই। কাজেই বইকে সহজলভ্য করে তুলতে না পারলে পাঠ্যমুখ্য বাক্তান সম্ভব হবে না। "Availability and accessibility are important factors in the level of significance attached to the reading."

কাগজের মলাটের বই সহজলভ্যতার কিছু গুণ অর্জন করেছে, হুতরাং বঙ্গদেশের পাঠক-সমাজের নিকট হতে মাতৃভাষায় পেপারব্যাকের দাবী নিত্যই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

বাংলা দেশে প্রকাশিত বই বাধাই-এর দিক থেকে খুব একটা উজ্জ্বল অধ্যায় গঠনা করে নাই। casing এর মোড়ক দিয়ে ঢাকা বাংলা বই গ্রন্থাগারিকের নিত্য ভাবনার সামগ্রী। কাজেই দামে দস্তা অথচ হ্রিধামত বাধান বাবে এমন বই যদি বাজারে প্রকাশিত হয় তাহলে গ্রন্থাগারিক ও পাঠকমণ্ডলী উভয়েই তাকে সাধার সম্ভাবন জানাবে।

পেপারব্যাকের বই অনেক সময় নিকট কাগজে ছাপা হয়। বাংলা পেপারব্যাকের ক্ষেত্রে সে দৃষ্টান্ত অসংখ্য না হওয়াই বাতিলীয়। পেপারব্যাকে উৎকৃষ্ট কাগজের ব্যবহারের উদাহরণও বিরল নয়।

পেপারব্যাকের বিস্তৃতি সবচেয়ে বড় অভিযোগ তার স্বল্পমেয়াদী জীবন। গ্রন্থাগারের জন্ত চাই দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট হৃদেহী সংস্করণ। কিন্তু যে দেশে 'পাবলিক লাইব্রেরী'র অভিধা জনমনে কোন স্থপট রূপ পরিগ্রহ করে না সেখানে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্ত, গ্রন্থমালী পাঠকের জন্ত চাই কাগজের মলাটের বই। এ জাতীয় বই-এর দামে যদি যথেষ্ট সাধা কাগজ বাধা যায় তবে গ্রন্থাগারিক হ্রিধামতদ্বারা তাকে পুনরায় বাধাই করে নিতে পারেন।

বাংলা দেশে 'পেপারব্যাক' বই প্রকাশিত হয় না বলা চলে না, বিবর্তনগতির 'লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালা', "বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ সিরিজ" পেপারব্যাকেই আবিস্কৃত। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বই-ই শক্ত বোর্ড বাধাই-এর সঙ্গে, কাগজের মলাটেও প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া আজকাল কিছু কিছু বই বাজারে শোভন সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মলাটের সংস্করণও পাওয়া যায়। কিন্তু পেপারব্যাকের আরও ব্যাপকতর প্রচার আরও প্রতীক্ষিত। সাধারণ পাঠাপুস্তকও বোর্ডে বাধাই হয়ে চড়া দামে বাজারে উপস্থিত হয়। বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাদের এই বিশেষ মঙ্গল কোন দাব্যকতাই নেই। হৃদয় ভাষায় জাববস্তুর ভাবে পেপারব্যাকের মূল্যায়ন হওয়া কাম্য। ভাল চাইলে-ভাপার খণ্ডে যোগ্য টাইপে ছাপা খরচ থেকে খুব কিছু বেশি নয়। বই-এর সঙ্গে মানানসই টাইপ ব্যবহার করে তাকে সহজেই চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়। পেপারব্যাকের এককালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক পেপারটন সিরিজের বই বিক্রি তালিকার 'অজ্ঞে বিত্তীয় স্থানাদিকারী'। বাজার বাস্তব চিন্তায় পেপারটন কোম্পানী আজ নানা অতনব পদ্ধতির কথা ভাবছে। সেখানে আমরা যদি মাতৃভাষায় অহরহ প্রকাশনা কামনা করে দেখি কি অসম্ভব চিন্তা!

সহায়িকা গ্রন্থ :—

1. Harley, E S & Hampden, J.—Books : from papyrus to paperback.
2. Haight, Ann hyon—Banned books.
3. The Penguin Story 1966.

এক আকাশ, অনেক তারা

[দিল্লীতে অস্থগীত ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (ইয়াসলিক)
সম্মত সম্মেলন, ১৯৬৭ প্রসঙ্গে]

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভিসেসবরের দিল্লী। কিছুদিন পূর্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঐতের হাওয়ায় কাপন
হিচ্ছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম পরিবেশে এবার ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ
ও তথ্যকেন্দ্রের (ইয়াসলিক) সম্মত সম্মেলন হতে চলেছে। ২৬শে ভিসেসবর থেকেই
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আগতে শুরু করেছেন। ২৭শে ভিসেসবর থেকে
৩০শে ভিসেসবর পর্যন্ত চলবে অধিবেশন। কর্মকর্তারা সবাই ব্যস্ত। অরগানাইজিং
সেক্রেটারী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীকান্ত এর মধ্যমণি। প্রতিনিধিদের
আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোটেলে। তবে বেশির
ভাগ প্রতিনিধিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
সমস্ত ব্যবস্থা এককথায় সুন্দর ও মনোরম।

২৭শে ভিসেসবর সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা
পর্যন্ত প্রতিনিধিদের নাম তালিকাভুক্তিকরণ (Registration) অস্থগীত সম্মত হোল।
নাম তালিকাভুক্তিকরণ অস্থগীত সঙ্গী আশীষ সেন ও শিবরত্ন ঘোষের উৎসাহ ও
উদ্বীপনা বনে রাখবার মত। 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী সাসাইটি অ্যাসোসিয়েটস'র প্রধান সম্পাদক
শ্রীকান্তের হায় মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্বীপনা পরিলক্ষিত হোল সম্মত প্রকাশিত নতুন এই
আনালটিকে প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এর মধ্যে পত্রী বি, এল, কেনবন
এসে একবার সব দেখে গেলেন।

বিকেল ৪:৩০ মিনিটে 'নিউ কনকোকেসন হল' উদ্বোধন অস্থগীত আরম্ভ হোল।
'সন্দেহাতরম' সঙ্গীতাহারের মধ্য দিয়ে সম্মত কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপি, এন,
ভেঙ্কটচরণীকে ইয়াসলিক বুলেটিনে প্রকাশিত ১৯৬৬ সালের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য
(Source materials for locating Government of India Publications, Iaslic
Bull 11, 2; 1966 : 119-27) ইয়াসলিক সেভেল দিয়ে পুঙ্খনুত্ব করা হয়। প্রধান
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অব সাহায্যিকিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের
(CSIR) ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ আশ্বাশাস। বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের
(IASLIC) ভেঙ্ক থেকে পরিষদের সম্মতপতি কলকাতার শ্রীশঙ্কর ক্যানলাস রিসার্চ
ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডঃ বি. মুখার্জি ভাষণ দেন। ডঃ মুখার্জি তাঁর ভাষণে ভারতীয়
বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রের (IASLIC) ভূমিকার প্রকাশনা করেন এবং
বলেন যে, ভারতীয় সরকারের উচিত এই ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য

করা। স্বেচছনের মূল সত্যপতি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস, বদীউদ্দিন তাঁর মূল্যবান ভাষণের প্রারম্ভেই বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম এই লক্ষ্যে তুর্নিত করে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভথাকেন্স (IASLIC) তাকে গৌরবান্বিত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—মোসোপটোমিয়ার সত্যতার উত্থাপনে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থাগারের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বতাবতই গ্রন্থাগারিক বৃত্তিরও প্রারম্ভ হুচিত হয়। প্যারিসে ১২২৭খ্রিঃ কোন একটি কলেজের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারকে দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বেষের কারণের পেছনে ছিল শিক্ষা সঞ্চে ক্লাসিকাল ধারণা 'as preservation, assimilation, transmission and not as innovation, investigation and extension of Knowledge'.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণশীল ভূমিকা গ্রন্থাগারের উন্নতিকে ব্যাহত করে। তাঁর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেই সত্যিকারের জীবন্ত গ্রন্থাগার পরিলক্ষিত হয়। অক্সফোর্ডের ববলেয়ান ও মিলানের অ্যাম্ব্রোসিয়ান গ্রন্থাগার ধরনের, গভ্যাহুগতিক কলেজ গ্রন্থাগারগুলির উপরেও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পরিলক্ষিত হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে অপর্যাপ্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বোড়শ শতাব্দীতে যে বিজ্ঞান কেবল কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও বিহীন সভা কর্তৃক লাগিত পানিত হতে থাকে, অকস্মাৎ সেই বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে প্রবেশ করে পশ্চিমী বিজ্ঞানের নীলাভূমিতে পরিণত হয়।

এর ফলে, শিক্ষাসঞ্চে পুতানো ধারণা বখা, বর্তমানের জ্ঞানকে পুস্তকাক্রমে পরবর্তী-কালে সকারিত করা—এই ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানের পশ্চিম জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার সাহায্যে লব্ধ নতুন জ্ঞানের সংযোজনে জ্ঞানসত্যতার বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু লব্ধজ্ঞানকে সংযোজন করে জ্ঞানের জগতে নতুন সম্ভাবনার বিগত উন্মোচনে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সঞ্চে ধারণা একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষাব্যবস্থার আয়ু্যল পরিবর্তন হরে সমালোচনা, অহুগছান, গবেষণা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একটি নতুন পথে চলতে শুরু করে। এই যুগান্তকারী পরিবর্তিত চিন্তাধারা গ্রন্থাগারের গতি, প্রকৃতি, গঠন, বৃদ্ধি ও সংগঠনে পরিবর্তন হুচিত করে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা এই উত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হবেন একজন বিশ্লেষণসাহী এবং গবেষণা প্রণালী (methodology of research) সঞ্চে পারদর্শী। পরিশেষে অধ্যাপক বদীউদ্দিন তাঁর ভাষণে কয়েকটি সমস্তকে তুলে ধরেন।

প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উৎকেন্দ্রিক করার যে প্রবণতা (Centrifugal

trend) , এই প্রবণতা যদি না মূলমুখ কার্যধারার নিয়মাহুণ করা যায় তবে অধুনা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-যোগানের কেন্দ্রে পরিণত হবে। বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণা বিজ্ঞানীর সর্বদমবেগে কাজ হওয়ায়, কোন একজন বিজ্ঞানী তাঁর বিশেষ বিষয়ের সমস্ত পুস্তক, পত্র পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে পেতে চান। অতএব এই ধরনের মনোপুষ্টি পুঁট গুলিগুণক। এত দলে, সংবৎ সংগ্রহ করার চক্র যে মূল্যবান সময় বিজ্ঞানীর অপচয় হত, তা তিনি অতি সহজেই বাঁচাতে পারেন। প্রত্যই দেখা যায় তিনি যে পুস্তক বা পত্রপত্রিকা পেতে চান, তা হয় অল্প কোন পাঠকের কাছে আছে, অথবা গ্রন্থাগারে নিশ্চিই স্থানে নেই কিংবা চা'বিয়ে গেছে। এই ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে গবেষক তার বিষয়ের সমস্ত পুস্তক কোন একটা বিভাগীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করতে চান। কিন্তু গ্রন্থাগারিক এই ধরনের চিন্তার বাধা দেন দ্রুতি কারণে। প্রথমতঃ এতে গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় সমার বিলোপ ঘটে। গ্রন্থাগার কানের ভাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র ও অধ্যাপক যে কোন পুস্তক দেখতে আগ্রহী বা দেখার সুযোগ পেতে চান, বিশেষ করে যখন বিভিন্ন বিষয় সমন্বিত (Inter-diciplinary) গবেষণার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জানের দীর্ঘাধার্য পৃথকীকরণ অসম্ভব। কিন্তু বিবেচনীয়করণের ফলে এই চিন্তাধারার মূল কুঠাখাত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিবেচনীয়করণের ফলে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা অপ্রয়োজনে একাদিক্রমে ত্রয় করা গতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চিই অর্থের উপর চাপের সৃষ্টি করবে। তাগলে উপরোক্ত সমস্যার প্রতিবিধান কি? অনেক সময় বলা হয় Divisional Library এর উত্তর। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তা নয়।

দ্বিতীয় সমস্যা হল : দলকে পুস্তক সরিবেশ করার সমস্যা। আমাদের পুস্তক শ্রেণী বিভাগীকরণের যে পদ্ধতিগুলি ২৫ বৎসর পূর্বে জানের প্রগতির সঙ্গে দ্ব্যত খাপ খেত, কিন্তু এখন ব্যবহারিক দিক দিয়ে কোন শ্রেণী বিভাগীকরণের বীতিই (classification System) বোধ হয় উপযোগী নয়। মি: হ্যালফ এলসওয়ার্থ তাঁর কোন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতাব বিজ্ঞান (Behavioural Sciences) অধ্যাপনা প্রকৃতির কার্যক্রম আছে এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একে একটি একক কার্যক্রমের স্বরূপাত হবে। কিন্তু স্বতাব বিজ্ঞান অনেকগুলি বিভিন্ন বিষয় সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি। এই বিষয়গুলি হল : (১) মনোবিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞা (৩) সমাজবিজ্ঞা (৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৫) অর্থবিজ্ঞা (৬) নৃবিজ্ঞা (৭) গণিত প্রকৃতি। কি করে কোন পুস্তক শ্রেণীবিভাগের বীতি (classification system) আমাদের সহায়ক হবে, যখন সমস্ত জানের জগতের প্রত্যেক অংশই চকল?

প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অসন্তোষের কারণই হচ্ছে পুস্তক বিভাগের প্রক্রিয়ার জানের জগতের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা।

তৃতীয় সমস্যা হল : গ্রন্থাগারিক ও তাঁর শিক্ষা সমস্যা। এই পরিবর্তনশীল গ্রন্থাগারের

জন্ম কি ধরনের গ্রন্থাগারিক দরকার এবং কিভাবে গ্রন্থাগারিক নিজেদের যোগ্য করে তুলবেন -এ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিঃ জগলাস গ্রিগট। যদিও গ্রন্থাগার গ্রন্থসম্বন্ধীয় কল্যাণকরতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহাও অতি পরিহার্য যে এর চেয়ে একটা বেশি কিছুই প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের বিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করে থাকে তার উপরেও অতি উচ্চ ল্যাবরেটর আকাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

উপরোক্ত সব কিছুই পরিপ্রেক্ষিতে একজন গবেষক গ্রন্থাগারিকের কাছে (Research Librarian) যে আশা, এমন কি কারিগরী নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে যে প্রাথমিক প্রশ্ন প্রয়োজন তা কি হবে এক বঙ্গবীর পাঠ্যক্রমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ?

আমরা আমাদের যাত্রাপথের এমন এক সন্ধিক্ষেপে প্রবেশ করেছি যখন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রগুলির মূন্ডভাবে আমাদের শিক্ষা লব্ধে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এ বাপাটের কোন সন্দেহই নেই যে, অর্থাৎ অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন আছে যাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অধিগত। এই সব গ্রন্থাগারিকগণ নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ যাত্রা এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণা করে গ্রন্থাগারের কর্মসূচি যোগ্য ব্যবহারের যাত্রা গবেষণার সাহায্য করেন।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ইহার কার্যপ্রণালী কেবল শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষণার দিকে নিবদ্ধ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর এট পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের শুধু পেশাগত নৈপুণ্য ও সাধারণ কারিগরী শিক্ষা থাকলেই চলবে না, তাকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও চিন্তাধারাও সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রণালী এই দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করতে হবে। এই সম্মেলন প্রমাণ করছে যে আমরা এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছি।”

এব্যবসার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি: (১) Indexing and Abstracting Services in India (২) Translation Services in India.

৩৬টি প্রবন্ধ আলোচনার জন্ম উপস্থিত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর সকাল ৯-৩০টার প্রান্তঃ-কালীন অধিবেশনে প্রথম বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়। অধিবেশনে ডাইরেক্টর জেনারেল, ডাইরেক্টর, রিপোর্টার জেনারেল ও রিপোর্টার ছিলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী বি, এল, কেশবন, ধনপৎ রাই, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী ও ডি, পি, সিন্ধু। ডাইরেক্টর শ্রীধনপৎ রাই প্রথমেই বিষয়টিকে ব্রিট লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার জন্ম বিষয়টির আলোচনার পরিধি নির্ধারিত করে দেন। আলোচনার মূল বিষয় ও ভাবধারা যে প্রবন্ধগুলো আলোচনা করলে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই প্রবন্ধগুলো লেখকদের বিভূর্তের সূত্রপাত করতে তিনি আহ্বোধ করেন।

যে সময় প্রবন্ধ আলোচনার জন্য প্রেরিত হয় তদ্ব্যতীত শ্রীহরীবাওরের প্রবন্ধটিও এখানে উল্লেখ করছি। এটি কারণে যে, ইয়াংলিংকর সময় প্রকাশিত নতুন পত্রিকা 'Indian Library Science Abstracts' (ILSA) প্রকাশনার ব্যাপারে যে ব্যস্ততা পুষ্টিকারী পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলে এই প্রবন্ধটি। তাই প্রবন্ধটির কয়েকটি স্থান তথা সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করছি। প্রবন্ধটি দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তথ্যসংকলিত, দ্বিতীয় অংশে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তথ্যসংকলিত। ১৯৫১-৬১ সালের তথ্য নিম্নরূপ :

(১) এই সময়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত ৭৫০টি প্রবন্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। তদ্ব্যতীত মাত্র ২০২টি প্রবন্ধের Library Science Abstracts-এ তথ্য-সংকলন (abstract) করা হয়েছে; অর্থাৎ ২৬% তথ্য-সংকলন করা হয়েছে এবং ৭২% অবহেলিত হয়েছে।

(২) কোন একটি রচনা প্রকাশিত হবার দিন থেকে Library Science Abstracts-এ প্রকাশিত হবার দিন পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৭ মাস ৭ দিন।

(৩) এই নিম্নোক্ত আধা ঘণ্টা পাঠ্যে যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভারতীয় রচনার তথ্য-সংকলনের জন্য প্রয়োজন একটি ভারতীয় পত্রিকা।

প্রবন্ধটির বিস্তৃত ভাগ অর্থাৎ ১৯৬২-৬৬ সালের তথ্য নিম্নরূপ :

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভারতে ১০৬৪টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কনকাকোল প্রোসিডিস রয়েছে।

তদ্ব্যতীত মাত্র ১৬৪ টি প্রবন্ধের Library Science Abstracts (London) পত্রিকার তথ্য-সংকলন করা হয়েছে অর্থাৎ মাত্র ১৭% প্রবন্ধের তথ্য-সংকলন হয়েছে।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সময় থেকে তথ্য-সংকলন (abstract) প্রকাশিত হবার দিন পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ১০.৬২ মাস।

(৩) ডঃ বসুনাথন এখনও ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের তিনের প্রবন্ধ রচনা সংখ্যায় অগ্রতিষ্ঠান। তিনি এই সময়ে ২৭টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন—ক্লাসিফিকেশনের উপর ১০টি, ক্যাটালগিং ১, ডকুমেন্টেশন ৭ এবং অর্গানাইজেশন ও অ্যাক্টিভিটিজের উপর ২।

(৪) এই সময় অপর একটি দ্বিভাষি পরিগণিত হয় যে, মধ্যাঞ্চলী নীলম্বন রচনা সংখ্যায় ডঃ বসুনাথনের কাছাকাছি এলে গেছেন। রচনা সংখ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তিনি ১০টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ৬টি ক্লাসিফিকেশন ও ৭টি ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত।

২-৩০ মিঃ বৈকালিক অধিবেশনে প্রথমেই বিষয়ের উপর পুনরাবৃত্তি বিতর্ক শুরু হয় ৪ টার সময় বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

• Indian output in English from Library Science primary Sources noticed in foreign abstracting periodicals : a critical introspection : Project I, 1952-61 এবং Project II, 1962-66.

৪টার সময় সম্মিলিত প্রতিনিধিদের ফটো তোলা হয়।

বিকেল ৪টার সময় দ্বিতী পুস্তক বিজ্ঞতা সং প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান।

৬টার সময় Dr. Herman Liebaers টেগোর হলে বক্তৃতা দেন।

২২শে ডিসেম্বর সকাল ১০-৩০ মি: Translation Services in India—এই বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ হয়।

এইদিনকার অধিবেশনে সভাপতি ও হোপোর্টারদের কণ্ঠ সম্পাদন করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী এম. এন. ডাওকর ও দেবব্রত বেজ।

শ্রীডাওকর প্রাথমিকই আলোচনার পরিধি নির্দিষ্ট করে দিয়ে আলোচনার ধারাকে মূল লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন। ২-৩০ মি: Plenary Session আরম্ভ হয় এবং খণ্ডা প্রস্তাব পেশ করা হয়।

বিকেল ৪টার সময় দ্বিতী প্রচাণার পরিষদ সম্মেলিত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান। এই উপলক্ষ্যে শ্রী বি. এম. কেশবন 'এশিয়ার ডকুমেন্টেশন' (Documentation in Asia) শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা উপহার দেন।

বক্তৃতার তিনি ভাষানের অনিবাদীদের কর্মপ্রণয়তা, সহিষ্ণুতা এবং উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার ডকুমেন্টেশনের কাজকে তুলে দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি DRTC-র ভূমিকার উজ্জ্বলিত প্রকাশ্য করেন।

৩০শে ডিসেম্বর সকাল ২-৩০ মি: পরিষদের সহ সভাপতি বাদবপুত্র বিশ্ববিজ্ঞানচর প্রচাণার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমিতভূমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা হয়। পরিষদের অধিবেশনিক সম্পাদক, জিওগজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রচাণারিক শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ পরিষদের বিবাসনিক হোপোর্ট পেশ করেন। এরপর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হল।

সভাপতি : ডঃ বিজ্ঞান মুখোপাধ্যায়।

সহসভাপতিবৃন্দ : সর্বশ্রী অমিতভূমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, এস. বনৌরউদ্দিন, ডি. এন. মাহুশাল, কে. এস. হিন্গে, অগদীশ শরণ শর্মা।

সাধারণ সম্পাদক : শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীঅশীষ সেন

স্থান সম্পাদক : সর্বশ্রী এম. এম. কুলকার্ণী, চিত্তরঞ্জন গাল

সহসম্পাদক : সর্বশ্রী অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী, হত্যাবস্র মুখোপাধ্যায়।

প্রচাণারিক : শ্রীবীজেন্ত কিশোর চারচৌধুরী

ফাউন্ডাল সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী জীবানন্দ সাতা, ধনপৎ রাই, বি. এন. ভরদ্বাজ, হৃত্তত দত্ত, দি, জি, হুজাংগ, এন, কে, গোয়েল, কে, এ, আইজাক, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, ঘোষাল, কনিভূষণ রায়, টি,

পাণ্ডিত্য, প্রবীণকুমার দাস চৌধুরী, বীণেশচন্দ্র সরকার, আর, পি, হিমগাঙ্গী, গিরিজাকুমার, আহমেদ হুসেন ও ডঃ (মিস্) এস্. চিত্তলে।

সমাপ্তি অধিবেশনের পূর্বে নিম্নলিখিত খণ্ডা প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবাবলী (Indexing and Abstracting Services in India) :

(১) এই সম্মেলন ভারতীয় বিজ্ঞান সাহিত্যের Bibliographical Control বিষয়ে ইনস্টিটিউট কাংবলী গভীর সম্বোধন লক্ষ্য লক্ষ্য করেছে। এই সম্মেলন 'Indian Science Abstracts' প্রকাশকে একটি সম্বোধিত লক্ষ্য হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছে। এই সম্মেলন ইচ্ছাও মনে করে যে, বর্তমান সময়ের ব্যবধানকে (time lag) হ্রাস করা এবং I S A-র বিস্তারিতা (Coverage) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২) ভারতীয় বিজ্ঞান সাহিত্যের সম্পূর্ণ Bibliographical Control-এর জন্য ১৯০৪ সালের পূর্ববর্তী ও ১৯০৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে বিচ্ছিন্ন সময় (gap period) রয়েছে, সেই সময় পূর্ণ করার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ করে যে NIS, CSIR, UGC-র মত সংস্থা যেন অবিলম্বে এই কার্যভার গ্রহণ করে।

(৩) এই সম্মেলন অনুরোধ করে যে, যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ (major) বিষয়ে নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ (Indexing & Abstracting Service) কাংবলী নাই অথবা পর্যাপ্ত নয়, সেই সব বিষয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা আছে (resource) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ কাংবলির জন্য একটি 'National Information Grid' গড়ে তোলা উচিত।

নতুন তথ্য অবগতকরণ কাংবলীর (Current awareness Service) জন্য স্থানীয় নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ কাংবলীকে (Local Indexing and Abstracting Service) উন্নত করা ও উৎসাহিত করা উচিত বলে এই সম্মেলন মনে করে। (৪) এই সম্মেলন মনে করে যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সে, বিশেষ করে ম্যাট্রীক/ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের, নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপের (Indexing and abstracting) তত্ত্ব ও ব্যবহার (theory and practice) প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া উচিত। এই সম্মেলন DRTC, INSOC, IASLIC পরিচালিত কোর্সগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে। এইসব সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা, যাদের এরকম কোর্স চালু করার ইচ্ছা আছে সেইসব সংস্থাকে সমর্থনকারী নির্দেশী ও তথ্য-সংক্ষেপ শিক্ষণকোর্স চালু করার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ করে।

(৫) এই সম্মেলন ইচ্ছামূলক কর্তৃক সমগ্রকালীন পত্রিকা 'Indian Library Science Abstracts'কে স্বাগত জানাচ্ছে।

প্রস্তাবাবলী (Translation Services in India) :

(১) ভারতের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অনুবাদিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ের সংগ্রহ নির্দেশীকরণ (indexing), তথ্য-সংক্ষেপকরণ (abstracting), এবং পরিবেশনের

(dissemination) সুবিধা সৃষ্টির জন্য এই সম্মেলন অনুমোদন করে যে একটি কেন্দ্রীয় অনুবাদ ভাণ্ডার (Central Depository of Translations) গড়ে তোলা উচিত এবং ইহাকে অন্তর্গত সংগোষ্ঠীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংযোগস্বাক্ষরকারী (liaison) ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া উচিত ।

(২) যেহেতু যোগাভাসম্পন্ন অনুবাদকের সংখ্যা যথেষ্ট নীমিত্ত, কণ, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার মত প্রাচীন: ব্যবহৃত ভাষাগুলোর জন্য আঞ্চলিক অনুবাদকেন্দ্র (Zonal Translation Centres) প্রতিষ্ঠা করা হলে কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থাগুলির (Central Translating Agencies) কার্যভার লাঘব করার জন্য এই সব অনুবাদকের কার্যভাগকে আরও স্বল্পতার সঙ্গে নিয়োজিত করা যাবে ।

যন্ত্রকান্না বিদেশীভাষা যেমন চীনা, জাপানী ইত্যাদি থেকে অনুবাদ করে এর জন্য কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থারও যথেষ্ট উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই সম্মেলন উপদেশ দিতেছে ।

উপরোক্ত অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত করার ও পথের সন্ধান লাভের জন্য এই সম্মেলন ISTA, IASLIC ইত্যাদির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করতে ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করছে ।

এই সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে আয়োজিত করেছিল বিবরের উল্লেখ না করলে আলোচনার ক্রটি থেকে যাবে ।

প্রথমত: সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'Souvenir' প্রকাশ করেন । 'Souvenir'টি মনোমুগ্ধ ।

দ্বিতীয়ত: দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ, পরিষদের ১৫ বৎসরের কাষবিশ্ববী একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন । এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত সভাই প্রাচীনতম ।

তৃতীয়ত: এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান প্রদর্শনীও আয়োজন করে ইনস্টিটিউট প্রবিশ্ববিশ্বের বিশেষ প্রাচীনতম গ্রন্থাগার হয়েছিল । প্রদর্শনীটি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত । কোন গ্রন্থাগারে সম্মেলনের সঙ্গে এই ধরনের প্রদর্শনী অভ্যাস দেখিনি । ইনস্টিটিউটের কর্মীদের নিয়মিত কর্মসাধনা ও অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর ছিল প্রদর্শনীর প্রতিটি স্রষ্টা জিনিসের মধ্যে ।

৩১শে ডিসেম্বর—একে একে প্রতিনিধিরা সবাই চলে যাচ্ছেন । তখনও যেন আমার কানে আসছে আমের জলতানের হয়েলা কণ্ঠের কবিতার শব্দ যার মর্মার্থ হচ্ছে : 'এই বিলোকে আমি ভালবাসি—দিল্লী ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করতেনা ।'

সত্যই মনে হল কি যেন শেষে হারালাম দিল্লীর পথের ধার ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিভিন্ন স্থানে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন

কলিকাতা

বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগার। কলিকাতা-৩৫

গত ২৪শে ডিসেম্বর বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগারে উদ্বোধন গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম-সচিব ঐসৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। বিভিন্ন বক্তা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগারের আর্থিক দুঃস্বস্থা দূরীকরণের জন্য সরকারের নিকট উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য দানের আবেদন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে ঐগঙ্গোপাধ্যায় বেনরসবাড়ী গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় যে সব দোষত্রুটি আছে সেগুলির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে হঠাৎ করে পরিচালনা করার জন্য ও এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকারের উচিত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাক্ষ্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের সব্বত্রকারে সাহায্য করা। অধ্যাপক সুরেন্দ্র মুখার্জী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফল ও ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যাসমূহের দাবী করেন। বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকর্ষি বোষ মহাশয়ও এই সভায় ভাষণ দেন।

শিল্পির স্মৃতি পাঠাগার। ৩২এ, হরিসভা ট্রুট, কলি-২৩।

গত ৩রা ডিসেম্বর, '৬৭ 'সমাজ শিক্ষা সমগ্রহ' উপলক্ষে একটি বনোজ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রীপ রায়চৌধুরী এবং সভার উদ্বোধন করেন শ্রীস্বরূপ দত্ত। সাক্ষরতা অঙ্কন, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বহুস্তর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রী শ্রী বিজয় বহু, চাক্রকুমার দত্ত, সুব্রত দত্ত, দজোষ পাল ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয় গত ২০শে ডিসেম্বর। শ্রীউদয় সেনের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীস্বরূপ দত্ত, বিশ্বনাথ পাল, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক গায়েন, বিজয় বহু ও নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বানা আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

২৪ পরগণা

গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির। গাইঘাটা।

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৭ গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। জনশিক্ষা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীশশীকান্তের চৌধুরী সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জয়ন্তকুমার সেন, ননীগোপাল দেবনাথ, হারমেনচন্দ্র সাহা, গোবিন্দ দেবনাথ, বিমল কর্মকার ও অনির্জন্ম নাথ।

সংগঠনের বি-মাসিক বিতর্ক সভা অহুষ্টিত হয় গত ৩রা জানুয়ারী, '৬৮। বিতর্কের বিষয় ছিল 'ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বিনয়'। স্থানীয় বিজ্ঞানদের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোকুল বিহারী বহু ও শ্রীজামাল সেন মহাশয় সভার কাজ পরিচালনা করেন।

অলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী। মেটেলী। অলপাইগুড়ি।

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরীর কমিটুদ গ্রন্থাগারের সংগঠন সম্পাদক শ্রীঅরুণোদয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে, গত ২৪শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে ঐ গ্রামে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সমস্তের বক্তব্য চাঃ আদায় ও পুস্তক সংগ্রহের একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ঐদিন সভায় আয়োজিত সভায় মেটেলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমুখী চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নান্য আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অরুণ খাসনাবী, শান্তিহর রায় এবং অমূল্যগোপাল সেনগুপ্ত। গ্রন্থাগারিক শ্রীজামাল সেন মালিকার গ্রন্থাগার আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিম-বঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দ্রুত ব্যবস্থাক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মন্দিরা

কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়। কৃষ্ণনগর।

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৭ কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

পুর্নুলিয়া

বিজ্ঞানমন্দির সাহিত্য মন্দির (গ্রামীণ গ্রন্থাগার)। গড়জয়পুর।

গড়জয়পুর বিজ্ঞানমন্দির সাহিত্যমন্দিরের একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন গত ২৪শে ও ২৬শে কাতিক, ১৩৭৪ অহুষ্টিত হয়। অধিবেশনে পুর্নুলিয়া বৃন্দাবনী এডমিকশ

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষরূপ দত্তস্বামী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক ডাঃ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কাণ্ডবিনয়ী পাঠ করেন। অষ্টমীর সাহিত্যবাসরে বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং উন্নয়ন শতকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্র অংশ গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মনোজ্ঞান দাসগুপ্ত, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, বৈষ্ণবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টমীর বিচার দিনে একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম সাধনলাল পাঠাগার। জাড়গ্রাম।

গত ২০শে ডিসেম্বর বর্ধমান জামালপুর থানার অন্তর্গত গ্রামীণ এছাপার জাড়গ্রাম সাধনলাল পাঠাগারে 'এছাপার দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। এছাপার ভবন পরিষ্কার, মহিলা সমাবেশ ও জনসভার মাধ্যমে ঐ দিনটি স্বাধীনভাবে পালন করা হয়। সভার প্রাথমিক শ্রীজ্যোতিষ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্বন্দন পণ্ডিত এছাপার দিবসের ভাষণের বিশেষণ করেন। অত্যন্ত বছরের মত এবারও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর জন্মদিন, গত ১৪ই নভেম্বর 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং ১লা ডিসেম্বর 'নিম্নোক্ত ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস' ঘণাতীতি উদ্‌যাপন করা হয়।

শ্রীশ্রী জনস্বাস্থ্য সমিতি। শ্রীশ্রী।

শ্রীশ্রী জনস্বাস্থ্য সমিতির শিশু এছাপার বিভাগের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর 'এছাপার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীবিজ্ঞানপতি ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে বিশিষ্ট এছাপার কর্মী ১৭কোকিল বসু ও ১৭শ্রীশ্রীশ্রী কবিবর মহাশয়ের প্রেক্ষাপ্রতি আলোচনা প্রতি প্রদীপ জালন করা হয়। 'এছাপার দিবস' পালনের ভাষণে ব্যাখ্যা করেন শ্রীদ্বন্দনচন্দ্র দাস।

বীরভূম

শ্রীশ্রী শক্তি সংঘ গ্রামীণ এছাপার। শ্রীশ্রী।

ধানীর সুপরিচিত কবিগণ শ্রীলোকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে, গত ২০শে ডিসেম্বর শক্তিসংঘে গ্রামীণ এছাপারে 'এছাপার দিবস' সভ্যদের উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমুক্তিগণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এছাপার সম্পাদক শ্রীমদ্বন্দন রায় এছাপার আদ্যোপায়ে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন এবং বিভিন্ন বক্তা বর্তমান সময়ে এছাপারের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ । বোলপুর ।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৭ প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সম্ভার পরিষদের প্রধান পরিচালকের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

হাওড়া

ওয়ার্ডিপুর জনশিক্ষা পল্লী পাঠাগার । ওয়ার্ডিপুর ।

জনশিক্ষা পাঠাগারে গত ১লা থেকে ৭ই ডিসেম্বর, '৬৭ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী এক বিচ্ছিন্ন অহুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সমাজশিক্ষা সপ্তাহ' পালন করা হয়। শ্রীগণেশচন্দ্র পাত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ সভা, ও আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানের আয়োজনে সমগ্র অহুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন দ্বিতীয় গণেশচন্দ্র পাত্র, অবনীচূষণ ধাঁড়া, হুইলওকেন বে, সম্মাননা পাত্র এবং নৃপেন্দ্রনাথ ধাঁড়া।

দক্ষপুত্র রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী । দক্ষপুত্র ।

গত ২৪শে ডিসেম্বর, '৬৭ দক্ষপুত্র রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর উদ্বোধনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীমতাবরণ পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অহুষ্ঠিত একটি সভায় বিভিন্ন বক্তা 'গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন' এই মর্মে বক্তৃতা করেন।

জুগলী

ত্রিবেণী হিতসামান সাধারণ পাঠাগার ।

গত ১লা অক্টোবর, '৬৮ ত্রিবেণী হিতসামান সাধারণ পাঠাগারের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীব্যোমকেশ মহাপাত্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হুগলী মল্লিকবাণী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধারমণ গোস্বামী। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীনীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের ইতিহাস বিবৃত করেন। অহুষ্ঠানে বাগাচী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বর্গীর চুপেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের স্বতি বক্ষণে পাঠাগার প্রদত্ত চুপেন্দ্রনাথ সোম স্বতি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রচার, সভাপাখ্যা বৃত্তি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে গত ২৬শে ডিসেম্বর, ত্রিবেণী হিতসামান সমিতির সাধারণ পাঠাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীনীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভজেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী। ভজেন্দ্র।

ভজেন্দ্র সাধারণ পাঠাগারে, গত ২৪শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অস্থানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলী মেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনিলা কুমার দত্ত। প্রধান অতিথি আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিশেষ অতিথিভাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী মেলা সমাঙ্গনিকা আদিকারিক শ্রীমতিশচন্দ্র বাগচী। এঁরা প্রত্যেকেই সমাজসেবনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে হৃদিত্বিত্ত তাল্পন যেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমোহননাথ ঘোষ 'গ্রন্থাগার দিবসের' তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্যিক শ্রীশচীন আদিকারী ও শ্রীসম্রাট সেনের উপস্থিতিতে একটি সাংস্কৃতিক অস্থানের আয়োজনও করা হয়।

মাহেশ শ্রীমাক্ক গ্রন্থাগার। ৪০, শ্রীমাক্ক রোড। রিবাড়া।

গত ৩১শে ডিসেম্বর, '৩৭ মাহেশ শ্রীমাক্ক গ্রন্থাগারের উদ্বোধনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীমুদ্রনন্দ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার সংকে নানা বিতর্কমূলক আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন সর্বাঙ্গী রোহিণীকান্ত দে, নীলমণি ঘোষ, হুগলী দে, অনিলকুমার দা, সত্যেন্দ্র মিত্র, স্বামী মোহনানন্দ ও মুদ্রনন্দ দাশগুপ্ত।

News from Libraries



গত ২০শে ডিসেম্বর শান্তি টেলিটিউটে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে অস্থিতি কেন্দ্রীয় জনসভার চিত্র।

গ্রন্থাগার কর্মিসংবাদ

তুলিন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের পুনর্নিয়োগ

পুন্ডলিয়া জিলা গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে তুলিন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুইজন কর্মী বখারীতি চাকুরী করে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন। কর্মীরা ৭ মাসের বেতনও পেয়েছেন। এই কর্মীদের দাবীগুলি নিয়ে পুন্ডলিয়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নেতৃত্বে জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার ফলে ঐ দাবী আদায় স্বীকৃত হল। পুন্ডলিয়ায় কর্মীদের—তুলিনের কর্মীদের আদায় অভিনন্দন জানাই।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সমিতির দ্বিতীয় সভা—গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ কাংগালয়ে দ্বিতীয় সভা অধিষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় “ইন্ডাস্ট্রিয়াল” সল্যুলন উপলক্ষে দিল্লীতে থাকায় সমিতির প্রবীণ সভাপতি শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সভার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

(১) গত ২৪শে অক্টোবর '৬৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মী কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে বৈঠক হয় তার সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে

(ক) শিক্ষাসচিব, শিক্ষা অধিকর্তা ও মহাসচিব-শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

(খ) বেতন কমিশনের সভাসদদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী যাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য প্রকাশ্যভাবে পেশ করতে হবে। বেতন কমিশনের অন্ততম সভাপতি ও বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার বিশিষ্ট সভ্যদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ হ্রদক প্রদর্শন উপায়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয় সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

বার্তা-বিচিত্রা

বীর্জা গালিবের নৃত্য-শতবার্ষিকী

১৯৬৯ সালে বিখ্যাত ভারতীয় কবি বীর্জা গালিবের নৃত্য-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মহাকবি গালিবের শতবার্ষিকী কার্যসংকলন সম্পাদনার কাজ শুরু করেছেন। এই উপলক্ষে উর্দু, ফার্সী ও রূপ ভাষায় গালিবের রচনাবলী ও তাঁর জীবনী প্রকাশিত হবে। এ কাজে তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করছেন। ভারতীয় শতবার্ষিক কমিটি গালিবের কয়েকটি কাব্যের প্রথম সংস্করণের কপি সোভিয়েতের এনইউ জনগণের ইনস্টিটিউটে পাঠিয়েছেন। এনইউ জনগণের প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা বাবাজান গুর্গর এ-পি-এন এর সংবাদদাতাকে এই সকল সংবাদ জানিয়ে যেন।

ফ্লোরিডার অট্রিকাতে গ্রন্থাগারের কতি

ফ্লোরিডার 'মিামী' বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এক অট্রিকাতে ভীষণভাবে কতিগ্রস্থ হয়। এই অট্রিকাতে প্রায় ১৭ বছরের গবেষণালব্ধ লক্ষ্যদিক ডলার মূল্যের হাজার হাজার পুঁথি ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলী বিনষ্ট হয়েছে।

'বিশ্বাস-অল-মহম্মদ'-এর পাণ্ডুলিপি

লেনিনগ্রাদের বিশেষজ্ঞরা মহম্মদ খান লিখিত "বিশ্বাস-অল-মহম্মদ" নামে পঞ্চ ব্যাকরণ ও শব্দকোষের এক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলছেন যে, এটি হলো পঞ্চ ব্যাকরণের প্রথম বই এবং বিগত শতাব্দীতে কলিকাতার এই সম্পত্তি যে মুদ্রিত কয়েকটি পুস্তক লেখা হয়েছে এটি তার মধ্যে কোন একটির অংশলিপি। এটি এখন Institute of Asian People's গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

অম্বাল গ্রন্থাগার সম্পর্কে অম্বালজানের জন্ম আমেরিকায় কমিশন গঠন

অম্বালজানের ওপর অম্বাল পুস্তকাদি ক্রিপণ প্রভাব বিস্তার করে তা অম্বালজানের জন্ম আমেরিকায় ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে।

এই কমিশনে একজন মহিলা আইনজীবী ও একজন শিক্ষকও আছেন। ১৯৭০ সালের ৩১শে জাতিসংঘের মধ্যে কমিশনের রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করতে হবে।

কমিশন অম্বাল সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক কার্যকলাপের মধ্যে যোগাযোগ এবং আমেরিকার সুস্বাদের মধ্যে এর প্রভাব নির্ণয় করবেন। চলচ্চিত্রকেও এই অম্বালজানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাশিয়ার ভাষা শিক্ষার নতুন পদ্ধতি

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা টেপ রেকর্ডের সাহায্যে ভাষা শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। মঞ্চের ছাত্ররা গত সপ্তেম্বরের থেকে এই পদ্ধতিতে ইংরেজী শব্দ শিক্ষার বিশেষ উন্নতি করেছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রেরা স্বাতন্ত্র্যে নটার বিজ্ঞানায় বলে বই থেকে পাঠ নেয় এবং লাইউস্পীকারের নতুন শব্দের আবৃত্তি শোনে। দশ মিনিট পরে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানায় শুয়ে ভাষা প্রায় একঘণ্টা ধরে টেপরেকর্ডে এই পদ্ধতি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি শোনে। আবার সকালে ঘুম ভাঙার ২০ মি: আগে থেকে সেই পদ্ধতি 'আবার টেপ রেকর্ডে' আবৃত্তি করা হয়।

বৃটেনের নতুন রাজকবি সিসিল ডে-মুইস

বিশিষ্ট কবি সিসিল ডে-মুইস বৃটেনের রাজকবি মনোনীত হয়েছেন। গত ৪০ বছর ধরে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন জন মেসকিন্ড। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৮৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করার পর পদটি এতদিন খালি ছিল। কবি ডে-মুইস 'নিকোল'স ব্রেক' এই ছদ্মনামে ডিটেন্টেড উপগ্রাম লিখেও রব্বট নাম করেছেন।

২৬০০ লাইব্রেরীর শহর লেনিনগ্রাদ

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লেনিনগ্রাভেই লাইব্রেরীর সংখ্যা সর্বাধিক। শহরের সব থেকে পুরনো প্রথম পিটার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীটিকে বিজ্ঞান আকাডেমীর অধীনে করা হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে এখন বইয়ের সংখ্যা হল ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং পাঠক ৪০টি। সামন্তিকোভস্কিভিন পাবলিক লাইব্রেরী আরও বড় (বই সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ), এখানে সোভিয়েট জনগণের ১০টি ভাষার, পশ্চিম ইয়োরোপের ৩০টি ভাষার এবং এশিয়া ও আফ্রিকার ১২৬টি ভাষার লিখিত বই রয়েছে। প্রতি বছর পাঠকদের ২০০০ বই দেওয়া হয়। ট্রেভ ইউনিয়ন ও অস্ত্রান্ত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলি ধলে লেনিনগ্রাভের মোট লাইব্রেরীর সংখ্যা ২৬০০। কারিগরী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং দেবার ক্ষেত্রে লেনিনগ্রাভে একটি লাইব্রেরী শিক্ষণ সংস্থা রয়েছে। বর্তমানে শহরের প্রতিটি নাগরিকের মাথা পিছু ২৪টি লাইব্রেরী পুস্তক রয়েছে।

(কালান্তর ২০/১১/৬৮)

আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলন

মাদ্রাজে গত ২৭৭ আত্মীয়গণ থেকে আটদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে মাদ্রাজ শহরের সমস্তোপকূল অঞ্চলে ১০ জন বিশিষ্ট তামিল কবি, ও বেশপ্রসিদ্ধ ও পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাও হয়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলনের তামিল গবেষণা সম্পর্কিত সেমিনারের উদ্বোধন করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

Notes and News

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সদস্য চাঁদা ইংরাজী বছর হিসাবেই গণনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং নতুন বছরের প্রথমেই পরিষদের সদস্যগণের নিকট নিবেদন, তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের দেয় সদস্য চাঁদা পরিষদ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। এতে পরিষদের কাজকর্মের বিশেষ সুবিধে হয় এবং সুবিধে হয় ‘গ্রন্থাগার’ সম্পাদকেরও। দেখা যায়, অনেকেই ২১৩ বছরের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে ‘গ্রন্থাগার’-এর পুরনো সংখ্যার ক্ষয় দাবী জানান। কিন্তু পুরনো সংখ্যাগুলির অধিকাংশই নিঃশেষ হয়ে যায় বলে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করলেই পুরনো সংখ্যাগুলি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

সম্পাদক, ‘গ্রন্থাগার’।

ঘোষণা

‘গ্রন্থাগার’-এর মাঘ সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা বৎসর ১৯৬৭-৬৮ উপলক্ষে ‘গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা’ বিশেষ সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত হবে। বিশেষ সংখ্যার মূল্য হবে ১ টাকা। কিন্তু পরিষদের সদস্য ও ‘গ্রন্থাগার’-এর গ্রাহকদের এক্ষত কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

—স: গ্র:

সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার বিশেষ সংখ্যা।

গ্রন্থাগার

আন্তর্জাতিক

সংগ্রহশালা পরিষদ (ICOM) কর্তৃক আহৃত

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা প্রচার

অভিযান ১৯৬৭-১৯৬৮ উপলক্ষে প্রকাশিত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

‘প্রজ্ঞাপত্র’-এর নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র । প্রতি বাৎসর্য্যে মাসে-দেখ সন্তোহে প্রকাশিত হয় ।
- বার্ষিক মূল্য অর্ধগ্রাম সভাক ৬ টাকা । প্রতি সংখ্যায় মূল্য ৫০ পয়সা । বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয় ।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে । অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও প্রিন্টার বন্ধ বাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয় ।
- সমালোচনার জন্য মূল্যনা পত্রিক পাঠাতে হয় । সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পত্রিকেরই অধ্যাপিকার ।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাংখ্য কাৰ্যালয়ে (৩০ হুজুরীমল লেন, কলিকতা-১২) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত সাতটা পর্য্যন্ত অননুমোদন করলে জানা যাবে । ফোন নং ৩৪-৭০৩০
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই প্রিন্টার পাঠাতে হবে ।

বিজ্ঞাপনের হার

ফলাফেল শ্বিতীৰ	পূৰ্ব	পূৰ্ণা	৭৫	টাকা
"	"	অৰ্ধ	৪০	টাকা
ফলাফেল কৃতীৰ	পূৰ্ব	পূৰ্ণা	৬০	টাকা
"	"	অৰ্ধ	৩০	টাকা
ফলাফেল চৈধ্যৰ	পূৰ্ব	পূৰ্ণা	১০০	টাকা
"	"	অৰ্ধ	৪৫	টাকা
সাধাৰণ	পূৰ্ব	পূৰ্ণা	৫০	টাকা
	অৰ্ধ	পূৰ্ণা	২৫	টাকা

ବନ୍ଧୁମ୍ବ ଶ୍ରୀକ୍ଷାଗାର ପରିଷଦେର ଟାନ୍ଦାର ହାର

দাড়া (আজীবন)	২৪০ টাকা
আজীবন সভা	৭৫ টাকা
বাৎসরিক সভা	বাৎসরিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভা	বাৎসরিক ৫ টাকা

॥ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ আব্দুল হামিদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্রের

জনা

[২য় সং]

৪'০০

বাংলা সাহিত্যের প্রচীন অধ্যাপক ডঃ কৈলাস চন্দ্র সম্পাদিত একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের

কমলাকান্ত

৩'০০

অধ্যাপক অলোক রায় সম্পাদিত দু'টি অঙ্গুলীস গ্রন্থ

ক। বিহারীলাল

সারদামঙ্গল

৪'০০

চন্দ্রবর্তী

ও

একত্রে

প্রণীত

সাধের আসন

প্রাপ্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—প্রণীত

খ।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

[২য় সং] ৩'৭৫

ডঃ আব্দুল হামিদ ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকা সমৃদ্ধ

রবীন্দ্রনাথের রাজা

৪'০০

অধ্যাপক হুবন্ধ ভট্টাচার্য—প্রণীত

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

জিৎজিৎলালের

সাজাহান

৫'০০

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি সম্পর্কে একমাত্র গ্রন্থ

যতীন্দ্রমোহন/কবি ও কাব্য

৪'০০

অধ্যাপক অলোক রায় প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান : লিপি, ৩০১, কলেজ রো, কলিকাতা-২।

বৈ বুক ষ্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২।

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ঐতিহাসিক বন্দোপাধ্যায় রচিত :
স্বাক্ষরকারীর পূর্বপুরুষ চইতে বহীষ্কৃত
নাথের উত্তঃপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবহুল
ইতিহাস। [১২'০০]

বাঁকুড়ার মন্দির

ঐতিহাসিক বন্দোপাধ্যায় রচিত :
বাঁকুড়া ওবা বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির পরিচয়
পরিচয়। ৬৭টি আর্ট পেট। [১৫'০০]

উপনিষদের দর্শন

ঐহিংস্র বন্দোপাধ্যায়ের উক্ত বিষয়ের
প্রাচীন ব্যাখ্যা। [৭'০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য

ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্তের এট বইটি
সাহিত্য আকারে পুস্তকাকারে ছাপিত। [১৫'০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যগত ঐহিংস্রকৃত সুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত ও সম্পাদিত চার ছায়ায় পদের
আবরণ। [২৫'০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে,
সম্পূর্ণ। [১০'০০]

মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজি সহ
একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫'০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

ঐযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত :
১ম খণ্ড—সমগ্র উপভাস। [১২'৫০]
২য় খণ্ড—সমগ্র সাহিত্য অংশ [১৫'০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ডঃ বহীষ্কৃত নাথ দাস সম্পাদিত :
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।
১ম খণ্ড—[১২'৫০]
২য় খণ্ড—[১৫'০০]

রমেশ রচনাবলী

ঐযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত :
এক খণ্ডে সমগ্র উপভাস। [১০'০০]

ভেটিনিউ

অমলেন্দু দাসগুপ্ত রচিত :
দ্বিতীয় ভেটিনিউ জীবন-কথা।
ঐহিংস্র দাসের ছাপিকা। [৩'০০]

প্রতি রচনাবলীতে জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৭৬৬৩

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য সম্ভার

ভি. আই. লেনিন	জি. ডালিম
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন	দশমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তাবাদ '৬০
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে	অষ্টোত্তর বিশ্রব ও কল কমিউনিস্টদের কর্মকৌশল '৬০
মাও সে তুঙ	এর সঙ্গে পড়ুন
প্রচারণার সম্পর্কে '৬০	
কর্ম প্রসঙ্গে, দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে, জনগণের	লেনিনবাদেব সমকালীন সমস্ভাবনী ১৭৫
মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং সে সম্পর্কে	দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের কর্মার্থেব
সাম্রিক কর্তব্য প্রসঙ্গে	সংগ্রাহী কর্তব্য '৭০



ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চট্টার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শাখা : মাজন রোড, বেনাচিডি, দুর্গাপুর-৪

গ্রন্থাগার : স্মৃতিপত্র

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য নিয়োজিত বঙ্গীয়
গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক মূলপত্র

সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার বিশেষ সংখ্যা

আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ [ICOM] কর্তৃক আহৃত
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা প্রচারণা অভিযান উপলক্ষে প্রকাশিত

'সংগ্রহশালা' শব্দটির সংজ্ঞা [আইকম 'গঠনতন্ত্র' হইতে]
উত্তেজকবাহী : ডঃ মতিচন্দ্র, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ও
ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।

জনসাধারণ, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)	৩২২
বাংলাদেশে মিউজিয়াম আন্দোলনের তপসেধা — পঞ্চকুমার দত্ত	৪০১
বাংলার বাগ্‌যত্ন (কবিতা) — রামেন্দ্র দেবমুখ্য	৪২৩
মিউজিয়াম ও বাংলার কয়েকজন সাহিত্যিক—ভ্রামলকান্তি চক্রবর্তী	৪২৪
লোকশিক্ষার সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার — অতুল ভৌমিক	৪২৮
ভারতের উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার — জিতেন্দ্রনাথ দে	৪৩৩
সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার — ভ্রামলকুমার বিশ্বাস	৪৩৯
পূর্বাপেক্ষক সংগ্রহ : রেওয়াজ, বাতীক ও কুচি—বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত	৪৪৩
বাগ্‌যত্ন থেকে গ্রন্থাগার — রামকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৪৮
ভারতের সংগ্রহশালা	৪৫৩
পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা	৪৬৩
ভারতের পুস্তকশালা ও জলপ্রাণীবীক্ষণাগার	৪৭২
ভারতের অতীতব্যবস্থা, জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত বনাঞ্চল	৪৭৩
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান : পরিচয়	৪৭৪
কয়েকটি প্রয়োজনীয় টিকানা	৪৭৯
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান : বর্গীকরণের কয়েকটি দ্রষ্টব্য—সত্যোব বসু	৪৮০
সম্পাদকের নিবেদন	৪৮৭

সম্প্রদায় বর্ষ : ৪ দশম সংখ্যা : ৪ মার্চ, ১৯৭৪

প্রকাশক : নৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য কলিকাতা
বিবিসিভাণ্ডারের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : নৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২১নং হাটবাংলান লেন,
কলিকাতা-২ হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক : নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ

গঠনতন্ত্র : ২য় ধারা : ৪ সংজ্ঞা

অনু: ১—এখানে সংগ্রহশালা শব্দটি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশেষ করিয়া জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ও শিক্ষার জন্য প্রদর্শাদি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সমূহের : শিল্প-দাম্পত্য, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত সংগ্রহাদি এবং উদ্বৃত্ত উদ্ভিদ ও পশুশালা এবং জনপ্রাণীকল্যাণের সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুণ্যলোচনা ও বিবিধ উপায়ে সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থে পরিচালিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বুঝাইতেছে।

অনু: ২—স্থায়ী প্রদর্শনকক্ষ রক্ষাকারী সাধারণ গ্রন্থাগার এবং মহাফোজখানা সংগ্রহশালা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

—Definition of the Word 'Museum', tr. from art. II paras 1 and 2 of the constitution of the International Council of Museums.

শ্রীমোহনবাণী

PRINCE OF WALES MESUM OF WESTERN INDIA, BOMBAY.

Director Dr. MOTI CHANDRA M.A. Ph. D. (Lond.)

4th January, 1968.

Dear Mr. Mukherjee,

I am in receipt of your letter No. 1222/67 dated 19.12.1967 after my return from leave yesterday.

I am glad to know that you are bringing out a Special Issue on Museums during the month of February 1968. Unfortunately, owing to heavy pressure of work it will not be possible for me to contribute an article. There is no doubt that you are doing most useful work to make Calcutta an important centre in museological activities, in future.

With kind regards,

Yours Sincerely,
MOTI CHANDRA



D. P. GHOSH, M.A.

Head of the Department of Museology
& Officer-in-charge, Asutosh Museum
University of Calcutta.

Asutosh Museum of

Indian Art
Centenary Building, Calcutta
University, Calcutta-12.

পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের স্থায়ী ভাবে সংগ্রহশালায় আন্দোলন ক্রমশঃ সংগ্রহ-শালায় প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের অগ্রগতি দিচ্ছে। বঙ্গদেশও উহার ব্যতিক্রম নহে। জনশিক্ষার জন্য এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠান আজ অপরিহার্য। সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের দ্বারা জাতীয় অর্থ-প্রতিষ্ঠা বা উপাধি নিবিশেষে সম্ভাব্যতঃ আপন আপন প্রয়োজন

অনুসারে জানাযেযেন গত বহুতে পারেন। জাতীয় উন্নয়নে নিঃস্বার্থ সাধারণ গ্রন্থাগার ও সর্বাধারণের জন্য উৎকৃষ্ট প্রদর্শন কক্ষ আজ সর্বাধিক উপযোগী বলিয়া পরিগণিত। উপরোক্ত কারণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সংগ্রহশালা সংখ্যার প্রকাশের সংবাদে দৃষ্টীয় মানন্দ লাভ করিলাম। বর্তমান বৎসরে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা ও প্রচার প্রদান অভিযান পরিচালিত হইতেছে। এই উপলক্ষে উপরোক্ত প্রবন্ধবাহিত দ্বারা সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সমস্তাবলীও প্রাপ্তি আকর্ষিত হইলে ও গ্রন্থাগারের কর্মী ও পাঠকবৃন্দ সংগ্রহশালায় আরও অধিক সাধ্যায় আগমন করিয়া তাৎক্ষণিক সাংস্কৃতিক, নৈসর্গিক নিদর্শনের ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টায় সম্পর্কে অবহিত হইলে এই প্রচেষ্টা সাধক হইবে বলিয়া মনে করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালাবিজ্ঞান বিভাগ, আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর পক্ষ হইতে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মী ভবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে পুনর্বার অভিনন্দন জানাইলাম।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঘোষ

২৩/১২/৩৭



Dr. KALYAN KUMAR GANGOPADHYAY, M.A., D. Phil.,
General Secretary,
Museum Association, West Bengal
Centenary Building, Calcutta University, Calcutta-12

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বর্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটিকে বিশেষ সংগ্রহশালা সংখ্যারূপে প্রকাশিত করছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। মানুষের জ্ঞানচর্চায় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সংগে সংগে সংগ্রহশালায় উল্লেখযোগ্য অবদান অবদীকার্য। জ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাকে পরস্পরের পরিপূরক বলে সহজেই অভিহিত করা যেতে পারে। বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহ্য গৌরববশিত; এই আন্দোলন দেশের জ্ঞানবাহকে প্রভুত পরিমাণে উৎসাহ করেছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা সংগ্রহশালা সম্পর্কে মহাহুতুভিগ্ন এই বিশেষ সংখ্যাই দেওয়া স্বাভাবিক লাভ করল। আরও দূরত্ব বঙ্গদেশের জ্ঞানচর্চায় সংগ্রহশালায় উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা দৃষ্টিতে উৎসাহ নিঃসৃত হইতে পারে। গ্রন্থাগার পরিষদকে তাদের এই প্রচেষ্টায় অল্প আর্থিক সহায়তা জানাচ্ছি। গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতা দৃষ্টিতে গুরুত্ব দেওয়া অর্জন করেছেন তার প্রেরণা আশা করি সংগ্রহশালায় কর্মীদেরও উৎসাহ করবে।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক,

ইউজিয়ায়স্‌ এসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১০ }

{ ১৩৭৪, মার্চ

॥ সম্পাদকীয় ॥

জন্মসামারণ, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে এখনও হয়তো এমন শিক্ত ও কৃতবির ব্যক্তি অত্যন্ত নৈই যারা 'গ্রন্থাগার আন্দোলন' কথাটা শুনে ক্রুদ্ধিত করেন এবং এর তাৎপর্য অন্বেষণ করতে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন, সে আর কি? গ্রন্থাগার বলতে তবু আমরা একটা কিছু বুঝি; পুস্তক ও পত্রীগ্রাহকের দরজানী পাঠাগার বা বুক-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমাদের অনেকটাই পরিচয় রয়েছে। আর বর্তমান জীবনে আমরা অহরহট নানা ধরনের আন্দোলনের কথা শুনে থাকি এবং সে সব আন্দোলনে কেউ কেউ সক্রিয় অংশও গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু 'গ্রন্থাগার' এবং 'আন্দোলন' এটা দুটি শব্দের যে তির তির রূপ আমাদের মনে গাঁথা রয়ে আছে তাতে এই দুটি শব্দকে একত্রিত করে গ্রন্থাগার আন্দোলন কথাটিও অর্থগ্রহণ করতে অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের'ই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা আন্দোলনের কথা বললে যে কী ধরনের প্রতিফ্রাট দৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অস্বপ্নের।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সঙ্গে জন্মসামারণের তবু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছুটা পরিচয় ঘটেছে কিন্তু সংগ্রহশালা সম্পর্কে এখনো বলা চলে না। তাছাড়া সংগ্রহশালা আমাদের কী প্রয়োজনে লাগতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণাও খুবই ভাণ্ডা ভাণ্ডা। অধিকাংশ লোকের কাছেই সংগ্রহশালা যানে অভীভের ধ্বংসস্থাপ এবং ভীষের ধারণা এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তবু প্রস্তাবিতিক, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছেই।

কিন্তু নিঃশঙ্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের মতোই সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সাধারণ সংগ্রহশালা আজ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশগুলিতেই জনচর্চার ও শক্তিত প্রসারের অস্ত্রতর শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে। এক হিসেবে আমাদের দেশে সংগ্রহশালার উপযোগিতা গ্রন্থাগারের চেয়েও বেশী; গ্রন্থাগারের ব্যবহার প্রধানতঃ শাক্ষর লোকেরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সংগ্রহশালার ব্যবধান শাক্ষর-নিরক্ষর সকলের কাছেই। হুতমঃ আমাদের দেশের শক্তকর। ৭০ জন নিরক্ষর লোককে শিক্ত করে তুলতে সংগ্রহশালা এক অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা গড়ার কাহিনী অজ্ঞেয় বসনে ঢুক। ভারতবর্ষে অষ্টোদশ ও উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানসাহিত্য সমিতিগুলির চেষ্টায় একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। কলকাতায় এলিয়ারটিক সোসাইটি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তার শাখাদ্বয় জো বটেই ডাচাড়াও গ্রাম্যকলে এরূপ অসংখ্য গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা অংশে চেষ্টার উদ্যোগের পর গড়ে উঠেছিল।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারতের সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানই প্রথম সাহিত্যে। ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ, বহুমুখী ও সর্বাধিক সাধারণ সংগ্রহশালা ইতিহাসে মিউজিয়াম এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতাতেই স্থাপিত হয়েছিল। এই অকলের সংগ্রহশালায় বিষয়াবলি বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালায়। বাংলায় লোকশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে গুজলদার সংগ্রহশালায়। ভূতত্ত্বের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ এবং পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা, নৃত্য, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কীয় সংগ্রহের জন্য ইতিহাস মিউজিয়াম বা ভারতীয় বাহুবৎ বিখ্যাত। বহিঃরক্ষণ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যচন্দ্র প্রমুখের ব্যক্তিগতবস্তুসমূহ নিদর্শন সংগৃহীত রয়েছে কাঁঠালপাড়ার বিভিন্ন সংগ্রহশালায়, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রলখন এবং নেতাজীসমন্বিত সংগ্রহশালায়। রাজ্য প্রায় অধিকাংশের গ্রন্থাগার সন্মত বহু সংগ্রহশালা আজ এই অকলের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনের পর্যালোচনা করে চলেছে। বিভাসিত সংগ্রহশালায় ক্ষেত্রও এই অকল ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান কলেজটি ও নৃত্যের বিভিন্ন বিভাগীয় সংগ্রহশালা সন্মত অন্যান্য সংগ্রহশালায় বন্যপান বা বনবিজ্ঞান, পাট সম্পর্কীয় প্রযুক্তিবিজ্ঞান, যৌন সংরক্ষণ ও যৌনশোষণ, পূর্বভারতীয়, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাঁচ ও পেরাশিক, কার্পাস, অনবদ্য, চলচ্চিত্র প্রকৃতি বিষয় পর্যালোচিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে পরিচালিত বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা ও বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট পরিচালিত 'ভারতবর্ষ' এই বৈশিষ্ট্যকে আরও বহিত করেছে। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের উদ্যোগে স্থাপিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ভারতে ব্রিটিশ যুগ সংক্রান্ত হলিলক্ষ্য, পুরাতন চিত্রশিল্প ও স্থল পুঁথিপত্রাদির অতি বৃহৎ সংগ্রহ রয়েছে। বর্তমানে পতশালা, উদ্ভিদ উদ্ভান, বিভিন্ন উদ্ভিদ-নিদর্শন গুণাগার প্রকৃতিক ও মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা রূপে গণ্য করা হয়। কলকাতায় এলিয়ারটিক সোসাইটির উদ্ভান, আলিপুরের পতশালা, শিবপুরের উদ্ভিদ উদ্ভান ও ঘাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ গুণাগার, দ্বাদশিঃ-এর লেভেড উদ্ভিদ উদ্ভান ও হিয়ারল অকলীয় পতশালাটিও এই রাজ্যের সংগ্রহশালায় মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে সিউজিয়াস আল্ফালনের রূপরেখা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে টি ট্রিভি কোম্পানীর কলিকাতাহিত কতিপয় ইউরোপীয় কর্মচারী ক্রমে উইলিয়াম ম্যাকগেগের নেতৃত্বে কলিকাতার এলিগাটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক টিউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে ভাষা-বিজ্ঞান চর্চাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। একালের জ্ঞান সম্ভারের দ্বারকং সোসাইটিতে সংগৃহীত হতে থাকে কিছু কিছু 'Curiosities'; যথা, পুঁথিগ্রন্থ, মুদ্রা, নিলালিপি, ভাস্কর্যশিল্প, মৃত্তিকলা ইত্যাদি নানাবিধের কল্যাণস্বার্থ এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার নানা বস্তু। সোসাইটির সম্ভারের মধ্যে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন বাবসাহী ও শালকগোপ্তির মাতৃস্ব। শেখোক্ত সম্প্রদায় ভারতের বৈশ্বিক সম্পদ, যথা, কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সামগ্রী এবং কৃটির শিল্পজাত নানা পণ্যসম্ভারের প্রতি অসম্বৃত্তর আগ্রহী ছিলেন। খুব সম্ভবত এই কারণেই অল্পদিনের মধ্যে সোসাইটির ভাণ্ডারে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার বেশ কিছু 'কিউরিওসিটিস' সংগৃহীত হয়। 1796 খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি যতর মিউজিয়াম স্থাপনে ইচ্ছুক হন। কৌতুহলোদ্দীপক বস্তু দান করতে সম্মতগণকে অহরহোহ জানানোর ব্যয় কিছু প্রধানতঃ নিজস্ব ভবনের অভাবে এবং অপ্রাক্ত নানা কারণে যতর মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব 'premature' বলে প্রতিষ্ঠাত হর। 1809 খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি পাক স্ট্রীটের নিজস্ব ভবনে উঠে আসে। ঐগামপুয়ের পাত্রী (উত্তির বিজ্ঞানী হিসাবে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত) ডঃ জাভিয়েল গ্যাপলিশ 1814 খ্রীষ্টাব্দে মিউজিয়াম স্থাপনের জ্ঞান সোসাইটিকে অহরহোহ করেন। তিনি বিনামূল্যে কিছু কিছু বস্তু দানের প্রতিশ্রুতিও দেন। ডঃ গ্যাপলিশের অহরহোহ রক্ষা করে 1814 খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি কলিকাতার ভারতের প্রথম মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচ্য ঐতিহ্যনীতি ও ইতিহাস বর্ণনার জ্ঞান অথবা প্রাচ্যের কলা-শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচ্যের ভূগোলিক বৈচিত্র্য বর্ণনায় বাধ্য করা হর জ্ঞান সব ধরনের বস্তুই ঐ সংগ্রহালয়ে রাখা হলে বলে ঘোষণা করা হয়। শিকার হর যে, প্রত্নাবিষ্কৃত সংগ্রহালয়ে দুটি মাত্র বিভাগ থাকবে যথা :

(খ) ভূতত্ত্ব (geology) ও প্রাণিতত্ত্ব (zoology)

বিভিন্ন বিভাগটির অধ্যক্ষ (curator)। পোলাটটির সমস্ত ও অস্থায়ীভাবে দ্বান 'সোসাইটি
ব্রিটিজিয়ান' অঙ্গকালের মধ্যেই বেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কর্ণেল স্ট্যান্ট, ডঃ টিলাস,

ঘনাতেল মেক্তি শ্ৰুত শ্ৰুত সংগ্ৰাহকগণ (collectors) হিউজিয়ারে বহু জিনিস দান কৰেহেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে সোমাইটি-মিউজিয়ামের এই সমৃদ্ধির কারণ কি? ভারতবর্ষের তৎকালীন জনসা-স মিউজিয়াম-সভেন হতে উঠেছিল বলে মনে করলে ভুল হবে। সমৃদ্ধির পিছনে ভাণ্ড-প্রবাসী ইউরোপীয়দের অবদানটো ছিল বেশী। বাংলা প্রবাসী ইউরোপীয়গণও খুব বেশী মিউজিয়াম-সভেন ছিলেন বলে মনে করার কোন দ্বিধা নেই। ইউরোপীয় নবজাগৃতির আলোকে প্রদীপ্ত খুব অল্প মাত্রায়ই দেখলে এখানে এনেছিলেন, জোন গ্রন্থ বিতরণকেনা ছিলেন খুবই দৃষ্টিমের। তবে সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয় কর্মচারীরাও ইউরোপীয় নবজাগৃতির দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদেশের মাথাবের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবাসী ইউরোপীয়দের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে, এদেশের বিভিন্ন প্রকৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছে। বেশ ছেড়ে আসার নিঃসঙ্কতা এড়াবার জন্যও ঐসব ইউরোপীয়দের কেউ কেউ জ্ঞানচর্চার আত্মনিয়োগ করে থাকতে পাবেন। আবার শাসক ও সামরিক কর্মচারীরা নিত্যকাল বৈবহিক কারণেই এদেশের মাত্রের লোক, এদেশের প্রকৃতিতে লোক বোণাবোণ সাধনে বাধ্য হয়েছিলেন। বাসিন্দার কল্যাণে চুটেন, জন প্রকৃতি ইউরোপীয় পাইওলিতে যে নতুন বহিঃলোকীয় আবির্ভাব হয় সেই গোষ্ঠী প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মতন মণ্ডালা পাবার প্রত্যাশায় শিল্পশাস্ত্রীয় ভগ্নাবশিষ্ট লুণ্ঠণাধক হতে ওঠেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে 'কিউরিও' সংগ্রহ করার হিড়িক পড়ে যায়। আর প্রাচ্যের অগমিত ও অবেলিত পুণ্ডন মন্দির-মন্দির ও প্রত্ন-সম্পদপূর্ণ প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষগুলি তাঁদের সবল শিকার হয়ে ওঠে।—এই ছিল তৎকালীন যুগমানস। জনগণ তখন যেহেঁতই মিউজিয়াম-সভেন হয় নি; মিউ-জিয়াম-সভেন হওয়ার কোন সম্ভাবনাও তখন ছিল না। মিউজিয়ামগুলিকে তখন কৌতুহলোদ্দীপক বস্তু ভাণ্ডার বলেই মনে করা হত।

1936 খৃষ্টাব্দে সোসাইটি'র ব্যাঙ্ক'র পাহার 'কোম্পানী' কেউনিয়া বোধনা করার
সোসাইটি'র আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সোসাইটি ভারত সরকারের মায়ব্ব ইট ইন্ডিয়া
কোম্পানীর ডিরেক্টোরগণের নিকট অব সাহায্য প্রার্থনা করেন। 1839 খৃষ্টাব্দে
ডিরেক্টরগণ কিউরটাগের বেডন-ও মিউজিয়াম বন্ধপাবেব্বণের ব্যয় নির্বাছের জন্ত
সোসাইটিকে মাসিক তিনশত টাকা অগ্রদান (grant) বদ্ধ করেন। এ ছাড়া বিশেষ
বিশেষ কাজের ব্যয় সম্বলানের নিষিত সোসাইটিকে বাবে বাবে কিছু কিছু অর্থসাহায্য
করাৰ জন্ত ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন। জনিকাতার একটি বদ্ধনী 'পাবলিক'
মিউজিয়াম স্থাপনের জন্ত সোসাইটি 1837 খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারকে অগ্রদাৰ করেন।
ভারত সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও 1840 খৃষ্টাব্দে 'মিউজিয়াম অব ইকনমিক
মিউজিম' স্থাপন করেন। বাস্তবিক পক্ষে সোসাইটি'র ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহটির সঙ্গে সরকারের
বিষয় কিছু প্রদর্শ (exhibit) সংযোজন করে -ঐ নুতন নাম দেওয়া হয় এবং সোসাইটি

তখনই এটি বন্ধিত হয়। কিউরেটরের বেতন বাদ দৃশ্যময় বাত সৎকার এখন করলেও কিউরেটর ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সোশাইটিস্ট কর্মচারী। বাংলা-বিভাগের অফল বিশেষে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, বিশেষত বাংলায় গন্ধিগজ অফলের কয়লাখনির সম্ভাবনাক অগ্রগতি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় স্থাপনে প্রেরণা দিয়েছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী কর্ণেল রবার্ট কিড ছিলেন সরকারের মিলিটারী সেক্রেটারী। হাওড়ায় শালিমাগ অফলে তিনি অসংখ্য প্রজাতির গাছে সমৃদ্ধ এক মনোরম বাগান তৈরী করেন। বাগানের মধ্যেই এক ছোট বাড়ীতে তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী। নিম্ন বাগানের গাছপালা ছাড়াও প্রতিবেশী অফলের গাছ-গাছালী, পাখী, এমন কি গকার মাছ সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর করে মনোজ্ঞ বিবরণ তৈরী করেছিলেন। কিডের আগ্রহে ও প্রচেষ্টাতেই 1787 খ্রীষ্টাব্দে Indian Botanic Garden স্থাপিত হয়। সে সময় অবস্থার নাম ছিল Royal Botanic Garden। জনসাধারণের মধ্যে কিন্তু এটি 'কোম্পানীর বাগান' নামেই অধিকতর পরিচিত ছিল। এমন কি গ্রিন-চামিশ বছর আগেও প্রতিবেশী অফলে এই নামটিই ছিল চলতি। কিডের বাগানের কাছেই শিবপুর অফলে গকারীতে বিভাগী এলাকা নিয়ে এই বাগান তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অন্ততম প্রধান রপ্তানীজন্ম্য বিভিন্নপ্রকার মসজার সমগ্রই নিরমিত করার উদ্দেশ্যে এই অফলেই ঐশ্বর মসজার গাছের চাষ প্রবর্তনের বাগানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং রপ্তানী-বাগিচা গড়ে তোলা। ঐ পরিকল্পনা সার্থক না হলেও বাগান অচিরেই দেশবিশেষী অসংখ্য প্রজাতির গাছে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলায় চা ও মিছোনা চাষ প্রবর্তনে, কাবতীর লাট ও তুলার উন্নয়নে, ভারতে তামাক, কাস্সা, হেম্প, রবার, ড্যানিলা, ককি এবং আরও নানা অর্থকরী উদ্ভিদের প্রবর্তনে এই বাগানের মূল্যবান অবদান রয়েছে। যাদের অক্লান্ত সেবার ও সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আজ পৃথিবী-বিখ্যাত ভাষের মধ্যে কর্ণেল কিড, উইলিয়াম রক্সবার্গ, ফ্রান্সিস বুখানন হামিলটন, স্কাথিনেল ওয়ালিশ, উইলিয়াম গ্রাফিথ, হিউ ককনার এবং স্কার বোলফ হকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম সারির উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বে এঁরা সম্মানিত। ভারতের তত্ত্বাধিনায়ক উদ্ভিদ নিয়ে একেব গবেষণা ও রচিত পুস্তকাধিই উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার বনিয়াদ স্থাপিত করেছে এবং ঐশ্বর গ্রন্থ আজও অন্ততম গ্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত। ঐশ্বর বিজ্ঞানীরা গবেষণার সুবিধার জন্য প্রথম থেকেই ভারতের বিভিন্ন অফল এবং প্রতিবেশী অন্ততম বেশ থেকে হারবারিয়াম-নমুনা (Herbarium Specimen) সংগ্রহ করতে থাকেন [Herbarium : উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-শাখাপ্রশাখার শুষ্ক নমুনার সংগ্রহালয়]। ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন সংশ্লিষ্ট যে হারবারিয়ামটি বর্তমানে National Central Herbarium নামে পৃথিবীখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সেটির জনক হচ্ছেন উইলিয়াম রক্সবার্গ। কর্ণেল কিডের পূর্ব রক্সবার্গই হন উদ্ভানের তত্ত্বাবধায়ক (1793 খ্রী:)।

অবশ্য কিন্তু অল্প কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমানে হারবেরিগানে আফাই লকের বেশী নমুনা সংরক্ষিত আছে।

‘ঐরাহপুর-কেনী’ নামে খ্যাত ঐরান পাড়ীদের মধ্যে যেভাবেও কেনীর প্রতিষ্ঠা ছিল বহুবর্ণী। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐরাহপুরে প্রায় ছয় একর জায়গা নিয়ে একটি বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাকৃতিকশ্রেণিক কেনীর আন্তরিক প্রবৃত্তি বাগানের গাছের সংখ্যা বেড়ে প্রায় হাজার ভিনেক হয়। কেনীর জীবিতকালেই কড়ে ও বগায় বাগানটির প্রচুত কতি হয়। বর্তমানে বাগানের চিহ্নমাত্র নেই—‘Indian Jute Mills’ কর্তৃপক্ষ বাগানের অবিকালই গ্রাস করে নিয়েছেন বহু বছর আগেই। কেনীর প্রকৃতিশ্রেণিক নাম্য দিচ্ছে তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান Royal Agricultural Horticultural Society of India। কৃষি ও উদ্ভান পালন বিষয়ক এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮২০ খ্রীঃ প্রধানতঃ কেনীর উদ্বোধনই প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুদিন তিনি এর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে নানাজাতের কলম্বুল ও তবিতরকারীর চাষের প্রবর্তনে ও উন্নয়নে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। এছাড়া কৃষি ও উদ্ভান পালন বিষয়ক একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। হেক্টিংল স্ট্রিট ও স্ট্যাণ্ডস্টোন্ডের সংযোগস্থলে অবস্থিত মেটকাফ হলের অন্ততম যৌবমালিক ছিলেন Agri-Horticultural Society। মেটকাফ হলের একতলার অবস্থিত সোসাইটির ঐ মিউজিয়ামে ছিল নানা ধরনের শস্ত, বীজ, উদ্ভিদ বস্তু এবং হাল-লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘ইন্সটিটিউট লাইব্রেরী’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেটকাফ হলের সোসাইটির বস্তু সংরক্ষণ ক্রমে নেন। সেই সময় মিউজিয়ামটিও উঠে যায়। সোসাইটি আলীপুর রোডের তাদের নতুন আবাসে কোন মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন নি তবে হুন্সর বাগান ও গাছঘর (Green House) প্রতিষ্ঠা করেছেন। কৃষি ও উদ্ভান পালন বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে এই বাগানে। এই বিষয়ে উন্নততর গবেষণা করার তত্ত্ব সম্প্রতি (১৯৬৬ খ্রীঃ) একটি গবেষণাগার এবং চারকক্ষ বিশিষ্ট একটি গাছঘর স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধনে যেভাবেও কেনীর দানের কথা সকলেরই জানা আছে। যেভাবে কেনী ঐরাহপুর মিশনে ভারতীয় ও অসংখ্যতীয় পুঁথির এবং ঐ সময়ে মুদ্রিত পুস্তকের এক সংগ্রহ গড়ে তোলেন। উনবিংশ শতকে ঐরাহপুর মিশন গ্রেনে বিভিন্ন ভারতীয় ও অসংখ্যতীয় কয়েকটি এশীয় ভাষার মুদ্রিত সকল পুস্তকই কেনীর সংগ্রহে সংরক্ষিত হয়। কেনী এবং তাঁর সহযোগীদের রচিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও কেনীর সংগ্রহের সম্ভব বটাক। এই সংগ্রহটি পরবর্তীকালে ‘কেনী মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী’ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই মিউজিয়ামে কেনীর স্মৃতি-বস্ত্তিত বিভিন্ন স্মরণীয়পত্রও সংরক্ষিত আছে। তাতেও মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসটির পরিচয় পেতে হলে, তাতেও মিশনারী কর্মপ্রচেষ্টার সম্যক মূল্যায়ন করতে হলে এই মিউজিয়ামে আসা অবশ্য প্রয়োজন। বহুভাষা ও সাহিত্যের গবেষকদের কাছে এটি হস্তান্তর

বিশেষ। প্রতিষ্ঠানটি অজ্ঞেও স্রীচামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন; তদে আরম্ভণ ও পরিচালন ব্যবস্থা খুবই সহোবলনক।

চিকিৎসাবিজ্ঞা শিক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় সেটিই আজ 'ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞা শিক্ষায় মিউজিয়াম অর্থাৎ হার্ডওয়্যার, কাজেই কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। 'কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটি অফ ক্যালকাটা' কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত চিকিৎসাবিজ্ঞা সংক্রান্ত নানা নমুনার সংগ্রহটি ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত 'প্যাথলজি মিউজিয়াম' গড়ে ওঠে। এই মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটর ছিলেন ডাঃ অ্যালেন ওয়েব এবং প্রথম ক্যাটালগটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। ঐ ক্যাটালগটিতে প্রায় তেরশতটি প্যাথলজিক্যাল-নমুনা এবং শতখানেক মডেলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিউজিয়ামটির সংগ্রহ নানাতরমে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই শহরের বিশেষ মিউজিয়ামের মধ্যে সর্বমানে এটি ভারতবর্ষের স্রেষ্ট প্রতিষ্ঠান। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এনাটমি মিউজিয়ামটিও প্রাচীনতা ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এটির প্রতিষ্ঠাকাল সঠিক জানা যায় না, পুণ্যতন নথিপত্র ঘেটে কেবলমাত্র এইটুকু জানা যায় যে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এনাটমি মিউজিয়ামটি নতুনরূপে সংগঠিত করা হয়। মিউজিয়াম বাহুর বিদ্যে শরীর সংস্থান (anatomy) বিজ্ঞান পঠনপাঠন অসম্ভব, কাজেই মনে করা যেতে পারে যে 'প্যাথলজিক্যাল' বিষয়ক (Pathological) সংগ্রহশালাটির সম-সাময়িক সময়েই অবশ্য কিছু পথে শরীর সংস্থান তত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহশালাটি স্থাপিত হয়ে থাকবে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাগাবাং বাংলায় মিউজিয়াম আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। অবশ্য কেবলমাত্র বাংলায় নয়, ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশেও ইতিমধ্যেই কয়েকটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাংলার তৎকালীন সামাজিক তথা অর্থনৈতিক 'কাঠামো', বাংলার শিক্ষাঙ্গণের পরিবর্তিত রূপ এই অকালের মিউজিয়ামগুলিকে বহুটই মদত দেয়।

তখন বাংলাদেশে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন গ্রামীণ সমাজ ও কৃষককুলকে কিছু পরিমাণে নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাংলাদেশে এক নতুন অভিজাত সম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষির শিল্পগুলি পাশ্চাত্যের রূপে তৈরী জিনিসের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হলেও তখনও তারা সমূলে উৎখাত হয়নি। অগ্রহিকে পাশ্চাত্যের শিল্পসম্মত মানদণ্ডের দৃষ্টি ভারতীয় কাকশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কলিকাতা তখন নিজেকে প্রদর্শিত করে চলেছে সকল দিকে। তার ঐশ্বর্য ও বৈভব সেড়ে চলেছে। পাশ্চাত্যী রীতিতে শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে কলিকাতা আর তার আশেপাশে।

কলিকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তখন নানান স্রোত এসে মিশেছে। বাহ্যমোচন রায় ও তাঁর অহুগামীরা নক্সিয়ালী হয়েছেন, ঔষধচক্র বিজ্ঞানাগর প্রমুখ মনীষীরা সক্রিয় হয়েছেন অথবা প্রাচীনপন্থী ভারতীয়রাও যথেষ্ট সোজার আর সকলকে ছাপিয়ে উঠে পড়ে ভিগোজিও লিভিংস্টন, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের কলধনি। 'Young Bengal' তখন আগের আঁকিরে বলছে। ভারত সরকারের প্রাথমিক কাঠামোতেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পরিবর্তন শুরু হয়েছে ভারত শাসন সম্পর্কিত মূল নীতির ও দৃষ্টিভঙ্গির। ভারতীয়রাও তখন মিউজিয়াম সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ সম্মত হতেছেনই, মিউজিয়াম ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে আগ্রহ করতে শুরু করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়ামের পুরাতন বস্তু সমূহের তালিকা (Catalogue) ইংরেজি-ভাষায় মিউজিয়ামের সম্পাদনার ১৮৪৭ বইকে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মিউজিয়াম ক্যাটালগসমূহের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম।

উনিশ শতকের মধ্যভাগেও এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে মিউজিয়াম সম্বন্ধে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের ১৮৫৬ খ্রিঃ এক মিনিট (minute) এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। ১৮৪০ খ্রিঃে স্থাপিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ও সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত 'জিওলজি মিউজিয়াম' অথবা ও পরিচালন অথবা সরকারের মনঃপূত না হওয়ার সরকারের প্রত্যেক তথ্যাবলানে একটি জিওলজি মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় ঐ মিনিটে। লর্ড ক্যানিং মিনিটে লেখেন :—

".. It is not right that an establishment which is fitly organised would render good service to education and to the material prosperity of the country and in which the government of India has repeatedly declared its interest, should continue its present abortive condition. A change in the footing upon which it has been placed is urgently called for, and it appears to me that there is no doubt as to what that change should be..."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৫১ বইতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়েছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছে। লর্ড ক্যানিং প্রস্তাব করেন যে, জিওলজিক্যাল সার্ভে হুগলিনটেনডেন্সের দায়িত্বে ও তথ্যাবলানে প্রস্থাপিত ভূতাত্ত্বিক মিউজিয়াম স্থাপন করা হোক এবং বৈদ্যনিক কর্মপরিচালনের দায়িত্ব (প্রেসিডেন্সি কলেজে) প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের অধ্যাপকের উপর সঞ্চিত হোক এবং অধ্যাপকের অধীনে মিউজিয়ামের একজন কিউরেটর নিযুক্ত করা হোক। ঐ মিনিটে তিনি লেখেন যে :—

".. Govt. of India is earnestly determined to place the museum of geology upon a liberal, effective and permanent footing and to make it contribute actively to the promotion of Science and of useful knowledge..."

প্রস্তাবিত মিউজিয়ামে কি দরনের বস্তু থাকে উচিত সে বিষয়েও ক্যানিং উল্লেখ করেন তাঁর মিনিটে। তিনি লেখেন :—

“...The produce of the country in stone and marble, pottery, tiles and stucco of native materials and manufacture, pigments and other mineral appliances as may be so used and disposed as not only to catch the eye, but to stimulate the invention and industry of many who would otherwise be incurious visitors. The applications of them to the uses of construction and decoration thus made manifest is infinitely more attractive than the more scientific arrangement in glass cases, and there is no reason why every wall floor and ceiling should not furnish an instructive lesson as well as to the man who has money to spent as to the artisan whose fortune depends on his employment to himself.”

১৮৬৭ খ্রীস্বে প্রস্তাবিত মিউজিয়ামটি স্থাপিত হয় ১ নম্বর হেষ্টিংস ট্রাটে জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এশিয়াটিক সোসাইটি কিছ্বে সে সময় তাদের নিজস্ব জিনিসগুলি সংরক্ষণে দেয় নি, পূর্বে অবশ্য ভূতাত্ত্বিক প্রদর্শনগুলি সংরক্ষণে নিকট হস্তাক্ষরিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীস্বে সোসাইটির সদস্যরা Imperial Museum নামে একটি বহুমুখী মিউজিয়াম কলিকাতায় স্থাপন করবার জন্য ভারত, সরকারকে অনুরোধ করেন এবং সেই মিউজিয়ামে সোসাইটির পুঁথিপত্র ও গ্রন্থাদি রাখতে সকল ব্যস্ত করকেটি সড় সাপেক্ষে দিতে রাজী হন। কয়েক বৎসর ধরে অনেক আলোচনার ও লেখা-লিখির পর ১৮৬৫ খ্রীস্বে স্থির হয় যে প্রস্তাবিত মিউজিয়ামের জন্য সরকার একটি অছি পরিষদ গঠন করবেন এবং সোসাইটি ঐ অছি পরিষদের নিকট প্রাপ্তিস্ব, ভূতত্ত্ব ও পুণ্ড্রতত্ত্ব বিষয়ক সব বস্তু হস্তাক্ষরিতে করবেন তবে সড় থাকে যে, মিউজিয়ামের জন্য মূলতঃ যে বাড়ী সরকার ভৈরী করবেন সেই বাড়ীতে সোসাইটিকে স্থান দিবেন। এই অনুযায়ী ১৮৬৬ খ্রীস্বে আইন ভৈরী হয়।

“.....to be devoted in part to collections illustrative of Indian Archaeology and of the several branches of Natural History, and in part to the preservation and exhibition of other objects of interest, whether historical or physical, in part to the records and offices of the Geological Survey of India and in part to the fit accomodation of the Asiatic Society of Bengal, and to the reception of their library, Manuscripts, Maps, Coins, Busts, Pictures, Engravings and other property”

ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে আরও অনেক যুগান্তকারী ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ১৮৫৬ খ্রীস্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীস্বে সিপাহী বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেছে ভারতের উপর দিয়ে। বহাৎগী ভিক্টোরিয়া নিজহাতে ভারতের শাসনভার নিয়েছেন। প্রশাসনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৬১ খ্রীস্বে

ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক সৰ্বেক্ষণ (Archaeological Survey of India) গঠিত হৈছে।
জেনাৰেল কানিংহাম ৱহেছেন তাৰ প্ৰধান কৰ্মকৰ্তা (Archaeological Surveyor)।
ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক গবেষণাৰ নতুন প্ৰাণেৰ সকাহ হৈছে ফলে পুৰাতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয়-
গুলি সমৃদ্ধ হৈছে। এতিয়ালৈ পৰ্যন্ত ভাৰতীয় মিউজিয়ামগুলিতে জীৱবিজ্ঞান ও ভূতাত্ত্বিক
প্ৰদৰ্শন ছিল প্ৰাধান্য; কিন্তু পুৰাতাত্ত্বিক সৰ্বেক্ষণ গঠনৰ পৰা থেকে পুৰাতাত্ত্বিক
সংগ্ৰহৰ প্ৰতি ভাৰতীয় মিউজিয়ামগুলিৰ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত হৈছে ওঠে এবং সে বাগা
বিন্দু লক্ষ্যৰ এই দশকৰে যোগদান ঘটেই প্ৰবল।

ভারতবর্ষে হিউজিয়ার আন্দোলনে ইতিহাসে উল্লিখিত সত্যকে ভারতবর্ষে এক ভাবভাবের বহির্ভূত অস্বীকৃত বিভিন্ন প্রদর্শনীর এক বিশেষ স্থান আছে। এই সত্য প্রদর্শনীর ভাবভাবের হিউজিয়ারগুলির সংগ্রহকে সম্বন্ধিত করতে সাধ্যা রয়েছে। এই প্রদর্শনীগণি ভারতের জনগণের মধ্যে হিউজিয়ার-চেতনায় সত্যের ও বিচার ঘটবে। এই সব প্রদর্শনীর প্রত্যয় ইত্যাদি সত্যকে আন্দোলন হযোগে বর্তমান প্রবন্ধে খুবই কম। এখানে কেবলমাত্র 'হিউজিয়ার' অস্বীকৃত প্রদর্শনীর সত্যকে কিছু আন্দোলন করা হচ্ছে। কারণ হিউজিয়ার প্রদর্শনীর হিউজিয়ার আন্দোলনের ফলশ্রুতি মনে করা অসম্ভব নয়।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালিদের কুড়ি ভাতিবে শ্রীমদগোপাল বিহার 'ক্যান্টনাল গেলার' 'A National Gathering' নামে একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। এই আবেদনের ভিত্তিতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন কলিকাতায় চিংপুর নিবাসী স্বর্গীয় দাশ। নবমিঃহের উদ্যানে এক 'জাতীয় মেলা' অরুষ্ঠিত হয়। এট মেলাই চতুর্থ বর্ষ থেকে 'হিন্দুমেলা' নাম নেয়। এই মেলা নিছক আনন্দ উৎসব নয়, এটি আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত সর্বপ্রথম অরুষ্ঠান। জাতীয় উন্নতিমূলক সামাজিক সংস্কারের প্রয়াসও রয়েছে মেলা উপলক্ষে অরুষ্ঠিত প্রদর্শনীর মধ্যে। এই বর্ষের প্রদর্শনী আয়োজনের প্রেরণা উভোক্তা পেয়েছিলেন ইউরোপীয়দের দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী থেকে। হিন্দুমেলাও উদ্ভেদ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের, যদিও মেলাও প্রদর্শনীর প্রকৃতির মধ্যে ইউরোপীয়দের দ্বারা আয়োজিত প্রদর্শনীর প্রভাব ছিল খুব স্পষ্ট। মেলাও উদ্ভেদে প্রথম বহুভাষী শ্রীমদোমোহন বহু বলেন :

“.....ইহাতে অধিক আত্মবিশ্বাস বিবরণ এট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চতুর্দিক বেষ্টন
বৃত্তিকৃত উত্তর নিবর্তন অস্ত্রাঙ্গন হইয়াছে, প্রায় ব্যাপকগণ অথবা অপর্যাপ্ত ইহা
সহায়্যায়িত তাহাৎ প্রথম উত্তরক এবং প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু এই চৈতন্যময় নিরবিক্রিয়
স্বাভাবিক অস্ত্রাঙ্গন, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের ন্যায়গত সত্তা নাই, এবং যে সকল প্রা-
সারপ্রা প্রদর্শিত হইবে, তাহাও অধীন্য কেন্দ্র, বদেয় উত্তান, বদেয় ভূগর্ভ, বদেয়
নিয় এবং বদেয় জনগণের হস্তগত। স্বাভাবিক উত্তরসামান, ঐক্য স্থাপন এবং
ব্যবস্থান অস্ত্রাঙ্গনের চৌকি কয়ই এই সমাবেশের একমাত্র পথিক উদ্দেশ্যে।.....

.... "যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তত্ত্বাবধান, কালী ও কান্দোলের কাকগণ জয়পুর ও লক্ষৌয়ের ভাঙগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলীর কুমারগণ, পাটনার কবকগণ অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের—পূর্ব ও পশ্চিমের সমবায়দাতা, দম শিল্পী এবং সম-বিদ্যাভূষণগণ এই ষোল্লখেন্দার বস্তুস্থিতে আপন। তইতে আসিরা পরস্পর প্রতিযোগিতাযুক্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন এই মেলায় প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অমূল্য ও অতুল্য গৌরবাহিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে বঙ্গাভ্যন্তর গৌরবস্থিতি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নবরোপিত কৃষ্ণর ফলশ্রুতি হইল।"

তৃতীয় বর্ষে বিশ্বমেলায় উদ্ভূত বিষয়ক বক্তৃতায় বহু মহাশয় বলেন, "...বর্তমান অবস্থায়—এই মেলা দ্বারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজকীয় উন্নতি সম্ভবে না, সুতরাং তদাশোচনাও বুঝা। বর্তমান অবস্থায়—এই ইহা দ্বারা শিল্প, কবি, ও উত্তম বিদ্বৎ উন্নতি সম্ভবে।.....

....মেলাস্থলে প্রদর্শিতব্য জ্ঞান সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যখন জাতিসাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয় তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তশিল্প ও বস্ত্রশিল্প জ্ঞানাদি প্রদর্শন করাই সর্বপ্রথমে উচিত.....

....একবে যে সকল জ্ঞানাদি সহজপ্রাপ্য এবং দ্বারা প্রদর্শন দ্বারা আত্ম উপকার ও ভবিষ্যতের উন্নয়ন জন্মিতে পারে, তাহাতে বিশেষ মনোযোগ হওয়া কর্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গালিচা, ছলিচা, মশারী, চামর প্রভৃতি তত্ত্বার্থ, কামার কুমার ছুতার স্বর্ণকার কংকর প্রভৃতির কাককার্ণ, শিল্প ও কৃষিকর্মের বস্ত্রাদি এবং বিবিধ ফলমূল শস্ত প্রভৃতি আহাৰ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রীসমূহের নাম করা যাইতে পারে, তৎসঙ্গে হৃদেবা গম্ভীর্য ও জ্ঞানব্যা পান্ধুরি বিস্তার বস্ত্রাদির ক্ষুদ্র ও মহারোপ করা যাইতে পারে। এই সকলের মধ্যে যদিও কতক কতক সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু অবাশিত সামগ্রীরও নিবাচন, প্রদর্শন এবং তৎসম্পন্ন পায়িতোষিক অর্পণ নিতান্তই প্রয়োজন।"

বিশ্বমেলায় প্রদর্শনী সংক্রান্ত ঐ মনোভাবের মধ্যে বহু মহাশয়ের দৃষ্টান্তের পরিচয় রয়েছে আর ঐ মনোভাব গঠনে ভারতবর্ষের তৎকালীন মিউজিয়ামগুলি যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতকের মিউজিয়াম আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় স্বভাবতই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সংগ্রহগুলির কথাও এসে পড়ে। এগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অবশ্য প্রয়োজন কারণ যে সমস্ত পরিবারকে আশ্রয় করে সংগ্রহগুলি গড়ে উঠেছিল সেই সমস্ত পরিবারই উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার শিল্প ও শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন।

উনবিংশ শতকে বাংলা দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলিকাতার পাব্‌লিগ্‌-দ্যাটা ও মোড়ানীকোর ঠাকুর পরিবার, চৌরবাগানের মল্লিক পরিবার, শোভাবাজারের

বেহ পরিবার, ভূঁইয়াদের ঘোষাল পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার, বর্ম্মানের রাজপরিবার, স্বাধীনতার রাজপরিবার, মুনিরাবাদের নবাব পরিবার এবং আরও অনেকই বিখ্যাত সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। এই সময় সংগ্রহে প্রধানত পাঁচাত্তা রীতির ভৈলচিহ্ন, তাকরী এবং হংকংকম কাকশিহ ও কোতুলজনক বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল। বলা বাহুল্য এই সব সংগ্রহকে মিউজিয়াম অথবা বেওয়া বার না। সাধারণে এই সব সংগ্রহ দেখবার সুযোগও বিশেষ পেতেন না। তবে চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল গ্যালেরিতে (বর্তমানে ৪৬ নম্বর স্ক্রায়াস বাবু স্ট্রীট) সংগ্রহের দ্বারা উন্নিবেশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৫০-৫৫ খ্রিঃাব্দ) জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় (১৮৩৭ খ্রিঃাব্দ) সুতরাং আগে এক বছর পরিবর্তন হাতে তাঁর সংগ্রহটি সংরক্ষণ ও পরিচালনার ভার দিচ্ছে বার। খুব সম্ভবতঃ এই প্রতিষ্ঠানটিই পারিবারিক অর্থাৎ পরিবেশ পরিচালিত প্রাচীনতম 'আর্ট গ্যালারী'। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'মার্বেল গ্যালেরী' চৌরঙ্গির মধ্যে একটি পুস্তকালয় রয়েছে এবং আলীপুরের পুস্তকালয় শতকের অনেক আগেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।) মুনিরাবাদের নবাব পরিবারের হাজার হাজার প্রাসাদে পাঁচাত্তা রীতির চিত্রাবলী ও তাকরী, মোগলযুগের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রাচীন খুঁশিরের যে সংগ্রহটি গড়ে ওঠে সেটিও সংশ্লিষ্ট কতকগুলি অসম্ভবতঃ নিয়ে সাধারণে দেখতে পারত।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ইতিহাস মিউজিয়াম আইনটি বাংলাদেশে মিউজিয়াম আন্দোলনের ইতিহাসে খুব বড়গের ঘটনা করে সেই স্তর ঘটনা মোটেই অসম্ভব হয় নি। অতিবেই কলিকাতার আরও কয়েকটি সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতার মিউজিয়াম আন্দোলন যথেষ্ট গতিলাভ করে।

উন্নিবেশ শতকের অষ্টম দশকটি বাংলা দেশের মিউজিয়াম আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেকল ইকনমিক মিউজিয়াম (১৮৭৪), আলীপুর পুস্তকালয় (১৮৭৫) এবং গভর্নমেন্ট আর্ট গ্যালারী (১৮৭৬) এবং কালিলিভের লয়েড বোটানিক গার্ডেন (১৮৭৮) এই দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ পরিবার প্রথম দুটি ভদ্রাবধান করতেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থটি ছিল সরকারের প্রত্যেক ভদ্রাবধানে।

নানা ধরনের পুস্ত পাখী পোষার যেওয়াজ তারতবারে খুবই পুরাতন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুস্ত পাখী পোষার বাসন ছিল খুবই বেশী। বক্তব্যকে মোগলযুগ থেকেই আম্রাদের দেশের আদৌ ওমরাহ ও বনীশের মধ্যে পুস্ত পাখী পোষার যেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে বেশী মাত্রায়। সম্ভবতঃ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক ধনবান তারতবারের গৃহেই নানা-ধরনের পুস্ত পাখীর বেশ ভাল সংগ্রহ দেখা যেত। তারতে বৃষ্টিপ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী তাঁর ব্যারাকপুরে ভবনে এক ছোট-খাট পুস্তকালয় গড়ে তোলেন। কলিকাতার চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুস্তপাখীর সংগ্রহটি উন্নিবেশ শতকে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। কলিকাতার (বেটগাবুকে) নির্বাসিত অধ্যাপক নবাবের

পত্তন্যাবীর্ণ এক রীতিমত বড় সংগ্রহ ছিল। বছরের কয়েকটি দিন এই পত্তন্যালা জন-সাধারণকে দেখতে দেওয়া হত। নবাববাহাদুরের পত্তন্যালাই কলিকাতায় পত্তন্যালা স্থাপনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এমনকি নূতন পত্তন্যালা স্থাপনের জন্য আলৌপুর পঞ্চদশ ককার মিছনেও নাকি একই কারণে বিস্ত্রমান। ২ নম্বর আলৌপুর রোডে প্রায় পঞ্চাশ একর জমির উপর 'আলৌপুর জুজিক্যাল গার্ডেন' অবস্থিত। 'আলৌপুর পত্তন্যালা' বা আলৌপুর চিড়িয়াখানা নামেই এটি অবিক পরিচিত।

Mr. Carl Schwendler-এর দেওয়া অল্প কয়েকটি প্রাণী নিয়ে পত্তন্যালা যাত্রা শুরু করে। তারতের বিস্ত্র নৃপতি এবং কলিকাতার লাহা পরিবার, মল্লিক পরিবার ও আরও অনেক ব্যক্তির দানে অল্পকালের মধ্যেই পত্তন্যালায় সংগ্রহটি বেশ সমৃদ্ধ হতে ওঠে। বর্তমানে এটি তারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানটির নামাধারনের শিক্ষামূলক (উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও জনসংস্রক) কার্যক্রম বিস্ত্র মংলে একে বিশিষ্ট মর্যাদা দিচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানটির অনস্রিয়তার তুলনা মেলা তার।

কতিপয় তারতীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকের প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'The School for Industrial Art' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থলটি সরকারের নিকট হস্তান্তরের ফলে এটির নাম হয় 'Govt. School of Art'। এই ধরনের বিস্ত্রালয়ের সঙ্গে একটি 'কলাবীর্বি' (Art Gallery) রাখার প্রয়োজন থাকায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'Govt. Art Gallery' স্থাপিত হয়। বাংলার লেঃ গভর্নর তার বিচার্ট টেম্পলের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রকের আন্তরিক সমর্থনে এই আর্ট গ্যালারী স্থাপন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বউগাঙ্গারের ১৬৬ নম্বর বাড়ীতে তখন আর্ট স্কুল বলত আর ১৬৪ এবং ১৬৫ নম্বর বাড়ীতে 'আর্ট গ্যালারী' স্থাপিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে স্হৃষ্টির কলা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি এবং উত্তম কলাসামগ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় রাখা ছাত্রদের শিক্ষার পরিপূষ্টি করাই ছিল ঐ গ্যালারী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। লর্ড নর্থব্রক তার নিজস্ব সংগ্রহ থেকে কিছু কিছু নিবেদন আর্টগ্যালারীকে দান করেন এবং সেগুলি নিয়েই আর্টগ্যালারীর প্রাথমিক স্রাটন হয়। আর্টগ্যালারীর পরিচালনার জন্য শিক্ষা-অধিকর্তাকে (D. P. I) সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ঐননিনি কর্ম নিবাহের প্রত্যাক দায়িত্ব আর্টস্কুলের অধ্যক্ষের উপর স্রস্ত হয়। কিছুকালের মধ্যেই অধ্যক্ষকে পরাধিকার বলে আর্টগ্যালারীর আগাটিক (Keeper) ঘোষণা করা হয়। আর্টগ্যালারীর চিত্র সংগ্রহ সমৃদ্ধ করায় জন্য ইউরোপ থেকে চিত্রকরের তত্ত কিছু সংকারী অহুদানও মন্ত্র করা হয়। খ্রীস্তগবতী চরণ মল্লিক আর্টগ্যালারীকে ৫০০ টাকা দান করেন। চিত্রকরের জন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০০০০ টাকা বার্ষিক অহুদান মন্ত্র করা হয়। ইউরোপ থেকে রূপদী অথবা আধুনিক রীতির তুল চিত্র অথবা অহুতৃতি (Copy) সাধারণত সেই সময় কেনা হত। অতনিস্রই আর্টগ্যালারীটি বেশ অনস্রিয় হয়ে ওঠে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি Mr. Phear অর্থকরী সাহগ্রীর

সংগ্রহশালার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেক চিঠি লেখালেখির পর ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ছয় তারিখে স্যার ক্যাম্পবেল মিঃ ফিয়ারের বক্তব্য ও সভাসত যেনে নেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করতে বলেন। মিঃ ফিয়ার পাঁচই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলেন। পরিকল্পনাটির সঙ্গে বিশেষ মতব্য হিসাবে তিনি লেখেন :

"It is desirable that there should be in Calcutta readily available to the public, an arranged collection of the raw products of Bengal such as seeds, grains of paddy, and the more important manufactured products such as jute, silk, indigo, oil, sugar, country-cloth, together with models of the implements and machines employed in the process of production of manufacture, the whole supplemented by a descriptive catalogue which should shortly and sufficiently state in regard to each specimen, the history of the culture or manufacture (as the case may be) to condition to which it is subject or under which it is successfully carried on, the uses to which the product is put, the nature of the market for it, or other factors of economic importance."

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সাতই এপ্রিল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। ভালহাউসি ফ্যাক্টর অফলে অবস্থিত কাইমল হাউসের গুদাম ঘরটি সংস্কার করে মিউজিয়ামের উপযোগী করে তোলা হয় সরকারের নির্দেশে। মিউজিয়ামের সংগ্রহটি স্থানিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার ক্ষমতা কেবলি জেলার একটি করে স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং অফিসালের মধ্যেই পর্যবেক্ষণশীল জেলা কমিটি এবং এগারটি মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মিউজিয়ামে চারটি প্রদর্শনকক্ষ খোলা হয়। প্রথম কক্ষে আসাম ও বাংলার উৎপন্ন কাঁচামাল এবং শিল্পক্ষেত্রে সামগ্রী জেলাভিত্তিকভাবে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় কক্ষে ছিল ধান, ডাল, ও অন্যান্য শস্যাদি, তৈলবীজ, বিভিন্ন প্রকার রক্ত, চা, রজন ও নোর প্রকৃতি। তেশর, পাট ও অন্যান্য তন্তু উদ্ভিদ, রং প্রভৃতির উপযোগী উদ্ভিদ ও অন্যান্য অর্থকরী উদ্ভিদের বস্তুনিষ্ঠ ছবি তৃতীয় কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছিল। চতুর্থ কক্ষটিতে রাখা হয়েছিল নানাজাতের কাঠ, বাঁশ, বেত, উদ্ভিদ আঠা ও রজন এবং ধাতু, পাথর ও মাটির তৈজসপত্র।

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসরই মিউজিয়ামের স্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। প্রথম বাধা আসে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে, মিউজিয়ামকে বাড়ী ছেড়ে যেবার নোটিশ দেওয়া হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১২ নম্বর হেষ্টিংস স্ট্রিটের তাড়াবাড়ীতে নতুন প্রদর্শনশালায় উদ্বোধন হয়। কিন্তু পরের বছর জুনমাসে কর্তৃপক্ষের নিকট সরকারের নির্দেশ আসে যে কর্তৃপক্ষ যেন ১৮৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অচলিতব্য ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন কর্তৃপক্ষের নিকট মিউজিয়ামের সংগ্রহটি হস্তান্তর করেন। কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ শব্দও

শেষ পর্যায় সরকারের ইচ্ছামুযায়ী একজিবিবন প্রাকণেই স্থানান্তরিত হয় এবং পুনর্গঠিত রূপে প্রদর্শিত হয়। এইভাবেই বেকল ইকনমিক মিউজিয়ামের যত্ন স্বস্তি বিলুপ্ত হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল একজিবিবন সমাপ্ত হবার পর প্রদর্শনীর ব্যবতীয় জিনিষ কয়েকটি সর্বসাপেক্ষে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন। পারম্পরিক সম্মতিস্বারা স্থির হয় যে, চৌরঙ্গী হোলের উপরস্থিত মিউজিয়াম ভবনের দক্ষিণপ্রান্ত পরিবর্ধন করায় সমস্ত ব্যয় সরকার বহন করবেন ও গভর্নমেন্ট আর্ট-গ্যালারীটি দেখানো উঠে আসবে এবং উক্ত পরিবর্ধিত ভবন সংলগ্ন অর্দ্ধ পরিষ্কার ঠাঁকা অমিটি গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টের নতুন বাড়ী তৈরীর জন্য বাংলা সরকারকে দেওয়া হবে। এরই বদলে প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত প্রদর্শ্যাদি এবং বাংলা সরকারের পূর্বতন 'বেকল ইকনমিক মিউজিয়ামের' সমুদয় প্রাচীণ মিউজিয়ামকে দেওয়া হবে। ঐ সমস্ত সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য মিউজিয়াম এলাকার মধ্যে মিউজিয়াম ভবনের পূর্বপ্রান্তে পদার্থীটের উপর নতুন একটি ভবন তৈরীর প্রচেষ্টা সরকার বহন করবেন। এজন্য ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। সদর স্ট্রীটের বাড়ীটি ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই সময় এডগার বার্সটোন (Officialing Reporter of the Economic Product to the Government of India) প্রদর্শনী লব্ধ সমগ্র সংগ্রহটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংগ্রহের প্রাচীণ নিম্নলিখিত ভিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (ক) কালশিল্প (খ) জাতিগত ও নৃত্য (গ) অর্থকরী সামগ্রী। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের শেপ্টেম্বরে কালশিল্প বিভাগের এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারীতে দ্বিতীয় বিভাগের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ডঃ জর্জ ওডার্টের হাতে মিঃ বার্সটোন সমগ্র সংগ্রহের দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

ডঃ ওডার্ট কার্যভার হাতে নিয়েই সংগ্রহটির পুনর্গঠনে মন দেন। বহু নতুন নমুনার বাগা সংগ্রহটিকে সম্বদ্ধ করে তোলেন। দৃষ্ট এটিকে তিনি অসংখ্য নমুনার ভাণ্ডার করেই কান ছিলেন না, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি এটিকে একাধারে মিউজিয়াম এবং Documentation and Information Centre হিসাবে গড়ে তুলতে চেষ্টাছিলেন। প্রতিটি প্রদর্শন সম্বন্ধে বাবিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্ধান করার ও প্রদর্শন সম্পর্কে প্রকাশিত আধুনিকতম তথ্য আহরণ করার ব্যবস্থা করেন। এজন্য প্রতিটি প্রদর্শনের জন্য একটি করে 'ফাইল' (file) তৈরী করেন। 'Agricultural Leaders' এবং 'Circular Notes' মাধ্যমে সম্বন্ধিত তথ্যাদি বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়। বিভাগের ছাত্রদের উপযোগী করে রচিত সচিত্র 'School Lesson Sheets' মাধ্যমে অর্থকরী সামগ্রী সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্য বিতরণ সমূহে প্রেরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এছাড়া প্রদর্শনালয় সঙ্গে একটি 'Commercial Room' স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ ঘরটিতে নানাবিধের ব্যবসায়িক নির্দেশিকা গ্রন্থ (Directory), প্রতিবেদন (Report), অর্থকরী সামগ্রী সংক্রান্ত পুস্তকাদি রাখা হত। দর্শকেরা ইচ্ছা করলে ঐ সব গ্রন্থাদি পাঠ করতে ও প্রদর্শন সম্পর্কে

মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের দ্বারা আহবিত ওষ্যাদি বেধতে পাওতেন। 'Agricultural Ledgers', 'Circular Notes', 'School Lesson Sheets' ও 'Commercial Room' দ্বারকং বে অহুদয় দেবার বাবদ্য উনবিশ শতকের শেব দশকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের এই বিভাগটিতে চালু করা হয়েছিল। তার অন্ত ভঃ ওয়াট এবং মিউজিয়ামের তৎকালীন কর্তৃপক্ষকে অবতাই বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। এই সময়েই (1896 খৃঃ) প্রকাশিত 'Hours with Nature'.—R. B. Sanyal মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের আর একটি চমকগ্রহ প্রকাশন। শিকক ছাত্রের কথোপকথনের আদিকে হচিত প্রাদিত্ত প্রের্শনালা সম্পর্কে প্রকাশিত এই পুস্তকটির অভিনব ও প্রাকলভ্য তুলনা বিয়ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আদর্শ দ্বারা কর্তৃপক্ষ বজায় রাখেন নি। এমন কি অতি জনপ্রিয় ও অতীব শিক্ষাগ্রহ পুস্তকেরও (এমন কি, পাঠপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত) দ্বিতীয় সংস্করণের করা হয় নি। সব থেকে কোন্ডের কারণ এই যে কর্তৃপক্ষ অনন্যক পুস্তকাদির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকা সম্বন্ধে এই ধরনের পুস্তকাদি প্রকাশে যত্নে উদ্যোগী হন নি। এ দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে বোধহয় আজও চলছে—অনন্যক বিভিন্ন ধরনের প্রকাশন উনবিশ শতকের শেষদ্বারে বা বিশ শতকের প্রথমদ্বারে বের হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। অবত গবেষণামূলক কিছু কিছু অতি উত্তম গ্রন্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বের করেছিলেন—এগুলির অন্ত ওষ্যাদি নিম্নরূপেই গর্ভ অহুতব করতে পারেন।

1895 খৃষ্টাব্দের উনবিংশে আদ্ব্যাবী চৌরঙ্গী হোতব মিউজিয়াম ভবনের নূতন আশ্রয়ে গতগর্মেট আটগালাতীর উদ্বোধন হয়। ঐ সময় কলাবীথিতে ৪৩টি চৈলচিত্র, 96টি জলবস্ত্র চিত্র, 18টি এনগ্রেভিং, 51টি ফ্রোমোদিগোপ্রাক, 20টি বড়ি ও পেলিল ড্রিং এবং 96টি বিবিধ বস্ত ছিল। এ সম্বন্ধে অবিকাংশই ইউরোপ থেকে কেনা হয়েছিল। 1896 খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে E. B. Havel আর্টফুলের তত্তাবধায়ক (Superintendent) পদে নিযুক্ত হন এবং পরাবিকার বলে সতকারী কলাবীথির আগরিক (Keeper) হন। নূতন পদে যোগ দিয়ে মিঃ হাভেল উত্তম প্রতিকারেরই পুনর্গঠনে মন দেন। কলাবীথির সম্বন্ধে অন্ত প্রথমে তিনি নূতন প্রদর্শ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন এবং চার্লসিলের সঙ্গে সঙ্গে কার্লসিলের, বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তব অলঙ্কারের মনুনা [Specimens of 'Architecture and Architectural decorations'] সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর এই ধরনের সংগ্রহ বাস্তবের সমর্থনে তিনি পরবর্তীকালে (1900 খৃঃ) সম্বন্ধ্য করেন :

"...in order to be a reality art must be recognised as a part of domestic and public life and not merely be confined to museums and public galleries and collections of connoisseurs..."

করেক বছরের মধ্যেই তিনি অজন্তা ওহাচিট্রের অহুতকৃতি, মূল শৈলীর চিত্র, নেশাল, তিব্বত, আরব, পারস্ত প্রভৃতি দেশের ধাতব কার্লসিল্পদামগ্রী, বাচাপরীদ বিদ্যাত কিংবাব বস্ত এবং আরও অনেক উত্তম প্রদর্শ সংগ্রহ করেন।

ই. বি. হাভেল ছিলেন ভারতীয় চাক ও কার্কে শিল্পের অগ্রদূত শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা এবং ভারতীয় শিল্পধারা পুনরুদ্ধারের অগ্রদূত। এই মহৎ বাসনা রূপ দেবার জন্তই তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলারীধিকার প্রদানিত পাক্ষাত্য বৈদেশী ব্যবসায় নিদর্শন বিক্রী করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এমত উক্ত অত্যন্ত বিকল্প সমাপোচনার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অল্প ভাইদর পড়' কার্জন তাঁকে সমর্থন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলারীধিকার পাক্ষাত্য শিল্প নিদর্শনগুলি প্রস্তুত মিলায়ে বিক্রী হয়ে যায়। (পাখুবিদ্যাধার ঠাকুর পরিবার ঐদব শিল্পবস্তুর কয়েকটি কিনে নেন) এই সময় কলারীধিকার নতুন নাম দেওয়া হয় 'অশোক আর্ট গ্যালারী'। হাভেল সাহেব অসীম সমতা ও নিষ্ঠার অশোক কলারীধিকার ভারতীয় চাক ও কার্কে শিল্পের নিদর্শনে তরিয়ে তোলেন। সেদিন তাঁকে অনেক কষ্টক্লি সহ্য করতে হয় কিন্তু পরবর্তীকালের স্মরণীয়া। তাঁকে ভারত শিল্পের 'উদ্ধারকর্তা'রূপে সবচেয়ে সন্মান আসনে বসিয়েছেন। কারণ হাভেলকে কেন্দ্র করে ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের আশ্রয় করে বিংশ শতকে যে নবাবক শিল্পধারার বিকাশ হয়, তার চেউ সাগা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতশিল্প এক অকৃতপূর্ণ প্রাণশব্দনের স্রষ্টা হয়। এই হিলাবে আধুনিক ভারতীয় চাকশিল্পের বিবর্তনে অশোক আর্ট গ্যালারীর এক বিগট অবদান রয়েছে। হাভেলের পদাঙ্কই গ্যালারীর পরবর্তী আধুনিকগণ অনুসরণ করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মিউজিয়াম আইন পুনরায় সংশোধিত হয় এবং এর ফলে 'কালকটা ইন্টার স্প্যানেল এক্সিবিশন' লক্কে যে কালশিল্প সামগ্রী এতদিন সর্ব স্ট্রীটের ভবনে প্রদর্শিত হচ্ছিল সেগুলি অশোক আর্ট গ্যালারীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সর্ব স্ট্রীটের ভবনে কেবলমাত্র অর্থকরী উদ্ভিদ সামগ্রী ও জাতিতাত্ত্বিক সামগ্রীর প্রদর্শনালা থাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নতবর্গ পূর্ণ হয় এবং মহানমারোহে নতবর্গ জয়ন্তী পালিত হয়। সনামন্ত আন্তোব মুখোপাধ্যায় এই সময় অছি পরিবর্ষের নেতৃত্ব করছিলেন এবং তাঁরই আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় প্রদর্শনালায় পুনর্গঠন শুরু হয়। মিউজিয়ামের প্রদর্শনাদি প্রদর্শনের অগ্র অছি পরিবর্ষ নিম্নলিখিত ছয়টি বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন : (ক) চাকশিল্প, (খ) প্রাণতত্ত্ব, (গ) নৃত্য, (ঘ) প্রাণিতত্ত্ব, (ঙ) ভূতত্ত্ব এবং (চ) অর্থকরী উদ্ভিদ তত্ত্ব। অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রদর্শনালায় বর্তমান কাঠামো ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম রূপ পায়।

উনবিংশ শতকে বাংলা দেশে মিউজিয়াম আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। বিংশ শতকে অগ্র এই আন্দোলন অনেক ব্যাপ্তিসাধ করে। বিংশ শতকের প্রথম পাবে বাংলাদেশে অনেকগুলি মিউজিয়াম গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল কলকাতার বাইরে। বংগ্র অহুসন্ধান সমিতি স্থাপিত রাজসাহী মিউজিয়াম (১৯১০) [বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অকৃতক্লি] বালুঘরে স্থাপিত মালদহ মিউজিয়াম (১৯১১?) [এই মিউজিয়ামটি কয়েক বছর বাদে উঠে যায় এবং ১৯৩৭

পূ: পুন: প্রতিষ্ঠিত হয়] ঢাকার স্থাপিত ঢাকা মিউজিয়াম (1912) [বর্তমানে পূ: থাকিতানের অস্থলুজ] এবং দাখিলিঙে প্রতিষ্ঠিত দ্বাপাগাল টিট্রি মিউজিয়াম (1903) প্রকৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মিউজিয়াম আন্দোলনকে হুঙ্গগণিত রূপ দেবার লক্ষ্য 1907 খ্রি: কলকাতার এক সর্বভারতীয় সঙ্গ্রহণ অস্থলিত হয়—এটি ভারতবর্ষে এই ধরনের সর্বপ্রথম সম্মেলন এবং একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিশ্ব শতকে প্রথমবারে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। 1901 খ্রি: সালে মহারাষ্ট্রি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। ভারতে মহারাষ্ট্রি স্থতি রক্ষার লক্ষ্য নানাদরনের প্রস্তাব ওঠে সে সময়ে। হুঙ্গর উত্থান বেক্তিত ভাবগভীর এক ভবনের মধ্যে মহারাষ্ট্রি ভিক্টোরিয়ার নামে একটি মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব করেন ভাইসরয় লর্ড কার্জন। প্রস্তাবটি ভারতীয় নৃপতিহুল ও জন-সাধারণ এবং ব্রিটিশ রাজপুত্রবর্গ ও জনসমাজ সমর্থন করেন। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' প্রতিষ্ঠা প্রদগ এখানে একটুখানি আলোচনা করা হুঙতো অপ্রাসঙ্গিক হবে না; মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্দেশ্য নিরেট এটির দ্বারা শুক। এর দৌর ও প্রদর্শ সঙ্গ্রহ প্রধানত: সাধারণের [একদেখীয় নৃপতিহুল, ভূমধাকারী, ব্যবদায়ী ও সাধারণ সাহু] দ্বানেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই প্রদৃত জনলব্ধোগিতা পাওয়া গিহেছিল। হুঙতো 'চাল্লভক্তি' থেকেই এই সহযোগিতা উদৃত, তবুও তৎকালীন সাংবাদগ্দের পৃষ্ঠাগুলি দেখলেই বুঝা যায়, জনসাধারণ বেশ সক্রিয়ভাবেই এর সংগঠনে অংশ নিরেছিলেন। কারণ স্থান নির্বাচন থেকে শুক কয়ে সংগ্রহের প্রকৃতি নিরূপণ প্রদর্শ পর্যন্ত সকল বিষয়েই বিপুল বিতর্কের হুচনা হুঙেছিল সাংবাদগ্দের পৃষ্ঠায়।

লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন যে, ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে মূল্য যুগ থেকে শুক কয়ে ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের এক সামগ্রিক চিত্র কুলে ধরা হবে।

"...The central idea of the Victoria Memorial is that it should be a Historical Museum, National Gallery, and that it alone ..

.....It is, I think, essential that the art, the science, the literature, the history, the men, the events which are there in commemorated must be those of India and of Great Britain in India alone..."

[Lord Curzon's address, 26th Feb 1901]

দুঃখের বিষয়, লর্ড কার্জনের বক্তৃতাহুয়ারী রূপ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পায়নি। অনেকের ধারণা এই বিফলতার অগ্রতম কারণটি হচ্ছে যে দ্বাপা এর পরিচালনা ও তদ্বাবধান করেছেন তাঁদের কারও লর্ড কার্জনের মত ইতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বলার কথা এই যে, দ্বাপা ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে আধুনিক ভারতের (রাজনৈতিক) ইতিহাস সংলিট নথিপত্রাদি প্রদর্শনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট আছে। (যদিও

প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল এবং নবিশ্বের সংগ্রহও একপেশে বা অসম্পূর্ণ। ভিক্টোরিয়া শ্রাঘকেও তিস্তপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভবনের কারোদ্যাতিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু অছি পরিষদ সংগৃহীত প্রত্নগুণি ইতিহাস মিউজিয়াম ভবনের একাংশে ‘ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এক্সিবিশন’ নামে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। প্রথম থেকেই এটি অতুত্পূর্ণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সে জনপ্রিয়তার দোঁচাগা এট প্রতীষ্টানটি আজও তোগ করছে। তবে এর প্রদর্শনশালা আধুনিক মিউজিয়াম বিজ্ঞান সম্বতভাবে গড়ে তুলতে পারলে প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা ও শিক্ষাগত মূল্য আরও বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।

বিশ্ব শতকের সূচনার বাংলাদেশে আর একটি মিউজিয়ামের পুস্তন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অঙ্গ হিসাবে এটি গড়ে ওঠে। বঙ্গ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা ছিল পরিষদ প্রতিষ্ঠার অন্ততম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সে সময়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মগনের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তমু যে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা নয় তাঁর চিন্তাধারাই সাহিত্য পরিষদকে মিউজিয়াম স্থাপনে উৎসাহিত করে তোলে মনে করা অসম্ভব নয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত কবি নবীনচন্দ্র সেনের স্বস্তিরক্ষা করে চট্টগ্রাম সন্নিহীন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিমত চেয়ে যে চিঠি লেখেন তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ‘মানদী’ [১৫৪ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ] পত্রিকার লেখেন “...সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান যুগ কবির অঙ্গ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাতুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতে পারিবে।

যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সন্নিগনীয় গুণক চইতে আমার এই প্রস্তাব সাহিত্য পরিষদকে জ্ঞাপন করিতে পারেন। ইতি ৩রা ১৫৪ ১৩১৫।”

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বর্তমান নিজস্ব ভবনে উঠে আসে এবং সেই বৎসরেই ঐ ভবনের একাংশে ‘সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা’ নামে মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্যিকদের স্বস্তিমণ্ডিত বস্তু, পাতুলিপি, ও গ্রন্থাদির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক বস্তু মিউজিয়ামে সংগৃহীত হতে থাকে। ‘বঙ্গভঙ্গ’ অন্তত আন্দোলন এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে যে স্বাধীনিকতার জোয়ার বটরে বিয়েছিল সেই স্বাধীনিকতার মনোভাবের ফলে সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়াম অঙ্গনকালের মধ্যে খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলিকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে অধিবেশন প্রাক্কণে সাহিত্য পরিষদ যে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন সেই প্রদর্শনীগুলি সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়ামের সমৃদ্ধি পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

বিশ্ব শতকের প্রথম দশকে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দাখ্য মহাবৈজ্ঞানিক

State Archives, (1909) অগ্রভূতঃ। Imperial Record (1891) (বর্তমান নাম National Archives of India) অগ্রভূতঃ সে সময় কলিকাতাতেই ছিল ; 1926 খৃঃ আদ 1937 খৃঃ দুই বছর বিলম্বিত হানাস্থিত হয় ।

প্রথম মহাদুর্ভিক্ষ মিউজিয়াম আন্দোলনের অগ্রগতি কিছু পরিমাণে বাহ্যত করে কিছু এই মহাদুর্ভিক্ষ কলিকাতায় 'Commercial Museum' নামে নতুন একটি সংগ্রহালয়ের জন্ম দেয়। যুদ্ধের ফলে ইউরোপ থেকে আমদানী বন্ধ—ভাণ্ডারে বিকল্প বস্ত্র তৈরীতে উৎসাহ দিতে এই মিউজিয়ামের সৃষ্টি হয়েছিল। মিউজিয়ামের সঙ্গে একটি কমার্শিয়াল লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। প্রথম মহাদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচবার কঠোর পন্থা মিউজিয়ামটি উঠে যায় তবে প্রশ্নাগারটি আজও বজায় আছে। বর্তমানে এটি অগ্রভূতঃ খেঁচ 'কমার্শিয়াল লাইব্রেরী'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের পঠন-পাঠনের জন্য যখন বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন বিভাগে মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মিউজিয়াম (1918), প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের মিউজিয়াম (1919) এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়াম অগ্রভূতঃ (1920)। আর. জি. কন বেলকল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের মিউজিয়াম এট সময়ের (1916 খৃঃ) স্থাপিত হয়। 'হুল অফ ট্রেনিক্যাল বেডিসিন' প্রতিষ্ঠানে মিউজিয়াম স্থাপিত হয় 1921 খৃঃ। বেলকল ভেটেরিনারী কলেজের মিউজিয়াম অগ্রভূতঃ 1894 খৃঃ। স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতী কলিকাতাবনে যে সংগ্রহশালাটি গড়ে উঠেছে সেটির জন্মকাল বলা হয় 1922 খৃঃ। এগুলির কোনটাই 'পাবলিক মিউজিয়াম' নয়। তবে যে কেউ বিভাগীয় প্রধানের অস্থায়িত্ব নিয়ে মিউজিয়াম দেখতে পারতেন।

1932 খৃঃ। কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে কলেজ প্লট মার্কেট অকলে 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম এবং জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ' স্থাপিত হয়। জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগের কাজ ছিল জনসংযোগ বিষয়ে পত্রবাহনকে লক্ষ্য করে তোলা। ছোটবড় কারখানার উৎপন্ন যাবতী ব্যবহার প্রচারে সহায়তার স্বার্থে নিয়োজনের সাহায্য করাও ছিল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। ছোট-বড় কারখানা স্থাপনে দেশবাসীকে উৎসাহিত করার জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে কারগরী তথ্যবহুল অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রায় একই সময় উদ্দেশ্য নিয়ে 1935 খৃঃ। লক্ষণী শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগ্রহ-শালা স্থাপিত হয়। স্থায়ী প্রদর্শনালয় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি এক সময়ে জারামাণ [ঘোঁরঘানে সংস্থাপিত] প্রদর্শনালয় সাহায্যে সূত্র শিল্প ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে হস্ত প্রচার চালাত বাংলায় গ্রামে গ্রামে। পরাধীন ভারত অপেক্ষা স্বাধীন ভারতে এই ধরনের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। বিশেষতঃ জারামাণ প্রদর্শনালয় সংক্রান্ত সূত্র ও সূত্র শিল্প অধুনা উন্নত কারিগরী বিভাগ প্রয়োগ কৌশল

প্রদর্শনস্বরূপ ঐ সময় শিল্পে প্রাপচাকলা ফিরিয়ে আনতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক চিত্রই বদলে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মধ্য উদ্বেগ নিরে শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগ্রহশালায় সৃষ্টি হয় সেই অতীত পুরণের জন্য যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয় নি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জুই মিউজিয়ামটি স্থাপিত হ'ল পাটচাষ ও পাটজাত দ্রব্য সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। এটিকেও যথাযোগ্যভাবে গড়ে তোলা একান্তই দুরকার।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে Academy of Fine Arts স্থাপিত হয়। প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষ ভারতীয় চাক ও কারশিল্পের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি ক্যাবিনেট রোডের নিজস্ব ভবনে উঠে আসে। মনোরম পরিবেশে দর্শকেরা সেখানে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত নানা বস্তু, মূল্য ভারতের বিভিন্ন শৈলীর চিত্র এবং সাম্প্রতিক শিল্পকলার নানা সামগ্রী দেখতে পাবেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার তমলুক নহরের 'হামিলটন স্কুলে' এক 'সংগ্রহ' স্থাপিত হয়। এটিকে মিউজিয়াম 'আখ্যা' দেওয়া চলে না। তবে বিজ্ঞানগত মিউজিয়াম বা 'সংগ্রহ' স্থাপন করার চেষ্টা এই প্রথম। এই বিজ্ঞানগত সংগ্রহটিতে স্থানীয় ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু ভাল প্রদর্শন সংরক্ষিত আছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ঠাকুরপুকুরের ব্রজচাঁদী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত, গুরুসদয় মিউজিয়ামের ব্রজচাঁদীগ্রামস্থ বর্তমান ভবনে প্রদর্শনালয় উদ্বোধন হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, তবে সংগ্রহ গড়ার কাজ শুরু হয় ১৯৩৩ খৃঃ বর্ষীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বালদেহে একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হয় বটে কিন্তু সেটি কয়েক বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৩৭ খৃঃ বালদেহে নতুন করে আবার একটি মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক ১৯৩৭ খৃঃ আশ্রিত্যে মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। সমগ্র ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এইটাই সর্বপ্রথম সাধারণ সংগ্রহশালা। কলেজ স্ট্রীটস্থ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে শতাব্দিক ভবনের পশ্চিম অংশে অবস্থিত এই মিউজিয়ামে বাংলা ভাষা পুস্তকভর্তি পুঁজোভাণ্ডার বস্তু ও লোকশিল্পের এক মূল্যবান সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুগোপ বিভাগে বাণিজ্যিক সংগ্রহশালা স্থাপিত হয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪১ খৃঃ হাওড়া জেলার বহিষ্কৃত গ্রাম রাজলহাটে 'অম্বুলা প্রদর্শনশালা' খোলা হয়। গ্রামীণ মিউজিয়াম হিসাবে এটিকে পরিচিতি বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথের ভিত্তোস্তাবেশের পর রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত বস্তুগুলি, রবীন্দ্রনাথের অঙ্কন চিত্রপত্র ও বচনাব পাতুলিপি, চিত্র ও অঙ্কন সামগ্রী আয়তনের উদ্দেশ্যে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র স্মারক সংগ্রহশালায় পণ্ডন হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিই 'রবীন্দ্র স্মরণ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বিভিন্ন মহামুখ বাংলাদেশে মিউজিয়াম আন্দোলনকে যথেষ্ট ব্যাহত করে। কলিকাতার অধিকাংশ মিউজিয়ামের দ্বারই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অম্বুলা সম্পদগুলি শত্রুর বোম্বার আঘাত থেকে বাঁচাতে নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। বলাবাহুল্য স্থানান্তরণের

সময় কিছু কিছু প্রদর্শন প্রতিষ্ঠান হয়। কলিকাতার মিউজিয়াম-ভবনের কয়েকটি সাময়িক প্রয়োজনে 'সিমনস' অধিকার করেন এবং সাময়িক বাহ্যিক হাতে কোন কোন মিউজিয়ামের প্রদর্শন ও মিউজিয়াম-উপকরণাদি (museum-equipments) যথেষ্ট কতি হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিভাগের ফলে ঢাকা মিউজিয়াম ও রাজশাহী মিউজিয়াম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার নানা সমস্যা সত্ত্বেও স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিম-বঙ্গে অনেকগুলি মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রিস' কলিকাতার 'ক্র্যাফটস মিউজিয়াম' স্থাপন করেন। কালিকাতার 'হিমালয়ান রাউটেনারিং ইন্সটিটিউট' ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সংগ্রহশালায় পত্তন করেন; ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐটির নামকরণ হয় 'এস্টাবলিশমেন্ট মিউজিয়াম' কালিকাতার 'হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের' প্রতিষ্ঠা-বছর হল ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐতিহ্যবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলীয় জীবজন্তু সম্বন্ধে এই পত্তনশালায় কর্তৃপক্ষ অসুস্থ-তবিভ্রান্তে একটি জীবতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় স্থাপনে অসীল। 'লয়েড বোটানিক্যাল পার্কের' কর্তৃপক্ষও অসুস্থ বাসনা গোষণ করেন। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি যদি যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় তাহলে তৎপরে তবিভ্রান্ত দুইই প্রতিষ্ঠানসমূহ। তবে বিশেষ অতীত সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষার জন্তও যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের প্রথম বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিষয়ক সংগ্রহালয়টি 'বিজ্ঞান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম' নামে কলিকাতায় ১৯৫৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত শিল্পশিল্প-গোষ্ঠী বিজ্ঞান পরিবার সংগ্রহালয় স্থাপনের জন্ত তৎপরে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতার বাড়িটি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেন। ভারত সরকার পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নত প্রদর্শনীয় ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দ্বারা বাংলা দেশের মিউজিয়াম আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে কর্তৃপক্ষ বাংলার মফঃস্বল পন্থে এমনকি, গ্রামাঞ্চলে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী (Temporary) প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। ১৯৬৭ খ্রীঃ হ'তে বিশেষভাবে নিমিত্ত মোটরবাস (Museum-bus) প্রদর্শনশালা স্থাপন করে কর্তৃপক্ষ 'বিজ্ঞানের' যে পন্থা নিয়ে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে, হাটে হাটে, মেলায় প্রাক্ষেপ, রাজ্যের দ্বারে ছাড়াই হচ্ছেন সে কর্মোচ্চের জন্ত কর্মীদেরকে ও কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই। এই প্রসঙ্গ জানান যেতে পারে যে, 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের' অসুস্থ মিউজিও-বাস বছর খানেকের মধ্যেই পন্থা নিয়ে বাস্তব শুরু করবে। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্তই এই ধরনের প্রচেষ্টা অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। মিউজিয়াম কর্মীদের সব সময়ই মনে রাখা প্রয়োজন জনগণের অর্থেই মিউজিয়ামগুলি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, কাজেই জনগণের কাছে যেতে তাদের যোগ্যতা পদ্ধতিতে মিউজিয়ামকে তুলে ধরা শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়, কর্মীরা একজ করতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে

বাধ্য। অন্ত্যায় মিউজিয়ামগুলির উন্নতি'ও দূরের কথা। অস্তিত্ব সম্পর্কেই আশঙ্কার কারণ ঘটা বিচিত্র নয়।

১৯৬১ খৃঃ বাংলায় তিনটি মনোবী শ্রাবক সংগ্রহশালা (Personalia Museum) স্থাপিত হয়। এগুলি হচ্ছে : বহু পরিবারে পৈত্রিক বাসভবনে স্থাপিত 'নেতাজী মিউজিয়াম', ঠাকুর পরিবারের পৈত্রিক ভবনে স্থাপিত 'রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়াম' (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত) এবং ব্যাংকপু্রে স্থাপিত 'গান্ধী শ্রাবক সংগ্রহালয়'। ১৯৬১ খৃঃ হাওড়া জেলার নবাবন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দ নিকেন্তন কীর্তিনাল' গ্রামীণ সংগ্রহশালা হিসাবে অবস্ৰই উল্লেখযোগ্য।

বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলায় কয়েকটি গ্রন্থাগারকে আকর্ষণ করে বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে হাওড়া জেলার রাজবলহাটের 'অমূল্য গ্রন্থশালা' ও পাণিগ্রাসের 'নরং স্মৃতি সংগ্রহশালা' [মনোবী শ্রাবক সংগ্রহ], মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন', মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, বর্ধমান জেলার 'জ্যোত্স্না মাধনলাল পাঠাগার ও সংগ্রহশালা' ও চব্বিশ পরগণা কীর্তিনালপাড়ার 'অবি বন্ধন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বিষ্ণুপুর শাখা, ঠাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে 'আচার্য যোগেন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন' [১৯৫১] নামে এক সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন। গ্রামীণ সংস্থা হিসাবে গ্রন্থাগার এবং মিউজিয়ামের সহাবস্থান ও সহযোগিতা খুবই কামা। ব্যতিক্রমকে উভয় প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য এক এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। গ্রাম্যকলে নিঃসার্থ কর্মীর বশেষে অত্যা। গ্রামীণ সংস্থার পক্ষে অর্থের অভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী রাখা অধিকার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অথচ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বিজ্ঞান সম্মতভাবে মিউজিয়াম গড়ে তুলতে বশেষে সাহায্য করতে পারেন। গ্রাম্যকলের উন্নয়ন ও অর্থসামর্থ্য বিধাবিকল্প হওয়াও বাহিনীর নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন অঙ্গুলারে সংগ্রহশালা ব্যতিরেকে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক বিষয়ে পঠন পাঠনের জন্য অছনোদন পাওয়া যায় না—ছোছাস্তরকালে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বে লম্বত কলেজে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক বিষয়াবলী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে তাহের প্রার সবগুলিতেই বেশ ভাল সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞা পঠন-পাঠনের জন্য সংগ্রহশালা থাকা আবশ্যিক হওয়া উচিত। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পঠন-পাঠনে সহায়তার উদ্দেশে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহশালা' পুরাবস্তু এক সংগ্রহ গড়ে তুলে পৃথিবীতেই সন্ধান অর্জন করেছেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়দ্বিধে যে বাণিজ্যিক সংগ্রহশালাটি গড়ে উঠেছে সেটির দ্বার জনসাধারণের জন্য হবিবার উন্মুক্ত থাকে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ অবস্ৰই ধন্যবাদের পাত।

১৯৬২ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্টেট অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল গ্যালারী' নামে এক প্রদর্শনশালা স্থাপন করেছেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর এক অতি মূল্যবান সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। এটিকে একাত্মে কেবলমাত্র প্রদর্শনশালা (Gallery) নামে অভিহিত করা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বহুমুখী সংগ্রহশালা এবং চিত্রশালা (Art Gallery) গড়ার অনতিবিলম্বে মনোনিবেশ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিভাগীয় সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে ডকুমেন্ট ও উপলব্ধি কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 'জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা' (Ethnographic museum) [1955], কলিকাতা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে 'শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগ্রহশালা' [1937], কলিকাতা, বন ও পশুপালন দপ্তরের অধীনে 'টিস্যার মিউজিয়াম' কলিকাতা, এবং 'ডাও হিল কস্টেট মিউজিয়াম', কালিগাং, উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ জুট টেকনলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী এবং সেন্ট্রাল গ্রাস এন্ড সিগারিট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ছোট বিভাগীয় মিউজিয়াম আছে।

শিল্পপতি গোপী বিড়লা পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিড়লা তারারগুল (Birla planetarium) [1962], এবং বিড়লা একাডেমী অফ আর্ট এন্ড কালচার : মিউজিয়াম [1966], বাংলাদেশের সংগ্রহশালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট সংযোজন।

বাংলার দুই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকেই একটি করে মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন। ১৯৬৬ খৃঃ হুগলী জেলার চন্দ্রনগরে 'ইনস্টিটিউট অফ চ্যান্সেরনগর : মিউজিয়াম এন্ড আর্ট গ্যালারী' নামে নতুন এক সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। নতুন এই সংগ্রহশালা তিনটির সংগ্রহ বর্তমানে খুবই ছোট, তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুর্শিদাবাদ জেলার জিরাগঞ্জে একটি পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা স্থাপনে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে কাজও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নিকট-ভবিষ্যতেই এটির যারোম্বাটন হবে। মুর্শিদাবাদ শহরের 'হাজারদুয়ারী' গ্রামাঞ্চল সংগ্রহটিকেও একটি সরকারী সংগ্রহশালার পরিণত করা প্রয়োজন; অগ্রথার ঐ মূল্যবান সংগ্রহটি নষ্ট হয়ে যাবে। স্বাধীনোত্তর কালে স্থাপিত মিউজিয়ামসমূহের বিবরণসমূহ উপর চোখ বুলালেই পশ্চিম বাংলার মিউজিয়াম আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সত্ত্বে আত্মস্থ পাওয়া যাবে। কলিকাতা ছাড়িয়ে বাংলার বাকসকল শহরে এমন কি গ্রামেও মিউজিয়াম গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ঐ সব গ্রামীণ মিউজিয়ামের সংগ্রহের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় চাষিবা পুণ্যের প্রতিফলিত। কিন্তু জুখের বিষয় ঐ সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের তৃণাদুষ্টি আচরণ পড়ে নি। 'মিউজিয়াম' প্রসঙ্গে সরকার 'বোর হয় এখনও বিকেন্দ্রী-করণের প্রয়োজনীয়তা' তিরস্কৃত উপলব্ধি করেন নি। স্বাধীনোত্তরকালে সরকারী ও আবাদস্বত্বাধী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামের প্রায় সবগুলিই কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। ১৯৫৭ খৃঃ হতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিউজিয়াম বিজ্ঞান' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাপন, ১৯৬২ খৃঃ স্থাপিত Museum Association of West Bengal-এর প্রতিষ্ঠা পশ্চিম বাংলার মিউজিয়াম আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা দেশের মিউজিয়াম আন্দোলনেওই ফলশ্রুতি যেমন উপরোক্ত দুই প্রতিষ্ঠান, ঠিক তেমনি পশ্চিম বাংলার মিউজিয়ামগুলিতে পরিবর্তনের যে চাপেরা লেগেছে তাতে উপরোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানেরও কিছু অবদান রয়েছে।

An outline of museum movement in Bengal
By Pankaj Kumar Datta

বাংলার যাত্রঘরে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ভালিয়ে যুবরপন্থী অজরের অবলুপ্ত জলে
বসিযুক্ত অলংকারে টেরাকোটা তরুণী রতনসী
সিঁ-তল সমুদ্রে যেতে জাহাজেরে কোদিত কলকে
হাজার বছর পরে আনাকেই স্নেহে নিতে চায়।

প্রত্যয়বীণায় কাঁধে নিয়াকার বিষাদের হর,
ঐষ্টাংশের বিম্বিত হৃদয়
লিঙ্গের স্তম্ভাংশে কাঁধে শিলাঘরী পুখুণজঘনা,
পাথরের বীণায়েরে যে-প্রেরণী শিলাবতী কূলে
গান গায় হৃদয়ত বানশ্য।

রমিত বৃন্দলিমে মৌণ কুমাবে প্রণয়-প্রতিম্বা,
বাজুগন্ধে ফুলবালা, উন্মোচিত পাখির হৃদয়,
কলোবতী কূলে তার কেটেছিল হাজার বছর
এখন ক্ষুদ্রিত শোকে অধরের অব্যক্ত নাচনা।

এরা সব শিলামুদ্রিতি ; পাথরেরে লিটিকে লহর,
দুয়ার নিলুগ পটে টেরাকোটা হরের স্বপ্ন,
তাত্রলিপি হাজার বছর।

মিউজিয়াম এবং কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক

শ্রামলকান্তি চক্রবর্তী

বাংলাদেশে মিউজিয়ামের জগলর আঠাধোনে চৌধুর এমিরাজিক সোলাইটর আহুক্লে। তারপর থেকে এদেশের মানব-পুণ্যবৃত্তচর্চায় ক্ষেত্রে মিউজিয়ামের অবধান অনেকখানি। সংগ্রহশালার গবেষণা-ধর থেকে এদেশের টুকরো টুকরো অতীতকে পুনর্বোধনা করে বিশ্বকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'ভারতবর্ষ ইতি হু আল'—এমনটাই ছিলো ভারতবর্ষ। 'আভ্যন্তঃই কোঁচুহল জাগে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দিনে বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে মিউজিয়ামের প্রভাব কিছু নড়েছিলো কিনা! বিষয়টি গভীর গবেষণা-সাপেক্ষ হলেও, স্বীকার করতে বিধা নেই, আমরা এখনো পান্ডিত্যের মতো ততটা মিউজিয়ামগত-মন হয়ে উঠতে পারিনি। 'অভিজ্ঞ সহকর্মীর কাছে শোনা, কলকাতার চাবিকাঠি ধার হাতে এমন এক দূতপূর্ব শেখিকও নাকি কলকাতার মিউজিয়াম দেখেন নি।

বাংলায় সাহিত্যিকেরা সাধারণতঃ যতাবে অত্মমুখী। এ দেশের কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ থাকে বাণভট্টের মতো শিল্প-সাহিত্য সমাজ-রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির 'সর্বজনগণ উজ্জিষ্ট-কারী' বলে মনে করা হয়, তাঁর রচনাবলীতেও মিউজিয়াম উল্লেখ্য স্থান পায় নি। 'অবশ্য উনবিংশ শতকে যে সব বাঙালী ভারতভক্ত চর্চার নিযুক্ত ছিলেন এবং একযোগে সাহিত্য বাহ্যারও করতেন তাঁদের রচনাবলীতে মিউজিয়াম ও তার সংগ্রহের সতর্ক প্রবেশ ঘটেছিলো। এঁদের মধ্যে রাস্মা বাঞ্ছেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষরকুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা কর্তৃত্বেরে মিউজিয়াম বা অমুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে একাধারে নন-টেকনিক্যাল অথচ সাহিত্যিকেরে ব্রতী এমন ক'নের সাহিত্যচর্চায় সংগ্রহশালা কতখানি প্রেরণা যুগিয়েছে তাও লক্ষ্য করার মতো। প্রথমতঃ উল্লেখ্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বরলাল দাস এমনকি, রবীন্দ্রনাথেরও প্রত্যন্তযজ্ঞের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা বিস্ময়ে বহিম। হেমচন্দ্রের 'হত্যার প্যাচার গান', বিশ্বেশ্বরলালের 'হতে পার্জাম' এবং রবীন্দ্রনাথের খণদ্যাকার কয়েকটি ছড়া ও কয়েকটি বাব-কোঁচুক এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধবে যে অল্প কয়েকজন বাঙালী সাহিত্য-সেবী মিউজিয়াম বা সেই অর্থে সংগ্রহশালার প্রতি অহরন্ত দৃষ্টিপাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাংবাদিক-ঔপন্যাসিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৬-১৯২০) নাম উল্লেখযোগ্য। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রকাশিত (বাং ১০১৯) তাঁর 'হকের তার্ক্য' প্রবন্ধটি বরেন্দ্র-অমূলজান সমিতি আয়োজিত সেকালের পাবলিক লাইব্রেরীতে এক মূল্যবান ভাষণ-প্রদর্শনীর ভিত্তি বিবরণ। এই সংগ্রহের সৃষ্টি-পরিচয় লিখতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিকের পুণ্যদৃষ্টি সন্দেহ বজায়

স্বাভেদে পাবেন নি একথা নিজেও স্বীকার করেছেন ; কিন্তু প্রবর্ণনীকে সাজানো কয়েকশো বছরের পায়দা-ক্রিয়া দেখে বাঁকাবেগের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আবেগ উদ্ভূত হয়েছে। এক কথায়, ঐ প্রবর্ণনীর বিবরণী রচনাকে অশ্রয় করে তিনি তৎকালীন বৈজ্ঞানিকবোধের সঙ্গতকে আবেগে একটু উপেক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ বৈজ্ঞানিকবোধের অননুভবীয় রচনাভঙ্গীর নিবর্ণন দেওয়া যাক :

‘এইবার শাবলিক লাইব্রেরী হলে প্রবেশ করিতে হইবে। সে হল এখন অশুভ
 বাত্মহের পরিণত হইয়াছে। দ্বাত্রিংশ বর্ষ পূর্বের বাত্মহের বাত্ম হই যবে সাজানো আছে।
 ধরাহস্তের এককাল সে বাত্ম হস্তিকার আবরণে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; এখন তিনি
 দেখিলেন যে, বাত্মালী পূর্বপরিচয় জানিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে, অতীতের বাত্ম
 অপসারিত করিয়া পিতৃপরিচয় প্রকাশ করিবার যোগ্য হইয়াছে, তখন সে হস্তিকার বাত্ম
 আবরণ দূরে ফেলিয়া দেয়। বাত্মালী স্বীয় গঠনগত অশুভ সামগ্রী উপলব্ধি করিয়াছেন।
 একবার দেখ বাত্মালী, তোমাং গৌরবগরিমামণ্ডিত অতীত বিস্তৃত বিস্তার দৃষ্টিভঙ্গি
 একবার দেখ। এইখানে বাত্মালার কোমল কমলগতা সজিত বহিয়াছে, এইখানে
 বাত্মালীর সব মাধুরী সাজান রহিয়াছে। একবার দেখ।………ভাওয়া সব কেমন বাত্মালী
 ছিল বাত্মালী শব্দে কুঁদিতা দেবতা বাহির করিয়াছে।’……

‘যে দেখিতে জানে, সে এই প্রাণধনী হইতে সেই পুরাতন গুপ্ত কথাই ইঙ্গিত পায় ;
 বিশ্বস্তির সম্মুখণে আশার দুঃখের দিলে কটিকন্দাচিৎ স্মৃতির একটি আঘাট স্মৃতির
 দীপ্তিমান হইয়া উঠে।—সে আলোকে অতীত কাহিনী স্পষ্ট হয়, স্নানীয়ার মুখে
 জাতির সম্পর্কে ‘বাহুবল’ কবিতায় সত্যোদ্ভবঃ বস্তুর (১৮৮২-১৯২২) নান্দীবচন ।
 রবীন্দ্রাহ্মণ্য কবিতামাঝে সবচেয়ে বেশি ইতিহাস-সংযুক্ত কবি সত্যোদ্ভব । আত্মিক-
 ভাবেই উদ্ভাবিকার সূত্রে পাওয়া এই ইতিহাস-অভ্যুদয়তা তাঁর রচনার অমূল্য সম্পদ ।
 ইতিহাস-পুরাণের খুঁটিনাটি অথবা তাঁর কবিতার অহুদ্যত হয়ে আছে । ‘বেণু ও বীণা’
 (১৯১৩) কাব্যগ্রন্থে তাঁর চারটি কবিতা আছে যাদের বিষয়বস্তু কাব্যতীর প্রাচীনতা
 ও তাঁর প্রদর্শিত প্রত্নতত্ত্ব । ‘মহি’, ‘মহিঃ হৃৎ’, ‘বক্ষুভূতি’, ঈর্ষক কবিতার ইতিহাস-
 চেতনার সঙ্গে কণ্ঠনার হৃদয় মিশ্রণ হয়েছে । সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত মন্দির সম্পর্কে
 কবি সত্যোদ্ভব বস্তুর ধারণা মন্দির অব্যবহৃত্যেই উদ্ভাবন করা যাক :

অতি দীর্ঘ হয়ে, কছিল সে ধীরে

লোঙাবিহীন, 'স্বদেশেশ'—

“नीलनभ मोक्ष धन चक्रधर

ভীয়ে সে স্থির হোল :

আমি সে দেশের রাজার সত্য

हिलाय अधान रुवि :

বিলানেই খাঁজে খাঁজে বিলবিত হরিকিপকৌর্গ কনকঝালরের ইশ্রকালমায়া
এবং উজানপ্রান্তের দূর ভোরণমণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণশেটুকু ।’

উপসংহারে প্রবন্ধকার লিখছেন :

‘মনে হয় যেন পুরাতন ভারতবর্ষের কোন্ কলাভরন প্রদর্শনী হইতে বাহির
হইয়া আসিলাম, যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাবয়ণী বর্ণনা, ভারতমহাসেব
স্বাপত্য, দিল্লীর অশ্বপুংগব প্রদানন বিলাস, কান্দীনী শাল, পাতক গালিচা,
চাক্রাই মসলিন, বটকী রূপার কাজ, হকিমের চন্দন খোদাই শিল্প, এই সমস্ত
একত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কালকুশল্য
প্রতিভা বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর ঐক্য সৃষ্টি করিতেছে ।’

(দিল্লীর চিত্রশালিকা)

‘বাহু ঘরের কবচ পড়ে

মায়ী দেবীর টনক মড়ে

যেখায় ছিল যে—

মায়ার কলে, মৃত্যু বলে—

উঠল সে বেঁচে !’ —ভারতীয় সংগ্রহশালা

কিন্তু পুরাবিদ্যের কাছে যে বন্ধ-ধারণা উপলব্ধ (যেমন, বন্ধ সৌকিক অবিদ্যেবতা
ইত্যাকার : অষ্টম—এ কে কুমার স্বামীক Yakshas pls. I, II) বাঙালী সাহিত্যিকেরা
তাকে এখনো গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়, সাহিত্যিকের বন্ধ ও পুরাতাত্ত্বিকের বন্ধে
এখনো কিছু প্রভেদ রয়ে গিয়েছে ।

যাত্রা শিল্পের সাহায্যে সব লোক চলে যাত্রার পথ আলো অঁধারের আজ্ঞারতায়
হৃদয়বহের বাচালা ধরে অবসর পায়ে হেঁটেছেন, তাঁরা সত্যেন দত্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে
অজ্ঞাত করবেন :

‘বাহুঘরে অন্ধকার, ঘোরে কত অনিবার্য

তাকে কত পাখি

রাহ কিলবিল, সাপ হিলবিল

শিলা মেলে আঁখি !’

(মিমি/বেণু ও বীণা)

পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে প্রমুখের কবিতায় পুরাতাত্ত্বিক অনেক চিন্তা
এসে গেলেও সত্যেন দত্তের কবিতায় মিউজিয়াম যেমনটি শরীরী হয়ে উঠেছে; তেমনটি
আর কোথাও আসে নি ।

লোকশিক্ষায় সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার

অতুলচন্দ্র ভৌমিক

বর্তমান সভ্য সমাজে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার একটি প্রধান ও অত্যাবশ্যক মাধ্যম। এ দু'য়ের একটির বাস দিলে লোকশিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তেমনি ঠিক থেকে যায় তাহেৎ পারস্পরিক যোগসূত্রে এবং একই উদ্দেশ্যে যাত্রায়। আর সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা তখনই গভীর ফলপ্রসূ হয় যখন এই দু'য়ের যাত্রা হয় পাশাপাশি ও সমান তালে। বিশেষতঃ ভারতের অশ্রীত ও বর্তমান সমাজ বাবুয়া, শিক্কা ও অর্থনৈতিক পরিশ্রেক্ষিত সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার এখনো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। তবে পাকাত্য দেশগুলিতে জনশিক্ষার এর কণ্ঠ খুব বেদী। আমাদের দেশের লোক এখনও দুপ, কপেজ এবং বিববিজালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষানীতিকে শিক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে মানে। কিন্তু এই শিক্ষারতনের বাহিরেও যে আরো অনেক বিশেষ শিক্ষারতন রয়েছে তার খবর আর কয়জন জানে। খবর না রাখার মূলে কারণও রয়েছে বৈ কি। আমাদের দেশের সংগ্রহশালা আর গ্রন্থাগার বেশী স্তম্ভ হয়েছে লম্বাকলে—গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম, আর থাকলেও সেগুলি বর্তমানে আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং সর্বোপরি উপযুক্ত কর্মীর (পরিবেক্ষকের) অভাবে দ্রুত বা অর্ধদ্রুত অবস্থার আছে। লোকশিক্ষার এর গুরুত্ব অস্বীকার্য হওয়া বলেই আজ এই অবস্থা। অনেক গ্রামেই দুই একজন উৎসাহী প্রেরণার এবং গ্রামবাসীর সহযোগিতার একটি গ্রন্থাগারের দ্রুত বা উদ্ভব হল। এই শুভ প্রচেষ্টা দু-এক বছর পূরে আবার অশ্রুত হ্রাসকৃত নিয়ে এস। অর্থাৎ গ্রন্থাগারটি অর্থ ও কর্মীর অভাবে দিনে দিনে ক্রমে হতে ক্রমশঃ হয়ে একদিন আর এর স্তিমিত্বই ঘটবে না। এমনটি হয় কেন? যদি গ্রামবাসী শিক্ষাক্ষেত্রে এর ভূমিক। সবচেয়ে সচেতন থাকত তবে এর অকাল স্তম্ভ ঘটতে কিছুতেই দিত না।

আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই অল্প তার কারণ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা এর অস্তিত্ব ও প্রয়োজন তত বোধ করেনি। কিন্তু আধুনিক কালে একথা খাটে না। বর্তমানে এর প্রকার খুব বেদী হয়ে পড়েছে। গ্রন্থাগার যে শুধু গ্রন্থেরই আগার, তা নয়। গ্রন্থাগার স্থানীয় কলাকৃষ্টি ও জ্ঞান সম্ভারের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র বিশেষ। গ্রন্থাগার জনসাধারণকে প্রকৃত ম.চ.ব হতে অহুসানিত ও উৎসাহিত করে। জনশিক্ষার সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের ফুনিগা আলোচনা করার প্রসঙ্গে এদের ইতিহাস কিছুটা বলা প্রকার।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে টেমেলি ১ম আলেক-জান্দ্রিয়ার একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এর বহল সম্ভারের হয়েছিল টেমেলি ১ম

এর পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাসের (Ptolemy Philadelphus) সময়ে । এই স্থানশাল লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম ব্রুচিয়ামে (Bruchium) অবস্থিত ছিল । রোমীয়দের সময়ে ১০০,০০০ পুঁখি এতে সংগ্রহিত হয় । ফলে স্থানান্তার দেখা দেয় এবং সেরাপিওমে (Serapeum) একটি বৃহৎ স্ট্রালিকার স্থানান্তরিত হয় । প্রাচীন গ্রিসের হেলিওপোলিস (Heliopolis) নগরী বেবিলোনিয়ার মতও গ্রন্থাগারের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করে । এডুফো (Edfu) মন্দিরের একটি ছোট কক্ষে যে লাইব্রেরী ছিল তার দেওয়ালে সংগৃহীত সমস্ত বইয়ের একটি তালিকা ছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলেণ্ডে কারিগরী, স্বত্বাধি, বিজ্ঞান প্রকৃতি বিষয়ে বেশ উন্নতি করে এবং সেই সময়ে প্রায় তিনশতটি বিশেষ লাইব্রেরী গড়ে উঠে । ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়াম (Victoria and Albert Museum), পাবলিক রেকর্ডস অফিস (Public Records Office) ইন্ডিয়া অফিস (India Office), ফরেন অফিস (Foreign Office), দি এথেনিয়াম ক্লাব (the Athenaeum Club), দি রিফর্ম ক্লাব (the Reform Club), বালটিমোর পিরাডি মিউজিয়াম (Peabody Museum in Baltimore) ইত্যাদির সঙ্গে এক একটি উন্নত লাইব্রেরীও রূপ নেয় ।

ভারতবর্ষে পূর্বকাল থেকেই জ্ঞান চর্চার বেওয়ার্জ ছিল, তথাপি গ্রন্থাগারের চলন ভুল হয়নি । তখন লোকেরা জ্ঞানোপার্জন করতে গুরুগৃহে যেত । গুরুগৃহে থাকাকালীন ছাত্রেরা লেখা বা পড়ার চেয়ে গুরুমুখে শুনেই শিখত । শাস্ত্র, পুণ্য, বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ সবই শিখত শুনে ; দে কাগজে ক্রিতি-স্বাতি বলা হত । বাস্তবই ছিল বইয়ের রূপক । বেদ সব সময়ে পড়িতদের মুখে মুখে ফিরত । —ঐই ভয়ের প্রায় এক হাজার বর্ষ পরেও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে । বেদ, স্বাতি লিখনে তখন পাণ বলে মনে করা হত ; লেখক কর্তৃক রাখতে হত । প্রাচীন ভারতে শিতা হতে পুত্রে, গুরু হতে শিষ্যে এলব শিখত । চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধপুঁখি সংগ্রহ করতে আসেন । কিছু অধিক পুঁখি না পাওয়ার তিনি বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরে গিয়ে পড়িতদের নিকটে শুনে অনেক শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন । অধিকন্তু মঠ-মন্দিরের গঠন, রূপরেখা ও শিল্পকলা জ্ঞান বিজ্ঞানের আর একটি দিক ছিল । এই সব কারণেই বোধ হয় গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রাচীন ভারত আগ্রহী ছিল কম । ধর্মীয় ও সামাজিক অস্থানসমূহের জন্য সেকালে লোকেরা মন্দির, গুরুগৃহ বা আশ্রম, মেলা, গ্রামীণ সংস্কৃতিকেন্দ্র বা উৎসবদিতে যোগদান করত এবং সেখানুতে জ্ঞানার্জন করত ।

শাক্ত লোকের জন্য গ্রন্থাগারের অবধান অপরিমীয় । কিন্তু এই বিশাল ভারত উপমহাদেশে জনসংখ্যার মাত্র ৩০% শাক্তর বাকি ৭০% নিরাক্তর । এদের বৈদ্য ভাগই গ্রামবাদী । শহরের শিক্ষার আলো তাদের স্পর্শ করেনি । শিক্ষার প্রসারের কাজে পক্ষিত, বিশেষ করে অশিক্ষিত বা নব্যশিক্ষিতের ক্ষেত্রে মিউজিয়াম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । আনন্দ ও শিক্ষা এই হল মিউজিয়ামের মূল শিকানীতি ।

এখানে মূল-কলেজের কঠোর শিক্ষানীতি দ্বারা যেন নেওয়া হয়নি। বরং মিউজিয়ামের শিক্ষা মূল কলেজের শিক্ষারই সম্পূরক। বহুকাল ধরেই লোকের ধারণা ছিল যে মিউজিয়ামে শুধু অতীত সব প্রদর্শন, জীবাশ্ম, কীট-পতঙ্গ, আদিবাসীদের গৃহস্থালী ও ব্যবহার্য জিনিস, ভাস্কর্য, চিত্র, কার্ফিগার ইত্যাদি তৈরি। এই বিভিন্ন সংগ্রহশালা দর্শকের অবদর বিনোদন এবং আনন্দ দানই একমাত্র কাজ। কিন্তু ক্রিষ্ট শতাব্দীতে এই ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে এবং সকলেই মিউজিয়ামকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে যেন নিয়েছে। শুধু পার্থক্য এর শিক্ষাবিধান চিত্রাচিত্রিত নিয়ম হতে একটু বিশেষ ও স্বতন্ত্র ধরনের।

আজকের এই সংগ্রহশালাগুলি এককালে গড়ে উঠেছিল কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। বিহারের নালন্দাবিহার এবং বিশাল নালন্দা গ্রন্থাগারকে আশ্রয় করেই আজকের নালন্দা সংগ্রহশালা রূপ নিয়েছে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে অল্পদূর সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। তাই বলে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য ও কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। বরং এই দুইয়ের মিলনে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক সহজ এবং সুন্দর হয়েছে। ইউরোপে সীজা, হার্ম-উপাসনালয় ও গ্রন্থসমাবেশকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল অনেক বড় বড় মিউজিয়াম। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয় 'মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার' যেন একে অপরের তুল্য সম্পূর্ণক নহে, পরিপূরকও। গ্রন্থাগারে পাঠক বা বই থেকে লিখে তার উদাহরণ হিসেবে মিউজিয়ামের সংগ্রহকে অনায়াসে কাজে লাগাতে পারে। অপরপক্ষেও এই কথা সত্য। এত সেল সাক্ষর লোকের জন্ম। কিন্তু নিরক্ষর লোকের জন্ম সংগ্রহশালাই হল একমাত্র প্রধান ও সহজ শিক্ষাকেন্দ্র। মিউজিয়ামে প্রদর্শনী, সংগৃহীত বস্তু, সংক্ষিপ্ত চিত্রলেখ ইত্যাদি তাদের সহজ শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন মহাপুরুষের জীবন দর্শন, কিছু আলোকচিত্র এবং তাঁর ব্যবহৃত বস্তুর সাহায্যে অতি সাধারণ লোক হতে বিদ্যুৎ পত্রিতকে বস্তু স্মরণ ও বস্তু স্মরণে জানান যেতে পারে তা শত বক্তৃতা দিয়েও তত সহজে বুঝানো সম্ভব হয় না। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ, গাছপালা, জীবজন্তু সম্পর্কিত শিক্ষা, মিউজিয়াম ডায়রামা (Diorama) এবং অতি অল্প লিখিত পরিচিতি দ্বারা ই মনোমগ্ন ও মনোমগ্ন করে তোলা যায়। এতে দর্শকের কোন কষ্ট হয় না বরং আনন্দের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

বর্তমানে লোকের জ্ঞানবার আগ্রহ বহুদূরী ও সুদূরপ্রসারী। এই দৃষ্টকোণ থেকে তাদের আগ্রহ মেটাতে মিউজিয়ামই এগিয়ে আসছে। ১৯৬৬ সালে নয়া দিল্লীতে UNESCO-এর উদ্যোগে 'ভারতীয় মিউজিয়াম' নিয়ে এক আলোচনা চক্র বসে। তাতে ভারতীয় মিউজিয়ামগুলির উন্নতি বিধান এবং লোকশিক্ষা ক্ষেত্রে তার সার্থকতার বিকটি পর্যালোচিত হয়। আনেকটা, ইউরোপ প্রকৃতি পশ্চিমের দেশগুলিতে মিউজিয়াম দর্শন স্বাভাবিক জীবনকর্মেরই একটি অঙ্গ। অতি পৈশবকালে শিল্প মিউজিয়ামের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এখন মূল-কলেজে থাকে তখনও মিউজিয়াম-শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

ফলে মিউজিয়ামগুলি শিক্ষারই কাজে নিযুক্ত বেশী। ঝটল্যাও শিক্ষারহীতে মিউজিয়াম-শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছে আর অল্প দেশ থেকে অনেক বেশী। প্রাকৃতিক ভূগোল, ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞান, আদিবাসী-কথা, চিত্র-কলা ইত্যাদি মিউজিয়ামের মধ্যেই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ কাজে মিউজিয়াম-গ্রন্থাগারও সক্রিয় অংশ নিতে পিছপা নয়। গ্রন্থাগার উপযুক্ত বই ও তথ্য তুলে দেয় ছাত্রদের হাতে বাজে তাবের পুঁথিবিজ্ঞা ও মিউজিয়াম শিক্ষাকে মিলিয়ে এক সুই শিক্ষার পরিণত করতে পারে। এ কাজে মিউজিয়ামের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক উভয়েই সাহায্য করতে পারে। শিক্ষাকে অধিক ফলপ্রসূ করতে যেমন চাই—উপযুক্ত শিক্ষক তেমন চাই স্থল-মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার। স্থলের সংগ্রহশালাটি বাড়াতো ও খুব বেগ পেতে হয় না। কারণ ছাত্রছাত্রী এর উপযুক্ততা বুকে নিলে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে স্থানীয় কীট-পতঙ্গ, কিছুক-কড়ি, পাথর, বৃক্ষপত্র, ফল-ফুল, সংস্কার, চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে নেবে। এতে ব্যয়ও হবে কম। শুধু ছাত্রদের উৎসাহ এবং স্থল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাই একমাত্র দরকার।

মিউজিয়াম শিক্ষাকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে আজ দেওয়ালপত্র পরিচয়, ছোট-বড় মিউজিয়াম সংক্রান্ত পুস্তিকা, সংগৃহীত বস্তুর চিত্র, প্রদর্শনী মানান ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে অল্প সময়ে অধিক তথ্য পরিবেশন করা যায়। চর্চকেরও আনন্দ হয় অনেক বেশী। মিউজিয়ামই একমাত্র বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষার অস্তিত্ব মহৎ পদ্ধতিকে আশ্রয় করে আছে। থাকে 'দেখে-তুলে শিক্ষা' (Audio-Visual Education) বলা হয়। স্থল কলেজে শিক্ষা প্রধানতঃ 'তুলে শিক্ষা' পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে আছে। তবে স্থলেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলি 'দেখে-তুলে শিক্ষা'র ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শোনার সঙ্গে দেখার সমন্বয় থাকলে শিক্ষা অধিক স্থায়ী এবং কার্যকরী হয়। সেই দিক থেকে মিউজিয়ামই এই ক্ষেত্রে অধিকারী।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এগিয়ে এনেছে নতুন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য। আজ গ্রন্থাগার শিক্ষার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার প্রতি ধাপে ধাপে গ্রন্থাগার অংশ গ্রহণ করেছে। বর্তমান ইংলণ্ডে যে কোন অর্থনৈতিক অবস্থার ও লোকসংখ্যার সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন একটি অসম্ভব কর্তব্য। অধিকন্তু ইহাও স্বীকৃত হয়েছে, এই কাজে স্থানীয় অবিকর্তা তাঁর রাজ্য অর্থনৈতিক তাগাতের দ্বারা ব্যবহার করতে পারেন। এ কথা "Roberts Report" reaffirmed by the Minister's Statement in House of Commons, 11. 2. 60"তে স্বীকৃত হয়েছে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রো-এশিয়ার কয়েকটি দেশ যারা সত্ত্ব ঔপনিবেশিকতা ছেড়ে স্বাধীনতা পেয়েছে তারা এখনও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থবিজ্ঞানে অনেক পেছিয়ে আছে। এ কথা বললে মিথ্যা হবে না যে, গ্রন্থাগার কোন সমাজের শিক্ষার সঙ্গেই বিকাশ লাভ করে। উপযুক্ত লাইব্রেরী ও শিক্ষার অভাবেই আজ অসহায় বা অর্ধোন্নত দেশের আদিবাসী সামাজিক অহুশাসনে অনেক কম সচেতন। এটা দূর করতে আজ শিক্ষার সঙ্গে চাই লাইব্রেরী ও সংগ্রহশালা।

অনন্স, অধ্যাত্মিক তৃষ্টি, উন্নত যথার্থ ও শিক্ষা—এ সবই প্রথম প্রথম ও প্রধান কাজ। গ্রন্থাগার নিজেই এক একটি শিক্ষাগৃহ। এতে মানুষের চিন্তাধারা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সবকিছুই অতি প্রাচীনকাল থেকে পুঁজীভূত হয়ে আছে। তবে নিশ্চিত হইবে। সংগ্রহশালায়ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণগুলি ছড়িয়ে আছে তার সংযুক্ত বস্তুর মধ্যে—নিশ্চিত হইবে নয়।

সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার সমাজজীবনে কত অকালীভাবে জড়িত তা Gardner-এর উক্তি থেকেই স্পষ্টে অনুমেয়।.....

"there are significant signs that the welfare state will concern itself increasingly with non-material welfare. The librarians along with the art gallery directors, museum curators, civic theatre managers, and cultural and educational organizations of all kinds, are going to have newer and wider responsibilities. The New Public Library Act is one of those signs. We have got it because the climate of informed opinion happens to coincide with our own. It insists on public library service at a local level, because it rightly believes that it should be a personal service. It is something new in social legislation." ...The Public Libraries and Museum Act. 1964.

সংস্পর্শী :

1. Brown, James Duff (1907), Manual of Library Economy (Rewritten by R. Northwood Lock) 7th ed., 1962, Rupa & Co, Calcutta.
2. Bhowmick, A. C. (1967), Museums and a Neglected Aspect of National Integration, Bulletin of the West Bengal Headmasters' Association, Special Museum Issue, Calcutta.
3. Encyclopaedia Britannica, (1961), Vol. 14, Great Britain.
4. Kaula, P. N. (Ed.), (1965), Library Science Today, Vol. I, Asia Publishing House, Bombay.
5. মুখোপাধ্যায়, ঐহবোধ কুমার, (১৩৬৩), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, প্রথম সংস্করণ, ত্রি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬।
6. Mukherjee, A. K. (1966), Librarianship—Its Philosophy and History, Asia Publishing House, Bombay.
7. Ranganathan, S. R. and Girija Kumar, (Ed.), (1960), Social Science Research and Libraries, Asia Publishing House, Bombay.
8. Viswanathan, C. G. (1961), An Introduction to Public Library Organization, 2nd. Ed., Bombay.

ভারতের উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার

জিতেন্দ্র নাথ দে

পৃথিবীতে মানবজাতির অভ্যাসের মূহুর্তে উদ্ভিদজগতের সহিত নিবিড় দৃঢ়তার সম্পর্ক স্থাপিত চইয়াছে। প্রগৈতিচ্যাসিক যুগে বাধ্য হইয়াই আহার, বৈদিক আত্মদান, বাসস্থান এবং অস্ত্রস্ত্র নানাবিধ প্রয়োজনে মাতৃবকে পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদজগতের উপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করিতে হইত। প্রয়োজনের তাগিদে—নির্ভরতা ক্রমশঃ এক আত্মিক-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ক্রমে, সভ্যতার অভ্যাস ও বিকাশের সাধে সাধে মানুষ যদিও অরণ্যকে উপেক্ষা করিয়া বনিভর নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে তবুও নৈশবদঙ্গী উদ্ভিদ জগতের বন্ধন অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। যদিও মাতৃব নগর-সভ্যতার পন্থন করিয়া তাহার আদিত অরণ্যরাজি পারবেষ্টিত আশ্রয় হইতে দূরে আনিয়াছে তবুও সে তার ব্যবহারিক প্রয়োজনে চিরোদাধিকারী এবং মানসিক তৃপ্তি-বিধায়ক উদ্ভিদরাজির সহিত তাহার দৃঢ়তার সম্পর্ক তুলিতে পারে নাই। হয়তো বা সে নেই অথচই নগরসভ্যতার ঠিক মাঝখানে—অত্যন্ত সন্নিকটে তাহারে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছে উপযুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদউদ্ভানের প্রতিষ্ঠা করিয়া।

উদ্ভিদউদ্ভানগুলিকে মানবজাতির উপকারেহেতু যেমন নানাবিধ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় তেমনি লোকমনোহরহেতু প্রভূত মনোমুগ্ধকর পুষ্পপত্রাদি সম্বলিত যুকেরও পরিচর্যা করিতে হয়। ইহারা একটিকে যেমন উদ্ভানের দৌলধবিধান করে পক্ষান্তরে তেমনি মানবমনের অশেষ আনন্দবিধানের কারণ হয়।

আধুনিককালের উদ্ভিদসংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায় : (ক) জীবিত উদ্ভিদকে দেশ বা বিদেশ হইতে আহরণ করিয়া কোনো এক বিশেষ উপযুক্ত স্থানে পরিচর্যা দ্বারা সংরক্ষণ করা এবং (খ) উদ্ভিদের অংশবিশেষকে সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার “স্টাডি” (Permanent) করিয়া কোনো একটি বিশেষ লংগ্রহশালায় একত্রিত করিয়া রাখা। প্রথমোক্ত উদ্ভিদসংরক্ষণপ্রক্রিয়া যে স্থানে করা হয় তাহাকে উদ্ভিদউদ্ভান বা Botanic Garden বলে এবং দ্বিতীযোক্ত প্রক্রিয়া, যেখানে উদ্ভিদের মৃত অংশবিশেষকে একত্রিত করিয়া রাখা হয় তাহাকেই বলে হারবেরিয়াম (Herbarium)।

উদ্ভিদউদ্ভানের পন্থন করা হয় উপযুক্ত আবহাওয়া ও জলশেষনের উপযোগী কোনো বিশেষ স্থানে যেখানে বহুবিধ উদ্ভিদকে তাহারে প্রকৃতিউপযোগী আবহাওয়ার মধ্যে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়। জনসাধারণের লংজ অধিগম্য স্থানে মনোহর পরিবেশের মধ্যে প্রায়শঃ স্থাপিত এই উদ্ভানগুলি মজ্জেই যে কোনো জনপদের গর্বের বস্তু ও মানবমনের শান্তি ও আত্মরহণ হইয়া উঠে।

বৃহৎ উদ্ভিদউদ্ভানসমূহে এবং বৈজ্ঞানিক প্রকার সংরক্ষিত বিশিষ্ট উদ্ভিদউদ্ভান-
গুলিতে বৃক্ষভাষিক 'ভৌগোলিক গোষ্ঠী' (Geographical Group) হিসেবে উদ্ভানের
এক এক স্থানে একত্রিত করা হয়। যে দেশ বা কোনো দেশের যে বিশেষ স্থান হইতে
উদ্ভিদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে সেই বিশেষ দেশ বা স্থানের উদ্ভিদগুলিকে একত্রিত
করিয়া শুধাকার চলনাদি ও আবহাওয়ার উপস্থিতিতে বস্তুত সত্ত্ব পৰিচরিত দ্বারা
সংরক্ষণ করা হয়। আধুনিক উদ্ভিদউদ্ভানগুলিকে একদিকে যেমন জনমনোজ্ঞেয় হেতু
মনোরম বৃক্ষাদির লালন পালন করিতে হয় তেমনি উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক
একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। জনসাধারণের বিশেষ আমোদ-প্রমোদের দ্বারা
হিসেবে স্থপরিচিত উদ্ভিদ উদ্ভানগুলি আগলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের নিকট এক একটি
বিশেষ গবেষণাগাররূপে চিহ্নিত হয়।

উদ্ভিদের বৃত্ত অংশবিশেষের সংরক্ষণাগার বা 'হারবেরিয়ার' প্রায়ই উদ্ভিদ-
উদ্ভানের সহিত সংলগ্নই থাকে। 'হারবেরিয়ার' সাধারণতঃ একটি বিশেষ ধরনে নির্মিত
প্রচুর আলো ও হাওয়া-চলন উপযোগী 'বাড়ী', যেখানে বৃত্ত অংশবিশেষসমূহের
সহস্র সহস্র সংগ্রহকে বৈজ্ঞানিক প্রযোজ্যতা স্বেণীকৃত করিয়া রাখা হয়। সাধারণিক
প্রক্রিয়ার 'স্বাস্থ্য' করিয়া রাখা দেশী ও বিদেশী উদ্ভিদের এই সংগ্রহাগার বৃত্তঅংশবিশেষ-
গুলিকে দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে হারবেরিয়ার একটি অমূল্য সম্পদ। কোনো উদ্ভিদ
সম্বন্ধে পরিচয় পাইতে হইলে স্থপরিচালিত হারবেরিয়ার অতি সহজেই জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি
প্রদান করিতে সক্ষম হয়। উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংগৃহীত নুতন
উদ্ভিদের নামকরণ ও স্বেণীকরণ, পূর্বে প্রাপ্তব্য কিছু অধুনাবিস্তৃত বহু উদ্ভিদের
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অত্র বহুবিধ গবেষণার ক্ষেত্রে হার-
বেরিয়ারের অবদান অতুলনীয়। ইহা সহস্র সহস্র উদ্ভিদের বৃত্ত অংশবিশেষসমূহের
স্বাস্থ্যের। সুক ও মৌন ভাবগম্যতার পরিবেশে উদ্ভিদের জাতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি
ইহারা মূল মূল ধরিয়া সম্বন্ধে রক্ষা করে।

পৃথিবীর বহু দেশেই এই হারবেরিয়ারগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে এক একটি বিশিষ্ট ক্ষম-
ত্বের পরিগণিত হয়। বিশেষী হারবেরিয়ারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (ক) হার-
বেরিয়ার অব্ বি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, (খ) জাভিন ডেন্স প্রাক্টেস, প্যারিস, (গ) দি
ইম্পিরিয়াল বোটানিক গার্ডেনস্ হারবেরিয়ার, সেন্ট পিটার্সবার্গ ও বার্লিন, (ঘ) জাতীয়
বুইটেনজর্গের অবস্থিত ইম্পিরিয়াল বোটানিক গার্ডেনস্ হারবেরিয়ার। তাৎপরে হার-
বেরিয়ারগুলির মধ্যে কলিকাতা শিবপুর গার্ডেনে অবস্থিত সেন্ট্রাল গ্রাননালা হারবেরিয়ার
ও সাহায্যপুর্বে অবস্থিত হারবেরিয়ার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক প্রবাস সংরক্ষিত ও জনসাধারণের স্বপ্নের জন্ত উদ্ভূত তারতের বিশিষ্ট উদ্ভ-
ভিদ উদ্ভানগুলি ও তৎসংলগ্ন হারবেরিয়ারগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ নিয়ে বিবৃত হইল :

১। ইণ্ডিয়ান বোটানিকাল গার্ডেনস্, লিবপুর, কলকাতা।

সাপ্তাহিকভাবেই ইহা ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্ভিদগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। বিশেষতঃ কিছু বটানি বোটানিক গার্ডেনস্‌এর অল্পতম ২৭৩ একর জমির উপর হুগলী নদীর পশ্চিম-তীরে অবস্থিত এই উদ্ভিদ ও উদ্ভিদসমূহ হারবেনিয়াম কি জনসাধারণের মনোহর, কি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের নিকট এই উদ্ভিদসমূহ হারবেনিয়াম এক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। স্থানীয় অধিবাসী ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট এই উদ্ভিদসমূহ একটি অপরূপতায় বিস্ময়কর পরিণতি।

১৭৮৭ সালের ৬ই জুলাই উদ্ভিদসমূহের পুনরায় কলোনেস রবার্ট কীডের আশ্রয় প্রদেয়। ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এই উদ্ভিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উদ্ভিদসমূহেই সর্বপ্রথম চা, গিনকোনা এবং মেহগনী বৃক্ষ ভারতীয় আবহাওয়ার প্রবর্তনোপযোগী কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, এখানেই উদ্ভিদজগতের ভারতীয় জুলা এবং পাটসমূহের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক চালাইয়া হয় এবং এখানেই আলু, তামাক, কফি, কোকা এবং আখের চাষ প্রথম প্রদর্শন করা হয়।

বর্তমানে এই উদ্ভিদসমূহে উদ্ভিদসমূহের সংখ্যা ১২ হাজারেরও বেশি এবং ইহা-দ্বিগুণে ভৌগোলিক গোষ্ঠী হিসেবে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিবিধ মনোরম পত্রপুষ্প শোভিত সাধারণ বৃক্ষশাখি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে বহিরাছে উদ্ভিদসমূহের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ সংগ্রহশালা : (৩) বড় পাম হাউস (Large palm House), ছোট পাম হাউস (Small Palm House), অকিড হাউস (Orchid House), দি কার্ণারী (The Fernery), ক্যাকটাস্ ও রসাল উদ্ভিদসমূহের সংগ্রহ (The cacti and Succulents), শাখায়িত তালগাছ (The branching Palms), কেশা গাছের সংগ্রহ (The Screw-Pine collection), বিভিন্ন বিশিষ্ট বাঁশের সংগ্রহ (The Bamboo collection), আমাজন নদীর বৃহৎ জলপদ্ম (The giant water-lily of Amazon) এবং বিশেষ আকর্ষণ—সেই বিশাল বটবৃক্ষ যাহা ১০ ফুট উচ্চ, ১৫০০ ফুট পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে, যুল উদ্ভিদসমূহের যেখানে চিহ্নিত নাই এবং কেবল সূর্য ও শাখাগ্রন্থাধাই যেখানে এক বিরাট অস্তিত্বকে সগর্বে ঘোষণা করিতেছে।

উদ্ভিদসমূহের হারবেনিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদসমূহের সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন। ইহার পুনরায় কলোনেস রবার্ট কীড ১৭২০ সালে। সংগ্রহ প্রাচ্যগারে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৩০,০০০। প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে "আনালস্ অব দি ইণ্ডিয়ান বোটানিকাল গার্ডেনস্" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। প্রত্যাহ স্বর্ধনয় হইতে স্বর্ধনয় পর্যন্ত জনসাধারণের অল্প উন্মুক্ত থাকে।

২। গভর্ণমেন্টাল হারটিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বোটানিকাল গার্ডেনস্, সাহাবাগপুর, উত্তরপ্রদেশ।

১২৬'৫ একর জমির উপর এই উদ্ভিদের উদ্ভানটি ৭৭°৩০' পূঃ, ২৩°৫৮' উঃ অক্ষাংশ দ্বাৰিমাণে অবস্থিত। এখানে প্রায় এক হাজার খোঁপিত উদ্ভিদের সংরক্ষিত রহিয়াছে। হারবেরিয়ামে উদ্ভিদের সংখ্যাও এক হাজারের মত। বিশেষ আকর্ষণ—নানাবিধ হুমিট ফলের বৃক্ষ ও গুল্ম পাতাবাহার গাছ। দুইটি 'গ্রোনহাউসে' বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সংরক্ষণ রহিয়াছে। এখান চাইতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে 'হারটিকালচারাল এন্ডভাক্স', 'ম্যাক্সিমেল রিপোর্ট অব দি গার্ডেনস্' এবং 'বীজ তালিকা' (Seed list) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহা প্রত্যাহ সকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

৩। স্তামনাল বোটানিক গার্ডেনস্, লক্ষ্ণৌ।

এই উদ্ভিদের উদ্ভানটি দ্বিতীয় 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ও এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' এই সংস্থার গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়তা করিবার জন্যই পত্তন করা হইয়াছে। ইহা ৭৫ একর জমির উপর ৮০°৫৬' পূঃ—২৬°৫২' উঃ অক্ষাংশ দ্বাৰিমাণে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৪,০০০ খোঁপিত উদ্ভিদের সংরক্ষণ রহিয়াছে। বিশেষ আকর্ষণীয় উদ্ভিদের মধ্যে নানাবিধ গুল্ম পুষ্প ও পত্রপত্রিকার বৃক্ষগাছ, বিশেষ করিয়া গোলাপ, জবা, সর্বজরা, লেবু, বহুবিধ লতানো গাছ এবং ভারতীয় ভেজা উদ্ভিদের সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংগ্রহ হারবেরিয়াম ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানে ৭০,০০০ উদ্ভিদের অংশ সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে "ইনডেক্স সেমিনার লক্ষ্ণৌয়েন্সিয়া", "বুলেটিনস্ অব গার্ডেন প্রান্টস্ এন্ড গার্ডেন লে-আউট" এবং প্রামাণ্য পুস্তিকাসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভান অক্টোবর হইতে মার্চ পর্যন্ত সকাল ৬টা হইতে ৩টা পর্যন্ত এবং এপ্রিল হইতে নোভেম্বর পর্যন্ত সকাল ৪টা হইতে ৩টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

৪। বোটানিক গার্ডেন অব দি ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নিউ ফরেষ্ট, দেৱাদুন।

১৮ একর জমির উপর ৭৮°৫৮' পূঃ—৩০°২০' উঃ অক্ষাংশ দ্বাৰিমাণে ২১৭৫ ফুট উচ্চতায় এই উদ্ভানটি অবস্থিত। বিশেষসংগ্রহ 'চিহ্নার' ও অন্তবিধ অধিকারী উদ্ভিদসমূহ। এই উদ্ভানটি উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

ହାରବେରିୟାସ ୧୯୨୦ ମାସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନିଜଣ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟେ “ସ୍ବାୟତ୍ତାପ୍ତାପ୍ତି ରିପୋର୍ଟମ୍”, “ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେଟ୍ ରେକର୍ଡମ୍”, “କ୍ଲେଟ୍ ରେକର୍ଡମ୍”, “ବୌଦ୍ଧ ତାଲିକା” (Seed list) ଓ ପ୍ରାୟାସ ପୁସ୍ତିକାମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀହଟାଳେ ମୂଳାଳ ୭ଟା ହଟାଳେ ମଧ୍ୟ ୧୮ଟା ପର୍ବତ ଏବଂ ଶିତକାଳେ ମୂଳାଳ ୮ଟା ହଟାଳେ ମଧ୍ୟ ୧୮ଟା ପର୍ବତ ଜନନାଥାବେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଳା ଥାଏ ।

୧ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନମ୍, ମିଉନିସ୍ଟ୍ରି ।

ଭାରତସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ ଏହି ଉଦ୍ଭାନ ୧୦ ଏକର ଜମିର ଉପର ୧୧’୧୨’ ମୁଁ—୨୮’୩୧’ ଉଁ: ଅକ୍ଷାଂଶ ଆସିଆଂଶେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି । ୩ଟି ଶ୍ରୀମହାଉସେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟେ ‘ବୌଦ୍ଧ ତାଲିକା’ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

୧୯୨୦ ମାସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାରବେରିୟାସେ ସଂରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଭିଦାଂଶର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧,୧୦୦ । ଅଧିକତର ଅଭିଯୋଗନ ମାମେଳ ଉଦ୍ଭାନେ ପ୍ରବେଶ କରା ଥାଏ ।

୬ । ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ, ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ଅବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁଣା ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ଏହି ଉଦ୍ଭାନ ୧୦ ଏକର ଜମିର ଉପର ୧୩’୧୧’ ମୁଁ—୧୮’୩୧’ ଉଁ: ଅକ୍ଷାଂଶ ଆସିଆଂଶେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଉଦ୍ଭାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ । ଶ୍ରୀମହାଉସର ସଂଖ୍ୟା ୧୦ । ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅବିତ ଓ ନାନାବିଦ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଗ୍ରହ ।

୧୯୧୭ ମାସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାରବେରିୟାସେ ସଂରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଖ୍ୟା ୮୧,୦୦୦ । ଏହାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକତର ଅଭିଯୋଗନ ମାମେଳ ।

୭ । ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ, ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ ଅବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଲାହାବାଦ ।

୩ ଏକର ଜମିର ଉପର ୮୧’୧୧’ ମୁଁ—୨୧’୩୦’ ଉଁ: ଅକ୍ଷାଂଶ ଆସିଆଂଶେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଉଦ୍ଭାନେ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ । ଏହାରେ ୩ଟି ଶ୍ରୀମହାଉସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି । ଅବିତ, ଭାରତୀୟା ଓ ଭାରତୀୟ ବିବିଧ ଅର୍ଥକରୀ ବୃକ୍ଷାଞ୍ଜି ଏହି ଉଦ୍ଭାନର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ।

୧୯୧୧ ମାସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାରବେରିୟାସେ ସଂରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଭିଦାଂଶର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮୮୦ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟେ ‘ବୌଦ୍ଧ ତାଲିକା’, ‘ପ୍ରାୟାସ ପୁସ୍ତିକା’ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ମୂଳାଳ ୧୦ଟା ହଟାଳେ ବିଶେଷ ୧୮ଟା ପର୍ବତ ଅଧିକତର ଅଭିଯୋଗନ ମାମେଳ ଜନନାଥାବେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଳା ଥାଏ ।

৮। ওলহানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক গার্ডেনস্, হায়দ্রাবাদ—ডেকান, অন্ধ্রপ্রদেশ।

ওলহানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখার গবেষণার সহিত সংযুক্ত। ২ একর জমির উপর ৭৭° ৫' পূঃ ১৭° ৫' উঃ অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশে ২২৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। প্রায় এক হাজার জীবিত উদ্ভিদে এখানকার উজ্জানে সংরক্ষিত আছে। বিশেষ আকর্ষণ ফার্ম, ক্যাকটাস্ ও কমান উদ্ভিদে সংগ্রহ, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী বৃক্ষশালি, ইত্যাদি।

১৯০০ সালে স্থাপিত হায়দ্রাবাদে সংরক্ষিত উদ্ভিদের সংখ্যা ৫,০০০।

প্রবেশ অধিকৃত অহুমোদন লাগে।

উপরোক্ত উজ্জানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উজ্জান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনস্-এর পরিসংখ্যক লগেড্ বোটানিক গার্ডেনস্, দাঙ্গিলিং-এ পৌতকালীন উদ্ভিদের বিশেষ সংগ্রহ আছে। এখানকার হায়দ্রাবাদে প্রায় ৩০,০০০ উদ্ভিদাংশের সংগ্রহ রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া ব্যাকালোয়ের লালবাগ গার্ডেনস্, উত্তরবঙ্গের ৬টি বোটানিক গার্ডেনস্, দিমল্ পার্ক, কুহু ইত্যাদি উজ্জানগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংগ্ৰহশালা ও গ্ৰন্থাগাৰ

ভাৱণ কুমাৰ বিশ্বাল

আন্তৰ্জাতিক সংগ্ৰহশালাৰ প্ৰৱৰ্ত্তাত্মিক বিস্তাৰণৰ ফলিমে প্ৰতিদিন অহমুখিমূৰ চোখ
এবং কৌতূহলী মন নিগে একেই পৰ এক পল-পলৈ যুগত পাৰ্শ্বৰ মূৰ্ত্তিগুলি দেখিছিলুম।
হঠাৎ নজৰে এলো এক অপূৰ্ব সুন্দৰ লোকেশ্বৰ মূৰ্ত্তি। নাম না জানা শিল্পী স্থানিক
লোকেশ্বৰ মূৰ্ত্তিটিতে আভ্যন্তৰীণ ছন্দ টেনে এক অপাৰ্শ্বৰ আবেশ সৃষ্টি কৰেছেন। মূৰ্ত্তিটিৰ
বাম পাৰ্শ্বৰে বক্ষিত পূৰ্ণঘট থেকে বেড়িয়ে এসেছে একটি দোলাৱিত কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষে
কাণ্ডটিকে আকুল ভাবে জড়িয়ে ধৰে আছে একটি মাদুৰ। লোকেশ্বৰ তাঁৰ দীঘল বাম
হাতে ধৰে আছেন কল্পবৃক্ষেৰ একটি শাখা। আঁৰ ভগ্ন জান হাতে সম্ভবতঃ তিনি বংদানে
প্ৰচান্দী ছিলেন। বৰ লাভেৰ ভক্ত উন্মুখ তিনিটি মূৰ্ত্তি। দুটি দণ্ডায়মান এবং অপরটি
সুচীমুখ বিশিষ্ট উপবিষ্ট। লোকেশ্বৰেৰে বক্ষিত। কল্পবৃক্ষটি সুসুন্দৰমিত এবং ফলতাবে
অবনমিত। ফলগুলিও চিত্তাকর্ষক যেমন বট, মংজ, হস্তী, অশ্ব, ঘনৈক পুত্ৰও ঘনৈক
স্ত্ৰী। মূৰ্ত্তিটিৰ সৰ্বনিম্ন পাৰ্শ্বপাঠে প্ৰস্থান এক পুত্ৰৰ হুই হাতে দুটি বটপূৰ্ণ শেটিকা হতে
বণ্ডায়মান।

মূৰ্ত্তিটিৰ সঠিক পৰিচিহ্নিত সম্পৰ্কে কিছুটা সন্দেহ হওৱাৰ আন্তৰ্জাতিক সংগ্ৰহশালাৰ
সংশ্লিষ্ট গ্ৰন্থাগাৰে গেলাম বহুত উচ্চাচে। আমরা জানি যে, প্ৰস্তোতৰ যুগ ভাৱতৰৰে যে
দমন্ত দেবদেৱীৰ মূৰ্ত্তি নিৰ্মিত হৈছিল, দবগুলিওই একটো শাস্ত্ৰসম্মত ধ্যান আছে।
অন্তৰ্জাতিক উপযোগিতা মূৰ্ত্তিটিৰও একটা ধ্যান থাকা স্বাভাৱিক এবং তাৰেই সন্ধান দিবলৈ পৰ
দিন কটিলো আন্তৰ্জাতিক সংগ্ৰহশালাৰ গ্ৰন্থাগাৰে। ক্ৰমাগত অনুসন্ধান কৰাৰ ফল
কল্পবৃক্ষ, পূৰ্ণঘট প্ৰভৃতি সম্পৰ্কে বহু নতুন তথ্যৰ আৱিষ্কাৰ সম্ভৱ হোল, কিন্তু উপযোগিতা
মূৰ্ত্তিৰ কোন সঠিক ধ্যান পাওৱা গেল না। অৱচ আলোচ্য মূৰ্ত্তিটিৰ কোন শাস্ত্ৰসম্মত
ধ্যান নেই বুলি ধৰে নেওৱা কোন ক্ৰমেই বিধেয় নহ। আন্তৰ্জাতিক সংগ্ৰহশালাৰ গ্ৰন্থাগাৰেৰ
গ্ৰন্থপঞ্জীতে মূৰ্ত্তিটিৰ কোন সংবাৰ না পাওৱাৰ অৰ্থ এই নহ যে মূৰ্ত্তিটিৰ কোন ধ্যান পাওৱা
বাবে না। হয়তো অল্প কোন গ্ৰন্থাগাৰে বক্ষিত, কোন বই কিম্বা পুঁথিতে এওন্তেৰ
কিনাৱা হতে পাৰে। এই ধৰনেৰে ঘটনা নিত্যই ঘটে, নিত্যই ছুটে যেতে ধৰ সংগ্ৰহশালাৰ
সংশ্লিষ্ট গ্ৰন্থাগাৰে।

সংগ্ৰহশালাৰ তাই গ্ৰন্থাগাৰ অপরিহার্য। সংগ্ৰহশালাৰ প্ৰতিদিন, প্ৰতিনিয়ত
নানাবিধ কৌশলেৰে সাধাৰে সংগ্ৰহেৰ সংখ্যাবৃদ্ধি হৈছে চলে। কিন্তু সংগ্ৰহবৃদ্ধিই সংগ্ৰহ-
শালাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব নহ। সংগ্ৰহশালাৰ অস্ততৰ কৰ্ত্তব্য সাধাৰণেৰ শিক্ষাবিস্তাৰ।
সংগ্ৰহশালাৰ শিক্ষাবিস্তাৰেৰ একটো প্ৰধান অঙ্গ সংস্কৃতিত বস্তুনিচয়ৰ বৰাৰণ ব্যাখ্যান।

কুৰ্ত্তমান লেখক প্ৰৱৰ্ত্তাত্মিক সংগ্ৰহশালাৰ লক্ষে জড়িত। কাজে কাজেই আলোচনাৰ

বিষয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের সম্পর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ। আরও জানি যে, প্রাচীন ভারতের শিল্প, তা উচ্চ কোটির হোক অথবা লোকশিল্পই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় তত্ত্ব, পুণ্যকাহিনী, লোককাহিনী এখনও বহুল পরিমাণে অপরিজ্ঞাত। ফলশ্রুতি হিসেবে একথা বলা চলে যে, প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় শিল্প, বা সংগ্রহশালার পরিলক্ষিত হয়, তার বহু অংশ এখনও নিকন্তর। কোন বিশদত্বের সূচক প্রচার করতে পারেন না যে, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও শিল্পের সম্ভাব্য সমস্ত দিক সম্পর্কে তিনি প্রাজ্ঞ। ধর্ম ও শিল্পের নিকন্তর প্রস্তাব উক্তর খুঁজতে হলে দুটে যেতে হবে গ্রন্থাগারে—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, মহাকাব্য ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্য যেখানে মজুত থাকে। তাই আবার বলতে হয়, সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারের কি আদর্শ হওয়া উচিত এ বিষয়ে হুতোম মন্তব্যই থাকতে পারে, তবে কতকগুলি বিষয়কে আমরা অন্ত্যাবশ্যক বলে মনে করতে পারি। প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক অবশ্যই রাখা কর্তব্য। শুধুমাত্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রত্নতত্ত্বের পুস্তক সেখানে থাকা উচিত। আর শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক পুস্তকই নয়, প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়াদিও, যথা, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, নৃত্যতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তকও থাকা বরংকার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকই জানেন যে, উপযুক্ত বিষয়গুলি প্রসঙ্গতঃ কোন না কোন ক্ষেত্রে আলোচ্যই পারে। সকল গ্রন্থাগারেই পত্রক-সূচী (card catalogue) থাকে। সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারের বিষয় অনুযায়ী পত্রক-সূচীর (subject-wise card catalogue) বিষয় বিভাগ বসে বেশী বিস্তৃত হয় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের তত্ত্বই সুবিধা।

সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারে সংগ্রহশালার বস্তুনিচয়ের এক গ্রন্থ বর্ণীকৃত (classified) পত্রক-সূচী (card catalogue) থাকা উচিত। এতে উৎসাহী ধর্ম ও গবেষণার পরিচয় যেমন করে তেমনই সংগ্রহশালার অধিকর্তার বা বিভাগীয় অধ্যক্ষের কাজ কিছু হালকা হয়। বস্তুনিচয়ের পত্রক-সূচী তৈরীর দায়িত্ব অল্প সংগ্রহশালার অধিকর্তা, অধ্যক্ষ অথবা উপস্থিত কোন বুদ্ধিমান বাস্তব উপর দ্রুত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সব সংগ্রহশালাতেই বস্তুনিচয়ের পত্রক-সূচী থাকে, কাজেই বাড়তি এক গ্রন্থ পত্রক-সূচী তৈরী করানোই চলে। কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে কোন বিশেষ গ্রন্থ বা পত্রিকাতে বহিঃস্থল্যবান কোন আলোচনা থাকে তাহলে ঐ গ্রন্থ বা পত্রিকার নাম ইত্যাদি পত্রক-সূচীতে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, নর 'আবিষ্কৃত' কোন স্মৃতি বা 'লেখ' সন্ধান প্রথম সংবাদ, বিবরণ বা আলোচনা। কোন পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে বের হলে প্রকাশিত গ্রন্থ বা পত্রিকার নাম ইত্যাদি 'পত্রক' উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবার শুধুমাত্র পুস্তকের সংগ্রহই নয়, সমস্ত হ'লে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়াদি আলোকচিত্র সংগ্রহ (Photographic Collections) প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার প্রায়ই প্রয়োজন

আমের। চল্লিশ পংগপাণ্ড অর্জনত বেড়াচাপা নামে একটি গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণের ফলে আমরা একটি অংক পাখাণ বোমিস্বেষের দৃষ্টি পেয়েছি। আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালায় দর্শকদের আমন্ত্রণ উপর্যুক্ত দৃষ্টিটির কালনির্দেশ করে বলি যে দৃষ্টিটি কুখ্যাত আমেরের এবং অধুনা যুগানার আদর্শে নিমিত্ত। কৌতুকনো দর্শকদের আমন্ত্রণ সংগ্রহশালায় তক্ষিত যুগুয়ার বোমিস্বেষের দৃষ্টি ছবি দেখাট—দর্শকদের কৌতুকল নিবৃত্ত হয় এবং আমরারও অমনোদিত হই উৎসাহী দর্শকদের কৌতুকল নিবৃত্তন করতে পারায়। নিম্নে পক্ষে ছবির অভ্যাসে কিছু picture postcard-ও রাখা হেতে পারে—প্রত্যেকজনে কাজে লগানোর উদ্দেশ্যে। উপর্যুক্ত পত্রক-সূচী বাতীত আলোকচিত্র সংগ্রহ কোনও কাজে আসতে পারে না—অন্তঃর পত্রক-সূচী চাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারে উল্লিখিত বস্তুনিষ্ঠের সঙ্গে কিছু slide-এর সংগ্রহ থাকাও উচিত। সংগ্রহশালায় আগত দর্শক, ছাত্রছাত্রীদের অনেক কিছু অল্প শির প্রসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলে থাকে। ধরে নেওয়া যাক, প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় জনৈক অভিজ্ঞ শিক্ষক ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে চান। তিনি তাঁর জ্ঞান এবং বক্তৃতার কৌশলে আমাদের সেই ফলে আসা প্রাচীন ভারতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন—পুরোপুরি নয়, তবে আংশিকভাবে। অথচ পরে প্রোজেক্টরের অজ্ঞতা, অথবা ইলেক্টারের নিম্নে যন্ত্রের কথা ভাবাই যায় না। কিছু সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারে তক্ষিত photographic slides দিয়ে এই অভ্যাস বিশেষ ভাবে পূরণ করা যায়—দর্শকদের চোখের সামনে জ্বলে ধরা যায় সেই গ্রন্থগত ছবির ভাবাগুলো যেগুলো কালের ইন্ধিতে বেশ হঠাৎ শুক হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য এরও পত্রক-সূচী চাই।

সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, এ দুটির মধ্যে নৈকট্য থাকা দরকার। কলকাতার বাবুজীর বাবুজীর কোন একটি সংগৃহীত বস্তু ইতিবৃত্ত খুঁজতে যদি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে যেতে হয় তবে উৎসাহী দর্শকের পার্যটিক ও মানসিক এই দুই শক্তিতেই খানিকটা নিরুৎসাহতাও এসে পড়ে। অল্প প্রত্যেকজনে এসব স্থানে যেতেই হয়, তবে দুইয়ের নৈকট্য এবং পরস্পর সম্পর্ক এই সময়েই বিশেষ ভাবে অহত্ব হয়। এই অহত্ব দর্শকনীন তাই অধুনা প্রায় সমস্ত সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগার পরিগণিত হয়, যেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেই, সেখানেও গ্রন্থাগার নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে—এ সংবাদ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের।

সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারট। একথা মনে হয় অনেকে বুঝতে চান না। সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারেরও গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক থাকা বিধেয়। ভারতের বহু সংগ্রহশালায় এখনও সাধারণ পোক দিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। ফলে উক্ত অনতিজ্ঞ লোক এবং উৎসাহী পাঠক উভয়েই বিশেষ ভাবে অহবিধাণ মধ্যে পড়ে থাকে। এই সমস্ত অনতিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকেরা নিজেদের গ্রন্থাগারেরই পুস্তক সম্বন্ধে গুহাকিবহাল নন, নতুন বইয়ের খোঁজ করা তাদের কাছে বাতুলতা মাত্র। প্রশিক্ষণ-

প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁদের কেবলমাত্র গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী হলেই চলবে না তাঁকে স-স্ট্রিট সংগ্রহশালা সম্বন্ধে উৎসাহী হওয়া কর্তব্য। সংগ্রহশালায় প্রদর্শন দৃষ্টান্তকে কিছু জান তাঁর থাকার বাহ্যিক। একজন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারেই আগারিকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষা থাকলে ভালো হয়। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিক নন, সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগারের প্রত্নাগারিক।

সংগ্রহশালায় প্রদর্শন সংক্রান্ত সত্ত্ব বিস্তরমান জ্ঞানভাণ্ডারের আয়তন ও বিস্তার সাধনই তাঁর কর্তব্য। অধিকর্তা, বিতাগীর অধ্যক্ষ, এবং বুদ্ধিজনী ব্যক্তিরের সহযোগিতায় উপযুক্ত গ্রন্থনিবাসন ঘাণে গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ সাধন তাঁর কর্তব্য। তাঁর আর একটি কর্তব্য ঐ সব ব্যক্তিরের নবপ্রকাশিত তথ্য ও তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করা। আজকের দিনে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও নানাবিধার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে অল্পপ্র প্রবন্ধ বের হচ্ছে। ঐ সব প্রবন্ধের দৃষ্টি ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা ও আগ্রহী ব্যক্তিরের মধ্যে বিস্তরণ করা জ্ঞানী ও উৎসাহী গ্রন্থাগারিকের অপ্রত্যক্ষ কর্তব্য হওয়া উচিত। কর্মীর অভাবে একাজের গুরুদায়িত্ব সম্যকভাবে বহন করা যদি তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয় তা হলে অস্বতঃপক্ষে সংগ্রহশালায় প্রদর্শন সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি দৃষ্টি তিনি করতে পারেন।

প্রাচীন ভারতের যে অংশটি অনাবৃত, প্রকাশিত সেই অংশটিও প্রাচীন ভারত-বাসীরা গর্ব অহুতব করি। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক প্রকাশ অস্বাশি সম্ভবপর হয়নি। যদিও সে ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি নেই। অমানিকে জানবার, অস্বতঃপক্ষে দৃষ্টপটে জানবার, আংশিক অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতা দান করবার যৌথ দায়িত্ব তাই বোধহয় অর্পিত হয়েছে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের উপর। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনার প্রত্নতত্ত্বকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনই স্বীকৃতি দিয়েছেন নিবিত্ত বিবরণগুলিকে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণগুলি সংগৃহীত থাকে সংগ্রহশালায়, লিখিত বিবরণী বৃদ্ধিতে হয় গ্রন্থাগারে। একে অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল—একে অস্ত্রের সম্পূর্ণক।

পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ ও রেওয়াজ, ব্যতিক ও রুচি

বিশেষ লেনদেন

সংগ্রহ প্রকৃতি দেখা যায় মাহুকের ও প্রাণিবিশেষের মধ্যে—উদ্ভেদ বস্তুর ও বিবিধ। শিল্পীতিকা, মধ্যমিকা, কাঠবেড়ালী, শালিক প্রভৃতি জীবের সংগ্রহের মূলে আছে প্রাণাচ্ছাদনের ভাগিদা ও ছবির জন্ত এসব ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। নিছক ক্যান্সান, রুচি ও ব্যতিকের জন্ত কেবল মাহুই সংগ্রহ ক'রে থাকে। পুরাতন আদবাবশ্য, curio, পুঁথি, পুস্তক, পট, ডাকটিকিট, মুদ্রা—নানা জিনিস সংগ্রহের ব্যতিকের পরিচয় পাই মানব সমাজে। এই সব সংগ্রহের প্রকৃতি বা ব্যতিককে নানা নাম দেওয়া হ'য়ে থাকে ইংরেজী ভাষায়—যথা, quidity, fetish, craze, fad, fashion, taste প্রভৃতি। তবে সংগ্রহের মূলে সংগ্রাহকের রুচি ও মানসিকতার পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ধনী অভিজাত সম্রাটদের (rich dilettantes) সংগ্রহাদেশের মূলে পাওয়া যায় ক্যান্সান ও মর্ষদা বস্তু। যিনি যত বেশী ও দামী দ্রব্যাদি জিনিস সংগ্রহ ব্যাপারে সক্ষম হন ততই সমাজে তাঁর খ্যাতি ও মর্ষদা বাড়ে। এটা সর্বদেয়ে সর্বকালেই দেখা যায়। এমন কি, যাঁরা কেবল অর্ধসংগ্রহ ক'রে থাকেন তাঁদেরও নাম ও প্রতিপত্তি বাড়ে। তাঁরা 'লক্ষপতি', 'কোটিপতি' বলে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতেও দেখা যায় "নওলক্ষা" প্রভৃতি পদবী; হয়ত কোনও পূর্বপুরুষের লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করে ঐ নামের অধিকারী হন এবং বংশোদ্ভূতের এটা পদবীতে পরিণত হ'য়ে চলে আসছে।

যাই হোক, আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে—পুরাতন ও দ্রব্যাদি পুঁথি, পুস্তক, নকশা, পট ও চিত্রসংগ্রহ। দেখা যায়, এই জাতীয় বস্তুর সংগ্রহ ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি, ব্যতিক, রুচি বা ক্যান্সান দায়ী। বহুকাল থেকে সর্বত্র দেখা যায় এই সংগ্রহপ্রকৃতি। কিন্তু হুন্টে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দ্রব্যাদি পুঁথিপুস্তক সংগ্রহের সংগঠন ও অগ্রগতি খুব বেশী দিনের নয়। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে এ প্রকার সংগ্রহের গতি প্রকৃতির ইতিহাস খোঁজ করলেই পাওয়া যায়।

ইংলেণ্ডের কবাই প্রদেশে ধরা বাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্রব্যাদি ও পুরাতন পুঁথি-পুস্তক ও ছবির জালবান সংগ্রহে রত ছিলেন অভিজাত বংশোদ্ভব (ভিক্টর প্রভৃতি)। সবত্র তাঁদের সংগ্রহপ্রকৃতি ও সংগ্রহের উৎস সীমিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের ভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেখা যায় জন ডেব্রেট (John Debrett) নামে লন্ডনের জনৈক বিশিষ্ট প্রকাশক পুরাতন ও দ্রব্যাদি পুস্তক ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানার একটা ডিরেক্টরী ও তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকার ভিত্তিতেই মূলতঃ দ্রব্যাদি পুঁথিপুস্তক কেনা হ'ত।

কটল্যাণ্ডের জন কোর (John Ker) অর্থাৎ চম্বার্লের তৃতীয় ভিক্টর (3rd

Duke of Roxburghe) সে যুগের বিখ্যাত সংগ্রহবাতিকগ্রন্থ (bibliophile) ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত সংগ্রহের মধ্যে Caxton প্রেমের ছাপা বই বই ছিল এবং ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে এই সংগ্রহ বিক্রীত হয় এবং Roxburghe Club-এর পত্তন হয়। এই ক্লাব থেকে কালক্রমে অনেক ছুপ্রাপ্য বই ছাপা হয়।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারুপার জল দিয়ে উজ্জ্বল চিত্রিত অক্ষরযুক্ত পুঁথি (illuminated manuscripts) এবং ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ছাপা বই (Incunables) যোগাড়ের প্রবল উৎসাহ দেখা যায় অভিজাত সম্ভ্রদারের মধ্যে। সংগ্রহ করা হ'ত হার্মী আকারে রাখবার ও লোককে দেখাবার জন্য—পড়বার বা গবেষণা করার জন্য নয়। এতে তাঁদের পদবর্ণনা, খ্যাতি ও অহঙ্কার বাড়ত। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ছাপা বইএর মধ্যে গ্রীস ও রোমের জাদিকের প্রতি সংগ্রহবাতিকগ্রন্থের প্রবণতা ছিল নেনী। বাইবেলও জাদিক হিসেবে গণ্য হত। ছাপাখানাও বইএর বাপারে ইংলণ্ডে Gutenberg অপেক্ষা Caxton-এর প্রতি আগ্রহ ছিল নেনী। কারণ, Caxton ছিলেন ইংরেজ এবং ইংরেজেরা তুল্য করেই Caxtonকে প্রথম মুদ্রাকর (First Printer) বলে মনে করতেন। ছবির বইএর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল Aldus কর্তৃক ১৪৯৯ সালে ছাপান Hypnerotomachia Poliphili। বইটির বৈশিষ্ট্য ছিল কাঠ খোঁচাই (woodcut) ও টাইপের স্বল্প ব্যবহার। সংগ্রাহকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন E. Gordon Duff।

Roxburghe, Spencer, Dibdin (Thomas Frognall Dibdin) প্রথম যুগের ছাপা বই ও অলংকৃত (illuminated) পুঁথি সংগ্রহের ক্যানন প্রবর্তন করেন; ক্রমে এটি একটি অলংকৃত বাতিক (Craze)এ পরিণত হয় এবং যথেষ্টভাবে Aldus-এর ছাপা সজ্জা (illustrated) বই এবং Elzevir (সতের শতকের Dutch প্রকাশক ও মুদ্রক) এর মুদ্রণের চাহিদা খুব বেড়ে যায়।

আমেরিকার James Lenox ও John Carter Brown-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্যান্টন-এর আগে পুঁথিপুস্তক ও চিত্রপট সংগ্রহ বাতিক চরিতার্থ করার জন্য নানা ধরনের বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতার উদ্ভব হ'য়েছিল ইংলণ্ডে। অভিজাত ভ্রমণীর ক্যানন-এর খোঁজা খোঁজার জন্য হাতে লেখা রোমান ও কথিত চাহিদা মেটাতেই সম্ভব বিক্রেতার। বৃত্তিমূলক নিশিকারকেরও উদ্ভব হ'য়েছিল নকল করার জন্য। তার অনেক পরে Caxton-এর ছাপাখানা থেকে হাতের লেখার অল্পকালে ersatz পদ্ধতিতে ছাপার ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

যে সব শক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধনী অভিজাত সম্ভ্রদারের নিজস্ব গ্রন্থাগারে বহু হস্তলিখিত ও হস্তচিত্রিত পুঁথিপুস্তক যোগাতেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে ক্রোয়েলের Vespasiano de' Bisticci (১৪২১-১৪৯৮)। তেদলাদিয়ানোর বই ইংলণ্ডে বহু পুরাতন গ্রন্থাগারে এখনও দেখা যায়। এই সব বইএর শেষে একটি note বা পুঁথিকাতে (Colophon) লেখা আছে "Vespasianus librarius

Florentinus fecit scribi Florential" তৎস্বাশ্রিত্যনোর de luxe ছাপা বই হারোপের সকল বেশে বইএর আঙ্গিক উন্নতির সহ্যকে চেষ্টাছিল। পুঁথিবীর সকল মুদ্রাকরদের উত্তম পুস্তকের (fine book)এর আদর্শ model হিসেবে ফ্লোরেন্সের বেনেদীস্ manuscript-এর প্রস্তাব যুব বেশী।

১২২০ থেকে ১২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্যাপান ও কুচির অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে পুস্তক সংগ্রহ ব্যাপারে। প্রথম সংস্করণ ও সমসাময়িক ক্রাদিক সংগ্রহের বাস্তিক দেখা যায় ঐ সময়ে।

বিশদ বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধটির কলেবর বৃদ্ধি না করে তারতম্যের হারোপের সংগ্রহ-বাস্তিকের ক্রম প্রসার হ'য়েছিল অভিজাত পনিক শ্রেণীর মধ্যে তার আভাস দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই।

ভারতের রাজা মহারাজা ও অভিজাত বনৌ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ও সংগ্রহ-বাস্তিক সংক্রান্ত হ'য়েছিল। দেখা যায়। রাজা মহারাজার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সচিব ও অলংকৃত পুঁথি পুস্তক, সীমিত সংস্করণের 'আর্ট'-এর বই, জীবনী, এ্যালবাম প্রভৃতি দেখা যায়। হারোপের ফ্যাপান ও কুচির প্রতিফলন তাঁদের সংগ্রহে পাওয়া যায়। বর্মান্বের মহারাজাধিরাজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ও তার আন্তর্ভাব মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারে (যা এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হ'য়েছে) এমন বই ও ছবি ছিল যা ইংলণ্ডের অনেক অভিজাত সমগ্রদার ও পুরাতন গ্রন্থাগারে দেখা যায় সংগ্রহ বাস্তিকের পরিচয় হিসেবে। আরবী, ফার্সী পুঁথি সংগ্রহের বাস্তিক দেখা যায় অনেকেরই। Bubarএর জমিদারের ম্যায়ান আরবী, ফার্সী পুঁথি এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্পত্তি। এই সব পুঁথির Catalogue Raisonne ছাপা হ'য়েছে।

তার আন্তর্ভাবের সংগ্রহ শুধু ফ্যাপান বা টাইলের পরিচয় দেয় না, কুচিও পরিচয় দেয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠা সীমিত সংস্করণের ছবির বই বা এ্যালবামে তাঁর হাতের লেখা ও মন্তব্য আছে। এ ছাড়া, অলংকৃত পুঁথি এবং তারতম্যের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আলোকচিত্র ও সাময়িক জীবনের বৈখান প্রভৃতিও দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ নিয়ে কয়েকটি পুঁথি-পুস্তক ও ছবির বই এর তালিকা দেওয়া হল।

- ১) ১৮৮৩ সনে মুদ্রিত Leonardo da Vinci's Literary works comp. and edited from the original manuscripts by Jan Paul Richter. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1883. (১২২ খানি প্লেট সম্বিত)।
- ২) Fair women in painting and poetry, by William Sharp. Loon, Seeby & co., etc. 1894.
- ৩) A century of artists. Glasgow, James Maclehoose & Sons 1889. (A memorial of the loan collection of painting and sculpture, International Exhibition, Glasgo, 1888).

- ৪) Seroux d' Agincourt এর History of art by its monuments from its decline in the fourth century to its restoration in the sixteenth. London, Longman, Brown, Green, 1847. 3 Vols. in one (328 plates).
- ৫) Wanderings and pencillings among ruins of the olden time ; a series of seventy-three etchings by George Cuiitt. London, Nattali & Bond, 1855.
- ৬) Johnston & Hoffman এর আলোকচিত্রের নানাবকর album.
- ৭) Charles Cameron এর The baths of the Romans. London, George Scott, 1772 (77 plates.)

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের architecture, sculpture এর ছবি ও album আরও আছে। One hundred and eight plates of antique gems, engraved by Francesco Bartolozzi ; James Millingen এর Painted Greek vases 1822 (42 plates), নানাবকরের drawing ও illustrations এর album ; Henry Noel Humphreys এর Illuminated books of the middle ages, 1849 ; George William Sheldon এর Recent ideals of American art : one hundred and seventyfive oil paintings and water colours . . . reproduced on copper plates, 1890. Italian renaissance painters দেহেছ বিব reproduction ; Spanish, Portuguese, Dutch Masters দেহ engrave করা ছবি ; আরও কত কি !

William Blake এর illustrated বই, যথা Book of Job, with an introduction by Laurence Binyon.

ভারতের ছবিও অভাব নাই। Walter Campbell এর The old forest ranger ; Or, Wild sports of India on the Neilgherry hills etc. 1853 ; Rothenstein এর Six portraits of Sir Rabindranath Tagore, 1915 ; L. Tripe এর Stereographs of Trichinapoly, Tanjore & other places, 1858; John Griffiths এর The paintings in the Buddhist cave temples of Ajanta, Khandesh, India. London, 1896-97. (15 plates) Johnston & Hoffmann এর আলোকচিত্রের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। Hodge's Views in India. Sir Charles D'oyly's Indian sports ; Ajit C. Mukherjee's Folk art of Bengal ; Coomaraswamy's Indian drawings ও উল্লেখযোগ্য।

আরও দেখা যায় rare binding, rare illustrations, bookplates এবং ex libris এর সংগ্রহ। এর মধ্যে J. Lewine এর Bibliography of eighteenth

century art and illustrated books : (35 plates). London, Sampson Low, 1898 ; Henry Fuseli's Illustrations to Shakespeare, 1804 (76 mounted plates) ; Davenport এর Royal English book bindings, 1896 ; Holbein এর facsimile reprints ; Bibe এর illuminated illustrations, 1846 ; Garrett এর Book-plates ; Alfred William Palled এর Fine books, 1912 (40 plates and facsimis.)—উল্লেখযোগ্য ।

বর্ধমানের মহারাষ্ট্রের গ্রন্থাগারে পুঁথি সংগ্রহও কম নয় । তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক হুন্সী, মৌলভী মূল পুঁথি নকল করেছিলেন । (যশা, শাহনামা) এবং অনেক কবিতা, রোমান্স প্রভৃতি হাতে লিখে গেছেন । সে সব তাঁর সংগ্রহশালায় আছে । শুধুমাত্র পুঁথিগুলি দুঃসাপ্য । এছাড়া একখানি multi-lingual dictionaryর পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত আছে ।

Collection of books and manuscripts : Fashion, Carze and taste By Binoyendra Sengupta.

যাদুঘর থেকে প্রজ্ঞাগার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

যচস্কীর বুক চিরে মাহুঘর তার সত্যতার ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেছে এবং আজও চেষ্টা করে চলেছে। এই ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর আগেও সত্য মাহুঘ ছিল। সত্য মাহুঘের সত্যতার প্রতীক বহুবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে আবার বিলুপ্ত সত্যতার বুক নতুন সত্যতার তুক হয়েছে। কিন্তু মাহুঘ যে কবে চঠাৎ গন্ধ থেকে মাহুঘের তরে উঠলো একথা আজ পর্যন্ত ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। মাহুঘ যে কোন এক সময়ে জন্ম ছিল সে কথা কিন্তু সত্যলগ্নে স্বীকার করে। জন্ম থেকে মাহুঘ যখন মাহুঘ হলো তখন থেকেই তার মানবতার সূত্রপাত। এবং এই মানবতার সূত্রপাত হলো মাহুঘ যেদিন থেকে তার আশ্রিত সত্ত্বা সচেতন হয়ে উঠলো। কিন্তু তার এই সচেতন অবস্থা মাহুঘকে এ পৃথিবীতে একেবারে দ্বিগল ও অসহায় করে ফেলল কারণ নিজস্ব সত্য সত্ত্বা সচেতন হয়ে না উঠলে কোন জীবেরই তর বলে কিছু থাকেনা, আর তর না থাকলে অসহায় অবস্থা সত্ত্বা সচেতন হয়ে ওঠে না। মাহুঘের জীবনের মধ্যে যদি এ দীনতা না থাকত তা হলে মানব সত্যতা বলেও কিছু থাকত না এবং মানব সত্যতার ইতিহাস লেখারও প্রয়োজন হতো কিনা সন্দেহ। তবে বই যে লেখা হতোনা তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। যনের তার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে লেখা একটি মাধ্যম। স্থাপত্য, শিল্প, কলা এ সবের মধ্যেই যনের তার আদান প্রদানের সবচেয়ে লক্ষণ পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির বা বেশ বিশেষ লোকের মধ্যে সে সবের মাধ্যমে যনের তার আদান প্রদান করা সম্ভব নয়; কারণ বিভিন্ন লোকের মধ্যে বা বেশে বিশেষে সে মাধ্যমগুলির পরিবেশন সম্ভব নয়। ব্যক্তির যদি কিছু জানাবার প্রয়োজন থাকে তা হলে ব্যক্তিকে সেই সব মাধ্যমগুলির কাছে ছুটে আসতে হবে। স্তম্ভাং আধুনিক যুগে যাকে আসব means of communication বলা সেই সব মাধ্যমগুলিকে ঠিক সে ভাবে means of communication বলা চলে না। সেগুলি যুগ যুগে বলা যেতে পারে যুগ-যুগের মানব সত্যতার অচল প্রতীক। মানব সত্যতা লেখার সৃষ্টি করেছে যুগ যুগে নানা উপায়ে কিন্তু আধুনিক ভাষা এবং লেখার সৃষ্টি হবার আগে পর্যন্ত তার ছিল অচল। ক্রমশঃ তা সচল হয়ে ওঠে এবং তা যনের তার আদান প্রদানের একটা মাধ্যম হয়ে ওঠে। লেখার সত্যতা হলো—“Un procédé dont on sert actuellement pour immobiliser, pour fixer la langage articulée, fugitif par essence mime” অর্থাৎ উচ্চারিত ভাষার চিহ্নই তার কণ্ঠস্বর। ভাষার এই কণ্ঠস্বরকে অচল এবং স্থায়ী করে রাখবার ক্ষেত্রেই ভাষার ব্যবহার। স্তম্ভাং লেখা হলো একপ্রকার বর বা উচ্চারিত ভাষাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। যাকে ভাষাকে নির্বাক করে রাখাই লেখার উদ্দেশ্য। কেবলকি তাই? তা নয়—

কারণ লেখার আর একটা প্রধান কাজ হচ্ছে লেখার মাধ্যমে মানব মনের চিন্তাধারা একের কাছ থেকে অন্যের কাছে গিয়ে তা আবার সবাক হয়ে ওঠে। কলে আমরা দেখছি লেখাই হলো মানব সভ্যতার ভিত্তি। আধুনিক সভ্যতা লিখিত সভ্যতার যুগ অর্থাৎ এ সভ্যতাকে লেখা থেকে আলাদা করে বিচার করা সম্ভব নয়।

আমাদের কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ভাষা আর লেখা এক নয়। আগে ভাষা পরে লেখা। প্রথমে ভাষার কতগুলি লক্ষণের সৃষ্টি এবং যতক্ষণ না সেই লক্ষণগুলির সংযোগে একটি বাক্য তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ লেখার সৃষ্টি হয় নি।

লেখার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের বইয়ের সৃষ্টি হলো। মাটির চাকতির উপর, লম্বুর হাড়ের উপর, কাঠের তক্তার উপর যোম মাখিয়ে তার উপরে লেখা নানা ধরনের বই সৃষ্টি হলো। ক্রমশঃ প্যাপিরাসের উপর, পার্চমেন্টের উপর লেখা বইয়ের সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত এলো কাগজ ও ছাপার হরফ।

কলে সৃষ্টি হলে বইয়ের সিন্দূকের অর্থাৎ *bibliotheque*-এর। কথাটি এসেছে গ্রীক থেকে; *THECA*—সিন্দুক ও *BIBLIO*—বইয়ের। *Bibliothèque* এর সংজ্ঞাকে একটি বিকৃত করে বলা যায় গ্রীক কথটির মানে, হয় এমন একটি স্থান যেখানে বই সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পূর্বেও মেনোপোটেরিয়া ও মিনেরে গ্রন্থাগার ছিল। সেই সব গ্রন্থাগারের কোনটায় ছিল পোড়ামাটির চাকতির বই, কোনটার সংরক্ষিত ছিল *papyrus*-এর কলা।

গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার যুগে গ্রন্থাগার যে কেবল বাহ্যিকের মত ছিল অর্থাৎ সে সব গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ ছিল বই সংরক্ষণ করা তা নয়। সে সময়ও জনসাধারণের গ্রন্থাগার ছিল। বিস্তৃষ্টের মধ্যে ২০০ বছর পূর্বে *Eumenis II, Pergam*-এ একটি জনসাধারণের গ্রন্থাগার খোলে। কিন্তু এ সময় যে সব জনসাধারণের গ্রন্থাগার খোলা হয় সে সব গ্রন্থাগারে বসে বই পড়তে হতো, তবে একেবারে সে বই বাইরে নিয়ে যাওয়া যেত না তা নয়। *Tibur*-এ *Aulu-Gellus* একবার তার বন্ধুদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করছিলেন এমন সময় কথা উঠলো, পানীর জলের গুণ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন। একজন নিমন্ত্রিত টেবিল ছেড়ে উঠলেন এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগারে গিয়ে *Aristotle*-এর লিখিত একখানি বই নিয়ে এসে জলের গুণ সৎকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষে পোনান। এই সময়ের গ্রন্থাগারের ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, সময়ের সময় কোন কোন বই *Auditorium* এ জনসাধারণের কাছে পড়ে পোনান হতো।

গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার পরেই কিন্তু গ্রন্থাগারের পতন ঘটে এবং গ্রন্থাগার হয়ে দাঁড়ায় ধর্মস্থানের সম্পত্তি কলে লেখা বইকে সংরক্ষণ করাই হলো প্রধান লক্ষ্য। এ সময়ের গ্রন্থাগারের আধুনিক চরিত্র মোটেই ছিল না; কারণ সে সব গ্রন্থাগারের উপর জনসাধারণের কোন দাবি ছিল না। হুজুং সে সব গ্রন্থাগারকে বাহ্যিক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

এরপর আসে বিপ্লবীরাগের গ্রন্থাগারের যুগ—উদ্যোগ সভ্যতায় থেকে। ছাত্রদের গ্রন্থাগারের প্রবেশাধিকার হলো বটে কিন্তু বই রঙের শৃঙ্খলিত হয়ে—উদ্ভেদ বইকে সংরক্ষণ করা। গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা হিসাবে বিচার করে দেখলে বলতে চয় বইকে সংরক্ষণ করা বাছবছর কাজ। বই মানব সভ্যতাকে একটা প্রতীক এবং মানব সভ্যতার প্রতীককে সংরক্ষণ করাই হলো বাছবছর কাজ।

ধর্ম মন্দির থেকে গ্রন্থাগারে মুক্তি পায় বইরূপ সভ্যতায়। Reform-এর যুগে। ফলে রাজসভাভাঙ্গার এবং নানা ধর্মের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়েই ইতালীতে Julius of medicis (পরে পোপ Clement II নামে পরিচিত হয়) Michael Angelo'র সাহায্যে Laurenian গ্রন্থাগার গড়ে তোলে। এ গ্রন্থাগারের যার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে, ইতালীতে এবং ফ্রান্সে আধুনিক সংজ্ঞা অত্ববায়ী গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এ ধর্মের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। বইয়ের যাতে ব্যবহার হয় সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের মালিকরা তাদের গ্রন্থাগারে জনসাধারণের বাসভাষার অধিকার দেয়। এভাবে Bodleian, Ambrosian ও Mazarene গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইয়ের যে ব্যবহার প্রয়োজন তা ক্রমশঃ ব্যাপ্তি পেতে থাকে উন্নত শতাব্দী পর্যন্ত। ফলে এ কথা বলা যায় যে, গ্রন্থাগার বাছবছর থেকে ক্রমশঃ আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হতে থাকে। এট সময়েই Gabriel Naudet তার গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রথম বই "Advis pour dresser une bibliotheque" নামক বই লেখেন। ইনিট প্রথম প্রচার করেন "গ্রন্থাগারে সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে, এবং যার প্রয়োজন হবে, সে যেমন লোকই হক না কেন, তাকে কখনও গ্রন্থাগারের ব্যবহারে বাধা দেওয়া হবে না"। Naudet এ কথা বলেন ১৬২৭ সালে। তাঁর এই উক্তি স্বাধাযতাবে সকল হাতে লাগে আরও ৩০ বছর।

এরপর আসে কঠোর বিপ্লব। এট সময়ে যত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে পড়ে এবং সে সব গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বই যাতে জনসাধারণে ব্যবহার করতে পারে সেজন্তে গ্রন্থাগারে Technique গড়ে উঠলো।

উনিশ শতকের শেষ থেকে এবং বিংশ শতকে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণভাবে আধুনিক রূপ নিল। বাছবছর গ্রন্থাগারের কাজ ছিল "বই সংরক্ষণ" করা, উন্নত শতাব্দীতে সে সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে হলো "public service"। কেবল তাই নয় এখন বইকে "ভাব-আদান-প্রদানের মাধ্যম" বলে স্বীকার করে নেওয়া হলো এবং তার কল হলো "ব্যবহারের জন্ত বই"। গ্রন্থাগারের এই যে নবোদ্দেশ্য এত যুগে হচ্ছে কন্সলেশন-এর National institute of Bibliography। পরে আসেন Melvil Dewey যিনি তার সম্পাদিত পত্রিকার লেখেন "আমরা হন হর জনসাধারণের সেবার হুণবিচালিত গ্রন্থাগার যে কাজ করতে পারে তার তুলনা হয় না এবং সে কাজের যত সম্মান-

জনক কাজ আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। এমন সময় ছিল যখন গ্রামাগারকে বাহুবর বলে গণ্য করা হতো। গ্রামাগারিক ছিলেন গ্রামাগারের ইত্তর.....দে সব গ্রামাগারে ধর্ষকেরা অবাক হয়ে পুগাতন বই ও পুঁপির পানে চেয়ে থাকত। কিন্তু এখন সময় এসেছে—গ্রামাগার রূপ নিয়েছে শিক্ষালয়ের এবং গ্রামাগারিকের কাজ হয়েছে শিক্ষকের কাজ এবং “শিক্ষালয়” ও “শিক্ষক” কথা দুটির সংজ্ঞার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখন গ্রামাগার ও গ্রামাগারিকের কাজ উন্নীত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকার গ্রামাগার সম্পূর্ণভাবে আধুনিক রূপ নিল।

Dewey'র পর গ্রামাগারের উন্নতি সম্পর্কে চরমো আর বলবার কিছু নেই, তবে দুটি বছরের পর গ্রামাগারের ক্ষেত্রে UNESCO-র অবদান অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থে গ্রামাগারের ইতিহাসের যে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো তা থেকে এটুকুই সঙ্গ্রহণ হয় যে, বাহুবর যতদিন না তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সন্থে মতেভন হয়েছে ততদিন গ্রামাগার জনসাধারণের সম্পত্তি হয়নি এবং সভ্যতা যতদিন না কেন্দ্রীভূত হয়েছে ততদিন বাহুবর পুস্তকের ব্যবহার সন্থে মতেভন হয়নি।

গ্রামাগারের ইতিহাসেই সঙ্গ্রহণ করে যে বাহুবর থেকে গ্রামাগার ক্রমশঃ সমাজসেবার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বই যতদিন ধর্মের গভী কটে বার হতে পারেনি এবং যতদিন একখানি বইয়ের বহু সংখ্যার কপি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি ততদিন গ্রামাগারকে বাহুবরের মত কাজ করতে হয়েছে। অবশ্য একথা সত্যি যে যেদিন বাহুবর জ্ঞানের সঞ্চয় বাহুবর শেখবার ক্ষমতাও তুলনার কম ছিল ততদিন বাহুবর বই পড়বারও বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। উপরন্তু বাহুবর জীবন যতদিন অটল ছিল না, ততদিন বাহুবর জীবনে সমগ্রাণ ছিল না, ফলে বাহুবর পড়বার প্রয়োজন হয়নি। অগাধ শক্তিময় শেখার দিক থেকে সভ্যতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ফলে communication-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং গ্রামাগারকেও এই তাগে পা ফেলে চলতে হয়। এ বিষয়ে শেষ কথা হলো এখনও অনেক দেশ আছে সেগানকার লোকের ধারণা, সংরক্ষণ করাই গ্রামাগারের কাজ। সেই কারণে বিশেষ করে আমাদের দেশে এমন অনেক গ্রামাগার হয়েছে যেখানে পুগান বই সংরক্ষণ করা যেন একটা প্রধান কাজ। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে পাঠের চাহিদা এখনও জনসাধারণের মধ্যে অহুত হয়নি।

বাহুবরের কাজ হলো যুগ বস্তকে বা অতীতের বস্তকে উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাকে জিয়ন্ত করে রাখা : কিন্তু তাতে জনসাধারণের লাভ কি? তাতে জাতীয় লাভই বা কি আছে তাও বোকা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তবে জাতীয় গর্ব চরিতার্থ করা যে চলে তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বাহুবরের জনসেবার ক্ষেত্রে কোন কাজ নেই। গ্রামাগার যতদিন যাতব্য হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে ততদিন গ্রামাগার আধুনিক সংজ্ঞার দৃষ্টে উঠতে পারেনি। বাহুবরের নিছনে সামাজিকতা বলতে কিছু আছে কিনা জানিনা,

বাহুঘের সমাধের উন্নতিও লক্ষ্য লক্ষ্য বাহুঘের সংস্কার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলেও মনে হয় না, কিন্তু বেদীন থেকে ঐশ্ব্যাগার বাহুঘের গতি কেটে বার হয়েছে সেইদিন থেকেই ঐশ্ব্যাগারকে সামাজিক হতে হয়েছে। সমাজ বেহন পুণ্ডন ভাববাহ্যকে ক্রমাগত বাস্তব করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সত্যিকারের ঐশ্ব্যাগার তেমনি তার শকলন থেকে পুণ্ডনকে বাস্তব করে নতুনকে স্থান দিয়ে আসছে এবং বাহুঘের কাছ হচ্ছে সেই সব পুণ্ডন ঐতিহ্যকে তার coffin box-এ সংগ্রহ করে রাখা। ঐশ্ব্যাগারে এসে পাঠক জীবনের সংস্কারে এসে জীবন হয়ে ওঠে আর বাহুঘের দর্শক তার জীবন অভিজ্ঞকে কুলে বুকের মাঝে বুকের মত সুবে বেড়ায়, না হয় খুব ঘোর দুতকে আপনায় সক্রিয় চেতনার মধ্যে এনে তাকে জীবন করে তোলে।

From Museum to Library.

By Rajkumar Mukherji

ভারতের সংগ্রহশাল।

অঙ্ক প্রদেয়

অমণ্যবী : আকিওলজিকাল মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 আলমপুর : আকিওলজিকাল মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 কোণাপুর : আকিওলজিকাল মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 কট্টুর : মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 তিরুপতি : ঐবেসটেনর মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 নাগার্জুনকোণ্ডা : নাগার্জুনকোণ্ডা মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 বিজয়ওয়াড়া : ভিক্টোরিয়া জুনিও মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 বিশাখাপত্তনম : অঙ্ক মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 ও যোগবিজ্ঞান

মহনপল্লী : মহনপল্লী কলেজ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 রাজাবল্লী : অঙ্ক হিস্টরিকাল ডিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়াম—
 পুঁথিগ্রন্থ ও ঐতিহাসিক নিবন্ধ

হায়দরাবাদ : সালারজুদ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব
 জাওয়র ও জুজাপুর নিবন্ধ : চিত্রিত কার্টা,
 পুঁথিগ্রন্থ ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

খোলাস সময় : সকাল ১০-৩০ — ৫-৩০ বিকাল

দর্শনী : প্রাণবস্ত্র—১'৫০ অপ্রাণবস্ত্র—০'৭৫

কুরবান বস্ত্র

হায়দরাবাদ : হায়দরাবাদ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব

হায়দরাবাদ : বেলাখ মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব

আল্লামা ও সিকোবর

গোট হোয়াস : মিউজিয়াম এন্ড এথনোলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া—
 বৃত্ত ও জাতিগত—আল্লামা

আল্লামা

দৌহাটি : আল্লামা হুসেইন মিউজিয়াম—বনবিজ্ঞান ও বনসম্পদ

দৌহাটি : আল্লামা হুসেইন মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা : পুঁথিগ্রন্থ
 সকাল ১০-০০ — ৪টা বিকাল

দৌহাটি : কটেল ইণ্ডাস্ট্রিয় মিউজিয়াম—হস্তশিল্প ও কৃষিশিল্প

দৌহাটি : কমান্ডার্যাল মিউজিয়াম, দৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়—

বাস্তবিক তথ্য

ମୌତାଟିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍‌ସ୍‌ପେକ୍ଟେସନର ମିଡ଼ିଜିରାମ, ମୌତାଟି
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ—ନୂତନ

ମିଳନ : ମିଡ଼ିଜିରାମ, ଏନ‌ସ୍‌ପେକ୍ଟେସନର ମାର୍ଚ୍ଚେ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ—

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆସିବାନୀ ଜାତିତତ୍ତ୍ୱ

ମିଳନ : ସେନଟ୍ରାଲ ମିଡ଼ିଜିରାମ, ରେଫା—'ରେଫା'ର ଜାତିତତ୍ତ୍ୱ

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

ଆନ୍ଦ୍ରା : ସେକ୍ଟ କମ୍‌ସ୍‌ କଲେଜ ମିଡ଼ିଜିରାମ—ମାର୍ଚ୍ଚେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଗୋପବିଦ୍ୟା

ଆଲିଗଡ଼ : ଇଉନିଭାର୍ସିଟି ମିଡ଼ିଜିରାମ ଅଫ୍‌ ଆର୍ଟ ଏଓ କାଲଚର,

ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ—ସର୍ବାର୍ଥନାଥକ ମଂଗ୍ରହ

ଏଲାହାବାଦ : ଇଉନିଭାର୍ସିଟି ମିଡ଼ିଜିରାମ—କୌଶାନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ଏଲାହାବାଦ : ଏଲାହାବାଦ ମିଡ଼ିଜିରାମ—ନିତ୍ୟକଳା, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜୀବବିଦ୍ୟା
ବିଭାଗୀୟ ମିଡ଼ିଜିରାମ ।

ବେରାହନ : ଶିକ୍ଷକେଟିକ ବ୍ରାକ ମିଡ଼ିଜିରାମ, ମାର୍ଚ୍ଚେ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ—ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା

ବେରାହନ : ଫରଷ୍ଟ ଡିସାର୍ଟ ଇଙ୍ଗଟିଟ୍ଟାଟ୍ ମିଡ଼ିଜିରାମ—କାର୍ତ୍ତିକଦ୍ୱାର, ବନବନ୍ଧନ,
ବନଜ ବ୍ରାବ

ବାରାଣସୀ : ଭାରତ କଳା ଗ୍ରନ୍ଥ, ବାରାଣସୀ ଡିମ୍ବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ—

ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା, ବସ୍ତ୍ର, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ

ନକାଲ ୧୦ଟା — ୫-୩୦ ବିକାଳ (ଜୁଲାଇ-ସାର୍ଚ୍ଚ)

୧୮ — ୧୦-୩୦ (ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ)

ବମ୍ବେ : ଆକ୍ସିଂଗ୍‌ଲିକାଲ ମିଡ଼ିଜିରାମ—ବିଦେଶ ମଂଗ୍ରହ, ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା

ଭାରତୀୟ, ପାକୀସ୍ତାନୀୟ ମୁସଲିମ

ଲକ୍ଷ୍ନୋ : ଏନ୍‌ସ୍‌ପେକ୍ଟେସନ ମିଡ଼ିଜିରାମ, ଲକ୍ଷ୍ନୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ—

ନୂତନ ବିଦ୍ୟା—ନୂତନ ବିଦ୍ୟା

ଲକ୍ଷ୍ନୋ : ଶ୍ରୀକାଳିଦାସ ହାଉସିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଜିରାମ—ବାହ୍ୟବିଜ୍ଞାନ

ଓ ମାର୍ଚ୍ଚେ ବିଦ୍ୟା

ଲକ୍ଷ୍ନୋ : ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମାହାନ୍ତି ଇଙ୍ଗଟିଟ୍ଟାଟ୍ ଅଫ୍‌ ପ୍ୟାଲିଂବୋଟାମି ମିଡ଼ିଜିରାମ

—ଶ୍ରୀବତ୍ସବିଦ୍ୟା

ଲକ୍ଷ୍ନୋ : ଯୋଗିନୀଲ ନେହେରୁ ବାଲ ମଂଗ୍ରହାଳୟ—ସର୍ବାର୍ଥନାଥକ

ନିତ୍ୟ-ଉପବୋଧୀ ମଂଗ୍ରହ

ଲକ୍ଷ୍ନୋ : ଡେଟ ମିଡ଼ିଜିରାମ—ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ରକଳା, କାଳକଳ୍ପନ, ଜୀବବିଦ୍ୟା,

ସ୍ଥାନମଂଗ୍ରହ : ପୂଜିକା, ଚିତ୍ରିତ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି

ନକାଲ ୧୦ ଘ : — ୫ଟା ବିକାଳ : ସୁଧବାର ବସ୍ତ୍ର

সাহস্রাব : সাহস্রাব মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্বীয় পুরাতত্ত্ব

সকাল ৯ ঘঃ — ৫টা বিকাল

দর্শনী : প্রাপ্ত বয়স্ক ১২ পাঃ, শিশু ৬ পাঃ

চরিত্রাব : গুরুত্ব মিউজিয়াম, গুরুত্ব কাংড়ি—পুঁথিপত্র ও পুঁথাবল

ওড়িশা

কোণারক : কোণারক মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্বীয় পুরাতত্ত্ব

খিচিং : খিচিং মিউজিয়াম—স্থানীয় পুরাতত্ত্ব

বারিশবা : বারিশবা মিউজিয়াম—স্থানীয় পুরাতত্ত্ব

বেলখণ্ডী : বেলখণ্ডী মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব

ভুবনেশ্বর : গ্রেটবাল্ফ রিচার্জ ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম—নৃত্য-জাতিতত্ত্ব

ভুবনেশ্বর : ডিপার্টমেন্ট অফ এন্থ্রোপোলজি মিউজিয়াম, উৎকল
বিশ্ববিদ্যালয়—নৃত্য

ভুবনেশ্বর : ওড়িশা ষ্টেট মিউজিয়াম—ওড়িশী শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব
সকাল ১০-৩০ — ৫টা বিকাল

কেরলা

এর্বাঙ্কলাম : জুঙ্গলি এণ্ড বোটানি মিউজিয়াম, মহারাষ্ট্রা কলেজ
—জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান

ত্রিচূর : স্বাক্ষরকলা মিউজিয়াম ও পিকচার গ্যালারী—শিল্পকলা
ও পুরাতত্ত্ব

ত্রিচূর : ষ্টেট মিউজিয়াম এণ্ড জুঙ্গলিকাল গার্ডেন—জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ-
বিজ্ঞান প্রকৃতি

ত্রিবাঙ্কম : গভর্নমেন্ট সার্ট গ্যাংগারী—(প্রত্নতত্ত্ব) চিত্রকলা
(প্রাচীন ও আধুনিক)

সকাল ৮—৬ বিকাল, বৃন্দাবন বিল্ডিং ১—৬ বিকাল

ত্রিবাঙ্কম : গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম—জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা

সকাল ৮ ঘঃ—৬ ঘঃ মোমবাতি বহু

ত্রিবাঙ্কম : শ্রী এম, এস, মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম
—শিল্পকলা ও পুরাতত্ত্ব

গোয়া

গোয়া : গোয়া মিউজিয়াম—স্থানীয় ইতিহাস

চতুর্গড় (পাঠ্য ও চিত্রনা)

চতুর্গড় : এন্ড্রোপলজি মিউজিয়াম, জিওলাজি ও জিওগ্রাফী
মিউজিয়াম, পাক্সাং বিশ্ববিদ্যালয় জুলজী মিউজিয়াম

—বিতাগীয় সংগ্রহমালা, নৃত্য, কৃষি, জীববিজ্ঞান

চতুর্গড় : গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম এও পিতচার গ্যালারী—হানীর
পুরাতত্ত্ব ও পাহাড়ী চিত্রকলা

পাঠ্য

অনুভব : সেন্ট্রাল শিখ মিউজিয়াম—শিখ ইতিহাস, চিত্রকলা

পাতিগ্রাম : প্রতিলিখ্য মিউজিয়াম—হানীর ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

মণিপুর

ইন্দ্র : মণিপুর ষ্টেট মিউজিয়াম—হানীর আভিভব ও শিল্পকলা

মধ্যপ্রদেশ

ইন্দ্র : সেন্ট্রাল মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

খাজুরাহো : আর্কেওলজিকাল মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব

গোয়ালিওর : সেন্ট্রাল আর্কেওলজিকাল মিউজিয়াম, গোয়ালিওর

কোট—মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

সকাল ৭টা—১০টা বৈকাল ৩টা—৬টা (এপ্রিল—সেপ্টেম্বর)

সকাল ৮টা—১১টা বিকাল ২টা ৪টা (অক্টোবর—মার্চ)

গোয়ালিওর : ষ্টেট মিউজিয়াম, বরনাবাগ—অগ্রসঙ্গার ও বিবিধ

দিল্লীওরহা : টাইমাল রিসার্চ টেলিউট মিউজিয়াম—আভিভব

ধার : ডিপ্লিকি আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম—হানীর পুরাতত্ত্ব

নগর : ষ্টেট মিউজিয়াম—ধুবলা প্যালেস—শিল্পকলা ও পুরাতত্ত্ব

ভীলসা-বিহিনা : বিহিনা মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব

ভূপাল : ভূপাল সেন্ট্রাল মিউজিয়াম—সর্কারীদাতক সংগ্রহ

রায়পুর : মোহান্ত ষানিদাস মেমোরিয়াল মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও

শিল্পকলা

বিবপুঠী : ডিজিওনাল কব্রিওর মিউজিয়াম—বনবিজ্ঞান

সঙ্গ : সঙ্গ ইউনিভার্সিটি আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব

মাজী : আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব

সোনাবিহ : দিগবর জৈন মিউজিয়াম—প্রাচীন পুঁথিপত্র ইত্যাদি

মাদ্রাজ

আম্মালাটনগর : জুজি মিউজিয়াম অ'ম্মালাট বিশ্ববিদ্যালয়, জীববিজ্ঞা

কোয়েম্বাটুর : এগ্রিকালচারাল কলেজ মিউজিয়াম—উদ্ভিদতত্ত্ব ও কৃষিবিজ্ঞা

কোয়েম্বাটুর : গ্যাস কংগ্রে মিউজিয়াম—বনবিজ্ঞা ও বনসম্পদ

তাকোর : দ্বি তাকোর আর্ট গ্যালারী—অস্ত্রাশ্র ও দক্ষিণী চিত্রকলা ও মূর্তিকলা

তাম্বোরাম : জুজি মিউজিয়াম, মাদ্রাজ জীৱন কলেজ—জীববিজ্ঞা

তিলকচিরাপন্নী : জাচারাল হিষ্ট্রী মিউজিয়াম, সেন্ট জোশেফস কলেজ—উদ্ভিদবিজ্ঞা,

জীববিজ্ঞা, কৃষিবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা প্রকৃতি ।

পদনাতপুরম : মিউজিয়াম অ' এন্টিকুইটিজ—পুরাতত্ত্ব

পুডুকোটাই : গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব

রত্নম ক্যাম্প : সেন্ট্রাল বেরিন ফিসাটিজ থেফারেল মিউজিয়াম—সামুদ্রিক মৎস্যকুল ও

সামুদ্রিক প্রাণিবিজ্ঞা

মাদ্রাই : গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম—ব্যক্তি-আত্মীয় সংগ্রহ

মাদ্রাই : জীৱণ্যকৌশলেশ্বর টেম্পল মিউজিয়াম—পুঁৰিণম ও চিত্রকলা

মাদ্রাজ : কলেজ অ' এন্টিনিয়াবিং মিউজিয়াম, শুইও—প্রকৃতিবিজ্ঞা

মাদ্রাজ : গভর্নমেন্ট মিউজিয়াম এণ্ড স্ট্রাশনাল আর্ট গ্যালারী—পুরাতত্ত্ব, জীববিজ্ঞা,

উদ্ভিদবিজ্ঞা, চিত্রশালা, নৃত্ত, বিশেষ সংগ্রহ ; দক্ষিণভারতীয় খাতব শিল্পকলা

শিল্প বিভাগ । সকাল ৭ টা — ৪টা বিকল । (শুক্রবার বন্ধ)

প্রকাশনা বর্তমান ; প্রতিরূপও পাওয়া যায় ।

মাদ্রাজ : ফোর্ট সেন্ট জর্জ মিউজিয়াম—ব্রিটিশ ইতিহাস, ঐলমোহর, মুদ্রাক, তৈলচিত্র,

ঐতিহাসিক নিধনন ।

মাদ্রাজ : ভিক্টোরিয়া টেকনিকাল ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম—কাক শিল্পকলা ও প্রকৃতিবিজ্ঞা

মাদ্রাজ : মাদ্রাজ বেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—শারীরবিজ্ঞা, রোগবিজ্ঞা

মাদ্রাজ : ইয়ানলি বেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—শারীরবিজ্ঞা, রোগবিজ্ঞা

মাদ্রাজ : সেন্ট্রাল ইণ্ডিষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম—শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহ

ঐরকম : জীৱণ্যনাথ স্বামী দেবস্থানম্ মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও পুঁৰিণম

মহারাষ্ট্র

আহমদনগর :—মিউজিয়াম অ' হিষ্ট্রী, আহমদনগর কলেজ—পুরাতত্ত্ব

কোল্হাপুর : কোল্হাপুর মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

নাগপুর : এন্থ্রোপলজিকাল সার্ভে অ' ইতিহাস মিউজিয়াম—মধ্যভারতীয় নৃত্ত

নাগপুর : সেন্ট্রাল মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব, নৃত্ত, জীববিজ্ঞা

সকাল ১০টা—৪টা বিকল সোমবার বন্ধ । পুঁজিকা ও অস্ত্রাশ্র প্রকাশন

পূণা : আর্কেওলজিকাল মিউজিয়াম, ডেকান কলেজ এণ্ড পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট—পুণাতত্ত্ব ও স্থানীয় উৎখননলব্ধ নিদর্শন
 পূণা : আর্মর্ড ফোর্সেস্ মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—চিকিৎসাবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান
 পূণা (খংকতাস্লাম) : আর্মি মিউজিয়াম—দৈনন্দিনজীবন ইতিহাস, অস্ত্রাদি
 পূণা : বি, জে মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—শরীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান
 পূণা : ভারতীয় ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল মিউজিয়াম—ঐতিহাসিক পুঁথিপত্র ও পুণাতত্ত্ব
 পূণা : রাজা কেলকর মিউজিয়াম—খাতবানিফল নিদর্শন ও কাকনিদ্র
 পূণা : (লর্ডকিরা) মহারাষ্ট্র ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম—শিল্প-বাণিজ্য প্রবাহ
 বোম্বাই : প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম—জীববিজ্ঞান, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, সুগোপী
 তৈলচিত্র, ভারতীয় মধ্যযুগীয় চিত্রকলা প্রভৃতি

সকাল ১০-১১:—৬-৩০টা বিকাল বিকাল (মার্চ—জুন)

সকাল ১০-১১:—৬টা বিকাল (জুলাই—সেপ্টেম্বর)

সকাল ১০-১১:—৫-৩০ বিকাল (সেপ্টেম্বর—ফেব্রুয়ারী)

বিস্তৃত প্রকাশনা বর্তমান

দর্শনী : ২৫ পঃ প্রাপ্ত বয়স ছাত্র : ৫ পঃ

বোম্বাই : ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়াম—স্থানীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও কাকনিদ্র

বোম্বাই : শেঠ, জি, এম, মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম—শরীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান

বোম্বাই : সেন্ট মেডিক্যাল কলেজ মিউজিয়াম—ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রভৃতি

সাতারা : শিখারী মহারাজ মিউজিয়াম—মারাঠা ইতিহাস

সেবাগ্রাম : গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়—ব্যক্তি-আলস্যী সংগ্রহ

মহীশূর

চিত্রভূগ : লোকাল এটিমুইটিম মিউজিয়াম—স্থানীয় পুণাতত্ত্ব

ধারওয়ার : কন্নড় রিসার্চ ইনস্টিটিউট মিউজিয়াম—পুঁথিপত্র ও পুণাতত্ত্ব

বাকালোর : গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম ও শিল্পকলা

সকাল ৮-১১:—৫টা বিকাল। বুধবার বন্ধ

১০ পঃ প্রাপ্তবয়স্ক ৫ পঃ শিশু

প্রকাশনাদি বর্তমান

বাকালোর : বিশেষরাইয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান

বাকালোর : পেনট্রোল কলেজ মিউজিয়াম—জীববিজ্ঞান ইত্যাদি

বিজাপুর : আর্কেওলজিকাল মিউজিয়াম—স্থানীয় পুণাতত্ত্ব

মহীশূর : ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল কলেজ মিউজিয়াম—শরীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান

মাক্সালোর : গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম—ক্রিম্বী ভবন, বিজয়, শিল্পবিভাগ

মহীপুর : ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেনসিক মেডিসিন মিউজিয়াম গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ

—অস্ত্রপত্র, বিববিভাগ

মাক্সালোর : মহাত্মা গান্ধী মিউজিয়াম—কানাড়া হাই স্কুল

শ্রীহরিশ্রীন : টিপু সুলতান মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব পুণ্ড্রতত্ত্ব, মুগুপরিচায়ক কক্ষ

হেলেনবিড় : হেলেনবিড় মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব পুণ্ড্রতত্ত্ব

হাল্লী : হাল্লী মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব পুণ্ড্রতত্ত্ব

হরিন্দোল

হোটেল : হরিন্দোল প্রাকৃতিক পুণ্ড্রতত্ত্ব সংগ্রহালয়, কলকাতা—পুণ্ড্রতত্ত্ব ও শিল্পকলা

হিমালয় প্রদেশ

চম্বা : জুয়ি সিং মিউজিয়াম—পাহাড়ী চিত্রকলা ও পুণ্ড্রতত্ত্ব

সকাল ৮টা — ৬টা বিকাল

বিগ্রহ ১২টা — ১টা বিগ্রহ (গ্রীষ্মকালে)

১০টা — ৫টা বিগ্রহ (শীতকালে)

মাদ্রাস

কোহিমা : মাদ্রাসাও টেট মিউজিয়াম—হারী শিল্পকলা ও পুণ্ড্রতত্ত্ব

জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু : ভোগরা আর্ট গ্যালারী—চিত্রকলা ও পুণ্ড্রতত্ত্ব

শ্রীনগর : এম, সি, এম গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম—শিল্পকলা ও পুণ্ড্রতত্ত্ব

দিল্লী

দিল্লী : আর্কেওলজিক্যাল মিউজিয়াম, হেভ কোর্ট—মুগুপরিচায়ক ও শিল্পনিবন্ধন

দিল্লী : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব মিউজিয়াম—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ইতিহাস ও শিল্পবিভাগ

(নতুন) দিল্লী : আদিম জাতি সেবক সংস্থা মিউজিয়াম—নৃত্য

(নতুন) দিল্লী : ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম—প্রত্নতত্ত্ব

(নতুন) দিল্লী : ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ মিউজিয়াম—আন্তর্জাতিক নৃত্য সংগ্রহ

(নতুন) দিল্লী : এডওয়ার্ডস মিউজিয়াম—বিমানপোত ও আকাশযানবিভাগ

(নতুন) দিল্লী : গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়—রাজ্য-আজাদী সংগ্রহ

(নতুন) দিল্লী : গৃহনির্মাণ উপকরণের হারী প্রদর্শনী, নির্মাণভবন (পারমানেন্ট একজিবি-
শান অফ বিল্ডিং মেট্রিক্যাল) —স্থপতিবিদ্যা ও গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত উপকরণ

- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଡିମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମିଡ଼ିଆର — ଭିକ୍ଟରୀୟ ଶିକ୍ଷକ
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଡିମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମିଡ଼ିଆର — ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଗୁଣାବଳି
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ନେହେରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମିଡ଼ିଆର — ଶାନ୍ତି-ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଗୁଣାବଳି ମିଡ଼ିଆର —
ଆଦ୍ୟ-ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଗୁଣାବଳି ମିଡ଼ିଆର — ୧୯୫୯ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷକ
ସକାଳ ୧୦:୩୦—୧୧ଟା ବିକାଳ, ବିକାଳ—୧୦:୩୦—୧୧ଟା ବିକାଳ, ସୋମବାର ବନ୍ଦ ।
ଡିମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଶିକ୍ଷକ ।
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଗୁଣାବଳି ମିଡ଼ିଆର ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି
ସର୍ବାଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଗୁଣାବଳି ମିଡ଼ିଆର — ପୁରାତତ୍ତ୍ଵ, ଗୁଣାବଳି, ପାହାଡ଼ୀ,
ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
ସାଧାରଣତଃ : ସକାଳ ୧୦—୧୧ଟା ବିକାଳ, ବିକାଳ—୧୦:୩୦—୧୧ଟା ବିକାଳ, ସୋମବାର ବନ୍ଦ
ବର୍ତ୍ତମାନ—୧୫ ମ: (ଶାନ୍ତି—ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ), ୧୧ଟା ବିକାଳ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି
ଶିକ୍ଷକ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର
- (ନୂତନ) ବିଜ୍ଞାନ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ

ବିହାର

- ଗୁରୁ : ଗୁରୁ ମିଡ଼ିଆର — ପୁରାତତ୍ତ୍ଵ
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ପ୍ରାଚୀନ ଶାନ୍ତି — ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
ସକାଳ ୧୦:୩୦ — ୧୧ଟା ବିକାଳ
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ପ୍ରାଚୀନ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ପୁରାତତ୍ତ୍ଵ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ — ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
(ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ) ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ (ଶାନ୍ତି), ଶାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶାନ୍ତି
ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ (ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ)
- ସକାଳ ୧୦:୩୦ — ୧୧ଟା ବିକାଳ (ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ)
- ୧୦:୩୦:୩୦ — ୧୧ଟା ବିକାଳ (ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ)
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ — (ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ)
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
- ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ : ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମିଡ଼ିଆର — ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ

বাঁচী : এনথ্রোপলজি মিউজিয়াম, বাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়—নৃত্য

বাঁচী : বিজ্ঞান টাউনাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম—আকস্মিক নৃত্য ও ভাতিভব

ভুক্তরাষ্ট্র

আউনস্ : ঐতিহাসিক মিউজিয়াম—ভারতীয় মধ্যযুগীয় ও ইউরোপীয় চিত্রকলা

আমস্টের্ : পিটিসবুর্গাই চিল্ড্রেন মিউজিয়াম—সর্বাধিকারক শিশু সংগ্রহশালা

আহমেদাবাদ : এম. বি. জে. ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম

আহমেদাবাদ : কালিকো মিউজিয়াম—ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ঐতিহাসিক ও কারু-শিল্পগত নিদর্শন।

আহমেদাবাদ : গুজরাট বিজ্ঞানীর্ষ মিউজিয়াম সাধারণ সংগ্রহ

আহমেদাবাদ : বি. জে. মেডিকেল কলেজ মিউজিয়াম শারীরবিজ্ঞান ও রোগবিজ্ঞান

আহমেদাবাদ : মিউনিসিপাল মিউজিয়াম (লাক্সি কলেজ) মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

আমলনগর : মিউজিয়াম অফ এন্টিকুইটিজ—স্থানীয় পুরাতত্ত্ব

জুনাগড় : জুনাগড় মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

ধরমপুর : লেডি উইলসন্ মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

প্রতাপনগর : প্রতাপনগর মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

বরোদা : ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কেওলজি মিউজিয়াম, এম. এম. ইউনিভার্সিটি—পুরাতত্ত্ব

বরোদা : কলেজ মিউজিয়াম—স্থানীয় শিল্পকলা, যুগ-পরিচয়ক কক

বরোদা : মিউজিয়াম এণ্ড পিকচার গ্যালারী—ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও চিত্রকলা,

স্থানীয় চিত্রকলা—সকাল ১০. — ৪টা বিকাল

(বুদ্ধশক্তিবায়) ১০ টা— ৪টা বিকাল (দর্শনী ১২ পর্য) প্রকাশনাদি বর্ডমান।

বরোদা : মিউনিসিপাল হেলথ মিউজিয়াম—ব্যাবসিকজ্ঞান

বরোদা : মিউজিয়াম ডিপার্টমেন্ট মিউজিয়াম, এম. এম. ইউনিভার্সিটি সংগ্রহশালা
বিজ্ঞানসম্পর্কিত প্রযুক্তি বিভাগ

বরুত বিজ্ঞানগর : মিউজিয়াম এণ্ড আর্ট গ্যালারী—শিল্পকলা ও পুরাতত্ত্ব

বরোদা : মেডিকেল কলেজমিউজিয়াম—শারীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান

ভবনগর : বার্টন মিউজিয়াম অফ এন্টিকুইটিজ - পুরাতত্ত্ব

ভূম : কচ্ছ মিউজিয়াম—স্থানীয় পুরাতত্ত্ব

বাক্সকোট : ভ্যাক্সেলন মিউজিয়াম—শিল্পকলা ও পুরাতত্ত্ব

সবরমতী—(আহমেদাবাদের নিকট) : গান্ধী আঞ্চলিক সংগ্রহশালা—ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও
পত্র-পত্রিকা

সুয়াট : সর্গদেব বরুতসাই প্যাটেল মিউজিয়াম—পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলা

পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা

কলিকাতা

আর, জি, কব দেভিকেল কলেজ মিউজিয়াম [1916], 1, বেসগাভিয়া রোড, কলি-37.
২বিহার ও অজ্ঞাত সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ. কলেজ কার্যালয় দিন 12-00ঘঃ—
16-00ঘঃ

চিকিৎসাবিজ্ঞান পঠন-পঠনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, শরীর
সংস্থানতত্ত্ব এবং বোগনিদানতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহ

আলীপুর পত্রশালা (চিড়িয়াখানা) [1875], 2, আলীপুর রোড, কলি-27.

খোলা থাকে গ্রীষ্মকালে—06-00ঘঃ—17-30ঘঃ. শীতকালে 07-30ঘঃ—17-00ঘঃ
প্রবেশ দক্ষিণা 35 পয়সা

আলীপুর পুলিশ মিউজিয়াম, আলীপুর, জিলা 24 পরগণা

পরিদর্শনের জন্য পূর্বাঙ্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অহুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিংশ শতকের প্রথম পাদেশ অস্তিত্বের বিস্তারিত
সহীদদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু ও সংকলিত (পুলিশের) নথিপত্রাদির সংগ্রহ।

আন্তঃতত্ত্ব মিউজিয়াম [স্থাপিত 1937], কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শতাব্দিকী ভবন
(পশ্চিম অংশ), কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-12.

পূজাবসান, ২বিহার ও অজ্ঞাত সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ।

খোলা থাকে :—সোম-ভক্র : 1-00 ঘটিকা—17-00 ঘটিকা, শনিবার :
10-00 ঘটিকা—14-00 ঘটিকা

সংগ্রহ : পুণ্ডিত [পাল ও সেনগুপের ভাষ্য : ধাতব ও প্রস্তর], কাহশিল্প, লোকশিল্প
[পট, কাঁথা] ;

চিত্রিত পোর্টকার্ড, ও সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখিত (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
কয়েকটি গ্রন্থ) পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (ভারতীয় বাগ্গবন) [1814] 27, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলি-13.

সোমবার বন্ধ, মার্চ-নভেম্বর : 10-30—17-00, ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী 10-00—16-30ঘঃ

পুণ্ডিত, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, অধিকারী উদ্ভিদতত্ত্ব, সূক্ষ্ম কলা ও কাহশিল্প, নৃত্য
পরিচিতি পুস্তিকা, চিত্রিত পোর্টকার্ড, Plaster-casts এবং অজ্ঞাত নানা প্রকাশন
প্রবেশ দক্ষিণা মাথাপিছু পঁচিশ পয়সা ; ভক্রবার কোন প্রবেশ দক্ষিণা লাগে না।

একাত্তরী অফ কাইন আর্টস : মিউজিয়াম (1933) ক্যাভিড্যাল রোড, কলি-16.

14-00—20-00 ঘঃ

২বীক্ষণ স্মৃতি-সংগ্রহ, মুদ্রণ ভারতীয় চিত্র, দশসাময়িক ভারতীয় চিত্র, প্রাচীন বস্ত্র
সংগ্রহ। প্রবেশ দক্ষিণা—পঁচিশ পয়সা

এশিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়াম (1784), 1. পার্ক স্ট্রিট, কলি-16.

রবিবার, বিভিন্ন পরিবার ও অন্যান্য সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ। অক্টোবর 12-00—
19-00 খঃ খোলা থাকে। প্রচীন পুঁথিগ্রন্থ, তাম্র-লিপি, ভাস্কর্য, মূর্তি ও চিত্রকলা।

কলিকাতা জ্ঞানদাল রেভিউইং ইন্সটিটিউট এনটমিক্যাল ও প্যামেনলজিক্যাল মিউজিয়াম
[1948], 23. গোরাচাঁদ রোড, কলি-14.

চিকিৎসাবিজ্ঞান পঠন-পাঠন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত রোগনিদানতত্ত্ব ও পরীক্ষা-সংস্থানতত্ত্ব
বিষয়ক সংগ্রহ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সংগ্রহশালা (1918)

প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের সংগ্রহশালা (1919)

মৃত্তকবিজ্ঞানের সংগ্রহশালা (1920)

ভূগোলবিজ্ঞান বিভাগের সংগ্রহশালা (1940)—35 বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-19

রবিবার, গ্রীষ্ম ও পূর্বাংকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যোজিত অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ

সোম-শুক্রবার, 10-30 — 17-00 খঃ, শনিবার, 10-30—14-30 খঃ

কলিকাতা রেভিউইং কলেজ :

প্যামেনলজিক্যাল মিউজিয়াম (1835)

এনটমিক্যাল মিউজিয়াম (1905 ?)—88 কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-12

চিকিৎসা বিজ্ঞান পঠন-পাঠন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত রোগনিদানতত্ত্ব এবং
পরীক্ষা-সংস্থানতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহ।

কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট মিউজিয়াম (1955)

পঃ বন্ধ সরকার তপশিলী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন,

বিভিন্ন তল, কলিকাতা-1

রবিবার, প্রতি মাসের বিভিন্ন পরিবার ও পঃ বন্ধ সরকার যোজিত ছুটির দিন বন্ধ

10-30—17-30 খঃ।

পঃ বন্ধের আদিবাসী সাক্ষরতারের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত মৃত্তকিক সংগ্রহ।

ক্রাফটন মিউজিয়াম (1950)

বি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব আর্ট-ইন-ইণ্ডিয়া—15 পার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা-16

খোলা থাকে—সোম-শুক্রবার : 13-00—19-00 খঃ,

রবিবার ও অন্যান্য সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ।

সংগ্রহ—কাকশিল্প, লোকশিল্প।

জুট টেকনলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ মিউজিয়াম (1964)

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, ভারত সরকার—12 রক্লেট পার্ক, কলি-40

রবিবার প্রতি মাসের বিত্তীয় শনিবার এবং ভারত সরকার ঘোষিত অষ্টম দ্বি-দিন বন্ধ : অষ্টম দিন 10-00—17-00 ঘঃ।

পাট, পাটশিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

জুট মিউজিয়াম (1936)

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, ভারত সরকার পরিচালিত—এ হেট্টিংস ট্রিট, কলি-1

রবিবার, প্রতি মাসের বিত্তীয় শনিবার ও ভারত সরকার ঘোষিত দুটি দিন বন্ধ
অষ্টম দিন 10-00—17-00 ঘঃ।

পাট, পাট চাষ ও পাটজাত দ্রব্য সংক্রান্ত।

চিহ্নার মিউজিয়াম : ৪ লায়ন্স রোড, কলিকাতা-1

রবিবার, প্রতিমাসের বিত্তীয় শনিবার এবং পঃ বঙ্গ সরকার ঘোষিত দুটি দিন বন্ধ
অষ্টম দিন 10-30—17-00 ঘঃ।

বনবিজ্ঞান ও পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ সম্পর্কিত সংগ্রহ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা (1910), 24/1 আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-6

বৃহস্পতিবার ও অষ্টম দ্বি-দিন বন্ধ। অষ্টম দিন 13-00—19-00 ঘঃ।

প্রাচীন পুঁথিপত্র, অঙ্কন ও উনবিংশ শতকে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ বাংলায় সাহিত্য-সেবকদের স্বত্তি বিজ্ঞপ্তি বন্ধ, পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য।

পরিষদ পরিচর—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং Hand book to the Sculptures in the museum of Bangiya Sahitya Parisad—Manomohan Ganguly (1922)
Descriptive list of Sculptures & Coins R. D. Banerjee (1911)
Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss—Durga Mohan Bhattacharya (1936)

বেঙ্গল জেটোরিনারী কলেজ মিউজিয়াম (1894), বেলগাছিয়া রোড—কলি-37

পুস্তক চিকিৎসা ও পালন বিভাগ পঠন-পাঠন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত (পুস্তক)
শরীর সংস্থান, শরীর-বৃত্ত ও যোগনিদান তত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহ।

বিড়লা একাডেমী অব আর্ট এন্ড কালচার : মিউজিয়াম (1966)

108-109 সাদার্স এভিনিউ, কলি-19

বঙ্গলবার বন্ধ, রবিবার 13-00—20-00 ঘঃ, অষ্টম দিন 16-00—20-00 ঘঃ

প্রত্নতত্ত্ব (ভারতীয় ভাস্কর্য), যোগলগুণের চিত্রকলা, সাম্প্রতিক ভারতীয় চিত্রকলা, প্রবেশ দক্ষিণা—পঞ্চাশ পর্যায়।

বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম (1956)

C. S. I. R (ভারত সরকার)—19A গুরুদেব রোড, কলি-19

সোমবার বন্ধ, অষ্টম দিন 10-00—17-00 ঘটিকা

প্রদর্শনালয় বিষয় : শতমাণ্ড বস্ত্র, যান্ত্রিক শক্তি, খনি, বৈজ্ঞানিক শক্তি ও টেলি-
ভিশন ইন্ডিও, জনসংস্কৃতি বিজ্ঞান (মণ্ডলার সংযোগ), যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা।
পরিচয় পুস্তিকা আছে। কেবলমাত্র রবিবার প্রবেশ দক্ষিণা (25 পরশা) লাগে।

বিজ্ঞান ভাণ্ডার (প্র্যাকটিকিয়াম) [1962] 96, অওহরলাল নেহেরু রোড, কলি-16
সাধারণ প্রদর্শন সময়—14-00, 15-30,—17-00, 18-30 ঘ:

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করলে বিশেষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রবেশ দক্ষিণা—একটাকা। পরিচিতি পুস্তিকা, চিত্রিত পোস্টকার্ড পাওয়া যায়।

নীলরতন সংস্কার মেডিকেল কলেজ : এনটমিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল মিউজিয়াম—
অগাধীশ চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা।

রবিবার ও অস্বাস্থ্য সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ। কলেজ কার্যকালীন সময়ে—

চিকিৎসা বিভাগ পঠন-শাঠন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত পণ্যের সংস্থান তথ্য ও রোগনিবান
তথ্য বিষয়ক প্রদর্শন প্রদান।

নেতাজী মিউজিয়াম [1961]—নেতাজী বিহারী ব্রাহ্মো, নেতাজী ভবন

38,2 লালা লাভণ্ড রাস্তা রোড (পূর্বতন এলগিন রোড), কলি-20

রবিবার 9-00—12-00 ঘ, অস্বাস্থ্য দিন 16-00 - 20-00 ঘ:

নেতাজী জীবনচরিত্রের ইতিহাসিক বস্ত্র, চিত্রপট, আলোকচিত্র ইত্যাদি

নেতাজী বিহারী ব্রাহ্মো প্রকাশিত জীবনচরিত্র চিত্রিত পুস্তকাদি পাওয়া যায়,
প্রবেশ দক্ষিণা 19 পরশা।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল [1903], 1 কুইন্স ওয়ে, কলি-16,

সোমবার বন্ধ। সার্ব-অক্টোবর 10-00—17-00,

নভেম্বর—ফেব্রুয়ারি 10-00—16-00 ঘটিকা

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত সংগ্রহ—চিত্র, প্রতিমূর্তি, পুঁথি, নথিপত্র।

প্রবেশ দক্ষিণা—পঁচিশ পরশা, সাত বছরের কম বয়সের শিশু-শালিকা ও বিজ্ঞানসম্মত
ছাত্রছাত্রীদের তেওঁ পরশা, শুক্রবার দক্ষিণার তার বিত্তন।

পরিচয় পুস্তিকা ও অস্বাস্থ্য প্রকাশন আছে।

মিউজিয়াম মিউজিয়াম [1932] কলিকাতা কর্পোরেশন,

কলেজস্ট্রীট হাউস, নর্থ ব্লক, কলি-12

রবিবার এবং অস্বাস্থ্য সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ, অস্বাস্থ্য দিন 13-00—18-00 ঘ:

পৌরস্বাস্থ্য এবং পৌর সংস্থা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ ও প্রদর্শন।

মারবেল গ্যালেরি আর্ট গ্যালারী ও জু-গার্ডেন [1855], (বাজেন্স মল্লিক সংগ্রহ)

46 ব্রুকিংস বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-7

সোম ও বুধসম্মতির বন্ধ। অস্বাস্থ্যদিন 10-00—16-00 ঘ:

কলা বীথিকা : ইউরোপীয় শিল্পবস্ত্র (টেক্সটাইল, ডাকট) ,

পুস্তকশালা : নান্দ প্রজাতির পাক ও কয়েক প্রজাতির নিদামিষাশী পশু

রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়াম [1961] রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, 6/4 স্বাধীনতা পথ ঠাকুর লেন
রবিবার ও অন্ত্যস্ত ছুটির দিন 11-00—14-00 ঘঃ

অন্ত্যস্ত দিন 10-00—19-00 ঘঃ

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্ত্যস্ত মনীষীদের প্রতিমণ্ডিত বস্তু, উন্নত শিল্প
বাংলাদেশে নবজাগরণ সংক্রান্ত নান্দ নথিপত্র আলোকচিত্র ইত্যাদি ।

হয়েল এন্ট্রি-হটিকালডাবাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ; গার্ডেন এন্ড গ্রীপহাউস [1820]

। আলীপুর হোটেল-27

উদ্যান, গাছপাড়া, উদ্যান পালন বিষয়ক গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার ।

মূল অফ টেলিক্যাল মেডিসিন : মিউজিয়াম, [1921] চিত্রকর এভিনিউ, কলি-12

রবিবার ও সপ্তাহের বোম্বিত ছুটির দিন বন্ধ । 10-00—17-00 ঘঃ

ক্রান্তির অকলের ব্যাবি সম্বন্ধে পঠন-পাঠন ও গবেষণার সহায়তাকল্পে সংগৃহীত
প্রদর্শন সমার ।

টেটু আফিকেলিক্যাল গ্যালারী [1962] রাজ্য প্রত্ন অধিকার, পূর্বে দক্ষিণ, নঃ বঃ সরকার ।
রবিবার, প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোম্বিত অন্ত্যস্ত ছুটির
দিন বন্ধ । অন্ত্যস্তদিন 10-30—17-00 ঘঃ

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু, পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য, 'পাণ্ডুরাজের
চিহ্ন' থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু, পোড়ামাটির তক্ষণ শিল্প, বাংলায় লোকশিল্প
ও কালশিল্প ।

পরিচিতি পুস্তিকা, চিত্রিত পোটকাড'ও এলবাম এবং অন্ত্যস্ত কয়েকটি পুস্তক আছে ।

সরকারী শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগ্রহশালা [1939], শিল্প অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পরিচালিত 45 গণেশ এভিনিউ, কলি-13

রবিবার সন্ধ্যার দ্বিতীয় শনিবার সরকার বোম্বিত ছুটির দিন বন্ধ ।

10 30—17-30 ঘটিকা : পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প, সূচী শিল্প, কালশিল্প
সংক্রান্ত সংগ্রহ ।

টেটু আর্কাইভস (রাজ্য মহাভাষ্যশালা) [1909], শিল্পদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

6 ভবানী পথ লেন, কলি-7

রবিবার, সন্ধ্যার দ্বিতীয় শনিবার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোম্বিত সাধারণ ছুটির
দিন বন্ধ ।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিভাগীয় নথিপত্র (1758—1888 খঃ) ক্রীষামণ্ডল
হুঁচুড়া সংক্রান্ত ওলন্দাজ (Dutch) নথিপত্র (1702—1827) এবং পশ্চিমবঙ্গ

সংক্রান্ত নথিপত্র, অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত নথিপত্র।

সেন্ট্রাল গ্রান এণ্ড শিবাগিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট : মিউজিয়াম

সি. এম. আই. আর (ভারতসরকার), যাদবপুর—কলিকাতা-32

রবিবার, প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং ভারত সরকার ঘোষিত অক্টাব্র ছুটির দিন বন্ধ। অক্টাব্র দিন 10.00 - 17.00 ঘ:

কাচ ও মৃৎ গবেষণা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগ্রহশালা [1962], সংস্কৃত কলেজ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলি:-12
রবিবার, গ্রীষ্মাবকাশ, পূজাবক্ষণ ও অক্টাব্র মাধ্যম ছুটির দিন।

কলেজ কার্যকালীন দিনে 10.00 - 17.00 ঘ:

সংগ্রহ—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত।

চব্বিশ পরগণা জিলা

শ্রী বঙ্কিম ঐতিহাসিক ও সংগ্রহশালা [1954] কাঠালপাড়া, নৈহাটি ২৪ পরগণা

বৃহস্পতিবার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ।

অন্যান্য দিন 12.00—18.00 ঘ: খোলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক বাস্তবতা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র, রচিত গ্রন্থাবলি পাণ্ডুলিপি ও ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সামগ্রী।

গাছী স্মারক সংগ্রহালয় [1961] গাছী স্মারক মি. বি, পশ্চিমবঙ্গ

14 বিভাগসাইন্স রোড, ব্যাংকপুত্র, ২৪ পরগণা

মহাত্মা গান্ধীর পুঁতিবিজ্ঞানিত বস্তু, চিঠিপত্রাদিও প্রতিলিপি, নোকটিজ, বস্তুত্বাদিও
বেকড, গাছীজী সম্পর্কিত তথ্যচিত্র (চলচ্চিত্র), গাছীদর্শন চর্চায় সহযোগী
গ্রন্থসমূহ প্রদর্শন।

ভকসদর মিউজিয়াম [1933] (সন্তোষগোত্রায়), ঠাকুরপুকুর, পো: জোকা, ২৪ পরগণা

বৃহস্পতিবার বন্ধ। বৃহস্পতি 11.30—13.30, অন্যান্য দিন 11.30—16.30 ঘ: খোলা]

পুণ্যবস্ত্র, কারুশিল্প, নোকশিল্প।

বিধান সংগ্রহশালা [1967] ফিল্ড এণ্ড বিয়েট'র আর্কাইভস অফ ইণ্ডিয়া,

নোনাডাকপুর (ব্যাংকপুত্রের উপকণ্ঠে), ২৪ পরগণা

চলচ্চিত্র ও নাত্যময় সম্পর্কিত বিবিধ বস্তু ও ঐতিহাসিক তথ্যাদিও সংগ্রহ।

নরেন্দ্রপুর গ্রামস্বত্ব মিশর বিজ্ঞানালয়: কমার্শিয়াল মিউজিয়াম, নরেন্দ্রপুর—২৪ পরগণা

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানের কাঁচা মালী সমগ্র এবং রবিবার পর্যাপ্তসংখ্যক
জুজ খোলা থাকে; বার্ষিক প্রদর্শনসময়।

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ স্টেশন: মিউজিয়াম—মদিরামপুর, পো: ব্যাংকপুত্র

মৌলভীব ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণার সহায়তার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রদর্শনসমগ্র।

দার্জিলিং জিলা

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় হিষ্টরিক্যাল মিউজিয়াম (১৯৬৫)

উদ্বৃত্তবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারামমোহনপুর, শিলিগুড়ি, জিলা : দার্জিলিং
পূর্বাবস্থা, কাককলা, লোকশিল্প, পুঁথিপত্র ।

এভারেস্ট মিউজিয়াম (১৯৫৫)

হিমালয়ান হাউস্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, দার্জিলিং

পর্বতাগোহন, পর্বতারোহী, এভারেস্ট অভিযান এবং এভারেস্ট পর্বত ও হিমালয়
উপত্যকা বিষয়ক প্রদর্শনাদি ।

ডাঙ-হিল ফরেস্ট মিউজিয়াম, আদিয়াং, দার্জিলিং

বনবিজ্ঞান ও পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ সংক্রান্ত

স্মারচাংগাল হিষ্ট্রী মিউজিয়াম (১৯৬৩), জিলা, দার্জিলিং

সোমবার পূর্ণিমা এবং সনিবার অশুভ বস্তু

অস্বাস্থ্য দিন ০৭-০০—১৩-০০ঘঃ এবং ১৫-০০—১৭-০০ঘঃ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (জীবতাত্ত্বিক) প্রদর্শনাদি ।

লয়েড বোটানিক গার্ডেন (১৮৭৮), নহর এবং জিলা—দার্জিলিং

উদ্যান ও 'হারবেরিয়ারম'

উদ্যান : সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে ।

হারবেরিয়ারম : রবিবার বন্ধ, অস্বাস্থ্য দিন ঐশ্বর্যকালে ১০-০০—১৭-০০ঘঃ,

শুক্রকালে ১০-৩০—১৬-৩০ঘঃ । হিমালয় উপত্যকার পূর্বকালের উদ্ভিদাদি ।

হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক (১৯৫৮)

হিমালয় উপত্যকার জীবজন্তু ।

নদীয়া জিলা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম (বিভাগীয়)

ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি, ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজী, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার

—বিভাগীয় সংগ্রহশালা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ।

কৃষ্ণিবাস শ্রুতিভবন ও সংগ্রহশালা, পুঁথিপত্র, কলিঙ্গা জিলা : নদীয়া

বর্ধমান জিলা

জাড়গ্রাম মাখনলাল শ্রুতি পাঠাগার, জাড়গ্রাম, জিলা : বর্ধমান

পূর্বাবস্থা, লোকশিল্প, প্রাচীন পুঁথিপত্র ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় : মিউজিয়াম ও আর্টগ্যালারী (১৯৬৫)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাড়ি, নহর, পোঃ, জিলা—বর্ধমান

রবিবার বহু. অষ্টাঙ্গ দিন 10-30—17-00ঘঃ

পূর্বাবহু, লোকশিল্প, কাক-শিল্প, প্রাচীন পুঁথি ও নবিশিল্প ।

বাঁকুড়া জিলা

আচার্য বোমেনচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন (1951), শহর. পোঃ—বিষ্ণুপুর, জিলা : বাঁকুড়া
পূর্বাবহু, লোকশিল্প, কাক-শিল্প, প্রাচীন পুঁথিপত্র ।

বীরভূম জিলা

নন্দলাল শ্রুতিশালা (পূর্বতন 'কলাভবন' মিউজিয়াম) [1922]

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; কলাভবন, শাস্ত্রনিকেতন । জিলা : বীরভূম
'নবাবজীর শৈলী'র শিল্পকলা, কাক-শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন ।

রবীন্দ্র সদন (1942)

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পোঃ—শাস্ত্রনিকেতন, জিলা : বীরভূম
বৃহস্পতি বহু. মঙ্গলবার 07-00—11-30ঘঃ, অষ্টাঙ্গ দিন 07-00—11-30 ঘঃ এবং
14-00—16-30ঘঃ, যে ও ছুইন মাসে কেবলমাত্র সকালেই খোলা থাকে ।

রবীন্দ্র শ্রুতিমণ্ডিত জিনিষপত্র, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, চিত্রাবলী,
আলোকচিত্র, খবরের কাগজের কাটিং ইত্যাদি ।

ঝালদহ জিলা

ঝালদহ মিউজিয়াম (1937), শহর, জেলা—ঝালদহ

পূর্বাবহু, (ভাস্কর্য, ভাস্কর্যশাসন), মৃৎল ও হুলতানী আমলের স্ফা, প্রাচীন পুঁথিপত্র ।

শ্রীশ্রীধার জিলা

শ্রীশ্রীধার ত্রিষ্টিক মিউজিয়াম. জিলাগড়, জিলা—শ্রীশ্রীধার

নিম্নবিমান । পূর্বাত্মিক সংগ্রহ ।

হাজারদুয়ারী প্রাসাদ সংগ্রহ, শহর, পোঃ এবং জেলা—শ্রীশ্রীধার

শিল্প, পুঁথিপত্র, মৃৎল আমলের অস্ত্রশস্ত্র ।

মেদিনীপুর জিলা

জিলা গ্রন্থাগার : মিউজিয়াম, শহর, পোঃ এবং জিলা—মেদিনীপুর

স্বামীর অকল থেকে সংগৃহীত পূর্বাবহু, কাক ও লোকশিল্প ।

বিজ্ঞানাগার শ্রুতিভবন সংগ্রহশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা, শহর. পোঃ এবং জিলা—মেদিনীপুর

পূর্বাবহু, (ভাস্কর্য, ভাস্কর্যশাসন), পূর্বাত্মন পুঁথিপত্র ।

হামিলটন স্কুল মিউজিয়াম (১৯৩৪), পোঃ—তমলুক, জিলা—মেদিনীপুর

বিজ্ঞানীয় কাৰ্যকালীন সময়ে খোলা থাকে।

পুস্তক, (তাম্রলিপ, মুদ্রা, তত্ত্ব মুদ্রণাদি), ষ্টেবলেন্স বিভাগগতের স্থিতিবিজ্ঞিত সামগ্রী।

হাওড়া জিলা

আনন্দ নিকেতন কীৰ্তিলালা (১৯৬১), গ্রাম—নবাসন, পোঃ—বাগনান, জেলা : হাওড়া

রবিবার ১০-০০—১৭-০০ঘঃ; অন্ত্যস্ত দিন ১৫-০০—১৭-০০ঘঃ

পুস্তক, কাৰ্যকাল ও লোকশিল্প।

ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন ও জ্ঞানলাল হারবারিয়াম, শিবপুর, জিলা : হাওড়া

উদ্যান : ৬-৩০—১১-৩০ঘঃ এবং ১১-৩০—১৭-৩০ঘঃ

বিশ্বক উদ্ভিদ সংগ্রহাগার : ৯-৩০—১৭-০০ঘঃ

উল্লিখিত—ভারতীয় ও পূর্ববর্তী বিজ্ঞান অকলে প্রদর্শিত বস্তুমান।

শতাব্দী-স্থিতি সংগ্রহশালা (১৯৬৯), নারিন্দাস, জিলা : হাওড়া

বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক শতাব্দী চট্টোপাধ্যায়ের স্থিতি বিজ্ঞিত সামগ্রী, শতাব্দী রচনাবলী পাতুলিপি, পুস্তক বাংলা পুঁথিগত এবং স্থানীয় অকল থেকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু, কাৰ্যকাল ইত্যাদি।

হুগলী জিলা

অম্বলা প্রত্নশালা (১৯৪১), রাজবলহাট, জিলা : হুগলী

পুস্তক, কাৰ্যকাল ও লোকশিল্প। (হেমচন্দ্র স্থিতি পাঠাগারের সহিত যুক্ত)

পাঠাগারের কার্যকালে খোলা থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রম আন্দোলন : আর্টগ্যালারী এণ্ড মিউজিয়াম (১৯৬৬), চন্দ্রনগর,

জিলা : হুগলী, বৃহৎস্থিতির বস্তু।

চন্দ্রনগরের কলারী শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শ, আঞ্চলিক ইতিহাস, শিল্পকলা ও পুস্তক এবং স্থানীয় আন্দোলনে চন্দ্রনগরের ভূমিকা সংক্রান্ত নথিপত্রাদি।

কেরী মিউজিয়াম (১৮১৮)

ঐরামপুর কলেজ, ঐরামপুর, জিলা : হুগলী

রবিবার বস্তু, শনিবার ১০-০০—১৩-০০ঘঃ; অন্ত্যস্ত দিন ১০-০০—১৬-৩০ঘঃ

প্রখ্যাত মিননারী শিক্ষাবিদ উইলিয়াম কেরী স্থিতিবিজ্ঞিত সামগ্রী, উইলিং নতুন প্রকাশিত ভূপ্রাণ্য বাংলা গ্রন্থাদি এবং উইলিং নতুন ঐষ্টোন মিননারীর কৰ্মপ্রচেষ্টার পরিচায়ক নথিপত্রাদি চিত্রিত পোষ্টকার্ড ও অন্ত্যস্ত কিছু প্রকাশন আছে।

দৈন্যবাটি : সারদাচরণ সংগ্রহশালা, জিলা—হুগলী

বল্লী শিল্পকলা ও পুস্তক।

ভারতের পশুশালা

আলিপুর (তলিকাভা): জুলজিকাল গার্ডেন	নাগপুর : মহারাষ্ট্রবাগ জু
আহমেদাবাদ : জুলজিকাল হিল গার্ডেন	পুনা : পেনশোণার্ক জু
উদয়পুর : জুলজিকাল গার্ডেন	বরোদা : লখাম্ভী বাগ গার্ডেন জু
কোটা : জুলজিকাল গার্ডেন	বিকানোর : জুলজিকাল গার্ডেন
গোয়াটি : টেট্ জু	বোম্বাই : ভিক্টোরিয়া গার্ডেন জু
জয়পুর : জুলজিকাল গার্ডেন	মহীশূর : ব্রিটিশরায়েজ জুলজিকাল গার্ডেন
জুনগড় : জুলজিকাল গার্ডেন	মাদ্রাজ : জুলজিকাল গার্ডেন
জিব্রাল্টর : জুলজিকাল গার্ডেন	যোধপুর : জুলজিকাল গার্ডেন
দিল্লি : জুলজিকাল গার্ডেন	লক্ষ্ণৌ : জুলজিকাল গার্ডেন
দািলিং : হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক	লক্ষর (গোয়ালিয়ার) কিং জর্জ জুলজিকাল পার্ক
নতুন দিল্লী : দিল্লী জুলজিকাল পার্ক	হায়দ্রাবাদ : জুলজিকাল গার্ডেন

ভারতের জলপ্রাণী—দর্শনাগার

উত্তর প্রদেশ :

লক্ষ্ণৌ : পশুশালাস্থিত একোয়ারিয়াম

কেরালা :

ত্রিবাঙ্কর : গভর্নমেন্ট একোয়ারিয়াম

পশ্চিমবঙ্গ :

বাতাকপুর : কেন্দ্রীয় ইন্সটিটিউট ফর কনসারভেশন অফ লাইভিং ফিশারিজ
একোয়ারিয়াম। পোন্ট—মনিরামপুর—ব্যাংকপুর।

মাদ্রাজ :

হওশর ক্যান্স : সেন্ট্রাল মেরিন কনসারভেশন ডিপার্টমেন্ট একোয়ারিয়াম।
পোন্ট—হওশরক্যান্স, মাদ্রাজ।

মাদ্রাজ নগর : গভর্নমেন্ট একোয়ারিয়াম (মেরিন অফলাইভ)

মহারাষ্ট্র :

বোম্বাই : ভারাপোরেরওলা একোয়ারিয়াম।
কিন্দারিন ডিপার্টমেন্ট, বোম্বাই-২

ভাৰতৰ অভয়াৰণ্য, জাতীয় উদ্যান ও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ : অন্ধ্ৰ-পেলিকান বন্যপাৰুল : পেলিকান ও অন্যান্য পাখী ।

আসাম : কাজিৰঙা : পশু সংৰক্ষক বনাঞ্চল : ভাৰতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডাৰ, গঁড়, সৰহ চৰিণ, বস্ত্ৰহাতি, শূকৰ ও নানান জাতীয় পাখী ।

মানস : পশুসংৰক্ষক বনাঞ্চল আসাম-হিমালয়-পাদভূমিৰ সকল প্ৰাণী ও পক্ষী ।

উত্তৰপ্ৰদেশ : কৰবেট : জাতীয় উদ্যান :

বাঘ, লেপাৰ্ড (ওলবাঘ) , হায়না, হিমালয়ৰ ভালুক, শূগল, এলিম ও মুনভক্ষক হৰিণ, বস্ত্ৰহাতি, বস্ত্ৰ শূকৰ ও ফুঁৱৰ ।

চম্প্ৰভতা : অত্যাণা : নীলগাই, সৰহ, চৰিণ (অজজাতীয়), বস্ত্ৰ বহাঘ, পক্ষীকুল, লেপাৰ্ড (ওলবাঘ) ও ভালুক ।

কান্ধাৰ : দাচীগাম : অভয়াৰণ্য :

কান্ধাৰীৰ তালুল হৰিণ, পাটকিলে ভালুক, বস্ত্ৰ শূকৰ, নানাজাতীয় পক্ষী ।

কেয়ালা : পেরিয়াৰ : অভয়াৰণ্য :

বহু বস্ত্ৰ হাতি, ভালুক, বাঘ ও চৰিণেৰ নানা প্ৰকাৰভেদ ও পাখী ।

গুজৰাট : গিৰ বনাঞ্চল : অভয়াৰণ্য :

এলিম মহাৰ্ষেশ্বৰ নিংচ, নীলগাই, চাৰশিকা হৰিণ, বস্ত্ৰ শূকৰ, সৰহ ।

পশ্চিমবঙ্গ (কুচবিহাৰ) : জলপাণ্ডা : পশু সংৰক্ষক বনাঞ্চল

ভাৰতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডাৰ, সৰহ, বস্ত্ৰহাতি, চৰিণকুল ও বাঘ ।

বিহাৰ : হাজোবিহাৰ : জাতীয় উদ্যান : সাধাৰণ ভাৰতীয় বস্ত্ৰপ্ৰাণী ।

বন্যপ্ৰদেশ : শিবগুহা : জাতীয় উদ্যান : নানাপ্ৰকাৰেৰ হৰিণ, হায়না ও বাঘ ।

কান্ধা বাওলা : জাতীয় উদ্যান :

বাৰশিকা, এলিম ও মুনভক্ষক হৰিণ, বাঘ, লেপাৰ্ড ভালুক, হায়না ও বহু প্ৰকাৰেৰ পাখী ।

মহীশূৰ : বকনবিট্ট—অভয়াৰণ্য : জলচৰ পক্ষীকুলেৰ আবাসস্থল

বাজ্জ : বেৰহগল : অভয়াৰণ্য : ন নাপ্ৰকাৰেৰ শাৰল ও জলচৰ পাখী ।

মুহুমালাই :

নীলগিৰি বনাঞ্চলেৰ বস্ত্ৰ হাতি, সৰহ, গঁড়, চাৰশিকা ও অস্ত্ৰান্ত হৰিণ, বানৰ (সাধাৰণ ও মাৰ্কাৰে) বাঘ, লেপাৰ্ড, ভালুক ।

হাওদ্যান : কেওলাবেওদানা : (ত্ৰুতপুৰেৰ নিকটে) জলচৰ ও অজানা পাখীৰ প্ৰজনন-কেন্দ্ৰ ।

Museums in India : Game Sanctuaries, National Gardens
and Game Reserve

সংগ্রহশালাবিজ্ঞান ৪ পরিভাষা

Aging —জীর্ণতা প্রাপ্তি	Chemical —রাসায়নিক
Animation —প্রাণচাকলা	Action —সাম্প্রতিক ক্রিয়া
Artifact —সহজসহ নিদর্শন/উৎসর্গ/বাতিচোর	Processes —রাসায়নিক প্রক্রিয়া
Alcohol Immersion —কোহল নিমজ্জন	Claustrophobia —আবহমানাতঙ্ক
Anti-Chlor —ক্লোরিন সংহারক	Cleaning —পরিষ্করণ
Atomiser —অণুবর্ষ	Chemical —রাসায়নিক পরিষ্করণ
Aquarium —জলপ্রাণী দর্শনাগার/ঘর	Mechanical —যান্ত্রিক পরিষ্করণ
সংগ্রহালয়	Periodic —পর্ষাবৃত্ত পরিষ্করণ
Audio-Visual Aid —শ্রবণ-দৃশ্য সহায়ক	Collection —সংগ্রহ
Background —পটভূমি	Reserve —নিহিত সংগ্রহ
Illuminated —আলোকিত পটভূমি	Study —পৰ্যালোচন সংগ্রহ
Neutral —অকৃতজ্ঞক পটভূমি	Colour —বর্ণ
Biological —জৈব	Adjustment —বর্ণ-সঙ্গতিকরণ
Agent —জৈব-পরিবাহক	Basic —মূল বর্ণ
Bleaching —বিবর্তন	Complementary —পরিপূরক বর্ণ
Book —গ্রন্থ	Conservation —সংরক্ষণ
Bottle —গ্রন্থ-বটল	Corrugated Board : তরঙ্গাকৃতি বোর্ড
Lice —গ্রন্থ-টিকুন	Creaser —কৌণিককারক
Worm —গ্রন্থ-কীট	Curator —রক্ষক/আগাধিক/অধ্যক্ষ
Brushing —ব্রুশ করা	Dazzling —উজ্জ্বলবর্ণ, অলম্বনো বর্ণ
Bulletin —বুলেটিন/জ্ঞাপনপত্র/জ্ঞাপনপত্রিকা	Differentiation —বর্ণ-বিতাজন,
Casting —ঢালাই	বর্ণ পৃথকীকরণ
Cire Perdu —স্বচ্ছটেবিধায়ক মোহ-	Matt —অস্বচ্ছ বর্ণ
বিতাড়ক ঢালাই	Neutral —অকৃতজ্ঞক বর্ণ
Metal —কাতক ঢালাই	Scheme, Basic —মৌল বর্ণালেনেত্র
Plaster —প্লাস্টার ঢালাই	পরিষ্করণ
Catalogue —ফটো, তালিকা	Curatorial —আগাধিকোচিত
Card —পত্রক-ফটো	Department —আগাধিকোচিত বিভাগ
Descriptive —বিবরণমূলক	Job —অধীক্ষণ কার্য, রক্ষণমূলক কার্য,
তালিকা/ফটো	আগাধিকোচিত কার্য

Space—আগারিকোচিত স্থান	Fragile—অপলকা, ভুল্‌ল
Deacidification—অম্লদূরীকরণ/অম্ল হ্রাসন	Full-Pasting—মাপ্টা আঁটা
Dehumidifier—আর্দ্রতা-নিবোধক (যন্ত্র)	Fumigation—উপধূনন
Diorama—দৈর্ঘ্যমাত্রিক দৃষ্টাব্য	Fungicide—ছত্রাক নাসক/ছত্রাক সংহারক
Display—প্রদর্শনী	Game Reserve—পশুক্ষেপ বনাঞ্চল
Cutout—কটিত ছপ্পেখ প্রদর্শনী	Game Sanctuary—অভয়ারণ্য
Mono-Thematic—একবিষয়াজ্ঞরী প্রদর্শনী	Gallery—কলাভাণ্ডার
Taxonomic—বর্গীকৃত প্রদর্শনী	Picture—চিত্রবীথি/চিত্রশালা
Dusting Method—মুলা-বিতড়ন প্রক্রিয়া	Garden—উদ্যান
End Wall—প্রান্ত/অগ্র প্রাচীর/দেওয়াল	Botanical—উদ্ভিদ উদ্যান
Excavation—উৎখনন	Zoological—পশুশালা/চিড়িয়াখানা। প্রাণি উদ্যান
Excavator—উৎখনক	Group-visit—দলবদ্ধ পরিদর্শন/পরিদর্শন
Exhibit—প্রদর্শন	Guide book—দিশারীকা
Exhibition—প্রদর্শনী	Illustrated—চিত্রিত দিশারীকা
Circulating—আবর্তক প্রদর্শনী	Guided-Tour—দিশারী-নির্দেশিত ভ্রমণ
Hall—প্রদর্শন-কক্ষ	Habitat Group—বাসভূমিগ্রন্থক প্রদর্শনাব্য
Loan—কণলব্ধ প্রদর্শনী	Herbarium—(ভক) উদ্ভিদ বন্ধনাগার
Temporary—অস্থায়ী প্রদর্শনী	Humidifier—আর্দ্রতা উৎপাদক
Travelling—স্রামাযাত্র প্রদর্শনী	Humidity, Relative—আপেক্ষিক আর্দ্রতা
Exploration—অন্বেষণমূলক অভিযান/ অন্বেষণীয় অভিযান	Hygrometer—আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র/ আর্দ্রতা মাপক
Extension Service—সংস্রমারণ কার্যক্রম	Insect-Repellent—কীট-বিতারক
False—কৃত্রিম	Insecticide—কীটনাশক
Ceiling—কৃত্রিম চক্রাতপ	Keeper—আগরিক/রক্ষক
Wall—কৃত্রিম প্রাচীর/দেওয়াল	Label—পরিচয়পত্র/পরিচয় পিণ্ডিকা
Window—কৃত্রিম গবাক্ষ	Group/General—সাধারণ পরিচয়পত্র
Field-Collector—প্রকৃস্থান সংগ্রাহক, আহরণকেন্দ্র সংগ্রাহক	Introductory—মুখবন্দী পরিচয়ক/ পরিচয়পত্র
Collection—প্রকৃস্থানীয় সংগ্রহ/ আহরণস্থানীয় সংগ্রহ	Illuminated—আলোকোজ্জ্বলিত পরিচয়পত্র
Fin wall—পক্ষ প্রাচীর	
Flight Hole—খগরুজ	

Leather Dressing Solution—ডর্ম পরিমার্জক তরল	Morphological Description—আকাংগত বিবরণ
Leisure-Hour Programme—অবদর বিনোদক কার্যক্রম, অবদর কালোপযোগী কার্যক্রম	Mounting—সংস্থাপন
Light, Lighting—আলোক, আলোকন	Fossil—জীবাশ্ম সংস্থাপন
Artificial—কৃত্রিম	Media—সংস্থাপন-মাধ্যম
Hidden Concealed } — অজ্ঞাপিত আলোক/ Covered } আলোকন	Skeleton—কঙ্কাল সংস্থাপন
Direct—প্রত্যক্ষ আলোক/আলোকন	Museobus—মিউজিয়াম/মিউজিও-বাস
Diffused—বিকীর্ণ আলোক, আলোকন	Museography—মিউজিয়াম বিজ্ঞান
Fixture—আলোকন-স্থাপক তৈজস	Museologist—মিউজিয়াম প্রযুক্তি-বিদ/ মিউজিয়ামবিদ
Natural—স্বাভাবিক আলোক/আলোকন	Museology—মিউজিয়াম বিজ্ঞান সংগ্রহ- শালা বিজ্ঞান
Room—তর আলোকন	Museomobile—চলমান মিউজিয়াম/চল সংগ্রহালয়
Reflected—প্রতিফলিত আলোক/ আলোকন	Museuming—মিউজিয়াম পরিচরন করা, মিউজিয়াম পরিদ্রবন করা
Showcase—প্রদর্শনার আলোকন	Museum—মিউজিয়াম, সংগ্রহশালা, সংগ্রহালয়, বাহুর, প্রদর্শনশালা
Side—পার্শ্বস্থিত, পার্শ্বীয় আলোক/ আলোকন	Administration—বি: প্রশাসন
Top—উর্দ্ধস্থিত আলোক/আলোকন	Advisory Board—বি: উপদেষ্টা পরিষদ
Loan—কণ	Committee—বি: সমিতি
Temporary—সাময়িক কণ	Consciousness—বি: চেতনা
Permanent—স্থায়ী কণ	Documentation—মিউজিয়াম নথি প্রকরণ
Marking System—চিহ্ন-প্রকরণ	Display—বি: প্রদর্শনী
Model—প্রতিরূপ	Education—বি: শিক্ষা
Enlarged—বৃহদীকৃত প্রতিরূপ	Fatigue—মিউজিয়াম-অবসাদ
Life-Size—প্রমাণকার, প্রমাণমাণ প্রতিরূপ	Fatigue—বি: অবসাদ
Miniature—সূত্রায়িত প্রতিরূপ	Game—মিউজিয়ামোযোগী কীড়া
Working—চল প্রতিরূপ	Publication—বি: প্রকাশন
Monograph—একবিষয়ী গ্রন্থ	Publicity—বি: প্রচার
Monument—কীতি-দৌধ	Profession—বি: বৃত্তি
National—জাতীয় কীতি-দৌধ	
Protected—সংরক্ষিত কীতি-দৌধ	

National —	Restoration (work) — সংস্কার সাধন,
Museum — জাতীয় সংগ্রহশালা	সংস্কার সাধন কার্য
মিউজিয়াম	
Museum Policy — সংগ্রহশালা/মিউ-	Texture — বস্তু-প্রকৃতি
জিয়াম সংক্রান্ত নীতি	Sale-Counter — (বিক্রয়) বিপণি/বিক্রয় কেন্দ্র
Archives — জাতীয় মহাকাঙ্ক্ষথানা	School — বিদ্যালয়
National Park — জাতীয় উদ্যান,	Loan-Service — বিদ্যালয় তদ্ব্যবস্থা
বন্যজল	Loan-Kit — বিদ্যালয়-তদ্ব্য-পেটিকা
Non Projected Picture — অপ্রক্ষেপিত চিত্র	Museum — বিদ্যালয়স্থিত মিউজিয়াম
Pad — গদি	Screw Press — স্ক্রু-প্রেস
Padding — আবাস্ত্রোধ্যক গদি	Schedule Sheet — কার্যক্রমিক-পত্র
Paper — কাগজ	Sealed Air-Tight Mounting — নিষ্কিষ্ট
Bank — ব্যাংক কাগজ	সাবুদ্রোধ্যক সংস্থাপন
Bond — বন্ড কাগজ	Show Case — প্রদর্শনাধার
Handmade — হস্তনির্মিত কাগজ	Double-Faced — বীম্বী প্রদর্শনাধার
Oil — তৈল সম্পৃক্ত/তৈল আবেদানিত	Free Standing — স্বাধীন প্রদর্শনাধার
কাগজ	Hanging — লম্বমান প্রদর্শনাধার
Rag — ত্যাগ কাগজ	Island — দ্বীপীয়, দ্বীপসমূহ প্রদর্শনাধার
Wax — মোম-লেপিত কাগজ	Lighting — আলোকন প্রদর্শনাধার
Pedestal — শাস্ত্রকলস, পাতাগলক, পুষ্টি,	Sloping — ঢালবিশিষ্ট প্রদর্শনাধার
পারদীপ	Table — বেজ, টেবিল প্রদর্শনাধার
Period Room — যুগ-পরিচায়ক কক্ষ	Terraced — ধাপবিশিষ্ট প্রদর্শনাধার
Personalia Collection — ব্যক্তিষাত্রয়ী	Vertical — উল্লম্ব প্রদর্শনাধার
সংগ্রহ	Silver Fish — তপালী পোকা,
Polluted Air — দূষিত বায়ু	Site Removal Form — প্রাপ্তিস্থান বইতে
Preservation — সংরক্ষণ	ভানাজয়
Projection — প্রক্ষেপণ	Size — মাপ, কলণ
Back — পশ্চাৎমুখীন প্রক্ষেপণ	Skeletal Remains — কঙ্কালবশিষ্টীয় নিদর্শন
Projector — প্রক্ষেপক যন্ত্র	Specimen — নিদর্শন, নমুনা
Projected Picture — প্রক্ষেপিত চিত্র	Type — প্রথম সংস্কৃতিত নিদর্শন,
Reagent — দিকায়ক	মৌল নিদর্শন
Reconstructed Strata — পুনর্গঠিত জরসকল	Spray — ছিটানী
পুনঃরূপান্তরিত জরসকল	Stain — দাগ
Registration — নিবন্ধকরণ, নথীকরণ	Ink — কালো দাগ/মসি ফলক
	Oil — তৈলাক্ত দাগ/তৈলাক্ত কলক

Rust—মহীচাঁচ ধাগ/মহীচাঁচটে কলড	Taxidermy—শুক-সংস্থাপন
Water—জলীয় ধাগ/জলমুঠে কলড	Viewing Aperture—দীক্ষণ বন্ধ
Stand Adjustable - সমন্বয়কারী শাভাগ	Visitor Behaviour—দর্শকচরিত্র, দর্শক প্রতিক্রিয়া
Store—	Water Mark—জলছাপ
Dead—অব্যবহার্য	Window Cutting—ফোকর কাটা
Live—ব্যবহারযোগ্য	
Stratified Excavation—স্তরবিভাজিত উৎখনন	

Terminology of Museology (in Bengali)

কয়েকটা প্রয়োজনীয় ঠিকানা

সম্পাদক : মিউজিয়াম্ এনোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ

আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম্ পতাবাহিকী ভবন (পশ্চিমাংশ) (Centenary Building)

কলেজ রোয়াড, কলিকাতা-১২

প্রধানাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ : ভিণার্টমেন্ট অফ মিউজিওলজী ও আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম্ অফ ইতিহাস আর্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পতাবাহিকী ভবন : (Centenary Building) (পশ্চিমাংশ) কলেজ রোয়াড

— কলিকাতা-১২

প্রধানাধ্যাপক : ভিণার্টমেন্ট অফ মিউজিওলজী, এম. এল. ইউনিভার্সিটি অফ বরোদা।
সহাজী বাও পার্ক, বরোদা-৫ (গুজরাট)।

সম্পাদক : মিউজিয়াম্ এনোসিয়েশন এন্ড ইতিহাস, ন্যাশনাল মিউজিয়াম্ জনপথ,
নিউদিল্লী-১১

সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ : ইতিহাস জ্ঞানদাল কমিটি অফ ইন্টার জ্ঞানদাল কাউন্সিল
অফ মিউজিয়াম্।

জ্ঞানদাল মিউজিয়াম্, জনপথ, নিউদিল্লী-১১

সম্পাদক : আইকন নিউজ (Icom News) ইন্টার জ্ঞানদাল কাউন্সিল অফ
মিউজিয়াম্ ডা ক্রাফলিন, 75-প্যারিস (XVIc) ফ্রান্স

সুপারভিশেন্টেন্ডেন্ট : মিউজিয়াম্ ড্রাক, আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইতিহাস

২৭নং লওহবলাল বেহর রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলিকাতা-১৩।

(সার্ভে পরিচালিত সাইট মিউজিয়াম্ বা প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়
থবাবাহিকী ভবন)

সম্পাদক : ইতিহাস এনোসিয়েশন ফর দি ট্যান্ডি এণ্ড কমমার্সভেল অফ কালচারাল
প্রপার্টি। ন্যাশনাল মিউজিয়াম্, জনপথ, নিউদিল্লী-১১

ভারত সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার মিউজিয়াম্ দপ্তরে ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব ও
সংগ্রহশালা বিভাগের আধিকারিকদের নিকট মিউজিয়াম্ সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়া
যেতে পারে। ন্যাশনাল মিউজিয়াম্ সহ ভারতের প্রধান প্রধান সংগ্রহশালাও এবিষয়ে
সাহায্য করতে পারেন।

সংগ্রহশালা বিজ্ঞান ও বর্ণীকরণের কয়েকটি সমস্যা

সংক্ষেপে বস্তু

১. সংগ্রহশালা : 'হেলেনিস্টিক' বিশেষ অর্থে 'মিউজ' বা গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞান ও কলায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান মিউজিয়াম সংবিভাগ চর্চাকেন্দ্র। ফলে 'মিউজিয়াম' বা সংগ্রহশালা, সংগৃহীত জ্ঞান বা নিদর্শনের রক্ষাকারী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে। 'গ্যালারী' বা কলাবীথি ও এতদ সম্বন্ধী প্রতিষ্ঠানও সংগ্রহশালায় অন্তর্গত। 'আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদের সংজ্ঞাহুগারে প্রদর্শ ও নিদর্শনের সর্বপ্রকার সংগ্রহ অর্থাৎ উদ্ভিদ-উদ্ভিদ পুষ্পালা, জলপ্রাণী বীক্ষাগার ও স্থায়ী প্রদর্শনকর্ম সম্বন্ধিত গ্রন্থাগার ও মহাকেন্দ্রখানাও এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। [O. E. D. 'এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, এন্সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ও ICOM-এর গঠনতন্ত্র প্রভৃতি]

১.১ সংগ্রহশালা বিজ্ঞান : সংগ্রহশালায় ভাবিক বিভাগ ও নীতি মিউজিওলজী বা সংগ্রহশালা বিজ্ঞানে বলে পরিগণিত হয়। এই বিষয়ের প্রাকৃতিকবিজ্ঞানগত দিকটি 'মিউজিওগ্রাফী' বা সংগ্রহশালা সম্পর্কিত প্রাকৃতিকবিজ্ঞান রূপে পরিচিত। এই বিভাগ বা বিষয়টির বিভিন্ন শাখা (যথা মিউজিয়াম এনোমিওলজি লগন, বরোয়ার এম, এম, বিববিজ্ঞান, কলিকাতা বিববিজ্ঞান, বিলাতের লীটার বিববিজ্ঞান। মিউজিক বিববিজ্ঞানের চারুকলায় অভ্যাসের শঠনশাখার সঙ্গে যুক্ত কোর্স প্রভৃতি) পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পরিচালন পদ্ধতি সংগ্রহশালায় শিক্ষাবুলক কার্যক্রম ও রক্ষণ উপযোগী কর্মব্যবস্থারই এই বিষয়ের ভিত্তি প্রধান অংশ।

২.১ সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের বর্ণীকরণ : সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের স্তূপ বিভাজন আজও হয়নি। এর ফলে এই বিষয়শ্রেণী পুস্তক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। একজন প্রাজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের মতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের মাত্র একটি বিষয়কে সাধারণনীতিতে স্থাপন করার 'যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। • এর ফলে এই বিভাগ কেবলমাত্র 'পদ্ধতি' সর্বস্ব বলে প্রচারিত হয়। এবং এর বিশেষ বিষয়গুলি সমগ্র বর্ণীকরণে ছড়িয়ে থাকে। হস্তত নৃত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে মিউজিয়াম বিজ্ঞানের চর্চা এই ধরনের সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের মত একটি স্পষ্ট বর্তমান অঙ্গসম্পূর্ণ বিষয়ের বর্ণীকরণের লক্ষ্যটি প্রতি গ্রন্থাগার-অধ্যয়নীদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস করা হচ্ছে।

২.১ ডিউই বর্গীকরণ : (চতুর্দশ সংস্করণ)

ডিউই বর্গীকরণের চতুর্দশ সংস্করণটি (১৯৪২) মিউজিয়ামবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃতপূর্ণ। 'জেনেরালিয়া' বর্ণে এখানে সংগ্রহশালাকে স্থান দেওয়া হয়েছে 'মিউজিয়াম'— 'মিউজিয়াম ইকনমি' এই নামাঙ্কিত। এই সংস্করণের ০৬৭ বর্ণের প্রারম্ভিক ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে নৃত্যহাট্টের সংগ্রহশালা পরিষদের একটি সমিতি সংগ্রহশালায় প্রাণাণবাহের উপযোগী যে বর্গীকরণ পদ্ধতি তৈরী করেন বিখ্যাত জাভিন মিউজিয়ামবিদ উলরেন্স ডেইল কেলেমানোর সভাপতিত্বে দ্যেটি নির্ভর করেই চতুর্দশ সংস্করণের 'মিউজিয়াম' বিভাগটি বহিষ্ঠ ও এটি ততই একটি সংক্ষেপিত রূপ।

প্রথমে ০১ থেকে ০১৭ পর্যন্ত পর্যায়ে মিউজিয়ামবিজ্ঞানের বা সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত পুস্তকসমূহ স্থান। এখানে একটি ছুই ও বুদ্ধিবৃত্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির সংগ্রহশালাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত করা হয়েছে। সংগ্রহশালাকে সমর্থন, পরিচালনা দিক থেকে ও বিয়োগত দিক থেকে বিভাগ করার প্রয়াস এখানে পরিস্ফুটিত হয়। অজ্ঞাত ধরণের সংগ্রহশালায় স্থান ০১৭ পর্যায়স্থত্ব স্থানান্তরিত। ০১৪ অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী বর্ণে বিষয় নিম্নোক্ত মিউজিয়ামের বিভাজনকে যেখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে সংগ্রহশালায় সংখ্যাটিই অধিকতর প্রকৃত লাভ করে।

০৬৭:১ হতে ০৬৭:৬ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে সংগ্রহশালায় শিক্ষা বাসনা, সংগ্রহশালাগৃহ ও স্থাপত্য, সংগ্রহশালায় সরঞ্জাম, সংগ্রহের বস্তুপরিবেক্ষণ ও সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালা পরিচালনের বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। এর মধ্যে ০৬৭:৫৪ ও সংগ্রহশালায় প্রাণাণবাহ এবং ০৬৭:৬৩ সংগ্রহশালা ও বিভাগের শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও ০৬৭:৭—৪এ সংগ্রহশালা প্রকাশন ও প্রকাশনা ও গবেষণার স্থান নির্দেশিত।

ডিউই বর্গীকরণের সমস্ত অধিবিদ্যা ও আপাত-সৌন্দর্যের বিভাজন সংখ্যায় যেকোনো মূলকরূপে নির্দেশিত স্থানান্তর সবেই চতুর্দশ সংস্করণটি সংগ্রহশালাবিজ্ঞান প্রাণাণবাহ সমস্ত বর্গীকরণে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কারণ পূর্ববর্তী সকল বর্গীকরণে এত মূল্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা অনুমত হয়নি। ভাছাড়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগ্রহশালায় বিভাজন ও বর্গীকরণের অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক বিভাজন স্তরের অস্তিত্ব এটিকে একটি বিশেষ স্বার্থসাধন করেছিল। এই বিভাজনস্তরের সংখ্যা অজ্ঞাতসত্ত্বটি। অত্রদিকে বিভাজন সংখ্যায় পাশে ডিউই বর্গীকরণকারীর সুবিধার মস্ত বিস্তৃতভাবে বাধ্যামূলক ভাঙ্গ প্রকৃতি হিতে হয়েছে যার থেকে দৃঢ় যেতে পারে যে সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের আরও স্তরবিশিষ্ট একস্থান নির্দর্শক বিভাজন সম্ভবপর।

২.২ ডিউই বর্গীকরণ : (ষোড়শ ও সপ্তদশ সংস্করণ)

আধুনিককালের যে সমস্ত প্রাণাণবাহ ডিউই পদ্ধতি অনুমত হয় সেখানে উপযুক্ত সংরক্ষণ রূপে সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মূলতঃ এই দুই সংস্করণেই এইই বীতি

ব্যবহৃত। সপ্তদশ সংস্করণের (১৯৬৫) মিউজিয়াম-বিশাঞ্জে দর্পণটি [069 বাহক] বিশাক্ষিত করে বিষয়টিতে বিতর্ক বা বণীকৃত। অর্থাৎ যোড়শ সংস্করণের বণীকরণ হতেও সম্বৃত্তি। 069 2 বর্ণটি উল্লেখ্য। এতে সংগ্রহশালা গৃহ পথারে বিশেষ বিবরণীভী সংগ্রহশালাকে স্থান দান করা হয়েছে। লক্ষণীয় এটাই যে যেখানে পূর্বতন সংস্করণে বিজ্ঞানের সংগ্রহীত সংগ্রহশালায় স্থান ছিল 371-622তে সেখানে বর্তমান সংস্করণে 069 2 পথারটিতেই এই সংগ্রহশালাটির স্থান নির্দেশিত। এছাড়া সপ্তদশ সংস্করণে প্রথমতঃ পূর্বতন চতুর্থ সংস্করণের সাক্ষিপ্ত রূপে আছে। 'কমন সাব ডিভিশন' 074 বাবা একটি বিশেষ বিষয়ের মিউজিয়ামকে চিহ্নিত করার পদ্ধতিও এই সংস্করণের একটি বিশেষ ব্যবস্থা। 074 অর্থাৎ মিউজিয়াম ও প্রদর্শ, সংগ্রহ, নির্দেশিকা ও তালিকা এর সম্বন্ধিত। — 074 (01—C9)এ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিভাজনের ব্যবস্থা। কিন্তু আবার 075 এই 'কমন সাব ডিভিশনে' সংগ্রহ ও তথা সংগ্রহকে স্থান দেওয়ার একটু ভুল পথে যাবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে— একটি ভাব্য থাকা সত্ত্বেও।

ডিউই বণীকরণের 590-742তে প্রাচ্যবিজ্ঞান মিউজিয়াম 590-744এ প্রাচ্য উত্থান, 580-74এ উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রদর্শ 580-742 শুষ্কউদ্ভিদসংরক্ষণাগার 580 744এ উদ্ভিদ উত্থান প্রভৃতি বিষয়ের বণীকৃত স্থান নির্দেশিত। আবার জলজপ্রাণীদর্শনাগার বা একোয়াইরিয়ামকে অ-গৃহপালিত প্রাণীদের সহক সংখ্যা 639এর নিম্নে 639-34 (নিউলেক্স হেটেরোজোয়ের বর্ণনাবৈজ্ঞানিকের মধ্যে) এ রাখা হয়েছে। 569 বর্ণসংখ্যাও বিভিন্ন স্থানে, অর্থাৎ জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত 'শেলিফেন' বা নিদর্শনের বর্ণনাবৈজ্ঞানিকের অন্তর্গত বিভিন্ন পথারে 579-1এ কঙ্কাল সংরক্ষণ, 579-4এ স্বকলংস্থাপন বা 'ট্যাক্সিডার্মি' 579-6, 579-7 ও 579-8এ জীববিজ্ঞান নির্ধারিত সংগ্রহের প্রক্রিয়া, সংগ্রহশালায় প্রদর্শ-সংস্থাপন ও সংরক্ষণ কার্যকে বণীকৃত সংখ্যায় রাখা হয়েছে। সংগ্রহশালায় স্থানভা স্থান পেয়েছে 727-6এ ; 727-7এ আছে শিল্পকলায় সংগ্রহশালা ও 'গ্যালারী' বা কলাবীথির স্থান। তাছাড়া বলাফেলমান ও নবিসংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় একমিকে প্রাচ্যগার সহকবর্ণ 025 171 ও সংগঠী কালজ্ঞানের বিক থেকে 350 714এ ও প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানসম্বন্ধে পক্ষ থেকে 651-56এ স্থান পেলের 'মিউজিয়াম বা 'মিউজিওলজীতে' তার একটি স্বাভাবিক ও স্থানীয় স্থান হতে বঞ্চিত। 'মডেল' বা প্রতিরূপ এর ক্ষেত্রে এবং আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও অন্তর্গত অস্থিবিজ্ঞান দৃষ্টি দ্বা বিভিন্ন বিষয়ে সংগ্রহশালায় সজ্ঞে মুক্ত বা সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নানাভাবে চড়িয়ে পড়ায়। সাধারণতাবে বলা যায় যে ডিউই বণীকরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে না যে সংগ্রহশালাবিজ্ঞান অবশ্যই একটি স্বঃসম্পূর্ণ বিষয়রূপে পরিগণিত করার যোগ্য এবং সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের পদ্ধতি বা প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান একাধিক বৃত্তিসম্মত কারণেই একান্তভাবে এই বিষয়টিইই অধীন। সংগ্রহশালাপদ্ধতি সংগ্রহশালায় কর্মীদ্বয়েই বিষয়। সেটিকে অন্তর্গত 'একাত্মিক' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা বিজ্ঞানী দ্বি করবে হয়ে।

২.৪ 'আইকম' (ICOM) বর্ণীকরণ :

দুছাত্তরকালে আন্তর্জাতিকভাবে সংগ্রহশালাবিজ্ঞান সংক্রান্ত 'ডকুমেন্টেশন' প্রয়োজন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। ফ্রান্সে শাওঁ মরচান্ডিত 'টেন্টাৎকোনেল কাউন্সিল অব মিউজিয়াম্' অথবা 'আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ' তাঁদের 'অইকম নিউজ' পত্রিকার জিলেবর, ১৯৭০ সংখ্যার একটি সংগ্রহালয় সংক্রান্ত নথিপত্র ও প্রকাশনার বর্ণীকরণ পরিকল্পনা উপস্থিতি করেন, এই সংখ্যাটিতে 'সংগ্রহশালা বিজ্ঞান সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন-এর আন্তর্জাতিক সংস্থা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'আইকমের' সচসভাপতি র. জুলিয়েন কেইন একটি প্রস্তাবনাও প্রকাশিত হয়। এই বর্ণীকরণের একটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ 'আইকম নিউজ' পত্রিকার এপ্রিল-জুন ১৯৭৮, একাদশ খণ্ড (২য় ও ৩য় সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। ফরাসী দেশের বিখ্যাত Musée de l'Homme এর গ্রাফাগারে ও 'ইউনেস্কো-আইকম ডকুমেন্টেশন সেন্টার' কর্মসূচীতে মিউজী শ্রীমতী Yvonne Oddon এর প্রত্যেক অভিজ্ঞতার একটি কাঙ্ক্ষণী বর্ণীকরণের রূপ নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই পদ্ধতিতেই 'ইউনেস্কো-আইকম ডকুমেন্টেশন সেন্টার'স্থিত পুস্তক সন্ধান রক্ষিত হয়। ১৯৭৭-এ 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের' বর্ণ AM (Museum)-কে স্তম্ভিত করে আইকমের বর্ণীকরণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। সংগ্রহশালা বিজ্ঞান সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক কর্মকৌশলের সংগ্রহস্বরূপ এই ধরনের বিস্তৃত বর্ণীকরণকে অপরিহার্য করে তুলেছে। এই বর্ণীকরণের সঙ্গে ইউ. ডি. সি বর্ণীকরণের প্রধান প্রধান স্তর-সূচক সংখ্যা AM (Museum) এর বিভাজন সংখ্যার পাশে সর্বশেষে অক্ষরে যুক্তিত আছে। ডকুমেন্টেশনের এই কেন্দ্রীয় সংস্থায় একটি সংগ্রহশালা সংক্রান্ত প্রকাশনার বর্ণীকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে এক মূল সৃষ্টিকর্তাকে ছিন্নমূল্যবিত্ত তালিকাগুলোর মাধ্যমে রক্ষা করা হয়। এইভাবে কেবলমাত্র বিভিন্ন তালিকাগুলি বা ক্যাটালগ কার্ডকে একটি উপরে আর একটি রেখে শ্রেণী বর্ণবিভাজনের সুবিধা হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে আলোকচিত্রের সাহায্যে বর্ণীকৃত কার্ডে বা তালিকাগুলির দ্বারা সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের জ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হতে পারে।

এই বর্ণীকরণে প্রথমে সংগ্রহশালাবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞা বা কর্মকৌশল সম্পর্কিত সাধারণ পত্রিকাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। [AM] 1.5 থেকে অর্থাৎ মোনাইটিজ, ইন্সটিটিউশন ও এসোসিয়েশন প্রভৃতিতে 1.52 পর্যন্ত বিভাজনের নয়টি স্তরে সংগ্রহশালার কার্যক্রমকে উপস্থিত করা হয়েছে। মিউজিয়াম সংক্রান্ত সম্মেলন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও ঐতিহাসিক সৌধের সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা হয়েছে [AM] 1.6 থেকে 1.9 পর্যন্ত বিভাজন-সূচক সংখ্যায়। মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা সংক্রান্ত গ্রন্থপঞ্জী ও একত্রীকৃত প্রকাশন, কোষাগার ও অভিধান এবং নির্দেশিকা প্রধান প্রধান সংখ্যায় দ্বারা (2, 3, 4) বিভক্ত করা হয়েছে। অগ্রদিকে সংগ্রহশালার ইতিহাসের বর্ণীকরণে আটটি সূচক

সংখ্যাবৃত্ত বিভিন্ন পর্বায়ে বেশ খানিকটা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। সাধারণ সংগ্রহশালা ইতিহাস, মিউজিয়ামের নক্সা, মিউজিয়াম ও বুক, মিউজিয়াম প্রযুক্তিবেত্তাদের একত্রীকৃত ও পৃথক জীবনী ও মিউজিয়াম পরিপন্থানও এই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত। হচ্চ সংখ্যা ৬, ৭, ৯ এবং ৯ এ সাধারণ মিউজিয়ামজীবী বা সংগ্রহশালাবিজ্ঞান এবং সংগ্রহশালায় সাধারণ কর্তব্য ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কৃত্তিমূলক সংগ্রহশালাবিজ্ঞান শিক্ষণ ও সংগ্রহশালায় শিক্ষকতা শিক্ষণকে স্থান দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত পরাম্পর।

পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ভৌগলিক অবস্থান আইকম বর্ণীকরণের একটি প্রধানতম আকর্ষণরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। এ সংখ্যক বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশের হৃৎক সংখ্যায় নিয়ে বর্ণীকৃতভাবে শরৎসমূহের সংস্থান করতে হবে এবং নতুনও অন্তঃপাতী সংগ্রহশালা তাদের নামের বর্ণীকৃতমূলক পরাম্পরে চিহ্নিত হবে এবং প্রত্যেক সংগ্রহশালায় বিভিন্ন কার্যক্রমকে তার নিয়ে ০-৪, ৪৫, -৫২, ৬, ৬৫, -৪১, ৪৫ ও ৭ প্রকৃতি পদ্ধতিতে করে বিভাজিত করার সুযোগ থাকবে। বিভাজনের এই লক্ষ্যের মধ্যে (১) যাতে সংগ্রহশালায় আইন সংক্রান্ত নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কীয় প্রকাশনের বর্ণীকরণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া (৫) ও (৫২)তে দিনাঙ্কের সাহায্যে নির্দেশিকা ও তালিকায বিভাজন পদ্ধতি অন্ত বর্ণীকরণের চেয়ে আইকম বর্ণীকরণকে অধিকতর সঠিক ও কার্যকর করে তুলেছে। অল্পতমভাবে (৬৫) ও (৭)এ সংগ্রহশালায় থেকে সহকারীভাবে প্রকাশিত প্রকাশনা ও বহির্ভাগের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত বিষয়মূলক পুস্তক-পুস্তিকা বর্ণীকরণের ব্যবস্থাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছে। ভৌগলিক বিভাজনের মূল অংশে স্বাভাবিক কারণেই উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দঃ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, বেলজিয়াম, আফ্রিকা এবং ওশিয়ানিয়ায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এশিয়া অংশে এশিয়া, মাইনর, মধ্য-বক্ষিণ এশিয়া ও সুগ্রাচ্য এই ক্রমিক সংস্থাপন করা হয়েছে। ইউরোপ অংশে দেশসমূহের মূল নামের আক্ষরিক স্থানান্তর করে বর্ণীকৃতমূলক বর্ণীকরণ পর্বায়েই নীতি পালিত।

আইকম বর্ণীকরণের তৃতীয় মূলবিভাগ সংগ্রহশালা পদ্ধতি ও সংগ্রহসম্বন্ধীয় কর্ম-কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। সংগ্রহশালায় পরিচালনা, সংগ্রহশালা স্থাপত্য ও সরকার এবং 'সংগ্রহ' সম্পর্কিত বিবিধবস্থা—এই প্রধান তিনটি পর্বায়ে এটি আরও সুসংগতভাবে বিভক্ত করার প্রয়াস দৃষ্ট হয়। এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিভাগে দেখা যাবে যে ভৌগলিক বিভাজনের সুবিস্তৃতিত লক্ষ্যই আরও বৃদ্ধ বর্ণীকরণের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণতঃ চার থেকে ছয় সংখ্যক হৃৎকই এই অংশে ব্যবহৃত। সংগ্রহশালা স্থাপত্যের অংশটিতে আসবাবপত্র, সংক্ৰাম ও অন্তর্ভুক্ত তৈজস্ক্রিয় ব্যবহার ও সংগ্রহশালায় স্থাপন সংক্রান্ত বর্ণীকরণ অনেকটা নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে করার প্রয়াস

বহুলাংশে সফল হয়েছে। সংগ্রহশালায় বাধ্যতামূলক যন্ত্রপাতি, আদ্যবাব ও সরঞ্জামকে প্রদর্শনের ক্ষমতা, কারিগরী কার্যক্রমের ক্ষমতা, সাধারণ পরিচালনা ও দপ্তরের ক্ষমতা, এবং জনসেবাগত কার্যক্রমের ক্ষমতা এই চারটি ভাবে ভাগ করে নেওয়ায় সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের প্রাথমিক দিক সম্পর্কে একটি নিম্নমাত্রার ও সুক্লিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ সাহায্যে বর্গীকরণের কাজটি অপেক্ষাকৃত সফল হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সংগ্রহশালার মূল্যবোধ বা প্রদর্শন ক্ষমতাকে সংগ্রহের পদ্ধতি, সংগৃহীত ত্রব্যের পরীক্ষা পদ্ধতি, ত্রব্য সংগ্রহ সম্পর্কীয় পরি-সংখ্যান ও সংগৃহীত ত্রব্যের রক্ষণ ও সংরক্ষণ প্রকৃতি কয়েকটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগৃহীত ত্রব্যের প্রকৃতিগত সংরক্ষণমূলক-রক্ষণের ক্ষমতা। সংগ্রহশালা বর্গীকরণের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এতে 'A4' হতে 'V6' পর্যন্ত প্রায় আশাটি ত্রব্যের স্থান নির্দেশিত। এর পরে সংগ্রহশালায় ভাগ্যগ্রহ বা ভাগ্যরক্ষকের কার্যক্রম ও প্রদর্শনসংক্রান্ত কার্যক্রম ও ত্রব্য বর্গীকরণ সংক্রান্ত ব্যবহার ও প্রদর্শনের প্রকৃতি ও পর্যালোচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আইকম বর্গীকরণের চতুর্থ দৃষ্টিকোণ সংগ্রহশালার বিশেষ কার্যক্রমকে আশ্রয় করে চিহ্নিত ও বর্ণীকৃত। প্রথমে সংগ্রহশালায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ও প্রাণ্য-পুষ্টি 'ডকুমেন্টেশন' পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পদ্ধতি, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, শিশু-উদ্দেশিক কার্যক্রম এবং সমাজে সংগ্রহশালার বিস্তার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, সংগ্রহশালায় প্রকাশনের স্থান এই বিভাগেরই অন্তর্গত।

আইকম বর্গীকরণের পঞ্চম প্রধান মূল বর্গীকরণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও সংগ্রাহকদের সংগ্রহ, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতিতেও স্থান দেওয়ায় সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের একটি অবহেলিত দিকের প্রতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলেই মনে হয় কারণ নানা দিক দিয়েই সংগ্রহশালায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ও সংগৃহীত প্রদর্শনের প্রদর্শন বার বার বিখ্যাত সংগ্রাহক ও তাঁদের অমূল্য সংগ্রহশালা কথা এসে পড়ে। ভিউই বা ইউ, ডি, সি প্রকৃতি অপরিসীম বর্গীকরণেও সংগ্রহশালায় বিভাগে এদিকটি বিশেষ আলোচিত হয়নি বা এর ক্ষমতা কোন বিশেষিত স্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি।

আইকম বর্গীকরণের শেষ মূল বিভাগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগ্রহশালাকে দেখবার প্রয়াস করা হয়েছে: প্রদর্শনের বা মূল আহরণস্থলের মিউজিয়াম, দর্শকদের ত্রণী বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে মিউজিয়াম, পরিচালনা ও সাধারণের দ্বারা বিভক্ত মিউজিয়াম ও প্রদর্শনের প্রকৃতি বিচারে বিশেষিত মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় বর্গীকৃত স্থানকে এখানে প্রদর্শিত। এর মধ্যে শেখোক্ত বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত।

সবদিক দিয়ে দেখবার পর সাধারণভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে গেলে বলতে হবে যে আইকম বর্গীকরণই সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও সুদৃষ্ট বিচারে সক্ষম। (১) সংগ্রহশালাবৃত্ত সাধারণত, (২) সংগ্রহশালার ভৌগোলিক বিস্তার ও অবস্থান, (৩) সংগ্রহশালা পদ্ধতি, (৪) সংগ্রহশালায় বিশেষ কার্যক্রম, (৫) সংগ্রহ ও সংগ্রাহক ও (৬) বিভিন্ন প্রকারের সংগ্রহশালা এই ছয়টি মূল বিভাগই এর সবচেয়ে রূপটিকে পরিষ্কৃত করেছে।

২.৫ ইউ. ডি. সি বর্ণীকরণ :

এই বর্ণীকরণেও সংগ্রহশালা প্রথমে হিউ 'জেনারেলিয়া' বা সাধারণীতে স্থান পেয়েছে। তবে মাত্র নয়টি পর্চায়ে বা স্তরে বিষয়টিকে বিতরু করা হলেও (2nd rev. ed., 1957) এর সাহায্যে একাধিক সংগ্রহশালাগত বিষয়ের সঠিক বর্ণীকরণ করা চলে মিউজিয়ামের বর্ণীকরণ সংখ্যা 069কে প্রথমে রেখে। ইউ. ডি. সি বর্ণীকরণে 'মিউজিয়াক' বা 'মিউজিওগ্রাক' অর্থাৎ সংগ্রহশালাবিজ্ঞান ও সংগ্রহশালা প্রযুক্তি-বিভাগ পৃথিব্যভাবে উল্লিখিত 069'01'এ। বর্ণীকরণ সংখ্যা গড়ে নেবার হুগো বাকার সঙ্গেও ইউ. ডি. সি ও আইকম বর্ণীকরণের বর্ণীকরণের দুটিকে পাশাপাশি রাখলে ছিটরাটির সীমা-বদ্ধতা বরা পড়ে। তা'ছাড়া ইউ. ডি. সি-তে সজীব প্রাণী চকুপাণার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণ সংখ্যায় নির্দেশ করা হয়েছে বলেও অহুবিধা দেখা দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিভাজনের পক্ষে।

২.৬ কোলন বর্ণীকরণ :

এই বর্ণীকরণ পদ্ধতিতে পূর্বনির্দেশিত বিভাজন সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান বিষয়ের বর্ণপদ্ধতিতে নির্ধারণ করে না। গড়ে নেওয়া অল্পবয়স্ক ও সন্তোষের সাহায্যে বর্ণসংখ্যাকে তৈরী করা চলে। কিন্তু এসময় এই বর্ণীকরণে সংগ্রহশালা ও সেই সম্পর্কিত প্রযুক্তি-বিভাগ বিভাজনের দিকটি নিয়ে চর্চা করা হয়নি বিশেষভাবে। বর্তমানে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালাকে স্থাপত্যবিদ্যার চকু করা হয়েছে NA [P3] 6এ। চারুশিল্পের অধর্গত স্থাপত্যবিভাগে মতো এই অবস্থিতিতে সংগ্রহশালা বিজ্ঞানেও হঠাৎভাবে বিভাগ করেনা ও খুবই সীমাবদ্ধ। সম্ভূতি প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থকর্তা [ঐতিহাস ভ্রাম্যমাণ বিবলিও-গ্রাকৌর] কয়েকটি বাৎসরিক বণ্ডে পুস্তাকার Z এর সাহায্যে সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের পুস্তকাদিত বর্ণীকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সংগ্রহশালাকে স্থাপন করা হয়েছে সাধারণী বা 'জেনারেলিয়া'তে [Z]।

৩ সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণীকরণ : সাধারণ সম্ভারগের স্তরোণ :

সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচ্য করার বহু বিষয় আজও সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে স্থিতিভূক্ত হয়নি। বহু নতুন বিষয় সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। এমনকি, অসম্ভব গভীর বৎসরে প্রকাশিত ও আলোচিত সংগ্রহশালা চলে অসংক্রিয় পদ্ধতিতে সংবায় প্রভৃতি আহরণের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়বিভাগের ও প্রথম স্তরের সংগ্রহশালার বৃক কার্যক্রমে অগ্রগমন করতে পারি। [সংগ্রহশালা বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা 'মিউজিয়ামস জার্নাল' ও 'আইকম নিউজ' vol. 20 ২-৩ সংখ্যায় দেখুন] আতিথানিক ও আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ নির্দেশিত সংজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে বর্ণীকরণ সংখ্যা সঠিকের উপযোগী কোন একটি পদ্ধতি অচিরেই তৈরী হওয়া প্রয়োজন। সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের বিষয়গত দিক থেকে আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে পূর্বে আলোচনাও ইচ্ছা হইল। কারণ এসম্পর্কে একটি সঠিক ব্যবস্থা না থাকলে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের পক্ষে খুবই অহুবিধা হবে। আইকমের উত্তোপে পৃথিবীর সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের পার্শ্বক্রম ও শিক্ষণকেন্দ্রগত একটি বিষয়বস্তুক নির্দেশিকা অচিরে প্রকাশিত হলে এই বিষয়ের বর্ণীকরণের বিশেষ অহুবিধা হবে।

সম্পাদকের নিবেদন

‘গ্রন্থাগার’-এর ‘সংগ্রহশালা’ ও ‘গ্রন্থাগার’ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে কিকিং বিলম্ব ঘটেছে। সাধারণ সংখ্যাগুলির তুলনায় পত্রিকার কলেবর বিস্তারিত হইবে এবং অল্পতম কারণে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইউজিওলজী’ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুত্ব শ্রীমন্তোষ বহুর উৎসাহ ও অত্যাশ্রয়ণ এবং তাঁর ছাত্র শ্রীমান পরমেশ্বরের যত্নের উদ্যোগে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগ্রহশালা ১২৮৫ ১৯৩৭-৩৮ উপলক্ষে বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। কিন্তু এরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য যে পরিকল্পনা ও সময় হাতে নিয়ে অগ্রগত চতুর্থা উচিত ছিল তা আমাদের ছিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যাটিকে সার্থক করে তোলা বাবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিচ্ছিল। অত্যন্ত স্থূর্ণের বিষয় এই যে, এই সংখ্যার যথা রচনা দিয়েছে তাঁরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই আশাতীতরূপে সাফা দিয়েছেন বলেই সংখ্যাটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দুজন ছাত্র এই সংখ্যার প্রবন্ধ লেখকগণ সকলেই সংগ্রহশালায় স্নেহ সংগ্রহ; সংগ্রহশালায় সমগ্রাণ্ডের স্নেহ তাঁরা বিশেষ পরিচরিত বলে রচনাগুলির মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করে। এই সংখ্যার প্রকাশিত শ্রীমন্তোষ দেশবৃন্দার কবিতাটি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’-এ পুনর্মুদ্রণের অত্মমতি দিয়ে ‘দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তবে ভাড়াহুড়িতে রচনাটিতে কিছু মূহুর প্রসঙ্গ ঘটে গেছে এজন্য ক্ষুণ্ণিত। বিশেষ সংখ্যার প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত সমস্ত রচনা এ সংখ্যার প্রকাশ করা গেল না, পরবর্তী কোন সংখ্যার অবশিষ্ট করেকটি রচনা প্রকাশিত হবে। ‘গ্রন্থাগার সংবাদ’, ‘পরিষদ কথা’ প্রভৃতি বিভাগীয় সংবাদও এই সংখ্যার প্রকাশ করা গেল না।— পরবর্তী সংখ্যার সেগুলি প্রকাশ করা হবে। আমাদের কাছে অল্পতম করেকটি বিষয়ের ওপরও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য অত্যাশ্রয় এলো। কিন্তু বিশেষ সংখ্যার অর্থই হল পত্রিকার কলেবরবৃদ্ধি এবং পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধির অর্থই হল আর্থিক দিক দিয়ে পরিষদের ওপর চাপ পড়া। বিশেষ সংখ্যার মূল্য এক টাকা ধার্য করা প্রসঙ্গে পত্রিকার জটিলতা তদাধীন মন্তব্য করেছেন : ‘বিশেষ সংখ্যা যখন বিক্রীত হয়না তখন এর মূল্য ১২ টাকা হলেই বা কী, আর পাঁচ টাকা হলেই বা কী।’

বিশেষ সংখ্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিষদ লাভবান হবেন একথা আমরা অবশ্য জানি। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাবলে মাসের পর মাস পত্রিকা প্রকাশও আর্থিক ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে; কিন্তু সেজন্য তো পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে যেওয়া হয়নি। আসলে আমাদের আদর্শ প্রচার আমাদের কর্তব্য বলেই পত্রিকার নিঃশেষিত প্রকাশও যেমন প্রয়োজন—বিশেষ সংখ্যা প্রকাশেরও সেমনি প্রয়োজন আছে। তবে এজন্য আর্থিক দিক দিয়ে পরিষদের ওপর কোনরূপ চাপ না পড়ে সম্পাদকের সেটা দেখতে হবে কি! অবশ্য যদি উপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞাপন যোগাড় করা যায় তবে আর্থিক ক্ষতি না করেও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

MUSEUMS & LIBRARIES SPECIAL NUMBER

PUBLISHED ON THE OCCASION OF THE INTERNATIONAL CAMPAIGN OF MUSEUMS 1967-68 INAUGURATED BY INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS

IN THIS ISSUE

- Definition of the word 'Museum' [ICOM] : Messages
- Libraries, Museums and the people (Editorial) 399
- An Outline of Museum movement in Bengal
Pankaj Kumar Datta 401
- In the Museums of Bengal (A Poem)
Ramendra Deshmukhya 423
- Museums and some Bengali Writers
Shyamal Kanti Chakravarti 424
- Libraries and Museums in Mass education
Atul Chandra Bhowmick 428
- Botanic Gardens and Herbaria in India
Jitendra Nath Dey 433
- Museum and the Library - Taran Kumar Biswas 439
- Collection of books and manuscripts : Fashion,
Craze and taste—Binoyendra Sengupta 443
- From Museum to Library—Rajkumar Mukherjee 448
- Museums in India 453
- Museums in West Bengal 463
- Zoos, Aquaria, Game Sanctuaries, National Parks &
Game Reserves 472
- Terminology of Museology (in Bengali) 474
- List of Addresses of Professional Associations etc. 479
- Museology : Some Problems of Classification
By Santosh Bose 480
- From the Editor's Desk 487

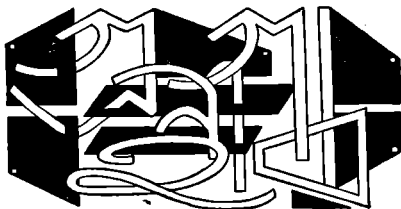
VOLUME 17 : MARCH 1974 : NUMBER 10

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press
21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6-00



ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

ଏ ଇ ମ ଂ ଧ୍ୟା ସ୍ତ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦର ନାମାଞ୍ଜିତ ଚାହିଦା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ (ସମ୍ପାଦକୀୟ) : ୧୯୭୩

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ — ମନେନ ଚାହିଦା : ୧୯୭୩

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

— ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ — (୧)

— ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦର ନାମାଞ୍ଜିତ ଚାହିଦା — (୧)

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ : ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦର ନାମାଞ୍ଜିତ ଚାହିଦା

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ — ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ପରିଷଦ

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মূল্যপত্র । প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় ।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভাক ও টাকা । প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পরস। । বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয় ।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে । অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও টিকানা ঠিক বাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয় ।
- সমালোচনার জন্য প্ৰবানা পত্রক পাঠাতে হয় । সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার ।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কার্যালয়ে (৩৩ বঙ্গব্রীমল লেন, কলিঃ-১৪,) কাজের দিনে বিকেল চারটে থেকে রাত নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে । ফোন নং ৩৩-৭৩১৬
- “গ্রন্থাগার” সম্পর্কীয় টাকাকাড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই টিকানার পাঠাতে হবে ।

বিত্তপত্রের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ টাকা
মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টাঁদার হার

মাতা (আজীবন)	১৫০ টাকা
আজীবন সভা	৭৫ টাকা
বার্ষিক সভা	বার্ষিক ৪ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভা	বার্ষিক ৫ টাকা

Granthagan

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

IN THIS ISSUE

- Social demand of libraries and the use of books (Editorial) 489
- Library Science and Scientific method
—Ganesh Bhattacharyya 491
- Abstracts and Abstracting Periodicals
—Prabir Roychoudhuri 499
- Library movement in Bengal—(7)
—Gurudas Bandyopadhyay 516
- Golden Jubilee of the Shanti Institute
—Bipradas Datta 519
- Libraries in West Bengal : Baldyanathpur
Pallimangal Samity ? Sadharan Pathagar
—Gnanendu Bikash Paul 523
- News from Libraries 525
- Librarian in the news. 533

VOLUME 17	:	PHALGUNA 1374	:	NUMBER 11
-----------	---	---------------	---	-----------

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press
21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6'00

॥ প্রকাশিত হল ॥

ব্রবীজনাথ

ও

বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীস্বধাংশুবিমল বজ্রা, এম-এ, ডি-ফিল,
অধ্যাপক, ব্রহ্মজনাথ কলেজ, কলিকাতা প্রণীত।

ভূমিকা লিখিয়াছেন প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

এইটিতে অংশভিত্তি হইয়াছে : বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ব্রহ্মজেনাথ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কালাভ্যুত্থানতঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বৌদ্ধধর্মের বুদ্ধদেব ও শাসনিক, ব্রহ্মজেনাথ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ব্রহ্মজেনাথের সমালোচনা ও বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মসাহিত্য বুদ্ধপ্রসঙ্গ।

বৌদ্ধ অস্ত্রাবলী পাঠকের পক্ষে একটি অনন্য গ্রন্থ।
সাইনো টাইপে অক্ষরে ছাপা, চারটি আর্টপ্রেসে, মনোহর
প্রচ্ছদ, শোভন সংস্করণ।

মূল্য : মণ টাকা মাত্র

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৭৬৬৩



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১১ }

{ ১৩৪৭, ফাল্গুন

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা ও গ্রন্থের ব্যবহার

সম্প্রতি আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা আছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ তো গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন। যদিও খুব নিভরযোগ্য তথ্য চাতে নেই, তবু লোকের পাঠসূহা যে কমতির দিকে এ বিষয়েও কেউ বেউ দৃষ্টি অভিমত পোষণ করে থাকেন। সম্প্রতি দিল্লীর 'হিন্দুস্তান টাইমস্' কাগজে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জে. সি. মেটা এই লাইব্রেরীর এক বিবরণ দিতে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে, বিশুল সংখ্যক পুস্তকের সমারোহ এবং বিরাট আয়োজন থাকা সত্ত্বেও দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠককে পাঠাগারে আকর্ষণ করতে পারছে না। উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীটি চট্টনেশ্বরের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাইলট প্রজেক্ট কীম হিসাবে ১৯৪০ সালে দিল্লীতে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৪০০,০০০ এরও অধিক। এই লাইব্রেরীর চারটি আঞ্চলিক শাখা গ্রন্থাগার ও আটটি উপশাখা রয়েছে। তাছাড়া এর চারটি মোবাইল বা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী প্রতি সপ্তাহে ৪৪টি কেন্দ্রে পুস্তক বিতরণ করে থাকে।

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ পাঠসূহা সম্পর্কে একটি সমীক্ষাও করেছেন। এতে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যও রয়েছে। এই সমীক্ষার দেখা গেছে যে এখন পাঠ্যভ্যাসের ব্যাপারে পুস্তকবহর চেয়ে সেরেবাই অগ্রণী। পনের বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকা এবং ২৫ বৎসরের উর্ধ্বে পরিণত বয়স্কেরাই বেশী বই পড়ে থাকে। ১৫ থেকে ২৫ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণীর মধ্যে পাঠসূহা কম। বয়স বৃদ্ধি আগেও বর্তমানের মত এত হিম্মী বইএর চাহিদা ছিলনা। এখন হিম্মী বইএর চাহিদা খুবই বেড়ে গেছে।

অন্য একটি চিত্র দেখা গেল কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে। কলকাতার বিভিন্ন কাগজে কয়েকদিন আগেই খবরটি বেরিয়েছিল। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন যে, ১৯৬৩ সালের পূর্বে প্রকাশিত কোন বই বাড়ীর লজ্জা ইচ্ছা করা হবে না।

কিন্তু পাঠকদের প্রবল আশুতির ফলে পরে কতৃপক্ষ স্থির করেছেন, ভারতীয় পুস্তকের বেলায় দশ বছর আগেও পৃথক বই বাড়ীর ভিত্তি নিতে দেখা হ'বে।

এই ছোট পরামর্শবিহীন চিত্র থেকে অবশ্য দেশের পাঠসুহৃদ গতি সঠিকভাবে বুঝতে পারা বাবে না। এই সমীক্ষা হওয়া উচিত ব্যাপকভাবে। কারণ এই ছুটি চিত্র থেকে আশাতদৃষ্টিতে বা মনে হচ্ছে তার সবটাই সত্য না হতে পারে।

কোন দেশেই জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ নয় পাবলিক লাইব্রেরী ছিলেবে বই লেনদেন করা। কিন্তু কলকাতায় কোন ভাল পাবলিক লাইব্রেরী না থাকায় সব রকমের পাঠক ভিড় করেন জাতীয় গ্রন্থাগারে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, এমন কি, উপস্থাপন পাঠকদেরও জাতীয় গ্রন্থাগারে ভিড় করতে দেখা যায়। অথচ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বই বোয়ালোর দায়িত্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের। সাধারণ পাঠকের চাহিদা বেটানোর দায়িত্ব পাবলিক লাইব্রেরীর। দুঃখের বিষয়, আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধিও কলকাতাতেই বেশী, কিন্তু মহানগরী কলকাতার আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় সস্ত্র একটিও পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়নি।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা নেই এবং গ্রন্থের ব্যবহার কমে যাচ্ছে এই আক্ষেপের দরজো সঙ্গত কারণ রয়েছে কিন্তু যে ভিত্তি গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না তার মূল কারণগুলিও অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। শক্তিবল্লভ সরকারী উদ্যোগে বহু সংখ্যক ডেলা, গ্রামীণ ও মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারও রয়েছে অনেক। কিন্তু একটা মূলবল্লভ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। স্বতরাং উত্তম ও অর্ধেক অশচর ঘটছে; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আজও পর্যন্ত এ মতো গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে এটি একটি প্রবল অন্তরায়।

আমাদের দেশের পাঠক কি সবরকমের বই পায়? পায় না। যেসব ভাষার সব রকমের বই প্রকাশিত হয় না। এদিকে বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে টংরেজীর কথাও কমে গেছে। সব সাপ্লেরের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়ছে, কিন্তু তাদের উপযুক্ত বই ছাড়া হচ্ছে না। এক হিসেব থেকে দেখা যায়, ভারতে ১৯৬০-৬৪ সালে ২৪,৪২৬, ১৯৬৪-৬৫ সালে ২১,২৬৫ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ২০,১১৫ বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকের আবার অধিকাংশ হল ইংরেজী ভাষার। তাছাড়া বইএর আকাশ হোয়া দাম এবং বই আমদানির কড়াকড়ির কথাও ভাবতে হবে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বেশটা টিকিরে রাখা আজ খুবই দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষে গণভিত্তিক প্রসারের ফলে স্রষ্ট সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। এখন এমন সব স্রোণী থেকে পাঠক আসবেন যাদের পরিবারে কোনদিন লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। এ সব পাঠকের পাঠসুহৃদ বাড়ানোর জন্য আমরা এ পর্যন্ত কি করেছি? পাঠক যদি গ্রন্থাগারে না আসেন তবে গ্রন্থাগারকে কি আমরা সার্বজনীনভাবে পাঠকের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছি?

Social demand of libraries and the use of books (Editorial).

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-পদ্ধতি

গনেশ ভট্টাচার্য •

সংক্ষিপ্তসার

[বিষয়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমবিকাশের দ্বারা বিভিন্ন। বিজ্ঞান-পদ্ধতি বিষয়ের ক্রমবিকাশের অন্ততম প্রতিফলিত দ্বারা। বিজ্ঞান-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এক অনন্ত চক্রগতি; এবং তার প্রতিচক্রে পূর্বাধিক্রমে, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রাতিদ্বন্দ্বিতা-জ্ঞানসমূহের আরোহী প্রধায় সামান্যতরপণ ও আরোহী স্বতন্ত্রসমূহ আহরণ; স্বজ্ঞা-পদ্ধতি প্রয়োগে আরোহী স্বতন্ত্রসমূহের চরম সামান্যতরপণ ও মূল স্বতন্ত্রসমূহ আহরণ; মূল স্বতন্ত্রসমূহ থেকে আরোহী প্রধায় বিশেষীকরণের মাধ্যমে আরোহী স্বতন্ত্রসমূহ আহরণ; এবং নতুন প্রাতিদ্বন্দ্বিতা চরম ও প্রয়োগে নতুন চক্রের পুনরুৎপত্তি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পূর্বাধিক্রমের নির্ণীত হয় যে, প্রথম পর্বায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আরোহী স্বতন্ত্রসমূহ; বিত্তীয় পর্বায়ে পদ্ধতিগত ভিত্তিতে আহবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আরোহী স্বতন্ত্রসমূহ। অতএব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বিজ্ঞান-পদ্ধতিভিত্তিক—অর্থাৎ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞার বিজ্ঞান-লক্ষণ প্রকাশ করা যেতে পারে : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—এক পাঠের প্রতিপ্রতিদ্বন্দ্বিতা বাস্তবায়ন অস্থায়ী ও উন্নতিবর্ধন; এবং সঙ্গতভাবে অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রচেষ্টা সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি অবিরাম হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের বখাবণ, সামগ্রিক, ও প্রচেষ্টা গ্রহণের।]

প্রবন্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পরিভাষা

আরোহী প্রধায় বিচার Deduction	পরীক্ষা Experiment
আরোহী স্বতন্ত্র Deduced law	প্রগতি Progression
অস্তিত্বশীল Entity, Existent	প্রত্যাবৃতি Regression
আরোহী প্রধায় বিচার Induction	প্রাতিদ্বন্দ্বিতা Individual experience
আরোহী স্বতন্ত্র Inducted/Empirical law	বিজ্ঞান-পদ্ধতি Scientific method
উপলব্ধি Percept	বিমূর্ত্তকরণ Abstraction
ক্রমবিকাশ Development	বিশেষীকরণ Particularisation
চক্রগতি Spiral movement	বিশ্লেষণভিত্তিক অভিগমন Analytical approach

জ্ঞান Knowledge	বিষয় Subject
জানবত্তা Universe of knowledge	বিষয়বত্তা Universe of subject
জানাযেবী Knower	ব্যাপ্তি Extension
জানেন্দ্রিয় Primary sense	মূলীকরণ Concretisation
জ্ঞেয় Knowee	মূলমূল্য Fundamental law
ধারণা Concept	সাধারণীকরণ Generalisation
হী Intellect	সূত্রবদ্ধকরণ Formulation
পর্যবেক্ষণ Observation	স্মৃতি Memory

বজা—Intuition.

০ ভূমিকা

যে কোন অভিজ্ঞতাবাদের স্বরূপ উপলব্ধিই হচ্ছে বিশেষত্বভিত্তিক অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে। কোন বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধিই এই অভিজ্ঞতাবাদের অন্ততম বিভাজনা—“বিষয়টি কি বিজ্ঞান?” গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রজনীকান্তের অভিমত যু-ই পৃষ্ঠা (৭)। তাঁর অভিমতের উপর ভিত্তি করে রচিত এই প্রবন্ধ মূলতঃ এই বিভাজনারই উদ্দেশ্য।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞার তার বিজ্ঞানস্বরূপ স্পষ্ট উক্ত নয়। বিজ্ঞান-স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা এই প্রবন্ধের উপসংহার।

১ জ্ঞান ও বিষয়

মূল বিষয় সম্বন্ধী আলোচনার পটভূমিকা হিসেবে জ্ঞান ও বিষয় সম্বন্ধী আলোচনা নিতান্তই প্রাথমিক। জানাযেবী ক্ষেত্রকে জানলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ক্ষেত্রকে যে কোন জানেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করাই জ্ঞানের সরল পদ্ধতি। প্রাথমিক উপলব্ধি—এ প্রক্রিয়ার পরিণাম। সত্যোক্ত্যক্ত পিত্ত প্রবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে এর সৃষ্টি ও লয়। যুগপৎ-সৃষ্ট একাধিক প্রাথমিক উপলব্ধির পরস্পর আরোপে বৌদ্ধিক উপলব্ধিই সৃষ্টি। স্মৃতি সকল উপলব্ধির আলম্ব। স্মৃতি-আলম্বিত পূর্ব উপলব্ধিগুলি বৌদ্ধিক উপলব্ধির সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। ক্রমে জ্ঞানের পদ্ধতি বিচার ও বুদ্ধি-বাহ্যম হয়। ধারণা এ প্রক্রিয়ার পরিণাম। উপলব্ধি ও ধারণা উভয়ই জ্ঞানের অঙ্গভূক্ত। জ্ঞানের সমগ্রতাকে বলা যেতে পারে বিষয়বত্তা।

২ বিষয়ের বিভাজন

বিজ্ঞান শব্দের বিশেষাভিধান কতকগুলি লক্ষণসমূহ। এগুলিকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান-লক্ষণ।

কোন বিষয় বিজ্ঞান-লক্ষণযুক্ত হলে তাকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া বিধেয়। সুতরাং কোন বিষয়ের বিজ্ঞানত্ব নির্ণয়ে বিজ্ঞান-লক্ষণ সবছোয় স্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য। “বিজ্ঞান-লক্ষণ কি?”— এ প্রশ্ন মূলতঃ “বিজ্ঞান কি?” এ প্রশ্নেরই অঙ্গশিষ্টান্ত।

৩ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিভিন্ন। এ বিভিন্নতার মধ্যে এক অভিযুক্তি ধরা পড়ে।

৩১ প্রথম পর্যায়

কোন বিষয়কে বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করার প্রাথমিক পদ্ধতিতে লক্ষণ হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হল—বিষয়বিজ্ঞানে পাঠ্য বিজ্ঞান তালিকার অন্তর্ভুক্তি। সবপ্রথম এ তালিকার স্থান পেল বস্তু-জগৎ ও তার প্রসঙ্গ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি। ক্রমে জীব-জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি এর অন্তর্ভুক্ত হল।

৩২ দ্বিতীয় পর্যায়

পরবর্তী পর্যায়ে, কোন বিষয়ের চর্চায় পরীক্ষা-রীতিঃ প্রয়োগকে বিজ্ঞান-লক্ষণ বলে প্রাধান্য দেওয়া হল। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ-রীতির প্রয়োগ। অতএব, এ নিয়মে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞান-লক্ষণযুক্ত। কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকত্বের মত অতিরিক্ত : জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞান।

৩৩ পরবর্তী পর্যায়

বিষয়ের বিজ্ঞানত্ব নির্ণয়ে উপরোক্ত উভয় প্রচেষ্টারই প্রয়োগকর্মের ব্যাপকতা সীমিত : অর্থাৎ কোনটিই বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত সকল বিষয় জ্ঞাপনের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই পরবর্তীকালের বিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলিতে এক নতুন ধারা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি উপস্থাপন করা যেতে পারে :

১ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অসীম ; অন্তর্হীন এর উপাধান। প্রাকৃতিক প্রতিটি ঘটনাপুঞ্জ, সমাজ-জীবনের প্রতিটি দশা, অতীত ও বর্তমান ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায় বিজ্ঞানের উপাধান। (৩)

২ বিজ্ঞানে এবং জিহ্বার বিজ্ঞান-পদ্ধতির উপর অবিশ্রান্ত যে তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নিয়মের সঙ্গে ব্যবহারিক লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করে। (২)

৩ কর্মে এবং জীবনে লাভজনকভাবে প্রয়োগসাধ্য অথবা সত্যের সম্বন্ধে নিয়োজিত প্রমাণিত তথ্য বা তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হৃদয় ও হৃদয়বদ্ধ জ্ঞান। (১)

৪ নতুন সত্যের আবিষ্কারে প্রয়োজ্য, বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ নিয়মের অধীনে সংগৃহীত, হৃদয়বদ্ধ বর্ণীকৃত এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত প্রমাণিত সত্য বা পর্যবেক্ষণপদ্ধতি তথ্য সংগৃহীত জ্ঞান। (২)

৫ যথাবিহিত প্রমাণ বা পর্যবেক্ষণলব্ধ নজিরের উপর নিয়মাসূত্র প্রতিষ্ঠিত, সুসংগঠিত হবিত্ত জ্ঞান। (২)

৬ বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগে আবিস্কৃত ও পরীক্ষিত নিয়মের দ্বারা বিবৃত সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান। (১০)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, “আলোচ্য” নয় “আলোচনার অতীতে” বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা মনোবোগ আকর্ষণ করে তা হচ্ছে বিজ্ঞান-পদ্ধতি।

৪ বিধরের ক্রমবিকাশের ধারা

বিধরের ব্যাপ্তি আছে। তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অভিজ্ঞানীদের সংখ্যাকে ব্যাপ্তির পরিমাপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। বিধরের বৃদ্ধি অবিরাম। কোন দুই বিশেষ সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ বিধরের ব্যাপ্তির পার্থক্যকে তার বৃদ্ধির পরিমাপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ বৃদ্ধি তার ক্রমবিকাশের পরিণতি। বিধরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিধরের ক্রমবিকাশের ধারা বিভিন্ন। বিজ্ঞান-পদ্ধতি বিধরের ক্রমবিকাশের অন্ততম হুচিহিত ধারা।

৫ বিজ্ঞান-পদ্ধতি

বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা মানুষ। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য এক অনন্ত চক্রগতি। এই চক্রগতি চার পর্বায়ে বিভক্ত। প্রতি পর্বায়ে মানুষ বিধরের ক্রমবিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে—

- ১ তার জ্ঞানার্জনের কোন না কোন পন্থিকে নির্ধারণ করে;
- ২ বিশিষ্ট এক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে; এবং
- ৩ নির্দিষ্ট এক পরিণতিতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এতি পর্বায়েই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

পর্বা	নিয়োজিত জ্ঞানার্জন পন্থি	কর্ম		পরিণতি
		পদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য	
১	২	৩	৪	৫
প্রথম	জ্ঞানোন্মিত পন্থি (বস্তু-সহযোগিতামূলক বা বস্তুসহযোগিতামূলক)	পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ	১ বিশেষীকরণের প্রগতি এবং সামান্ত্রিকরণের প্রত্যাবৃতি। ২ মূলীকরণের প্রগতি এবং বিমূলীকরণের প্রত্যাবৃতি।	প্রাতিষিদ্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ
দ্বিতীয়	দ্বী-পন্থি (বস্তুসহ-যোগিতামূলক বা বস্তু-সহযোগিতা মূলক)।	আয়োহী প্রকার বিচার	১ সামান্ত্রিকরণের প্রগতি এবং বিশেষীকরণের প্রত্যাবৃতি।	আয়োহী সূত্রসমূহ

পর্ধ্য	নিয়োজিত জ্ঞানার্জন পদ্ধতি	পদ্ধতি	বৈশিষ্ট্য	পরিণতি
	২	৩	৪	৫
			২ বিমূর্তকরণের প্রগতি এবং মূর্তকরণের প্রত্যাবৃতি।	
তৃতীয়	বজা-পদ্ধতি		১ চরম সামান্তকরণ। ২ চরম বিমূর্তকরণ।	মূল সূত্রসমূহ
চতুর্থ	দ্বী-পদ্ধতি (যন্ত্রসহ- যোগিতামূলক বা যন্ত্রসহযোগিতামূলক)	অবরোধী প্রথার বিচার	১ বিশেষীকরণের প্রগতি এবং সামান্তকরণের প্রত্যাবৃতি। ২ মূর্তকরণের প্রগতি এবং বিমূর্তকরণের প্রত্যাবৃতি।	অবরোধী সূত্রসমূহ

চতুর্থ পর্ধ্যের পর চক্রগতির নতুন চক্র আবিষ্কার সম্ভাবন। কোন মূল সূত্রের অঙ্গগামী নয় এমন কোন নতুন প্রাতিষিক অস্তিত্ব নতুন চক্র সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। এ কারণে যে পদ্ধতির উদ্ভব হয় তার সমাধানের ক্ষমতা আবার নতুন করে সব পর্ধ্যের পুনরুৎপত্তি ঘটতে পারে। যদি নতুন চক্রে কোন মূল সূত্রের পরিবর্তন ঘটে তা হলে দেখা যায় যে, নতুন মূল সূত্রটি পূর্বের মূল সূত্রটির ধারক এবং তার চেয়ে ব্যাপক।

বিজ্ঞান-পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট আর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব এই যে, অনেক ক্ষেত্রে অবরোধী-সূত্র এবং আরোহী সূত্রের বজ্য একই হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে,

- ১ মূল সূত্রের অবস্থিতি ভিন্ন অবরোধী সূত্রের রচনা সম্ভব নয় ;
- ২ অবরোধী সূত্রের রচনা আরোহী সূত্রের রচনা অপেক্ষা সহজ ; এবং
- ৩ অনেক ক্ষেত্রেই অবরোধী সূত্রের সংখ্যা আরোহী সূত্রের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। (৬, ৮)

৬ বিজ্ঞান-পদ্ধতিভিত্তিক সংজ্ঞা

চক্রগতি বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে এক একটি বিজ্ঞান-লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞান-লক্ষণমূলক বিষয়ই বিজ্ঞান। এই উক্তি কে আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, সমগ্রভাবে কোন বিষয়ের বা তার কোন শাখার ক্রমবিকাশ বিজ্ঞান-পদ্ধতির অঙ্গগামী হলে বিষয়টি বিজ্ঞান। এই উক্তির “অঙ্গগামী” অর্থে বিষয়টির ক্রমবিকাশ একদিকে যেমন চক্রগতি বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রথম চক্রের প্রথম পর্ধ্যেরই থাকতে পারে, অন্যর দিকে তেমনি চার পর্ধ্যের একাধিক চক্রের মধ্য দিয়েও গিয়ে থাকতে পারে। ক্রমবিকাশ যখন প্রথম চক্রের প্রথম পর্ধ্যের রহস্যে, বিষয়টি বিজ্ঞান হলে, অঙ্গান্ত পর্ধ্যের মধ্য দিয়ে যাবার পূর্ণ সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে।

ଐହାଗାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ-ପଦ୍ଧତି

ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନ ଉପଯୋଗ ଆଲୋଚନାର ପଟୁଭିକାର ଐହାଗାର ବିଜ୍ଞାନକେ ବିଚାର କରେ ଯେହା ଶେଷେ ପାରେ । ମହା ଐହାଗାର ବିଜ୍ଞାନ ନିରେ ଆଲୋଚନାର ଶ୍ରବଣେର କଳେବର ଅବସ୍ଥିକର ବକ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପାରେ । ହୁତରାଂ ଆଲୋଚନାର ହୁବିଧାର୍ଥେ ଐହାଗାର ବିଜ୍ଞାନେର ସେ କୋନ ଏକଟି ନାଧାକେ ବେଢେ ନେତ୍ରା ବାକ । ଶ୍ରମକ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖୋଗ୍ୟ ସେ, ଆଲୋଚନାର ସେ ଧାରା ଏଥାନେ ଅହୁସ୍ତ ତା ଐହାଗାର ବିଜ୍ଞାନେର ସେ କୋନ ନାଧାର ଉପର ସମତାରେ ଶ୍ରବୋଜ୍ଞା । ହୁତରାଂ ନହୁନା ବିଶେବେ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନକେ ବେଢେ ନିଶେ ସ୍ଥଳ ବକ୍ତବୋର କୋନ ହାନି ହବେ ନା ।

୧୧ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ-ପଦ୍ଧତି

୧୧୧ ଶ୍ରବମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ବାର

୧୮୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନ ସବୁଦିନ ଡିଡିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁତବଦ୍ଧ ଏକଟି ନୀତିର ତାବ ନିରାଧିବିସ୍ତତାବେ ଶ୍ରବଣ କରା ଶେଷେ ପାରେ :

“ସଂଖ୍ୟାଗୁଣିତେର ଅନ୍ତ ବା ଉତ୍ତର ଅବତ ନୁନତମ ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରାନ୍ତିନାଧା ।”

ଐହାଗାରେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଵ ଏବଂ ତାର ଆଧିକ ସଂଗତିର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଧ ସର୍ବକାଳେର । ଏହି ବନ୍ଧେର ଏକଟା ଆମୋସ ସିଂହାସାର ଚେଟା ଚଳେଢେ ବକ୍ତକାଳ ଧରେ । ଏ ସବୁଦିନ ବହ ଶ୍ରାନ୍ତିଗାରିକେର ବହ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ବବେକ୍ତେର ପଟୁଭିକାର ଏହି ନୀତିଟି ହୁତବଦ୍ଧ । ଅତଃ, ଏ ସବୁଦିନ ଶ୍ରାନ୍ତିର କରା ଶେଷେ ପାରେ ସେ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ବବେକ୍ତ-ପଦ୍ଧତିକ ବହ ପ୍ରାତିଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସି-ଧିକ ଶ୍ରୋତାରେ ଆତୋହୀ ହୁତ । ଏହି ଶ୍ରୋତାବେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନେର କ୍ରମବିକାଶେର ହିନ୍ତିତ ହୁତ । କ୍ରମବିକାଶେର ଧାରା ଚକ୍ରଗତି ବିଜ୍ଞାନ-ପଦ୍ଧତିର ଶ୍ରବମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ବାରେର ଅହୁଗାମୀ । ଡିଡିଏ ଏବଂ ତୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବହ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନ ବିଶେବକ୍ତେର ହୁତବଦ୍ଧ ନୀତିଗୁଣି ସବୁଦିନ ଉପଯୋଗ ଶ୍ରୋତାବି ଶ୍ରବୋଜ୍ଞା । ତହୁ ଶ୍ରବ ନିର୍ବାଚନ ନୟ, ଶ୍ରାନ୍ତିଗାର ବିଜ୍ଞାନେର ଅନ୍ତାନ୍ତ ନାଧା—ସଦା, ହିନ୍ତିକରଣ, ବର୍ଗିକରଣ, ଶ୍ରବସେବା, ଶ୍ରାନ୍ତିଗାର ପରିଚାଳନା—ଏବେର ଶ୍ରୋତାକେର ତହ ଅନ୍ତର ଆତୋହୀ ହୁତପୁଟ ।

୧୧୨ ତୃତୀୟ ପର୍ବାର : ଶ୍ରାନ୍ତିଗାର ବିଜ୍ଞାନେର ପଦ୍ଧତ୍ତ

୧୨୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ହନନାଧନ ଶ୍ରାନ୍ତିଗାର ବିଜ୍ଞାନେର ନାଟଟି ସ୍ଥଳ ନୀତି ହୁତବଦ୍ଧ କରେନ ।

୧୨୩୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଦେଶାଧି ଶ୍ରବମ ଶ୍ରାନ୍ତିକ ହୁତ (୫) । ହୁତଗୁଣିର ଅନ୍ତନିବିତ୍ତ ତାବେର ଶ୍ରାନ୍ତି-ହୁତ୍ତିତ ଏକଟି ଶ୍ରମ ନୀତି ଦେଶା ହୁତ :

୧ ନାଟେର ନିବିତ୍ତ ଶ୍ରବ ।

୨ ନାଟେର ଶ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରବ ।

୩ ଶ୍ରବେର ଶ୍ରାନ୍ତି ନାଟକ ।

୪ ନାଟକେର ସବୁର ଅନ୍ତାନ୍ତ ।

୫ ଶ୍ରାନ୍ତିଗାର ଡିଡିବିଦ୍ଧି ।

উপরোক্ত সূত্রগুলির বাণকতা অসীম। ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাখ্যা মেলে এই পক্ষ হ্রদের মধ্যে। আরোহী প্রধার সূত্রও ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানের সকল শাখার সকল নীতি এই পক্ষ হ্রদের অন্তর্ভুক্ত। বিচার্য জিউই-র নীতিটি প্রথম ও দ্বিতীয় হ্রদের অন্তর্ভুক্ত; এবং এদের এক বিশিষ্ট প্রকাশ। সামাজিকরণের এ এক চরম পূর্তায়। দী-শক্তি প্রয়োগের মধ্যে এই বিরাট সম্ভাবনার অস্তিত্ব কল্পনার অতীত। অতএব, এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করা চলে যে, আরোহী প্রধার সামাজিকৃত সকল নীতির স্বজ্ঞা-শক্তির প্রয়োগে চরম সামাজিকরণের পরিণতি এই সূত্রসমষ্টি। এই প্রস্তাবের মধ্যে সমগ্রভাবে ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত স্থাপ্ত। ক্রমবিকাশের ধারা চক্রগতি বিজ্ঞান-পদ্ধতির তৃতীয় পর্যায়ের অঙ্গগামী।

৭১৩ চতুর্থ পর্যায়

আবার গ্রন্থ নির্বাচনের বিবেচনায়োপযোগ্য দেখা যাক। বিচার্য করে দেখা যাক বঙ্গনাথন কর্তৃক সূত্রবদ্ধ গ্রন্থ নির্বাচনের নিম্নলিখিত নীতিটিকে :

“সাধারণ ঐচ্ছাগারে স্তর চাই প্রকমারী আকর গ্রন্থের স্তরম এক সংগ্রহ ; যেমন জীবনীকোষ, জীবনী, সাময়িকী, অকল-নির্দেশিকা, ভ্রমণ-সহায়িকা বা পথপত্রি, অভিধান, এবং জ্ঞানকোষ (সাধারণ এবং আকস্মিক চাহিদা আছে এমন বিষয়ের উপর)।” (৭)

নীতিটি সাধারণ ঐচ্ছাগারে আকর গ্রন্থ নির্বাচন সম্পর্কিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নীতিটি জিউই-র নীতিটির পরিবেশ নিম্নলিখিত একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ; এবং সেই অর্থে উক্তের বক্তব্য একট। আবার, সূত্রবদ্ধকরণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নীতিটি অব্যবহিতভাবে ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র-উদ্ভূত ; অর্থাৎ অবরোহী প্রধার সাহিত্যিক। সে হিসেবে, বিশেষীকরণের এক পূর্তায়। অতএব, এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, দী-শক্তি প্রয়োগে অবরোহী প্রধার বিশেষীকরণের পরিণতি এই অবরোহী সূত্র। এই প্রস্তাবের মধ্যে গ্রন্থ নির্বাচনের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত স্থাপ্ত। ক্রমবিকাশের ধারা চক্রগতি বিজ্ঞান-পদ্ধতির চতুর্থ পর্যায়ের অঙ্গগামী। বঙ্গনাথন কর্তৃক সূত্রবদ্ধ গ্রন্থ নির্বাচনের সকল নীতি সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রস্তাবটি প্রযোজ্য।

৭১৪ সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা যায় :

১ গ্রন্থ নির্বাচনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই বিধগতির ক্রমবিকাশের ধারা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-পদ্ধতির অঙ্গগামী ; অতএব, বিধগতি বিজ্ঞান।

২ গ্রন্থ নির্বাচন, ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানের একটি শাখা ; অতএব, ঐচ্ছাগার বিজ্ঞানও বিধগতিমতভাবে একটি বিজ্ঞান।

৮ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞার তার বিজ্ঞান-লক্ষণ স্থাপন নহে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পূর্ণ স্বত্বের সঙ্গে স্থাপিত-সম্পর্ক কোন সংজ্ঞার বিজ্ঞান-লক্ষণ পাই করা যেতে পারে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি প্রস্তাবিত হল :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

- ১ গ্রন্থ পাঠের প্রতিষ্ঠিতমূলক ব্যবস্থার অনুশীলন ও উন্নতিবর্ধন (প্রথমত্ব) ; এবং
- ২ সর্বাঙ্গজাত অসংখ্য বিষয়ের উপর গ্রন্থের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি অবিরাম হওয়া সত্ত্বেও (পঞ্চমত্ব) পাঠকের অন্তঃ
- ৩ বধ্যাবধ (দ্বিতীয়ত্ব) ;
- ৪ শাস্ত্রিক (তৃতীয়ত্ব) ; এবং
- ৫ বহাবিধ গ্রন্থসেবা। (১)

৯ মজির-গ্রন্থ

টীকা :- ১ এটি প্রবন্ধ রচনার ব্যবহৃত গ্রন্থের পত্রি।

২ প্রথম কলমে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা।

৩ দ্বিতীয় কলমে দেওয়া হয়েছে, প্রবন্ধের যে অংশে গ্রন্থটি উল্লিখিত হয়েছে, তার সংখ্যা।

- ১ অংশ ৮ Bhattacharyya (Ganesh) and Bhattacharyya (Maya).
Library science : Depth classification.
(DRTC Seminar. 4, 1966, Sec N 21).
- ২ অংশ ৩৩ International Encyclopedia of science. 1965.
- ৩ অংশ ৩৩ Pearson (Karl). Grammar of science. Ed 2.
1900, P 12.
- ৪ অংশ ৭১২ Ranganathan (SR). Five laws of library science.
Ed 2. 1957.
- ৫ অংশ ০ Ibid. Chap 8.
- ৬ অংশ ৫ Ibid. Sec 81.
- ৭ অংশ ৭১৩ ——. Library book selection. Ed 2. 1963. Sec E11.
- ৮ অংশ ৫ Walker (Marshall). Nature of scientific thought
1963. Chap 1.
- ৯ অংশ ৩৩ Webster's New international dictionary of the English
language. Ed 2. 1954.
- ১০ অংশ ৩৩ World book encyclopedia. 1962.

Library science and Scientific method
By Ganesh Bhattacharyya.

সংক্ষিপ্তসার ও সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা

প্রবীর রায়চৌধুরী

বিশ্ব শতাব্দীতে গবেষক, তথ্যবিজ্ঞানী এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের যে বিষয়টি সর্বাঙ্গিক। বেনী চিহ্নিত করে তুলেছে তা হল তথ্য ও জ্ঞানের অদৃশ্য বিস্তার। নানা ধরনের প্রকাশনের মাধ্যমে মানুষ তার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, আবিষ্কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করে চলেছে। তথ্য বিস্তারের এই পরিমাণের দিকটি মনে করতে চাইলে চমকে উঠতে হবে। নানা ধরনের তথ্যের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। তথ্য বিস্তারের এই গুরুত্ব আনবিক বিস্তার ও জনসংখ্যা বিস্তারের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষতঃ বিশ্বাস Nature পত্রিকার বিষয়টি সম্পর্কে বস্তুত্ব করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে প্রতি বৎসর পঁচাত্তর ভাগ হারে বাড়ছে সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনের সংখ্যা পঁচাত্তর ভাগ—১০ হারে বাড়ছে।

বিশাল পরিমাণের এই বিস্তারিত তথ্য সবচেয়ে বেশী পরিবাহিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা গ্রন্থের সংখ্যা এত অসংখ্য হারে বেড়ে গেছে যে কোন গবেষকের পক্ষে সমস্ত জ্ঞান খুঁজি ওঠান ব্যাধার যে তার বিষয়ের উপর কোথায় কি কাজ হচ্ছে সংখ্যা এই বিষয়ে নতুন কোন তথ্য বা তথ্যসূত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কি না। Chemical Abstracts-এর পক্ষে যুক্ত Mr. Bernier ১৯৫৬ সালে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ৩০টি ভাষার ব্যাপ্তি আছে এমন একজন রসায়ন বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সাতা বছর ধরে, প্রতি ঘণ্টায় ৪টি প্রবন্ধ এবং প্রতি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা হারে তার বিষয়ের সব কিছু যদি পড়ার চেষ্টা করেন তাহলে বছরের শেষে ৩১শে ডিসেম্বর তিনি দেখতে পাবেন যে তাঁর বিষয়ের এক প্রশংসনীয় তিনি শেষ করতে পাবেন নি। অদিকন্তু তার এই পাঠ থেকে রসায়ন বিজ্ঞান ও সমাজ কোন কিছুই লাভ করবে না, কেননা, তিনি শুধু পাঠ করে নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন—নতুন কিছু গান করেন নি। বিশুল পরিমাণ প্রকাশিত এই পত্র-পত্রিকা এবং তাতে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত? শেষ সংখ্যা কখনই বলা যাবে না। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত World List of Scientific Periodicals-এ শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে ৫০,০০০ পত্র-পত্রিকার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,০০০। এই সব বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ক পত্রিকার বছরে প্রত্যাগ: পক্ষে ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে UNESCO-র উদ্যোগে প্রকাশিত World List of Social Science Periodicals-এ প্রতি দুনিবাচিত প্রায় এক হাজার পত্র-পত্রিকার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই

হনির্বাচিত পত্র-পত্রিকাগুলির তালিকা সংগ্রহ বর্তমানে চতুর্ভূজ বৃত্তি পেয়েছে। UNESCO এবং ICSSD-র (International Council of Social Science Documentation) যুগ্ম উদ্যোগে চারটি বিষয়ের উপর (সমাজতত্ত্ব, হাই বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও নৃতত্ত্ব) প্রকাশিত আন্তর্জাতিক হুটীতে প্রতি বৎসর ১৬,০০০—২০,০০০ প্রকাশন উল্লেখ করা হচ্ছে। এ সব প্রকাশনের অধিকাংশই আবার পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ। পত্র-পত্রিকার ওই বিস্তারিত দেখে বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গ্রন্থবিজ্ঞানবিদ Dr. A. Easdale বলেছেন, “পত্র-পত্রিকা গবেষণা ক্ষেত্রে এক নতুন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে”। কিন্তু প্রশ্ন হল এর কাছে কি গবেষক ও প্রাধাগারিকরা পরাক্রান্ত হবেন? কি তাই এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে তাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কোন গবেষক বা মননশীল পাঠকের নিকট এবং তাঁকে যথা সহায়তা করছেন সেই তথ্য বিজ্ঞানী বা প্রাধাগারিকদের নিকটও মূল প্রশ্নগুলি হল :

(ক) একটি বিষয়ের উপর কি কি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং (খ) এই সব পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর কি কি প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সমস্যার সমাধান করা হয়েছে পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন তালিকা প্রকাশনের মাধ্যমে। পৃথিবীতে এক বিষয় নিবন্ধ বা সর্ব বিষয় নিবন্ধ, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, হনির্বাচিত বা সর্বব্যাপক বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সব তালিকা থেকে পত্র-পত্রিকা নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের এবং বিষয় নিবন্ধ প্রকাশন সম্পর্কে তথ্য গবেষকদের সামনে তুলে ধরা হয় হুটী পত্রিকা (Indexing Periodicals) এবং সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার (Abstracting Periodicals) মাধ্যমে। উক্ত উভয় শ্রেণীর পত্রিকাতে প্রবন্ধার (প্রকাশনের ক্ষেত্রে) বা প্রবন্ধকারের (পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে) নাম; প্রকাশন বা প্রবন্ধের আখ্যা (title); কোন ভাষায় লিখিত; প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পত্রিকার নাম, খণ্ড, সংখ্যা, বর্ষ, মাস, পৃষ্ঠা ইত্যাদি; প্রকাশনের ক্ষেত্রে প্রকাশ তারিখ, প্রকাশক, পৃষ্ঠা, চিত্র, মূল্য ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশন বা প্রবন্ধগুলি হয় কোন একটি বর্ণীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বর্ণীকৃত আকারে (Classified) অথবা নির্দিষ্ট বিষয় শীর্ষের (Subject heading) অধীনে সজ্জিত থাকে। দ্বিতীয় ধরনের পত্রিকার সঙ্গে প্রথম ধরনের পত্রিকার পার্থক্য হল : দ্বিতীয় ধরনের পত্রিকাগুলিতে (Abstracting periodical) প্রকাশন বা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসারও থাকে। প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলি যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা অপেক্ষা দ্রুত প্রকাশিত হয় এবং গবেষকদের দ্রুত সন্ধান পৌঁছে দেয়, কিন্তু এর প্রধান ত্রুটি হল গবেষকরা হুটী পত্রিকার প্রকাশিত তথ্য থেকে বৃত্তান্তে পারেন না যে প্রকাশন বা প্রবন্ধটি তথ্য কাজে লাগবে কি না। এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, একটি বিষয়ের উপরে বর্তমানে যথেষ্ট সংখ্যক পত্র-পত্রিকা ও তাতে অসংখ্য প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গবেষকদের হাতে

সময়ও বেশী নেই। তাই বর্তমানে গবেষণা ও বিজ্ঞানীদের সাংক্ৰান্তাবে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার প্রকল্প ও কার্যকরিতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কয়েকশত সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তসার ও সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তসার কি ?

প্রথমেই শুরু করা যাক কয়েকটি প্রশ্নাধা সংজ্ঞা দিয়ে :

(ক) সংক্ষিপ্তসার হল কোন একটি গ্রন্থ বা পুস্তিকা (pamphlet) বা প্রবন্ধের অভ্যাবলীর বিবরণ (Oxford English Dictionary)

(খ) সংক্ষিপ্তসার হ'ল কোন একটি বড় বিষয় বা একাধিক বিষয়ের অভ্যাবলীক বা মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষেপ বা সাংগ্ৰহ (Webster's New International Dictionary)

(গ) সংক্ষিপ্তসার হ'ল একটি প্রকাশন বা প্রবন্ধের সার (Summary) বা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বা একজন পাঠকের একটি প্রবন্ধ দেখতে হবে কি হবে না তা ঠিক করতে সাহায্য করে। যদি নির্দেশক সংক্ষিপ্তসার (Indicative abstract) না হয়ে তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্তসার (Informative abstract) হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের সংক্ষিপ্তসারের কাজ হল সব প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য, বক্তব্য, তথ্য, সিদ্ধান্তের সাংগ্ৰহ বা সংক্ষেপ (Shera, J.H. —Documentation in Action উত্তর)

(ঘ) সংক্ষিপ্তসার হ'ল বৃত্তান্তিক বর্ণনা সহ (bibliographical description) কোন একটি প্রবন্ধের বা প্রকাশনের সাংগ্ৰহ বা সংক্ষেপ যাতে পাঠকের পক্ষে ঐ প্রকাশন বা প্রবন্ধ খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। (১৯৪২ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রকাশন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বারা বিবরণী থেকে)

বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্তসার : বিভিন্ন উদ্দেশ্য

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যে সংক্ষিপ্তসার দেখতে পাওয়া যায় তা মূল হ'তে পারে তিনটি ভাগে বিভক্ত :

- (১) কি তথ্য কিভাবে দেওয়া হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।
- (২) কোন ব্যক্তি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

(১) কি তথ্য কিভাবে দেওয়া হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ :

এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করলে নিম্নলিখিত ধরনের সংক্ষিপ্তসার দেখতে পাওয়া যায় :

(ক) “তথ্যপূর্ণ বা তথ্যভিত্তিক বা পরিপূর্ণ সংকিপ্তসার” (Informative, Informational or Comprehensive Abstract)

এই ধরনের সংকিপ্তসারের উদ্দেশ্য হল কোন একটি প্রকাশন বা প্রবন্ধে জানের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে তার একটি সংকিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ সংক্ষেপে পরিবেশন করা। এই ধরনের একটি আদর্শ তথ্যপূর্ণ সংকিপ্তসারের উদ্দেশ্য হ'ল এট মূল্যে মূল প্রবন্ধ বা প্রকাশন না দেখেও গবেষক যেন ঐ প্রকাশন বা প্রবন্ধের তথ্য ও তত্ত্ব বুঝতে পারেন। যেখানে মূল প্রবন্ধ বা প্রকাশন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেখানে এই ধরনের সংকিপ্তসার মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের প্রতিস্থূ (Substitute) রূপে কাজ করে। তবে একটি কথা বহন রাখতে হবে কোন প্রকারের সংকিপ্তসারেই মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণভাবে দূর করতে পারে না। আসলে এই ধরনের সংকিপ্তসারের উদ্দেশ্য হ'ল মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের তথ্য ও তত্ত্বগুলির সংকিপ্তসার এমন ভাবে পরিবেশন করা যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন যে মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধটি তার কাজে লাগবে কি না।

এই ধরনের সংকিপ্তসারগুলির বিষয় বিশেষজ্ঞতা তৈরী করে থাকেন, কারণ বিষয়ের উপর আধিকার না থাকলে এই ধরনের সংকিপ্তসার তৈরী করা যায় না। প্রকাশন বা প্রবন্ধের লেখক যিনি প্রকাশন বা প্রবন্ধের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনিও সঠিক সংকিপ্তসার রচনা করতে পারেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত অনেক পত্র-পত্রিকার বর্তমানে প্রবন্ধাকার রচিত তথ্যপূর্ণ সংকিপ্তসার প্রকাশিত হয়। সংকিপ্তসার পত্র-পত্রিকার (Abstracting Journal) ঐ সংকিপ্তসার খানিকটা সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত হয় বলে এই ধরনের সংকিপ্তসার তৈরী করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। কেননা, বিভিন্ন বিষয় এবং তাবা বিশেষজ্ঞ অথচ সংকিপ্তসার তৈরীও বৃত্তি গ্রহণ করেছেন এই ধরনের ব্যক্তিগত সংখ্যা সব সময় সবধেয়ে ঘটেই নয়।

(খ) নির্দেশক বা বর্ণনামূলক সংকিপ্তসার (Indicative or Descriptive abstract)

এই ধরনের সংকিপ্তসার কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধের প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ বক্তব্য পেশ করে। এই ধরনের সংকিপ্তসারের মূল্য উদ্দেশ্য হল গবেষকরা যে তথ্য বা তত্ত্ব খোঁজ করছেন তা কোন একটি মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধে পাওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া। সোজা কথায় এট ধরনের সংকিপ্তসারে মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধে কি আলোচিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এই সংকিপ্তসারে ভুল-ত্রুটি এড়াই এবং দক্ষ প্রাধিকার কর্মীরাও তৈরী করতে পারেন। এট সংকিপ্তসারে এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয় — ... এই সব পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে ; ... এই

সব বা এই বিষয়ের ফলাফল বা প্রভাব আলোচিত হয়েছে; ... এই সব পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে; এই সব বিষয় ব্যাখ্যাও অল্প ব্যবহৃত চিত্র (diagram) দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্তসার বিশেষত্ব Crane-এর মতে ভাল সংক্ষিপ্তসার হল উপরোক্ত দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণ—গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের ক্ষেত্রে ইহা তথ্যপূর্ণ (informational), কি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অস্তিত্ব কয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা নির্দেশক বা বর্ণনামূলক (Indicative or Descriptive)।

(গ) টিকামূলক সংক্ষিপ্তসার (Annotation) : এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারের উদ্দেশ্য হল করেকটি শব্দ বা একটি বাক্যের মাধ্যমে কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধের আখ্যা (Title) সন্ধানসিদ্ধ করে বিষয়বস্তুটি বলা বা ব্যাখ্যা করা। টিকামূলক সংক্ষিপ্তসার (Annotation) এবং নির্দেশক বা বর্ণনামূলক সংক্ষিপ্তসারের (Indicative or Description) মতো মূল পার্থক্য হল সংক্ষিপ্তসারের বৈধতা।

(ঘ) শুধু আখ্যা সংক্ষিপ্তসার (Title only Abstract)—এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারে কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার অল্প আখ্যার (Title) কোন সন্ধানসাধে করা হয় না। এর ফলে আখ্যাটি বিষয়বস্তুটি তুলে ধরে কিন্তু প্রবন্ধ বা প্রকাশনে আলোচিত কোন ফলাফলকে নয়।

উপরোক্ত খ, গ, ও ঘ শ্রেণীর সংক্ষিপ্তসারগুলি কোন একটি সংগঠনের গবেষক-দের অল্প প্রকাশিত বুলেটিনে খুব বেশী ব্যবহার হয়, বিশেষ করে, গবেষকদের চাহিদা দ্রুত পূরণ করার জন্য ঐ মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধগুলি যদি ঐ সংগঠনে পাওয়া যায়। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা প্রতিটি পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধ উলটে পালটে দেখাও চেয়ে আগে এই সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত বুলেটিন খোঁচে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ নির্বাচন করে নেন। এর ফলে সময়ও বাঁচে অনেক। গ ও ঘ শ্রেণীর সংক্ষিপ্তসারগুলি বিশেষ করে বর্তমান-সচেতনতা-কর্মসূচীতে (Current-awareness-Services) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধরনের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল গবেষক বা বিষয়-বিশেষজ্ঞদের নিজেদের নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ কি গবেষণা হল, কি ফলাফল পাওয়া গেল এ সব সম্পর্কে সচেতন করা।

(ঙ) একপেশে সংক্ষিপ্তসার (Slanted Abstract)—জ্ঞানের কোন একটি বিশেষ শাখার দিকে লক্ষ্য রেখে হয়ত কোন একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করা হচ্ছে। এখন এই ধরনের একপেশে সংক্ষিপ্তসারের উদ্দেশ্য হল অল্প কোন বিষয় সম্পর্কিত কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি কোন তথ্য বা তথ্য থাকে তা টেনে বার করা। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক, গ্রন্থাগার ব্যবহার ইতিহাস সম্পর্কে কোন ব্যক্তি হয়ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ঐ প্রবন্ধের করেকটি পৃষ্ঠার প্রবন্ধকার হয়ত সূচীকরণের (Cataloguing) উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন সূচীকরণের

উপর সংক্ষিপ্তসার লব্ধি এইটি সূচী (Bibliography with Abstract) তৈরী করবুচী গ্রন্থন করা হল। উপরোক্ত প্রবন্ধ হতে শুধু সূচীকরণ সম্পর্কিত তথ্য বা তত্ত্ব তুলে ধরা হলে তা হবে একপেশে সংক্ষিপ্তসার। সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতকারক হইত এইভাবে লিখবেন - "গ্রন্থাগার ব্যবহার ইতিহাস সম্পর্কিত এই প্রবন্ধে লেখক সূচীকরণের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন পুঁথীতে সূচীকরণের উৎপত্তি থেকে ১৯৬১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সূচীকরণ সম্মেলন পর্যন্ত তিনি সূচীকরণের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন "ইত্যাদি ইত্যাদি"। এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারে পদ্ধতি, বহুপাতি এবং কথাকণের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা হইত প্রবন্ধকারের মূখ্য উদ্দেশ্যের তুলনার গৌণ। মূল বক্তব্যকে এখানে হয় বাধ দেওয়া হয়, নয়ত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। একপেশে সংক্ষিপ্তসার আবার তথ্যপূর্ণ বা নির্দেশক ধরনের হতে পারে।

(চ) স্বয়ংক্রিয় সংক্ষিপ্তসার (Auto-Abstract) - এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী করা হয়। কোন একটি প্রকাশন বা প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার (puu বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদে) এবং কি হারে তা একটি বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে তা কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার তৈরী করা হয়।

(ছ) টেলিগ্রাফিক সংক্ষিপ্তসার (Telegraphic Abstract) - এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার হল লিখিত বক্তব্যের বিকৃত নির্দেশিকা (index)। এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে : (১) প্রকাশন প্রবন্ধ হতে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দেশক শব্দসমূহ, (২) সংকেত প্রতীক (Code Symbol) দ্বারা বলা হয় Roll indicators, এই সংকেত প্রতীকের কাজ হল নির্বাচিত শব্দগুলির প্রসঙ্গ ও পূর্ণসূত্র সংবাহক করা। (৩) বিন্দু চিহ্ন প্রতীক (Punctuation Symbols) - এই ধরনের চিহ্নের কাজ হল গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি এবং সংকেত প্রতীককে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা। টেলিগ্রাফিক সংক্ষিপ্তসারকে Standardized or Encoded abstractও বলা হয়।

টেলিগ্রাফিক পদ্ধতি কোন প্রকাশন বা প্রবন্ধের সূচী তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের সূচী যন্ত্র বা Machineএ লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে ঐ যন্ত্র তা সংবাহক করবে।

২ সংক্ষিপ্তসার কে প্রস্তুত করেছেন এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ :

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করলে আধাঃ নিম্নলিখিত ধরনের সংক্ষিপ্তসার দেখতে পাই।

(ক) লেখক রচিত সংক্ষিপ্তসার (Author Abstract) - প্রকাশন বা প্রবন্ধের বিষয়-

বস্তু, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, ফলাফল, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ওয়াকিবহাল সেই লেখক কর্তৃক এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার রচিত হয় এবং মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়, এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার তদারূপী বা নির্দেশক—উভয় ধরনের হতে পারে। লেখক কর্তৃক সংক্ষিপ্তসারের পক্ষে প্রধান বৃত্ত হল : সংক্ষিপ্তসার নির্ভরযোগ্য হয় এবং মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হলে প্রকাশন সংস্থার যথেষ্ট সময় বাঁচে। ডঃ বক্রনাথন এবং অক্সফোর্ড এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারের পক্ষে মত দিয়েও যে ক্ষতিগুলি উল্লেখ করেছেন তা হল : লেখক কর্তৃক সংক্ষিপ্তসার অনেক সময় মৈত্রীকিক নাও হতে পারে এবং লেখক অনেক সময় সংক্ষিপ্তসার তৈরী করার নিয়মগুলি মেনে নাও চলতে পারেন।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৭২ সালে প্যারিসে অচলিত বৈজ্ঞানিক প্রকাশনের সংক্ষিপ্তসার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (International Conference on Scientific Abstracting, Paris, 1949) প্রতিটি প্রকাশন বা প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক কর্তৃক সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, কেননা তা হবে নির্ভরযোগ্য এবং স্রুত তথ্য ও তথ্য বিতরণে সহায়ক। উক্ত সম্মেলনে এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারের নাম দেওয়া হয়েছে Synopsis এবং ঐ সংক্ষিপ্তসার তৈরী করার জন্য বিলেতের রয়্যাল সোসাইটি প্রণীত নিয়মাবলী গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ঐ সম্মেলনে আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে, সংক্ষিপ্তসার প্রকাশন সংস্থা (Abstracting Agency) এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার সম্পাদনার এমন কি বাস্তব করে দেওয়ারও অধিকার থাকবে।

(খ) বিষয়-বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সংক্ষিপ্তসার (Subject Expert prepared Abstract) — বড় বড় সংক্ষিপ্তসার প্রকাশন সংস্থাগুলি জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করে। বিষয়-বিশেষজ্ঞরা অনেকে অবসর সময়ে অর্থের বিনিময়ে সংক্ষিপ্তসার রচনার কাজে সাহায্য করেন। বিষয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি রচিত সংক্ষিপ্তসার যেভাবেই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিরেব সর্বসময়ের জন্য নিয়োগ করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। অধিকন্তু বিষয় বিশেষজ্ঞরা অনেকে সর্বসময়ের জন্য এই ধরনের কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

(গ) বৃত্তিকুশলী ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত সংক্ষিপ্তসার (Professional Abstractor prepared Abstract) সংক্ষিপ্তসার প্রকাশন সংস্থাগুলি বর্তমানে জ্ঞানের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ এবং সংক্ষিপ্তসার রচনার নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী ব্যক্তিরেব সাহায্যে এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করে থাকে। এই সব বৃত্তিকুশলী কর্মীরা সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং তাঁরা এক একটি বিষয়ে অসংখ্য প্রকাশনের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।

(ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রস্তুত সংক্ষিপ্তসার (Library Expert prepared Abstract) — ডঃ বক্রনাথন এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠকদের চাহিদা এবং চণ্ডার সীতিনীতি বৃদ্ধিতে পারেন, অধিকন্তু তাঁরা সংক্ষিপ্তসার রচনার নিয়মাবলী এবং খুঁজীকরণ ও বর্ণীকরণ সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা, এই সব ব্যক্তিরের অহবিষা চল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণার অভাব। উঃ বক্তাবলী। যত্নে যদি প্রতিটি মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক রচিত সংক্ষিপ্তসার synopsis) প্রকাশিত হয় তা হলে এই অহবিষা দূর করা যাবে।

সংক্ষিপ্তসার রচনার কৌশল (Techniques of Abstracting)

সংক্ষিপ্তসার বিশেষজ্ঞ Crane-এর ভাষায় সংক্ষিপ্তসার হবে পরিপূর্ণ, যথাযথ, সংক্ষিপ্ত, রচনাত্মক ও আকারের দিক দিয়ে সঠিক এবং যথাযথ ভাষায় ব্যক্ত।

সংক্ষিপ্তসারের উদ্দেশ্য হল মূল প্রকাশন বা প্রবন্ধ ব্যক্ত তথ্য ও তথ্যকে পরিপূর্ণ ভাবে পাঠকদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরা যাতে ঐ মূলতে প্রকাশন বা প্রবন্ধ না দেখেও পাঠক বিষয়টি সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পেতে পারেন। উপরোক্ত লক্ষ্যক ক্ষমত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে হবে। এই কাজ ব্রহীভাবে সম্পন্ন করতে হলে বা প্রয়োজন তা হ'ল :

(ক) পাঠকদের প্রয়োজন, ইচ্ছা ও অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা।

(খ) কোন একটি প্রকাশনের বা প্রবন্ধের মূল বক্তব্য অগ্রদাবন করার কনভা ও দক্ষতা।

(গ) তথ্য ও তথ্যগুলি কান্ডানে সংগঠিত করে পাঠকদের প্রয়োজন মিটাতে লক্ষ্য এমনভাবে পরিবেশন করার দক্ষতা।

(ঘ) সংক্ষেপে পরিচয় করে সংক্ষিপ্তসার লেখার দক্ষতা।

কি ধরনের সংক্ষিপ্তসার হবে এবং কি তথ্য ভাতে থাকবে এই বিষয়গুলি ঠিক হবার পরে সংক্ষিপ্তসার রচনার কাজ শুরু হয়। এই পর্দায় পর পর কাজগুলি হল :

(ক) মূল বক্তব্য নির্ধারণ (খ) বক্তব্যকে সংক্ষেপে, অথচ পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত করা (গ) সংক্ষিপ্তসার লেখা।

সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতকারকের সামনে এমন সব প্রকাশন বা প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটে যেসবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি যথাযথ ওয়াকিবহাল নন বা পরিচিত নন। মূল বক্তব্য অগ্রদাবন করার ক্ষমতা তিনি পর পর নিরোক্ত পর্যায়ে গ্রহণ করেন :

(ক) প্রকাশন বা প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অহুচ্ছেদ (Paragraph) যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পড়তে হবে। সাধারণত লেখক মূলবক্ত, ক্রমিকা বা প্রারম্ভিক অহুচ্ছেদে বলে থাকেন তাঁর এই রচনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি।

(খ) যদি প্রকাশন বা প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক রচিত সংক্ষিপ্তসার থেকে থাকে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি সেই সংক্ষিপ্তসার নির্ভরযোগ্য ও ভাল হয় তাহলে তা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রকাশন বা প্রবেশের শেষে যে সাংক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত থাকে তা লক্ষ্য করতে হবে। এই অংশে পেশকের গবেষণার ফলাফল পাওয়া যাবে এবং ইহা সংক্ষিপ্তসারের একটি প্রয়োজনীয় অংশ।

(ঘ) এর পর মূল প্রকাশন বা প্রবেশটি ভালভাবে উলটে পাগটে দেখতে হবে, যাতে গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার ব্যয়শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, বিভিন্ন তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা যায়।

(ঙ) উল্লেখযোগ্য নথি বা লক্ষ্যবস্তু এবং অঙ্কন চিত্রিত করতে হবে এবং পৃষ্ঠার প্রান্ত (Margin) তা লিখে রাখতে হবে।

(চ) এর পর যখন মূল বস্তু অধ্যয়নের কাজ শেষ হবে তখন সংক্ষিপ্তসারটি তৈরি করতে হবে। এরপর ২০০ বার সংক্ষিপ্তসারটি পড়ে দেখতে হবে তা ঠিক আছে কিনা; প্রয়োজনীয় সম্পাদনাও করতে হবে এবং চূড়ান্ত রূপ দিতে হবে।

ভাল সংক্ষিপ্তসারের গুণাবলী (Qualities of Good Abstract)

ভাল সংক্ষিপ্তসার তৈরি করতে হলে যে সব বিষয় অঙ্গভূক্ত করতে হবে এবং যে সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল :

(ক) বিষয় সম্পর্কিত :—

(১) লক্ষ্য—সংক্ষিপ্তসারের শুরুতেই বলতে হবে গবেষণার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণ কি। বলতে হবে গবেষক কি সমস্যা অধ্যয়ন ও সমাধান করেছেন। অর্থাৎ কেন এই প্রবেশটি রচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য সম্পর্কিত এই বস্তু তথ্যপূর্ণ এবং নির্দেশক উত্তর ধরনের সংক্ষিপ্তসারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) পদ্ধতি—লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপনীত হওয়ার কি কি গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে তার উল্লেখ এখানে থাকবে। যদি গবেষণা পদ্ধতি মৌলিক, অস্বাভাবিক, নতুন এবং অপরিচিত ধরনের হয়ে থাকে তা হলে তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্তসারে বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে।

(৩) ফলাফল—এরপরে থাকবে গবেষণার ফলাফল। নির্দেশক সংক্ষিপ্তসার অনেক তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্তসারে ফলাফল অনেক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়।

(৪) সিদ্ধান্ত—এই ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। গবেষকের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করতে হবে।

(৫) বিশেষ তথ্য—কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্তসারে বিশেষ তথ্য উপস্থিত করা হয়কার। যেমন Pharmacology বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহের সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করতে হবে গবেষণামূলক কাজের ধারায় কত ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, গবেষণা কাজের প্রতিজ্ঞার দায় কত ইত্যাদি।

(৬) নির্ধারিতকালীন রচনা—সংক্ষিপ্তসার রচনাকালে নির্ধারিত (Index) কথা মনে

রাখতে হবে। নির্ধাষ্ট যে সব বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হবে সে সব বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত-সারে বাস্তব উল্লিখিত হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

(খ) দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত :-

সাধারণতঃ সংক্ষিপ্তসারের দৈর্ঘ্য ১০০—৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বক্তব্য এবং প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণতঃ নির্দেশক সংক্ষিপ্ত-সারের আয়তন ক্ষুদ্র, কতকগুলি মূল শব্দসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তথাপি সংক্ষিপ্তসারের আয়তন উপযুক্ত সংক্ষিপ্তসারের চেয়ে বড়, যদিও টেলিগ্রাফিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার ছোট করা যেতে পারে। ছোট করার দিকে অত্যধিক ঝোক দিলে আবার তার বোধগম্যতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে সংক্ষেপ করারও একটা সীমা আছে এবং এই সীমা অতিক্রম করলে অধিকাংশ পাঠকের কাছে তা বোধগম্য হবে না। সোজাকথায় সংক্ষিপ্তসারকে ততটা পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করা চলবে যতটা পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করলে বিষয়বস্তুটি স্পষ্ট ও সঠিকভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই ধরনের বক্তব্যগুলি উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই—“লেখক প্রারম্ভিক অঙ্কেষণগুলিতে আলোচনা করেছেন যে”...“বিষয়টির দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে” (বিশেষ করে যখন প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গাংশ থেকে তা বোধগম্য) “এনেক সহস্রের (Reference) উল্লেখ করা হইয়াছে”। বিশেষ করে যখন প্রবন্ধের আখ্যায় সঙ্গে এই তথ্যটি টিভিপূরে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

সংক্ষিপ্তসার বিশেষজ্ঞ Crane-এর মতে সংক্ষিপ্তসারের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি নিয়ম বেধে দেওয়া যায়না, যদিও বিষয়টি খুঁই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেছেন যে শব্দ সংক্ষিপ্ত করার (Abbreviations) এবং প্রতীক চিহ্ন (Symbols) ব্যবহার করার নিয়মাবলী সম্পর্কে ঐক্যমত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে সংক্ষিপ্তসারের সংক্ষিপ্ততা নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে—প্রবন্ধ বা প্রকাশনে নতুন তথ্য, পদ্ধতি ও কৌশলের উল্লেখ আছে কি নেই; মূল প্রবন্ধ বা প্রকাশনটি হাতের কাছে পাওয়া যাবে কি যাবে না; কোন জ্যেষ্ঠ পাঠকদের মত সংক্ষিপ্তসার গঠিত হচ্ছে ইত্যাদি। যে সব ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততার নীতি বশেষ্ট পরিমাণে অনুসরণ করা চলে তা হল—বাদ্যাস্রবাদমূলক প্রবন্ধ বা প্রকাশন; পরিসংখ্যানপূর্ণ প্রবন্ধ বা প্রকাশন; পুরাতন বক্তব্যের প্রতিবাহ বা উদ্ধৃত ইত্যাদি।

সোজাকথায় সংক্ষিপ্তসারের আয়তন ক্ষুদ্র করতে বেধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—নতুন চিন্তা, পদ্ধতি ও কৌশলের স্পষ্ট ও সঠিক উল্লেখ; বিষয়মূলক শব্দ (Subject Terminology), একক (Unit), গুণাবলী (Qualities), পরিমাণ (Quantities), সংকেত-সূত্র (Formula), শিল্পমূলক নাম (Trade names) প্রভৃতির সঠিক উল্লেখ; মূল্য ও বোধগম্য পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত শব্দ (Abbreviation) এবং সংকেত চিহ্নের

(Symbols) প্রয়োগ ; বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি বোধ ; সহজ ও বোধগম্য লিখন পদ্ধতি ইত্যাদি ।

(গ) রচনাকৌশল (Style and Form) :

এই ক্ষেত্রে নানাবিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় । হুতরাং রচনাকৌশল সম্পর্কে বিচক্ষণ হওয়া প্রয়োজন । বক্তব্যের স্থপটতা, বোধগম্যতা, প্রবাহমানতা এবং সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রেখে রচনাকৌশল গড়ে তুলতে হবে । রচনাকৌশল সম্পর্কে কোন নিদিষ্ট নীতি স্থাপন করতে না পারা গেলেও, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করা যেতে পারে :—

তথ্যপূর্ণ (Informative)	নিদেশক (Indicative)
১। কর্তৃবাচ্য (Active Voice)	১। ভাববাচ্য (Passive Voice)
২। অতীতকাল (Past Tense)	২। বর্তমানকাল (Present Tense)
৩। গবেষণাটি আলোচনা করে	৩। যে প্রবন্ধটিতে গবেষণার ফলাফল ফলাফল আলোচিত হয়েছে সেই প্রবন্ধটিকে আলোচনা করে ।

ডঃ রত্ননাথের মতে ভাল সংক্ষিপ্তসারের গুণাবলী এবং ভৈর্যের নিম্নসাবলী :—

ডঃ রত্ননাথ তাঁর Classified Catalogue Code-এ ভাল সংক্ষিপ্তসারের গুণাবলী এবং উহা ভৈর্যের নিম্নসাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে ভাল সংক্ষিপ্তসারের কাজ হল মূল প্রবন্ধ বা প্রকাশনের মূল্য ও অভ্যাবৃত্তক তথ্য ও তথ্যগুলি ধরা । এই ধরনের সংক্ষিপ্তসারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে :—

(ক) বিষয় শীর্ষ (Feature Heading) মাধ্যমে প্রতিফলিত বর এ ধরনের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে ।

(খ) আলোচিত নূতন চিন্তার কথা উল্লেখ করবে ।

(গ) উল্লিখিত নূতন তথ্য ও পরিসংখ্যার কথা উল্লেখ করবে ।

(ঘ) উল্লিখিত নূতন বহুপাতি, কৌশল, পদ্ধতি, চিত্রাবলী এবং অন্যান্য সহায়ক বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করবে ।

(ঙ) প্রবন্ধ বা প্রকাশনটির অন্ত কোন প্রবন্ধ বা প্রকাশনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা তাও উল্লেখ করবে ।

ডঃ রত্ননাথ ভাল সংক্ষিপ্তসার রচনার ক্ষমতা নিম্নলিখিত নিম্নসাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন :—

(১) মেডিয়াচক নিম্নসাবলী :—

(ক) বিষয় শীর্ষ (Feature Heading) এবং তার ক্রমপর্যায় হতে যে বিষয়টি ধরা যায় তা সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করা চলবে না ।

(খ) প্রবন্ধ বা প্রকাশনের আখ্যায় (Title) মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি প্রস্তুতিত তা সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করা চলবে না।

(গ) কোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের নামের সঙ্গে যুক্ত কোন তথ্য বা তথ্য উল্লেখ করা চলবে না।

(ঘ) কোন বিষয়ের অধ্যয়নের বা সমীক্ষা করার জন্য যে প্রতীকের (Sample or Guinea-pig) করা হয়েছে তার উল্লেখ করা চলবে না।

(ঙ) পূর্ণ বাক্য রচনার বিধে নজর দেওয়া চলবেনা—বিষয়টি বোধগম্য হেথেকে টেলিগ্রাফিক ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

(২) ইতিবাচক নিয়মাবলী :—

(ক) যে বিষয় নির্দেশক সর্বনিম্নশ্রেণীর (Ultimate Class) নীচে প্রবন্ধ বা প্রকাশনটির সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হয়েছে তাহা অপেক্ষা যদি প্রবন্ধ বা প্রকাশনটির বিষয়বস্তু আরও সর্গোপরি শ্রেণীর হয়ে থাকে তাহলে ঐ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করতে হবে।

(খ) জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি কোন মৌলিক অবস্থান লক্ষ্য করা যায় তাহলে তা উল্লেখ করতে হবে।

(গ) জ্ঞানের ক্ষেত্রে গৌণ অবস্থানও প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) নতুন বস্তুগতি, পদ্ধতি, কৌশল এবং অন্তর্ভুক্ত সহায়ক বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) উল্লেখযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান, যদি বেশী না হয়, উল্লেখ করতে হবে। অন্তর্ভুক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যার প্রকৃতি উল্লেখ করতে হবে।

(৩) সময় সম্পর্কে নিয়মাবলী—

(ক) সময় বাচ্যতার জন্য প্রবন্ধ বা প্রকাশন প্রকাশিত হবার পূর্বেই সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে হবে। (Pre-natal Abstracting)

(৪) ব্যক্তি সম্পর্কে নিয়মাবলী—

(ক) প্রবন্ধের লেখককে সংক্ষিপ্তসার রচনার নেতিবাচক ও ইতিবাচক নিয়মগুলি মেনে প্রবন্ধে সাগোশ (Synopsis) রচনা করতে হবে এবং প্রবন্ধের সঙ্গে তা প্রকাশ করতে হবে।

(খ) সংক্ষিপ্তসার প্রকাশন সংস্থা (Abstracting Agency) সঙ্গে যুক্ত সংযোগকারী সংক্ষিপ্তসার রচয়িতা ঐ সংস্থার সাহায্য নিয়ে সংক্ষিপ্তসার রচনা করবেন।

(গ) সংক্ষিপ্তসার প্রকাশন সংস্থাতে একজন বসীকরণ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। ঐ বিশেষজ্ঞ এবং সংযোগকারী সংক্ষিপ্তসার রচয়িতা পদসম্পন্ন সহযোগিতার কাজ করবেন।

সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত পত্র-পত্রিকা (Abstracting Periodical)

বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে দ্বানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের পক্ষ থেকে অসংখ্য সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত পত্র-পত্রিকা সাপ্তাহিক, দৈনিক, মাসিক, ষষ্ঠমাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ও বার্ষিক প্রভৃতি স্তরগত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে, এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্যও ছোট আকারে সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে।

সংক্ষিপ্তসার পত্র-পত্রিকার তিনটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হল :

(১) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা—

এই ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাটি প্রকাশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কি কি প্রতীক চিহ্ন এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকবে। এ ছাড়া পত্রিকাটির অপর দুটি অংশ কিতাবে সাজানো হয়েছে, ঐ দুটি অংশে কি কি তথ্য দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন অংশগুলি কিতাবে দেখতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা নির্দেশ দিতে হবে। কোন কোন পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার রচনা করা হয়েছে তার একটি তালিকাও প্রথম সংখ্যায় এবং বার্ষিক সংকলনে দিতে হবে। সম্পাদক মণ্ডলী ও প্রকাশন সংস্থা সম্পর্কেও উল্লেখ করতে হবে। মূল অংশ বর্ণীকৃত আকারে সজ্জিত হলে বর্ণীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কেও উল্লেখ করতে হবে।

(২) বিষয় অনুসারে সজ্জিত মূল অংশ

সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার মূল অংশ বিষয় অনুসারে সাজান সম্পর্কে সকলেই একমত। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিতর্কমূলক বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায় তা হল :

(ক) সংক্ষিপ্তসারগুলি বর্ণীকৃত আকারে (বর্ণীকরণ সংখ্যা ব্যবহার না করে) নির্দিষ্ট বিষয় শীর্ষের (Subject Heading) অধীনে সাজান হবে এই বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত পত্র-পত্রিকায় উক্ত ধরনের পদ্ধতিই লক্ষ্য করা যায়। ডঃ রজনাক্ষর বর্ণীকৃত আকারে প্রকাশ করার পক্ষপাতী।

(খ) সংলেখ (Entry) লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কেও নানা প্রকার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। নীচে দুই ধরনের সংলেখ উল্লেখ করা হল :

ডঃ রজনাক্ষরের মতে

বর্ণীকরণ সংখ্যা (Class No.) ও বিষয়শীর্ষ (Feature Heading)

ক্রমিক সংখ্যা	শীর্ষ (লেখকের নাম না থাকলে আখ্যা)
(নির্ধারিত হতে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা)	প্রবন্ধের আখ্যা (পত্রিকার নাম, খণ্ড, সংখ্যা, বর্ষ, মাস, পৃষ্ঠা) সংক্ষিপ্তসার

হ্রঃ (ক) যদি একটি বস্তুর (Volume) ক্রমবর্ধন পৃষ্ঠা থেকে থাকে (Continuous pagination) তা হলে সংখ্যা, বহু ও মাল বাহ বেগুনা যেতে পারে। কোন বহু তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(খ) পৃষ্ঠা সংখ্যার শুরু থেকে শেষ উল্লেখ করতে হবে।

(গ) প্রবন্ধের একাধিক লেখক থাকলে নীর্ঘে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) পত্রিকার নাম হতে পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্রাব্যকোটের মধ্যে লিখতে হবে। বহিঃ-চিহ্ন যোগ্য বেগুনা হয়েছে সেরপই হবে।

আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কেমিক্যাল গ্র্যান্ডইন্ডেক্স অনুযায়ী বিষয় নীর্ঘ (৭৪টি মূল বিষয়ের অন্তর্গত সজ্জিত)

নির্দেশক সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম বহু অক্ষর। লেখকের নাম
(কলম ও অংশ সংখ্যা)	(লেখক যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত তার নাম);
—প্রতিটি পৃষ্ঠা ২টি	সংক্ষিপ্ত আকারে; বহু (এক সংখ্যা); পৃষ্ঠা; (বহু);
কলমে এক প্রতিটি	ভাষা—অ-ইংরেজী প্রবন্ধগুলির আখ্যা ইংরেজীতে
কলম ৪টি অংশে	অনুবাদ করা হয়, তাই মূল ভাষার কথাও উল্লেখ
বিভক্ত। নির্ধারিত হতে	করা হয়; এটি বিষয় সম্পর্কে কেমিক্যাল গ্র্যান্ডইন্ডেক্সে
নির্দেশ বেগুনার জায়গা)	নূর প্রকাশিত ভাষার নির্দেশ।

সংক্ষিপ্তসার (ভাষ্যপূর্ণ ও নির্দেশক
উভয় ধরনের সংমিশ্রণ)

সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতকারকের নামের আদ্য অক্ষর।

(৩) নির্ধারিত

এই অংশটি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত (Alphabetically arranged)। এই অংশটিতে
সাধারণত যে দুটি পৃষ্ঠক নির্ধারিত লক্ষ্য করা যায় তা হল:

(ক) বিষয় নির্ধারিত (Subject Index)—এই নির্ধারিত নির্দিষ্ট বিশেষ বিষয় নীর্ঘ
(Specific subject heading) হতে মূল বর্ণীকৃত অংশে যেখানে নির্দেশ বেগুনা হয়
ক্রমিক সংখ্যা বা নির্দেশক সংখ্যার সাহায্যে।

(খ) লেখক নির্ধারিত (Author Index)—এই নির্ধারিত লেখকের নাম থেকে
মূল বর্ণীকৃত অংশে যেখানে নির্দেশ বেগুনা হয়, ক্রমিক সংখ্যা বা নির্দেশক সংখ্যার
সাহায্যে।

উভয় ধরনের নির্ধারিত 'সেই' ও 'আরও সেই' নির্দেশাবলী সাহায্য করা
হয়ে থাকে।

কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের সংকিশ্লস্যার পত্রিকাতে আরও কয়েকটি বিশেষ নিষ্পত্তি লক্ষ্য করা যায়, যেমন কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টসের লেখক ও বিষয় নিষ্পত্তি ছাড়াও কয়লা ইত্যাদির অধীনে যে অস্থলভান হবে তা পরিভূত করা এবং পাঠকদের পরিপূর্ণ তথ্য ও সংকিশ্লস্যারের জ্ঞত হুল অংশ বেধতে নিবেশ দেওয়া ।

দুটি আন্তর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন সংকিশ্লস্যার পত্রিকা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকিশ্লস্যার পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে । বসায়ন শাস্ত্র ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত দুটি আন্তর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন সংকিশ্লস্যার পত্রিকা হল : আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস এবং সার্বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংস্থা (VINITI) কর্তৃক প্রকাশিত কেমিক্যালিক্যালি জুর্নাল (বসায়ন বিষয়সমূহ) ।

আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস ১৯৭৭ সাল হতে প্রকাশিত হচ্ছে । বর্তমানে ৪৩৭ বিন্যাসগত আকারে প্রকাশিত হয় এবং প্রতি সংখ্যায় নিম্নলিখিত অংশগুলি লক্ষ্য করা যায় :

(ক) সংকিশ্লস্যার অংশ—যেট ৭৪টি হুল বিষয়ের অধীনে সন্নিবিষ্ট । হুল বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট নয়, বিভিন্ন বিষয়ের আন্তর্জাতিক অঙ্কসমূহ সন্নিবিষ্ট । যেমন, 'Coal and coal Derivatives' এর পরেই দেওয়া হয়েছে 'Petroleum, Petroleum Derivatives and Related products' এই অংশের নামে (Entry) বিভাগে লিখতে হবে এবং তাতে কি কি তথ্য দেওয়া হবে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে । এই অংশের সংকিশ্লস্যারটি হল তথ্যপূর্ণ ও নির্দেশক সংকিশ্লস্যারের সন্নিবিষ্ট । (খ) হুল শব্দ নির্ধারক (Keyword Index) কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী করা হয় (গ) লেখক নির্ধারক (ঘ) পেটেন্ট সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারক (Numerical Patent Index) (ঙ) পেটেন্ট কনকোর্ডেন্স (Patent Concordance) ।

কেমিক্যাল, এ্যাবস্ট্রাক্টসে বর্তমানে বসায়ন শাস্ত্র ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে প্রায় ১০,০০০ পত্র-পত্রিকার প্রকৃত সংকিশ্লস্যার প্রকাশিত হয় । ১৯৬১ সালের হিসেবে অনুযায়ী এই সংকিশ্লস্যার পত্রিকায় ১,১৮,০০০ সংকিশ্লস্যার প্রকাশিত হয়েছে । এই সংখ্যা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে ৬ মাসে একটি বস্তু পূর্ণ হয় এবং প্রতিটি বস্তুর আবার বস্তুভাষে পৃথকভাবে প্রকাশিত । ৬ মাসের : নিম্নলিখিত নির্ধারক আছে : (ক) লেখক নির্ধারক (খ) বিষয় নির্ধারক (গ) কয়লা নির্ধারক (ঘ)(১) সংখ্যানুযায়ী পেটেন্ট নির্ধারক (ঘ)(২) পেটেন্ট কনকোর্ডেন্স । বিভিন্ন নির্ধারকগুলির বর্তমানে আবার ১০ বছরের সন্নিবিষ্ট নিষ্পত্তি (Cumulated Indexes) প্রকাশিত হচ্ছে । আরও বৃদ্ধি পাওয়ার জ্ঞত বর্তমানের ৬ বছরের সন্নিবিষ্ট নিষ্পত্তি প্রকাশিত হচ্ছে ।

১৯৬১ সালের শ্রেণে সন্মেলন বিষয়ের পত্র-পত্রিকার একটি স্থানান্তরিত তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। সম্মেলন শাস্ত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস একটি অত্যাবশ্যক রেফারেন্স গ্রন্থ।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংবাদ সংবহনার কেন্দ্রীয় সংস্থা হল 'ভিনিতি' (VINITI)। এ সংস্থার বহুবিধ কার্যলাপ ও সাফল্য অসুতপূর্ব। 'ভিনিতি' প্রতিক্রিয়াকাল হাল আমলে, কিন্তু ইতিমধ্যে এট প্রতিক্রিয়াকাল সংবাদ ও তথ্য সংবহনার কেন্দ্রে পশ্চিমীদেশের টেকা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার কেন্দ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক সাকল্যের শিখনে 'ভিনিতি'র ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'ভিনিতি'র কার্যধারা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট আলোচনা চলছে।

'ভিনিতি' সংকল্পসার পত্র-পত্রিকা প্রকাশন শুরু করে ১৯৫৩ সাল থেকে। এই সংস্থাটি বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪১টি সংকল্পসার পত্রিকা প্রকাশ করেছে। ১৯৬২ সালে 'ভিনিতি' ৪০টি সংকল্পসার পত্রিকার মাধ্যমে ৭ লক্ষাধিক গবেষণা প্রবন্ধের সংকল্পসার প্রকাশ করেছে। সম্মেলন শাস্ত্রের উপর 'ভিনিতি' নিম্নলিখিত সংকল্পসার প্রকাশ করেছে :

রেফারেন্সিভ জুর্নাল :-

১৯৬১ সালে প্রকাশিত সংকল্পসারের সংখ্যা

(ক) বিশ্বজ্ঞান সম্মেলন	-	-	৮৪,২০০
(খ) জৈব সম্মেলন	-	-	৩০,০০০
(গ) রাসায়নিক ই'ভিনিটিয়ারি:	-	-	৭,২০০
(ঘ) বাত্মবিজ্ঞান	-	-	২৪,০০০
মোট—			১,৪৮,০০০

১৯৬১ সালে কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টসে উক্ত বিষয় সমূহে প্রকাশিত সংকল্পসারের সংখ্যা হ'ল ১,১৮,০০০।

উপরের হিসেব থেকে দেখা যাবে যে সোভিয়েত সংকল্পসারগুলির বহুসংখ্যক কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টসের তুলনায় অনেক কম হলেও সংকল্পসারের পরিমাণের দিক থেকে সোভিয়েতের সংকল্পসারগুলি এগিয়ে আছে। এত গেল পরিমাণগত দিক। গুণগত দিক থেকেও রেফারেন্সিভ জুর্নালের মান খুবই উচ্চ বলে পশ্চিমের বিজ্ঞানী ও ডকুমেন্টালাইজার ধারণা। 'ভি', 'আর', 'টি', 'সি'র প্রথম সেমিনারে একটি প্রবন্ধে শ্রীকেশব ভট্টাচার্য ভাষিক সম্মেলন শাস্ত্রের (Physical Chemistry) উপর বিভিন্ন সংকল্পসার পত্র-পত্রিকাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে যেয়ে দেখিয়েছেন, যেখানে কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টসের প্রতিটি সংকল্পসারের গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা ১১৪টি, যেখানে রেফারেন্সিভ জুর্নালের প্রতিটি সংকল্পসারের গড়পড়তা শব্দ হল ১৪৭টি। এই আলোচনার শেষে যে কথাটি

বলা যায় তা হ'ল সোভিয়েত ও আমেরিকান সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা দুটি বসান শাস্ত্রের গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিস্রাব্য।

দুটি জাতীয় সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা :—

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ, ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের লেখা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ, ভারতীয় পেটেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টের দ্বারা বিবরণী ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কাছে দ্রুত নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ সংস্থা (ইনস্ট্রক) মর্যাদাপ্রাপ্ত থেকে ১৯৬৫ হতে 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এ্যাসোসিয়েটস' প্রকাশ করছে। এই সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাটি প্রকাশনের উদ্দেশ্য হ'ল : (ক) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাগুলিতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার অনেক সহর প্রকাশিত হয় না। তাই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের লিখিত প্রবন্ধগুলি তুলে ধরার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা প্রয়োজন। (খ) এই ধরনের সংক্ষিপ্তসার পত্রিকা প্রকাশনের ফলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের লিখিত প্রবন্ধ ও প্রকাশনের একটি নির্ভরযোগ্য সূচী তৈরী করা যাবে। (গ) এই ধরনের জাতীয় সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাগুলি আন্তর্জাতিক সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার ভিত্তি হতে পারে। (ঘ) ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে দ্রুত তথ্য ও সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা একটি অত্যাবশ্যক সহায়ক গ্রন্থ। এই সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাতে বিস্তৃত বিজ্ঞান, কলিত বিজ্ঞান, জৈব বিজ্ঞান, কারিগরী বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এ্যাসোসিয়েটস'র মূল অংশ ইউ.ডি.সি বর্গীকরণ সংখ্যা (সঙ্গে বিষয় শীর্ষ সহ) অধ্যায়ী সজ্জিত। প্রতিটি সংখ্যা লেখক ও বিষয় নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত হতে ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে মূল অংশ দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্তসারগুলি নির্দেশক ও তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্তসারের সংমিশ্রণ। এই সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাটি নিম্নলিখিত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দীর্ঘদিনের একটি চাহিদা পূরণ করেছে।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটস অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার (ইনসলিক) কর্তৃক ১৯৬৭ সাল হতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী সায়েন্স এ্যাসোসিয়েটস' ভারতে প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন। জৈবানিক আকারে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্তসার পত্রিকার মাধ্যমে তারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পত্রিকায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে যে সব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সম্মেলন-সেমিনারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধাবলী গঠিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হবে। সংক্ষিপ্তসারটি কোলন বর্গীকরণ অধ্যায়ী বর্গীকৃত আকারে সজ্জিত। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রবন্ধসমূহের ইংরেজী অধ্যায়ও সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংলগ্নে পরিবেশিত তথ্য ভারতীয় মানক সংখ্যা নির্দেশাবলী অধ্যায়ী দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তসার পত্রিকাটি প্রকাশের

কাৰণ হ'ল বিদেশ হতে প্রকাশিত 'লাইব্রেরী সায়েন্স এ্যাবস্ট্রাক্ট'-এ ভারতীয় লেখকদের লেখা অনেক গ্রন্থের অহুৰ্লেখ। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর ভারতীয় লেখক-দের অবদান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরাত এই সংশ্লিষ্টস্য পত্রিকার অন্ততম উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী এই পত্রিকার স্বাহিত্য কামনা করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ রচনায় বিজিহিত ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (বর্তমানে সায়েন্টিস্ট-ইন-চার্জ, 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন এ্যাবস্ট্রাক্ট') ঐশ্বর্যকান্তি দাসগুপ্ত আমাকে নানাবিধ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, তথ্য ইত্যাদি বিরে সাহায্য করেছেন, এর জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

Abstracts and abstracting periodicals

By Prabir Roychoudhuri

বঙ্গে প্রথাগার আন্দোলন (৭)

শুরুকার বন্দোপাধ্যায়

১০০৪ বঙ্গাব্দের ২৪শে ও ২৫শে ভাদ্র, শনিবার ও রবিবার, ১২২৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রনগরের সত্যগোপাল স্মৃতি সন্ধিতে হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এটি গ্রন্থাগার সম্মেলন আন্দোলনের পূর্বের এখানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অস্বল্প পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি বিশেষ আগ্রহাবিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিদ্র বেনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ ধানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁতাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'মাননীয় সভাপতি' সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছিল। এই সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ আর অত্যাধুনিক সজ্জিত হইয়াছিলেন চন্দ্রনগরের বিশিষ্ট অধিবাসী চাকচকে রায় মহাপাত্র। এই উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে বহুদাণী এবং দেশের অন্যান্য স্থান হইতে অনেক প্রদর্শনীর দ্রব্য স্থান পাইয়াছিল। চক্রবাসী গ্রন্থাগার সংক্রান্ত প্রদর্শিত দ্রব্য সহজেই প্রদর্শনতঃ আলোচনা করিয়া তাঁহার লিখিত ভাবন পাঠ করেন। তৃতীয়-ধর্মপ্রচারকের মনোভাবসম্পন্ন বেতনভোগী কর্মীদের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে বই পাঠাইয়া পাঠক সৃষ্টির কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার জন্তও তিনি তাঁহার ভাবনে আবেদন জানান। সম্মেলনের সভাপতি অমূল্যবাসু যে ভাবন বেন তাহাতে বৈদিক যুগে যখন স্মৃতি লোকের মুখে মুখে সংস্কৃতি বহন করিয়া চলিত ভখনকার ও পরবর্তী কালের ক্রমোন্নত গ্রন্থাগারের ইতিহাসের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, লিখন পদ্ধতির প্রচলন হইলে গ্রন্থাগার ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাধিককে বহাজ্জয়ে সভা ও সমাজ বলা হইত। এই সকল স্থানে জ্ঞানচর্চা চলিত। এই আলোচনাসমূহ লিপিবদ্ধ হইত তালপাতা ও ভোজপাতায়। সমষ্টিগতভাবে ইহাধিককে বলা হইত গ্রন্থাবলি বা পুঁথি। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত নালন্দা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাগার-সমূহের বর্ণনাও তিনি দেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে সাতদ্বার দেওয়ার জন্ত একটি গচ্ছিত অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকটে আবেদন জানান। সম্মেলনের উপযোগী রাইড তৈয়ারী করিয়া জানাভন দিযোগী মহাপাত্র ছাত্রাভিঃ সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে এক চন্দ্রগ্রাহী বক্তৃতা দেন।

ষষ্ঠীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায় সাক্ষরতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং জিলায় অভ্যন্তরীণ গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতি সাধনকল্পে নানাবিধ মূল্যবান পরামর্শ দেন। মতিলাল রায় মহাপাত্র তাহাদের প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতাগ্রন্থকে বলেন যে শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষগণ

বেশের স্থানে স্থানে পরিক্রম করিয়া উন্নত শ্রেণী ও অপাঙ্কর জনগণের মধ্যে ধর্মের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। যুগ্মশ্রমের দ্বারা রায় মহাশয় হুগলী জিলা গ্রন্থাগার তদন্ত সমিতির যে প্রতিবেদন পাঠ করেন তাহাতে লিখিত ছিল যে জিলার সাতাশটি গ্রন্থাগার চালাইয়াছে—তন্মধ্যে সাতাশটি গ্রন্থাগার পৌরসভাসম্বন্ধিত, বশটি শহরে আর একশত পঁচিশটি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত গ্রামসমূহে জিলাটি গ্রন্থাগার। প্রত্যেকটি নামকরা গ্রামে একটি গ্রন্থাগার থাকা চাই, নইলে, অল্পতঃ একটি ইউনিয়ন বোর্ডে তে একটি গ্রন্থাগার থাকা চাই-ই। কিন্তু দুঃখের বিষয় চারটি কি পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ডে যদি একটি গ্রন্থাগার আছে বলিয়া দাবী করিতে পারে। সাতাশটি গ্রন্থাগারের মধ্যে সাতটিই নিজস্ব ভবন আছে আর পঁচিশটি স্থান পাটচাছে বাস্তবিক বাসগৃহে বা স্থানীয় বিদ্যালয়ে। তিনি প্রস্তাব করেন যে জিলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের আয়ের কতকালে গ্রন্থাগারসমূহের সাহায্যার্থ পুস্তক ক্রয় করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে জিলা গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্গত একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা উচিত। অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহের ব্যবহারার্থ সেখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মূল্যবান পুস্তক সংরক্ষিত থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত ব্রজী ধর্মপ্রচারকের মনোভাবানুসারে বেতনভোগী কর্মীদের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে অব সংগ্রহের জন্য সংকল্প ভীষ্মীসর জিলার গ্রন্থাগারের প্রদত্ত বই ও তালিকা মুদ্রণের, বকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সংবলিত গ্রন্থাগার আইন পাণ কংগ্রেসের এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে সহকারী ও জিলা বোর্ডের সাহায্যস্বার্থে সমিতিগুলি অর্থসহায়তা আদায় করা প্রভাবাবলী গৃহীত হয়। পরিশেষে ভারতের বিস্তৃত কুৎসা প্রচারের অভিসন্ধি লইয়া মুদ্রিত কুমারী মেয়ের প্রদত্ত ইংরেজী পুস্তক 'মাঝার ইতিহাস'-র শিক্ষা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইলে সেখানকার অবসান ঘটে।

Library Movement in Bengal
Gurudas Bandyopadhyay

শান্তি ইনষ্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী

বিশ্রাঙ্গাল দত্ত

বকীর গ্রন্থাগার পরিষদের অন্ততম এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান মদ্র, কলিকাতা শহরের মধ্যাকলে গ্রন্থাগার আলোচনের পুরোধা ও বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযাত্রী হিসাবে, স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষে (১৯১৮-১৯৬৮) ইন্সটিটিউটের বিগত উনপঞ্চাশ বছরের কর্মবহুল বিচিত্র ইতিহাস, সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপিত করা ঐতিহাসিক কর্তব্য অগ্রতব করেই আজকের গ্রন্থাগার আলোচনের সংগ্রহ কর্মীদের কাছে বিবৃত করছি। বাংলা কবি, নিতান্ত আত্মপ্রচাদের প্রয়াস না মনে করে, আমাদের অজিত অভিজ্ঞতার, নিশ্চয়ই আজকের তরুণ কর্মীরা উপকৃত হবেন। পরিবহ পত্রিকার, ইন্সটিটিউটের ইতিহাস বর্ণনার দুর্লভ সুযোগ দেওয়ার অল্প পত্রিকার সম্পাদক ও পরিষদের বর্তমান কার্যনিবাহক সমিতির কাছে যথার্থই আমরা কৃতজ্ঞ।

১৯১৬ সালে ক্যারম খেলার অল্প সহযোগীর পত্রীর কয়েকটি কিশোর “কিংস ক্লাব” নামে একটি সংস্থা গড়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাদুর্ভেদ পর শান্তির আবির্ভাবকে অগ্রণীর এবং চিরন্তন শান্তির বাণী প্রচারের মহৎ ত্রুতে উৎসুক, সেট কিশোরগুলি সংস্থার নাম পরিবর্তন করে, আরও কতকগুলি বালকের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ৮৮খিনীকুমার দত্তের পরিচালনায় এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভ স্থচনা করে। “কিংস ক্লাব” ও বহু-বাল্যার ইউনিয়নের সম্মিলিত রূপ—“শান্তি ইন্সটিটিউট” মূলতঃ খেলাধুলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে কিশোরগুলির মনে এক পাঠাগার গড়ে তোলার চিন্তা উদ্ভূত হয়। মাত্র ২৭ খানি পুস্তকের এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোজিত হল পত্রীর একটি মূল পাঠাগার ‘ইউনিয়ন লাইব্রেরী’। সম্প্রদায়গণীন এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা আজ ২০,০০০ এর উপর এবং প্রতিনিয়ত এতে গ্রন্থ সংযোজিত হচ্ছে। ইন্সটিটিউটের অন্ততম সভাপতি ৮৫র পশুভূষণ দে বাহাদুরের দানে “পশুভূষণ সংগ্রহ” এক উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থাগারে রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান বর্ষে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অর্থার্থে স্বর্ণ জয়ন্তী সংগ্রহে আমরা আরো বহু দ্রুপাণ্য ও মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছি। আমাদের অঐক্যমিতিক পাঠকেস্ট্রটি কেবলমাত্র সাময়িক ও প্রাত্যহিক পত্র পত্রিকা পাঠকদের প্রতিভূপ করে না, পরন্তু বহু পরিদর্শনার কাছেও পাঠ্যপুস্তক পাঠের আকর্ষণীয় স্থান বলে পরিগণিত।

বয়োবৃদ্ধি ও কার্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের পর অবশেষে ১৯৩৮ সালে ৮৮খরদাস অধিকারী মহাশয়ের সহস্রবর্ষব্যাপী লিঙ্গ দেওয়া ভ্রমিতে সংগৃহীত অর্থে নির্মিত ২৭১১এ পশুভূষণ দে স্ট্রিট ‘রামকানাই অধিকারী স্মৃতি মন্দির’ নামাঙ্কিত হুউক গৃহে ইনষ্টিটিউট আজ স্থপতিষ্ঠিত।

ମତା ଓ କର୍ମୀଦେବ ନିରମଳ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀର ଆଜ୍ଞାନାମା ଲାଖ୍ୟ-ପ୍ରମାଣାଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିର କର୍ମଦାତା ବହୁତ ଶ୍ରମାରିତ । ମାଣ୍ଡାଗାର, ମାହିତା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଲିଖା, ଜ୍ୟୋତି, ମହାଜ୍ଞାନେବା ବ୍ୟାପୀତ ଆଶୋ ଅନ୍ତାନ୍ତ ବହୁବିଧ ଲାଖ୍ୟର ବିକୃତ ବିବରଣ ଦେଖିବା ସ୍ବଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟରେ ମଜ୍ଜବନର । ତଥାପି କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତେଜ ବାହନୀର ।



ମାହିତା ଓ ଲିଖା ବିଭାଗର ତଥାବଧାନେ ଶ୍ରୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବୃତ୍ତି ଓ ହତାଶିନି ଶ୍ରୀତି-ସାମାଜିକ ଓ ମାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତା, ମାହିତା ମତା, ନିରକ୍ଷରତା ମୂଳକତା, ମହାଜ୍ଞାନ-ଲିଖାର ଆୟୋଜନ, ଛିନ୍ନେ ମୂଳର ମାହିତା ଓ ଲିଖାମୂଳକ ହାସ୍ୟାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଦେବ

অকুষ্ঠ প্রসঙ্গা অর্জন করেছে, বর্ষব্যাপী ১২টি অধিবেশনের মধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিশেষ সমাবেশে ববীন্দ্র শতবাহিনী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মমূলক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চ হয়েছে, লক্ষীতপাখার তত্ত্বাবধানে সপ্তাহে একদিন শ্রুতি-সত্যাদেশের অন্তর্গত ঐতিহাসিক মার্গার, ববীন্দ্র, লোক ও জাতীয় সঙ্গীতের অংশীদার হয়, প্রতি বৎসরই তারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের সমাবেশে অলদার অংশীদার হয়ে থাকে। ইহা স্ত্রী নিজস্ব সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করে অগণিত শ্রোতাদের সঙ্গীত বিভাগ আনন্দ দিয়েছে, ইহা ছাড়া বাংলার সুপ্রসার সঙ্গীত সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনকে প্রতিবৎসর শ্রাবণীয়া পূজার প্রাক্কালে, ধর্মী বাতিঘরে আগমনী সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে। ধর্মশাখার নেতৃত্বে কথকতা, রামায়ণ গান, নাটক, বাজা ও গদ্যাবলী কীর্তন ধর্মশিপাঙ্কদের পরিচালিত করেছে। জীবাধিকারের প্রচেষ্টার প্রতিবৎসর সর্বসাধারণের অন্তর্গত ব্রাহ্ম প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে আমাদের সন্তোষ প্রকাশের অর্জনের দোভাঙ্গা লাভ করেছে।

লোকসঙ্গল প্রচেষ্টার সমাজসভা বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল বিগত ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় দুঃস্থ নরনারী ও বালক বালিকাদের নববস্ত্র বিতরণ। ইহা ছাড়া ১৯৩৬ সাল থেকে বহু মেধাবী, দ্বিতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জাহাজী-ফেজীয়ায় মাসে পাঠ্যপুস্তক ও লেখন সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে অবাধ জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে আসছে। পুস্তক বিতরণে সহরে আমরা এগুটি বললে সন্তোষ অশ্লীল হয় না।

গ্রামীদের হস্তে স্ত্রী তিনটি দ্বারী ভাণ্ডারে রক্ষিত অর্থের হ্রাস হইতে বিধবা ও অসুস্থ দুর্গাপ্রাপ্তদের মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। দ্বিতীয় কলেজ ও বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানভবনের মাসিক বেতন প্রদানের বাগদার এই সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে আমরা আবার একটি নতুন ভাণ্ডার খোলায় পরিকল্পনা করছি।

আমাদের সেবাভাগ্য বিগত উন্নয়ন বহুর নানা বিশদ আপদ ও বিপর্ষয়, দেশ, ধর্ম ও এতদ্ব্যক্তির সেবার আয়নিয়োগ করেছে।

১৯৪৬ সালে ৮মঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহানগরের সভাপতিত্বে ও তারপুত্রের লর্ড ৮মঃ চন্ড্র সিংহের প্রধান আতিথেয়তা সাড়বর অস্থানে মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের বহুভাষী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। আর আজ আমরা পরম সঙ্গলহরত করণার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করে চলছি। বর্ষব্যাপী এই উৎসব আমরা ৫-টি অস্থানের মাধ্যমে পালন করবো। শুধু শ্রী ৮মঃ অকল নর, শ্রী ৮মঃ এই বিগত মহীকহ আজ কলিকাতা নগরীর অন্তর্গত সংস্করণে বীকৃত। বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, ধর্ম-প্রচারক, জাতীয়নেতা, লেখক, শিল্পী জ্ঞানী, গুণী ও শ্রবণীয় নাগবিক্রম ইনস্টিটিউটের নানা উৎসব-অস্থানে তাঁহাদের পুত্র উপস্থিতি, সাহায্য ও আশীর্বাদে ইহার জীবনীশক্তি

ବୁଦ୍ଧି କରେଇଲେ । ଅତୀତେ ଅଗଣିତ ସତ୍ୟ-ସତ୍ୟା, ମନୀଷୀ, ସମ୍ବର୍ଧକ, ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ମର୍ବମେଦେ ସାଧାରଣେର ସେ ଅହୁର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ମହାସାମାଜିକା ମେରେ ଏମେଇ, ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତେର ମଧ୍ୟେ ଇନଷ୍ଟିଟିଉଟେର ତାହାହି ମାଧ୍ୟମ ।

[ଏখানে 'ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର'-ଏର ପାଠ୍ୟକ୍ରମେର କାହିଁ ଶ୍ରୀହୃଦ୍ଦ ବିପ୍ରଦାସ ଦତ୍ତେର ଏକଟୁ ମରିଚର ଦେବୀର ମୋଡ଼ ସଂବନ୍ଧ କରତେ ମାରୁଛି ନା । ଦତ୍ତ ହହାମୟ ୧୯୧୮ ଖ୍ରୀ: ଦାବେର ଉଦ୍ଦୋଗେ ଏହି ଶ୍ରୀତିଥାନଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେର ଅନ୍ତତମ । ଏକ ଦିନେ ଏହି ଶ୍ରୀତିଥାନ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରମେଦେର ସ୍ୱର୍ଗ ଶ୍ରୀରାଜୀ ସଂସାର । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଜୀ ସଂସାର ୧୨ ସଂସାର । ୨୨ ସଂସାରେର ସ୍ୱର୍ଗ ଏକଦିନ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରେର ମେଦାର ଆଦାନିୟୋଗ କରେଇଲେ । ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତ ସଂସାର ସତେ ନିରାମୟତାରେ ସେହି ଶ୍ରୀତିଥାନେର ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବାକା କମ ବିଶ୍ୱେର କଥା ନୟ । ଶ୍ରୀହୃଦ୍ଦ ଦତ୍ତ ଉଦ୍ଦୋଗ-ଉଦ୍ଦୋଗୀୟ ଏବେର ସ୍ୱର୍ଗ । ଏହି ମେଦା ଏବଂ ହାସିର ମୁକ୍ତ ଦିତେ ତିନି ଦିନେ ୨ ବାର ମରିଚଦେର ଅକ୍ତିମେ ଏମେଇଲେ । ବାଢ଼ି ବେଳେରା ; କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ମହାୟା ନିରାମୟ ଏମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଜୀ ସଂସାର । ବାଢ଼ି କେବେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଜୀ । ତାହାହା ଶ୍ରୀତିଥାନେର କାହିଁ ଏବେର-ତଦାନେ ଓ ଏବେର ନିରାମୟ ସାନ । —ମ: ଶ୍ରୀ:]

Golden Jubilee of the Shanti Institute
By Bipradas Datta

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঙ্গার :

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার

পশ্চিম বাংলার আনানগোল মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথপুর একটি বড়িগ্রাম। ইহা বিভিন্ন করলাখনি এলাকার কেন্দ্রস্থল। এখানে দুটি উচ্চ বিদ্যালয়, রেলস্টেশন, প্রয়োজনীয় বাজার, ডাকঘর, রাজ্য বিদ্যুৎপর্ষদের বিস্তারিত কার্যালয় আছে। লোক সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি।

এখানে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ইং ১৯৫৫ সালে "পল্লীমঙ্গল সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের স্বার্থে গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পরিচালনার একটি "সাধারণ পাঠাগার" স্থাপিত হয় ইং ১৯৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। উক্ত পাঠাগার দোদাইটি অ্যাক্টে অনুযায়ী রেজিস্ট্রী করা হয়। স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদাধিকার বলে এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পাঠাগার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং ইহার অল্প-এবং লক্ষ্যে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় ও ফ্রি বিডিক্স রয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগারের উপস্থিতি বাংলা, উৎসাহী ও হিন্দী ভাষার পুস্তক সংগ্রহ করার বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১২০০ (বার) শত; বৈদিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যাও বহু।



পাঠাগারের স্থায়ী ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি সংগ্রহ ও সাধারণের আর্থিক ও প্রমের সাহায্যে একটি ভিন্ন কারখানা ও বাতাসাঙ্কৃত বাড়ী প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। বর্তমানে ছোটবেলা খেলাধুলা, ব্যায়ামাগার, নাট্যমঞ্চ, সাধারণের ব্যবহার্য পুখ ও পুস্তকালয় বিভাগগুলি এই পাঠাগারের অঙ্গীভূত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, কঠূর্ণকের নিকট পুন: পুন: আবেদন করা সত্ত্বেও আজ এই পাঠাগার সরকারের সাহায্য (আর্থিক) লাভ করে নাই। স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিবি হিচাবে এই অঞ্চলের কল্যাণনিধি ডি.ই.ই.ই., কাথাম্বাক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, উচ্চ-বিদ্যালয়ে সম্পাদক ও স্থানীয় জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে কঠূর্ণকের নিকট আবেদন করেন যে, এই পাঠাগারকে গ্রামীণ পাঠাগার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হউক। কিন্তু আজও কোনরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই।

১৯৬০ সালের ১৫ই অক্টোবর তৎকালীন বর্ধমান জেলা সর্বাঙ্গ শিক্ষাধিকারিক শ্রীমতী সুধাময়ী দত্ত মহাশয়া এই পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া যথেষ্ট প্রীতি হন। তিনি আশ্বাস দেন যে, তিনি ইহাকে গ্রামীণ পাঠাগারে রূপান্তরিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন।

আমরা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাই যে, এই পাঠাগরকে গ্রামোণ পাঠাগার হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়া জনসাধারণের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হউন।

Baidyanathpur Pallimangal Samity
Sadharan Pathagar (Burdwan)

গ্রন্থ সমালোচনা।

মাটি ছেড়ে মহাকাশে—খ্রিগোলোকেন্দ্র ঘোষ, ডক্টর বি. ভি. মাদচৌধুরী
কুমিকা সমালিত ; বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮ রমানাথ বিশ্বাস লেন, কলি-
কাতা ৯ ; মিডিয়াম ৮ পেজি, পৃঃ ১৬৮ ; টা ২'৫০।

মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠবার বাসনা সর্বকালের মানুষেরই ছিল। সকল দেশের
পুণ্য তার সাক্ষ্য দেয়। বর্তমানে সেই কল্পনার যুগ আমরা ছেড়ে এসেছি বহুকাল।
আকাশে ওড়া এখন আর বিন্দুমাত্র বিস্ময় আগায় না। মাটি ছেড়ে মানুষের ওঠবার
প্রচেষ্টা যে অতীত কৌতুহলোদ্দীপক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখক তাঁর বিষয়ণে এই
কৌতুহল ও বিস্ময় বলার ব্যতীতে পেরেছেন সে অল্প তিনি সাধুবারের যোগ্য। তাঁর
রচনার তথ্যগ্রন্থানের অল্প চেষ্টা ও পরিশ্রমের পরিচয় আছে যা বাঙালি বিজ্ঞানের বইয়ে
ব্যতিক্রম বলা যায়।

লেগনার্দো দা ভিকি ১৫০০ অব্দে পাখীর ওড়া সম্পর্কে একটি বই লেখেন।
ওড়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অহম্মানের ইচ্ছা এখন থেকেই আরম্ভ হয় যেতে পারে।
সেই যুগ থেকে রকেটের যুগ পর্যন্ত বহু আবিষ্কার উদ্ভাবনা ও গবেষণা হয়ে গেছে।
বিশেষ করে চাঁদে অবতরণের অল্প যে প্রচেষ্টা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ার তার
ফ্লাফল সম্পর্কে' বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই উৎসুক। দীর্ঘ এ সম্পর্কে'
জানতে চান, তাঁরা পুস্তকটি পড়ে লাভবান হবেন আশা করি।

বইটি সমালোচকের ভাল লেগেছে বলেই কিছু ক্রটির আলোচনা করা প্রয়োজন মনে
করি। কারণ, আরও সুইভাবে সম্পাদনের ফলে বইটির মূল্য বাড়বে।

পেশিবক্তি চালিত উড্ডয়নযান সম্পর্কে' আলোচনা কালে ব্রিটিশ সেনা পাকিস্তানের
উল্লেখ করা যেতে পারত। পাকিস্তান ১৯৬২ অব্দের ২২। মে আশ রাইলের কিছু বেশি
উড়তে সক্ষম হয়েছিল। বছর পাঁচেক আগে হায়দরাবাদের বেগমপেট বিমান-বন্দরের
কম্বী শ্রীশিবরাত্ত হাওয়াই সাইকেল নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টার ফল কি
দাঁড়িয়েছে জানা নেই। সেই সময়ে খবরের কাগজে হাওয়াই সাইকেল আকর্ষক
শিবরাত্তের ছবি বেরিয়েছিল।

যুদ্ধে রকেটের ব্যবহার সম্পর্কে' উল্লেখ্য যে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে টিপু সুলতান
ইংরেজদের বিরুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেন। এটির উল্লেখ আলোচ্য পুস্তকে নেই।

১২ ও ১৩ পৃষ্ঠার তার ও ত্বরের পাখকা স্টে হয় নি। একটি মহাকাশের উপর
নির্ভরশীল ও অপরটি আকর্ষণ-নিরপেক্ষ সত্য। তা প্রমাণ করে বৃত্তিরে বলা প্রয়োজন।
দুটি বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণের ব্যাপারেও গোপমাল ররে গেছে।

“পৃথিবীতে আপেলটাকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিল—আপেলটাও কি পৃথিবীকে

আকর্ষণ করেছিল? করেছিল। তবে আকর্ষণের মাত্রার তারতম্য আছে। মাত্রা নির্ভর করে প্রথমত বস্তুর ভরএর ওপর। যে বস্তুর ভর বড় বেশি, তার আকর্ষণও তত বেশি...”—পৃ: ১২।

এই উক্তি ঠিক নয়। পৃথিবী বড় জোরে আপেলকে আকর্ষণ করেছে আপেলটাও ঠিক ভরখানি জোরেই পৃথিবীকে আকর্ষণ করেছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের নথো ব্যতিক্রম ঘটবে। আকর্ষণ সমান, ভরকং বা হচ্ছে তা গুরু বা অ্যাকসিলারেশান-এর। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আকর্ষণ (বল) ভর ও গুরুত্বের গুরুত্বের সমান। সুতরাং যার ভর বড় বেশি গুরুত্ব সেই অনুশাতে কম। এই অনুশই আপেল মাটিতে পড়ে, পৃথিবী লাফিয়ে উঠে আপেলকে ধরে না।

বিশ্বাস মহাপ্রসন্ন লিখেছেন যে ৬.৬×৬.৬২ টন-এর অর্থ “৬.৬ লিখে তারপর ২১টা শূন্য লিখলে যে সংখ্যা হয় তত টন।” (পৃ: ১৭)। ২১ কেন ২১ হাজার শূন্য ৬.৬-এর পাশে বসালেও সংখ্যাটির মান একবিশ্ব বাড়বে না; ৬৬ লিখে তারপর ২০টি (২১ নয়) বসালে তবেই সঠিক মান পাওয়া যাবে।

২৬ পৃষ্ঠার ‘আণবিক বিজ্ঞান’ বলতে লেখক কি অর্থ ধরেছেন? ‘আণ্টবিক’ শব্দের প্রতিপক্ষ হিসাবে ‘আণবিক’ শব্দের ব্যবহার অস্বাভাবিক। কারণ তাহলে ‘মোলিকিউলার’ শব্দের কোন প্রতিপক্ষ থাকবে না। অবশ্য এই দোষে সচেতননাথ বহু প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরাও দোষী। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞান বিজ্ঞান সেহেতু শব্দের ভুল ব্যবহার নিশ্চয়ই গ্রাহ্য নয়। পরিত্যক্তিক শব্দের ব্যবহার-সম্পর্কে রামেন্দ্রহৃদয়ের উক্তি স্মরণ্য।

বাঙলা লেখার ইংরেজি ব্যবচনের প্রয়োজন কি? আমরা যখন ৫ মাইলস বলি না তখন ‘৫ ফিট’ বা ‘৫০ মেগাসাইক্লস’-এর ব্যবহার অসঙ্গত ও দৃষ্টিকটু। মেগাসাইক্ল-এর অর্থ মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষ সাইক্ল বা স্পন্দন তা স্পষ্ট করে দিলে ভাল হত।

হাঁসলকিরে ভাবাহরণ লিপ্যন্তরিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশই হয় নি। একটি উদাহরণ ‘লা হার্টে’। উচ্চারণভ্রষ্টের লজ্জা পৃথিবীখাত ইংরেজরাও এমন অদ্ভুত উচ্চারণ করে না। এক ভাবার উচ্চারণ অন্য ভাবার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না সত্য তবে যতটা সম্ভব হলে ভাল হয়। এ সম্পর্কে দুটি দোষ প্রয়োজন। নামের লিপ্যন্তরের একটি তালিকা ও একটি নির্বাক্ত বোঝিত হলে বইটির মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

যে দব ক্রটির উল্লেখ করা হল সেগুলো বড় নয় এবং আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সন্নিবিষ্ট হবে। পুস্তকটি মূলত সন্নিবিষ্ট সুতরাং আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের আশা করব এবং আরও আশা করব যে লেখক বিজ্ঞানের অন্য বিষয়েরও লিখবেন।

—সুধাস্ত্রপ্রকাশ চৌধুরী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

এন্টালী ইন্সটিটিউট রাজলক্ষ্মী স্মরণ স্মৃতি পাঠাগার। ৫৭ দেব সেন, কলি-১৪।

পাঠাগারের স্ববর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৪ই জাহ্নবী, '৬৮ স্বাক্ষরে ৩ মাইল ও ৫ মাইল ব্যাপী দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

কাশীপুর ইন্সটিটিউট। ৪৩ কাশীপুর রোড, কলি-৩৬।

গত ২০শে জাহ্নবী, '৬৮ গ্রন্থাগারের সাধারণ সভা শ্রীপূজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীতীতরন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে তাঁর দৃষ্টি বরফা রাখেন।

চিন্নায়া স্মৃতি পাঠাগার। ২৬৮এ, মহাস্বামী গাঙ্গী রোড, কলি-৯।

চিন্নায়া স্মৃতি পাঠাগার পরিচালিত অষ্টাদশ বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী শিক্ষা নিকেতন। ১১৬এ মনমোহন বর্মা স্ট্রীট, কলি-১২।

গত ৩রা ডিসেম্বর, '৬৭ নারী শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে সমাজ শিক্ষা দিবস ও শহীদ স্মৃতিসম্বন্ধে সম্মেলন পালন করা হয়। এই উপলক্ষে শহীদ স্মৃতিসম্বন্ধে প্রতি-
কৃতিতে মালাদান ও সূচীনির্দেশ উদ্বোধন করা হয়। শ্রীমতী শোভা ঘোষের শৌচোচিত্যে
একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গণতন্ত্র ও জনশিক্ষা এবং শহীদ স্মৃতিসম্বন্ধে
জীবন ও বাংলার বিপ্লবের সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বাক্ষরে শ্রীমতী বাণী দাস ও
ডঃ আশা দাস।

শেঠ স্বরজমল জালাল পুস্তকালয়। ১৮৬, চিত্তরঞ্জন এন্ট্রান্সিট, কলিকাতা।

শেঠ স্বরজমল জালাল পুস্তকালয়ের বঙ্গত জয়ন্তী উৎসব গত ২১শে জাহ্নবী, '৬৮
স্বরজমল জালাল স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী বি, এল, কেশবন ও শ্রীদেশরাজ কালিয়ার
স্বাক্ষরে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

২৪ পরগণা

তরুণ সত্য পাঠাগার। শিরাকোল।

তরুণ সত্য পাঠাগারের বঙ্গত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি বিভক্ত প্রতিযোগিতার
আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার বিষয়—‘ছাত্রজীবনে রাজনীতি করা উচিত
কিনা’। এবং প্রতিযোগিতার তারিখ আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮। একসময়

বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তৃতা সীমাবদ্ধ থাকবে। বিভাগের প্রধান শিক্ষক অথবা উপস্থিত ব্যক্তির পরিচয় পত্র সহ প্রতিযোগিতার নাম দেবার শেষ তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮।

বাক্য পাঠাগার (প্রাচীন গ্রন্থাগার)। সারাজীবন, বজবজ।

নেতাজী হত্যাব্যবস্থা বহুত শুভ জয়দ্বিবার উপলক্ষে গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত চারদিনব্যাপী 'হত্যার আলেখ্য' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বহু প্রমাণ্য চিত্র ও ভাষ্যের মাধ্যমে বাংলায় এই মহান নেতার গৌরবময় জীবনের ঘটনাবলী পরিদৃষ্ট হতে গুঠে। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বহু মহোদয়। নেতাজীর জয়দ্বিবারে ও প্রজাতন্ত্রদ্বিবারে শিশু সমাবেশ ও সংক্ষিপ্ত অস্থগানস্থলীর ব্যবস্থা করা হয়।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী।

হত্যাব্যবস্থা বহুত ২২তম জয়দ্বিবার গত ২৬শে জানুয়ারী, '৬৮ মেটেলী সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধনে উদ্বোধন করা হয়। সকালে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীযোজনাধর বহু মহোদয়। সন্ধ্যায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ বার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়। হত্যাব্যবস্থা সম্পর্কে হৃদয়িত ভাষণ দেন সবশ্রী হৃদয় চক্রবর্তী, হৃদয় গুহ, বাখাল মালিকার, অরুণোদয় সেনগুপ্ত, শান্তির বার, ধর্মেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও বরীন্দ্রনাথ বহু।

গত ২৭শে জানুয়ারী শ্রীহৃদয় চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অস্থগিত এক সভার মাইকেল বহুদ্বিবার জয়-জয়ন্তী পালন করা হয়। এক অনাতিব্র আয়োজনের মধ্যে গত ২৭শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রদ্বিবার পালন করা হয়।

নদীয়া

কুস্তিবাস স্মৃতিভবন ও সংগ্রহশালা। কুলিয়া।

আগামী ২৮শে মার্চ, ১৩৭৪ নদীয়া জেলার কুলিয়া গ্রামে মহাকবি কুস্তিবাসের বারিক স্মরণোৎসব হবে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নক্রমে নির্মিত কুস্তিবাস স্মৃতিভবন ও সংগ্রহশালায় শুভ উদ্বোধন অস্থগান সম্পন্ন হবে।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্যদ। কুলিয়াগর।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্যদের একাধিক বারিক সাধারণ সভা গত ১৪ই জানুয়ারী, '৬৮ অস্থগিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট সপ্ত সখ্যা ৪৩৬ এবং পুস্তক সখ্যা ২১,০৭৬। গ্রন্থক হিসাবে বা দানবরূপ অনেকগুলি দায়িত্বিক পত্র গ্রন্থাগারে স্থগীত হয়। প্রতিবারের সত আপোচ্য বহুত ও জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিবিল ভারত সারাজ শিক্ষা দ্বিবার পালন করা হয়।

বৰ্মাম

কাম্বোজ দাস পাঠাগার। সিলি।

কাম্বোজ দাস পাঠাগারে গত ২০শে ও ২১শে জ্যৈষ্ঠাচীর বিপুল উৎসবে বহুক্রমে হস্তাধিকারের বাহ্যিকতম জয়দ্বন্দ্ব ও ভাষ্যের প্রজ্ঞাতত্ত্ব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ফুটকাওয়ালা, দস্তা ও বৈশাখবোধক সংগীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে এই দুই দিনের অহুষ্ঠান তাম্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চাটুল চরমিকা সংঘ ও পাঠাগার। চাটুল।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠাচীর, '৬৮ চাটুল চরমিকা সংঘের উত্তোঙ্গে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাষ্যের অষ্টাদশ প্রজ্ঞাতত্ত্ব দিবস বিপুল উদ্‌যাপন ও উদ্‌যাপনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। শ্রীমদেবগুন দস্ত ও জনাব আব্দুর হালিমের পরিচালনায় প্রজ্ঞাতত্ত্বের সহপ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক জনাব আইউব হিম্ব। পরে প্রজ্ঞাতত্ত্ব দিবসের তাম্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন।

খাজীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার। খাজীগ্রাম।

খাজীগ্রাম সাধারণ পাঠাগারে গত ২০শে জ্যৈষ্ঠাচীর, '৬৮ নেতাজী জয়-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি শিবির পরিচালনা করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রজ্ঞাতত্ত্বের, ফুটকাওয়ালা ও সমষ্টি ব্যাখ্যার মাধ্যমে দিনটি সার্বক হয়ে ওঠে।

হস্তাধিকার পাঠাগার। ফটকাওয়ালা, কালনা।

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠাচীর, '৬৮ হস্তাধিকার পাঠাগারে নেতাজী হস্তাধিকারের জয়দ্বন্দ্ব সাড়বরে পালিত হয়। এই দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রজ্ঞাতত্ত্বের, পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিভাভিত্তিক মালাদান, শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিচিত্রাচ্ছন্ন ও নাট্যাভিনয়। পূর্ববার বিতরণী অহুষ্ঠানে বহুক্রমে দস্তাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমদেবগুন দস্ত ও শ্রীমদেবগুন দস্তাপতি মালাদান।

বীরভূম

প্রজ্ঞাতত্ত্ব সেমি কল্লি পরিষদ প্রবাসী। বোলপুর।

প্রবাসীতে নেতাজী হস্তাধিকারের জয়দ্বন্দ্ব পালন করা হয় গত ২০শে জ্যৈষ্ঠাচীর। প্রধান শিক্ষক শ্রীমদেবগুন দস্তাপতি হস্তাধিকার পতাকা উত্তোলন করেন।

শ্রীমদেবগুন দস্তাপতি হস্তাধিকারের হস্তাধিকারের গত ২০শে জ্যৈষ্ঠাচীর '৬৮

গ্রন্থাত্তর দিবস উদ্‌ঘাটন করা হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাত্তর দিবস ও জাতীয় জীবনে চেতনা সন্পক্ষে একটি সংশ্লিষ্ট ভাষণ দেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও ব্রাহ্মরঞ্জন টাউন হল। ১ সিউড়ী।

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠাচী '৬৮ সিউড়ী চান্দ্রকন পৌরত্ববনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারেও উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দে জয়বাদী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের প্রধানপাঠক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়। সভার পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিভাগাগর কলেজের অধ্যাপক ডঃ সজ্জিবানন্দ মুখোপাধ্যায়। স্বামীজীর জীবন অবলম্বনে স্থানীয় অতিথিবাসক সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি একটি সীতি আলোচনা পরিবেশন করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়বাদী পালন করা হয় গত ২০শে জ্যৈষ্ঠাচী। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। সভার পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীনী গোপাল সেন মহাশয়। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিমল বিজু মহাশয় বনোজ ভাষণ দেন।

ব্রাহ্মনগর সাধারণ পাঠাগার। ব্রাহ্মনগর।

গত ২০শে ভাদ্রশেখর গ্রন্থাগারের উদ্বোধনে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌ঘাটন করা হয়। সভার গ্রন্থাগার দিবসের ভাষণ ব্যাখ্যা করে গ্রন্থাগারিক ভাষণ দেন। ঐদিন আবুতি প্রতিযোগিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারণ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ

অম্বিনীকুমার শ্রুতি পাঠাগার। নগর (নবগ্রাম)

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠাচী '৬৮ অম্বিনীকুমার শ্রুতি পাঠাগারের বাৎসরিক মিলনোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উল্লাসের মধ্যে উদ্‌ঘাটন হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা মহাজ-
নিকা আধিকারিক শ্রীপ্রবন্ধকুমার ভট্টাচার্য এবং নিখিল ভারত মহাজনিকা দিবস উপলক্ষে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা আদিনি কল্যাণ আধিকারিক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে এবং প্রচুর জনগম্যবেশ হয়।

নবীন পাঠাগার। কাকুনী।

গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়-জয়জী সোৎসাহে পালন করা হয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক নৈরব্দ আবহু রায়চাঁক এবং সভাপতিত্ব আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীচন্দ্রকন বোম মহাশয়।

মেদিনীপুর

সবুজ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার । বাসুদেবপুর ।

গত ২০শে ডিসেম্বর 'ঐশ্ব্যাগার দিবস' উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অস্থানীয় আয়োজন করা হয় এবং ২৪শে ডিসেম্বর একটি জনসভায় আয়োজন করা হয় । এই সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রীশ্রী চন্দ্র দাস মহাশয় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীশ্রীশ্রী চন্দ্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন । সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শিক্ষা ও সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে ঐশ্ব্যাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন ।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার । মিজবালিয়া । পান্ডিহাল ।

সবুজ ঐশ্ব্যাগারের উদ্বোধন গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৮ 'ঐশ্ব্যাগার দিবস' পালন করা হয় । গড়বালিয়ার শ্রীমদ্বনাথ পল্লী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় আয়োজন করা হয় । ঐশ্ব্যাগার দিবসের তৎপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন প্রাক্তন ঐশ্ব্যাগারিক শ্রীমদ্বনাথ জ্ঞান ।

অত্যন্ত বহুরেখা মত এ বছরও ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তী ও ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হয় ।

জগলী

বিধান পাঠাগার । চান্দাবাগান । শেওড়াফড়ি ।

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয় । জাতীয় গণতান্ত্রিক উত্তোলন করেন শ্রীশ্রীশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজাতন্ত্র দিবসের তৎপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন এবং ঐশ্ব্যাগার সদস্যরা শহীদ বেরীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ।

বিবেকানন্দ স্ট্রাস । কোডুরং ।

বিবেকানন্দ স্ট্রাস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালনের অল্প গত ২২শে জানুয়ারী থেকে তিন দিন ব্যাপী এক অস্থানীয় স্থানীয় গ্রহণ করে । প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শ্রীশ্রীশ্রী-জ্ঞান আলোচনা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করা হয় । সভাপতি শ্রীশ্রীশ্রী দাস দাস ও প্রধান অতিথি স্বামী ভাষ্করানন্দ প্রদর্শনের উদ্বোধন করেন ও পরে স্বামীজীর জীবনী পঠাণোচনা করেন ।

বিবেকানন্দ পাঠাগার । জি. টি. রোড । চান্দাবাগান ।

ঐশ্ব্যাগার সভাপতি ডঃ এ. সামাদ এবং সম্পাদক শ্রীশ্রীশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে এই দেশদায়কের জীবনী আলোচনা করেন ।

গত ২৬শে জাহুয়াতী, শ্রমজাতক দিনে ঐশ্বাগ্য প্রাধিকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ঐক্যনাম পাল মহাশয়। ঐদিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শহীদ বেদীতে মালাদান করেন ডাঃ এ. সাহায। ঐশ্বাগ্য সদস্যরা জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাৰ্ঘ অর্পণ করেন।

মনোহরপুর পাবলিক। ডানকুনি।

গত ১৪ই জাহুয়াতী, '৬৮ খ্রীঃবনৌমোহন দ্বাপত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অস্থিত এক সভায় মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী কার্যকরী সমিতি আগামী তিন বছরের জন্য সংগঠন করা হয়। কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন—সবিত্রী বিজয়কুমার দত্ত, প্রকাশচন্দ্র নন্দী, কালিদাস দাস, শিবনাথ গুপ্ত, বীজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকুমার দাস, পরোদীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্ব্যাক্ষর সেনগুপ্ত ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মান্দড়া উন্নয়ন সংসদ। মান্দড়া। দমিয়াখালি।

১৯৬৬-৬৭ সালের দশম বার্ষিক কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে ঐশ্বাগ্যে মোট ১১১৩ খানি বই আছে। মোট সন্তানের সংখ্যা ৭৯ জন। বহুল প্রচারিত অনেকগুলি সাময়িক পত্র-পত্রিকা ঐশ্বাগ্যে নিয়মিত রাখা হয়। হুগলী জেলা সমাজশিক্ষক আধিকারিক শ্রীমতাবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐশ্বাগ্যে পরিদর্শন করেন। জেলা সমাজশিক্ষক পরিষদ থেকে একটি কাঠের আলমারী ও ১২৪ খানি বই বয়স শাক্তদেবের জন্য অগ্রদান হিচাবে পাওয়া গেছে।

৬

[সংবাদ গ্রহণ ও সম্পাদনা : শ্রীমতী কুমারী দত্ত]

ও প্রধান অতিথি ছাড়াও সবত্রি বনোজ দাস, নীলাচর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনকর ঘোষ ও গোপী বরত বসাক শ্রীব্রত বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। ত্রিগোলোক বারিক এই উপলক্ষে একটি রচনিত কবিতা পাঠ্য করে শোনান। সন্ধ্যার উত্তরে শ্রীব্রত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠীদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-ভাষার ব্যাক করেন। সভাপতি ত্রিবিমলদর ব্রজ শ্রীব্রতকে তাঁর আন্তরিকতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেন।

সত্য কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে অবনিমিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দ্বায়ে একটি গ্রন্থ কটোও তোলা হয়।

এই উপলক্ষেই আরও একটি বিবরণ সঞ্চর্না সভা অহুষ্ঠিত হয় বালিগত বিজ্ঞান কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কমিশনের উল্লেখে এই সভা অহুষ্ঠিত হয়। অহুঠানে পৌঁছোহিত্য করেন অধ্যাপক পূর্ণেনু কুমার বহু। সভাপতি শ্রীবহু ছাড়াও অধ্যাপক পবিত্র কুমার সেন, অধ্যাপক মৌনেহুনাথ বহু ও অধ্যাপক ভ্রামাগ্রসাহ মুখার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার-গুলিতে শ্রীবহু অবদানের কথা, তাঁর হুদীর্ঘ কর্মজীবনের কথা ও ব্যক্তিগত সন্তোতির কথা বলেন এবং তাঁর নীরব ও নিরহুভার কর্মস্থলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঞ্চর্না সভায় বিভিন্ন বক্তার ভাবধের পরে শ্রীবহু তাঁর হুদীর্ঘ কর্মজীবনের অতিভক্তার কথা বলেন।

শ্রীবহুর প্রতি শ্রীতি ও শ্রদ্ধার নিবর্ণন স্বরূপ উচ্চোক্তারের শব্দ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র ও কারকাধুধিত হুদার একটি বুদ্ধহুতি দেওরা হয়।

পরিসংখ্যান বিভাগীয় গ্রন্থাগারের শ্রীগ্রন্থর জ্ঞানা সভায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। এই সভা থেকেও একটি গ্রন্থ কটো তোলা হয়।

Librarian in the news.

গ্রন্থাগার

মালিকানা সংক্রান্ত বিহুতি

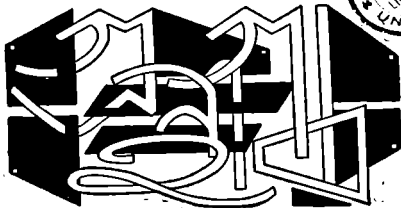
- ১। প্রকাশের স্থান—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২।
- ২। প্রকাশকাল—বার্ষিক। ৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীমৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা:—১০০১, ভূপেন্দ্র বহু এডেনিউ, কলিকাতা-৪।
- ৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীমৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা—১০০১, ভূপেন্দ্র বহু এডেনিউ, কলিকাতা-৪।
- ৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয়। ঠিকানা—৩৪, বহুহুধন ব্যানার্জী রোড, ক্র্যাট—‘এ’, বেলবহুিয়া, কলিকাতা-৫৫।
- ৬। স্বাধিকারী—বহুদীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২।

আমি শ্রীমৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এডুধারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী,

১৯৬৮।

স্বাঃ শ্রীমৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এ ই স ং খ্যা ষ

বাংলাদেশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বাসুগুপ্টাট (সম্পাদকীয়)

বৃষ্টির পথে গ্রন্থাগারিকতার বিকাশ

—এল আর বঙ্গনাথন

৪০৭

সামগ্রিক — বীজের চক্র বন্দোপাধায়

৪৪২

বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন (৮) — গুরুদাস বন্দোপাধায়

৪৪৭

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

৪৬২

গ্রন্থাগার কমি সংবাদ

৪৬৩

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বাবস্থার উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তনা

৪৭২

[সম্মেলনে আলোচ্য মূল গ্রন্থ]

আজ:গ্রন্থাগার সংযোগিতা : পশ্চিমবঙ্গের অগ্র একটি কাগজ

(সম্মেলনে আলোচ্য গ্রন্থ)

৪৭৬

গ্রন্থাগার সংবাদ

৪৮১

‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মাবলী

- ‘গ্রন্থাগার’ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মঞ্চপত্র । প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় ।
- বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সভ্যক ৬ টাকা । প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা । বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণকে পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয় ।
- পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও সংবাদাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে । অমনোনীত লেখা ডাকটিকিট ও টিকান-মুক্ত খাম দেওয়া থাকলে ফেরত দেওয়া হয় ।
- সমালোচনার জন্য প্ৰধান পৃষ্ঠক পাঠাতে হয় । সমালোচনার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পুস্তকেরই অগ্রাধিকার ।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রিকার সাধা কার্যালয়ে (৩৩ ব্রজব্রীমল লেন, কলিা-১৬,) কাগজের দিনে বিকেল চারটে থেকে সাতটা নটার মধ্যে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে । ফোন নং ৩৬-৭৩৫৫
- ‘গ্রন্থাগার’ সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোম্পানী গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২, এই টিকানার পাঠাতে হবে ।

বিজ্ঞাপনের হার

জ্যোতির স্বির্ভার পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭১৮ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৮ টাকা
জ্যোতির তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০৮ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৩০৮ টাকা
জ্যোতির চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০৮ টাকা
“ “ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০৮ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৫০৮ টাকা
“ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৬৮ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার

বাংলা (আজীবন)	১১০৮ টাকা
আজীবন সভ্য	৭৫৮ টাকা
বার্ষিক সভ্য	বার্ষিক ৪৮ টাকা
প্রতিষ্ঠানগত সভ্য	বার্ষিক ৫৮ টাকা

সবচেয়ে বড়,
সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?

এগুলোর কোনটাতেই
আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব
এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক



আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড়
মূলধন। আমাদের সবচেয়ে
বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিটার্ড অফিস :
৯, ব্রাইড স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু

Granthagan

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

IN THIS ISSUE

- Twenty second Bengal Library Conference,
Balurghat (Editorial) 535
- Emergence of library profession
S R Ranganathan 537
- Periodicals—Birendra Chandra Bandyopadhyay 542
- Library movement in Bengal
—Gurudas Bandyopadhyay 557
- Education for Librarianship : Results 562
- Librarians in the news 563
- Development of libraries in West Bengal
and public Consciousness
[Working paper for the Balurghat Conference] 572
- Inter-library co-operation and a programme for
West Bengal [Paper to be discussed at the
Conference] 576
- News from Libraries 581

VOLUME 17	:	CHAITRA 1374 :	NUMBER 12
-----------	---	----------------	-----------

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press
21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6'00

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বালুরঘাট। পশ্চিম দিনাজপুর।

শ্রীমতঃ নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার স্নানসর্গ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ব্যবস্থাপনার আধিনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে মে, ১৯৬৮ বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনতা।

দ্বিতীয় আলোচ্য প্রবন্ধ : আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা :

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন বালুরঘাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিখণ বিভাগের প্রধান, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

এই সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, সভাপতি এবং জনসাধারণকে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে, যাহারা সম্মেলনে অন্য কোন প্রবন্ধ বা কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের (অন্তর্গত বক্তব্য ও স্থপাদিশ সহ) আগামী ১৫ই মেই মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনে আপনার/আপনারদের উপস্থিতি কামনা করি।

নমস্কারান্তে।

২০শে এপ্রিল, ১৯৬৮

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন দত্ত ও অবনী ভদ্রাপাত্র
অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে
দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
C/O জেলা গ্রন্থাগার : পোঃ বালুরঘাট।
পশ্চিম দিনাজপুর।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মপতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩, মদুরীমল দেন, কলিকাতা-১৪
(কোন নং ৩৪-৭৩৪৫

জ্ঞাতব্য বিষয়

• সম্মেলন ২৪-২৬শে মে ১৯৬৮ শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার অহুষ্ঠিত হইবে। ২৬শে মে শুক্রবার অপরাহ্ন ৫-৩০ মিঃ-এ সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ২৬শে মে রবিবার সম্মেলন সমাপ্ত হইবে।

• যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সভ্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিনিধি) কোন প্রতিনিধি কি লাগিবেনা। বাহাওয়া সভ্য নন তাঁহাদের জন্য দুই টাকা প্রতিনিধি/দর্শক কি লাগিবে। প্রতিনিধিক সভ্যগণ দুইজন করিয়া দর্শক পাঠাইতে পারিবেন।

• প্রতিনিধি ও দর্শকদের নিজস্ব বিছানা ও মশারি আনিতে হইবে। অবস্থান ও আহাতিদের জন্য জন প্রতি মোট ৫'০০ টাকা করিয়া লাগিবে। বাহাওয়া ২৩শে মে পৌছাইবেন তাঁহাদের আহাতিদের জন্য অভিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্বেই অন্তর্ধান সমিতিতে জানাইতে হইবে।

• কলিকাতা হইতে সম্মেলনে উপস্থিত হইবার সুবিধাজনক পথ : (১) রাত ৮টা ৫০ মিঃ হাওড়া হইতে কলকাতা প্যাসেঞ্জারে খেজুরীয়া ষাট হইয়া ট্রেনে আলদহ বাইতে হইবে। কলিকাতা হইতে বাসুদেবী পথ রাস্তা দ্বারা ভাড়া ৩০'০০ টাকার মধ্যে হইবে। (২) কলিকাতার এসম্মেনেজ হইতে সরাসরি বাসে বাসুদেবী বাওরা যায়। বাস সকাল ৭টার ছাড়িয়া সন্ধ্যা ৭টার বাসুদেবী পৌছায়। বাসে বাইতে হইলে পূর্বেই নীট রিজার্ভ করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে বাসুদেবী বাসের একদিঠের ভাড়া ২০'৫০ টাকা। (৩) কলিকাতা হইতে অন্তান্ত ট্রেন—দাম্ভিলিং বেল, সকাল বেলায় কলকাতা প্যাসেঞ্জার ইত্যাদি।

সম্মেলনে আহাতিদের জন্য দের টাকা কর্মসূচি, অন্তর্ধান সমিতি, দাবিশ বকীর গ্রামগার সম্মেলন, C/o জেলা গ্রামগার, পোঃ বাসুদেবী, জিলা—পশ্চিম দিনাজপুর এই টিকানার পাঠাইতে হইবে। সম্মেলনে যোগদানেজ্জু ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের নাম অন্তর্ধান সমিতির নিকট ২১শে মের মধ্যে জানাইতে হইবে।

• অন্তান্ত সংবাদের জন্য কর্মসূচি, বকীর গ্রামগার পরিষদ, ৩৩, ছজুরীমল সেন, কলিকাতা-১৪, ফোন : ৩৪-১৩৪৫ অথবা অন্তর্ধান সমিতির সহিত যোগাযোগ করিতে অহুযোগ করা বাইতেছে।

দ্বাবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
বালুরঘাট : পশ্চিম দিনাজপুর—২৪-২৬ মে, ১৯৬৮।

অনুষ্ঠান-সূচী

[প্রয়োজনে এই অনুষ্ঠান স্থগিত পরিবর্তন হতে পারে]

২৪ মে, শুক্রবার, ১৯৬৮

সকাল ৯টা হইতে দুপুর ১২টা এবং	প্রতিনিধি এবং দর্শকদের নাস
দুপুর ২-৩০ মিঃ হইতে বিকাল ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত	তালিকাভুক্তিকরণ।
দুপুর ১২টা হইতে ১-৩০ মিঃ	মধ্যাহ্ন ভোজন।
বিকাল ৪-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ	বৈকালিক অলযোগ।
বিকাল ৫-৩০ মিঃ হইতে-৬টা	প্রদর্শনীর উদ্বোধন।
সন্ধ্যা ৬টা-রাত্রি ৯টা	উদ্বোধনীর অধিবেশন।
রাত্রি ৯টা-রাত্রি ১০টা	নৈশ ভোজন।
রাত্রি ১০টা	মেলা, মহর, গ্রামীণ ও আকলিক এছাগার কর্মীদের বৈঠক।

২৫ মে, শনিবার, ১৯৬৮

সকাল ৬-৩০ মিঃ—১-৪৪ মিঃ	প্রাত্যহ্ন।
সকাল ৮টা হইতে ১২টা	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং প্রবন্ধের উপর আলোচনা।
দুপুর ১২টা-১-৩০ মিঃ	মধ্যাহ্ন ভোজন।
দুপুর ২-৩০ মিঃ-বিকাল ৫-৩০ মিঃ	দ্বিতীয় প্রবন্ধ, উপস্থাপন ও অন্যান্য প্রবন্ধ ও প্রস্তাব আলোচনা।
বিকাল ৫-৩০ মিঃ—৬টা	বৈকালিক অলযোগ।
সন্ধ্যা ৬টা-রাত্রি ৯টা	অনুসন্ধান ও বিচিৎরাচীন।
রাত্রি ৯টা-রাত্রি ১০টা	নৈশ ভোজন।
রাত্রি ১০টা	বঙ্গীয় এছাগার পরিষদের কাউন্সিল-এর সভা।

২৬ মে, রবিবার, ১৯৬৮

সকাল ৬-৩০ মিঃ ৭-৩০ মিঃ	প্রাত্যহ্ন।
সকাল ৭-৩০ মিঃ-১০টা	সমাপ্তি অধিবেশন।
সকাল ১০টা-দুপুর ১২টা	মধ্যাহ্ন ভোজন।
দুপুর ১২টা	প্রত্যাবর্তন।

শ্রীঅজিত কুমার যুগোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ডিসেম্বর ১৯০৮

শিক্ষা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এম.এ. (১৯৩১)

বৃত্তিগত শিক্ষা : (১) সার্টিফিকেট, লন্ডন লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৫)

(২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা (ডিপ্লোমা সহ), ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, কলিকাতা (১৯৩৬)।

বৃত্তিগত ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা : (১) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট—
(১৯৩৫-৩৮)

২) গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় আইন সভা (১৯৩৮-৪৭)

৩) গ্রন্থাগারিক, অ্যানথ্রোপলজিকাল লার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৯৪৭-৪৮)

৪) মুখ্য গ্রন্থাগারিক, বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮-৫৪)

৫) বিভাগীয় ও বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ, বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৪)

৬) লেকচারার (পার্ট টাইম) ডিপ লিব কোর্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—
(১৯৫৮-১৯৬৪)

৭) শিক্ষক, সার্টিফিকেট কোর্স, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

৮) শিক্ষক, স্পেন্সার লাইব্রেরীরিয়ানশিপ ও ডকুমেন্টেশন কোর্স, ইরাসলিক।

৯) হায়দ্রাবাদে ইরাসলিকের এবং ইউ. জি. সি'র এবং দিল্লীতে অস্থায়ী ভারতের ফুট লোন প্রোগ্রাম সেমিনার পরিচালনা করেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতা : বোর্ড অব এক্সামিনার্স-এর সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পাণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বাগানদী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইরাসলিক ইত্যাদি।

বৃত্তিগত সমিতির সমস্তপদ ও সম্মানিত সমস্তপদ : ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্ত; বর্তমানে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতি, এবং বিভিন্ন ধরনের এম বিভিন্ন উপসমিতির সভাপতি, অতীতকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রকৃতি পদে ছিলেন 'ইরাসলিক বুলেটিন'র সম্পাদক এবং ইরাসলিকের প্রকাশন সাধারণ সম্পাদক।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি :

- ১ A Manual of Reference Work (1957)
- ২ Book Selection & Systematic Bibliography (1960)
- ৩ An Annotated Guide to Reference Materials in Human Science (1962)
- ৪ Reference Work & Its Tools (1964)
- ৫ Librarianship : Its Philosophy & History (1966)
- ৬ Fundamentals of Special Librarianship & Documentation (বহুভাষী)

এ ছাড়া রয়েছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদিতে আলোচনার ক্ষেত্র প্রবন্ধাদি।



স্বাধীনতা বঙ্গীয় প্রজাতন্ত্রের (বাংলাদেশ) সভাপতি শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়
(ফটো : শ্রী অমল সেনগুপ্ত।)



গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রী নির্দিলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১২ }

{ ১৩৪৭, চৈত্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

বাংলাদেশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : বাসুদেবঘাট

বাংলাদেশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে বাসুদেবঘাটে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট প্লানসর্ভ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির স্থানীয় শাখার উদ্যোগে ও বাসুদেবঘাটের অধিবাসিবৃন্দের আমন্ত্রণে আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে মে এই সম্মেলন অহুত্বিত হতে চলেছে। যদিও ইতিপূর্বে উত্তরবঙ্গের বালদেব (১৯৫৪) এবং শিলিগুড়িতে (১৯৬২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অহুত্বিত হয়েছে তবু উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলাতেই এখনো গ্রন্থাগার সম্মেলন হতে বাকী আছে। পশ্চিম দিনাজপুরে এবারের সম্মেলন হয়ে গেলে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অষ্টান্ত সকল জেলাতেই এই সম্মেলন হয়ে গেছে দেখা যাবে। কোন কোন জেলার একাধিকবারও এই সম্মেলন হয়েছে।

আলোচ্য বৎসরের সম্মেলনের স্থান বাসুদেবঘাট কলকাতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে যাত্রাভারতের কিছু অসুবিধা আছে।

এই শহর কালিয়াগঞ্জ থেকে রোটারযোগে ৬০ মাইল এবং হিলি রেল স্টেশন থেকেও ৬০ মাইল। শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে একটি বিমানক্ষেত্রও এখানে আছে। কলকাতা থেকে বাসুদেবঘাটে এখন সরাসরি বাস চলাচলও শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিশাগের পর দিনাজপুর জেলার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাসুদেবঘাট পুনর্গঠিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর। স্বাধীনতা-উত্তর বৎসরগুলিতে এখানকার যাত্রাঘাটের কিছু উন্নতি হয়েছে; সেতু নির্মিত হয়েছে, নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এখানে একটি জেলা গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে। বাসুদেবঘাট বহুকালের অন্তর্গত বিভিন্ন ধানার এখন গ্রামীণ গ্রন্থাগার-সমূহও স্থাপিত হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে প্রতি বৎসরই পশ্চিমবঙ্গের কোন না কোন জেলার গ্রন্থাগার

সম্মেলনের অস্থানে প্রধানী হন এর প্রধান উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার। এবারের সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মূল কথা : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং গ্রন্থাগারের প্রতি জন সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়। প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েকটি সম্মেলনে যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তবায়িত আলোচনার ফলে যেসকল সুস্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য যেমন একটি সুদৃষ্টপ্রসারী পরিকল্পনা থাকা দরকার তেমনি পাকা প্রয়োজন একটি কার্যক্রম। যারদ্বারা অছত্রিত বিংশ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গের সুদৃষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' অথবা একবিংশ সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্পের আনুশঙ্গিক পর্যালোচনা' এবং এবারকার মূল আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই—যহা এগুলি একই বিষয়ের ভিন্নটি দিক।

বালুঘাটে যখন রাবিংশ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অস্থায়ী হতে চলছে তখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনজীবনে এক ব্যাপক এবং গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। দুর্নিয়াজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে আমাদের দেশেও। মন্দার ছাড়া দেখা দিচ্ছে সর্বত্র—বাবলারের বাজারে মন্দা—বাজারে বিক্রী নেই; কলে কাম্পানার মন্দা—উৎপাদিত মালের চাহিদা কমে গেছে—বলে শ্রমিক-কর্মচারী ছাটাইয়ের খবর উদ্ভূত চলেছে। এদিকে চাকুরীতে নিয়োগ একেবারে বন্ধ হতে চলছে—ফলে দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরূপ অবস্থায় আশা ও উদ্দীপনা বজায় রাখা খুবই কঠিন। সংকটের ছাড়া পড়ছে গ্রন্থাগারিকদের ব্যক্তিগত ও বৃত্তিগত জীবনেও।

গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে দেশের ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে বাবার যে দায়িত্ব তাঁদের রয়েছে তা সার্থকভাবে পালন করতে তাঁরা কিছুতেই সক্ষম হবেন না। জনজীবনের সঙ্গে যোগ না থাকলে তাঁদের চিন্তা শুধু অলস চিন্তায় পরিণত হবে।

এবারের সম্মেলনে বিনি সতাপতিষ করছেন সেই বাবদপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক এ বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগে শিক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় শ্রীযুক্তকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মাণ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবীণ এবং বহুত ব্যক্তি। সম্মেলন স্থলভাবে পরিচালনা করে তিনি যে উপযুক্ত পথের সন্ধান দেবেন এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার বিকাশ

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা । ১)

এস আর রজনাক্ষন

ভাষাশাস্ত্র বিভাগ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স ; অনারি প্রফেসর, ডি, আর, টি, সি,
ব্যাংকালোর-৩ ।

[অসুখ : মাদ্রাসা কল্টাচার্শ, লাইব্রেরিয়ান, ডি, আর, টি, সি, ব্যাংকালোর-৩]

সংক্ষিপ্তসার

পুস্তকগুলির মত বিষয়গুলির প্রকাশও কখনও আশাত ক্ষুদ্রতম অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, কখনও বা আশাত বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহত্তর । মূলতঃ বিষয়মণ্ডলের এই ধর্মই বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার বিলম্বিত বিকাশের সহজাত কারণ । এ বিলম্বের ঐতিহাসিক কারণ—নতাজী পূর্বেও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রত্যাশা করেন নি । সার্বজনীন শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার প্রথম বিকাশ । সাধারণ পাঠকজনের চাহিদা পূরণের মাকে এই বৃত্তির উৎকর্ষ অভিযান্ত্রিক । ক্রমে গবেষণার কাজে বিশেষজ্ঞদের সাথে গ্রন্থাগারিকও অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল । গ্রন্থাগারিকের কর্মক্ষেত্রে ডকুমেন্টসনে বিভক্ত হল । প্রযুক্তি ও সাধনীর উন্নতি সাধনে গ্রন্থাগারিক আশান বিবরণের উপর গবেষণার ব্যাপ্ত হল । এইভাবে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির পথে এক পরিণত অবস্থার পৌছে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলছে ।

১ বিষয়মণ্ডল

আমরা—অর্থাৎ, গ্রন্থাগারিকেরা—যে মণ্ডল পরিবেশন করি, বাস্তবঃ তা বই ও সাময়িক পত্র ; কিন্তু বস্তবঃ তা বই ও সাময়িক পত্রের অকীভূত বিষয়বস্তু । বাস্তবকে পরিবেশন করি, বাস্তবঃ তাঁরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সনদ-পাণ্ডা আনন্দক পাঠক ; কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে সমগ্র জনগণ—বাড়ি ও সমষ্টিকৃতভাবে—আমাদের পরিবেশনার অংশীদার । আমাদের কর্মক্ষেত্রে মণ্ডল দিক থেকে সমগ্র বিষয়মণ্ডলে, এবং ব্যবহারকের দিক থেকে সমগ্র মানবজাতির মাকে বিভক্ত । অবশ্য, বিষয়মণ্ডলের উৎসেও দিকটিও রয়েছে ; এবং সেদিকে রয়েছেন গ্রন্থকার ; কিন্তু তিনিও ব্যবহারক হিসেবেই আমাদের পরিবেশনার অংশীদার । তাঁকে অন্ততাবে সাহায্য করার চেষ্টা আমাদের নেই ; স্বকীয় সৃষ্টির কাজে তিনি নিজেই নিজে সাহায্যকারী । সত্য পৃথিবীতেই ঘুরে ঘুরে গড়ে উঠেছে বিষয়ের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ; এবং এই সম্পর্কই বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার বর্তমান ক্রমবিকাশের অন্ত দায়ী ।

২. বিষয়মণ্ডলের ধর্ম

২১. পণ্ড্রকের অন্ততম ধর্ম

বিষয়মণ্ডলের একটি ধর্ম পণ্ড্রকের একটি ধর্মের মাঝে তুলনীয়। আমাদের পূর্ণ-পূর্ববর্তী পণ্ড্রকের একটি ধর্মের উল্লেখ করেছেন নিম্নলিখিত এই প্রকারে :—

অনো: অনীয়ান্ ।

মহতো:—মহীয়ান্ ।

এর অর্থ—পণ্ড্রক ক্ষুদ্রতম অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর এবং বৃহত্তম অপেক্ষাও বৃহত্তর। জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি বা ধী-শক্তির সীমার মাকে এ তত্ত্ব বিখ্যাত বলে গ্রাহ্য নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প—সত্য-বিখ্যা। বিচার না করে, এই তত্ত্বকে প্রপঞ্চের ব্যাখ্যার সহায়ক একটি ‘সীকার্ধ’ বলে মেনে নেওয়া। বৈদিক ভবিষ্যৎ নিখিল স্থিতি সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তির প্রয়োগজাত ‘উপলব্ধি’ বা ধী-শক্তির প্রয়োগজাত ‘ধারণা’ নয়—বজ্রা-শক্তির প্রয়োগজাত ‘ধর্ম’। তাই এই বৈদিক প্রকারের তত্ত্ববোধ তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁরা পণ্ড্রকের “অনো: অনীয়ান্, মহতো: মহীয়ান্” স্বরূপ ‘ধর্ম’ করেছিলেন।

২২. ধী-প্রাণ সম্ভাবনা

বিষয়মণ্ডল এই ধর্মের অধিকারী। কিন্তু এক্ষেত্রে ধর্মের সত্যতা ধী-শক্তির সীমার মাঝেই বিখ্যাত বলে গ্রাহ্য। কারণ, বিষয়মণ্ডলের মাঝে সবসময়ই আমরা এমন বিষয় দেখতে পাই যার ব্যাপ্তি আপাত ক্ষুদ্রতম অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর; অথবা আপাত বৃহত্তম অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিষয় ধী-প্রাণজাত; হুতরাং ধী-শক্তির সীমার মাঝেই এর সম্ভাবনা বিদ্যুত। একে ‘সীকার্ধ’ বলে ধরে নেবার প্রয়োজন নেই।

৩. বৃত্তির পথে বিকাশ

৩১. সচলতার কারণ

মূলত: বিষয়মণ্ডলের উপত্যাক্ত ধর্মটি বৃত্তির পথে প্রথাগারিকতার বিলম্বিত ক্রম-বিকাশের অন্ততম কারণ। বৃত্তির পথে প্রথাগারিকতার বিকাশলাভ ঘটেছে মাত্র গত এক শতাব্দীর মধ্যে। ডকুমেন্টেশন প্রথাগার বিজ্ঞানের সম্প্রদায়িত্ব ক্ষেত্র। গত কয়েক বছরের মধ্যে ডকুমেন্টেশন বৃত্তির পথে প্রথাগারিকতাকে এক পরিণত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। এই কারণটি একান্তই সহজাত।

৩২. ঐতিহাসিক কারণ

বৃত্তির পথে প্রথাগারিকতার পরিণত রূপলাভ বিলম্বিত হওয়ার কারণটি ঐতিহাসিক। মাত্র একশ বছর আগেও বিশ্ব ছিল বই ও সামগ্র্য কয়েকটি সামগ্রিক পথে অভিব্যক্ত এবং ভাবেরই অসীম। শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্য; ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিধি বাড়তে চান এমন পণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল আরও সামান্য। এই অবস্থায়, যে কোন

পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেই ছিলেন নিজেসব সাহায্যকারী ; তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং তাঁর সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য তিনি প্রত্যাশা করেন নি । তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থের প্রত্যেকটিকে জানতেন ; তিনি জানতেন কখন কোনটি প্রয়োজন ; এবং তিনি আরও জানতেন কিভাবে কোনটি পাওয়া যাবে । এই ছিল পরিস্থিতি, কারণ একদিকে পাঠক অপরদিকে গ্রন্থ, উভয়েরই সংখ্যা ছিল সামান্য । যতদিন পরিস্থিতি এরকম ছিল, ততদিন বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার বিকাশের কোন সুযোগই ছিল না ।

৩৩ সার্বজনীন শিক্ষা

কিন্তু শতাব্দী পূর্বে, সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে । সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবাণ আগ্রহ বৃদ্ধি পেল । এই আগ্রহ কেবল ধাঁচা নিজেসবই নিজেসব সাহায্যকারী এমন উচ্চতর পর্দারের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইল না । জ্ঞতবাণ প্রয়োজন হল একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির—পুত্রোচিতের মত যিনি গ্রন্থের সাথে পাঠকের সংযোগ সাধন করবেন ; অবশ্যই আধুনিক ধর্মীর তও পুত্রোচিত, যে ভগবানের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করে, তার মত একজন নয় । গ্রন্থ ও পাঠকের সংযোগ সাধনে যিনি মধ্যস্থ ব্যক্তি তিনিই গ্রন্থাগারিক ; তিনি নিষ্ঠাবান ধর্মীর পুত্রোচিতের মত । এইভাবেই শতাব্দী পূর্বে বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতার প্রথম বিকাশ শুরু হয় ।

৪ বৃত্তি-পূর্ব যুগ—এক সংরক্ষণ

এর হতে পারে—এর আগেও কি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির পর্দারে উন্নীত হয় নি ? না, শতাব্দীপূর্বে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির পর্দারে উন্নীত ছিল না । সে সময়ে ধাঁচা ছিলেন তাঁদের কাজ ছিল গ্রন্থ সংরক্ষণ ; গ্রন্থগুলি কেবলমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই পাঠের অধিকার ছিল । সে যুগে গ্রন্থের কাজের যদি কোন বিশিষ্টতা আছে বোঝে বাক্যে, তা ছিল কীটপতঙ্গ, ছত্রাক, আগুন ও জলের হাত থেকে গ্রন্থগুলিকে বাঁচাবার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের মতো ; এবং গ্রন্থ বাতে গ্রন্থাগারের বাইরে না যায় তার ক্ষমতা সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মতো ।

৫ বৃত্তির উন্মোচন

শতাব্দী পূর্বে অবস্থা পরিবর্তন ঘটল । এ ঘটনা সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার শুরু হবার পরিণতি । জনগণকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগারিক উপলব্ধি করলেন ; সাধারণ ব্যক্তিকে তার বিষয় সম্বন্ধীয় চাহিদার যোগান দেওয়ার দায়িত্ব সে গ্রহণ করল । এ চাহিদা সাধারণভাবে আলোচিত অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ব্যাপ্তির বিষয়ের উপর । ফলে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এমন একজন ব্যক্তির উপর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, যিনি দরওয়ান বা কেরানী বা বোকে সম্পূর্ণ আলাদা । তখন ধাঁচা গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিলেন, বাক্য পরিবেশনার ক্ষমতা তাঁরা নিজস্ব কিছু বিশেষ গ্রন্থ উন্মোচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ

করলেন। এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন চার্লস অ্যান্ডী কাটার, মেলভিল ডিউই, ও জেমস ডাক্স ব্রাউন। প্রতিরূপে প্রজ্ঞাপারিকতার উদ্যোগ তাঁরাই নিয়ে এলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ঘটল এই ঘটনা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ব্যাপ্তির বিবরণগুলি সংক্ষেপে পণ্ডিতবাক্যে তখনও নিজেরাই নিজেদের সাহায্যকারী হয়ে গেলেন। এইভাবে প্রজ্ঞাপারিকতা সাধারণ পাঠকে চাহিদা পূরণের মাঝে সীমিত হইল। শতাব্দীর পূর্ব শতাব্দী নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে অভ্যস্ত পণ্ডিতবাক্য—অর্থাৎ, বিশেষজ্ঞ পাঠক—আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা ছাড়া আর কেউ তাঁদের সাহায্য করতে পারে না।

১) একটি অভিজ্ঞতা

১৯৪৬ খৃস্টাব্দের কথা। তখন আমি এলাহাবাদে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দামনে ভাষণ দিচ্ছি। বিশেষজ্ঞদের এই বিশ্বাসের কথাই তখন বলছি। বক্তব্যটি ঘোড়ের উপর এইভাবেই উপস্থিত করি : এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় নিম্নেই বিষয়টি নিজে নিজে প্রবর্তিত হতে শুরু করে করার মত পূর্ণাঙ্গ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বা গবেষকের নেই। তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর যা কিছু ছাপা হয়েছে তার সবকিছু জানার কল্পনা করাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সুতরাং প্রজ্ঞাপারিকের সহযোগিতা ও পরীবেশনা তাদের গ্রহণ করা উচিত। একজন গ্রন্থী অধ্যাপক শুধু আপত্তি জানালেন; বললেন “যে কাজ আমাদের নিজেদের কাছেই কষ্টসাধ্য, সে কাজে একজন প্রজ্ঞাপারিক কি করে একজন বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করতে পারে?” তার কে এস কৃপাণ তখন সেখানে অধ্যাপক। তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। যৌবনে হলে এ ঘটনার উল্লেখ করতাম না, কারণ ঘটনাটি আমারকে কেন্দ্র করে; কিন্তু আজ আর আমার কোন উচ্চতর পদ, খ্যাতি বা ঐ ধরনের কিছু পাবার বাসনা নেই। সুতরাং ঘটনাটি বলছি। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার কে এস কৃপাণ বললেন যে, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে সারেন্স কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। অধিবেশন বসেছে রেডিক্যাল কলেজে; আলোচনা চলছে জানেও তরক প্রান্তে লক্ষ বিগল্ট উদ্ভূত একটি বিষয়ের উপর। কিন্তু সবাই সে সংক্ষেপে অবস্থিত নন। ঐ বিষয়ের উপর নতুন যে সব কাজ চলছে তাহা সে সংক্ষেপে ওয়াকিবহাল নন। তার কে এস কৃপাণ তা আঁচ করেছেন। তিনি সত্যাপত্তি তার নিম্নে দায়নকে বললেন, বক্তব্য তিনি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে কিয়ে না আসেন ততক্ষণ কোনরকমে সত্য চাপিয়ে বেতে। আমাদের কাছে এসে বললেন “সারেন্স কংগ্রেসে আলোচ্য এই বিষয়টির উপর সর্বশেষ তথ্যাদি কি আছে?” পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিম্নে একটি তথ্য। আমাদের স্মৃতিকরণ পদ্ধতি—অর্থাৎ, তত্ত্বমোটন পদ্ধতি (অবশ্য তখনও আমরা তত্ত্বমোটন পদ্ধতি ব্যবহার করিনি)—এ প্রস্তর জবাব বিতে সক্ষম হোল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা সাম্প্রতিক কয়েকটি সাময়িক পত্রের সম্বন্ধে দিল্লি দিয়ে দিল্লি; তার কৃপাণ সেগুলি রেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলেন। এলাহাবাদের সেই সত্য তিনি

ঘটনাটি বললেন। কিন্তু এতে প্রাচীন অধ্যাপকের দিবাশ জন্মান সম্ভব হ'ল কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু কেউ কেউ দিবাশ ক'লেন। এতাব্যেই তখনকার দিনে গ্রন্থাগারিকের এই নতুন কাজ স্বীকৃতি পায় নি।

৬ বিশেষজ্ঞদের মনোভাবের পরিবর্তন

কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞরা ক্রমশঃ বেশী করে অগ্রভাব করলেন যে, লিপিভিত্তিক সব কিছু জানার দায়িত্ব নিজেদের উপর নেওয়া সম্ভব নয়; সত্ত্ব প্রকাশিত গ্রন্থের বস্তুর ভাষা নিরক্ষিত; এবং গবেষণা শক্তি অসুস্থ বাধতে চলে গ্রন্থাগারিকদের সময় ব্যয় ভাষার শব্দে অপব্যয়। প্রথমদিকে বিশেষজ্ঞদেরই কেউ কেউ শুধু মাত্র গ্রন্থাগারিকদের কাজে ব্যাপৃত হলেন। ভাবপথ ক্রমশঃ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এতেও গবেষণা শক্তির অপচয় ঘটছে; এবং একাজে দক্ষতা বিশেষ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। গত কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষজ্ঞরা যেনে নিচ্ছেন যে গ্রন্থাগারিকদের কাজে এক নতুন বৃত্তির প্রয়োজন। দেখা গেল, বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনে দুই গ্রন্থাগারিকদের কাজে নিজেকে প্রস্তুত রেখে চলেছে। এইভাবে গ্রন্থাগারিকতা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার কাজে অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

৭ বৃত্তির পরিণত অবস্থা

এইভাবে গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ব সংযোজিত হল। এর কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হল। দেখা গেল গ্রন্থাগারিকদের কাজ সঠিক, সম্পূর্ণ ও সমস্ত সম্ভাবনের উদ্দেশ্যে, জানের তরঙ্গ প্রাচ্যে উদ্ভূত বিবর্তনাজিৎ হৃৎ ও যথার্থ বিশ্লেষণের কাজে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্ভাবিত গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের সমস্ত প্রযুক্তি ও সাধনী তেমন কার্যকরী নয়। অতএব ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও সাধনীগুলির উন্নতি সাধনে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে; উদ্দেশ্য বাতে করে সত্ত্ব-উদ্ভূত হৃৎ বা হৃৎভিত্তিক যে কোন বিবর্তকে বের করে বার প্রয়োজন তার কাছে উপস্থিত করা যায়। নতুন দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠা সত্ত্ব গ্রন্থাগারিকতা আজ আপন বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছে। এই গবেষণা পরীক্ষাভিত্তিক। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের মূল হৃৎগুলি নিবদ্ধিত এবং ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সেগুলির ব্যাখ্যা একটি বই-এর অঙ্গীভূত হবার কলেই এই তত্ত্বভিত্তিক গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। গবেষণার পথে এই বৃত্তি আজও তার অগ্রগমনের অধঃপথও অতিক্রম করে নি। কিন্তু গত এক বা দুই দশকের অবদান থেকে দুইই মূল্যবান ফল পাওয়া গেছে। এই সব কলাকল যে মূল্যবান তার অন্ততম স্বীকৃতি বিজ্ঞানীরা এমন কি সমাজবিজ্ঞানীরাও অজঃ গ্রন্থাগারিকতার পরিবেশনার সুযোগ নেওয়ায় সুবিধা বুঝতে পারছেন। গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানে গবেষণাই বৃত্তির পথে গ্রন্থাগারিকতাকে পরিণত অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এখন তার এগিয়ে যাবার পালা।

Emergence of library profession (Musings on Library Science I)

—by Dr S R Ranganathan

সাময়িকী

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়ভাবী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সাময়িকী সঙ্কলন : বিচিত্ররূপ

সাময়িক পত্র-পত্রিকা সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারেই বিশিষ্ট এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রন্থাগারের সাময়িকী বিভাগের সংগঠন এবং পরিচালনার ব্যাপারটা গ্রন্থাগার পরিচালকের দ্বাড়ে প্রায়ই হৃদয়ের মতো চেপে বলে। নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এবং হুই ব্যবস্থাপনার অস্তাব ঘটলে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পঙ্গু হয়ে পড়ে। উদ্বেগ বার্ষ হয়। জ্ঞানদাময়ী ও তথ্যসম্পদের ব্যাপ্তি তথা সহজলভ্যতা ব্যাহত হয়। বিদ্যাক্ষেত্রে পুস্তকের চেয়েও পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বেশি। কেননা, আধুনিকতম চিন্তাব্যবস্থা এবং/অথবা প্রাচীনতম ঐতিহ্য-ইতিহাসের হৃদয়গুলি পুস্তকাকারে রূপ নেবার আগে প্রবন্ধাকারে নানাবিধ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এমন কি, অনেকক্ষেত্রে বই হয়ে আর বেরোয় না,—সাময়িকীতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। হুতরাং গবেষণা বা বিশেষ কোনো জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে সাময়িকী অপরিহার্য। কিন্তু বিশাল এর পরিধি এবং বিচিত্র প্রকাশনাবস্থা। তাই কোনো সহজ সন্ধানই না থাকলে বিশেষ কোনো একমুখের পক্ষে জ্ঞানসম্পদের সঙ্গে ভাল রেখে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ প্রবন্ধ শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট বিষয়-সংক্রান্ত সাময়িকীতেই প্রকাশিত হয় তাই নয়, সাধারণ পত্রিকাতেও এ ধরনের প্রবন্ধ দেখা যায়। সাময়িকী সমূহের মধ্যে তাই যদি কেউ দিলেহারা বোধ করেন তাহলে বিষয়ের কিছুই নেই। হুতরাং কেবলমাত্র সাময়িকী সংরক্ষণেই আম্রকাল কোনো গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে বা নিশ্চিত থাকতে পারেন না। প্রবন্ধ-সম্ভার নানাবিধ উপায়ে গবেষকদের গোচরে আনার চেষ্টা করতে হয়।

সাময়িকীর সংবাদ-সম্ভারে এই বৈশিষ্ট্যের দিক যেমন, তেমনি অন্তরিক আছে এর পরিচালনার সমস্যা, পত্রিকাধি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা, বার-বরাদ্দ—যেটা যতাবতই ক্রমবর্ধমান, অথচ বৈচিত্র্য। পূর্ব-পরিকল্পিত না থাকলে অনেকাংশে জটিলতার সৃষ্টি করে। আরেকটা সনাতন অহুবিধা—গ্রন্থাগারিক ছাড়া কর্তৃপক্ষের আর কেউ তেমনভাবে এদিকটা উপলব্ধি করেন না। ফলে প্রায়ই দেখা যায় সাময়িকীর জুপ জমে যাচ্ছে অথচ তা হুইভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই সব দিক লক্ষ্য রেখে ভেবে-চিন্তে গ্রন্থাগারিক সাময়িকী বিভাগ সামান্য এবং গড়ে তোলেন।

সাময়িকী কাকে বলে? যেসব প্রকাশন ধারাবাহিকতা রাখা করে চলে তাই সাময়িকী। এই ধারাবাহিকতা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হুতে পারে, বিধর বিশেষে সীমাবদ্ধ হুতে পারে। কিন্তু কোনো চলতি পরিকল্পনার অংশ বা অঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত হুওয়া।

ସରକାର । ଏତଦ୍ଦ ବଟ—ତା ମେ ବଡ଼ ଖଡ଼େ ଏବଂ ସତ୍ତବିନ ଧରେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନା କେନ, ତାଙ୍କେ ସାମୟିକୀ ବଳା ଯାବେ ନା । କେନନା ମେ ସମଗ୍ରତା ବଞ୍ଚାୟ ଯାଏ । ନିଃସେବିତ ହବାର ମର ନୁତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ନୁତନ ମନ୍ତବ୍ୟେ ଆଦ୍ୟପ୍ରକାଶ କରେ । ଅମର ମକେ ସାମିକୀ ବା ସାମିକୀଗୁଣି ଆମାତ ନୁହେଁତେ ମରାଗ୍ର ବଳେ ରନେ ହଲେତ କାଳେର ଧାରାୟ ତା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ । ଏର ମନ୍ତବ୍ୟ ହର ନା । ତାହି ନାହିଁକ୍ରୋଡ଼ିତାୟ ଜାତୀୟ କୋଷଗ୍ରହାଦି ସାମୟିକୀ ନର, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟମତାୟ ବା ଲୋକ ଗବନାଏ ବିସ୍ତୃତିକେ ସାମୟିକୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦେ ଫେଲତେ ପାରି ।

କତ ଚକ୍ର ଚୋରାର ସାମୟିକୀର ପ୍ରକାଶ ତାତ୍ ଏତଟା ହିସେବ ନେତ୍ରାୟ ହାକ । ନିରାସିତ ପ୍ରକାଶକ୍ରମେ ସାମୟିକୀ ବଳତେ ଆଛେ ଦୈନିକ ସଂବାଦକ୍ଷେତ୍ର ; ସାମ୍ବାଦିକ, ଅର୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକ, ପାଳିକ ମତ୍ର-ମତ୍ରିକା ; ସାମିକ, ସିଦ୍ଧାମିକ, ହିନ୍ଦୁସାମିକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାମିକ ମତ୍ରିକା ; ସାମିକ ବା ସମ୍ପାଦକ, ମତ୍ରିକା । ଆନିରାସିତକ୍ରମେ ପ୍ରକାଶିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦେ ମାଟ—ମତା, ମାମିତି, ମାୟାଦିର ପ୍ରତିବେଦନ ; ମରକାରୀ ବିସ୍ତୃତି ; ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସାମିକାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ଧାରା ବିବରଣୀ ; ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେର ଏବଂ ମିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ନାମାବିଧି କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିବରଣାଦି ; ସାମକ (souvenirs) ଏବଂ ମାମିକା (pamphlets) ।

ସଂଗ୍ରହ : ମାମିତି ଓ ମାମିତି

ସାମୟିକୀ ସାମୟିକୀ ନିରେ ବିଚାରେର ମ୍ରମେସି ଏତଳି ସଂଗ୍ରହେର କଥା ଗୁଡ଼େ । ମତ୍ର-ମତ୍ରିକାଦି ମାମିତିତ ହର ତିନିଟି ଉପାୟେ ; ଗ୍ରାହକ-ଜାଣା ଦିରେ, ବିନିମୟ ମ୍ରମାୟ ଏବଂ ଉପହାର ହିସେବେ ମେରେ । ଗ୍ରାହାଗାରେର ବିଶେଷ ଅହୁସାରୀ ସଂଗ୍ରହେର ମାମିତି ବିର କରତେ ହର । ଜନ-ସାଧାରଣେର ଗ୍ରାହାଗାରେ ସେ ଚକ୍ର ସଂଗ୍ରହ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରେର ସଂଗ୍ରହ ତାର ସେକେ ଆମାୟା । ଜନସାଧାରଣେର ଗ୍ରାହାଗାର ହଲେଇ ସେ ତାଙ୍କେ ମତ୍ରିକା ଚାଷତେ ହେବେ ତାର କୋନୋ କଥା ନେଇ । ତାମା ମତ୍ରବତ ହର ନା । ସାମିକ ଏବଂ ମାମିକ୍ଷଣେର ଦିକ ବିବେଚନା କରତେ ହର । ସାଧାରଣତାବେ ଏହି ମାମିତି ଚଳତେ ମାରେ ସେ, ଗ୍ରାହାଗାର ସେ ଏକାକାର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାର ମାମିକ ମେସି ସେ ସରନେର, ସେହି ଦିକେ ମାୟା ସେସେ ସଂଗ୍ରହ କରା ଉଡ଼ିତ । ଏର ଆତିରିକ ମତ୍ରିକା ଧାରା ମଡ଼ତେ ଚାହିବେନ ଡାମା ଅତ୍ର ଗ୍ରାହାଗାରେର ମ୍ରମ ନେବେନ । ମାୟା ମାୟା କରଲେ ସାମୟିକୀ କ୍ରମିତ ହର ମଡ଼େ । ସାଧାରଣ ବା ଜନ-ଗ୍ରାହାଗାରଗୁଣି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସବ ସାମୟିକୀ ଚାଷବେ ସେଗୁଣି ସାଧାରଣ ମତ୍ରିକା, ସର୍ବାମିତି ବାର ସରନ—କୋନୋ ବିସର ବିଶେବେ ନିମିତି ନର । କିନ୍ତୁ ସାମିକ ଇତିହାସ ବା ସାମିକ ବିଶେଷ ସଂଜ୍ଞାତ ସାମୟିକୀ ମେଲେ ତାବେର ସଂଗ୍ରହକ୍ରମ ଧାକବେ । ସେବନ, କୋନୋ ମିକା ବା ସାମିକା ଏକାକାର ଗ୍ରାହାଗାର ତତ୍ତ୍ୱସଂଜ୍ଞାତ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମତ୍ର-ମତ୍ରିକା ସଂଗ୍ରହେ ଚାଷତେ ମାରେନ । ତାମିତି କୋନୋ ସାମୟିକୀ ଧାକଲେ ତାର ଓ ଗ୍ରାହକ ହଠାତ୍ ସରକାର ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମିକାୟାତନଗୁଣି ନିଜ ନିଜ ମାମିତିକ୍ରମ ଓ ବିସୟାହୁଲ ମତ୍ର-ମତ୍ରିକା ସାମୟିକୀ ମାୟା ନିରେ କାଜ କାୟାବାର କରେନ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଗ୍ରାହାଗାରଗୁଣି ତାବେର ନିମିତି ମ୍ରମାୟା ନିରେ ନିରାଚନ ପ୍ରକାର ତେରି କରବେନ, ଏକଥା ବଳାୟ ବାହା । ବିଶେଷ ଗ୍ରାହାଗାର

সাময়িকী সংগ্রহের খরচের একটা আভাস দেওয়া যায় বিলিতি হিসেবে। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটল শহরের সাধারণ গ্রন্থাগার এটি তৈরী করেছিল। কোনো একটি পত্রিকার দাম ধরা যাক ২ শিলিং। বিশেষতঃ যৎসময় রাখতে হয়, (এবেশেও হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দরকার), এই তাল খসড়া সাফল্যে সাংসদিক ১৪০ পাউণ্ড। আলোর খরচ ৭৫ পাউণ্ড। পত্রিকার ও সজ্জার খরচ ১৮০ পাউণ্ড। কর্মীদের বেতনাদি বাবদ ৪০০ পাউণ্ড। বাড়িভাড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ৭৫০ পাউণ্ড। হাডাল গিয়ে সর্বমোট ১৭৫০ পাউণ্ড। অর্থাৎ একটি পত্রিকার জন্য মক-মজুতি খরচের তাল পড়ে লগ্না দুই শিলিংের মতো। পত্রিকা সাধারণতঃ বইয়ের চেয়ে আকারে বড় হয়, বাধানোর পর মোটাও হয়ে যায়। এমনকি প্রত্যেকটির খাতে বাড়তি মক-মজুতি খরচ ধরা যেতে পারে তিন শেনি করে। এবং বোঝাই খরচ আশান্বিত পক্ষে ২৫ শিলিং। বাড়ল বছরে আরো বেড়ে পাউণ্ড মতো। তাহলে, সব রপ্তানির খরচ জড়িয়ে প্রতি খণ্ড বাবদ বছরে লগ্না চার পাউণ্ডের মতো পড়ে। আবারের বেশেও এর চেয়ে বিশেষ উন্নি-বিশ হবার কিছু কি কারণ আছে ?

সংগঠন ও পরিচালনা

সাময়িকী বিভাগ অবশ্য সব গ্রন্থাগারেই বস্ত্র ককে রাখা উচিত। কার্যত তা না রাখলে চলবে না। সাময়িকীর ধরন-ধারন বইয়ের সঙ্গে মিলে মিলে এত পরিচালনার আবশ্যিক সাম-সরঞ্জাম আলাদা করে রাখা ভাল। হিসেব থেকে শুরু করে প্রযুক্তি-প্রকল্প পর্যন্ত।

সাময়িকীর জন্য বস্ত্র বিভাগ থাকলে এর নির্ণয় (reference service) সুবিন্যস্তভাবে গড়ে তুলবার সুবিধে হয়, প্রচলন-পরিচালনা (circulation system) সুসম্পন্ন করা যায় এবং বণিষ্ঠাঙ্গনেও স্বাভাবিক রেখে পূর্ণাঙ্গ করে সাজানো সম্ভব হয়। সাধারণত ছোটখাট জন-গ্রন্থাগারে বা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে এক বা একাধিক পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগটি কাজ করে। এবং কেবলমাত্র চলতি সংখ্যাগুলিই এর স্বাভাবিক থাকে। বছর শেষ হলে অথবা কোনো খণ্ড পুঁজলে পত্রিকাগুলি বাছিরে বইয়েরই মতো বুল সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ক'রে রাখা হয়। পত্রপত্রিকা সাধারণত পড়বার জন্য গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। কেননা, কোনো খণ্ড হাবিরে গেলে পুনরায় সেটি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এমনকি সমগ্রভাবে সাময়িকীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা ভাল। পত্রিকা পাঠকের গোচরীভূত করার জন্য সুসম্পন্নভাবে বই পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা দরকার। নতুন প্রচলনের সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া তুচ্ছ হয়। বাধানোর আগে পর্যন্ত এগুলিকে বদানিষ্ট প্রাথমিকভাবে রাখা যায় না বলে বিশিষ্ট কোনো ধারা অনুসরণ করে সাজিয়ে রাখতে হয়। এই ধারা বিবরণস্বরূপ হতে পারে, বর্ণানুক্রমিক হতে পারে। সাধারণের সুবিধের জন্য বর্ণানুক্রমে সাজানোই

ভাল। সাময়িকী বিভাগের নানারকম আসবাব বা মক থাকে। স্বল্প পরিমাণে অধিক পত্রপত্রিকা রাখার জন্য খোপযুক্ত বাকবিশিষ্ট মকই উপযুক্ত। এর একেকটি খোপে এক বা একাধিক পত্রিকাও রাখা যায়। এগুলির উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি হ'লে বায়বাহিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র চলতি সংখ্যা নয়, সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিও সংরক্ষণে রাখা সঙ্গত। শুধিবে রাখার জন্য আরেক ধরনের মক আছে, — চোপের সামনে দূরীত থাকে চলতি সংখ্যাটি আর পিছনে রাখা থাকে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি। এর নিচেও তাকে বাবিকী বা বর্ষপত্রী রাখারও ব্যবস্থা থাকে।

সাময়িকীর আকার বড় হয় বলে বীধানোর পর রাখার জন্য বড় মাপের তাক-বিশিষ্ট মকের প্রয়োজন। এর উচ্চতাও বেশি না হয়ে মাত্র প্রমাণ, অর্থাৎ ৬' ফুট আদ্যাক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা না হলে তারি তারি পত্রিকার খণ্ডগুলি ঠানানো নামানো বেমন দুকর হয় তেমনি ছিঁড়েখুঁড়ে রাখারও সম্ভাবনা থাকে। দৈনিক পত্রিকার জন্য স্বল্পতরনের মক প্রয়োজন। এগুলো খাড়া করে রাখলে রাখার নামানো আর তুলে রাখা বেমন অসুবিধাজনক তেমনি দুমড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই একটার পর আরেকটা করে লাগিয়ে তইয়ে রাখতে হয়। এজন্য চওড়া ও দীর্ঘ অথচ কম উচ্চতার খোপওয়াল মক প্রয়োজন।

সাময়িকী মজুতির জন্য কতটা জায়গা লাগে তার একটা হিসেব নেওয়া যায়। প্রথাগারিক কখন পরিচরনা করবেন তখন আপাত্তি কুড়ি বছরে মতো হিসেব করে কাজে হাত দিলেই চলতে পারে। একেকটি বীধানো খণ্ড যদি গড়পড়তা তিন ইঞ্চি চওড়া বলে ধরে নেওয়া যায়, এবং প্রতিমক মক যদি পাঁচটি করে তাক থাকে তাহলে বছরে প্রতি তাকার খণ্ডের জন্য সাফল্যে তিন হাজার ইঞ্চি, অর্থাৎ ২৫০ ফুট জায়গা দরকার। একেকটি মক যদি তিন ফুট চওড়া হয় তাহলে ৮৫টি মক প্রয়োজন। যদি দু'মুখো মক হয়—তুই দিকে সংগ্রহ রাখাই ভাল—তাহলে বছরে এক হাজার খণ্ড সাময়িকীর জন্য ৮৫টি মক লাগছে। কুড়ি বছরে ১৭০০ টি। প্রতিমকটি মকের মাঝখানে তিন ফুট করে ব্যবধান রাখা উচিত। তাহলে মোট জায়গা লাগে ২৭০০ বর্গফুট। অর্থাৎ প্রতি খণ্ডের জন্য তিন বর্গফুট। বীধানো সাময়িকীর সঙ্গে যদি চলতি সংখ্যাগুলিও রাখা যায় তাহলে হাজার প্রতি স্বল্পতরনের তিন হাজার বর্গফুট জায়গা দরকার।

নথীভুক্তি ও সূচী

সাময়িকীর নথীভুক্তি নিয়ে কিছু লমস্তার সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকাগুলি ঠিকমতো এনে পৌছোচ্ছে কিনা, কোনগুলির জন্য আরক চিঠি পাঠাতে চবে, কখন কোন পত্রিকার টাফা কুড়িয়ে যাচ্ছে, কখন কোন গুরু বীধানো হবে,—এই সব নানান দিকে নজর রাখতে হয়। তালিকাভুক্তির কাজ বিভিন্ন। সাময়িকীর মূল্য প্রায়ই পরিবর্তিত হয়, আকারেরও পার্থক্য হয়, প্রকাশকালের বা প্রকাশকালের বিভিন্ন দায় থাকে,—

কতক পত্রিকার তো নির্ধারিত কোনো প্রকাশক্রমও থাকে না। বিভিন্ন দূর পক্ষে পত্রিকা আসে বলেও কিছু অটলভাব দৃষ্টি হয়। এর উপরে ভবিষ্যতে আরো বেশব পত্রপত্রিকা আগতে পারে তার অন্তর্ভুক্তির কথাও আগেভাগে ভেবে রাখতে হয়।

তালিকার জন্ত বাধানো খাতা অথবা অলপ-পত্রের খাতা রাখা যেতে পারে। আর রাখা যেতে পারে পত্রক বা কাকত তালিকা। লিপিবদ্ধ করতে হয় পত্রিকার নাম (কখনো বা সম্পাদকের নামও, প্রয়োজন বা গুরুত্ব বুঝে), প্রকাশক্রম, প্রাপ্তির দূর, বৎসরভাগ, প্রথম সংখ্যাও তারিখ, চাঁদার হার, এবং পত্রাক্রমে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার উল্লেখ। বাধানো খাতার তালিকা রাখার একটা অসুবিধা এই যে কোনো নির্দিষ্ট সাময়িকীর উল্লেখ পরস্পরার কতগুলি পাতা লাগবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখা সম্ভব হয় না। তাই পাতা ফুরিয়ে গেলে 'অনুক পাতার প্রটীক' জাতীয় নির্দেশ, অথবা একটা দৃষ্টান্ত-মাধ্যমে পত্রনির্দেশের অবস্থিকর পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। আবার যখন কোনো নূতন সাময়িকীর নাম বোঝা করতে হয় তখন এই পরস্পরাক্রম উলটো-পাল্টা হয়ে যায়। অলপ-পত্রের খাতার এই অসুবিধা থাকে না। একটা পাতা শেষ হলে আরেকটা পাতা বোঝা করে নেওয়া সম্ভব হয়। নূতন কোনো পত্রিকার বেলাতেও আরগা মতো পাতা ভরে নিলেই চলে। তবে এই দুই ক্ষেত্রেই প্রধান অসুবিধার দিক হল, বাওবার খাতা টেনে বার করা আর খোলা ও বন্ধ করার প্রযাট। ক্লান্তিকর, দ্রুত সময় সাপেক্ষও। এবং এভাবে টানাহাফাড়ে ছিঁড়ে গেলে সাময়িকভাবে কাজও অচল হয়ে পড়তে পারে।

পত্রক তালিকার জন্ত ৮"×৬" ইঞ্চি অথবা ৬"×৪" ইঞ্চি মাপের পত্রক (card) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কার্যকরী সুবিধা অনেক। অলপ-বয়ল বাস্তব ইচ্ছাবির প্রয়োজনে সহজেই বার করে নেওয়া চলে। নূতন সাময়িকী সংযোজন হলে তার জন্ত নূতন একটি পত্রক ঢুকিয়ে নিলেই হল। এতে খবরের দিকেও কিছু সাম্রণ হয়। সমগ্র সাময়িকী সংগ্রহের হিসেব একই আধারে রাখা যায় বলে কাজেরও সুবিধে হয়। তালিকার খাতা শেষ হয়ে গেলে আরেকটি খাতা তৈরী করতে হয়। এমনই করে খাতার পরে খাতা জমে গেলে নবি ঘাঁটতে পড়িয়ার বাড়ি, অটলভাগ দেখা দেয়। সংগ্রহ বহি প্রচুর হয় তাহলে একটি খাতাতে স্থলোয় না, একাধিক খাতা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, অথবা একটি খাতাতেই লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা বৃহৎব্যস্তন হয়ে পড়ে, নাড়াচাড়া করতেও বেগ পেতে হয়। বিহ পত্রক তালিকার একটি বান্ধের মধ্যেই তাৎসং সংগ্রহের হিসেব থাকে বলে এহ জাতীয় বাধার দৃষ্টি হয় না। পত্রকজ্ঞ নিজে নিজে ব্যবহারিক সুবিধে অসুবিধা সাজিয়ে রাখা যায় বলে বিশেষ বিশেষ কাজের পক্ষেও অসুস্থল হতে পারে। খাতার ক্ষেত্রে সে সুবিধে নেই। পত্রকতালিকা বর্ণাক্রম, বিবরণানুসারে, প্রকাশক্রম অসুবিধা অথবা অন্য যে কোনো যকম পদ্ধতিতে সম্বন্ধ করে রাখা সম্ভব। এই বিন্যাসের মধ্যে আবার প্রয়োজন মতো স্বতন্ত্র নির্দেশকও রাখা যেতে

পারে। যেমন, ভালিকা যদি প্রকাশের ক্রম ধরে সাজানো হয় তাহলে সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি অল্পক্ৰমে নির্দেশক পত্রক থাকতে পারে। আবার যদি কেউ প্রান্তির তদ্বিধ ধরে সাজান তাহলে মাসিকের ক্ষেত্রে মাদি অল্পক্ৰমে বা সাপ্তাহিকের দ্বার অল্পক্ৰমী অল্পক্ৰমবদ্ধ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সমগ্র বিন্যাসটাই আওতার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়।

সামগ্রিকী স্টাটীপত্রকের সঙ্গে পুস্তকস্টাটীপত্রকের মিল বেশি নেই। পুস্তকস্টাটীকে স্থিতিশীল (static) এবং সামগ্রিকী স্টাটীকে গতিশীল (dynamic) বলা যেতে পারে। পুস্তকস্টাটীপত্রক একবার তৈরী হলেই কাজ শেষ হয়, তার মধ্যে আর অঙ্গল-বঙ্গল অথবা নতুন মালমসলা ঢোকাবার কিছু থাকে না। সামগ্রিকীস্টাটীপত্রকের বেলায় হুতদিন পত্রিকার আত্ম তত্ত্বদিন এই কাজ চলতে থাকে। শুধু নতুন সংখ্যা বা সম্পাদক বদল বা থাকারের ইত্যবস্থাসমূহই নয়, মূল নামেরও পরিবর্তন হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, পুস্তক স্টাটী পত্রকের বিবরণ লেখা হয় প্রথম সংস্করণ ধরে, সামগ্রিকীর কাজ বহুলাংশেই সর্বশেষ খণ্ড নিয়ে। তৃতীয়ত, বইয়ের বেলায় সম্পাদক লেখকেরই অনুরূপ প্রধান স্থান নেন, সামগ্রিকীতে তার উল্লেখ গৌণ। কেবলমাত্র বৌদ্ধ-স্টাটীকরণ অথবা অন্যান্য বিশেষ বিষয়সমূহ পত্রকের বেলাতেই উল্লেখের কিছুটা মিল দেখতে পাই।

বীধাই

সামগ্রিকী বীধানোর ব্যাপারে প্রথমেই ছোটখাট কতকগুলি সমস্তার সমাধান প্রয়োজন। সবাত্রে পত্রিকার বিশেষত্ব এবং গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন কোনো গ্রন্থাগারই বোধহয় নেই যেখানে তাৎক্ষণিক পত্রিকা বরাবরকার মতো সমস্ত রাখার দরকার হয়। যেগুলি বরাবর থাকবে সেগুলিকে পোস্ত করে বীধিয়ে রাখাই উচিত। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই সমস্তা হয় মলাট ও বিজ্ঞাপন সমেত বীধানো হবে কিনা। কেননা, সাধারণ পাঠকের কাছে এগুলি মূল্যহীন হলেও বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির পক্ষে অনেক বিজ্ঞাপনের সম্ভূতি বৈশিষ্ট্য থাকে। অর্থাৎ এই বাড়তি পাতা সমেত বীধানো হলে পত্রিকার আরম্ভের অকারণে বেড়ে যায়, ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়, অস্বস্তির এবং অপ্রাণনিক বস্তুর ভিত্তি বিশেষতঃ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষে এবং আশাধের যেখানে এমন পত্রিকা দেখা যায় তার মধ্যে বিজ্ঞাপনের তার মূল বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে ওঠে। সেজন্য যেসব সংস্কার গ্রন্থাগার বিজ্ঞাপন সংরক্ষণের প্রয়োজন মনে করে তাড়াতাড়ি তাৎক্ষণিক বিজ্ঞাপন না রেখে বছরের প্রথম, শেষ ও মধ্যবর্তী সংখ্যার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন অক্ষত করবে নিজেই কাজ চালাতে পারে, কেননা দেখা যায় যে একই বিজ্ঞাপন সাধারণত বেশ কিছু সংখ্যা ধরে প্রকাশিত হয়। মলাট রাখা বা না রাখা সম্পর্কে অনেক কারণেই বিবেচনা করে দেখতে হয়। তবে আমকাল বহু পত্রিকাই মূল ঘটনাক্রমের মধ্যেই বিজ্ঞাপন সূত্রিত করে থাকে। সেক্ষেত্রে আত্ম কথবার কিছু থাকে না। বিজ্ঞাপ্তি সূত্রণের

এই অভ্যাস প্রশংসনীয় নয়, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার পক্ষে। এর কোনো অংশ কখনো মাইক্রো-নকল করতে হলে এজাতীয় অবাস্তব সঙ্ঘাত জটিলতার সৃষ্টি করে।

প্রতি বছরের সব ক'টি সংখ্যা একত্র বাঁধিয়ে নিতে পারলে কাজের সুবিধে হয়। কিন্তু সব পত্রিকা বছর পুরণে বাঁধানো যায়না,—আরতন বড় চহে যায়, ওজনে ভারি হয়। ব্যবহার করতে যেমন বেগ পেতে হয় তেমনি ভাড়াভাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাবারও তর থাকে। মাসিক পত্রিকা ছয় মাসে এক খণ্ড, শাস্ত্রাঙ্কগুলি তিন মাসে এবং দৈনিক সংবাদপত্র দু'মাসের হিসেবে সাধারণত বাঁধানো হয়ে থাকে। দৈনিক সংবাদপত্র মঞ্জুস্ত পুক পাত বা বোর্ড দিয়ে চামড়ার বাগাই হওয়াই উচিত। একেকটি খণ্ড দুই তিন ইঞ্চির বেশি মোটা হলে ব্যবহারের বেলায় যেমন অসুবিধা তেমনি ভাড়াভাড়ি নষ্ট হয়ে বাবার তরও থাকে। এগুলি খড়ি করে রাখাও ঠিক নয়—দুর্ভেদ্য বৈকে ভেঙে যায়। একটার উপরে আরেকটা ঢাপিয়ে শুইয়ে রাখতে হয়। তবে একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাপানো চলবেনা, তার ফলে নিজেদের ওজনে নিজেগাই জখম হয়ে যেতে পারে, কাগজে কাগজে স্টেট বা তত্বর হয়ে বাবার সম্ভাবনা। সংবাদপত্রের পাতাগুলিও টেকসই নয়। তাই বেশিদিন রাখবার প্রয়োজন হলে অল্প কাগজ দিয়ে পাতাগুলি এঁটে, অর্থাৎ laminate করে নিতে পারলে ভাল। প্রথাটা অবশ্য খরচদাপেক। কিন্তু সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করলে এ ছাড়া আর কোনো বোকম উপায়ও নেই। আজকাল অবশ্য মাইক্রোকিন্সিং সাহায্যে 'এ ধরনের মাল-মশলা সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে, এবং তার ফলে রক্ষুতির অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এতে প্রাথমিক খরচ প্রচুর হলেও শেষ পর্যন্ত হঠে হঠে হঠত সেটা অতিরিক্ত বলে মনে হয় না। বাঁধানোর ব্যয় যেমন নেই তেমনি রক্ষুতির খরচও কম। একটি ছোট মাপের তাকেই বেশ কয়েক বছরের সংবাদপত্র প্রতিলিপি এঁটে যায়। কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানও যেমন স্বল্প বিমান সংস্করণ তৈরি করে তেমনি মাইক্রোকিন্সিং সংস্করণ তৈরি করে থাকে।

পুণ্যনো সংবাদপত্র সচরাচর বেশি ব্যবহৃত হয় না বলে এই উপায়ে সংগ্রহ করে রাখা চলতে পারে। কিন্তু অস্ত্রাত্ত পত্র-পত্রিকার বেলায় এতে নানান ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দেয়। সমগ্র সাময়িক পত্রসম্ভার মাইক্রো-ফিল্ম করার মারনকতা নেই। প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ ফোটোষ্টাট করে নেওয়া যেতে পারে। পড়বার সুবিধেও তাতে বেশি। ফোটোষ্টাট রীতাতের সাহায্যে পাঠোৎসাহ এবং কাজ বড় সহজ, পর্দার প্রতিফলিত করে মাইক্রোফিল্ম পাঠ স্তত সহজ নয়। আজকাল আবার এই মাইক্রোফিল্মের দুর্গে সংবাদপত্র বাঁধানোর প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু, সকলের পক্ষে ব্যাখ্যাতা ইত্যাদি নানা কারণে এই চিত্র-প্রতিলিপি রাখা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন ছাড়াও একথা বলতে পারা যায় যে ফোটো-ফিল্ম নকলনবিশী কাজের অস্ত্রও সংবাদপত্র বাঁধিয়ে রাখার ব্যবহার হয়। কেননা, মাইক্রোকিন্সিং থেকে নকল করা যায় না। তাবৎ সংবাদ পত্রো বহি মাইক্রোকিন্সিং সংস্করণ প্রস্তুত করে, অথবা প্রমাণারে

যদি এই চিত্র-প্রতিলিপি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে তবে আর সংবাদপত্র বাধানোর দরকার হবেনা।

পত্রিকা বাঁধাই প্রকল্পের সুবিধা অসুবিধার প্রমুখও কখনো কখনো খতিয়ে বেখতে হয়। বাঁধিরে তাখার বেশব উজ্জল সুবিধের দিক আছে তার ফিরিত্তি সকলেই জানা। সহজে ব্যবহার করা যায়, কোনো বিশেষ সংখ্যা খুঁজে তার কতবে বেগ পেতে হয়না, বুচহো সংখ্যাগুলো হারিয়ে যাবার বা ছিটকে যাবার তর থাকনা, পত্রিকাক্তলি টেকে অনেকদিন, ইত্যাদি। কিন্তু অসুবিধার দিকও আছে। কোনো একজন বখন ব্যবহার করেন তখন অস্ত্রতা বকিত হন, অর্থ্যাৎ কোনো একটি সংখ্যার অস্ত্র সংবদ্ধ অন্যান্য সংখ্যাগুলি আটকে থাকে। আজকালকার গ্রন্থাগার সহযোগের দিনে কোনো সংখ্যা বখন অন্যত্র পাঠাতে হয় তখন তাহলে সেই লকে আরো কয়েকটি সংখ্যাও বক্তাবতই চলে যায়। পাঠাবার খরচও বেশি শড়ে, অখম হয়ে যাবার তরও থাকে। পত্রিকা বাঁধাতে অনেক সময় লাগে বলেও সম্ভান সুজ্ঞাবির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এত সবগুলি দুঃ কহবার কোনো উপায় নেই, বিশেষ বিশেষ সাময়িকীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন বৃক্বে ব্যবহার তারতম্য কহা বেতে পারে।

পত্রিকা অন্য গ্রন্থাগারে যার বেবার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। বিশেষত বেগুলি সাম্প্রতিক সংখ্যা সেগুলির বেলায়। পত্রিকা হাতছাড়া করতে অনেকই নারাজ হন। তাই বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ অংশের আলোকচিত্র-প্রতিলিপি বা ফোটোটিট নকল করিয়ে নেওয়া বেতে পারে। কোনো একটি সংখ্যা ধার দিতে গেলে পুরো একটি খণ্ডই হাতছাড়া হয়ে যার বলে কোনো কোনো গ্রন্থাগার তাবৎ সংখ্যা একত্র না বাঁধিরে সাময়িকতা একটি বাক্সে সেগুলি গুছিরে রাখে—যাতে প্রয়োজনহজো বে কোনো সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে ধার দেওয়া চলে। এই পদ্ধতিতে অবস্ত্র বুচহো সংখ্যা তাখার মূল সময়তার কোনো সমাধান হয় না।

সাময়িকীর মধ্যে বেশব সাময়িকি থাকে সেগুলি অনেকই আলোনা করে সাময়িকি সংগ্রহের সঙ্গে রেখে দেন। এত কলে সাময়িকিের ব্যবহার বিদ্বত্তত্তর হতে পারে। একেত্রে পত্রিকাক্তলির মধ্যে এবং/বা হঠাৎপত্রকে নির্দেশ লিখে রাখা উচিত। কোনো কোনো সাময়িকী—যেমন National Geographic Magazine—বস্ত্রস্তাবেই সাময়িকি লকে দেয়।

কোনো কোনো পত্রিকার ধরনধারন আবার এমন বিভিন্ন হয় যা'র মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বতন্ত্র পত্র নির্দেশে বিভিন্ন গ্রন্থ বাতাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, আতাব গ্রন্থাগারেত 'ব্রহ্মবিদ্যা' (Brahmavidya) পত্রিকা। এগুলির সময়তা বিভিন্ন হকমের। প্রকাশিত হ'য়ে যাবার পর পাতাক্তলি খুঁলে নিরে তিন্ন তিন্ন বই হিপেবে বাঁধিরে তাখাই উদেস্ত। কলে পত্রিকাটিই বৎসগান্তে মূল হয়ে যায়।

কোনো কোনো সাময়িকী কিছুকাল পরেই, অথবা একই বছরের মধ্যে আকাবে

ভাষ্যভাষ্যে ঘটিয়ে থাকে। এগুলি একসঙ্গে বানতে গেলে মূড়িলে পড়তে হয়। কর্মীর সাপ অস্থায়ী স্বতন্ত্র পর্বারে রাখােনো চাড়া উপায় থাকে না।

সঙ্কলনসূত্র, প্রবন্ধসার

সাময়িকীর প্রধান কাজ সমসাময়িক চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের পরিচয়তা রাখা। কিন্তু আজকের দিনে কোনো একজন ব্যক্তি—এমন কি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞানক্ষেত্র অথবা সমগ্র সাময়িকীর সংগ্রহ বা সঙ্কলন রাখা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনা। সুতরাং বিষয়ওজ্ঞাতী ভাবে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ যদি গ'ড়ে তোলা যায় তবে নানান দিক থেকে সুবিধে হতে পারে। অর্থাৎ যৌথ বা সমবায় ভিত্তির পত্তন। এই ব্যবস্থার গ্রন্থাগারগুলির বসন্ত যেমন আয়তাজীত হ'য়ে ওঠেনা, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহও একই গ্রন্থাগারে না হ'লেও একই এলাকার গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়। তবে তাতেও যে সমস্তার পুরোপুরি সমাধান হয় তা নয়। বিভিন্ন বিষয়ের মতো বিভিন্ন ভাষার প্রকাশিত সাময়িকী প্রসঙ্গও আছে, এবং এর জন্য অস্থানবন্ধের সাহায্য প্রয়োজন। তাহলে যৌথভাবে অস্থানবন্ধ নিয়োগের কথা ভাবতে হয়। ঐতিহ্যত, বহুতর পর বহুতর পত্রিকার খুঁজি বেড়ে চলে। সেগুলিতে যত রকমের প্রবন্ধ থাকে তার সবগুলিই এমন কিছু বই হ'য়ে যেতোর না। কেবোলেও বিলম্ব।

সুতরাং এই সমস্ত দিকে নজর রেখে এবং সব কিছুকেই আওতার মধ্যে এনে তালিকাভুক্ত ক'রে রাখা দরকার। তালিকা বা হুতী প্রভৃতির কাজ সাময়িকী বিভাগের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করা যেতে পারে। লেখক, প্রবন্ধ পিয়োনার বিষয়, প্রকাশের বিষয়ণ,—ইত্যাদি অঙ্কুরে তালিকা তৈরী করতে হয়। এ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকে, যৌথ পত্রিকা তালিকা প্রণয়ন যা'র প্রধান কাজ। কেবলমাত্র বিষয়াদির নির্দেশই নয়, গবেষণার সুবিধার এবং প্রমাণ্যবের জন্য প্রবন্ধসার বা abstract তৈরী করার কাজও আজকাল অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। এ কাজের সার সংগ্রহের কিছু স্বতন্ত্র পত্র-পত্রিকার প্রচলন আছে। সাময়িকীর অগৎ এত বিশাল যে অনেক দিলে যৌথভাবে হুতী, তালিকা, সারসংকলন, আলোকচিত্র-প্রতিলিপি প্রভৃতি কাজে হাত দিলে বিশেষ কোনো একটি সংস্থার উপরে চাপ পড়েনা। মূল পুস্তক সংগ্রহে যেমন গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিবিধ,—বইগুলির বধ্যাধন বিজ্ঞান বা সংরক্ষণ এবং তার আভ্যন্তরীণ বিষয়সম্বন্ধ পাঠকের কাছে উপস্থাপন, তেমনি সাময়িকীর বেলাতেও তাঁর কাজ ছিবিধ। এক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বিষয়তালিকা, বিষয়হুতী, গ্রন্থপঞ্জী, সারসংকলন ইত্যাদির কাজ। বইএর বেলায় যেটা বিষয়হুতী, পঞ্জী প্রভৃতিতে বিস্তৃত, সাময়িকীর ক্ষেত্রে সেই তথ্য পরিবেশন আরো বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে তুলতে হয়।

সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সারসংকলনের কাজ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করানো বাঞ্ছনীয়। কেননা, কোন কোন পৃহীত হ'বে, কতটুকু বর্ণিত হলেও মূল

প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হবেনা, কোন প্রসঙ্গটি বিষয়গোঁষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা'র নির্ধারণ তিনিই করতে পারেন যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি জানেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রবন্ধসার থেকেই গবেষক তাঁর প্রয়োজনীয় মালমশলা পেতে পারেন, বা কতটুকু পাবেন বুঝে নিতে পারেন। প্রবন্ধসার সংকলনের কাজ বিষয়ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন,—পত্রিকা প্রসূতের স্থান সৌ। মূল বিষয় নির্দেশের পথে লেখকের নাম, প্রবন্ধ শিরোনাম, পত্রিকার নাম ও সংখ্যার নির্দেশ বর্ণাহুক্রমিক। Social Science abstract, Indian Educational abstracts প্রভৃতি যেমন বিবরণহীন, তেমনি আবার Readers digest, নবনীত (দিল্লী), অনন্ত (বাংলা) প্রভৃতি কিছু কিছু সাধারণ পত্রিকাতেও নানাবিধ পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সার সংকলিত হ'তে দেখা যায়।

আরেক ধরনের সাধারণ সূচী বা নির্দেশক তালিকাও আছে যা সন্ধান সহায়ক। এতে বিষয় অস্থায়ী বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ শিরোনাম ও লেখকের উল্লেখ থাকে। এর বিন্যাস লেখক ও শিরোনাম নিবিধেয়ে বর্ণাহুক্রমিক হ'তে পারে। এই তালিকা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে রাখা যায়, পত্রকাকারে খোপে সাজিয়েও রাখা যায়। প্রথমটি যেমন বাইরের গ্রাহকসহ সংগ্রহ করতে পারে, দ্বিতীয়টি তেমনি গ্রন্থাগারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। গবেষকরা এর থেকে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের খোঁজ পান। বৎসারান্তে পত্রিকার যে বার্ষিক সূচী বেরোয় এটি তাইই সমগোত্রীয়। তবে এতে কেবলমাত্র প্রবন্ধের নাম না দিয়ে অল্প ছ'চার কথার বিষয় বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। দেওয়া হুক্তিযুক্ত। ঐ সঙ্গে, অর্থাৎ লেখক ও শিরোনামের সঙ্গে বিষয়-নির্দেশক পত্রক বা Subject card রাখা উচিত।

এই সূত্রে নথিবিবেশ বা documentation কর্মের উল্লেখ করা যায়। নথিবিবেশের কাজ বই ব্যতীত বাবর্তী প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি গবেষকদের জ্ঞাতব্য অথবা সংরক্ষণ। বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক শিল্প জগীর বিষয়ের সাম্প্রতিকতম তথ্য বা মালমশলায় প্রকাশক কেবলমাত্র সাময়িকীগুলিই নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংক্রান্ত বিবৃতি বা ব্যবহারিক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদির বিজ্ঞপ্তি বা কর্মসূচীও গবেষকদের কাজে লাগে। অথচ এগুলির কোন সংগ্রহধারা থাকে না। এদ্বা-
ক্সে নথিবিবেশই একমাত্র মূল। প্রবন্ধাদির সারসংকলন, তালিকা-করণ থেকে শুরু করে আলোকচিত্র-প্রতিনিধি, মাইক্রোফিল্ম, বিভিন্ন ভাষা থেকে অস্থায়ী- সবই এর আওতার পড়ে। INSDOC-জাতীয় নথিবিবেশ-কেন্দ্রের কাজ কী পরিমাণ ব্যাপক তা মনেই জানা আছে।

প্রকরণ বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি

এবারে সাময়িকীর সন্ধান-বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। নিবন্ধ্যরূপে যে শ্রেণীভাগ কয়েকটি তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে বার্ষিক

পত্রিকা পূৰ্ণ সাধাৰণ সাময়িকী গোষ্ঠীৰ মধ্যে পড়ে। এই প্ৰকাৰৰ শ্ৰেণীতে আছে নানান বাৰ্ষিকী বা বৰ্ষপত্ৰী এবং পত্ৰিকা। এই বাৰ্ষিকীৰ মধ্যে আছে বাংলা বৰ্ষপত্ৰী, ষ্টেটম্যান বা বিল্ডম্যান বা নালন্দা ইত্যাদি শ্ৰেণীৰ বাৰ্ষিক প্ৰকাশন, India, Annual Register ইত্যাদি শ্ৰেণীৰ বই, এবং Thacker's Directory শ্ৰেণীৰ কিছু তথ্য নিৰ্দেশপত্ৰী,—যেগুলি নিৰ্মিতভাবে বাৰ্ষিকী হিচাবে প্ৰকাশিত না হ'তে পারে। এই সব গ্ৰন্থ অৰূপ সাধাৰণতঃ গ্ৰন্থাগাৰেৰ সাময়িকী বিভাগে রাখা হয়না, তথ্যগ্ৰন্থাৱলি বা Reference কক্ষে থাকে। অথবা বিশেষ পাঠকক্ষে (Reading room) রাখা হয়। এবং সাধাৰণ গ্ৰন্থেৰ মতোই বৰ্গীকৃত, সূচীকৃত ও সন্ধ্যা কৰাৰ চীতি। কিছু Keesings Archives অথবা Asian Recorder জাতীয় সংবাদ-সাময়িকী সাময়িকী বিভাগে থাকাই বাহনীয়,—অন্ততঃক্ষে চলতি বছৰে তেওঁ বটাই। কেননা, এগুলি প্ৰতি সপ্তাহে বা প্ৰতি পক্ষে এবং দৈনিক/দৈনিক কিত্তিতে ধাপে ধাপে পত্ৰিকাৰই মতো আন্তঃপ্ৰকাশ কৰে। বৰ্ষপুৰ্ণিৰ পৰা এগুলিকে বাৰ্ষিকীৰ মতোই মূল গ্ৰন্থাগাৰিৰ সন্মিল কৰে নেওচা যায়।

কিছু সাময়িকী বিভাগে সমস্তাৰ সৃষ্টি কৰে সভা-সমিতি ইত্যাদিৰ প্ৰতিবেদন, সমকাৰী বিবৃতি, বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠানাদিৰ বিবৰণ, এবং দায়ক পুস্তিকা। সাধাৰণতঃ এগুলিৰ প্ৰকাশ অনিয়মিত। অৰূপ এগুলিকে সমসাময়িক মূল সংগ্ৰহেৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাও যায় না। অৰূপ শিকা এবং গবেষণাৰ ক্ষেত্ৰে এধেৰ প্ৰয়োজন উপেক্ষনীয় নহ, এমন কি অপরিহার্যও। এই জাতীয় সাময়িকীৰ শ্ৰেণীবিভাগ মূল গ্ৰন্থাগাৰিৰ অস্থগৰূপে হওবাই বাহনীয়। সমকাৰী বিবৃতি সূচীকৰণেৰ বিশেষ প্ৰকল্পও বৰ্তমান। দায়ক শ্ৰেণীৰ পুস্তিকাৰি সম্পৰ্কে একটা পত্ৰিকালীয়া হিচ কৰে নিতে হয়। অৰূপ, কোন গ্ৰন্থাগাৰ কোন ধৰনেৰ মূল-মূল্য সমকাৰী বলে মনে কৰবে এবং জোগাড় কৰবে, অথবা কোনটা কতদিন পূৰ্ণতঃ রাখা হুজুৰু তা হিচ ক'বে নেওচা দয়কায়। নচেৎ এগুলি বাঙতে বাঙতে জটালেও স্তূপ জমে উঠবে।

বিভিন্ন ধৰনেৰ সভাসমিতিৰ প্ৰতিবেদন বতাবতই গ্ৰন্থাগাৰে এসে জমা হয়। রাজনীতিক, শিকা ও বিনোদন সংক্রান্ত, অথবা সাংস্কৃতিক—হবেক বৰূবেৰ সম্ভাৰ। এগুলিকে দায়ক-পুস্তিকাৰ শৰ্ধাৰে ফেলাও কঠিন, আধাৰ বিশেষ পুস্তিকাৰ (pamphlet) হিচাবেও গণ্য কৰা যায় না। অৰূপ নিজ নিজ ক্ষেত্ৰে কী ধৰনেৰ চিন্তা বা কাজকৰ্ম চলছে তাৰ বিবৃতি এৰ থেকে বেলে। সমাজেৰ একটা চিত্ৰ বা তপ এগুলিৰ মধ্যে সূটে ওঠে। তাই এৰ মধ্য থেকে প্ৰয়োজনীয় বিবৰণগুলি, অৰূপ গ্ৰন্থাগাৰেৰ নিৰ্দিষ্ট দায় বা আৰ্শ্ব অস্থগাৰী সাময়িকী বাছাই ক'বে নিবে বিবৰণগাৰী তাৰে নবিতুৰ বা খোলা বাস্তব-জাত কৰে রাখা চলে। বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠানগুলিৰ সম্পৰ্কেও এই একই নিয়ম অস্থগৰূপ কৰা যায়।

দায়ক-পুস্তিকা বা souvenir একটু স্বতন্ত্ৰ ধৰনেৰ প্ৰকাশন। কেননা এতে

যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা বিষয়কে কেন্দ্র করে সভা অথবা অস্থানীয় বিবেচন থাকে তেমনি বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধও কিছু থাকে। যেমন বক সংকলিত সংকলন, গ্রন্থাগার সংকলন, সাহিত্য সংকলন, অথবা বনোজ সন্ধ্যাসংকলন, বিজ্ঞানসংকলন ইত্যাদি। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা বৈশিষ্ট্য অগ্রহণী সেই সেই নামের ক্রমাঙ্কন পুস্তিকাকলি নথিভুক্ত করে রাখা যায় এবং সেই অগ্রহণী তালিকাও করে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলিকে গ্রন্থসংখ্যানভুক্ত করেও নেওয়া চলতে পারে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে। মাল-মাল্য অনিদিষ্ট বলেই এগুলিকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন এক বস্তুনের সাময়িকী হিসেবে গণ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আবেক-পুস্তিকা বিষয়ওয়ারী বিভাগেও নথিভুক্ত করে রাখা যায়। এই ধরনের সম্ভার নিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকে একটু বিস্তৃত হতে হয় লক্ষ্যে নেই। তবু বিশেষ বিশেষ অগ্রহণীনের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে এদের অবহেলা করাও যায় না।

আরেক ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ বিষয়নী। যেমন শিক্ষাদাহনি বা prospectus বার্ষিক বিবৃতি, সমাবর্তন ভাষণ, শিক্ষাপ্রদায় বক্তৃতামালা বা extension lectures, ইত্যাদি। এগুলি লংখার প্রচুর, অথচ কোনোটাও বাস্তব করার মতো নয়, — বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের পক্ষে। অস্ত্রান্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার এগুলির গ্রহণ বর্জন বিধায় খতিয়ে দেখতে পারে।

শিক্ষাদাহনি, বার্ষিক বিবৃতি বা পত্রী মূল বর্ণপুচ্ছিত রূপে সংগ্রহভুক্ত করে রাখা যায়। কিন্তু সমাবর্তন ভাষণ প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তিকা নথিভুক্ত করে শুধিবে রাখাও বুদ্ধিমান। শিক্ষাপ্রদায় বক্তৃতামালা বিবরণীক্রমে গুরুত্বক করে—এমন কি বর্ণিতও রাখা যেতে পারে। এগুলির ব্যবহারিক মূল্য কেবলমাত্র সাময়িক নয়।

পুস্তিকা

এতক্ষণ যে ধরনের সাময়িকের কণা বললাম সেগুলি পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই, এবং একই শ্রেণীর মধ্যে গণ্যও হয়ও কোনোটা বই-এই মতো অসংস্পর্শ বা তথ্যনিদানে বিচ্ছিন্ন, কোনোটা বা দলসাময়িক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তুবোধের মতো দৃঢ় করে রাখবার উপযুক্ত, কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পরিত্যাজ্য। কিন্তু পুস্তিকা pamphlet কিছুটা অস্তিনব। এরা গ্রন্থাগারিকের কাছে কিংবা জটিলতার দৃষ্টি করে। পুস্তিকা পত্রিকারই মতো সাময়িক চিন্তা ও জ্ঞান-লভ্যের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যেমন রাখে, তেমনি আবার সময় ক্ষুরোলে বোকা হয়ে ওঠে। এমন অনেক পুস্তিকা আছে, যেমন ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, Oxford Pamphlet Series, বা নবজীবন প্রকাশন বা Pendle Hill, Forum of Free Enterprise, ইত্যাদি, যেগুলি বই-এর মতো দৃঢ়ভাবে রাখার উপযুক্ত। অথচ এত ছোট একটি যে মালাবা করে বই হিসেবে রাখাও নিরাপদ নয়।

এগুলিকে বিষয় অনুসারে গুচ্ছবদ্ধ করে বাঁধিয়ে রাখতে লাগেন ভাল হয়। কিন্তু বিষয় লেখক, শিরোনাম সংগ্রহী আপাদা বলে শ্রেণীবদ্ধতার কাজ জটিল হয়ে পড়ে। সূচী-করণের অনেক বিশ্লেষণ-পত্রক (analytic card) তৈরী করতে হয়। তবুও এভাবে সাজিয়ে রাখা বোধহয় ভাল। এর পরিবর্তে না বাঁধিয়ে শ্রেণীগতভাবে বাস্তুজাত করেও রাখা যেতে পারে।

যেদর পুস্তক-পুস্তিকা ৩২ পৃষ্ঠার কম সেগুলিকে বই হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারো হাতে ৫০ পৃষ্ঠা হওয়া বিধেয়। কারো হাতে আবার অ'গো কম হলেও এসে যায় না। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্ষ্য পুস্তককে বিচার। বিষয়ের গুরুত্ব বা লেখার বিশেষত্ব, অথবা লেখকের কৌশলো সর্বাধার নির্ধারণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বিবেচনাই চূড়ান্ত। কোনগুলি অপ্রাসঙ্গিক কোনগুলি আবৃত্তিক, কোনগুলি সাময়িক মূল্যের তা তিনিই বিচার করেন। পুস্তিকা সম্ভার সাধারণত এমন সব বিষয় নিয়ে বাজারে হাজির হয় যেগুলি উপেক্ষণীয় নয়। পত্রিকার প্রবন্ধের মতো এগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে গ্রন্থভূক্ত হয়ে থাকে। গ্রন্থভুক্তিতে ধেরি হয়, কোনোটা বা গ্রন্থ হিসেবে আর প্রকাশিতই হয় না। সুতরাং এভাবেই সাময়িকী গ্রন্থি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

পুস্তিকাসাজিও সাময়িকী বিভাগে বিষয়ানুসৃতভাবে, অথবা বঙ্গবের বাগা অনুসারে সাজিয়ে রাখা সম্ভব। এমন্য মোটা কাগজ বা বেঁজের খোপ তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। আবার বিশেষ ধরনে বানানো আলবাবের ক্রমবিন্যাসে রাখা যেতে পারে। একেকটি নির্দেশকপত্র বা guide card সাহায্যে একেক শ্রেণীর পুস্তিকার পোছা সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত আসবাব বাজারে চানু আছে। পোন পুস্তিকা কতদিনের জন্য সাময়িকী পাঠককে প্রদর্শিত থাকবে, এবং কোনগুলিকে পরে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রন্থ হিসেবে বাঁধিয়ে রাখতে হবে তাও বিবেচনা করবেন গ্রন্থাগারিক, তাঁর গ্রন্থাগার ও পাঠক গোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রেখে। না বাঁধিয়ে যদি চটি বই হিসেবে রক্ষণ করতে হয় তবে অন্যান্য গ্রন্থসাজির সঙ্গে না রেখে স্বতন্ত্র পর্থায়ে রাখাই সম্ভব, নচেৎ এগুলি জঘন হয়ে বা হাড়িয়েও যেতে পারে। খুব বড় বা খুব ছোট মাপের বই যেমন স্বতন্ত্র পর্থায়ে বিন্যাস বিধেয়, পুস্তিকার ক্ষেত্রেও তেমনি করা উচিত।

যেদর সাময়িকী বিশেষ কোনো ধারা বা ক্রম ধরে প্রকাশিত হয় সেগুলির সাংগঠনিক পরিচালনার কাজ সম্বন্ধ,—একটা নির্দিষ্ট ধারার চলা ধার। অনিচ্ছিত প্রকাশনের মধ্যেও সম্ভাব্য বিবরণীসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু স্মারক বা পুস্তিকা শ্রেণীর মুদ্রিত সম্ভার নিয়ে বেশ কামেলা মোহাতে হয়। এর মধ্যেও আবার যেগুলি গ্রন্থমালা বা series হিসেবে বেতারের সেগুলিকে বাঁধিয়ে হোক বা গুচ্ছক্রমে কুড়ে বেঁধে রেখে হোক, অথবা বিশেষ বাস্তুর আকারে খোপ বানিয়ে তার মধ্যে গুচ্ছক্রমে সাজিয়ে হোক,—একটা কোনো হুমসংবদ্ধ পর্থায়ে বিন্যস্ত করা যায়। এগুলির

স্বতন্ত্রক তৈরির কাজও কঠিন নয়; গ্রন্থমালা, লেখক, গ্রন্থনাম,—এই তিন কিছিতে বিন্যাস কার্যকর। কিন্তু যেসব বৃচরো প্রাচীন পুস্তিকা যতদূরভাবে ছাপানো হয়,— বাহ্যের বিবরণ-বৈচিত্র্য অবহেলার যোগ্য নয়, এবং যেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণের স্থান সাময়িক, কিছু বা স্থায়ী,—সেই সব পুস্তিকা নিয়ে গ্রন্থাধ্যক্ষ একটু গুণগোলে পড়েন। তবে সব সামগ্রীই বাস্তব খোপে অথবা আলগা বোর্ডের সঙ্গে প্রবিত্ত করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। এতে যেমন যেকোন একটি পুস্তিকা পাঠকের প্রয়োজনে আনা যায় তাই ব্যবহার করে নেওয়া হইবে, তেমনি কোনো পুস্তিকা ভবিষ্যতে বজ্রন করতে হলেও জটিলতার সৃষ্টি করে না। বাইরের কোনো পাঠককে পাঠাতে হলেও হইবে। পুস্তিকা সম্ভাব্যের স্বতীকরণ অবশ্য বইএর স্বতীকরণ পদ্ধতিতে হওয়াই কাঙ্ক্ষিত হইবে। তবে তা ব্যাপকতায় সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলির বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে যদি গ্রন্থাধ্যক্ষ মনে করেন তবে সেকাজ বিশদ না হওয়াই ভাল। খুঁটিনাটি বিভাজনের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি বর্ণনঃখ্যাটুসহ উল্লেখই যথেষ্ট।

স্থায়ী সাময়িকীর গ্রন্থ বজ্রন প্রকল্প নিয়মিত হওয়া দরকার, নতুন ভূগুণ জন্মে গেলে স্থল মেলা কঠিন। কালের বিচারে অথবা গ্রন্থভুক্ত হয়ে যাবার পর যে সব সামগ্রী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সেগুলি বাতিল করে না দিলে শুধুতু তাই বাড়ি, বাছাই করতে যত সময় যায় তত পরিশ্রম। সেজন্য যতাবতই সমসাময়িক হালচাল সম্পর্কে গ্রন্থাগারিককে সতর্ক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। গ্রন্থের চেয়েও সাময়িকীর কাজ তাই বেশীমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ।

Periodicals by Birendra Chandra Bandyopadhyay.

বঙ্গ প্রগতিগার আন্দোলন (৮)

জন্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন বা নিবিল বঙ্গ প্রগতিগার পরিষদ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সংগঠনকার্যে ব্যাপৃত থাকার কোন বাহ্যিক সম্মেলন অজ্ঞান করিতে পারে নাই। নিবিল বঙ্গ প্রগতিগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অসম্ভব হইয়াছিল। অসম্ভব হইয়াছিল (বর্তমান ১৯২২ বঙ্গাব্দে চ্যাটার্জী স্ট্রিটের ডেউলা দালান) ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ও ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ৭ই মাঘ ও ৮ই মাঘ, শনিবার ও রবিবার। ইহাতে সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়। আর কিছুকালই দেব রায় মহাশয় হইয়াছিলেন সভাপতি। সভাপতি সভাপতি। সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত একটি সঙ্গীত স্তব্ধ হইবার পর সম্মেলনের কার্যক্রম হইল। সর্বপ্রথম রায় বাহাদুর চৌধুরী মহাশয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। কিছুকালই তাঁহার স্বাক্ষরিত ভাষণ রিতে গিয়া বলেন যে, দেশে প্রগতিগার আন্দোলন একটা নতুন জিনিষ। প্রগতিগারের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারসাধনই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য। দেশের প্রগতিগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রয়োজন। অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হুইলকুয়ার বোম্ব মহাশয় সম্মেলনের সাক্ষ্য কার্যের শুভাশুভ্যায়ীতা যে সকল পত্র ও ভাষণে পাঠাইয়াছিলেন সেগুলি পাঠ করেন। সভায় সকলকে অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যপ্রোগতি হইবার জন্য তিনি আহবান জানান এবং তাঁহারই যে সভা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সফল করিয়া তুলিবার জন্য কাজ করিয়া যাইতে বলেন। দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা কমান এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারসাধনই তাঁহারই কার্য। প্রথম চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণে বলেন যে, দেশের প্রগতিগার গড়িয়া তুলিয়া কিভাবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সাধন করা যায় তাহার সম্বন্ধ আলোচনার জন্যই তাঁহার একত্রে মিলিত হইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রসারের এই বাহনকে কাজে পরিণত করিতে হইলে সর্বজনীন প্রগতিগার স্থাপন করা প্রয়োজন, কিন্তু কেহ যদি এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত প্রগতিগার স্থাপনে উদ্যোগী হন তবে তাঁহাকেও অভিনন্দন জানান হইবে। সর্বজনীন প্রগতিগারসমূহ বেশী দিন টিকে না, কারণ উদ্যোগী লোকের অভাব ঘটিলে সাধারণতঃ ইহাদের প্রতি জনগণের আগ্রহ কমিয়া যায়। কাজে তিনি একথা বলিতে আনন্দ বোধ করিতেছেন যে, বাংলাদেশ জুড়িয়া প্রগতিগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারসাধনের জন্য যুবকগণ ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাইতেছে। মূল সভাপতি ছাড়া চারজন সাধা সভাপতি নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রনগরের পৌরপ্রধান চাক্রস্বরায় মহাশয় 'ভারতের প্রগতিগার আন্দোলন', সাংবাদিক রায়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ভারতের প্রগতিগার আন্দোলন', সুরলা দেবী চৌধুরী মহাশয় 'প্রগতিগারের মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ-বিষয়ক

লিঙ্কাবিজ্ঞান' এবং ইন্সটিটিউট লাইব্রেরির পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহের মহাপ্রসঙ্গ 'ঐশ্ব্যগার পত্রিকা' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজ নিজ মাথাব্য কাজ পরিচালনা করেন। এতদ্ব্যতীত ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ সুশীতিসুন্দার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ডঃ গুরুদাস রায়, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রিন্সিপ্যাল ড্যান স্মানেন (এনিম্যাটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল) মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাপ্রসঙ্গ, সুন্দার সুশীল দেব রায় মহাপ্রসঙ্গ, ললিতা বসু মহোদয়, ইংরেজী দৈনিক 'কলকাত্তার্ডের' সাংবাদিক সত্যেন্দ্রমোহন সেন বৈষ্ণবশ্রী ঐশ্ব্যগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ঐশ্ব্যগার সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ঐশ্ব্যগার আন্দোলনে উৎসাহ বিস্তারিতেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপকজন বিভাজ্যবন, কনিশ্চকর নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হরিহর শেঠ, অধ্যাপক রাজসুন্দার চক্রবর্তী, অধ্যাপক দ্বিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, অধ্যাপক পূজনন নিরোঙ্গী, অর্ধেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, প্রবোধ সুন্দার বাণ, পূজনন ঘোষাল, ডঃ সুবোধসুন্দার বসু, কিত্তীলচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণচন্দ্র দত্ত, রায় অক্ষয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী বাহাদুর, ঐতিহাসিক ডঃ ভাণ্ডারকর, বিজ্ঞানী ডঃ আচার্যকর, অভয় আশ্রমের ডঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈত্র লাইব্রেরীর ঐশ্ব্যগারিক গোহুলচন্দ্র ধর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক বিনয়সুন্দার মহাপ্রসঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁহারা, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মহম্মদপুর, প্রিষ্ট. নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলা চহিতে প্রতিদিনগণ আসিয়া সম্মেলনের কাজে যোগ দিয়াছিলেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইয়াছিল :—

(১) এই সম্মেলন দেশের সমগ্র জনসাধারণকে ঐশ্ব্যগার আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রতি জিলায় একটি জিলা ঐশ্ব্যগার সমিতি এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন ঐশ্ব্যগার স্থাপন করিতে অগ্রসর করিতেছে।

(২) এই সম্মেলন দেশের সকল জমিদার, ধনী, মোহর, মাভোয়ালী ও বড়ো সম্প্রদায়কে অগ্রসর করিতেছে যে, তাঁহারা যেন বিভিন্ন স্থানে নতুন ঐশ্ব্যগার প্রতিষ্ঠার ও বর্তমান ঐশ্ব্যগারগুলির পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য করেন।

(৩) এই সম্মেলন বিভিন্ন জিলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে অগ্রসর করিতেছে যে, তাঁহারা যেন স্ব স্ব এলাকার মধ্যে ঐশ্ব্যগারগুলিকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দেন।

(৪) এই সম্মেলন বিভিন্ন পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে অগ্রসর করিতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার মধ্যে প্রয়োজন অগ্রসরে সাধারণ ঐশ্ব্যগার স্থাপন এবং তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করেন।

(৫) এই সম্মেলন বিভিন্ন ঐশ্ব্যগারে কর্তৃপক্ষকে অগ্রসর করিতেছে যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব ঐশ্ব্যগারে ঐশ্ব্যগার আন্দোলনের প্রচার এবং লিখিত ও অলিখিত ব্যক্তির মধ্যে লিঙ্কাবিজ্ঞানের উপযোগী নানাবিধ ব্যয়ভার প্রবর্তন করেন।

(৬) এই সম্মেলন এই অতিমত প্রকাশ করিতেছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা-প্রচার বিষয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৭) বাঙ্গলা ভাষার লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপগ্রন্থাদ পথের দাবী' লেখার কর্তৃক বাঙালিগণের চরিত্রের আবেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য উক্ত লতার এক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে এই সম্মেলন একীকৃত ব্যবস্থাপক সভার সকল সভ্যকে অনুরোধ করিতেছে।

(৮) এই সম্মেলন সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন ব ব এলাকার মধ্যে হুন্সিয়া প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁরি প্রভৃতি সংগ্রহ ও যত পূর্বক সংরক্ষণ করেন।

(৯) এই সম্মেলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন ব ব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

(১০) দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচারের জন্য গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন বিভাগীয় ও মহাবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকগুলিও ব ব গ্রন্থাগারে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

(১১) দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন প্রতি বৎসর আর্থব্যয়ের বরাদ্দে এই উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন।

(১২) এই সম্মেলন কলিকাতা পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন উহার এলাকার মধ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন।

(১৩) এই সম্মেলন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন বিভিন্ন জিলার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য অর্থব্যয়ের লক্ষ্যে সভার অতিমত প্রকাশ করেন।

(১৪) এই সম্মেলন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন দেশের মধ্যে সাধারণ পাঠাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইবার জন্য যথাস্থ ব্যবস্থা করেন এবং এইজন্য সভার যথোপযোজী আইন পাশ করিবার চেষ্টা করেন।

(১৫) পুস্তকাদি বহুদিন ব্যবহৃত সংরক্ষণ করার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার ও পুস্তক, সাংবাদিক ও মাসিক পত্রাদির প্রকাশকদিগকে এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন স্বীয় কতিপয় সংখ্যক পুস্তকাদি ভাল কাগজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

(১৬) এই সম্মেলন ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইন্সটিটিউল লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিপুল লোকমত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা যেন ঐ প্রস্তাব চিত্ততরে পরিত্যাগ করেন।

(১৭) এই সম্মেলন জিলা বোর্ড, পৌরসভা ও কলিকাতা পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন ব ব এলাকার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৈন বিদ্যালয়গুলিতে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন করেন।

(১৮) যেহেতু এদেশে এখন কোন গ্রন্থাগার নাই যেখানে এদেশের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক সংরক্ষিত হয় সেহেতু এই সম্মেলন সরকারকে অহুতাধ কৰিতেছে যে, বাহ্যতে সমস্ত পুস্তকের এক এক খণ্ড বোলপুরের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে, কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদে পাঠান হয় তাহার অস্ত্র যেন ব্যবস্থা করেন।

(১৯) এই সমিতির নাম “অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন” হইতে “বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদে” পরিণত করা হউক এবং এখন হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যাবলীর বিরহণ বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইবে।

(২০) এই সম্মেলন বাঙ্গলার গ্রন্থাগারসমূহের কর্তৃপক্ষকে অহুতাধ কৰিতেছে যে তাঁহারা যেন মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থাগারে বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ— কীৰ্ত্তন, কবিকতা প্রভৃতির প্রচলনপূর্বক দেশের অভীত গৌরব রক্ষা করেন।

সম্মেলনের শেষে প্রতিনিমিগণকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি ঘুরাইয়া দেখান হয়— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর গ্রন্থাগার ও বাঙ্গলার, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বাঙ্গলার, বৌদ্ধবিহার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি।

এছাড়া প্রদর্শনীতে বহোলা বিভাগ, মহীশূর বিভাগ, মাজুলি বিভাগ, চম্পননগর বিভাগ, ইংলও বিভাগ, ফরাসী বিভাগ, রাশিয়া বিভাগ, জার্মান বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিভাগ, বঙ্গবাসী সম্প্রদায় বিভাগ, ছাত্র সমিতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সমিতি বিভাগ, নাগরিক সাহিত্য বিভাগ, শিশু সাহিত্য বিভাগ প্রভৃতি দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অস্ত্র নিয়মিত কর্মকর্তা ও সমস্তকে লইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :

সভাপতি— প্রমথনাথ ঠাকুর— সভাপতি। ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, সরলা দেবী চৌধুরাণী, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহোদয়—সহকারী সভাপতি। হুম্মিল কুমার দেব—সম্পাদক। তিনকড়ি বসু, অগস্ত্যদেব রায়—সহ-সম্পাদক।

এই সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ নিয়মিত উদ্দেশ্য সমূহে রাবিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইবে বলিয়া ঘোষণা করেন :

- ১। জনগণের মধ্যে পুস্তক পাঠের কতি ফটি করা।
- ২। দেশের গ্রন্থাগারসমূহের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঙ্গে যোগসুত্র স্থাপন করা।
- ৩। জ্ঞানী ও মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ এবং সম্ভব হইলে তাহার পুনরায় প্রকাশ করা।
- ৪। ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা।
- ৫। গ্রন্থাগারসমূহের অবস্থার উন্নয়নকল্পে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- ৬। গ্রন্থাগারসমূহকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

এই অধিবেশনের পর বঙ্গদেশের প্রতি জিলায় জিলা প্রাচ্যগার পরিষদ গঠিত।
১ ডোলায় একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। মহম্মদসিংহের ডাঃ বিপিনবিহারী মেন, অমলেন্দ্রনাথ
ঘোষ, আনন্দকিশোর মজুমদার, জানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মহাশয়গণ এবং হুশীলমুখার
ঘোষ মহাশয় মহম্মদসিংহ জিলা প্রাচ্যগার পরিষদ গঠনোদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া
১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মহম্মদসিংহে এক জনগণ্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাচ্যগার পরিষদের কাৰ্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ডঃ গুরুদাস রায় খুলনা জিলা
প্রাচ্যগার পরিষদ গঠনোদ্দেশ্যে যশোহর-খুলনা রূপ সংঘের নির্মলচন্দ্র ঘোষকে অস্থায়ী
সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া এবং জিলায় অত্যন্তরূপ প্রাচ্যগারসমূহের প্রতিনিধিত্বলব্ধে লইয়া
খুলনা জিলা প্রাচ্যগার পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন।

Library Movement in Bengal
By Gurudas Bandyopadhyay

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংবাদ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা

পরীক্ষার ফল : ১৯৬৬

(গণাহসারে)

প্রথম বিভাগ

১ প্রকৃতি ঘোষ	৪ বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়
২ অজিত কুমার সান্যাল (ডিপ্টিমেন, পাট টু)	৫ স্বস্তিকা চৌধুরী
৩ নিতাই চাঁদ রায়	৬ শিপ্রা পেন

দ্বিতীয় বিভাগ

১ ভারতী চট্টোপাধ্যায়	৮ দীপ্তি লাহিড়ী (শ্রীমতী সান্যাল)
২ সুধীন্দ্র কুমার দত্তরায়	৯ সুগল রিমা
৩ অশীষ কুমার দাস	১০ কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ সারস্বত ঘোষ	১১ অঞ্জনা মৈত্র
৫ লজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ অঞ্জলি দাস
৬ লিলি পেন	১৩ বীণাশর্মা স্ত্রীমল
৭ মনোজ কুমার কেশ	১৪ দীপক কুমার গুপ্ত

ইন্সটিটিউটের স্পেশাল লাইব্রেরিয়ানশিপ ও ডকুমেন্টেশন

পরীক্ষার ফল : নভেম্বর ১৯৬৭

(গণাহসারে)

প্রথম শ্রেণী

নাম	রোল নং
১ সিদ্ধার্থ বসু	৮
২ অশোক কুমার ভট্টাচার্য	১০
৩ পার্থ সুবীর গুহ	৯
৪ হিরণ কুমার দত্ত	২

দ্বিতীয় শ্রেণী

১ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৩
২ প্রভাকর প্রসাদ দে	৭

Education for Librarianship : Results.

গ্রন্থাগার কর্মি সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের শেডন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট
বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও রাজ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের
কো-অর্ডিনেসন কমিটির স্মারকলিপি পেল

১। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কমিশনের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা কোন ব্যক্তিই
অস্বীকার করিতে পারেন না। হর্তাগাবশতঃ শিক্ষায়তনের যে সমস্ত কর্মী হুই গ্রন্থাগার
পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয়, যঃ বন্ধের বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট বেতনক্রম চালু নাই, সরকারী ও 'স্বনন্দত'
কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তকসংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া এক বেতনক্রম চালু হইয়াছে।
বর্তমান ভগ্নতে ইহা একটি অসুস্থ এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয় নীতি। ইহা সাময়িকিক
এবং অস্বাভাবিক পদ্ধতি। প্রাইভেট কলেজগুলিতেও কোন একটিমাত্র বেতনক্রম চালু
নাই, কর্তৃপক্ষের মজির উপর তাহা নির্ভরশীল, সাংগঠনিকভাবে শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত
গ্রন্থাগারকর্মিগণের পরিস্থিতি অত্যন্ত নৈরাস্তজনক। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের স্থপারিশগ্রহণারী
বেতনধারা তাহাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর উপযুক্ত নহে, ফলস্বরূপ শিক্ষাভগ্নে
গ্রন্থাগারিকতা বৃদ্ধি একটি বিবাহময় ও হতাশাবাহক পরিস্থিতিতে আনিয়া পড়িয়াছে।
গ্রন্থাগারের হুই, উন্নয়ন পথে (কোঠাঠী কমিশন বাহা বিশেষভাবে অগ্রসরমান করেন) ইহা
বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

২। শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা
উপলব্ধি করিয়া গত ১৯৬১-২ জাহরাতী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃকগুলি
বেতনের হার চালু করিবার জন্য স্থপারিশ করেন (F63-2160 (SS), dt.18.1.1961)
এক পরে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনের চাহুগুলি স্থপারিশ
করেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অধ্যাপক, বিভাগ ও লেকচারারের ও কলেজের
ক্ষেত্রে লেকচারারের বেতনের অগ্রতল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্থপারিশগ্রহণারী
অতিরিক্ত ব্যয়ের ৮০% ভাগ কমিশন নিজেই বহন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এতদনুযায়ী
রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগীনতার জন্য ৩২ পরিকল্পনাকালে এই
স্থপারিশ পদ্ধতিবাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চালু হয় নাই।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, কলেজ
গ্রন্থাগারিককে কলেজ লেকচারারের অগ্রতল বেতন দিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কলেজ-
গুলির সরকারী গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য বৃত্তিক্রমী কর্মীদের বেতন সম্পর্কে কিছু উল্লেখ
করা হয় নাই। সাতকোত্তর মান বিশিষ্ট কলেজ, এবং বৃত্তিক্রম কলেজগুলির (যথা,
মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ভেটিনাল কলেজ ইত্যাদি) গ্রন্থাগার কর্মীদের

বেতন সম্পর্কে বিশেষ করে কটি কথা বলা প্রয়োজন, কিন্তু বিশেষ ধরনের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীগণ যে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন এবং দাবীপত্রি যে বিশেষ ধরনের পাঠকদের বিভিন্ন চাহিদা তৃপ্ত করিয়া থাকেন এই দাবীপত্রি তাহার স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। সুশাসিত এই বিষয়ে কিছু পরিবর্তন অত্যাৱশ্যক।

৪। ৩য় পরিকল্পনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কীর্ণ কর্মিনের সুশাসিত চালু না করার নতুন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যেহেতু পূর্বোক্তকালে সুশাসিত চালু হয় নাই, সেজন্য বর্তমানে গ্রন্থাগারিক বা কেন্দ্রীয় সরকার (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৩য় পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন) কেহই ৪র্থ পরিকল্পনাকালে সুশাসিতগ্রন্থাগারী বেতনদ্বারা প্রবর্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেজন্য আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিতেছি যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যথোপযুক্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে উক্ত সুশাসিত কার্যকরী করেন। উক্ত চতুর্থ পর্য্যায়ের বেন সমস্ত অর্থনৈতিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইহা লক্ষ্যের যে ৩য় পরিকল্পনাকালে এখানে কোনরূপ ব্যয়ই হয় নাই এবং এই লক্ষ্য যুক্তি সুশাসিত কার্যকরী করিবার পথে অন্তরায় হইতে পারে না।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার-কর্মীদের জন্য দাবী করিতেছি—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি, সুশাসিত কিছু পরিবর্তনসহ কার্যকরী করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কীর্ণ কর্মিন সুশাসিত করিতেছে যে ৪র্থ পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিহীন কর্মীদের জন্য বিভিন্ন বেতনক্রম চালু হউক। এই পরিবর্তন ৪র্থ পরিকল্পনাকালে শিক্ষকদের বেতনদ্বারা গ্রহণ্য। কিন্তু ইউ, জি, সি বৃত্তিহীন কর্মীদের জন্য কোনরূপ সুশাসিত করেন নাট। আমরা প্রত্যাশা করি যে, বৃত্তিহীন কর্মীদের বেতনক্রম পরিবর্তিত হইয়া কলেজ লেভেলের অনুরূপ হউক।

(খ) কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি সুশাসিত কিছু পরিবর্তন ও পরি-বর্তনসহ প্রবর্তিত হউক। আমরা একান্ত আন্তরিকতাসহ আশা করি যে সঙ্কীর্ণ কর্মিন ও শিক্ষা-মন্ত্রণালয় আমাদের প্রত্যাশা বিবেচনার সঙ্গে কার্যকরী করিবে। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিহীন কর্মীদের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিষয় প্রস্তাব করিতেছি :

(১) প্রাত্যহিক ও গবেষণা মান যুক্ত কলেজ এবং অনার্স মানের কলেজে গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পরমরক্ষা বিভাগীয় প্রধানের অনুরূপ হইবে।

(২) পাস কোর্সের কলেজ গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পরমরক্ষার মান লেভেলের অনুরূপ হইবে।

(৩) সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য বৃত্তিহীন কর্মীদের ইউ, জি, সি পদ হইতে উপযুক্ত সুশাসিত প্রয়োজন।

(৭) এই বেতনক্রম প্রবর্তনকালে নূনতম শিক্ষাগত ও পাঠ বৎসরের অতিষ্ঠতা-সম্পন্ন যে কোন গ্রন্থাগার কর্মী এই নূতন বেতন পাঠবার যোগ্য। এটী সতল ক্ষেত্রে স্থপাশিয়ার্থী নির্দিষ্ট যোগ্যতাহীনতা বেতনধারা প্রবর্তনের প্রতিবন্ধকতায় গণ্য হইতে পারে না।

(৪) অস্ত্রান্ত কর্মী বাধাগ্রা উপরিউক্ত সর্ত পালন করেন না (৪২২) কিন্তু নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, তাহারা বেতনধারার নিম্নতম পর্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তাহারা যতদিন না বৃত্তিগত শিক্ষণ গ্রহণ করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ থাকিবে।

বৃত্তিহীনলী শিক্ষা:

মাস্তকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী (Masters' Degree in Library Science)

মাস্তক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী (Bachelor in library science ; Diploma in library science)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রাপ্যাপত্র প্রাপ্ত কর্মী (Certificate in library science)

কলিকাতায় এম, লিব, এসসি শিক্ষণের প্রবর্তন :

বহুদিন বাবৎ আহারের দাবী সত্ত্বেও এ পূর্বত কলিকাতা সহরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এম, লিব, এসসি কোর্সের শিক্ষণের কোন ব্যয়সা অবলম্বন করা হয় নাই। ইহা সহজেই অনুমের যে অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি উচ্চপদ সন্থ পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের কর্মীর দ্বারা (অর্থাৎ বেখানে এম্ লিব, শিক্ষণ দেওয়া হয়) পূর্ণ হইয়া যাইবে। এর ফলে বর্তমান কর্মীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইবে তাহা সূই গ্রন্থাগার পরিচালনার বিশেষ পরিণতি। পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিহীনলী গ্রন্থাগার কর্মিগণ স্বভাবতই আশা করেন যে তাহারা যেন সর্বোচ্চ শিক্ষায় গ্রহণ করিতে পারেন। এই যাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। প্রতি বৎসর যেন কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তিহীনলক যোগ্যতা অর্জন করেন। পূর্বাঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলিতে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগের গুরুত্ব স্বীকার্ধ—এক্ষেত্রে কলিকাতার কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এম, লিব, এম, সি কোর্স প্রবর্তিত না করায় কোন বৃত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি, বেডফ্রেম প্রবর্তনের জল্প বন্দী প্রোগ্রামার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রোগ্রামার কর্মী কো-অভিভেনশন কমিটির পক্ষ থেকে দিল্লীতে প্রদানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা-বিভাগের সচিব, ইউ, জি, সি'র চেয়ারম্যান এবং ইউ, জি, সি'র সচিবের মিকট ডেপুটেশন প্রেরণ এবং স্মারকলিপি পেশ।

বন্দী প্রোগ্রামার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রোগ্রামার কর্মী কো-অভিভেনশন কমিটির পক্ষ থেকে ঐশ্বরী বার চৌধুরী ও শ্রীবিজয়শঙ্ক মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ দিল্লীতে এক ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ২৮শে ও ২৯শে মার্চ তাদের বিভিন্ন দাবী কর্তৃপক্ষ ও জনসমক্ষে তুলে ধরার জল্প দিল্লীতে এক গণডেপুটেশনের আয়োজন করেন। ঐগত চৌধুরী ও শ্রীমুখোপাধ্যায় পরিষদ ও কো-অভিভেনশন কমিটির পক্ষ থেকে এবং শিক্ষক সমিতির দস্তা হিসাবে এই গণডেপুটেশনে অংশ গ্রহণ করেন। দুইদিন দুটি পৃথক সভা ও দাবীর উপর ভিত্তি করে গণডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়। নিয়ে গণডেপুটেশনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশের অহুগ্রবেশ (২৮শে মার্চ, ১৯৬৮)

পশ্চিমবঙ্গের ৯টি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিষ্ঠান এট গণডেপুটেশনের আয়োজন করে। ইতিমধ্যে সেট থেকে সর্বস্তরের পাঁচপত্যাদিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিছিল করে শালগাঁয়েট ভবন অভিমুখে যান। পুলিশ কর্তৃক গতিবদ্ধ মিছিলের সামনে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন লোকসত্তা লগ্ন বকুতা ঘন। অতঃপর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ৯টি প্রতিষ্ঠানের ১২ জন প্রতিবিধি প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ডেপুটেশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে সঙ্গতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুলিশের অহুগ্রবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। ডেপুটেশনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা বক্ষাও জল্প প্রয়োজন হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, টিচার্স কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তিন্তবে পুলিশ জাকতে পাবেন। এটা হবে শেধ লগ। ডেপুটেশনের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে ভারত সরকারকে একটা নীতি ঘোষণা করতে বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বৈধ সহকারে ডেপুটেশনের বক্তব্য শোনে এবং বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁদের নিজস্ব হত্যাত জানান। তাঁরা আরও জানান বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করতে হলে কেবিনেট পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেডম ও পদস্বর্গাদার প্রোগ্রাম (২৯শে মার্চ, ১৯৬৮)

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ২৯শে মার্চ, ১৯৬৮ তারিখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রোগ্রামাদিক, টিউটর, ডেপোনেট্টরদের বেডম

ইত্যাদি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, টিউ, জি, সি, এবং শিক্ষাকর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের হুইজন প্রতিনিধি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো-অডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এবং শিক্ষক সমিতির সদস্য হিসাবে বিভিন্নস্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তার সারাংশ নিয়ে দেওয়া হল।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিভুজা সেনের সংগে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ।

শিক্ষামন্ত্রীর ২১শে মার্চ দিল্লীর রাইরে চলে যাওয়ার কর্মসূচী থাকার প্রতিনিবেদন ২৮শে মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ, জি, সি, বেতনক্রম প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী গ্রন্থাগারিকদের দাবীও প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, অর্থ দপ্তরের সম্মতি পাওয়া গেলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য ইউ, জি, সি, বেতনক্রম প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে শিক্ষাদপ্তরের পক্ষ থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা জানার জন্য শিক্ষাবিভাগের উপ-সচিব শ্রীরামস্বরূপ চিৎকারার সংগে সাক্ষাৎ করতে বলেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট হতে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীরামস্বরূপ চিৎকারার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

গ্রন্থাগার কর্মীদের হুইজন প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বৃদ্ধ সম্পাদক ২১শে মার্চ ১৯৬৮ তারিখে তারাত্ত সন্ধ্যার পর শিক্ষাসম্মেলনের উপ-সচিব শ্রীচিৎকারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীচিৎকারা জানান যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের জন্য ইউ, জি, সি যে বেতনক্রম স্থাপন করেছে তা শিক্ষাসম্মেলনের বিবেচনাবীন আছে। শিক্ষাসম্মেলনের ঐ পরিৱেশনাটির চূড়ান্ত অল্পমোদনের জন্য অর্থ-সম্মেলনে পাঠিয়েছে। তিনি বে-সরকারীভাবে জানান যে তাঁর বিশ্বাস এই পরিকল্পনাটি ঠিকই অর্থসম্মেলনের অল্পমোদন পাবে। ডেপুটি সচিবের পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দেরী হওয়ার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে কোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে এবং তাঁদের যে বখেই ক্ষতি হয়েছে তা ভুলে বসে হয়। ডেপুটি সচিবের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী ইউ, জি, সি, সার্বুগণ্যে যে ত্রুটি ছিল (এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালক অন্তর্গত প্রকাশিত স্মারকলিপিটি জরীবা) এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই বেতনক্রম চালু না করার ফলে যে অহুনিয়া দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ করে স্মারকলিপি ও বক্তব্য পেশ করা হয়। এর উত্তরে শ্রীচিৎকারা জানান অর্থদপ্তরের অল্পমোদন পাওয়া গেলে এই সব বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। প্রতিনিধিগণ আরও দাবী করেন যে ৪র্থ পরিকল্পনাকালে এই বেতনক্রম চালু

করার ক্ষমতা যে অধিক প্রয়োজন হবে তার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। ব্রিটিশরাও আরও জানান যে বিষয়টিকে অগ্রাবৃত্ত করার ক্ষমতা তিন অর্থদপ্তরের নিকট চিঠি লিখেছেন এবং বাস্তবভাবে তাদের সাথে কথা বলবেন। প্রতিনিবিশপ শিক্ষা-দপ্তরের পক্ষ হতে অর্থদপ্তরের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিষয়টি অগ্রাবৃত্ত করার ক্ষমতা অহুগোষ জানান।

ইউ, জি, সি-র চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রশাসকদের সাথে সাক্ষাৎকার।

ইউ, জি, সি-র চেয়ারম্যান ডঃ কোঠারী, উপসচিব ডাঃ মেনপাণ্ডে, সহ-মুদ্রিত্রী হাজেলা ও ব্রিটিশ-এর সংগে গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করা হয়। গ্রন্থাগার পরিষদ ও কো-অপ্টেশন কমিটির পক্ষ থেকে যে আরকলিপি পেশ করা হয় তাতে অবিলম্বে গ্রন্থাগারিকদের ক্ষমতা ইউ, জি, সি সাক্ষাৎ প্রকাশ ও কার্যকরী করার দাবী জানান হয়। এ ছাড়া কলিকাতা অফিসে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রাক্তিকদের ডিগ্রী কোর্স (এম, লি, এল, সি) প্রবর্তন দাবী করা হয়। গ্রন্থাগারিকদের ক্ষমতা ইউ, জি, সি, বেতনক্রম প্রবর্তন প্রসঙ্গে ইউ, জি, সি, কর্তৃপক্ষ জানান যে তাঁরা গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে দীর্ঘকালীনে সনাক্তকৃত। কিন্তু তৃতীয় পক্ষাবলম্বী পরিকল্পনার পরে বিষয়টি আর ইউ, জি, সি-র হাতে নেই। শ্রেষ্ঠ বিষয়টি বর্তমান শিক্ষা ও অর্থদপ্তরগুলোর বিবেচনায়। ইউ, জি, সি কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা আবার শিক্ষা-দপ্তরকে জানাবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তিকদের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন প্রসঙ্গে তাঁরা জানান যে এ বিষয়ে তাদের কোন আশঙ্কা নেই। কলিকাতা বা দাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলে এবং বিষয়টিকে প্রাধান্য দিলে, ইউ, জি, সি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রাক্তিকদের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনে অস্বস্তি দেবে। ইউ, জি, সি বেতনক্রম তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কার্যকরী না করার ফলে যে অস্বস্তি বোধ হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিনিবিশদের বক্তব্যের উত্তরে ইউ, জি, সি কর্তৃপক্ষ বলেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর ইউ, জি, সি বেতনক্রম চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করলে পর, গ্রন্থাগার পরিষদকে রাজ্যভিত্তিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ইউ, জি, সি কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সহায়ত্বভিত্তিক পক্ষে প্রতিনিবিশদের বক্তব্য শোনেন এবং পুনরায় এ সম্পর্কে শিক্ষাদপ্তরকে লেখার প্রস্তাব দেন।

বিজ্ঞানোত্তম ডেপুটিশনের মোট কল্যাণ।

বিজ্ঞানোত্তম গ্রন্থাগার কর্মীদের যে ডেপুটিশন প্রেরণ করা হয় তার মোট লাভ হল :—

(১) বিজ্ঞানোত্তম শিক্ষা ও ইউ, জি, সি কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি সন্তুষ্ট বোঝান হয় এবং এ সম্পর্কে উত্তর নেওয়ার ক্ষমতা চাপ সৃষ্টি করা হয়। বিষয়টি অবিলম্বে তদারিক্ত করার ক্ষমতা অহুগোষ জানান হয়।

(২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক দায়িত্ব সঙ্গী বহির্ভাগে বোণাযোগ স্থাপন করা

হয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক পূর্ণ সহায়ত প্রদান করা যায়। সমিতি নেতৃবৃন্দ আলোচনাকালে বিভিন্ন সময়ে ঐশ্ব্যাগার কর্মীদের দ্বারা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন।

(৩) বিষয়টির বর্তমান অবস্থা বুঝে আমাদের পরবর্তী আন্দোলনের নির্দেশও পেরেছি। পরবর্তী পর্বেই সামাজিক আন্দোলন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেও চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) এই আন্দোলন চালাতে হলে আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ঐশ্ব্যাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে দৃঢ় প্রতিটি কর্মীকেই পরিচয়ের দায়িত্ব হতে হবে এবং পরিচয়কে শক্তিশালী করতে হবে।

আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য আমাদের মধ্যেই অর্থ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে পরিচয় তহবিল থেকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রতিটি বৃত্তিহীন কর্মীর নিকট তাই আহ্বান করা যে, পরিচয় ও কো-অভিনেয়ন কমিটির তহবিলে দ্রুত হস্তে সাহায্য করুন।

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড প্রজ্ঞাগার কর্মী সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন

বিগত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল ৬৮, পাণ্ডুরা (হুগলী) পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড ঐশ্ব্যাগার কর্মী সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন লাকলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন গ্রাম/গ্রামান্তর হইতে ঐশ্ব্যাগার কর্মীরা উপস্থিত হওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যের সৃষ্টি হয়।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া নতুন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সভাপতি	কর্মী	কোষাধ্যক্ষ
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি
সভাপতি	সহ সভাপতি	সহ সভাপতি

১। এ ছাড়া সচিবাবলি জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঐশ্ব্যাগার কর্মীদের মধ্যেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঐশ্ব্যাগার কর্মীদের মধ্যেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঐশ্ব্যাগার কর্মীদের মধ্যেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କାର ମତ ଟାଣି ନିଶ୍ଚୟ କରା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନାବ କରା ହେବ, ଯଦିଫଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପର ହୁଏତ ନାମନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବେଶ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ତ ନା ହୁଏତ ତଦାନି ପ୍ରଥମ ସମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ନାମନିକ ଅର୍ପଣାହାସ୍ୟ କରିବା ସାଧ୍ୟ ହେବ । ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳକ ସମିତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ହେବ ।

୨ । ଏହି ସମ୍ବେଳନେ ଆରମ୍ଭ ଗର୍ଭୀତ ହେବାର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କୁଟୁମ୍ବିକାର ଜେଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବାବଦ କୋର ଉପହୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟୁକ୍ତ ନା କରିବା କିମ୍ବା ଚାଲିନୋର ଚେଟା ଚଳିତେ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଉପହୁକ୍ତ ବେତନ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆବିଷ୍କାର କୁଟୁମ୍ବିକାର ଜେଲା ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟୋଗେର ମତ ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଚାଳକ ସମିତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ହେବ ।

୩ । ଏହି ସମ୍ବେଳନେ ପରିଚାଳକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟାତା ଆଜିଓ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ କେତେ ନା ଦେଖାଇ ଗର୍ଭୀତ ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରା ହେବ । ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳକ କରାବଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମାନ ସାହାଯ୍ୟାତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚିକିତ୍ସାସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ କେତେ ନା ଦେଖାଇ ଦାବୀ କରିବା ଏକଟି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ହେବ । ଏହି ଦାବୀ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବ ନା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟାତା ବୃଦ୍ଧିର ଆନୁମୋଦନ ଗଢ଼ିବା ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ।

୪ । ସମ୍ବେଳନେ ମନମତ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ କେତେ ଆଜିଓ ପ୍ରଥମ କୋର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁ ନା କରାବଦ୍ଧ ତଦାନି ପ୍ରକାଶ କରା ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଏବିଷୟେ ଉଦ୍ଧୋଷି ହେବ । ସାହାଯ୍ୟାତା ବାବଦ ଆବେଶର ମତ ତଦାନି ହେବ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ହେବ ।

୫ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନେ ପ୍ରତିମାରେ ନିରମିତ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ ପୂର୍ବ ବେତନ ଦେଖାଇ ବାବଦ ଚାଲୁ କରିବା ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ ଦୁର୍ଗତିର ହାତ ହେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ତଦାନି ହେବ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ହେବ ।

୬ । ପରିଚାଳକ ମେ-କମିଶନର କାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ପ୍ରଥମରୂପେ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଦାଖଲ କରା ହେବ ତଦାନି ମନମତ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ହେବ ଏବଂ ମେ-କମିଶନର ନିୟମ ହାତେ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମରେ ଅନୁମୋଦନ ଆନେ ତଦାନି ଅନୁମୋଦନ ବାବଦ ଆବେଶର ମତ ତଦାନି ହେବ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ହେବ ।

୭ । ମହତ୍ତ୍ୱ ମନମତ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ମନମତ୍ତ ବାବଦର ପରିଚାଳକ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବେ ଗଣ୍ୟ କରାବଦ୍ଧ ଦାବୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକଟି ପ୍ରକାଶ ଏହି ସମ୍ବେଳନେ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ ।

୮ । ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରକାଶକର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଖାଇ ଅନୁମୋଦନ ଆନାମେ ପ୍ରକାଶ ଏହି ସମ୍ବେଳନେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ।

২। প্রত্যেক জেলা ঐশ্বাগ্যে একজন সহকারী ঐশ্বাগ্যবিদ, একজন একাউন্টেন্ট/ক্যান্সার নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০। বাহারা দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ব্যবৎ ইতিমধ্যে ঐশ্বাগ্যে চাকুরী করিতেছেন অথচ ট্রেনিংএর সুযোগ পান নাই, তাহাদের অবিলম্বে ট্রেনিং-প্রাপ্ত বন্দিয়া গণ্য করার অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ ছাড়া নন-মেক্ট্রিক অথচ দীর্ঘদিন ব্যবৎ ঐশ্বাগ্যে সহকারী হিসাবে কাজ করিতেছেন তাহাদের ক্ষেত্রেও ট্রেনিং-প্রাপ্ত গণ্য করিয়া নতুন পে-স্কেল চাসু করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এ ছাড়া আরও বিবিধ সভার অতিথোদের আলোচনাস্থে ঐশ্বাগ্যের কর্মীদের স্ব-স্ববিবাহগ অন্যান্য করেকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সম্মেলন ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যার সন্ধ্যা সমাপ্ত হয়।

এই সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ ঐশ্বরেন ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐসম্রাট সেন এবং সম্মেলনেও উদ্বোধন করেন ঐকনোজনাথ চক্রবর্তী। এছাড়া বাকীর ঐশ্বাগ্যের পরিষদের পক্ষ থেকে ঐযুক্ত কনিষ্ঠবৎ রায়, শ্রীশ্রবীত রায় চৌধুরী প্রভৃতি ঐশ্বাগ্যের কর্মীদের প্রতি সহকারী ঐশ্বানোয়ার সমালোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনতা

[বাবিলেশ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য মূল প্রবন্ধ]

অর্থনৈতিক উৎপাদনের পিছনে যেমন মাহুকের চাহিদা থাকে তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পিছনেও থাকে মাহুকের প্রয়োজন ও চাহিদা। যে-কোনও প্রয়োজনীয় বস্তু ও বিষয়ের সম্ভাব্য চাহিদা (Potential Demand) থাকে বলেই তার উদ্ভাবনা ঘটে। কিন্তু বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে চেতনার অভাব এবং আর্থিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে কার্যকর চাহিদা (Actual Demand) বাহুল্য হয়।

মাহুকে গ্রন্থমণ্ডা ও গ্রন্থাগারাত্মিকতা করে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে গতিসম্পন্ন করার অন্ততম প্রধানী হল গ্রন্থাগার আন্দোলন; পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার কর্মীরা স্বীয়কাল যাবৎ এই আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণকল্পে নানা কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। অনেকই অহুতব করেন যে তাঁদের এতদিনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সাকল্য লাভ করে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এ রাত্রে বিনা চাঁদায় হুঃবহু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী গ্রন্থাগার আইন আজও বিবিধ হয় নি; রাজ্যের সর্বদানে সকল মাহু গ্রন্থাগারের উপকারিতা থেকে এখনও বঞ্চিত রয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই অসফল্যের অন্ততম প্রধান কারণ হল ঘোষিত জনচেতনতা ও সমর্থনের অভাব।

যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও বিস্তার নির্ভর করে জনচেতনতা ও চাহিদার উপর। গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের সম্ভাব্য চাহিদা যে আছে সে বিষয়ে স্মৃতির অবকাশ নেই। জনচেতনতার অভাবেই সেই চাহিদা কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে নি। গ্রন্থাগারের পিছনে জনচেতনতা না থাকার মূল কারণগুলি হল :

(১) রাজ্যের শতকরা ৭০ জন অধিবাসীর নিরক্ষরতা। এটি সারা দেশের একটি প্রধান সমস্যা। গ্রন্থাগারের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বাধা দিয়ে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুদূর বনিয়াদ রচনা করা যায় না। দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী গ্রন্থাগারের আওতা বহির্ভূত থাকলে গ্রন্থাগার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হবে। গ্রন্থাগারের উপকারিতা লাভ করলে তবেই এই শ্রেণী গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে; গ্রন্থাগারের জনচাহিদা বহুগুণে বর্ধিত হবে।

(২) দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে পাঠ্যসূচ্য পরিমাণ অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের জীবনে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ; গ্রন্থাগারকে তাঁরা জীবনের অঙ্গ করে তোলেন নি। তাই গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের অস্বাভাবিক সম্মান ও সন্নিহিত নয়।

শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে পাঠ্যসূচ্য বৃদ্ধি প্রচেষ্টা গ্রন্থাগারের অন্ততম কাজ হওয়া উচিত।

(৩) শিশু ও কিশোরদের ছোটবেলা থেকে পাঠসূচীর উৎসাহদানে অভাব। অবিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের উপযোগী ও স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। আজকের শিশু ও কিশোরদের মধ্যে পাঠসূচী স্বীকৃতি না করলে আগামী দিনে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের চেতনা ও সমর্থন দেখা দেবে না।

(৪) বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থসন্ধান করার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। পঃ বাংলার বেড হায়াট উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের মধ্যে এখন'-টি বিভাগের স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ! বিভাগের আবেদন ও গ্রন্থাগারের প্রতি চেতনা গড়ে তোলা হয় না।

(৫) অল্প-শিক্ষিত ও সত্ত্বলাক্ষ্য ব্যক্তিদের মধ্যে পাঠসূচী স্বীকৃতি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। উপযোগী পাঠ্যবস্তুর অভাব এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা না থাকায় এই শ্রেণীর মনো গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। গ্রন্থাগারের প্রতি আশাহীন জনচেতনতার, অস্বাস্থ্যকর গ্রন্থাগার কর্মীদের অসুবিধা, গ্রন্থাগারের পরিচালন পদ্ধতি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার অসুবিধা, গ্রন্থের অভাব ইত্যাদি কারণগুলিও সমস্যা সৃষ্টি করে।

গ্রন্থাগার কর্মী

গ্রন্থাগারকে সফল ও লাভকর করে তোলার সর্বাঙ্গিক অধিক দায়িত্ব হল গ্রন্থাগার কর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গে বিগত তিনটি যোজনাকালে গ্রন্থাগারিকতা বৃদ্ধির কিছুটা সম্প্রদায় হয়েছে। কর্মীদের আর্থিক উন্নতি এবং পদমর্যাদা গ্রন্থাগারের প্রতি মাত্রার সচেতন মনোভাবের উপর মূলতঃ নির্ভর করে। কর্মীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :—

- (১) এরেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির উপায় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব;
- (২) গ্রন্থাগারিকতা বৃদ্ধির উপযোগী বিশেষ গ্রন্থাগারের অভাবে গতাত্তরিক ধারার বহিষ্কৃত কার্যক্রমে নিম্ন হ্রাসমান;
- (৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে গ্রন্থাগারের যথোচিত ভূমিকা সম্পর্কে চেতনা সন্ধানের অভাব।

গ্রন্থাগারের গঠন ও কর্মপদ্ধতি

গ্রন্থাগারের সঠিক গঠন ও কর্মপদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

- ১। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই টাওয়ার বিনামূল্যে মাত্রাধিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থারের স্থান দেয়। বর্তমান অবস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য টাওয়ার গ্রন্থাগার রাখা ছাড়া

উপায়াস্বর নেই। একমাত্র গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যেই পাঠক ও গ্রন্থাগারের মধ্যে স্থায়ী ও সুদৃঢ় সেতুবন্ধ রচনা করা যায়।

২। গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে সন্ধাতক পদ্ধতি পাঠসুহাগ নিষ্ফলসাহেব অল্পতম কারণ।

৩। গ্রন্থ লেনদেনের বহিষ্ঠিত কার্যক্রমে গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার অভাব এবং অর্থব্যয়ে অনাসক্ত।

৪। গ্রন্থাগারের পরিচালনার শিক্ষণশ্রান্ত গ্রন্থাগারিকের মতামত বহু ক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। কর্মীদের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাবে তা নিষ্ফল হয়।

গ্রন্থ

গ্রন্থাগারের প্রথম উপাধান গ্রন্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও মাহুকের পাঠসুহা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের ইচ্ছাকে বাহত করে। সেগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

১। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদা অসুস্থায়ী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কারণ অর্থান্ধার। বইয়ের মূল্য যে হারে বেড়ে চলেছে সেই অল্পমতে পুস্তকক্রয় ব্যবহৃত অর্থ বরাদ্দ করা সাধারণ অসম্ভব। জেলাগ্রন্থাগারগুলি বছরে তিন হাজার টাকা সরকারের কাছ থেকে পান। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি নানা ধরনের বাহনবিহীন গ্রন্থ সরকারের বরাদ্দ বাৎসরিক ছ-শ টাকা থেকে গ্রন্থ-ক্রয় করেন। বেলরকারী প্রচেষ্টার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে এক বছর অন্তর অথবা বছরে এক থেকে দু'শ টাকা দেওয়া হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই অধিক সরকারী অর্থদান পাওয়া যায়।

২। সস্তা সাক্ষরতার উপযোগী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা খুব কমই প্রকাশিত হয়। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বইপত্রের বিতরণে কোনো হুঁহু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না।

৩। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনা খুবই নৈবাস্তজনক।

গ্রন্থাগারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা মনোভাবের কারণগুলি উপরে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই অনভিজ্ঞতা অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য কয়েকটি উপায় সুপারিশ করা হল :

১। বিভিন্ন স্থানের অবস্থা ও প্রয়োজন অসুস্থায়ী গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালীর সম্ভা-সারণ, যথা :

ক) নিরক্ষর মাহুকে সংবাদপত্র ও বই পড়ে শোনানো।

খ) গ্রাম্যকলে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা অসুস্থায়ী কৃষি, হুটিং শিল্প, পশু-পালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত মাহুকের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা।

গ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রকৃতি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

তথ্য ও তথ্য সন্ধান, সাধারণ নির্বাচন, পত্রাবধিকারী বোঝনা, প্রতিবার পত্রিকল্পনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা।

খ) গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অঙ্গুষ্ঠানাদির আয়োজন।

২। শিক্ষার উন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন :

ক) পুস্তক সমালোচনা সভা, পুস্তক প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা।

খ) মূল-তাক পদ্ধতির প্রবর্তন।

গ) প্রয়োজনে উপরেও ১ সংখ্যক কর্মসূচী গ্রহণ।

৩। শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে বস্তুর ও উপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৪। এক একটি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা ; প্রয়োজনে একাধিক দিনের আলোচনা শিবিরে কর্মপদ্ধতির সমালোচনার ব্যবস্থা। কর্মভূমিকতার সংস্কার জনসাধারণের অসংগতির ক্ষত্র পরামর্শদাতার প্রচারণার ব্যবস্থা।

৫। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রতিপালন ছাড়াও মূল, কলেজ প্রকৃতি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষত্র জনচেতনতা সৃষ্টি এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও দৃঢ়তান্ত্রিক করার ক্ষত্র গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে প্রচার ও জনচেতনতা সৃষ্টি করা।

Development of Library system in West Bengal and public consciousness.

(Working paper for the 22nd Bengal library conference at Balurghat, May 24-26, 1968;)

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম

[দ্বাবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য এই প্রবন্ধটির খসড়া কবেছেন

ঐপ্রবীর দাস চৌধুরী]

সহযোগিতার মূল্য

সমাজবদ্ধ মানব সহযোগিতা তির্যকভাবে পায়ে না। সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিবিধ কার্যক্রমের ভিত্তিই হল সহযোগিতা। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার অত্যন্ত প্রয়োজন সহযোগিতা।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মূল্য

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মূল্য অপরিমিত। যতই সমৃদ্ধশালী হোক না কেন, গ্রন্থাগারের পক্ষে পুঁজিবীর সব পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আমাদের মত দরিদ্র দেশে গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক সঙ্কটে অর্জবিস্ত। আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। ফলে পাঠকদের চাহিদা তৃপ্ত করার ক্ষমতা গ্রন্থাগারগুলির নেই। তাই আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার অন্ততম পথ হল আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা। এই সহযোগিতাব্যবস্থার কাবক্রমের উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার আয়োজন করা এবং তার মাধ্যমে পাঠকদের জন্য উন্নতধরনের গ্রন্থাগার ব্যবহার আয়োজন করা ও পাঠকদের চাহিদা পূরণ করা।

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার গুরুত্ব সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে

সমীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে যে :—

(ক) যুক্তোত্তর পূর্ববর্তীতে নানা ধরনের পাঠ্যবস্তুর প্রকাশন অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু বিজ্ঞান ও কৃষিগত দিক দিয়েই ৬০,০০০ পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। নানা ধরনের অসংখ্য প্রকাশন আয়ত্তা নিয়মিত দেখতে পাই—গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট, ট্যাগার্ড, প্যাম্ফলেট, শ্বেদিকিকেশন, পেটেন্ট, মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি। এক কথায় তথ্য বিস্ফোরণের যুগ আমরা বাস করছি। কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত প্রকাশনের সব কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

(খ) বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যবস্তুর মূল্য বিগত ২০ বৎসরে কম করেও চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) গ্রন্থাগার বাজেটের একটা বিরাট অংশ ব্যতীত কার্যকরী কর্মীদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে এবং এই ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধির দিকে।

(ঘ) গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জরায়-পারায়ের খরচ এবং দপ্তর খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে।

(ঙ) পাঠ্যবস্তুর সংরক্ষণ ও বিধানের ব্যয়ও বিগত ২০ বৎসরে অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(চ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রদারণ কাজের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ছ) সাম্প্রতিককালে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশী পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার দাম খুবই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(জ) শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে গ্রন্থাগারের নীতিত সংগ্রহের উপর চাপ পড়ছে অথচ সেই অল্পমাত্রায় গ্রন্থাগারের বাজেটের অর্থ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে হাত পা গুটিয়ে বলে থাকতে পারেন। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্ত সমাধানের একটা পথ বের করতে হবে। আর এর মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর স্রাব্য আন্দোলনও চালাতে হবে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বাজেট

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বাজেটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ফলে পাঠ্যবস্ত্ত, গ্রন্থাগার কর্মী লব কিছুই অবহেলিত। আরও শোচনীয় তথ্য দরকার প্রবর্তিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে। যেলা গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যবস্ত্ত ক্রয়ের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ হল মাত্র ৩০০ টাকা। আর গ্রামীন ও আকলিক গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যবস্ত্ত ক্রয়ের জন্য কোন বার্ষিক বরাদ্দই নেই। কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যবস্ত্ত ক্রয়ের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। স্থল গ্রন্থাগারের (যে অল্প কয়টি আছে) কথা উল্লেখ না করাই ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের অবস্থা একটু উন্নত হলেও, প্রয়োজনের তুলনায় আর্থিক বরাদ্দ অত্যন্ত কম।

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার বিভিন্নরূপ

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এবং বাস্তবে তা রূপও দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার যে বিভিন্নরূপ আমরা দেখতে পাই তা হল :—

(ক) যৌথ পুস্তক ক্রয়ের নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও কার্যক্রম গড়ে তোলা (Co-operative Purchasing)।

(খ) স্থানভাবের সমস্ত সমাধানের জন্য অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় যৌথ সংরক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা (Co-operative Storage)।

(গ) বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিশেষ সভলন গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করা (Subject Specialization)।

(ঘ) আন্তঃগ্রন্থাগার লেন-দেনের কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং সেই কর্মসূচীকে সকল শুভাবিধিত করে তোলায় লগ্ন ছাপা ও ভূখণ্ড গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, খুঁবি ও অন্যান্য বিষয়ের যৌথ সূচী গড়ে তোলা (Inter-Library Loan & Union Catalogue) ।

(ঙ) একটি গ্রন্থাগারের সভ্যদের অত্র একটি গ্রন্থাগার ব্যবহারের (পাঠ ও লেন-দেন উভয়ই) সুযোগ দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে সভ্যকার্ড বিনিময়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা (Inter-Exchange Membership Card) ।

(চ) সূচীকরণের ব্যয় কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ও সমবায়মূলক সূচীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও কার্যক্রম গড়ে তোলা (Centralized and Co-operative Cataloguing)

(ছ) খরচ বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে পাঠ্যবস্তু ক্রয়ের কর্মসূচী ও সংগঠন গড়ে তোলা (Centralized Purchasing,)

(জ) বিভিন্ন গ্রন্থের উত্তর দান ও নানা ধরনের তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা-মূলক কার্যক্রম গড়ে তোলা ।

(ঝ) গ্রন্থাগারের কর্মী বিনিময়, বিশেষজ্ঞ বিনিময়, গ্রন্থাগার প্রদত্ত সংযুক্তি তালিকা (New Addition List) এবং গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ইত্যাদি বিনিময়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা ।

(ঞ) কোন একটি গ্রন্থাগারের অগ্রাভ্যাসনীয় পাঠ্যবস্তু অত্র গ্রন্থাগারে বিতরণ করা বা অত্র গ্রন্থাগারের সন্নিবেশিত বস্তু ক্রয় কর্মসূচী গ্রহণ করা ।

(ট) বিভিন্ন সম্মেলন, সভা, আলোচনাচক্রের মাধ্যমে পরামর্শের মধ্যে মত, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা ।

(ঠ) আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেনের জন্য একটি নিয়মাবলী তৈরী করা ।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন । ইতিমধ্যে কাজ কিছুটা চলছেও । কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় আমাদের আর্থিক ক্ষমতা, কর্মীর বয়স, কর্তৃপক্ষের উদ্যোগিতা প্রভৃতি মনে রাখতে হবে । সর্বাপেক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ব্যর্থতার নামাবলী গায়ে দেওয়ার দরকার নেই । বাস্তব অবস্থা বিচার করে যে কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হল :

(ক) কলিকতা অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও কাগজপত্র বিষয়ক যে সব পত্রপত্রিকা আছে তার যৌথসূচী (Union Catalogue) নির্মাণের যে কর্মসূচী দ্বিভাষিত ইনস্টিটিউট গ্রহণ করেছে তা অবিলম্বে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন । এই কাজকে সকল করার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আনা প্রয়োজন ।

(খ) সমাজবিজ্ঞা, দর্শন, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইউরোপীয় ভাষার

লিখিত পত্রপত্রিকার একটি বৈধস্থচী তৈরী করার কর্মস্থচী গ্রহণ করার জন্য কলিকাতা বা ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন। এই কর্মস্থচীর আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন।

(গ) বাংলা ভাষার লিখিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার একটি বৈধস্থচী তৈরী করার কর্মস্থচী নেবার জন্য বাকীর প্রাঙ্গণার পরিষদ বা রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণারকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন। এই কর্মস্থচীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অর্থোপদ জানান দরকার।

(ঘ) এই রাজ্যের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত পুঁথির একটি বৈধস্থচী তৈরী করার কর্মস্থচী নেওয়ার জন্য সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন।

(ঙ) রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণারকে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসেট বিলিসের একটি ব্যাখ্যা সংলগ্ন স্থচী নির্মাণ করার এবং তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিনিময় করার অর্থোপদ জানান প্রয়োজন। পরে ঐ স্থচীগুলি থেকে একটি বৈধস্থচী তৈরী করার দায়িত্ব নিতে রাজ্যের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণারকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন।

(চ) বিভিন্ন স্তরের প্রাঙ্গণারগুলির বর্তমান সদস্যদের (Current members) মধ্যে সভ্য কার্ড বিনিময়ের কর্মস্থচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভ্যদের বিভিন্ন প্রাঙ্গণার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াই হবে এই কর্মস্থচীর উদ্দেশ্য। সভ্যসাপেক্ষ না হলেও নিম্নলিখিত বিভিন্ন স্তরের প্রাঙ্গণারগুলির মধ্যে এই সহযোগিতার কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে (অনুভবগত পাঠকক ব্যবস্থার সুযোগ)।

(১) জেলা ভিত্তিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণারগুলির মধ্যে

(২) জেলা ভিত্তিক জেলা, মহকুমা/মহকুমা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ প্রাঙ্গণারগুলির মধ্যে

(৩) রাজ্য ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাপীঠ এবং বিশেষ প্রাঙ্গণারগুলির মধ্যে।

(ছ) জেলা ভিত্তিতে জেলার যে সব হুদুদা ও হুদুদা গ্রাম, গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পাওয়া যায় তার স্থচী নির্মাণের জন্য জেলা প্রাঙ্গণার কর্তৃপক্ষকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন। এর অন্তর্গত যে অর্থের প্রয়োজন হবে (সামগ্রিক হবে) তার দায়িত্ব নিতে রাজ্য সরকারকে অর্থোপদ জানান প্রয়োজন।

(জ) জেলা প্রাঙ্গণারগুলি গ্রামীণ প্রাঙ্গণারগুলিকে গ্রহণের মাধ্যমে যে সব পাঠ্যবস্তুর দ্বারা দায়িত্ব তার তালিকা পূর্বেই প্রাঙ্গণারগুলির মধ্যে সরবরাহ করার জন্য অর্থোপদ জানান প্রয়োজন। এর ফলে গ্রামীণ প্রাঙ্গণারগুলি প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু নিশ্চয় করতে পারবে।

(ঝ) যে সব প্রাঙ্গণার নিজ পাঠ্যবস্তুর জন্য নতুন গ্রন্থ সংগ্রহীত তালিকা, গ্রন্থস্থচী, পত্রপত্রিকা স্থচী, বিষয় স্থচী প্রবন্ধ স্থচী, ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে তা আগ্রহী

গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিতরণ করার কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন। এ খণ্ড গ্রন্থাগার ও হটীগুলির তালিকা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশ করা হলে আগ্রহী গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ গ্রন্থাগারকে অফারের জানাতে পারে।

(এ) যে সব গ্রন্থাগার পুরানো এবং অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, অল্প গ্রন্থাগারে বিতরণ করতে চান তার তালিকা তৈরী করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন। এই সব গ্রন্থাগার, গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাঃ তালিকা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশ করা প্রয়োজন।

(উ) রাজ্য ভিত্তিক ও জেলা ভিত্তিক যে সহযোগিতার কাঙ্ক্ষম গ্রহণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তার নিম্নলিখিত সংবাদ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ উৎসাহ পাবে।

(ঐ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সম্মেলন ও আলোচনা চক্রে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

(ভ) এই রাজ্যের জন্য একটি আন্তঃগ্রন্থাগার লেন-দেনের নিয়মবলী তৈরীর দাবিদ্ব ব্যতীত গ্রন্থাগার পরিষদের নেওয়া প্রয়োজন।

Inter-library Co-operation : A Programme for West Bengal
[A Draft by Prabir Roychoudhuri]

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

মর্থ ইন্সটীটুট কলকাতা লাইব্রেরী। ৬, পাসার বাজার রোড, কলি-১৫।

গ্রন্থাগারের ৫৭তম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে আলোচ্য বছরে (১৯৬৭-৬৮) মোট সদস্য সংখ্যা ২৩৪জন এবং মোট বই এর সংখ্যা ১৫৫১ খানিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সত্যাদিক পাঠক প্রত্যেক এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিভাগ দুইটি—‘নিঃসৃত পাঠকক’ এবং ‘বিপণ্য মজুদ’। ‘নিঃসৃত পাঠকক বিভাগ’ নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। এ বছরও রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নেতাজী দ্বারা দিবস পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগের সদস্যগণ কথাসিঁদ্বী পত্রিকার ‘চন্দ্রনাথ’ নামকটি মঞ্চ করেন। ১৯৬৭-৬৮ সালের কার্যনির্বাহক সমিতিতে যে সকল সদস্যগণ আছেন তাঁদের নাম নীচে উল্লিখিত হল :

ডাঃ কে এন দে (সভাপতি), সর্বাঙ্গী এ জেড খান, বক্তৃতাচক্র সভাপতি, দুর্গাপাল বসু, অক্ষয়কুমার দে, শান্তিনীল বসু (সহঃ সভাপতি), পদ্মজুবর্ণ চন্দ্র (সাধারণ সম্পাদক), বিনয়বিহারী সাক্সাল (সহঃ সম্পাদক) এবং প্রকাশকুমার বসু (গ্রন্থাগারিক)। এছাড়া আরো নয়জন সদস্য আছেন।

শান্তি ইনস্টিটিউট। ২৬/১এ, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলি-১২।

গত ৬ই এপ্রিল, '৬৯ শান্তি ইনস্টিটিউটের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব সাক্ষর্যে প্রতিপালিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের স্তম্ভ উদ্বোধন করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ত্রিকালিচরণ শাস্ত্রী মহাশয়। ‘স্বর্ণ জয়ন্তী পুস্তক সংগ্রহণের’ উদ্বোধনও তিনি করেছেন। তৎক্ষণাৎ তার সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্টাডি। ৭৫, ৭৫/২৭, এস এন রায় রোড, কলি-৩৮।

আজকের অর্থনৈতিক সংকটে ও বিপণ্য মধ্যবিত্ত জীবনে ঠাডি একটি আলোক-বস্তু। শিক্ষা জীবনের দাক্ষ্য দুর্ধোগে ঠাডি অনেক আশা নিয়ে এসেছে—ঠাডি, একটি ছোট অর্থনৈতিক গ্রন্থাগার। এখানে সদস্য হতে কোন চান্স লাগে না, বই বাড়ীতে নিয়ে পড়বার জন্য কোন অর্থও জমা রাখতে হয় না। এখানে অগ্রাধিকার ভাদ্যবই দায়ের বই কিনে পড়ানো করার সামর্থ্য নেই। বর্তমানে প্রায় দুই সত্যাদিক স্থল কলেজের ছাত্রছাত্রী এখানে থেকে নিরমিত বই নিয়ে পড়ানো করে।

২৪শরগণা

ভরুণ সঙ্কর । শিবাকোল ।

ভরুণ সঙ্কর ২৫ বছর পুন্ডি উপলক্ষে ২৪তম জয়ন্তী বৎসর গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি '৬৮ অঙ্গুষ্ঠিত হয় । প্রথমদিনের সভার ভারমণ্ড চাণ্ডার মহকুমা শাসক শ্রীমল্লীপকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এবং অধ্যাপক শিবপ্রসাদ হালদার মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রবান অভিধিৎ আলম গ্রহণ করেন । ঐ দিন একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় । দ্বিতীয় দিনের সভার সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রজ্ঞাপারের শ্রীমতী বাণী বসু এবং বঙ্গীয় প্রজ্ঞাপার পরিষদের সম্পাদক শ্রীমোহনচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবান অভিধিৎ ভাষণ দান করেন । শ্রীমন্তাপ চন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীমন্তকুমার শালগ সভার বক্তৃতা দেন । সভাশেষে একটি বিচিহ্নাঙ্গানের আয়োজন করা হয়েছিল ।

বেলগড়িয়া কৃষা স্মৃতি লাইব্রেরী । মডেল বেলগড়িয়া । বসিরহাট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি, '৬৮ বেলগড়িয়া ভরুণ সঙ্কর উন্নয়ন বার্ষিক সম্মেলন অঙ্গুষ্ঠিত হয় । এই সম্মেলনে সংঘ সভাপতি শ্রীহরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং স্মরণার্থি পাঠাগারের উদ্বোধন কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

১৯৬৭-৬৮ সালের জন্ম নিয়ন্ত্রক সভাস্থলের দ্বিবে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয় :

সহশ্রী জুবলচন্দ্র মণ্ডল, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, অচ্যুত বসু, মোঃ আকতার উদ্দীন, প্রকাশচন্দ্র দাস, তারা লাহিড়ী, ওজাজ্জিন আহম্মদ, বিষ্ণুদ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রকুমার গাউন, কবীন্দ্রনাথ বসু, হাজারীলাল ঘোষ, মৃণালকিশোর দেওয়ান, মোঃ গোলাম আলী সর্দার, সুনীলকুমার মণ্ডল ও সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ । সভাশেষে অঙ্গুষ্ঠানের অন্তিম আকর্ষণ হিসাবে সংগীত পরিবেশন করা হয় ।

লক্ষ্মণ পাঠাগার । শুকচন্দ্র ।

গত ২০শে মাঘ, '৭৪ প্রজ্ঞাপার সাংসদ উৎসব অঙ্গুষ্ঠিত হয় । ঐশ্বর্য্যীয় দিন একটি আকর্ষিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এই প্রতিযোগিতার ৪টি বিভাগে ১২টি পুরস্কার দেওয়া হয় ।

সাপুন্ডন পাঠাগার । বসন্তোষ

সাপুন্ডন পাঠাগারের ৩৩তম বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২৮শে আশ্বিন 'সাপুন্ডন সন্দিবে' উদ্বোধনিত হয়েছে । পৌরপতি শ্রীনির্মলকুমার কালরী মহাশয়

অহুঠানে সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রমকী জ্যোৎস্নাঙ্গী সাধু বাহিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

গত ১৬ই কাতিক 'সাদুপাঠ মন্দিরে' নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও কথাপিত্তী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান বাহিনী উদ্‌যাপন করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ব-শিউরিষল, পণ্ডিত অণুহরলালের জন্ম-জয়ন্তী ও নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস বঙ্গাঙ্গীতি পালন করা হয়।

সদস্য

বিরেকামল পাঠাগার, কীদোয়া। কীদোয়া।

গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ, ১৩৭৪ বিরেকামল পাঠাগারের বাহিক জীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অহুঠানে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন সাংবাদিক শ্রীটপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ শ্রীচন্দ্রচন্দ্র খাঁ মহাশয়।

বর্ধমান

অতিথিক জেলা গ্রন্থাগার। আসামসোল।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, '৬৭ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি বনোজ অহুঠানের আয়োজন করা হয়। অহুঠানে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক সুন্দরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮ পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পাঠদিনব্যাপী বহু সফল বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। জাড়াগ্রাম।

সারস্বতপ্রসাদ অষ্টবর্তনিক সাংবাদিক বিভাগের সভাপতিত্ব উপলক্ষে বিভাগের প্রাক্ষেপে গত ১৫ থেকে ১৬ই মার্চ পঞ্চম ক্রিয়-শিক্ষা শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে জাড়াগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার অংশ গ্রহণ করে। অন্তর ঠলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা বিভাগের প্রাচীন পুঁথি, পোড়া মাটির ইটক ফলক লুপ্ত, খনিজ প্রভৃতি, মুদ্রা, ডাকটিকিট, চিত্রাধি প্রদর্শিত হয়। পদ্ধতিগত সাহিত্যিক ভাষাসংকল্প বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের শ্রীকান্তকান্ত তত্ত্ব, অধ্যাপক জগদীশ কট্টাচার্য, সাংবাদিক শিক্ষার মুদ্রা পরিবর্তন শ্রীমতী চন্দ্র রায়, বহুলা পালক শ্রীবিগোপাল রায়, আবুল গনি, মোঃ মাজেদ হোসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রাচীন সংগ্রহ দর্শন করে উজ্জ্বলিত প্রবলো করেছেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) । মাসকর ।

গত ৩রা মার্চ, '৬৮ খানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ২১শ বার্ষিক সাধারণ সভা বর্ধমান জেলা মহাজন লিখাধিকারিক ঐক্যমিত্রসূচক নামের সভাপতিত্বে অস্থাপিত হয় । অহুতানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা তথ্যাদিকারিক ঐক্যমিত্রসূচক মণ্ডল । ঐক্যমিত্রবৎস শাল গ্রন্থাগারের কাব্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন ।

মহাজন জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথোক্ত ভাষণ দেন স্বর্গীয় মহাজন লিখাধিকারিক, সাধন কর, তবানীপ্রসাদ সরকার ও মধুসূদন আচার্য ।

গ্রন্থাগারে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৬০ জন এবং পুস্তক সংখ্যা ৪০২৪ । আলোচ্য বছরে গ্রন্থাগারে বার্ষিক বরোজ কর্তী, শিশু দিবস, মহাজনশিক্ষা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস, সাধীনতা দিবস, নেতাজী স্মরণসভা ও জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয় । গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রন্থাগারটিকে প্রচুর কৃত্য পথে সহায়তা করেছে । যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি, যিনি গ্রন্থাগারে এসে বই পড়তে পারবেন না—তার হাতে বই পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা এঁদের রয়েছে ।

হাওড়া

হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাব । ৩২ চার্চ রোড, হাওড়া-১ ।

১৯৬৭ সালে হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাবের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠিত হয় । গ্রন্থাগারটি প্রত্যহ ২-৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয় । বর্তমানে বহু পত্রপত্রিকা বিশেষতঃ চিকিৎসা বিষয়ক, গ্রন্থাগারের ঐশ্বর্য্য করেছে । খুব আনন্দের কথা, গ্রন্থাগারের নিজস্ব তবন নিয়ন্ত্রণের অত্র ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে ।

সংবাদ গ্রহণ ও সম্পাদনা : শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ।

মূল্য ২০ টাকা।

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সংবলিত প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত প্রচেষ্টার আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

মূল্য ৩০ টাকা।

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিদ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন।

মূল্য ১০ টাকা।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটি জাতীয় বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃতি সহায়ক গ্রন্থ।

মূল্য ৫০ টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিনয় কুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে।

গ্রন্থটি ডঃ নীহার রজন রায় কর্তৃক উক্ত-প্রশংসিত।

মূল্য ২০ টাকা।

গ্রন্থবিভা

বাদ্যপদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মূখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার এহমেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের স্থিতীয় সংস্করণ।

বাংলাভাষার রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক।

মূল্য ১০ টাকা।

গ্রন্থকার-নাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এই গ্রন্থটিতে বর্ণনাত্মক লেখকের নামানুসারী যে সংখ্যাগুলি নির্দেশ করা হয়েছে তা গ্রন্থাগারের পুস্তক বণীকরণে বিশেষ সহায়তা করে।

সংখ্যাগুলি 'প্রমীল-সংখ্যা' বলে পরিচিত।

অল্প কয়েকখানা বই অবশিষ্ট আছে।

মূল্য ২০ টাকা।

বাংলা লিঙ্গ সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কমী শ্রীমতী বাণী বসু সম্বলিত। ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৩,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা।

মূল্য ৭০ টাকা।

সবগুলি বইয়েই পুস্তক বিক্রেতাদের ২৫% ও পরিষদ সদস্যদের ১৫% কমিশন দেওয়া হবে।

GRANTHAGAR

Licenced to post without prepayment

LICENCE No. CL-24., Calcutta.

APRIL 1968

Price 50 P.

Regd. No. C-3910

LITERATURE

An Introduction to Literary Criticism	
—Schreiber	Rs. 12'00
The Second World War—Churchill (12 Vols)	Rs. 54'00 set
Red Hibiscs—Padmini Sengupta	Rs. 6'50
Excellence can we be Equal & Excellent	
Too—Gardner	Rs. 3'50
Paradise Lost Books 1 & 2—B. Rajan	Rs. 9'00
An Outline History of English Literature	
—Hudson	Rs. 6'00
Out of My Mind—Sudhir Dar	Rs. 4'00
Questions and Answers from the Book of	
Knowledge	Rs. 3'40
How to win Friends and Influence People	
—Dale Carnegie	Rs. 3'75
The Fundamentals of Contract Bridge	
—Goren	Rs. 2'65
This way to Happiness—Clyde M. Narramore	Rs. 1'40
How to win over Worry and Care	
—John Edmund Haggai	Rs. 1'00

Please write for further details :

SHANTI BOOK STORES

52, Netaji Subhas Road,
CALCUTTA-1.

Phone No. : 22-5109